পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত

প দ্মা পু রা ণ

পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত

পদ্মাপুরাণ

পাঠ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

ড. হরেকৃষ্ণ আচার্য

অক্ষর পাবলিকেশনস্

প্রধান কার্যালয় ঃ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

কলকাতা কার্যালয় ঃ ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন

কলকাতা - ১২

purbabanger manasāmangaler kabi pandit Jānakināth birachita padma puran
readings, research and analysis
by Dr. Harekrishna Ācharyā

ISBN- 81-89742-52-3

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, ২০০৮

প্রচ্ছদ ঃ মনোজ ঘোষ

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জে. বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র ঃ 'বইঘর' ও অক্ষর সেলস্ কাউন্টার, জে. বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

কলকাতা কেন্দ্র ঃ ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

সার্বিক যোগাযোগ

অক্ষর পাবলিকেশনস, "সঞ্জীব ভিলা", জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১

দূরভাষ ২৩০-৭৫০০, ২৩২-৪৫০০,

মূল্য ২৫০ টাকা

উৎসর্গ

স্বর্গগত মা বীনাপানি দেবী
এবং স্বর্গগত বাবা কুঞ্জমোহন আচার্য

তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে এই গবেষণাকর্ম
উৎসর্গীকৃত হলো।

প্রাক্ - কথা

প্রথিতযশা পণ্ডিত কবি জানকীনাথ অনুকৃত পদ্মাপুরাণ পুঁথির একটি পাণ্ডুলিপি দীর্ঘকাল যাবৎ দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর নিবাসী শ্রী হরেকৃষ্ণ আচার্য মহোদয়ের কাছে সংরক্ষিত জেনে আমি যুগপৎ বিস্ময়াবিষ্ট ও পুলকিত হয়েছি। বিশেষতঃ পণ্ডিত জানকীনাথের এই অভিনব পুঁথিটির ওপর গবেষণামূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ গবেষক শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য মহোদয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের সুসমাচার ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমাকে গর্বিত করেছে। এটা অত্যন্ত বেদনা ও পরিতাপের যে পাণ্ডুলিপিটি দীর্ঘ ১৭ বছর যাবৎ ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে ছিল এবং সংরক্ষক বহু চেষ্টা করেও সেটি মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেননি। অথচ মূল্যবান এই পুঁথিটি আগ্রহী ও সুরসিক পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিলে বিদগ্ধ পাঠকগণ উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

এই উদ্দেশ্যেই আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে আমার তরুণ প্রকাশক বন্ধু দেবব্রত ও শুভব্রতকে অনুরোধ করেছিলাম পুঁথিটির মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য। ওরা এককথায় রাজী হয়ে গেলেন। তাদের এই আন্তরিক সদিচ্ছায় আমি যারপরনাই আনন্দিত। পাঠক পণ্ডিত সমাজে বইটি সমাদৃত ও গৃহীত হলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

(অনিল সরকার)

ভূমিকা

ইতিহাস কখনো থেমে থাকে না, নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও বার বার পুনর্লিখিত হচ্ছে এবং আবারও লিখিত হবে। 'চর্যাপদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র পুঁথি আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দুটি পুঁথি আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বলতে মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবপদাবলীকেই বোঝাত। এরকম কতো যে অমূল্য পুঁথি আজও আমাদের চোখের আড়ালে কারও বাড়ির সিন্দুকে কিম্বা গোয়ালঘরের মাচায় পড়ে রয়েছে কে জানে!

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পুঁথি বোধহয় রচিত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের। কতোজন কবি মনসা বা পদ্মাবতীকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন তা আজও নির্ধারিত হয়নি এবং তা বোধহয় সম্ভবও নয়। গ্রাম্য লোক-কবিরা, মনসামঙ্গল কাব্যের পালা গায়করা কাব্য রচনা করে খ্যাতিমান কবিদের নাম ভণিতায় যোগ করে দিয়েছে। অথবা খ্যাতিমান কবিদের কোন কোন পালায় নিজের নাম যোগ করে দিয়েছে। আর সেজন্যই একই পুঁথিতে দুই বা ততোধিক কবির নাম ভণিতায় পাওয়া যায়। প্রখ্যাত পুঁথি সংগ্রাহক চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী মনসামঙ্গলের বহু পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত পুঁথিগুলি 'বাইশ কবি মনসা' (বা বাইশা) নাম দিয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তরল কুমার চক্রবর্তী চট্টগ্রামের 'সাধারণ প্রেস' থেকে প্রকাশ করেছিলেন (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, আনন্দ প্রকাশন, পৃঃ ২৪৭ ও ২৫৩ দ্রষ্টব্য)। এই বাইশ জন কবির তালিকায় যে একজন কবির নাম পাচ্ছি তিনি 'জানকী', 'জানকীনাথ', 'পণ্ডিত জানকীনাথ', 'বিপ্র জানকীনাথ'। বর্তমান গ্রন্থটি সেই কবি জানকীনাথের নব-আবিষ্কৃত সম্পূর্ণ পুঁথির ও তার পাঠ বিশ্লেষণের।

পণ্ডিত জানকীনাথের সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাস রচয়িতারা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করলেও কোন আলোচনা করার সুযোগ পাননি মূল পুঁথির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়ার ফলে। আমার ছাত্র ড. হরেকৃষ্ণ আচার্য পণ্ডিত জানকীনাথের একাধিক পুঁথি আবিষ্কার করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে এক মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। জানকীনাথের স্বতন্ত্র পুঁথি ছাড়াও একই পুঁথিতে নারায়ণ দেব ও জানকীনাথের ভণিতাযুক্ত একাধিক পুঁথিও তিনি আবিষ্কার করেছেন। পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় ছিল, এমনকি

সুকবি নারায়ণ দেবের খ্যাতিকেও একসময়ে ম্লান করে দিয়েছিল। জানকীনাথ শুধু 'পণ্ডিত'ই ছিলেন না, অত্যন্ত সমাজ-সচেতন এক প্রতিভাধর কবি ছিলেন। আর তাই তাঁর কাব্যটি একান্তভাবেই বাস্তব রসসমৃদ্ধ। সমাজচিত্র এবং চরিত্র অঙ্কনে যেমন তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তেমনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দেখিয়েছেন অসামান্য নৈপুণ্য। ড. আচার্য তাঁর গবেষণাগ্রন্থে (বর্তমান গ্রন্থটির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ড. হরেকৃষ্ণ আচার্যকে পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করে ১৯৯০ সালে) জানকীনাথের কবিকৃতির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। সুকবি নারায়ণ দেব এবং তিনবঙ্গের অন্যান্য মনসামঙ্গল-এর কবিদের তুলনায় তাঁর কাব্যটি কোন্ কোন্ দিকে স্বতন্ত্র ড. আচার্য সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করায় তাঁর গ্রন্থটি খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান গ্রন্থটি বাংলাসাহিত্যের এক মূল্যবান ও অভিনব সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমি ড. আচার্য-এর আন্তরিক নিষ্ঠা ও অদম্য অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি এবং তাঁর সমস্ত প্রকার শুভকামনা করি।

শিশির কুমার সিংহ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান তথা ডিন,
কলা ও বাণিজ্য শাখা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

নববর্ষ, ২০০৮
আগরতলা, ত্রিপুরা।

লেখকের কথা

মনসামঙ্গল কাব্যের ধারায় পণ্ডিত জানকীনাথ একজন ব্যতিক্রমী কবি। তাঁর অভিনবত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯০ সালে। তারপর সতেরোটি বছর কেটে গেছে; কিন্তু বইটি ছাপাখানার মুখ দেখেনি। সুখবর এই যে, আজ তা হচ্ছে। ফাইল উন্মোচিত হয়েছে দরদি কবি অনিল সরকার মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। তিনি নিজেই ফাইলটি নিয়ে পৌঁছিয়েছেন আগরতলার অক্ষর পাবলিকেশানস্-এ। সংস্কৃতিবান হৃদয় সম্বাদী মহানুভব ছাড়া এমন কাজ অন্য কেউ করতে পারেন না।

বইটি ছাপা এবং প্রকাশের প্রধান পুরোহিত হলেন অক্ষর পাবলিকেশানস্ এর প্রকাশক সম্মাননীয় শুভব্রত দেব মহোদয়।

বইটি প্রকাশ হওয়ায় একজন গবেষক হিসেবে আমি আজ আনন্দিত। এই আনন্দেই শ্রদ্ধেয় অনিল সরকার মহোদয়কে জানাচ্ছি আমার বিনীত প্রণাম এবং প্রকাশক শুভব্রত দেব মহোদয়কে জানাচ্ছি হার্দিক উষ্ণ অভিনন্দন। অভিনন্দন জানাচ্ছি 'অক্ষর' এর অন্যান্য সদস্যদেরকেও।

পণ্ডিত জানকীনাথের পুঁথি গবেষণায় আমার গবেষণা নির্দেশক ছিলেন আমারই উচ্চশিক্ষাগুরু, বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রবীণতম অধ্যাপক, শ্রদ্ধেয় ড. শিশিরকুমার সিংহ মহাশয়। তাঁর অকৃপণ স্নেহ বাউল স্বভাবের একজন শিষ্যকে Ph. D. Degree পাইয়ে ছেড়েছে। গ্রন্থে একখানা ভূমিকা লিখে দিয়েও আমার প্রতি তাঁর স্নেহেরই প্রমাণ রেখেছেন স্যার। বইটি প্রকাশের আনন্দে আজ স্যারকেও জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

প্রণাম জানাচ্ছি আমার বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাগুরু, পরে উদয়পুর রমেশ স্কুলে কর্মসূত্রে আমার প্রধান শিক্ষক স্বর্গত ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহোদয়কেও। তিনি আমাকে সব সময় সব রকমের সাহায্য করে গবেষণা কাজ শেষ করতে বাধ্য করেছিলেন।

পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেকেরই সাহায্য দরকার হয়। সাহায্য নিতে হয় পাণ্ডুলিপি খোঁজার কাজে এবং পুঁথি অনুলিপির কাজে। খোঁজার কাজে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি, 'পুঁথি পরিচয়' ও 'কবি পরিচয়' অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের অনেকেরই নাম এসেছে। আর যাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয় এদের মধ্যে আছেন কমলপুরের শিক্ষক বন্ধু সত্যবান বিশ্বাস, উদয়পুর রমেশ স্কুলের সহকর্মী শিক্ষক কাজল কান্তি পাল, বিজন কুমার ভৌমিক এবং শ্রীমান চন্দন কুমার রায় (এখন শিক্ষক)। পাণ্ডুলিপি থেকে আধুনিক লিপিতে অনুবাদ করার কাজে সাহায্য করেছেন সহকর্মী শিক্ষক মধুসূদন দত্ত এবং শ্রীমান তাপস দত্ত (এখন চিকিৎসক, ত্রিপুরা সুন্দরী জেলা হাসপাতাল, উদয়পুর) ও শ্রীমান শংকর দাস (এখন শিক্ষক, রমেশ স্কুল)। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি অনেক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে। আজ সকলের প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বলতে হয় সহধর্মিণী তপু দেবের (আচার্য) কথাও।

তাঁর সহমর্মিতার গুণেই দারিদ্র্যের রাঙা চোখকে উপেক্ষা করার শক্তি পেয়েছি।

সবশেষে আবার স্বীকার করছি যে, শ্রদ্ধেয় অনিল সরকার মহোদয়ের আগ্রহ এবং প্রচেষ্টাতেই আজ এই বই প্রকাশিত হলো।

৮ জানুয়ারী, ২০০৮ — গ্রন্থাকার

পুনশ্চঃ

প্রায় আড়াইশো পাণ্ডুলিপির মধ্যে সাড়ে দশখানা পাণ্ডুলিপি হলো মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথের। এই সাড়ে দশখানা পাণ্ডুলিপি তুলনামূলক পর্যালোচনা করেই সম্পাদিত হয়েছে পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ।

পণ্ডিত জানকীনাথের পুঁথিগুলোর আলাদা ক্রম নির্দিষ্ট করা হয়েছে আবিষ্কারের ক্রম অনুসরণে। তালিকাটি আছে 'পুঁথি পরিচয়' অধ্যায়ে। এরমধ্যে ৬,৭ এবং ৮নং ক্রমের পুঁথিগুলো ঘরে আনতে দেননি মালিকেরা। তাই তাঁদের নিকট থেকে পেয়েই পুঁথিগুলো পাঠ করতে হয়েছে। আবার, কাজের শেষে প্রতিশ্রুতি মতো ফিরিয়ে দিয়েছি ১,২,৩, ৫ এবং ১১ নং পুঁথি পাঁচখানা। আমার নিকট আছে ৪, ৯ এবং ১০নং পুঁথি তিনটি।

পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মা-পুরাণ প্রথম পাই ১৯৮১ সালের জুন মাসে। পাঠোদ্ধার করে বোঝা গেলো মনসা মঙ্গল কাব্যের ধারার একটি অভিনব দিক। তিন বঙ্গের আবিষ্কৃত এই শাখায় সকল কবির কাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায় সত্যিই পণ্ডিত জানকীনাথ শুধুই ভক্ত কবি নন, সমাজ সচেতন একজন শিল্পী কবিও।

'পুঁথির ভাষা ও বানান' সম্পাদনায় একটু ত্রুটি রয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে। যেমন, পণ্ডিত জানকীনাথ অন্ত্য-মধ্যযুগের কবি বলে বানানে আধুনিক প্রভাবই বেশি। মধ্যযুগীয় রীতিতে পদ মধ্য বা পদান্ত 'য়' বা 'য়া'-এর স্থলে 'অ' বা 'আ' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এরূপ ব্যবহার খুবই কম বলে আধুনিক বানানই ব্যবহার করে লিখেছি (করিআ=করিয়া, করিঅ=করিয়)। এতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে হয়নি। কিন্তু পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় বলে মনে হয়েছে। যেমন - 'তুমি বাপু হঅ কুনুজন' - বাক্যে 'হঅ=হয়, - লিখলে ঠিক হলো না। কারণ এক্ষেত্রে হঅ=হও হবে। 'হও' লিখলে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে। তাই 'হঅ' থাকাই উচিত ছিলো।

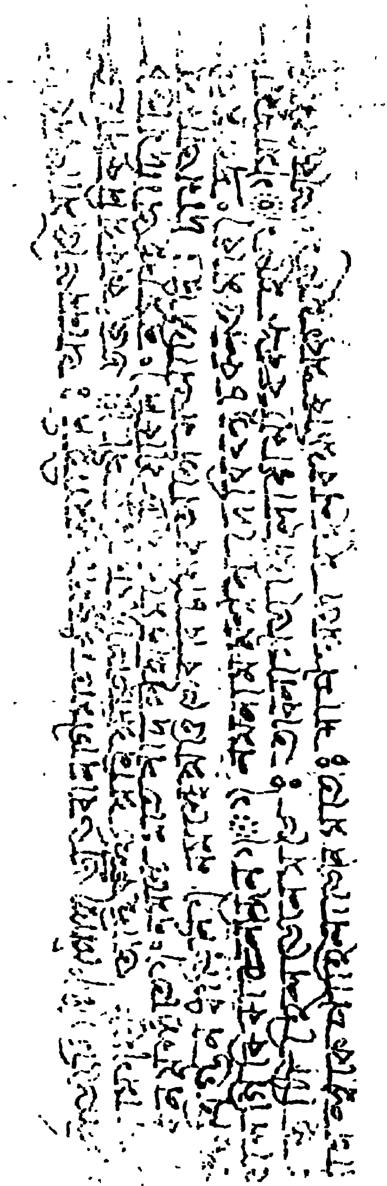
পণ্ডিত জানকীনাথের পদ্মা পুরাণের সম্পাদিত কাব্যটি গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পায় আজ থেকে সতেরো বছর আগে। এতোদিন পরে প্রকাশ হচ্ছে বলে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু যোগ - বিয়োগ ঘটেছে। যেমন ঃ পদ্মাবতী চরিত্রটি বাদ দিয়ে, পদ্মাবতী চরিত্রাশ্রয়ী, 'কবির সমাজ ভাবনা' একটি পৃথক অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। তেমনি, কিছু নতুনত্ব এসেছে 'সদাগর চরিত্র' - অধ্যায়েও।

এতোদিনে গ্রন্থটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে পণ্ডিত ও পাঠক সমাজের হাতে যাবার ব্যবস্থা হল। পণ্ডিত জানকীনাথ সুধী পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

৮ জানুয়ারী, ২০০৮ — গ্রন্থাকার

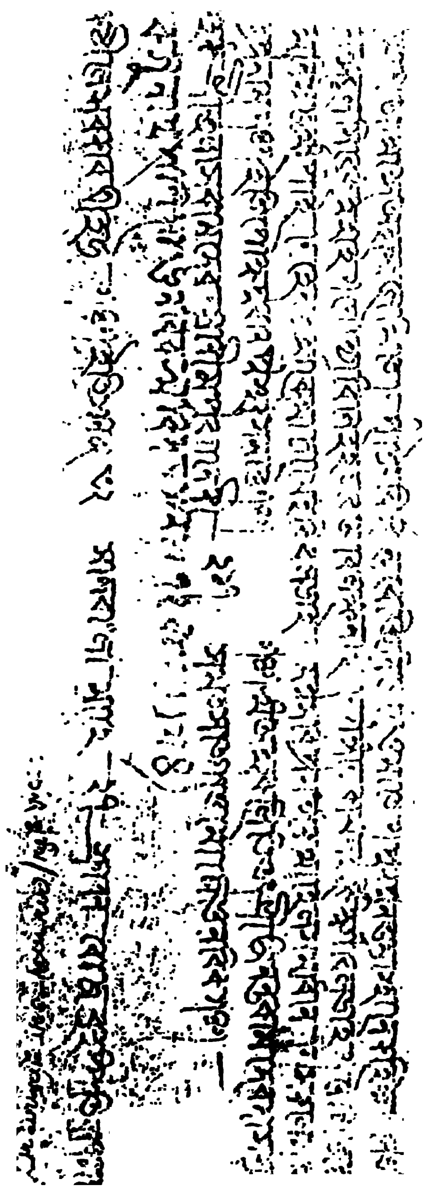
পরিবেশন - ক্রম

পুঁথির পাঠ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন



ক. পুঁথি-প্রসঙ্গ

আদর্শ পুঁথির প্রতিলিপি



পুঁথি পরিচয়

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর মহকুমায় হালাহালি গ্রামের শ্রী কাশীনাথ পাল মহাশয়ের নিকট মনসামঙ্গল কাব্যের একখানি পাণ্ডুলিপি পাই। কাব্যের নাম 'পদ্মা-পুরাণ'। পাঠোদ্ধার করে পুষ্পিকা প্রমাণে বোঝা গেল যে পাণ্ডুলিপিটির রচয়িতা হলেন ঃ পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসার দাস। পুঁথির শেষ পাতায় অশুদ্ধ তথা মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে ঃ

"শুঅক্ষর লিখিতং শ্রী অনন্তরাম দেব দাসস্য নিজ পুস্থক শ্রী হলাসরাম দেব সাকীম পরগনে কীসমত সাতগাও মৌজে ভুনবীর ।৪। মতালা কটীলে সরকার শ্রীহট্ট ।৪। ইতিসন ১২৩২ সাল বাংলা মাহে ২৭ শ্রাবণ রোজ বৃহস্পতি বার মাক্র"।

— এ পুষ্পিকা থেকে বোঝায় ঃ

শুঅক্ষর লিখিতং = সু অক্ষর লিখিত হয়েছে।

শ্রী অনন্তরাম দেবদাসস্য নিজ পুস্থক = শ্রী অনন্তরাম দেবদাসের নিজ পুস্তক

শ্রী হলাসরাম দেব = (লিপিকর)

সাকীম (সাকীন্) = ঠিকানা

পরগনে =পরগনাতে (পরগনা = এক অধিকারের অন্তর্গত গ্রাম সমূহ)

কীসমত = অংশ

সাতগাও = সাতগাঁও পরগনা

মৌজে = মৌজাতে বা গ্রামে

ভুনবীর = একটি গ্রাম

মতালা কটীলে সরকার = সরকার শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে এক অর্থ হয় জমিদারী বা এস্‌টেট। এ অর্থ ধরলে অর্থ এই হয় যে, মতালা কটীল নামে জমিদারী বা এস্‌টেট।

শ্রীহট্ট = জেলা

সুতরাং বোঝা গেল ঃ

পুঁথিটির মালিক হলেন ঃ- শ্রী অনন্তরাম দেব

লিপিকার হলেন ঃ- শ্রী হলাসরাম দেব

ঠিকানা ঃ- শ্রীহট্ট জেলার মতালা কটীল নামে জমিদারী বা এস্‌টেটের অন্তর্গত সাতগাঁও পরগনার অংশ তথা মৌজা বা গ্রাম হলো ভুনবীর।

অর্থাৎ,

মৌজা বা গ্রাম = ভুনবীর

পরগনা = সাতগাঁও —

সরকার = মতালা কটীল

জেলা = শ্রীহট্ট।

মাক্র = মাত্র।

এই পৃষ্ঠাতেই ঠিকানা যুক্ত শেষ দু'চরণের মাঝখানে ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা আছে ঃ
"শ্রী রগুনাথ পাল সাং ভুনবীর খরিদসন ১২৭২ বাং দাম ৪্।" এ থেকে বোঝা যায় যে, ভুনবীর গ্রামেরই শ্রী রঘুনাথ পাল ১২৭২ বাংলা সনে চার টাকা মুল্যে এ পুঁথি খরিদ করেন। অংশটুকু লেখা হয়েছে পুঁথি কেনার পর। যা'হোক, প্রাপ্ত পুষ্পিকাতে কবির কোন পরিচয়-সূত্র নেই। সবটাই পুঁথির মালিক, লিপিকর এবং ক্রেতার ঠিকানা। মনে হয় তিনজনই একগ্রামের লোক।

এই রঘুনাথ পালের উত্তর পুরুষ (রঘুনাথ হতে চতুর্থ পুরুষ) শ্রীকাশীনাথ পাল মহাশয় পুঁথির বর্তমান মালিক। সিন্দুকে সযত্নে রক্ষিত হওয়ায় পুঁথিখানা অক্ষত অবস্থায় আছে। পুঁথির মোট পাতা সংখ্যা ২১৭টি। প্রতি পাতার দু'দিকেই লেখা আছে এবং প্রতি দিকে চরণ সংখ্যা আটটি। কাগজ তুলোট। অঙ্গহীন না হলেও ১৭৬-১৭৯ পর্যন্ত পৃষ্ঠা কটি হারিয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ, এগুলো পরবর্তী কালে মোটা কাগজে লেখা এবং হস্তাক্ষরও ভিন্ন। এছাড়া শুরুর ১/১ এবং ১/২ পৃথক দুটি পৃষ্ঠা তুলোট কাগজে হলেও হস্তাক্ষর ভিন্ন। ১/২ নং পৃষ্ঠায় একই হস্তাক্ষরে রঘুনাথ পালের নাম এবং ঠিকানা বলে দেয় যে, এই দুই পৃষ্ঠার হস্তাক্ষর রঘুনাথ পালেরই।

সম্পূর্ণ পুঁথিতে মোট ভণিতা ১০২টি — দেবখণ্ডে - ৪০টি এবং বণিক খণ্ডে - ৬২টি। দেব ও বণিক খণ্ডে পণ্ডিত জানকীনাথের ভণিতা যথাক্রমে ২৮ ও ৫৯টি = ৮৭*টি। বাকি ১৫টি ভণিতার মধ্যে নারায়ণ দেবের নামে ৯ + ১ = ১০টি। কৃষ্ণদেব সুত ভণিতায় ২ + ১ = ৩টি এবং দেবখণ্ডে নারায়ণ দত্ত নামের ভণিতা ১টি ও বণিক খণ্ডে শিবরাম নামের একটি।

**১৮টি ভণিতায় জানকীনাথের নামের আগে 'পণ্ডিত' উপাধি নেই। তা বলে এক্ষেত্রে 'পণ্ডিত' উপাধিহীন কোন জানকীনাথের কল্পনা ঠিক হবে না। শুধু পয়ার এবং লাচাড়ির 'মাত্রার' দাবিতেই ওসব ক্ষেত্রে 'পণ্ডিত' শব্দটি বাদ পড়েছে। এছাড়া পণ্ডিত ব্যক্তির নামের সঙ্গে প্রতিবারই যে উপাধি ব্যবহৃত হবে এমন কোন কথা নেই।*

ভণিতা বিভ্রাট দূর করতে হলে একাধিক পাণ্ডুলিপির প্রয়োজন। প্রথমে হালাহালি গ্রামেই যাই। হালাহালি গ্রামের পাশের গ্রাম হলো কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণ নগরের শ্রীঅনিল সূত্রধর মহাশয়ের সশ্রদ্ধ সহায়তায় তাঁরই খুড়ো শ্রীবোমাপদ সূত্রধর মহাশয়ের নিকট দু'খানি পাণ্ডুলিপি পাই — একখানা পণ্ডিত জানকীনাথের মনসার পুঁথি এবং অন্যখানা হলো রামায়ণের। একই গ্রামে সূত্রাণুসন্ধানে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে আরো তিনখানা পাণ্ডুলিপি পাই — শ্রীসুবোধ সূত্রধর, শ্রীরাজেন্দ্র কুমার নাথ এবং শ্রীমাখন দেবনাথ মহাশয়দের নিকট। এর মধ্যে প্রথম দু'খানা পাণ্ডুলিপি হলো পণ্ডিত জানকীনাথের মনসা-মঙ্গলের। এ গ্রাম থেকেই আরো কিছু সূত্র পেয়েছি পাণ্ডুলিপি ও কবি পরিচয় বিষয়ে।

সূত্রানুসন্ধানে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কমলপুর মহকুমার সালেমা; ধর্মনগরের করমছড়া, তিলথৈ, বেতাঙ্গী; দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় উদয়পুর, কুশামারা, পিত্রা; পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মেলাঘর প্রভৃতি অঞ্চল হতে প্রায় দশ-বছরের অবিরাম চেষ্টায় পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যের মোট ১০ $\frac{১}{২}$ খানা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারে সমর্থ হই।

পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা	লিপিকাল	বর্তমান মালিক	ঠিকানা
১ —	১২৩২ বাংলা	শ্রীকাশীনাথ পাল	হালাহালি, কমলপুর
২ —	১২২৩ বাংলা	শ্রীবামাপদ সূত্রধর	কৃষ্ণনগর, কমলপুর।
৩ —	১৩৪৭ বাংলা	শ্রীসুবোধ সূত্রধর	কৃষ্ণনগর, কমলপুর।
৪ —	১৩২৯ বাংলা	শ্রীরাজেন্দ্র কুমার নাথ	কৃষ্ণনগর, কমলপুর।
৫ (খণ্ডিত)	১২৭৫ বাংলা	শ্রীমতীবর্ণমালা ভৌমিক	কুশামারা, কাকড়াবন।
৬ —	১৩১২ বাংলা	শ্রীহরিমোহন শর্মা	করমছড়া, ধর্মনগর।
৭ —	১৩৪৫ বাংলা	শ্রীঅনিল নাথ	বেতাঙ্গী, ধর্মনগর।
৮ —	১২৮৪ বাংলা	শ্রীনরেন্দ্র নাথ	তিলথৈ, ধর্মনগর।
৯ (প্রথম ও শেষ পাতা না থাকায় লিপিকাল জানা যায়নি		শ্রীযোগেশ চন্দ্র দেব	বদরমোকাম, উদয়পুর।
১০ —	১২৯২ বাংলা	শ্রীমান চন্দন রায়	জেইলরোড, উদয়পুর।
১১ —	১২৬৭ বাংলা	শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র দাশ	চন্দনমুড়া, সোনামুড়া।

দৃষ্ট সন অনুসারে বোঝা যায় ২নং পুঁথিই প্রাচীনতম। তবে ১নং পুঁথিতে পণ্ডিত জানকীনাথের স্বভাব বৈশিষ্ট্য যেমন পরিচ্ছন্ন* অন্য কোন পুঁথিতে তেমন নেই। তাই ১নং পুঁথিকেই আদর্শ পুঁথি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

কালের ব্যবধান যত বেড়েছে পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে অন্য কবি, গায়েন বা লিপিকারের নাম ঠাঁই পেয়েছে তত বেশী। কিন্তু কবির প্রতি লোক-প্রীতি কমেনি। তাই পণ্ডিত জানকীনাথের পূর্ণাঙ্গ কাব্য রক্ষার চেষ্টা হয়েছিল। প্রমান ৪নং পুঁথি। এ পুঁথিতে পণ্ডিত জানকীনাথের ভণিতা ব্যতীত আর কারো ভণিতা নেই। লিপিকরের প্রচেষ্টা সাধুবাদের যোগ্য হলেও পাণ্ডুলিপিখানা পড়ে মনে হয় লিপিকর নিজেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও সচেতন রাখতে পারেন নি। ফলে পুঁথিখানা ঐতিহাসিক দলিল হতে পারেনি। দু'একটি উদাহরণ নেয়া যাক ঃ

ক) আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি প্রমানে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে যে, পণ্ডিত জানকীনাথ 'বন্দনা' অংশ রচনা করেন নি। যে যে ক্ষেত্রে বন্দনা অংশ আছে সে সব ক্ষেত্রে ভণিতা অন্য অন্য কবির কিন্তু ৪নং পুঁথির লিপিকর পণ্ডিত জানকীনাথের ভণিতা ব্যবহার করেছেন। আসলে এই বন্দনা অংশটুকু লিপিকরের নিজের রচিত। লিপির কাজ শুরু করতে গিয়ে সংস্কার বশতঃ লিপিকর নিজেই বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা করেছেন। এই কথা বলার কারণ এই যে, মঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশ নেহাৎ ছোট নয়। কিন্তু এ পুঁথিতে মাত্র ১৬টি ছত্র।

**পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কবির মৌলিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।*

খ) কোন পুঁথিতেই সূত্র কথনে ক্রম নির্দেশক সংখ্যা বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। ৪নং পুঁথিতে ব্যতিক্রম। যেমন ঃ—

প্রথমেত সৃষ্টি পতন হইল যেনমতে।

....

....

চতুর্থে পার্ব্বতীর জন্ম শুন বিবরণ-ইত্যাদি।

বর্ণনার এই ঢং লিপিকরের নিজস্ব।

গ) সূত্র অনুসারে কাহিনীর মিল সকল পুঁথিতেই দেখা যায়। ৪নং পুঁথির 'তৃতীয়ত দক্ষযজ্ঞে সতী ধ্বংস হৈল' এবং 'কার্তিক গণেশের জন্ম শুনিবায় ইহা' - প্রভৃতি সূত্রানুযায়ী কাহিনী অন্য অন্য পুঁথিতে নেই। এ পুঁথিতে আছে এবং পণ্ডিত জানকীনাথের ভণিতাতেই।

প্রমাণ আর না বাড়িয়েও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লিপিকর, নিজের রচনাই পণ্ডিত জানকীনাথের নামে চালাতে চেয়েছেন। তাই জানকীনাথের একক ভণিতাযুক্ত ৪নং পুঁথি থাকা সত্বেও ১নং পুঁথিকেই আদর্শ পুঁথি হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে।

আবিষ্কৃত সকল পুঁথির পাঠ মিলিয়ে দেখা গেল যে, আদর্শ পুঁথির দেবখণ্ডের কাহিনীতে যে যে অংশে নারায়ণ দেবের ভণিতা, সকল পুঁথিতেই তা আছে। সৃষ্টি পত্তনের শুরু থেকে গরুড়ের অমৃত হরণের কাহিনী শেষ হওয়া পর্যন্ত নারায়ণ দেবের ভণিতা। নারায়ণ দেবের ভণিতা মোট ৯টি। তবে নারায়ণ — দেবের কাব্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে যে, কাহিনী বয়নে পণ্ডিত জানকীনাথ পূর্বসূরীকে অনুসরণ করলেও অনুকরণ করেন নি।*

***পূর্বসূরীদের সঙ্গে দেবখণ্ডে ভাবগত ও কাহিনীগত পার্থক্য এবং কবির বাস্তববোধ আলোচনা প্রসঙ্গে তুলনামূলক প্রমাণ দেখানো হয়েছে।**

এখন প্রশ্ন হলো, নারায়ণ দেবের কাহিনী হুবহু অনুকরণ না করেও কবির ভণিতা ব্যবহার করা ঠিক হয়েছে কিনা। আসলে, পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব পৌরাণিক কবি। তাই বণিক খণ্ডের তুলনায় তাঁর কাব্যের দেবখণ্ড অংশই প্রাধান্য পেয়েছে। পূর্ব বঙ্গের একই ধারার উত্তরসূরীগণ পৌরাণিক কাহিনী বিষয়ে তাঁর কাব্যকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং নারায়ণ দেবের ভণিতাও রক্ষা করেছেন। অবশ্য সকল কবিই যে, নারায়ণ দেবের ভণিতা রক্ষা করেছেন - এমন নয়। তবে পণ্ডিত জানকীনাথ চুরি করেন নি। এর ফলে পূর্বসূরীর প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত।

পণ্ডিত জানকীনাথ যদি নারায়ণ দেবের কাব্যকেই পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাপারে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর ভণিতাও রক্ষা করেন, তবে কাহিনী এবং বর্ণনা হুবহু অনুকরণ করেননি কেন? বলতে হয়, এখানেই পণ্ডিত জানকীনাথের কৃতিত্ব। তিনি যুগ-সচেতন কবি। নারায়ণ দেবের কাল হতে তাঁর যুগ অনেক এগিয়ে, — যুগ-মানস ও যুগ-বিশ্বাসে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। জানকীনাথ যদি নারায়ণ দেবকে অনুকরণ করতেন তাহলে দ্বিতীয় নারায়ণ দেবকে পাওয়া যেত - পণ্ডিত জানকীনাথকে নয়। কাহিনী অংশে নারায়ণ দেবকে অনুসরণ করলেও রূপায়ণ কবির নিজস্ব। যুগ-মানস সচেতন এই কবির বর্ণনায় যুগ-বিশ্বাসের আলোকপাত ঘটেছে। গতানুগতিক দেবখণ্ডে দৈবীশক্তির প্রকাশ তথা অলৌকিকতার পরিবর্তে এসেছে বাস্তবতা ও মানবিকতা। এজন্যই নারায়ণ দেব কথিত ঘটনার যে ক্ষেত্রে অলৌকিকতা প্রশ্রয় পেয়ে কার্য-কারণ-হীনতা দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই অংশই কবি বাস্তব করে এঁকেছেন মানবিকতার আশ্রয়ে। তাছাড়া কাহিনীতে দ্রুততা আনার জন্য নারায়ণ দেবের কাহিনীর বর্ণনাকে সংক্ষি[illegible] করেছেন।

দেবখণ্ডে[illegible] পরিচিত [illegible] কলম চালানোর কোনো অবকাশ নেই। তদুপরি শ্রোতার আসর [illegible] মঙ্গল কবিদের বড় পাও[illegible]ই ভক্ত শ্রোতার বিশ্বাসে আঘাত করতে সাহস পেতেন না তৎকালীন কবিগণ। জানকীনাথ কিন্তু এ [illegible] করেননি। আধুনিক যুগের উষালগ্নের এক জন কবির যুক্তিব[illegible] দেবখণ্ডের দেব-দেবীর কা[illegible]কেও যুক্তির নিরিখে বিচার করেছে সনাতনী শ্রোতার রুচির পরোয়া না করে। গ্রামের একজন মঙ্গল-কবির পক্ষে এটা অসম সাহস বই কি। এসব কারণে বলা যায়; [illegible] মধ্যযুগের লিপিকর এবং [illegible]রাও নিজের নামে ভণিতা ব্যবহার করে আত্মশ্লাঘা অনুভব

করার প্রয়াস পেতেন, সেখানে একজন গ্রামীণ কবি নিজের মৌলিক কাব্যে পূর্বসূরীকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজ চিন্তায় কাহিনীর প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেও মূল কাহিনী বিস্তারক পূর্বসূরীর ভণিতা রক্ষা করে ঐতিহাসিক দায়িত্বের এবং পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় দিয়েছেন।

আবার প্রশ্ন জাগে, যদি গরুড় কাহিনী অংশ পর্যন্ত কবির মৌলিকতা সত্ত্বেও নারায়ণ দেবের ভণিতা রক্ষিত হয়েছে, তবে পরবর্তি অংশে তা হয়নি কেন! উত্তরে বলা যায়, পরবর্তি অংশের কাহিনীসজ্জা কবির উদ্দেশ্য মুখীন। এক্ষেত্রে কাহিনীকে সাজিয়েছেন ঔপন্যাসিক রীতিতে — পরিনাম লক্ষ্যে। পরের কাহিনী বিন্যাস, ভাবনা এবং বর্ণনা কোনো ক্ষেত্রেই পণ্ডিত জানকীনাথ নারায়ণ দেবকে অনুকরণ করেননি। তাই নারায়ণ দেবের ভণিতা ব্যবহারের প্রশ্নও ওঠে না।

পুঁথির ভাষা ও বানান

বাংলাভাষা—সাম্রাজ্য বহু বৈচিত্র্যে ভরা। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর -দক্ষিণের জেলা - উপজেলায়ও বৈচিত্র্যের শেষ নেই। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলো অনুরূপ বৈচিত্র্যের পরিচায়ক বলে পুঁথি নিয়ে কাজ করার প্রধান শর্ত হলো ভাষার অকৃত্রিমতা রক্ষা করা। উত্তর পুরুষের জন্য নির্ভেজাল দলিল রেখে যাবার দায়িত্ব সূত্রেও পুঁথির ভাষার অকৃত্রিমতা রক্ষা করতে হয়। নাড়ীর ভাষায় কবিকে পাওয়া যায় যে! পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা হলো শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ - নবীগঞ্জ অঞ্চলের।

আদর্শ পুঁথির ভাষা বিচারে দুটো রীতি দেখা গেছে — ভাষার উচ্চারণ - রীতি এবং বর্ণ ব্যবহার-রীতি। উচ্চারণ - রীতি অনুসরণে বোঝা যায় যে, শব্দগুলোর বানান ব্যবহৃত হয়েছে আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণে। এগুলোর অকৃত্রিমতার দাবী নতমস্তকে স্বীকার করা হয়েছে। পাদটীকায় দেখানো হয়েছে অধুনা প্রচলিত বানান। এক্ষেত্রে যে সব শব্দের অর্থ আঞ্চলিক গণ্ডীর বাইরে সর্বজনবোধ্য নয়, সেগুলোর প্রচলিত অর্থও রয়েছে পাদটীকায়। অনুরূপ অর্থকরণের ব্যাখ্যা রয়েছে 'আঞ্চলিক শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক টীকা' নামে একটি পৃথক অধ্যায়ে। পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে উচ্চারণগত যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলো এরূপ ঃ

(ক) 'ও' - কারের 'অ' — প্রবণতা ঃ

ক্রুধে = ক্রোধে	কথাএ = কোথায়	সরবর = সরোবর
গমএ = গোময়	কন্দল = কোন্দল	সহদর = সহোদর
গয়ার = গোঁয়ার	জর্গ = যোগ্য	ছয়াইয়া = ছোঁয়াইয়া
বিণতাগ = বিণতাগো (সম্বোধনে)	মর = মোর	কতয়াল = কোতোয়াল
গপালক = গোপালক	মগল = মোগল	তর = তোর
	মচড়ে = মোচড়ে	— প্রভৃতি।

(খ) 'ও' - কারের 'উ' — কার প্রবণতা ঃ

তুমার = তোমার	খুড়া = খোঁড়া	যুগী = যোগী
ভুজন = ভোজন	মনুহর = মনোহর	দুষে = দোষে
যুঝন = যোজনে	রুষে = রোষে	যুগার = জোগাড়
লুহিত = লোহিত	লুভে = লোভে	রুগে = রোগে
লুটা = লোটা	মুচড়ে = মোচড়ে	লুকে = লোকে
শুভে = শোভে	শুকে = শোকে	বুলাইল = বোলাইল (ডাকিল)
গুচর = গোচর	কুনুজন = কোনোজন	সুয়াগ = সোয়াগ
		চুরের = চোরের — প্রভৃতি

আবার, মক (মুখ), মলা (মূলা) প্রভৃতি শব্দে - উ - কারের অ - প্রবণতাও দেখা যায়।

(গ) 'প' - এর 'ব' — উচ্চারণ ঃ

কাস্বব = কাশ্যপ,	কচ্ছব = কচ্ছপ,	কবটে = কপটে
তবস্বা = তপস্যা,	পাবিষ্ট = পাপিষ্ট — প্রভৃতি। আবার	
অপর্জ্ঞা = অবজ্ঞা,	জম্পদ্দিপ = জম্বুদ্বীপ — প্রভৃতি শব্দে দেখা যায় ব-এর - প -	

উচ্চারণ।

(ঘ) অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা ঃ

অভিলম্বে = অবিলম্বে,	আচম্ভিত = আচম্বিত,	অপক্ষ = অপক্ক
উফাড়িয়া = উপাড়িয়া,	আলিফনা = আলিপনা,	কাখেড়া = কাঁকড়া
নৈবিদ্ধ = নৈবেদ্য,	পাখা = পাকা,	পৌদ্ধা = পদ্দা (পদ্মা)
হস্থ = হস্ত,	স্থন = স্তন,	স্থবিল = স্তবিল
ভেস = বেশ,	অপরাদ = অপরাধ — প্রভৃতি।	

আবার, মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণতা ও দেখা যায়।

যেমন ঃ অসাদ্য = অসাধ্য, অবুদ = অবোধ, অগাদ = অগাধ, অর্গ = অর্ঘ্য, অবিলাসে = অভিলাসে, উপাদিক = উপাধিক, উটি = উঠি, গর্ব্ব = গর্ভ, গন্দর্ব্ব = গন্ধর্ব, গন্দগিরি = গন্ধগিরি, পালাইল = ফালাইল, পাটাইয়া = পাঠাইয়া, পত = পথ, পাটান = পাঠান, বাপা = বাবা, বিম = ভীম, দবল = ধবল, জেস্ট = জ্যেষ্ঠ, তরটাই = তোরঠাই, কুটার = কুঠার, দুর্ব্বাগিনী = দুর্ভাগিনী, দির্গ = দীর্ঘ, মেগ = মেঘ, মাজে = মাঝে, রাকে = রাখে, রন্দন = রন্ধন, লব্য = লভ্য, লঙ্গিতে = লঙ্ঘিতে, লাব = লাভ, স্তম্ব = স্তম্ভ, সিদ্যি = সিদ্ধি, সৌরবে = সৌরভে, সঙ্ক = শঙ্খ — প্রভৃতি।

(ঙ) '´' (রেফ্) -এর ব্যবহার ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। '´' (রেফ্) ব্যবহারে বর্ণ দ্বিত্ব হয়।

অর্ন্ন = অন্ন	বার্ক্ক = বাক্য	জগর্ন্নাথে = জগন্নাথে
ইর্চ্ছা = ইচ্ছা	বার্ল্ল = বাল্য	প্রসর্ন্ন = প্রসন্ন
অগ্রার্য্য = অগ্রাহ্য	কর্ন্না = কন্যা	পুর্ন্নবাণ = পুন্যবাণ
আর্চয্য = আশ্চর্য্য	চির্ন্ন = চিহ্ন	দির্ব্ব = দিব্য
উর্ন্নতি = উন্নতি	চৈতর্ন্ন = চৈতন্য	জর্ম্মিলা = জন্মিলা — প্রভৃতি।

আবার, '´' (রেফ্) - হীন বানান ও দেখা যায় অন্ন, বাক্য, কন্না, কৈন্যা —প্রভৃতি শব্দে।

পণ্ডিত জানকীনাথ অন্ত্য-মধ্য তথা সন্ধিযুগের কবি বলে তাঁর ব্যবহৃত ভাষায় আধুনিক উচ্চারণরীতি ও মিশে গেছে। এই মিশামিশির ফলে একই শব্দের বানান ও হয়েছে বিভিন্ন — কখনো আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি বা কখনো সাধুভাষার রূপানুসারী। যুগবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলে যথাদৃষ্ট বানানই রক্ষা করতে হয়েছে। তাই অধুনা প্রচলিত 'কন্যা' শব্দটি কর্ন্না, কৈর্ন্না, কর্ণ্যা, কৈন্যা প্রভৃতি বানানে পাওয়া যাবে। তেমনি রক্ষিত হয়েছে অবধি ও অবদি, অবিলম্বে ও অবিলমে, অবিশ্রাম ও অভিশ্রাম, আর্চয্য ও আচর্য্য, আদ্যাশক্তি ও আদ্ধ্যাশক্তি, উর্ছর্গিলা ও উছর্গিলা, উতপতি ও উৎপতি, উর্ল্লসিত, এখন ও এক্ষণ, কদ্রু ও কদ্র, করিলা ও কোরিলা, কাস্বব ও কাস্যব (কাশ্যপ মুনি), কেয় ও কেও, কুনু ও কুন, কৈল ও কইল, কালিধয় ও কালিধএ, কৌতুকে ও কঁতুকে, কপট ও কবট, খনে ও ক্ষনে গুয়া ও গুহা (গুয়া-পান - অর্থে), গণ্ডগুল ও গণ্ডকুল, গুটী ও গুটা, চুমন, চুমুন ও চুম্বন, জন্ম ও জর্ম্ম, টেলা ও ঠেলা, টাকুর ও ঠাকুর, ডংশিয়া ও দংশিয়া, তপ ও স্থপ (তপঃ অর্থে) তবস্যা ও তবস্বা; তপসি, তবসি ও তবস্বি, তিরস্কার ও ত্রিরস্কার, ত্রিপুণী ও ত্রিপিনী (ত্রিবেণী), দেখি ও দেক্ষি, দুগ্ধ ও দুগ্দ (দুধ - অর্থে), দিষ্টে ও দৃষ্টে, দির্গ ও দির্ঘ (দীর্ঘ - অর্থে), নিরখি ও নিরক্ষী, নপুর ও নেপুর, নায়কানি ও নায়খানি (নৌকাখানি), নায় ও

নাএ (নৌকা), নাহি, নাহি ও নাই, পালায় ও ফালায়।
'পদ্মা' অর্থে পৌদ্ধা, পোদ্দা, পৌদ্দা, পদ্যা — প্রভৃতি। 'পদ্মযোগী' — অর্থে পৌদ্ধজনি, পদ্ধযনি, পুন্য ও পুর্ন্ন। তেমনি পুতুলা ও পুটুলা, পুনরপি ও পুনরুপি, পৃতি ও পৃথি (প্রীতি - অর্থে) প্রতিজন ও প্রথিজন, বল, বুল ও বোল, বস্ত্র ও বস্ত্র, বাগ ও বাঘ, বাৰ্ক্ক ও বাক্য, বার্ম্মন ও ব্রার্ম্মণ, বানির্জ্জ ও বানির্জ (বাণিজ্য - অর্থে) বাঞ্ঝা ও বাঞ্ছা, বান্ধ ও বাদ্য, বিঘ্ন ও বিঘ্ন, বিদ্যমান, বিদ্ধমান ও বিদ্যমান, বিপুলা, বিহুলা ও ভেউলা, বুজিল ও বোজিল (বুঝিল - অর্থে) বর্ম্মবদ ও বর্ম্মবধ, বুড়ি ও বোড়ি, ভলে ও ভুলে, বেশ ও ভেশ (বেশ - ভুষা অর্থে), মল ও মর্ল্ল (মূল্য - অর্থে), মক ও মখ (মুখ - অর্থে), মখচন্দ্রিকা ও মখচন্দ্রিমা (মুখ চন্দ্রিকা - অর্থে) মইৎস ও মইস (মৎস - অর্থে), মণ্ডনে ও মুণ্ডনে, মালতী ও মালর্থ, মেগ ও মেঘ, মিতু ও মৃতু (মৃত্যু - অর্থে), যর্জ্জ, যৈৰ্জ্জ ও যর্গ (যজ্ঞ - অর্থে), রিদএ ও ভ্রিদএ (হৃদয় - অর্থে), রূদ্রাবতী ও রূদ্রাপতী, সঙ্কিত ও সঙ্কেত (সংকেত - অর্থে), সংহতি ও সঙ্গাতি (সঙ্গো - অর্থে), সর্ম্মতি ও সম্মতি, সবে ও সভে সঙ্গার ও সংহার, সম্মান ও সর্ম্মান, সুরত ও সুরথ, স্তানে ও স্থানে, স্তন ও স্থন, সরণ ও স্বরণ (স্মরণ - অর্থে), স্বাথী ও সাথী, সুদইরশন ও সুদইরস্বন (সুদর্শন - অর্থে), মুনুকা ও মনুকা, সংক্ষেপে ও সংকেপে, সন্দ্বা ও সৈন্দা (সন্ধ্যা - অর্থে) শূর্ন্য, শূন্য ও শুর্ন্ন (সৈন্য - অর্থে), হইল, হহিল ও হৈল, হয়, হয়ে এবং হএ। হাজার ও হাঝার — প্রভৃতি।

এছাড়া পদান্ত বা পদমধ্য 'য়া' - এর স্থানে 'আ' - র ব্যবহার মধ্যযুগীয় রীতি, কিন্তু অন্ত্য - মধ্যযুগে ক্রমশঃ 'য়া' এরই প্রাধান্য ঘটতে থাকে। প্রাপ্ত পুঁথিতে 'আ' এর ব্যবহার অতি অল্পই। তাই, 'আ' - এর ব্যবহার বাদ দিয়ে করি আছি, লাগিআছে, বিআ প্রভৃতি ক্ষেত্রে লিখেছি - করিয়াছি, লাগিয়াছে, বিয়া প্রভৃতি। 'আ' বাদ দেওয়ার আরেকটি কারণ এই যে, একই শব্দের বার বার প্রয়োগে ও বার বার 'য়া' - এর প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থাৎ করিয়াছি শব্দের বানানেই 'আ', আবার কখনো 'য়া' — ব্যবহৃত হয়েছে।

পদান্তে 'য়ে' বা 'এ' - কার বোঝাতে 'এ' - র ব্যবহার দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে। ব্যবহার বেশী বলেই যথাদৃষ্ট ব্যবহার রক্ষিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও শুদ্ধ বানানের অভাব নেই। তাই চাএ ও চায়ে, খায়ে ও খাএ, যায়ে, যাএ ও যায় এরূপ বানান দেখা যায়।

বর্ণব্যবহার রীতি বলতে 'ই' - বর্ণ, 'উ' - বর্ণ, জ এবং য, ণ এবং ন, শ, ষ এবং স - প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োগ রীতি বোঝাতে চেয়েছি। বর্ণগুলোর ব্যবহার রীতি নিয়ে হ্রস্ব-দীর্ঘ, ণত্ব-ষত্ব প্রভৃতি কতইনা নিয়ম, কিন্তু বলায় ও লেখায় লোক-ভাষা সবসময়েই স্বাধীন থেকে গেছে। স্বল্প শিক্ষিত স্বভাব-কবি এবং ভক্ত লিপিকরগণ বর্ণব্যবহারের ব্যাকরণ বিষয়ে ততটা সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। তাই পুঁথিতে এসব বর্ণের নিয়মবিহীন স্বাধীন প্রয়োগ দেখা গেছে। আমি, তুমি, নদী, নারী - প্রভৃতি বানানে কখনো 'ই'-কার, আবার কখনো 'ঈ'-কার ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ই, ঈ, উ, ঊ, ণ, ন প্রভৃতির ব্যবহার অসচেতনতা প্রসূত বলে প্রশ্রয় না দিয়ে আধুনিক রীতি অনুসরণ করেছি।

তবে, প্রয়োগে নির্দিষ্ট রীতি দেখা গেছে জ এবং য, শ, ষ এবং স - এর ব্যবহার ক্ষেত্রে। জ এবং য-এর ক্ষেত্রে বানানে সর্বত্রই জ-ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু উ-কার এবং য-ফলা যুক্ত হলেই য-ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন খাযুর (খাজুর), যুড়া (জোড়া), যুকার (জ্যোকার), যুতি (জ্যোতি), যুখি (মাপা জোখা অর্থে), উর্য্যালি (উর্জ্জ্যলি), লর্য্যাএ (লর্জ্জাএ), যুবতি, জগ্য (যোগ্য), শুর্জ্জতেজ (সুর্যতেজ), যুঝন (যোজন), পৌদ্ধজনি এবং পদ্ধযুনি (পদ্মযোনী) — প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে ও আধুনিক রীতিতেই বর্ণব্যবহার করা হয়েছে। তবে আঞ্চলিক উচ্চারণ রক্ষা করতে গিয়ে লিখতে হয়েছে উর্জ্জ্বলি, লর্জ্জাএ, সূর্জ্জতেজ প্রভৃতি।

তেমনি শ, ষ এবং স-এর ক্ষেত্রে ও সর্বত্র স-ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ-

অবশেষ = অবসেস	কেশ = কেস	পরিশ্রম = পরিস্রম

অবশ্য = অবস্য	কুলশীল = কুলসিল	বিশাদ = বিসাদ
আকাশ = আকাস	গনেশ = গনেস	বিনাশ = বিনাস
আশীর্বাদ = আসিৰ্বাদ	দোষে = দুসে	বিষ = বিস
ঈশ্বর = ইস্বর	নাশ = নাস	মহেশ = মহেস
উনশত = উনসত	নিশি = নিসি	মহিষ = মহিস
উর্বশী = উর্ব্বসি	পঞ্চাশ = পঞ্চাস	মহাশয়ে = মহাসএ
কাশ্যপ = কাস্বব	পুরুষ = পুরুস	মনিষ্য = মনিস্য

কিন্তু উ-কার যুক্ত হলে সকল ক্ষেত্রেই শ-এর প্রয়োগ ঃ

শুন্দরী = সুন্দরী	শুখে = সুখে	শুয়ার = সোয়ার
শুবর্ন্ন = সুবর্ণ	শুর্জ্জতেজ = সূর্যতেজ	শুবধনি = সুবদনী
শুরপতি = সুরপতি	শুরিদেব = সুহৃদেব	শুবিদা = সুবিধা — প্রভৃতি।

ষ-এর ব্যবহার সীমিত। যুক্ত ব্যঞ্জন ছাড়া একক ব্যবহার নেই ঃ অবসিষ্ট, বসিষ্ট, পাবিষ্ট (পাপীষ্ট), তুষ্ট, সৃষ্টি, দুষ্ট, অষ্ট, দিষ্ট, কষ্ট, চেষ্টা, নষ্ট, পুষ্প, পুরষ্কার প্রভৃতি। যুক্ত বর্ণ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আধুনিক বানানই লিখেছি।

যেমন, আকাস, আস্রমের, সেস, শুরপতি, সুন্দরী, শুয়ার, যুকার, খাযুর, জদি, যখন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আকাশ, আশ্রমের, শেষ, সুরপতি, সুন্দরী, জুকার, খাজুর, যদি, যখন প্রভৃতি লিখলে (সাধারণতঃ) আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের ওপর আঘাত আসে বলে মনে হয়নি।

মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের দাবীতে ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপক উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ গুলো এবং সংস্কৃত তিঙন্ত বিভক্তি - অন্ত পদগুলোও যথাদৃষ্টই রেখেছি ঃ

রহিম = রহিব	দেখিলু = দেখিলাম
ভাঙ্গিলু = ভাঙলাম	করিতু = করিতে
হন্তে = হাতে	দিবাম = দিব
ভাঙ্গিম = ভাঙ্গিব	চায়সি = চায়, চাও
মারন্তি = মারেন	লইতু = লইতে প্রভৃতি।

তবে বর্ণের মাথায় সংস্কৃত রীতিতে অনুস্বার এর প্রয়োগ বর্জন করে আধুনিক রীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং একই শব্দের দু'বার ব্যবহার বোঝাতে একবারের পর সংখ্যা '২'-এর ব্যবহার ও বাদ দিয়ে শব্দটিই দুবার ব্যবহার করা হয়েছে।

খ. কবি-প্রসঙ্গ
কবি পরিচয়

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার কবিকুলের পরিচয় আবিষ্কার দুরূহ ব্যাপার। কালের ব্যবধান, সাধারণের অনবধানতা, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে পুরানো নথি-পত্র নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব বঙ্গে বার বার বিভিন্ন হাঙ্গামায় যখন মানুষের ধন, মান ও প্রাণের সমস্যা দেখা দিয়েছিল তখন বাধ্য হয়ে মানুষকে ধনের মায়া ত্যাগ করতে হয়েছে। কবি পরিচয়বহ ধর্মাশ্রয়ী কাব্যাদি শ্রদ্ধাবশতঃ লাভ করেছে সলিল সমাধি বা হয়েছে দাঙ্গা-যজ্ঞের আহুতি। ফলে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলা দেশের প্রাচীন কবিদের পরিচয় আজ লুপ্ত প্রায়।

আবার, মধ্যযুগের ধর্মাশ্রয়ী কাব্যের কবিদিগের ধারক-বাহক ছিলেন গ্রামের সাধারণ পাঠক, গায়ক ও ভক্ত-শ্রোতা। দু'শো, আড়াইশো বছর আগের কবিদের কালের লোক আজ পর্যন্ত জীবিত না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি বংশানুক্রমিক আনুগত্যের ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে কালের সীমা অতিক্রম করেও ভক্তপ্রাণ কবি থেকে যান সপরিচয়ে। অবশ্য কালের ব্যবধানে পরিচয় অনেকটা যে ধুসর হয় একথা স্বীকার করতেই হয়। এছাড়া গায়ক-লিপিকরদের আত্ম-প্রচারের দুর্জয় বাসনাও মাঝে মাঝে মূল কবির পরিচয় ঝাপসা করে। তবুও বলতে হয়, বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে গায়কগণ যত সহজে ভণিতা পাল্টাতে পেরেছেন মনসা-মঙ্গালের ক্ষেত্রে কাজটা তত সহজ হয়নি। কারণ সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে পাঠ-কীর্তনের বহুল চর্চার ফলে, কাব্যের চরণগুলো পর্যন্ত এত অধিক পরিচিত ছিল যে, ভণিতা চুরি অতি সহজে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

এরূপ গৌরচন্দ্রিকার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাপ্ত পুঁথির কবি পণ্ডিত জানকীনাথের বংশলতিকাদি, যা এ ব্যাপারে নির্ভুল প্রমাণ, তা অনাবিষ্কৃত এবং এক্ষেত্রে আমার সহায় প্রধাণতঃ প্রাচীন ব্যক্তিগণ, যাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে কবির কাব্যের লিপিকর, গায়ক, পাঠক এবং ভক্ত- শ্রোতা।

কবি পরিচয় আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রথমেই পাণ্ডুলিপিগুলো ভাল করে অনুসন্ধান করি। আবিষ্কৃত মোট ১০$\frac{১}{২}$ খানা পাণ্ডুলিপির কোথাও কবি পরিচয় বিষয়ে কোন সূত্র পাইনি। ভণিতায় শুধুমাত্র কবির নামই ব্যবহৃত। মঙ্গল কাব্যের কবিগণ 'আত্ম পরিচয়' শীর্ষক একটি অধ্যায়ই রচনা করতেন। মাঝে মাঝে ভণিতাতেও নিজের পরিচয় বিষয়ে বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করতেন। পণ্ডিত জানকীনাথ কিন্তু এ বিষয়ে একদম নীরব। আদর্শ পুঁথিতে ঃ

"কহে কৃষ্ণদেবসুতে মনুসা বন্দিয়া মাথে
শিব বিনা গতি নাহি আর।" — এরূপ ভণিতা আছে তিন বার, দু'বার দেবখণ্ডে এবং একবার বণিক খণ্ডে। এ ভণিতা পণ্ডিত জানকীনাথের নয়। কারণ আদর্শ পুঁথির কাহিনী-কায়ার যে যে স্থলে এই ভণিতাগুলো আছে আবিষ্কৃত অন্য কোন পুঁথিতেই উক্ত স্থলে এরূপ কোন ভণিতা নেই। সবক্ষেত্রে

পণ্ডিত জানকীনাথেরই ভণিতা। এই ভণিতায় যে বেশী অংশটুকু আছে তা সংযোজন এবং তা আদর্শ পুঁথির লিপিকরের রচনা।* মদন ভস্মের পর রতির বিলাপ, পদ্মার বিষ দৃষ্টিতে হত-চেতন পার্বতীর জন্য কার্তিক গণেশের বিলাপ এবং চন্দ্রকেতু রাজাকে মনসা কর্তৃক স্বপ্নে চাঁদ সদাগরের আগমন জানান ও সাবধানকরণ — এই তিন ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণ দেবসুত' এর ভণিতায় তিনটি লাচাড়ি আছে। এই লাচাড়িগুলো কাহিনী-কায়ায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। পণ্ডিত জানকীনাথ দ্রুততা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করেছেন — এসব ক্ষেত্রেও তাই। কবি লিখেছেন ঃ

**আদর্শ পুঁথির লিপিকর শ্রী হলাসরাম দেব। ভণিতায় বলা হয়েছে 'কৃষ্ণ দেবসুত'। ভণিতার সঙ্গে লিপিকরের 'দেব' উপাধির মিলন সূত্রেই অনুমান করছি যে হলাস রাম দেব হলেন "কৃষ্ণদেবসুত' অর্থাৎ কৃষ্ণ দেব এর পুত্র। এই অনুমানেই "কৃষ্ণ দেবসুত" ভণিতার অংশগুলোকে লিপিকরের বলেছি। তবে 'কৃষ্ণ দেবসুত' যিনিই হোন না কেন তিনি পণ্ডিত জানকীনাথ নন।*

হরকুপে মদন হইল চূর্ন্নমান ঃ
রতি এ রুদন করে শিব সন্নিধান।
ভস্ব হৈয়া প্রভু কেনে পড়িয়াছে ধুলিঃ
রতি এ রুদন করে প্রভু প্রভু বুলি।।

এরূপ ন'টি চরণের পরে দশম চরণে সমাপ্তি সূচক ভণিতা "পণ্ডিত জানকীনাথে সংক্ষেপে কহিল"। কিন্তু এরূপ সংক্ষিপ্তকরণ লিপিকরের মনঃপুত হয়নি। তাই তিনি রতির বিলাপে একটি লাচাড়ি রচনা করে ২য় ও ৩য় চরণের মাঝে যোগ করে দিয়েছেন। উক্ত ভণিতা যুক্ত ২নং এবং ৩নং অংশও অনুরূপ ভাবে প্রক্ষিপ্ত।*

পাণ্ডুলিপি খুঁজে হতাশ হয়ে সাহিত্যের ইতিহাস ও মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস পরিক্রমা করি। দেখা গেল পণ্ডিত মহাশয়দের গ্রন্থাদিতে জানকীনাথের নামোল্লেখ আছে এবং জানকীনাথ সমস্যারও ইঙ্গিত আছে। কিন্তু পরিচয় বিষয়ে কোন সূত্র নেই। যেমন, শশিভূষন দাশগুপ্ত মহাশয় "জীবনীকোষ" গ্রন্থে বলেছেন ঃ "জানকীনাথ দাস একজন বাঙালী কবি। তাঁহার রচিত একখানা 'মনসার ভাষান' পাওয়া গিয়াছে"। 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' এবং 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়' প্রথম খণ্ড গ্রন্থে দু'জন জানকীনাথের কথা উল্লেখ করেছেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়। একজন বিপ্র জানকীনাথ এবং অপরজন হলেন জানকীনাথ দাস। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও দ্বিজ জানকী (নাথ নেই) এবং বিপ্র (বা পণ্ডিত) জানকীনাথ নামে দু'জনার কথা উল্লেখ করেছেন 'বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ডে। মনসা মঙ্গল কাব্যের নগণ্য কবিদের তালিকায় বিপ্র জানকীনাথের নামোল্লেখ করেছেন ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ৩য় সংস্করণ) কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসা মঙ্গলের সম্পাদক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত গ্রন্থে মনসা মঙ্গলের কবিদের তালিকায় জানকীনাথ দাস ও বিপ্র (দ্বিজ, পণ্ডিত) জানকীনাথ নামে দু'জনার কথা বলেছেন। তমোনাশ দাসগুপ্ত মহাশয় 'প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে দাস ও বিপ্র উপাধিক দু'জন জানকীনাথের কথা উল্লেখ করে তারপর লিখেছেন ঃ

**অনুরূপ প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে - নারায়ণ দেব, নারায়ণ দত্ত এবং শিবরাম নামের ভণিতায়ও।*

"জানকীনাথ নামে এক কবির উল্লেখ নারায়ণ দেবের পুঁথি ও বিজয় গুপ্তের পুঁথি উভয় পুঁথিতেই পাওয়া যায়। তবে নারায়ণ দেবের পুঁথির কবি 'বিপ্র জানকীনাথ' এবং বিজয় গুপ্তের পুঁথিতে শুধু 'জানকীনাথ'।

ইহার নামের পূর্বে 'বিপ্র' কথাটি নাই। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্তের মতে বিজয় গুপ্ত জানকীনাথ বা জানকীনাম্নী কোন মহিলার স্বামী। বিজয় গুপ্তের স্ত্রীর নাম নাকি জানকী ছিল। যাহা হউক এই নামটির সমন্ধে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।"

পত্নী জানকীর 'নাথ' হিসেবে বিজয় গুপ্ত জানকীনাথ হতে পারেন, কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথ কখনোই বিজয়গুপ্ত নন। পণ্ডিত জানকীনাথ আরো পরের কবি। তাই বিজয় গুপ্তের কাব্যের সঙ্গো পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যের পার্থক্য অনেক।* এসব প্রমাণে চণ্ডীদাস সমস্যার মত জানকীনাথ সমস্যায় পড়া গেল।

যা হোক, প্রাপ্ত পুঁথি বা পণ্ডিত মহাশয়দের আলোচনায় কোথাও জানকীনাথের ব্যক্তি পরিচয় বিষয়ে কোনো সূত্র না পেয়ে নিজেই উদ্যোগী হই। প্রথমেই যাই আদর্শ পুঁথির মালিক শ্রী কাশীনাথ পাল মহাশয়ের নিকট। তিনি শুধু এটুকু জানালেন যে, পণ্ডিত জানকীনাথ শ্রীহট্ট জেলার কবি এবং শ্রী হট্টের মূলতঃ হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, মৌলবীবাজার প্রভৃতি অঞ্চলেই কবির কাব্য সমধিক প্রচলিত।

অনুসন্ধান মানসে ঘুরছি। একদিন হালাহালির পাশের গ্রাম নাকফুলের বন্ধুবর শ্রী কাজল আচার্য জানালেন যে, পণ্ডিত জানকীনাথের বংশধরের সন্ধান মিলেছে। বাড়ী কিছু দূরে সালেমা গ্রামে। সালেমায় গেলাম। ভদ্রলোকের নাম শ্রী রমেশ শর্মা। তিনি নিজেকে 'কবির মেয়ের ছেলে' বলে পরিচয় দিলেন। তিনি আরো জানালেন যে, পণ্ডিত জানকীনাথের আসল নাম ছিল ঠাকুর চাঁদ ঠাকুর (গোস্বামী)। পিতা (সম্ভবতঃ) শম্ভু ঠাকুর। মায়ের নাম বলতে পারেন নি। কবির ছিল এক ছেলে এবং এক মেয়ে। নাম যথাক্রমে রাধারমন নাথ (গোস্বামী) এবং মনমোহিনী।

**আলোচনা পূর্বসূরীদের সঙ্গো তুলনা অংশে।*

নিবাস ছিল হবিগঞ্জের পৈল নাজির পুর। রাধারমন অপুত্রক অবস্থায় বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান বলে কবির পরবর্তী বংশধর লুপ্ত শ্রীরমেশ শর্মাই এখন একমাত্র উত্তরাধিকারী। রমেশ বাবুর দাবী মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। কারণ, যেক্ষেত্রে অনুলিপিকৃত পাণ্ডুলিপিই পেয়েছি প্রায় একশো পঁচাত্তর বছর আগের, সেক্ষেত্রে কবির বংশধর কবি হতে তৃতীয় পুরুষে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই রমেশ বাবুর কথার সত্যতা যাচাই করতে যাই তারই আত্মীয় শ্রীহরিমোহন শর্মার নিকট। ইনি আছেন ধর্মনগরের পশ্চিম করমছড়াতে। তিনি স্পষ্ট জানালেন যে, মনসা মঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথের সঙ্গো তাঁদের কোনো আত্মীয়তার সূত্র নেই।

এরপর ধর্মনগরের বেতাঙ্গীতে শ্রী রমনীনাথ-এর নিকট পুরাণো আকৃতির একখানা ছাপা বই পাই। ওই বই নারায়ণ দেব এবং পণ্ডিত জানকীনাথের মিলিত কাব্য। ওতে শেষে সম্পাদকের পরিচয় আছে।* রমেশবাবু এই পরিচয়ের সঙ্গো পণ্ডিত জানকীনাথের পরিচয় গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এই পরিচয় পাওয়ায় এও বোঝা গেল যে, ঠাকুর চাঁদ, পণ্ডিত জানকীনাথ নন। ঠাকুর চাঁদ হলেন শ্রীসুদর্শন। এই ঠাকুর চাঁদ বা সুদর্শন এর সঙ্গো রমেশ বাবুর কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা জানতে পারিনি। কারণ ইতিমধ্যে রমেশবাবু মারা গেলেন। তবে অনুসন্ধানে এটা বুঝেছি যে, গ্রামের সাধারণ লোকেরা সম্পাদক বা লিপিকরের পরিচয়কেই কবির পরিচয় বলে ভুল করে থাকেন। বুঝেছি যেহেতু কবি পরিচয় অনুসন্ধিৎসু আমাকে কবি পরিচয়ের প্রমাণ দিতে ছাপানো বই খুলে ঐ অংশটুকু দেখানো হয়েছে। যা হোক, বুঝতে পারলাম যে, রমেশবাবুর দাবী ঠিক নয়।

---

*প্রমাণ ঃ

মাতা শ্রী লক্ষ্মী দেবীর অধম সন্তান।
পিতৃদেব শম্ভুনাথ মহন্তাভিধান।।
হবিগঞ্জ অধীনেতে নাজিরপুর গ্রাম।
লিখিল স্বদেশ মতে সুদর্শন (ঠাকুর চাঁদ) নাম।।

বিভিন্ন সূত্রানুসন্ধানে ঘুরতে হয়েছে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য, আসামের বদরপুর ও শিলচর এবং বাংলাদেশে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, মৌলবীবাজার প্রভৃতি অঞ্চল। অনুসন্ধান শেষে এটা স্পষ্ট হলো যে, কাব্য ছাড়া পণ্ডিত জানকীনাথের কোন পরিচয় প্রমান আজ আর অবশিষ্ট নেই। তবে দেখা গেল, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, মৌলবীবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে পণ্ডিত জানকীনাথ অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি। আজও ঐ জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ। সামাজিক জীবনে মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানে পণ্ডিত জানকীনাথের ভণিতাযুক্ত মনসা মঙ্গলের বিভিন্ন অংশ আজও গীত হয়, ছাপা অক্ষরে পণ্ডিত জানকীনাথের সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায় না বলে এখনো হাতে হাতে কবির কাব্যের অনুলিপি হচ্ছে। হবিগঞ্জে গিয়ে জানা গেল, পণ্ডিত জানকীনাথের বাড়ী ছিল হবিগঞ্জের পৈল-নাজির পুর। সাধারণের দাবী পরখ করতে সিলেটের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যাই। ত্রিপুরায় শ্রীকাশীনাথ পাল, প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন নাথ প্রমুখ, হবিগঞ্জে পাবলিক লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত শ্রীপ্রসন্নকুমার দাশ গুপ্ত (মধুবাবু), কবি গোলাম দেওয়ান মোর্তাজা (কবি সাহেব) প্রমুখও জানান যে, বংশানুক্রমিক ভাবে তাঁরাও জানেন যে, পণ্ডিত জানকীনাথের বাড়ী পৈল-নাজিরপুর। বর্তমানে এ বিশ্বাসই সাধারণ্যে বদ্ধমূল। হবিগঞ্জে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম 'মোদক ফার্মেসি'র শ্রীবরুণ মোদক মহাশয়ের বাড়ীতে। ঐ পরিবারেরই শ্রীজ্যোতিষ মোদক মহাশয় আমায় পরিচয় করিয়ে দেন নাজির পুরের পাশের গ্রাম ভাদৈ-এর বর্ষীয়ান যাজক ব্রাহ্মণ শ্রী যুক্ত সুধীর রঞ্জন আচার্য সামুদ্রিক শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে। তিনিও জানান যে, কবি নাজির পুরের লোক এবং তিনি ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ।

নাজির পুরে এখন একঘর হিন্দুও আর নেই। ঐ গ্রামের কিছু লোক আছেন হবিগঞ্জ শহরে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও একই তথ্য পাওয়া গেল। উপরন্তু শ্রীকানাই দেবের নিকট জানা গেল, কবি নাকি একসময় পাশের গ্রাম সূতাং-এ চলে যান। কবি নাকি মহান্ত ছিলেন। কবির এক ছেলে ছিল। নাম — আবু মন্ত (মন্ত, মনে হয় 'মহান্ত' শব্দজাত) আবু মন্তের পরে এ বংশ লোপ পেয়ে গেছে।

মোট কথা, উত্তরাধিকার সাক্ষ্যে জানা গেল, মনসা-মঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ ছিলেন হবিগঞ্জের অধীন পৈল-নাজির পুরের অধিবাসী। রমেশ বাবুর দাবীর অসারতা প্রমান হলে আমাকে অনেক অনুসন্ধান করতে হয়। অনুসন্ধানান্তে আমিও এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, কবি পৈল-নাজিরপুরের। নাজিরপুর ছাড়া অন্য কোন দাবীর সম্মুখীন কখনো হইনি। দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধিকারের দাবীকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করতেই হয়।

এবার খুঁজতে হয় কাব্যের আভ্যন্তরীন প্রমান। কাব্য-কায়ায় ব্যবহৃত শব্দ-উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য* আঞ্চলিক রীতিনীতি, স্থান নাম প্রভৃতি বিচার করে দেখা যায় যে, পণ্ডিত জানকীনাথ শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ অঞ্চলের কবি।**

আগেই বলেছি যে, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে মেয়েলি-মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানেও পণ্ডিত জানকীনাথের মনসা-মঙ্গলের বিভিন্ন অংশ গীত হয়। কাব্যে বর্ণিত রীতিনীতি গুলোর সঙ্গে ঐ অঞ্চলের নাড়ীর যোগ। কবি স্থানীয় না হলে অনুরূপ যোগোপলব্ধি সম্ভব হয় না। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কাব্যে মাঝে মাঝে এমন সব স্থাননাম ব্যবহৃত হয় যেগুলো কবির চারপাশ থেকে গৃহীত।

পণ্ডিত কবির কাব্যেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাঁর কাব্যে যেসব স্থান নাম ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর খোঁজ আজও পাওয়া যায় এবং ঐ প্রমাণের বলে নির্দিষ্ট গ্রাম না হলেও কবির অঞ্চল নির্ণয় করা যায়। যেমন :

** 'ভাষা তাত্ত্বিক টীকা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।*

*** অবশ্য এর থেকে নাজিরপুরের দাবী তর্কাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না।*

লক্ষ্মীপুর = চাঁদ সদাগর জীবনের প্রথম বাণিজ্যে যান লক্ষ্মীপুর। হবিগঞ্জ হতে আট দশ মাইল উত্তর-পূর্বে এ নামে একটি গ্রাম আছে।*

সদাগর ছয় পুত্রকে বিয়ে করিয়েছেন। কোন্ ছেলের জন্য কোন্ স্থানের মেয়ে এনেছেন তা জানাতে কবি যেসব স্থান-নাম ব্যবহার করেছেন সেগুলো হলো মধুপুর, মালতীপুর, লক্ষ্মীপতিপুর, শান্তিপুর, মঙ্গলকোট, মাণিক্য পাটন।

মধুপুর = মধুপুর নামে দুটি স্থান আছে — একটি হবিগঞ্জ এবং অপরটি বাহুবল থানার অন্তর্গত। অবশ্য হবিগঞ্জ থানার মধুপুর 'বাল্লা মধুপুর' নামে পরিচিত।

মালতীপুর = এই গ্রাম বানিয়াচঙ্ হতে প্রায় ষোল মাইল উত্তর পশ্চিমে। বর্তমানে ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত। 'টেন্টনার বাঁকে' টেন্টনা বেহুলার নিকট নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন' 'শাসনে পূর্ণিত বাড়ী'। 'শাসন' নামে গ্রাম আছে শ্রী মঙ্গল থানায়। আদর্শ পুঁথির মালিকের গ্রাম ছিল ভুনবীর। এই ভুনবীর গ্রামের দক্ষিণ পাশের গ্রাম হলো 'শাসন'। মোট কথা, বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত স্থাননামগুলো গৃহীত হয়েছে সিলেটের হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, মৌলবী বাজার, বাহুবল, বালিয়াচঙ্, শ্রী মঙ্গল প্রভৃতি অঞ্চল হতে। মঙ্গল কাব্যের কবিদের কল্পনা স্বর্গ - মর্ত বিস্তৃত হলেও প্রত্যেকটি কাব্য কবির আঞ্চলিক পরিচয়ের দলিল বিশেষ।

** ডোবা অঞ্চল। বর্ষায় জমিতে প্রায় সাত-আট হাত জল হয়। বরো ধানই এসব অঞ্চলের প্রধান ফসল। শোনা যায়, অতীতে চৈত্র বৈশাখ মাসে ঐসব অঞ্চলে অকল্পনীয় ভাবে শিলা বৃষ্টি হতো। পরপর দুই-তিনবার নাকি এমন শিলাবৃষ্টি হয়েছিল যে, চাষী এক মুঠো ধানও ঘরে তুলতে পারেনি, ফলে দুর্ভিক্ষ। লক্ষ্মীপুরের বর্ণনায় কবি বলেছেন :*

দুর্ভিক্ষে করিছে নষ্ট লুক যত ইতি :

পুঞ্জে পুঞ্জে পড়ি আছে রত্ন নানা জাতি।

নারায়ন দেবের দেবখণ্ড ও পণ্ডিত জানকীনাথের বণিক খণ্ড মিলিয়ে ছাপা অক্ষরে অন্ততঃ চারবার* পদ্মা-পুরাণ প্রকাশিত হয়েছিল। আশ্চর্য এইযে, প্রকাশিত কোন গ্রন্থেই কবি পরিচয় বিষয়ে কোনো সূত্র নেই। ভূমিকাতেও এ বিষয় পুরোপুরি উপেক্ষিত।

কবির বংশগত উপাধি বিষয়েও নানা মত শোনা গেল। পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, নাথ, শর্মা, গোস্বামী, মহান্ত বা মন্ত এবং উপাধিহীন। পণ্ডিত ব্যক্তিদের গ্রন্থ প্রমানেও দেখা গেল — উপাধিহীন, দাস, বিপ্র (দ্বিজ, পণ্ডিত) প্রভৃতি। যেহেতু প্রামাণ্য তথ্য অনাবিষ্কৃত তাই এক্ষেত্রে অনুসন্ধানজাত বিশ্বাসের আশ্রয় নিতে হয়। অনুসন্ধানকালে দেখেছি, হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, মৌলবী বাজার প্রভৃতি অঞ্চলের নাথ সম্প্রদায়ের

** ধর্মনগরের বেতাজীতে পুরানো আকৃতির ছেঁড়া তিন খানা বই পাই। বইগুলোর সামনের পৃষ্ঠাগুলো না*

থাকায় প্রকাশের কাল জানা যায়নি। ১৩৪৬ বাংলা সনে রজনী মোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায়ও একবার প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পাওয়া যায় ঢাকার 'নিউএজ্ পাবলিকেশনস্' প্রকাশিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে জানা যায় '১৩৫৩ সনে ঢাকা ভারতী প্রেস হতে নারায়ন দেব ও জানকীনাথের বিরচিত মনসা মঙ্গল মুদ্রিত হয়।' বর্তমানে গ্রন্থখানা অপ্রাপ্য।

'নিউএজ্ পাবলিকেশনস্' প্রকাশিত গ্রন্থে বেহুলার টেন্টনার বাঁকে গমন' অংশের শেষে কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায়।

যেমন ঃ শ্রীভূমি শ্রীহট্টে বাস উত্তম ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র শুদ্ধ শ্রীপতি নন্দন।।
পরম পবিত্র মাতা মহামায়া নাম।
তান গর্ভে ছয়পুত্র হৈলা গুনধাম।।
পদ্মার চরণযুগে করি প্রণিপাত।
দুস্তর সাগর লঙ্ঘে শ্রী জানকীনাথ।।

গ্রন্থের উপরে কবি নামের সঙ্গে নাথ আলাদা করে লেখা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে, কবি নাথ উপাধিক। কিন্তু পরিচয়ে বলা হচ্ছে 'উত্তম ব্রাহ্মণ'। আমি নিশ্চিত যে, এই পরিচয় কোনো লিপিকরের, কবির নয়। কারণ, পণ্ডিত জানকীনাথের যতগুলো পাণ্ডুলিপি পেয়েছি তার কোন পুঁথিতেই নির্দিষ্ট যায়গাতো দূরের কথা, কোথাও পরিচয় বিষয়ে কোন ইঙ্গিত নেই। কবির নিজের রচণা হলে গ্রন্থে নিশ্চয় অন্ততঃ আরো দু'একবার হলেও এ পরিচয় ব্যবহৃত হতো। আবার দেখেছি, লিপিকর এবং সম্পাদকেরাও গ্রন্থে নিজেদের পরিচয় দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। অনেকেই লিপিকর হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন; আবার অনেকে এমনভাবে পরিচয় দিয়ে যেতেন যা কাব্যকায়ার সঙ্গে অচ্ছেদ্য। ফলে ঐ পরিচয় ক্রমশঃ কবি পরিচয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন বেতাঙ্গীতে শ্রী রমনী নাথ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত বই এর শেষে ছোট অক্ষরে আছে

"মাতা শ্রী লক্ষ্মী দেবীর অধম সন্তান।
পিতৃদেব শম্ভুনাথ মহত্ত্বাভিধান
হবিগঞ্জ অধীনেতে নাজিরপুর গ্রাম।
লিখিল স্বদেশ মতে সুদর্শণ (ঠাকুর চাঁদ) নাম।

সালেমায় রমেশ শর্মা এই পরিচয়কেই পণ্ডিত জানকীনাথের পরিচয় বলে ভুল করেছিলেন। তাছাড়া, অনুসন্ধানে কবি পরিচয় বিষয়ে নিউ এজ্ পাবলিকেশন প্রকাশিত বইএর পরিচয়ের অনুরূপ কোন সূত্রও পাওয়া যায়নি। কবিরা যদি ছয় ভাই হতেন তাহলে সরজমিনে তদন্ত কালে আমি নিশ্চয় কোন সূত্রের খোঁজ পেতাম। দু'শো আড়াইশো বছরে ছয়-ছয়টি বংশধারা একেবারে লোপ পেয়ে যেতে পারে না। আত্মপরিচয়হীন ভণিতা ব্যবহার পণ্ডিত জানকীনাথের একটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণই উদাসীন থেকেছেন। তাই বলা যায়, 'নিউএজ্ পাবলিকেশন্স্' প্রকাশিত গ্রন্থে অনুসন্ধিৎসাহীন ভাবে কোন লিপিকর বা সম্পাদকের পরিচয় পণ্ডিত জানকীনাথের পরিচয় বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, এ গ্রন্থ সম্পাদনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল।

....

লোকেরা কবিকে নিজেদের সম্প্রদায়ের ভেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে থাকেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কবি পণ্ডিত জানকীনাথ নাথ সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। নাথ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের অনেকেই 'শর্মা' উপাধিধারী এবং এই ব্রাহ্মণত্বের দাবীতেই 'দ্বিজ', 'বিপ্র' প্রভৃতি 'শব্দ' ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, জানকীনাথের উপাধি ছিল শর্মা।

কবি রীতিমত শিক্ষিত ছিলেন এবং সে জন্যই সমাজে তিনি পণ্ডিত বলে পরিচিত ছিলেন। কাব্য পাঠ করলে গ্রন্থে তাঁর পাণ্ডিত্যের এবং কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেও একথা বলা যায় যে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং এজন্যই তাঁর নামের আগে 'পণ্ডিত' শব্দটি একান্তই স্বাভাবিক।*

পণ্ডিত জানকীনাথের নামের সঙ্গে 'মহান্ত' 'মহর্ত্ত' এবং 'মত্ত' ** প্রভৃতি প্রয়োগ দেখে ভিন্ন ব্যক্তি ভাবা ঠিক হবে না। কারণ প্রথম জীবনে যিনি মনসা মঙ্গালের কবি শেষ জীবনে তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করা এবং মহান্ত হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

'দাস' উপাধি বিষয়ে কোনো সন্ধান আমি পাইনি। পণ্ডিত জানকীনাথ ভণিতায় প্রায়ই নিজেকে বলেছেন 'মনুসার দাস'।

যেমন ঃ পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসার দাস।

তবে এই 'দাস' শব্দের প্রয়োগে এটা ভাবা যায়না যে, কবি 'দাস' উপাধিক ছিলেন।

** প্রমান কবিপ্রতিভা আলোচনা অংশে*

*** 'মত্ত' উপাধি মহান্ত শব্দ জাত। মহান্ত > মহন্ত > মর্ত বা মত্ত*

যাহোক, যে কবির কাব্যের লিপিকৃত এত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যে কবির জনপ্রিয়তা বর্তমান যুগেও অব্যাহত, সে কবির অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায়না। বিজয় গুপ্তের স্ত্রীর নাম 'জানকী' হোক এবং এ সূত্রে বিজয়গুপ্ত জানকীনাথ হোন তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথ একজন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কবি। তাঁর নিবাস ছিল বাংলাদেশের সিলেট জেলায় হবিগঞ্জের অধীন পৈল নাজিরপুর।

কবির কাল নির্ণয়েও অনুরূপ ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। শিবের বিয়েতে মুখ চন্দ্রিকার কালে হরি ধ্বনির উল্লেখ এবং প্রসাদ খাওয়া, দণ্ডবৎ প্রণাম প্রভৃতি শব্দ এবং এরূপ আরও বৈষ্ণবীয় প্রমাণ বলে দেয় যে, কবি চৈতন্য পরবর্তী এবং 'কামান', 'বন্দুক' প্রভৃতি শব্দের প্রমাণে এও বলা যায় যে, কবি মোগল আগমনেরও পরে তার গ্রন্থ রচনা করেছেন।

কিন্তু এসব প্রমাণে কবির কাল নির্দিষ্ট করা যায় না বলে কবি স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাতে হয়। পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে প্রকৃতিগত যেসব মৌলিকত্ব দেখা গেছে সেগুলো কবির 'মৌলিকতার সূত্র' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মৌলিকত্বগুলো এসেছে কবির অপেক্ষাকৃত আধুনিক মানসিকতার ফলে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার কবি ভারত চন্দ্র অষ্টাদশ শতকে জন্মেছিলেন বলে আদি - মধ্যযুগীয় দেববাদী মানসিকতা মুক্ত হয়ে মানব - মঙ্গল রচনা করতে পেরেছিলেন। মনসা মঙ্গালের কবি পণ্ডিত জানকীনাথও তেমনি রচনা করেছেন মানব মঙ্গল প্রকাশক কাব্য। তাই বলতে হয়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি যেমন রায় গুনাকর ভারতচন্দ্র, তেমনি মনসা মঙ্গল ধারার শেষ কবি হলেন পণ্ডিত জানকীনাথ। চণ্ডী ও মনসাকে কেন্দ্র করে যে অলৌকিক কাহিনী - কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল তার শেষ হয়েছে মানব - মঙ্গালে। বিশেষ করে মনসা মঙ্গালের কবি পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে অলৌকিকতা জয়ী যে মানসের পরিচয় পাওয়া যায় মনসা মঙ্গালের আদি - মধ্যযুগের অন্য কোন কবির পক্ষেই তা সম্ভব হয়নি। সম্ভব ছিলওনা। তাই বলা যায়, পণ্ডিত জানকীনাথ অন্ত্য - মধ্যযুগের কবি। অনুমান, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পণ্ডিত জানকীনাথ তাঁর পদ্মাপুরাণ রচনা করেছিলেন। আবার আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হলো ২ নং পুঁথি — ১২২৩ বাংলা সনে অনুদিত। ১২২৩ বাংলা সন = ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ। যদি এর পেছনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও কবির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তবে পাওয়া যায় ১৮১৬-৫০ = ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। এতে কবির স্বভাব - বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রিক পূর্বানুমানেরও সমর্থন মিলে।

কবির মৌলিকতা সূত্র

পূর্ববঙ্গের মনসা মঙ্গালের ধারায় পণ্ডিত জানকীনাথ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ও আধুনিক মানসিকতার কবি বলে মঙ্গাল কাব্য রচনা করলেও পুরোপুরি গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করেন নি। ফলে তাঁর কাব্যে কিছু কিছু মৌলিকত্ব দেখা যায়। যেমন ঃ

(ক) মঙ্গাল কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'বন্দনা' অংশ না লেখা।

(খ) কাহিনী সূত্র রচনা।*

(গ) স্বপ্নাধ্যায় বা গ্রন্থোৎপত্তির কারণ না বলা।

(ঘ) আত্ম পরিচয়হীন ভণিতা ব্যবহার।

(ঙ) কাহিনী বয়নে, চরিত্র চিত্রণে এবং রস পরিণতিতে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের চেয়ে বাস্তবানুগ পথ অনুসরণ।**

(চ) 'সোহাগ লাচাড়ি' রচনা।

(ছ) রাগ - রাগিনীর অনুল্লেখ।

(জ) সমন্বয়বাদী মানসিকতার প্রকাশ।*** — প্রভৃতি।

'বন্দনা' অংশ সকল শ্রেণীর মঙ্গাল কাব্যেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মঙ্গাল কাব্যের সকল কবিই গ্রন্থ রচনা কালে প্রথম গনেশাদি পঞ্চ দেবতা থেকে শুরু করে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী, পুণ্যস্থান, দশদিক প্রভৃতির বন্দনা করতেন। পণ্ডিত জানকীনাথ তা করেন নি। কোন ধর্মীয় গ্রন্থ শুরু করার আগে দেবদেবীর বন্দনা করা বাঙালীর সংস্কার। এই সংস্কারই দীর্ঘায়িত হতে হতে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর বন্দনা পর্যন্ত পৌঁছায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কাব্যের ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর ভেবেই কবি তা রচনা করেননি। মা মনসাকে প্রণাম করেই তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন।

** বিস্তৃত আলোচনা 'কাহিনী সূত্র' অধ্যায়ে।*

** 'কবি প্রতিভা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।*

**** আলোচনা 'কবি প্রতিভা' অধ্যায়ে।*

অবশ্য, গ্রন্থ শুরুতে দেবদেবীকে প্রণামের ঐতিহ্যবহ সংস্কার ছাড়তে পারেননি লিপিকরেরা। মঙ্গাল কাব্যের অন্য একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো গ্রন্থোৎপত্তির কারণ জানিয়ে একটা অধ্যায় রচনা করা। গ্রন্থ লেখার কারণ হিসেবে সকল কবিই উদ্দিস্ট দেবতা কর্তৃক স্বপ্নাদেশের কথা বলে থাকেন। এ বিষয়ে পণ্ডিত কবি নীরব। তাই স্বপ্নাদেশের প্রশ্নই ওঠেনা।

গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে কবিরা আত্ম পরিচয় দিতেন, কখনো পৃথক অধ্যায় রচনা করে বিস্তৃতাকারে বা

কখনো ভণিতায় সূত্রাকারে। পণ্ডিত জানকীনাথ এ বিষয়ে একদম উদাসীন ছিলেন। আত্মপরিচয় মূলক অধ্যায় রচনাতো করেনইনি, ভণিতায়ও কখনো নিজের কোনো পরিচয় রাখেননি। লিপিকর - গায়েনগণও যেক্ষেত্রে নিজ পরিচয় দেওয়ার বাসনাকে জয় করতে পারতেন না, সে ক্ষেত্রে একজন কবির পক্ষে এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়।*

পণ্ডিত জানকীনাথ 'সোহাগ লাচাড়ি' রচনা করেছেন। তাঁর আঞ্চলিকতা নির্ণয়ে 'সোহাগ মাগা' অংশ অপরিহার্য। বিয়ের দিন মেয়েকে স্নান করাবার আগে নারীগণকে সঙ্গে নিয়ে বাদ্য বাজনা সহ মেয়ের মা বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিদায়ী মেয়ের জন্য সমগ্র গ্রামের সোহাগ মাগেন। আঞ্চলিক এই রীতির মধ্যে মাতৃহৃদয়ের যে মাঙ্গলিক দিক আছে তা জানকীনাথের রচনায় নিপুণ ভাবে ফুটে উঠেছে। কবির এই অংশটুকু অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আজও বিয়ের আগে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পণ্ডিত জানকীনাথ রচিত "সোহাগ মাগা" অংশটুকু গেয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরা হয়।

সামাজিক সংস্কার অনুসারে মনসা মঙ্গল গেয় কাব্য। তাই মনসা মঙ্গল রচনা কালে কবিগণ বিভিন্ন রাগ - রাগিনীর উল্লেখ করতেন এবং গায়কগণও তা মেনেই মনসা মঙ্গল গাইতেন।

---

* *বিস্তৃত আলোচনা 'কবি পরিচয়' অধ্যায়।*

মনসা মঙ্গল কাব্যের গায়ক হিসেবে এক শ্রেণীর লোক নির্দিষ্ট ছিলেন। এঁদের বলা হতো 'ওঝা'। পুরুষানুক্রমে ওঝারাই গান করতেন। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে, যতই সাধারণের অধিকার বাড়তে থাকে, যতই বহুল প্রচার পেতে থাকে, ততই নির্দিষ্ট রাগ-রাগিনীর গুরুত্ব কমতে থাকে এবং সে স্থান দখল করে সাধারণ 'লোকসুর'। পণ্ডিত জানকীনাথ বুঝেছিলেন যে, গ্রামের সাধারণ লোক গুলোর পক্ষে সঙ্গীতশাস্ত্র নির্দিষ্ট রাগ-রাগিনী অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সাধারণ লোক সুরেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে। তাই তিনি কোন রাগ-রাগিনী নির্দিষ্ট না রেখে এ বিষয়ে স্বাধীন পথে চলার সুযোগ করে দিয়েছেন। এখন মনসামঙ্গল গানের ক্ষেত্রে কবির এই দূরদর্শিতার বাস্তব প্রমান দেখা যায়। এক্ষেত্রেও কবি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে গতানুগতিকতার বাইরে যে সব মৌলিকত্ব দেখা যায় সেগুলো সামাজিকেরা কিভাবে গ্রহন করেছেন তা বোঝার অপেক্ষা রাখে। কারণ মনসা-মঙ্গল কাব্য হল সেই শ্রেণীর, ইংরেজীতে যাকে বলে Communal poetry। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য It is essentially of the people by the people and for the people. তাই কবিগণ কোথাও যদি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সে জায়গাটাই পাঠক-গায়েনগণ নিজেদের সংস্কার অনুযায়ী ইচ্ছেমত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজীতে বলা হয়েছে "Communal recreation of the individual creation" এবং এভাবেই মনসা-মঙ্গল কাব্য ক্রমশঃ 'Group product' এ পরিনত হয়েছে। পণ্ডিত জানকীনাথের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। তবে, যুগ - মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মানসিকতাও পরিবর্তিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক মানসিকতার কবি পণ্ডিত জানকীনাথের মানস বৈশিষ্ট্যও সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এ জন্যই কবির কাব্যের তেমন পরিবর্তন হয়নি। তবে একেবারে যে হয়নি তা নয়। যেমন, - পণ্ডিত জানকীনাথ 'বন্দনা' অংশ না লিখলেও তা কাব্যে যুক্ত হয়েছে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে (অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই) কবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে অন্যের রচনা মাঝখানে ঢুকিয়ে। 'কবি পরিচয়' অধ্যায়ে ভণিতা বিচার কালে এগুলো প্রমান সহ দেখানো হয়েছে।

'Individual creation' এর 'Communal recreation সবসময় এবং সবক্ষেত্রে সমান হয় না। মধ্য যুগের যে কবির কাব্য যত বেশী প্রচারিত হয়েছে সে কাব্যেই তত বেশী 'Communal recreation' ঘটেছে এবং

তা Group product -এ পরিণত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত একই কবির কাব্যেও প্রায় ক্ষেত্রেই সার্বিক মিল দেখা যায়না। কিন্তু যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মানসেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে মনসা-মঙ্গল কাব্যে কবি-মানস ক্রমশঃ 'পুরাণ' রচনা থেকে কাব্য সাধনাকেই বড় করে দেখতে থাকে। সমাজ-মানস নিজ বিশ্বাসের অনুকূল কাব্য পেলে তাতে সব সময় যে পুরাণো রীতি চাপিয়ে দেবে তা মানা যায় না। প্রমান পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্য। সমাজ-মানস যুগ-মানসের অনুবর্তী বলে জানকীনাথের কাব্য প্রত্যাখ্যাত না হয়ে নন্দিত হয়েছে। তাবলে কবির প্রচার কম ছিল এটা ভাবাও ঠিক হবেনা। সিলেট, কুমিল্লা, লাক্‌সাম, নোয়াখালি, ভারতের ত্রিপুরা, কাছাড় (আসাম) প্রভৃতি অঞ্চলে কবির প্রচার প্রমাণিত হয়েছে। পণ্ডিত জানকীনাথ শুধুই প্রচারিত নয়, আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত। মধ্যযুগীয় দেববাদে বিশ্বাসী সামাজিক সংস্কার মনসা-মঙ্গালের বিভিন্ন কাব্যকে Group prouduct-এ পরিণত করলেও পণ্ডিত জানকীনাথের ক্ষেত্রে তা তেমন হয়নি। তার ক্রম আধুনিক মানসিকতাই পেয়েছে শ্রদ্ধা। আশ্চর্য হয়েছি এ দেখে যে, এত প্রচার সত্বেও আবিস্কৃত ১০$\frac{১}{২}$ খানা পাণ্ডুলিপির সবগুলোই মোটামুটিভাবে Group product-এর আওতার বাইরে রয়ে গেছে Individual রচনা রূপে মৌলিক ঔজ্জ্বল্যে।

কাহিনী-সূত্র

পণ্ডিত জানকীনাথ সমগ্র কাহিনী আগে সূত্রাকারে নির্দেশ করেছেন। এই রীতি মনসা-মঙ্গালের বৈশিষ্ট্যে নতুন সংযোজন। অবশ্য বিজয় গুপ্তের কাব্যে কাহিনী-সূত্র হিসেবে কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায়। মনসা কিছু সূত্র নির্দেশ করে বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নাদেশ করেছেন নিজের মহিমা বিষয়ক কাব্য রচনা করতে। পণ্ডিত জানকীনাথ তো স্বপ্নাধ্যায়ই রচনা করেন নি। কাজেই আদেশ প্রাপ্তির প্রশ্নই আসেনা। কবি শুরুতেই দেব এবং বনিক — উভয় খণ্ডেরই কাহিনী-সূত্র নির্দেশ করেছেন।

পণ্ডিত জানকীনাথের যতগুলো পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার সব গুলোতেই কাহিনী-সূত্র বর্তমান। কালের ব্যবধানে অবশ্য সূত্রগুলো ক্রমচ্যুত হয়েছে। স্বল্প শিক্ষিত লিপিকরগণ কখনো সূত্রের ক্রম বিষয়ে চিন্তা করেন নি। তাই পূর্ব পূর্ব পুঁথির অন্ধ অনুকরণে স্থানচ্যুত সূত্র তার যথাস্থানে সংস্থিত হয়নি। সম্পাদনাকালে সূত্রগুলোকে কাহিনী অনুসারী করে সাজানো হয়েছে।

শুধুই স্থানচ্যুতি নয়, সূত্রগুলোতে প্রক্ষিপ্ত অংশও আছে। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলোকে বাদ দিতে হয়েছে। প্রমাণে দেখা যাক ঃ- আদর্শ পুঁথিতে দেবখণ্ডের কাহিনী-সূত্রগুলো এরূপ* ঃ-

১। প্রথম কালেত সৃষ্টি হৈল জেনমতেঃ।
২। তবে নাগ জর্ম্মিল কাশ্যব কদ্রু হতে।
৩। মাত্রিশাপ নাগলুকে পাহিলা জেনমতে।
৪। শাপমক্ত হইল বর্ম্মার মক হতে।
৫। জরৎক্কার বিহা অস্থিক জর্ম্মকথাঃ
৬। সহস্র লুচন সাপ পাইল তার কথ
৭। শ্রী হরিরামের নামে হৈল অধিষ্টান।
৮। শঙ্করের পুষ্পদাড়ি হৈল জেন মনে।
৯। মহাদেবের মহাচান্দ্র জর্ম্ম মনুসার।
১০। তবে পোদ্দা পোদ্দ বনে গেলা আরবার।

---

* ভাষা ও বানান কাব্যের মূল পাঠ। তবে সংখ্যাগুলো বসানো হয়েছে কাজের সুবিধর্থে।

১১। পোদ্দারে দেখিয়া তবে হর ঢলিছিল।
১২। বম্বাহির মরণ পুনি যে বুপে জিহাহিল।
১৩। তবে পোদ্দা দুর্গাডংশি করিলেক বাদঃ

দেখিঅ শিবের মনে জন্মিল প্রমাদ।
১৪। এমত প্রকারে হরে বনবাস দিলা
১৫। সমদ্র মথনে পোদ্দা মহত্ত পাইলা।
১৬। বিস ঝারি বাপরে করিল পরিত্রাণঃ
১৭। তবে পৌদ্দার বিয়া হৈল মনিরাজের স্থান।
১৮। অপরে জনম হৈল মহেসের ঘরে!
১৯। অষ্টনাগ জর্ম্মিলেক পোদ্দার উদরে।
২০। দুষ্ট ধামেনারে বঞ্চিলা জেন মতেঃ
দেব খণ্ড সমস্থ হইল তেন মতে।।

পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে বিন্যস্ত কাহিনী অনুসারে দেখা যায় যে, ৩,৭,১৯ এবং ২০ নং সূত্র অনুসারী কোন কাহিনী কাব্যে নেই। ৫ নং সূত্রের অনুরূপ সূত্র হলো ১৭ নং সূত্রটি। তাই একটি রেখে ৫ নং সূত্রটি বাদ দেওয়া হয়েছে। ৩,৭,১৯ এবং ২০ নং সূত্রের কাহিনী শুধু আদর্শ পুঁথিতেই নয় — কোন পুঁথিতেই এ কবির ভণিতায় নেই। অর্থাৎ এসব কাহিনী পণ্ডিত জানকীনাথ রচনা করেন নি। তাই সূত্র প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু যখন কবির ফসল সামাজিক ফসলে পরিণত হল তখন বিভিন্ন কাহিনী এবং অনুরূপ সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ওসব সূত্র এবং কাহিনী পণ্ডিত জানকীনাথের পুঁথিতে ঠাঁই পেতে পারে না।

প্রাপ্ত সকল পুঁথিতেই সূত্রগুলো আছে। প্রক্ষিপ্ত সূত্রও আছে। ২ নং পুঁথির সঙ্গে তুলনা মূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, আদর্শ পুঁথিতে আছে কিন্তু ২ নং পুঁথিতে নেই এমন সূত্র মোট ৩টি। সূত্র নং ৩,৪ এবং ৬। আবার ২ নং পুঁথিতে আছে কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে নেই এমন সূত্র হলো ১টি — "সর্পসরোযজ্ঞে নাগ রক্ষা পাইল তথা"।

আদর্শ পুঁথির যে তিনটি সূত্র ২ নং পুঁথিতে নেই তার মধ্যে সহস্র লোচনের শাপ প্রাপ্তি এবং ব্রহ্মার মুখ হতে শাপমুক্তি অর্থাৎ সূত্র নং ৪ ও ৬ এর কাহিনী দুই পুঁথিতেই আছে। তাই এ সূত্রগুলো ২ নং পুঁথিতে না থাকলেও গ্রহন করা হয়েছে। অপর পক্ষে ৩ নং সূত্রের কাহিনী অর্থাৎ নাগ গনের মাতৃ শাপ প্রাপ্তির কাহিনী কোন পুঁথিতেই নেই। তাই এ সূত্রটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। আবার ২ নং পুঁথির 'সর্প সরু যজ্ঞে নাগ রক্ষা পাইল তথা' - সূত্রানুসারী কাহিনী কোন পুঁথিতেই নেই বলে সূত্রটি গ্রহণের যৌক্তিকতাও নেই। সুতরাং পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে দেবখণ্ডের সজ্জিত সূত্রক্রম হবে —

১,২,৬,৪ এবং ৮ - ১৮ নং সূত্র পর্যন্ত।*

বণিক খণ্ডের কাহিনী সূত্র আদর্শ পুঁথিতে এরূপ ঃ-
১। তবে সঙ্ক ধনন্তরি গারুরি বধিলা ঃ
২। পর্ছাতে হুসন রাজা উর্ছন্ন করিলা।।
৩। তবে জালু মালু ঘরে গেলা বিষহরি ঃ
করিল জালুএ পুজা মহাজত্ন করি।
৪। চর্ম্পক নগরে পাছে করিলা প্রবেশ ঃ
সুনুকাতে সপ্নরূপে কহিলা বিসেস।।
৫। সপ্ন দেখি সুনুকাএ প্রসন্নিত হৈল ঃ
সুবর্ন প্রতিমা ঘটে পোদ্দারে স্থাপিল।
৬। বার্তা শুনি সত্তরে আসিল চন্দ্রধর ঃ

ভাঙ্গিয়া প্রতিমা ঘট পালাইল সাগর।
৭। তার পাছে ডিঙ্গা বানাইল সদাগর ঃ
৮। অনিরুদ্ধ উষাহরে ইন্দ্রের গুচর।
৯। বাণিজ্য করিতে গেল দক্ষিন সফর ঃ
তথা গিয়া দুক্ষ সুখ পাইল বিস্তর।

** সম্পাদিত সজ্জিত সূত্রগুলো মুল কাব্যের ১নং ও ২নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।*

১০। লাতাপাতা দিয়া ধন আনিল বিস্থর ঃ
সকল ডুবিল তার কালিদএ সাগর।
১১। একসুর ঘরে আইল চন্দ্রধর রাজ ঃ
১২। মন্দিরে আসিয়া দেখে পুত্র যুবরাজ।
১৩। কর্ন্না যুড়িল গিয়া উজানি নগর ঃ
১৪। তার পাছে গড়াইল লুহার বাসর।
১৫। লক্ষিন্দরে বিয়া করে উজানি নগরে ঃ
১৬। কালরাত্রি নাগে খাইল লুহার বাসরে।
১৭। কত দিনে উরিল মনুসার পুরে ঃ
বিস্থর মন্দ পোদ্দা বলিলা উষারে।
১৮। নির্ত্ত করি তুস্ট কৈল দেবের ভুবন ঃ
১৯। নিজপতি জিয়াইল ভাসুর ছয়জন।
২০। ডুবিছিল চৌদ্দ ডিঙ্গা তাহারে তুলিল ঃ
তবে পূণি চম্পকেতে গমন করিল।
২১। তবে চন্দ্রধর রাজা দিল ফুল পানি ঃ
২২। আপনে পরিক্ষা কৈলা বিফুলা কামিনি।
২৩। বিমানে উঠিলা তবে জয় বিষহরি ঃ
২৪। উজানি নগরে গেলা যুগিভেস ধরি।
২৫। মায়-বাপ সম্বাসি আপুনি উটে রথে ঃ
স্বামী সনে গেলা কর্ন্না অমরা পুরিতে।
পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসা কিঙ্কর ঃ
সৃষ্টি পতন কথা শুন তারপর।

আদর্শ পুঁথিতে বর্ণিত কাহিনী অনুসরণে দেখা যায় বণিক খণ্ডের শুরু পশুসখা মুনির দেহত্যাগ ও চাঁদ সদাগর নামে তাঁর জন্ম দিয়ে। কিন্তু আদর্শ পুঁথির কাহিনী-সূত্র ১নং - এ আছে ওঝা ধনন্তরীর বধের কথা। কাহিনীর দিক থেকে এ সূত্র হবে আরো পরে। কারন ওঝা চাঁদ সদাগরের সর্পদস্ট ছয় পুত্রকে বাঁচালে মনসা ক্রুদ্ধা হন এবং ওঝাকে বধ করেন। সুতরাং সূত্রটি প্রথমে হতে পারে না - হবে, "ভাঙিয়া প্রতিমা ঘট পালাইল সাগর" - সূত্রটির পরে।

দ্বিতীয় সূত্র হলো হোসেন রাজার কাহিনী। দেখা যায়, আদর্শ পুঁথিতে অনুরূপ কাহিনী নেই। ২নং পুঁথিতে

আছে - দত্ত বর্দ্ধমানের ভণিতায় এবং দেবখণ্ডের শেষে। এ পুঁথিতে ও বণিক খণ্ডের কাহিনী শুরু পশুসখা মুনির কথা দিয়ে। কোন কোন পুঁথিতে জানকীনাথের ভণিতায় হাসান-হোসেনের কাহিনী দেখা যায়। যেমন ৪নং পুঁথিতে বণিক খণ্ডের শুরুতে ঐ কাহিনী জানকীনাথের ভণিতায় -

জানকীনাথে গায়　　ভজহে মনসা পায়
না ভবিলে নাহিক নিস্থার।

৫নং পুঁথিতে ও দেবখণ্ডের শেষে জানকীনাথের ভণিতায়, যেমন ঃ

পদ্যারে প্রণাম করি দেশে চলি যাএ ঃ
মনসার চরনে জানকীনাথে গাএ।

জানকীনাথের ভণিতা থাকলেও এটা নিঃসন্দেহ যে পণ্ডিত জানকীনাথ হাসান-হোসেনের কাহিনী রচনা করেন নি। কারন আদর্শ পুঁথিতে কাহিনী নেই।

২য়ত ঃ- আদর্শ ও ২নং পুঁথিতে কাহিনীগত মিল, এমন কি বাক্যগত মিল ও দেখা যায়। এ পুঁথিতে কাহিনী দত্ত বর্দ্ধমানের ভণিতায়।

৩য়ত ঃ- কখনো দেবখণ্ডের শেষে, কখনো বণিক খণ্ডের শুরুতে এ কাহিনীর মর্জিমাফিক ব্যবহার প্রমান করে যে, তা আমদানী করা। লিপিকরদের অত্যধিক জানকীনাথ প্রীতি ভণিতা চুরির সাহস যুগিয়েছে।

৪র্থত ঃ- মর্জি মাফিক ব্যবহার এটাও প্রমান করে যে, এ উপকাহিনী পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। এ কবির কাহিনী বয়ন অত্যন্ত সুচিন্তিত। তাই তিনি ভার অংশ বর্জন করেছেন এবং সে সূত্রেই হাসান - হোসেনের কাহিনীও বর্জিত হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, কবির সুরুচি হিন্দু দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে মুসলমান রাজার ওপর উৎপীড়ন বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত ছিলেন। মনসা হাসান-হোসেন রাজার উপর যে বিধ্বংসী অত্যাচার করে পূজো খেয়েছেন তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুকূল নয়! জোরে, অত্যাচারে, ভয় জাগিয়ে পূজো আদায় করতে গেলে ভক্তির চেয়ে ক্রোধই বেশী হবে। মনসা যদি স্বাভাবিক ভাবে পূজো আদায় করতে পারতেন তাহলে হয়তো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের পূজো তিনি পেতেন। যেহেতু সর্পভয় কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়। পূর্ববঙ্গে এরূপ একাধিক নিদর্শন আছে যেক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়ে থাকে। যেমন — সত্যপীর এবং দরবেশ ও দরগা। বহু দিন পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মিলনেচ্ছা যখন আত্মীয়তার দিকে এগুচ্ছিল তখন মুসলমান-রাজার ওপর অত্যাচার করে পূজো পাওয়ার দেবী প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা যায় না।

প্রথম দিকের মনসা - মঙ্গলে তুর্কী আক্রমনের অব্যবহিত পরের সাম্প্রদায়িক অভিমান-জাত একটা বিদ্বেষ ছিল - এ কাহিনীতে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে সে বিদ্বেষ কমে পারস্পরিক মিলনের ভাব যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন এ কাহিনীর প্রয়োজন ও শেষ। তাই বলা যায়, প্রথম দিকে হাসান-হোসেনের কাহিনী যে সমাজ চিত্রের পরিচয় দিত, সে সমাজ চিত্রের দাবীতেই পণ্ডিত জানকীনাথ এ কাহিনী বর্জন করেছেন। এসব কারনে হাসান-হোসেনের কাহিনী বিষয়ক সূত্রটিকে এ কবির কাব্যে প্রক্ষিপ্ত বলা যায়।

বণিক খণ্ডের কাহিনী অনেক বেশী নির্দিষ্ট বলে সূত্র ক্ষেত্রেও বিশেষ গণ্ডগোল দেখা যায় না। মধ্যযুগের কাব্যে সঙ্গত কারনেই প্রক্ষিপ্ততা আশা করা যায় এবং বণিক খণ্ডের কাহিনী - সূত্রেও তা যে একেবারেই নেই তা নয়। তবে নিতান্তই সামান্য। যেমন ২নং পুঁথিতে এ খণ্ডে মাত্র একটি সূত্র পাওয়া যায় যা পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে প্রয়োজন নেই। যেমন ২নং পুঁথিতে প্রথম সূত্রটি হলো নেতার ঘাটে পদ্মার আগমন। কাহিনীর দিক থেকে সূত্রটি প্রথমে হতে পারে না। যা হোক, এ খণ্ডের সজ্জিত কাহিনী ক্রমে

হাসান-হোসেনের সূত্রটি বাদ যাবে এবং ধণন্তরী ওঝার মৃত্যু বিষয়ক সূত্রটি হবে - "ভাঙিয়া প্রতিমা-ঘট পালাইল সাগর" সূত্রটির পরে। কাহিনী সূত্র শুরু হবে পশুসখা মুনির দেহত্যাগ ও চাঁদের জন্ম দিয়ে। অন্য অন্য সূত্রের ক্ষেত্রে কোনো গন্ডগোল নেই। *

সবশেষে একথা বলতে হয় যে, কাহিনী সূত্র বিষয়ে অমিল নিতান্তই সামান্য। যে অমিল দেখা যায় তা এসেছে কালের ব্যবধানে এবং হয়তো শ্রোতার রুচির দাবীতে। তবুও বলতে হয়, পন্ডিত জানকীনাথের মৌলিকতার গুনে তাঁর কাব্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ সূত্রতেই ধরা পড়ে যায়। পান্ডুলিপিগুলোতে চরণগুলোর ও প্রায় হুবহু মিল দেখা যায়। তবে ২নং পুঁথির মিলটা বেশী বলে এ পুঁথিকে একটু বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

---

* সম্পাদিত সূত্রগুলো মূল কাব্যের ২/১ ও ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ. কবি প্রতিভা প্রসঙ্গ

পণ্ডিত জানকীনাথ-কল্পিত কাহিনী সংক্ষেপ

পণ্ডিত জানকীনাথের কাহিনী ভাবনা যেমন অত্যন্ত সুচিন্তিত তেমনি তিনি সিদ্ধহস্ত কাহিনী বিন্যাসেও। বিভিন্ন উপকাহিনীর ধারা মনসা-মঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনীর ধারাকে পুষ্ট না করে সহস্র শৈবালের 'দাম' বাঁধার মত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পণ্ডিত জানকীনাথের কৃতিত্ব এই যে, উপকাহিনীর অনুরূপ জলাভূমিতে খাল কেটে তিনি কাহিনীর মূল ধারাটিকে স্বচ্ছ প্রবাহিনীতে পরিণত করেছেন। ফলে তাঁর কাহিনী বিকাশের পথে ঔপন্যাসিক রীতিতে ঘাটে ঘাটে পুষ্ট হয়ে শৈল্পিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় দ্রুত গতিতে। পণ্ডিত কবি নিজে কোন উপকাহিনী রচনা করেননি। প্রচলিত কাহিনীগুলো থেকেই প্রয়োজনীয় উপকাহিনী গ্রহন করে নিপুন জহুরীর মতন নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করেছেন। আবার ঔপন্যাসিক গুণের অধিকারী ছিলেন বলে কাহিনীগুলোর বল্গাহীন বর্ণনাও প্রশ্রয় পায়নি এই কবির লেখনীতে। ফলে ব্যবহৃত উপকাহিনীগলোও সংহত রূপ লাভ করেছে। আসলে 'পদ্মাপুরাণ' হলো পদ্মার জীবনের ইতিবৃত্ত। কবির সৃষ্টিগুণে তা পরিণত হয়েছে মানবী পদ্মার জীবনের করুণ ইতিবৃত্ত। মনসা চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে মাতৃ পরিচয়হীনা, পিতৃস্নেহ বঞ্চিতা, সৎমা লাঞ্ছিতা জনম দুঃখিনীরূপে। দেবখণ্ডে কবির এই কাহিনী - ভাবনার পরিণতি বনিক খণ্ডে।

পঞ্চ বনিক প্রধান চাঁদ সদাগরের জীবন বিড়ম্বনার শুরু দেবখণ্ডে মা-মেয়ের বিবাদের ফলে। বনিক খণ্ডেই ঐ বিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি। তাই পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত 'পদ্মা পুরাণে' দেবখণ্ড এবং বনিক খণ্ড মিলিয়েই কাহিনীর বিস্তৃতি।*

** বিস্তৃত আলোচনা 'কবি প্রতিভা' নামক অধ্যায়ে। তাই এক্ষেত্রে একান্তই সংক্ষিপ্তাকারে কাহিনীর উল্লেখ করা গেল।*

যাহোক, কাহিনীর শুরু সৃষ্টি পত্তনসূত্রে এবং শেষ বেহুলা-লখাই -এর স্বর্গারোহনে। ভারতীয় পৌরাণিক রীতনুসারে কাহিনী বিবৃত হয়েছে প্রশ্নোত্তরে। প্রশ্নকর্তা শনক ঋষি এবং উত্তরদাতা হলেন লোমেশ ব্রাহ্মণ। সৃষ্টি পত্তন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে লোমেশ ব্রাহ্মণ জানান ঃ যখন আকাশ - পাতাল, চন্দ্র, সূর্য দশ দিক পাল প্রভৃতির সৃষ্টি হয়নি তখন শূন্যে উৎপত্তি ঘটে ধর্ম নিরঞ্জনের। ধর্ম নিরঞ্জন মুখ হতে সৃষ্টি করলেন অনাদিরে এবং কৌতুকের বাসনায় সৃষ্টি করেন শীতলা দেবীকে। শীতলা দেবীকে দেখে মদনে পীড়িত হয়ে অনাদিদেব কেলি বিলাস করেন।

অনাদি দেবের মুখের বচনে সৃষ্টি হলো চারদিক, বীর্য হতে হলো বৃক্ষ এবং রাত থেকে হলো দিন। সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণাশ্রয়ী তিন দেবতার ও সৃষ্টি হলো। তারপর অনাদি গোসাই শীতলা দেবীকে মহাদেবের নিকট সমর্পন করে আবার নিরাকার হলেন।

বিষ্ণু যোগ নিদ্রায় অচেতন। বিষ্ণুর কর্ণমল হতে মধুকৈটভ নামক দুই অসুরের জন্ম হলো। অসুর দেখে ভয় পেয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিতে লুকিয়ে যোগনিদ্রা-দেবীর স্তুতি করতে থাকেন। ব্রহ্মার স্তুতিতে নারায়ণের দেহত্যাগ করে নিদ্রাদেবী আবির্ভূতা হন। ফলে নারায়ণ জেগে উঠেন এবং অসুর ভ্রাতাদের বধ করতে এগিয়ে যান। দৈত্য দু'জন এবং বিষ্ণু একা। যুদ্ধ চলে হাজার বছর ধরে। বিষ্ণুর পরাক্রম দেখে দৈত্যগণ বিষ্ণুকে বর দিতে চাইলে বিষ্ণু তাঁর হাতে অসুরদের নিধন কামনা করেন। অসুরগণ তাই দান করে। তবে শর্ত ছিলো যে, জলের প্রকাশ যেখানে থাকবে না একমাত্র অমন জায়গাতেই তাদের বধ করা যাবে। নিজের উরূর উপর রেখে বিষ্ণু তাদের বধ করেন এবং তাদের রক্ত মাংস দিয়ে মেদিনী গঠন করেন। মেদিনী গঠিত হলে ব্রহ্মা (সৃষ্টি করিতে স্থিতি) ধ্যানে বসেন এবং গন্ধভোগাদি সহ চতুর্দশ ভুবন এবং জীবাদি সকল কিছুই সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি পতন সূত্রেই দক্ষ প্রজাপতির প্রসঙ্গ এবং দক্ষ রাজার মেয়েদের কথা। লোমেশ ব্রাহ্মণ জানালেন যে দক্ষ রাজার দ্বাদশ কন্যার মধ্যে চারজন প্রধানা-দিতি, অদিতি, কদ্রু ও বিনতা। দিতির গর্ভজাত হলেন দেবগন। অদিতির ঘরে দৈত্য গণ এবং কদ্রু ও বিনতার ঘরে জন্মে যথাক্রমে নাগগণ এবং অণুরু (অরুণ) ও গরুড়। অণুরু ও গরুড়ের প্রসঙ্গ আসতেই সনক ঋষি অণুরুর উরু ভঙ্গের কারণ জানতে চান। উত্তরে লোমেশ ব্রাহ্মণ জানান —

কাশ্যপ-ঘরনী কদ্রু ও বিনতার বিবাদ ছিল। একদিন পরিহাস ছলে ইন্দ্রের ঘোড়ার রং বিষয়ে কদ্রু - বিনতায় বাজি ধরা হয়। কপটতার আশ্রয়ে কদ্রু জয় লাভ করেন। ফলে শর্ত অনুসারে বিনতা কদ্রুর দাসী হন। পুত্রগণ সহ কদ্রু বিনতার উপর অকথ্য নির্যাতন চালান। কবির ভাষায় —

'একাক্রমে নিশিদিশি করে দাসী কাম!
দিবসেতে দণ্ডেক যে নাহিক বিশ্রাম।'

অপরদিকে দক্ষ রাজা মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞে আমন্ত্রিত বালখিল্য মুনিগণ যজ্ঞ স্থল উদ্দেশ্যে চলেছেন। পথে গোক্ষুরেতে জমা জল দেখে মুনিগণ ত্রাসযুক্ত হন। দেবরাজ ইন্দ্র তা দেখে মুনিদের উপহাস করলে ক্রোধান্বিত মুনিগণ ইন্দ্র নিধন যজ্ঞ শুরু করেন। ভীত ইন্দ্র ব্রহ্মার শরনাপন্ন হন। ব্রহ্মা কাশ্যপ মুনিকে সঙ্গে নিয়ে বালখিল্য মুনিদের নিকট এসে যজ্ঞের দক্ষিণা হিসেবে ইন্দ্রকে চেয়ে নেন। পূর্ণাহুতির পর যার জন্ম হবে তার হাতে ইন্দ্র পরাজিত হবে এই শর্তে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেয়া হয়। পাওয়া গেলো দু'টো ডিম। ডিম দুটো কাশ্যপ মুনিকে দেয়া হলো। কাশ্যপ মুনি ওগুলো নিয়ে দিলেন বিনতাকে। জানালেন, ডিমগুলোর কাল পূর্ণ হবে হাজার বছরে। ন'শো -পঞ্চাশ বছর 'উম' দিয়ে ধৈর্য হারান বিনতা। অকালে একটি ডিম ভেঙে ফেলেন। জন্ম হয় অপুষ্ট উরুযুক্ত অণুরুর (অরুণের)। তারপর যথাকালে জন্ম হয় গরুড়ের। গরুর খাদ্য ও পানীয় চায়। পুত্রকে জল দিতে গিয়ে বিনতা যে সময়টুকু নষ্ট করেন তারজন্য সপুত্র কদ্রু গরুড়ের সামনেই বিনতাকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করেন। গরুড় ক্রোধ মুখে পিতা কাশ্যপের নিকট চলে যায়। কাশ্যপ মুনি গরুড়কে আদেশ করেন প্রানপনে 'বিনতা কামিনীকে' মুক্ত করতে।

কিন্তু আগে গরুড়ের খাদ্যের প্রয়োজন। গরুড় খুব ক্ষুধার্ত। খাদ্য অন্বেষণ সূত্রেই কিরাত নগর ভক্ষন। গজ-কচ্ছপের কাহিনী এবং গরুড়ের বিষ্ণু বাহনে পরিণতি। তারপর মাকে মুক্ত করতে সচেষ্ট গরুড় বিষ্ণু নারদ মুনির মধ্যস্ততা গ্রহণ করে অমৃতের শর্তে জননীকে মুক্ত করার প্রয়াস পায়। ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গ সুধা নিয়ে আসে এবং মাকে মুক্ত করে। শুক্রাচার্যের মধ্যস্থতায় নাগ-গরুড় বিবাদ মিটে যায়। সৃষ্টি পত্তনের এই অংশের পর পদ্মা-পুরাণ শুরু।

গঙ্গা ও পার্বতীর জন্ম কথা। একদিন ব্রহ্মা, নারদ এবং শিব ঠাকুর নারায়ণকে দর্শন করতে গেলে নারায়ণ - নারদের কণ্ঠে সঙ্গীত শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নারদ 'মেঘমল্লার রাগ আলাপ' করেন। তাতে ভগবান দ্রবীভূত হন এবং গঙ্গার জন্ম হয়। তারপর বলিরাজাকে ছলনার কালে ব্রহ্মার কমণ্ডলু নিঃসৃত জল শিব-শির জটাজালে ধৃত হয়।

পার্বতীর জন্ম হিমালয়ের ঘরে। চন্দ্রকলার মতো পার্বতী দিন দিন বাড়তে থাকেন। নারদ মুনি তাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। মাতা পিতার অনুমতি নিয়ে পার্বতী বনে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন এবং ইষ্ট সিদ্ধ হয়ে অর্থাৎ শিবের দর্শন-স্পর্শন ও চুম্বন-সুখ নিয়ে ফিরে এলেন, স্বাভাবিক ভাবেই তখন তিনি শিব উন্মাদিনী।

ওদিকে শিবঠাকুর ধ্যানমগ্ন। দেবতারা পরামর্শ করে মদন দেবের সহায়তায় শিবের ধ্যান ভাঙ্গেন। রোষাগ্নিতে মদন দেব ভস্মীভূত হন। পতি হারিয়ে রতি বিলাপ করেন এবং মহাদেব তাঁকে আশ্বস্ত করেন। এরপর নারদের ঘটকালিতে হর-গৌরীর বিয়ে। শিবের ঘরনীরূপে পার্বতীর শিবলোকে গমন। বিভূতি যাই থাক, আসলে শিব দরিদ্র। টানাটানির সংসারে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি, মান-অভিমান একান্তই স্বাভাবিক। একদিন শিব ঠাকুর রাগ করে স্থির করেন যে, তিনি আর গৃহবাসে থাকবেন না, কমল-বনবাসী হবেন। নারদের পরামর্শে রাতে 'সুরতিদানে স্বামীর মানের গোড়ায় ছাই দিতে চেয়েছিলেন চণ্ডী। কিন্তু শিবঠাকুরের রাগ পড়েনি।

চণ্ডীর ঘুমের সুযোগে রাতের শেষ প্রহরে তিনি বৃষ চেপে বেরিয়ে পড়েন। পথে সরযূনদী। জেগে শিবকে না দেখে চণ্ডী ডোমনীর বেশে খেয়া নৌকার হাল ধরে বসে থাকেন। ঘাটে গিয়ে শিবঠাকুর যুবতী ডোমনীর রূপ-যৌবনে মোহিত। কামাসক্ত হয়ে মাঝ নদীতে বল করতে চেষ্টা করেন। চণ্ডী স্ব-মূর্তি ধারণ করে অনুযোগ করলে শিবঠাকুর সক্রোধে বলেন, "পুরুষের কিবা দুষ হইল ইহাতে।"

যা হোক চণ্ডী গৃহে ফিরে যান এবং শিবঠাকুর যান কমল বনে। কমল বনে শিবের বীর্যপাত হলো। পদ্মনালে সেই বীর্যপাতালে যায় এবং সেখানে মনসার জন্ম। ব্রহ্মা এর নামকরণ করেন - বিষহরি! জগৎগৌরী, পদ্মাবতী, নাগিনী এবং মনসা।

তারপর বাবাকে দেখতে মনসা পদ্মা বনে যান। পরম পদ্মিনী কন্যাকে দেখে শিবঠাকুর অন্যায় আচরন করতে গেলে মনসার বিষদৃষ্টিতে সংজ্ঞা হারান। সংজ্ঞা ফিরে এলে বাপ-বেটীর পরিচয় হয়। এবং শিবঠাকুর মেয়েকে নিয়ে গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সুন্দরীকন্যা দেখে পথে হালুয়া ব্রাহ্মণ বল করতে চায়। আবার পদ্মার রোষাগ্নিতে হালুয়া ব্রাহ্মণ হয় নিহত। ব্রাহ্মণের মায়ের স্তুতিতে সন্তুষ্ট মনসা ব্রাহ্মণকে বাঁচিয়ে দেন। ব্রাহ্মণ মনসা পূজা করেন ভক্তি ভরে।

পথে অনুরূপ আরো উৎপাতের ভয়ে শিবঠাকুর করণ্ডী তৈরী করে তাতে লুকিয়ে মনসাকে নিয়ে যান। গৃহে ফিরে কাউকে কিছু না বলে করণ্ডী রেখে সন্ধ্যাহ্নিক করতে চলে যান শিবঠাকুর। স্বামীর ঝুলি থেকে কিছু পাওয়ার আশায় পার্বতী করণ্ডী হাতাতে যান। কিন্তু ধনের বদলে সুন্দরী কন্যাকে লুক্কায়িতা দেখে পার্বতী ক্রোধে ফেটে পড়েন। মনসাকে প্রহার করেন। মনসার কোন কথাই শুনতে রাজী নন পার্বতী। মনসাকে কেন্দ্র করে গঙ্গা-দুর্গায়ও ঝগড়া হলো। অবশেষে পার্বতীর প্রহারে মনসা একটা চোখ হারান এবং নান্যোপায় হয়ে বিষদৃষ্টিতে পার্বতীকে হত চেতন করেন। শিব এসে সব শুনে পদ্মাকে বলেন পার্বতীকে বাঁচিয়ে দিতে। সকলের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মনসা চণ্ডীকে বাঁচিয়ে দেন। চণ্ডীর ভয়ে শিবঠাকুর মনসাকে নিয়ে সুমেরু শিখরে রেখে আসেন। মনসার একজন সঙ্গিনী দরকার বলে এসময় নেতার জন্ম কথা। নেতাকে মনসার নিকট রাখা হয়।

একাকীত্বের ক্লান্তি দূর করতে দু'বোন তীর্থ পর্যটনে বের হন। তীর্থপর্যটনান্তে হতাশ মনসা তপস্যায় দেহক্ষয় করতে থাকেন। তুষ্ট ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে তার নাম রাখেন জরৎকারু। ব্রহ্মা পদ্মাকে আশ্বাস দেন যে, মহাদেবের সঙ্গে মনসার বিয়ে প্রসঙ্গে তিনি আলাপ করবেন। আশ্বস্তা পদ্মাবতী আবার সুমেরু শৃঙ্গে চলে যান।

এরপর সমুদ্র মন্থনের কাহিনী। এ কাহিনী সূত্রে কপীলা গাভীর কাহিনী এবং জল সাগরের দুধ সাগরে পরিণতি। সমুদ্র মন্থন এবং বিষপানে বিশ্বনাথের মরন।

পার্বতী এবং দেবগণের সকরুণ অনুরোধে বিষহরি বিষ ঝেড়ে বাবাকে বাঁচিয়ে তুলেন। দেবতারা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনসার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। কৃতজ্ঞ দেবতাগণ মেয়ের বিয়ে বিষয়ে নির্বিকার শিবকে অনুযোগ করলে শিবঠাকুর প্রতিজ্ঞা করে জানান যে, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনি ঘরে যাবেন না। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিয়ে হয়। বিয়েতে এই শর্ত ছিল যে, পত্নী কর্তৃক কখনো জরৎকারু মুনির সুখ ভঙ্গ হলে তিনি পত্নীকে ত্যাগ করে যাবেন। এভাবে মনসা গেলেন পতিগৃহে।

একদিন নদীতে স্নানরতা মনসাকে দেখে আসক্ত হন সূর্য নামে এক মুনি। মনসার ছদ্মবেশে নেতা গিয়ে মুনির সঙ্গে মিলিত হয়ে মুনির বাসনা পূর্ণ করেন। কিন্তু মুনি যখন জানতে পারলেন যে, মনসা তাকে প্রতারণা করেছেন, তখন মুনি অভিশাপ দেন। পতি মনসাকে ছেড়ে যাবেন - এই ছিল অভিশাপ। তারপর একদিন গরুড়ের সঙ্গে বিবাদে পরাজিতা কালিনাগ পালিয়ে কালিদহে যাবার কালে ফনায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায় ফলে পৃথিবীতে সান্ধ্য আঁধারের আভাষ দেখা দেয়। সন্ধ্যাকালে নিদ্রা গেলে দোষ হয় বলে আনেক ভেবে চিন্তে মনসা পতিকে জাগান। কিন্তু তখনই নাগিনীর ফনা সরে গেলে - সূর্যালোক প্রকাশ পায়। সুখভঙ্গের অপরাধে মুনি মনসাকে ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হন। মনসা পুত্র কামনা করলে মুনি 'অস্তি' বলে উদরে হাত বুলিয়ে দিলে আস্তিকের জন্ম হয়। জন্মের পর আস্তিকও তপস্যা করতে বনে চলে যান। ফলে মনসা আবার সর্বহারা হলেন। পোড়া কপালের কথা বাবাকে জানাতে নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মনসা আবার পিতৃ ভবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অতটুকু পর্যন্তই দেবখণ্ডের কাহিনী।

নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মনসা পিতৃগৃহে যাত্রা করেন। পথে পড়েছে পশুসখা মুনির আশ্রম। আশ্রমে মুনির পালিত পাখির দুটি ছানা ছিল। মনসার নাগে পাখির ছানা খেয়ে ফেল্লে মনসার সঙ্গে বিবাদ মানসে মুনি দেহরক্ষা করে চন্দ্রধর রূপে জমালেন গন্ধ বণিক বংশে সাধু গঙ্গাধরের ঘরে। হর পার্বতীর একনিষ্ঠ শিষ্য তিনি। পিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রধর লক্ষীপুরে বাণিজ্য করতে যান। এদিকে পশুসখা মুনির আশ্রম পেরিয়ে এগিয়ে গেলে পথে নদী পড়ে। জালু-মালু মনসা নেতাকে নদী পার করে দিয়ে মনসার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। ফলে জালু মালুর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং মনসাও 'প্রত্যক্ষে দেবতা' বলে খ্যাত হন। চাইলে বর পাওয়া যায় বলে সনকা জালু-মালুর নিকট থেকে মনসার ঘট এনে পূজো করেন পুত্র কামনায়।

ওদিকে চণ্ডী সদাগরকে স্বপ্নে জানান যে, তাঁর পুরীতে 'ডাকিনী' প্রবেশ করেছে। তাকে অবিলম্বে তাড়ানো উচিত। তাড়াতাড়ি বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে সদাগর হেমতালের লাঠির আঘাতে মনসার ঘট ভেঙ্গে দেন। শুরু হলো চাঁদ মনসার বিবাদ।

কৈলাশে গিয়ে মনসা, চণ্ডী ও চাঁদ সদাগরের বিরুদ্ধে পিতার নিকট নালিশ জানান। সদাগরের অত্যাচারের বিবরণী দিয়ে মনসা কাঁদতে থাকেন। চণ্ডীর সঙ্গে ও বাক্‌যুদ্ধ চলে। এসময় সদাগর ও এসে জানান যে, কণ্ঠে প্রাণ থাকতে তিনি মনসাকে ফুলপাণি দেবেন না। শুনে শিবঠাকুর জানান যে, মনসা তাঁর কন্যা এবং অণুরোধ করেন পদ্মাকে মন্দ বাণী না বলতে। সদাগরকে তিনি কার্তিক সমান দেখেন। তাই সদাগরের রক্ষার হেতু মহাদেব তাকে মহাজ্ঞান দান করেন। অপরদিকে মনসাকে বলেন, অপেক্ষা করতে এবং মাথার দিব্যি দেন চাঁদকে প্রাণে না মারতে। চাঁদ-মনসা বিবাদের সূচনা দেখানোর পর কবি ধনন্তরী ওঝার কাহিনী বর্ণনা করেন।

শনির দৃষ্টি বশতঃ জম্পদ্বীপে বারো বছর বৃষ্টি নেই। তাই রোগ, শোক, মহামারিতে দেশ ছেয়ে গেলো। কৃপা করে প্রজাপতি ব্রহ্মা ধন্বন্তরি ওঝাকে জম্পদ্বীপে পাঠান। ধন্বন্তরি এসে কাশীরাজের ঘরে জন্ম নেন। সুকীর্তি মুনির নিকট যত্ন সহকারে বিভিন্ন বিষয় শিখে তিনি জম্পদ্বীপের রোগ, শোক ও অকাল মৃত্যু রোধ করে পৃথিবী বিখ্যাত হন। একসময় তাঁর ক্ষমতার মত্ততা দেখা দিল। মন্ত্র বলে শিবের মাথার কালিনাগকে এনে তিনি অনেক প্রকারে দুঃখ দিয়ে থাকেন। একদিন কালিনাগ পালিয়ে ভরদ্বাজ মুনির

আশ্রমে চলে যায়। ওঝা মুনির আশ্রমে নাগের লাগাল পেয়ে অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকলে মুনি অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, ওই নাগের দংশনেই ওঝার মৃত্যু হবে। এরপর ওঝার বিদ্যার গুণের পরিচয় দিতে পরীক্ষিত রাজার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সর্পদংশনে মৃত্যুর অভিশাপে অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিতকে রক্ষার জন্য ওঝা যাচ্ছিলেন - পথে দেখা হয়ে গেল সেই নাগের সঙ্গেই যে রাজাকে কাটতে যাচ্ছিল। কথোপকথনে পরিচয়। তারপর শক্তি পরীক্ষা এবং নাগের পরাজয়। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মবাক্য রক্ষা করার দায়িত্বে নাগ থেকে ধনরত্ন নিয়ে ওঝা প্রত্যাবর্তন করেন।

ওদিকে সনকা পুত্র কামনায় গোপনে মনসা পূজা করে ছয় পুত্র লাভ করেন। সদাগর পুত্রদের সুশিক্ষিত করে বিয়ে দেন। ধন-পুত্রে সম্পদশালী সদাগর হেমতাল কাঁধে করে 'পাটাহেন' বুকে ঘুরে বেড়ান। সদাগরের ঔদ্ধত্য মনসার সহ্য হলো না। তিনি নেতার সঙ্গে পরামর্শ করেন। নেতা জানায় যে, চণ্ডীর সঙ্গে সঙ্গে শিবঠাকুরও সদাগরকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর দেয়া মহাজ্ঞান পেয়েই তো চাঁদের অত গর্ব। সুতরাং আগে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে হবে। সনকার ছোট বোন কনকার ছদ্মবেশে রূপ-যৌবনের ছলনায় মনসা সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করেন। বুঝতে পেরে ক্ষিপ্ত সদাগর গঙ্গাস্নান করে দান-ধ্যানও করেন। কিন্তু মহাজ্ঞান শুদ্ধ হয়নি। তখন সদাগর চণ্ডীর মণ্ডপে গিয়ে 'হত্যা' দেন (অনশন শুরু করেন)। কবির ভাষায়, "চণ্ডীর মণ্ডবে গিয়া রহে নিরাহারে।" সাতদিন সাত রাতের পর দুঃখ কাতরা চণ্ডী আবির্ভূতা হয়ে সদাগরকে প্রবোধ দিয়ে ধন্বন্তরির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বলেন এবং ওদিকে ধন্বন্তরি ওঝাকেও স্বপ্নাদেশ করেন রাজা চন্দ্রধরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে।

এভাবে ওঝা ও সদাগরের বন্ধুত্ব হলো। সদাগর বন্ধুকে যে নগরে প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম রাখলেন 'শঙ্খপুর'। ওঝা ধন্বন্তরিকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে সদাগরের সাহস বেড়ে গেলো এবং বেড়ে গেলো মনসা বিদ্বেষও। তাই মনসা এবার চাঁদের ছয় পুত্রকে দংশন করান। কিন্তু ধন্বন্তরি ওঝা তাদের বাঁচিয়ে তুললে মনসার ক্রোধ পড়ে গিয়ে ওঝার উপর। তাই পদ্মা নেতায় যুক্তি করে ওঝাকে মারার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নেতা গোয়ালিনীর ছদ্মবেশে বিষ মিশ্রিত দই-দুধের সাহায্যে ওঝাকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু সফল হতে পারে নি। শেষে ওঝার স্ত্রী সরজাকে উৎসাহিত করলো 'সইয়ালা' করার জন্য। মনসাকে এনে জুটালো। দু'জনের 'সইয়ালা' হলো। এই সুযোগ নিয়ে মনসা সরজাকে দিয়ে ওঝার মৃত্যু সংবাদ আদায় করে ওঝাকে নিধন করেন। বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে চাঁদ সদাগর ছুটে আসেন। যথোচিত শান্ত্বনা দিয়ে নিজের তিনজন পুত্রকে রেখে গেলেন সরজার সেবায়। কিন্তু সদাগর বাড়িতে গিয়েই খবর পেলেন যে, তাঁর ছয় পুত্রকে নাগে কেটেছে। এরপরই সদাগর খবর পেলেন যে তাঁর সাধের কলা বাগানও ছারখার করে দিয়েছে পদ্মাবতী। দুঃখে ও ক্রোধে সদাগর মনসাকে গালি পাড়েন। নাগের উচ্ছিষ্ট পুত্রদের নির্মমভাবে ভাসিয়ে দেন এবং দশজন নট ডেকে এনে বিষহরি মণ্ডনে ঘরে ঘরে বাদ্য বাজাতে লাগলেন। এতেও সদাগরের রাগ পড়েনি। তিনি কৈলাশে গিয়ে শিবের নিকট মনসার বিরুদ্ধে নালিশ জানান। চণ্ডীও সদাগরকে সমর্থন করে শিবঠাকুরকে উপহাস করে বলেন ঃ

তুমার মহিমা হৈব এই কর্ম্মা হনে।

সদাগরেরও প্রতিজ্ঞা - না পূজিম আর ভবানী শঙ্কর দড়

এবং - কণ্ঠেত থাকিতে প্রাণ না পূজিম তরে।

শুনে ক্রোধে মনসা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। নেতার পরামর্শে তিনি আবার শিবের নিকট যান। এবার শিব ঠাকুর নন্দী সহ যুক্তি করে চাঁদ-মনসার বিবাদ মেটাতে নন্দীর সঙ্গে মনসাকে ইন্দ্রের নিকট পাঠান। ইন্দ্রের সাহায্যে উষা-অনিরুদ্ধের নাচের তাল ভাঙ্গিয়ে অভিশাপ দিয়ে তাদের মর্তে আনা হয়। মনসা যখন তাদের প্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন তখন যম - মনসার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে যম রাজাকে পরাস্ত করে উষার

প্রাণ স্থাপন করেন উজানীতে সাহে রাজার রানী কমলার গর্ভে এবং অনিরুদ্ধের প্রাণ সনকার গর্ভে। এদিকে সদাগর বাণিজ্য যাত্রার উদ্যোগ করেন। এই বাণিজ্য যাত্রা দুঃখ কষ্ট ভুলতে নয়। তার দর্শন -

পুরুষ সিংহ যে জন হএঃ
প্রতি দিনে দিনে ধন করিব সঞ্চএ।

সুতরাং পিতার তেরখান ডিঙার বাইরে নিজেও একখানা ডিঙা যুক্ত করলেন এবং বাণিজ্যের বস্তু সব তুলে নিয়ে দক্ষিণ সফরে যাত্রা করেন। যাত্রা কালে সনকা গর্ভবতী ছিলেন। সদাগর বলে গেলেন মেয়ে হলে লক্ষ্মী এবং ছেলে হলে লক্ষীন্দর নাম রাখতে। পথে মনসার উৎপাত। শঙ্খ, কুমীর, শকুন - প্রভৃতির বাধা অতিক্রম করে সদাগর গিয়ে পৌছান লঙ্কায়। লঙ্কার রাজা ছিলেন বিভীষন। পরম বৈষ্ণব বিভীষনের চরন দর্শন করে পৌছেন সিংহল দ্বীপে। ওখানকার রাজা হলেন চন্দ্রকেতু। আদি অক্ষরে মিল সূত্রে সদাগর রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। বণিক সুলভ ফিকিরে বদল-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনে রত্নে চৌদ্দ ডিঙা ভরে নিয়ে তিনি শুভক্ষনে স্বদেশ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মনসার চেষ্টায় কালিদহে ধন-জন সব হারিয়ে জলে ভাসতে ভাসতে সদাগর শিবের কৃপায় তীরের নাগাল পান। পথ হতে কুড়িয়ে কৌপিন পরেন। গতানুগতিক দুর্ভোগ ভুগে অবশেষে পাগলের মত বাড়ী ফেরেন। মনসার চক্রান্তে পুরীর লোকের হাতে ও তাঁকে লাঞ্ছিত এবং প্রহৃত হতে হয়।

যা হোক গৃহে এসে পুত্র যুবরাজকে দেখে সদাগর জ্ঞাতি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে পুত্রের বিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। ঘটকের মারফৎ মেয়ের সন্ধান পেয়ে তিনি পুত্র, পুরোহিত এবং পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে উজানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উজানীতে মদন তীরে সদাগর বিশ্রাম করেন। ওদিকে নদীতে সখীদের সঙ্গে বেহুলা স্নান করছিলেন। মনসাও বিধবা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে নদীতে স্নানে নামেন। বেহুলার হাত-পা তাড়নজাত জলের ছিঁটে পড়ে ব্রাহ্মণীর গায়। কুপিতা ব্রাহ্মণী অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, বাসরে বেহুলা বিধবা হবেন। ব্রাহ্মণীর অভিশাপ বেহুলা মানতে রাজী নন। তাঁর বিশ্বাস, সতী রমনীর পতি মরতে পারে না। তাই ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সতীত্বের পরীক্ষা হলো। শর্ত এই ছিল যে, নদীতে ডুব দিয়ে যে শূন্য হাতে উঠবে সে অসতী। বেহুলা ডুব দিয়ে স্বর্ণের আংটি নিয়ে উঠেন। মনসা উঠেন শূন্য হাতে। সকলে বেহুলার জয় দিতে থাকে। ঘটনাটি দেখেছেন রাজা চন্দ্রধর। চন্দ্রধর বেহুলাকে চেনেন না। মেয়েটির সতীত্বের জোর রাজাকে চমৎকৃত করেছে। মেয়েটিকে শাহে রাজার কন্যা বলেই তিনি সন্দেহ করেছেন। বিশ্রাম সেরে সদাগর শাহে রাজার পুরীতে প্রবেশ করেন। মেয়ে দেখেন। লোহার চালে ভাত রাঁধতে পারার পর সদাগর বেহুলাকে শঙ্খবস্ত্র দান করেন এবং বিয়ের দিন-ক্ষন নির্দিষ্ট করে চম্পকে ফেরেন। চম্পকে ফিরে সদাগর কর্মকার, স্বর্ণকার, বাজিকর হতে শুরু করে সকলকে কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। কর্মকারকে বলেন নিশ্ছিদ্র লোহার বাসর বানাতে, স্বর্ণকারকে বলেন চম্পক ও উজানীর লোকদের চমৎকৃত করার মত অলংকার বানাতে- প্রভৃতি। সদাগর রাজাড়ম্বরে উৎসব করতে চান। ওদিকে সনকা ব্রাহ্মণীর অভিশাপের কথা জেনে পুত্রকে বিয়ে করাতে নারাজ। মনসার স্বপ্নাদেশে শেষ পর্যন্ত তাকে মত দিতে হয়।

যথাবিধি ও লোকাচার কার্যাদি শেষে বরযাত্রীদের বিরাট মিছিল পরিচালনা করে সদাগর পুত্রকে বিয়ে করাতে যান। দেশাচার অনুসারে পথে পান-সুপারী বিলিয়ে যান। তিন দিনে উজানীতে পুরীর দ্বারে পৌছান। রমনীরা বর বরণে এসেছেন। কিন্তু হরিসাধু-দ্বার আটকে আছে। কিছু আদায় করার জন্য কথা কাটাকাটি। সদাগর ক্ষেপে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি পুত্রকে বিয়ে না করিয়েই ফিরে যাবেন। শেষ পর্যন্ত শাহে রাজার মিনতিতে সদাগর শান্ত হন এবং পুরীর ভিতরে প্রবেশ করেন।

ওদিকে কমলা সুন্দরী গ্রামের রমনীদের ডেকে এনে গান গেয়ে, বাজনা সঙ্গে নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে সোহাগ মাগেন এবং ফিরে এসে মেয়েকে স্নান করান। তারপর জামাতা বরণ করেন। মেয়েকে সাজান

এবং মুখ চন্দ্রিকার পর বৈদিক ও দেশাচার মতে বিয়ে। মুখ চন্দ্রিকার কালে বুড়ীরাও মুগ্ধ হন বরের রূপ দেখে। তারপর ক্ষীর ভোজন। বেহুলার বৌদি তারকা সুন্দরী জামাতার জন্য রাঁধতে বসেন। আমিষ এবং নিরামিষ ভেদে দু'শ্রেণীর রান্না হয় এবং রান্না হয় লখাইকে ঠকানোর জন্য কিছু অখাদ্য তরকারী। লখাইকে ঠকাতে পারে নি তারকা। লখাই অখাদ্য বিষয়গুলো বর্জন করে নিজের বুদ্ধির পরিচয় দেন। তারপর যথারীতি আহার করে রাতে বর কণে শয়ন করেন। লখাই রতি যাজ্ঞা করলে বেহুলা মিষ্ট বাক্যে প্রভুকে শান্ত করেন।

পরদিন সকালে বাসী বিয়ে হলো। তারপর বধূকে নিয়ে যাত্রা করেন সদাগর। বিদায় কালে সকলে চোখের জলে এবং পাত্রোচিত হিতবাক্য প্রদান করে বেহুলাকে বিদায় দেয়।

চম্পকে সনকা বধূ বরণ করেন। রাতে ছেলে ও বধূকে সতর্কতা যুক্ত লোহার বাসরে রেখে সদাগর 'পাটাহেনবুকে' ঘুরে বেড়ান। ওদিকে মনসা, প্রধান-অপ্রধান সকল নাগকে ডেকে এনে লখাইকে দংশনের ইচ্ছা জানান। কিন্তু প্রধান অষ্ট নাগ তা করতে অস্বীকার করলে মনসা কাঁদতে থাকেন। মনসাকে আশ্বাস দিয়ে বিষ নিয়ে লখাইকে কাটতে যাত্রা করে ধোড়া সাপ। পথে উজাই মৎস্য দেখে লোভে পড়ে কর্তব্য ভুলে মাছ খায়। মনসার নিকট গিয়ে মিথ্যে বলে। তারপর কালিনাগকে আনয়ন। লখাইকে দংশনের ভার নিয়ে কালির চম্পকে গমন। ঢুকতে না পেরে প্রত্যাবর্তন। ঢোকার পথের নির্দেশ নিয়ে আবার গমন। বাসরে ঢুকে নিদ্রিত লখাই বেহুলাকে দেখে 'কালির' মায়া হয়। ওদিকে লখাই জাগে — রতি যাজ্ঞা করে — বেহুলা পতিকে শান্ত করে কথায় বুঝিয়ে। লখাই এর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বেহুলা রান্না করে। খাওয়ার পর আবার শয়ন এবং কালি কর্তৃক দংশন। তারপর প্রথমে লখাই ও পরে বেহুলার বিলাপ।

সকালে কান্নার শব্দ শুনে বাসরের দ্বার খোলা হলো। চম্পকে আবার শোকের বন্যা বয়ে গেলো। ওঝা আনা হলো কিন্তু শক্তিহীন ওঝার মন্ত্রে কাজ করে না। বেহুলা শ্বশুর সদাগরকে অনুরোধ করে কলার ভেলা বানিয়ে দিতে। শেষ পর্যন্ত সকলের মায়া-মমতা ও নিষেধকে উপেক্ষা করে সতীরমনী বেহুলা মরা পতিকে নিয়ে সাগরে ভাসেন।

সাগর যাত্রার কিছুক্ষনের মধ্যেই মরার গন্ধ পেয়ে এক কাক এসে হাজির। মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করে বেহুলা কাককেই দূত করে উজানীতে পাঠায় মাকে দুর্ভাগ্যের কথা জানাতে। শুনে কমলাসুন্দরী ছেলেদের পাঠিয়ে দেন মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। তারপর ক্রমশঃ শিয়ালের বাঁক, ধনার বাঁক, গোধার বাঁক, সাধুর বাঁক, টেন্টনার বাঁক, বাঘের বাঁক, ত্রিপুনীর বাঁক হয়ে নেতার ঘাটে পৌছান বেহুলা। নেতার সঙ্গে স্বর্গে গমন। নেতা গিয়ে মনসাকে বেহুলার আগমন সংবাদ জানায়। কিন্তু মনসা পাত্তা না দেয়াতে নেতা বেহুলাকে নিয়ে এগিয়ে যায় দেবরাজের উদ্দেশ্যে। পথে উষার শাশুড়ী রতি দেবীর সঙ্গে দেখা — কথায় কথায় পরিচয় হয়। তিনি উষাকে বিদ্যাধরীদের পাড়ায় নিয়ে যান। বহুদিন পর উষাকে দেখে সকলেই খুব খুশি হয়। রতি গিয়ে ইন্দ্রকে উষার বিষয়ে সব জানান। নাচে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করতে পরামর্শ দেন ইন্দ্র।

মহাদেবের অঙ্গনে দেবতাগন সমবেত হয়েছেন। বিদ্যাধরীগণ উষাকে নাচের সাজে সাজিয়ে দিয়েছেন। নাচে উষা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। তারপর নিজের দুঃখ নিবেদন করে মনসার বিরুদ্ধে নালিশ জানান। মহাদেব সম্পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে উষার দুঃখ উপলব্ধি করে - মনসাকে ডেকে এনে আদেশ করেন লখাইকে বাঁচিয়ে দিতে। বাসরে লখাইকে মারার বিষয়টি তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তারপর বেহুলা সদাগরের মরাপুত্র ডুবাধন নিয়ে ফিরে আসেন শ্বশুর সদাগরকে দিয়ে মনসা পূজা করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

গুঞ্জরীর ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে বেহুলা ডোমনারীর ছদ্ম বেশে সনকাকে দেখতে যান 'বিচইন' বেচার

ছলে। সনকার ব্যথা-করুন ছবি বেহুলাকে ব্যথিত করেছে। অপরদিকে বেহুলা দেখেছেন যে, শ্বশুর· সদাগরের মনসা বিদ্বেষ বিন্দুমাত্রও কমেনি। বেহুলা নৌকায় গিয়ে স্বামী ও ভাশুরদের সব জানান। হঠাৎ কোতোয়াল ছুটে এসে সদাগরকে জানায় যে, ভবানী শঙ্করের আশীর্ব্বাদে তাঁর পুত্রগণ সহ ধন-জন সব ফিরে এসেছে গুঞ্জরীর ঘাটে। সদাগর ছুটে যান। তাঁর বিশ্বাস, সতীবধূর সতীত্বের জোরেই সব ফিরে এসেছে। কিন্তু যখন লক্ষীন্দর পিতাকে অনুরোধ করেন মনসা পূজা করতে; তখনও সদাগর লখাই এর অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রজাদের দাবী মেনে নিতে হয়েছে সদাগরকে। তিনি অনিচ্ছায় মনসা পূজা করেছেন। রাজা বলেই তাঁকে প্রজাদের দাবী মানতে হয়েছে। ব্যক্তি আদর্শের চেয়ে সমষ্টির দাবীর মূল্য বেশী যে।

তারপর সাড়ম্বরে মনসা পূজা। পূজার পর বেহুলার অষ্ট পরীক্ষা। পরীক্ষায় পরীক্ষায় ক্লান্ত বেহুলা এবার মনসাকে ডাকেন তাঁকে ত্রাণ করতে। মনসা এসে বেহুলা-লখাইকে নিয়ে যান। কিন্তু মনসাকে অনুরোধ করে স্বর্গ-পথ থেকেও বেহুলা লখাই যোগীর বেশে ফিরে এলেন উজানীতে মা-বাবা ও অন্যদের শেষ দেখা দেখে যেতে। এ অংশ সত্যিই অপূর্ব-করুণ। তারপর মনসা-উষা ও অনিরুদ্ধকে পুরস্কৃত করে ইন্দ্রের নিকট প্রত্যর্পন করেন।

পূর্বসূরীদের সঙ্গে তুলনায় পণ্ডিত কবির কাহিনীগত ও ভাবগত পার্থক্য এবং কবির বাস্তবতাবোধ

পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গালের কবি পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে একাধারে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডিত্যের প্রকাশ প্রধানতঃ দেবখণ্ডে। দেবখণ্ড পড়ে বোঝা যায় যে, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও কালিদাসের কাব্যাদি কবির পড়া ছিল। সত্যিই সংস্কৃতের কোন উপাধি তিনি পাশ করে ছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। তবে মধ্যযুগে টোলে না পড়লে সংস্কৃত কাব্যাদি বিষয়ে অজ্ঞানতা একান্তই স্বাভাবিক এবং সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতীত 'পণ্ডিত' উপাধি - ধারণ ও সম্ভব হতো না। তাই বলা যায় যে, কবি জানকীনাথের আগে 'পণ্ডিত' উপাধি শুধুই শোভাবর্দ্ধক নয় — সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচায়ক।

পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। পাণ্ডিত্য হলো শাস্ত্র জ্ঞান, আর কবিত্ব হলো প্রতিভা, প্রজ্ঞা এবং উপলব্ধির মিলিত ফল। পণ্ডিত জানকীনাথের কবিত্বও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

প্রত্যেক সার্থক কবিরই নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকে — থাকে জীবন বোধ — পণ্ডিত কবির তাও ছিল। তাঁর কবি দৃষ্টি তথা জীবনবোধ মর্ত্য জীবন রস ধারায় রসায়িত। তাই কবি যখন দেবখণ্ডে দেবলীলা বর্ণনা করেন তখন তিনি ভুলেই যান যে, স্বর্গ বলতে আলাদা কোন রাজ্য আছে, বা মহাদেবের সাংসারিক বর্ণনার স্থলে ভুলে যান কাল্পনিক কৈলাশকে। এ ক্ষেত্রে স্বর্গ বা কৈলাশ বাংলাদেশের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে এবং এজন্যই দেবলীলা পরিণত হয়েছে মানবলীলায়। ফলে বোঝা যায়, যেক্ষেত্রে মধ্যযুগের মঙ্গাল-কবিদের মধ্যে অধিকাংশেরই কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল দেবতার মহিমা প্রচার, সেক্ষেত্রে এ কবির উদ্দেশ্য মানব জীবনের কাব্যায়ণ। অবশ্য পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকের সমাজ-মানসে এবং অষ্টাদশ শতকের সমাজ-মানসে পার্থক্য থাকবেই। তবুও বলতে হয়, যথার্থ কবি সমাজে বাস করেও উপলব্ধ সত্যের বাণী প্রচার করে থাকেন।

জীবনকে ভালবেসে কাব্যে রূপ দিতে পারেন শিল্পী। শিল্পীর তৃতীয় নয়ন চারপাশের অখ্যাত-তুচ্ছ বিষয়েও সৌন্দর্য দেখেন এবং ওগুলোই কাব্যের উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়। এ জন্য কাব্যে একটা আঞ্চলিক পরিচয়ও থেকে যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে শিলাইদহ, সাজাদপুর, গাজীপুর. শান্তি নিকেতন প্রভৃতি স্থানকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে পাওয়া যায় বীরভূম অঞ্চলকে। তাই বলা যায় যে, আঞ্চলিকতা দোষের নয়, যদি তা, অপরিহার্যতার দাবীতে কাব্যে প্রযুক্ত হয়। পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যেও আঞ্চলিকতার পরিচয় আছে এবং তা এসেছে বস্তুনিষ্ঠা সূত্রেই।

আবার এরূপ আঞ্চলিকতার সূত্রেই সৎ-সাহিত্যিক হন ঐতিহ্যবাহী। ভক্তদের আচার-বিচার, সংস্কার - কুসংস্কার, আশ্বাস - বিশ্বাস প্রভৃতি কাব্যে প্রযুক্ত হয়। আসলে - কাব্যের সৌধ সমাজ-মানসের ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে এবং কায়া - সজ্জার উপরকণাদিও গৃহীত হয় চারপাশ থেকে। কাব্যের কায়া-সজ্জার ব্যাপারে ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি প্রয়োজন হয় এবং ওজো গুণের জন্য প্রয়োজন হয় শব্দ - দর্শন, বাক্য -

রচনা, প্রবাদ প্রবচন - প্রভৃতি।

এগুলোর পরেও থেকে যায় কবি - উপলব্ধির গভীরতার কথা। তাই কবির কবিত্ব খুঁজতে হলে বহিরঙ্গে দেখতে হয় রূপ সজ্জা এবং অন্তরঙ্গে আত্মার মাধুর্য। সৌন্দর্য এবং মাধুর্যের সার্থক মিলনেই কাব্যানন্দ। যে কবি - এই দু'বিষয়ে যত সার্থক, তিনি তত মহৎ কবি। মধ্যযুগের ধর্মীয় শাখা আশ্রয়ী মনসা - মঙ্গল কাব্য লিখনেও পন্ডিত জানকীনাথ অনুরূপ কবিত্বের অধিকারী। পূর্ববঙ্গের মনসার পাঁচালি ক্রমবিকশিত হয়ে পন্ডিত জানকীনাথের হাতে যথার্থ মানব মঙ্গলের রূপ লাভ করেছে। তাই ইতিহাসের দিক থেকে এ কবি কনিষ্ঠ, কিন্তু কৃতিত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ। যা হোক, এবার কবির কাব্য অনুসরণ করা যাক ঃ

(অ) দেবখণ্ডে

গ্রন্থের শুরু — কাহিনী সূত্র দিয়ে। তারপর সৃষ্টি পত্তন অংশ। সৃষ্টি পত্তন সূত্রে গরুড়ের অমৃত হরণ ও বিনতার শাপ মুক্তির কাহিনী। এ অংশে কবি নারায়ন দেবের ভণিতা। নারায়ন দেবের পুঁথির * সঙ্গে আলোচনা করে দেখা গেছে যে, পন্ডিত জানকীনাথ শুধুই অনুকরণ করেন নি — তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য সর্বত্র জাজ্জ্বল্যমান। কাহিনীতে গতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং কাহিনীকে অলৌকিকতা-মুক্ত বিশ্বাস - যোগ্য বাস্তব করতে পন্ডিত - কবি কাহিনীর ভার অংশ বর্জন করেছেন।

** ত্রিপুরায় নারায়ণ দেবের ছাপা বই এর অপ্রতুলতা বশত ঃ আমার নিজের আবিষ্কৃত নারায়ণ দেবের পুঁথি, জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত বিজয় গুপ্তের পদ্মা পুরাণ - এর কাব্যালোচনা অধ্যায়ে উদাহৃত নারায়ণ দেবের কাহিনী প্রমান এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাইশা'তে গৃহীত নারায়ণ দেবের কাহিনী অংশ প্রভৃতি দেখে পন্ডিত জানকীনাথের কাব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।*

এছাড়া, দেবখণ্ডের কাহিনী মূলতঃ পুরাণাশ্রয়ী বলে সংস্কৃত - 'মহাভারত', 'ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ' এবং কালিদাসের 'কুমার সম্ভবম' - প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গেও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

যেমন — সৃষ্টি পত্তন অংশে বিষ্ণু যোগ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাঁর 'কর্ণ মাস' হতে দু'জন অসুর জন্মে। তাদের দেখে ভয় পেয়ে ব্রহ্মা যোগ নিদ্রার স্তুতি করতে থাকেন ঃ

অসুর ভএ চিন্তিত প্রজাপতি ঃ
কর জুড়ে বর্ম্মাএ বিষ্ণুরে করে স্তুতি।
যুগ নিদ্রা যায় গোসাই হৈয়া অচেতন ঃ
নিদ্রারূপা দেবীরে করহে স্থবন।
তুমি সংহারিনী নিদ্রারূপে জোতির্ম্মএ ঃ
প্রভুর চক্ষেত তুমি করিছ আলএ।
যজ্ঞ মন্ত্রমহি তুমি সত্যে মন্ত্রমহি ঃ
তুমা নামে দেব পিত্রিগণ মত নাশি।
সুবামহি ব্রর্ম্ম মহি শুন ভগবতী ঃ
অসুর বধিয়া মাও কর অব্যাহতি।
আ-কারে উ-কারে আর ম-কারে পুরিয়া ঃ
ব্রর্ম্ম মন্ত্রে তুমাকে ও না পাত্র ধিয়াইয়া।
তুমি ত্রিজগত ধর সৃজহ সংসার ঃ

তুমি সে পালন কর ভুবন অপার।
সকল সংসার সঙ্গারিবা অন্তকালে ঃ
প্রণমহু তুমার যে চরন যুগলে।
তুমা পাত্র প্রভুর যে বুলি একবাণী ঃ
আমি হরি - হর তিন জনের জননী।
ইসব প্রকারে স্তুতি করিল তুমারে ঃ
মধু - কৈটব ভএ না সহে শরীরে।
ইসব শুনিয়া দেবী অন্তর হইলা ঃ
যুগ নিদ্রা হনে প্রভু জাগিয়া উঠিলা।*

নারায়ণ দেবের বর্ণিত এ অংশের স্থলে পন্ডিত জানকীনাথ লিখেছেন — মাত্র চারটি চরন ঃ

অসুর দেখিয়া চিন্তিত প্রজাপতি ঃ
কর জুড়ে বর্ম্মা এ দেবীরে করে স্তুতি।
চক্ষু - নাসিকা - কর্ণ - হৃদয় - উরু হতে ঃ
নিকলিলা যুগনিদ্রা বর্ম্মার সাক্ষাতে। **

** মৎ - আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি থেকে।*

*** 'শ্রী শ্রী ব্রহ্ম - বৈবর্ত পুরাণ' গ্রন্থে মহাবিষ্ণু কর্তৃক মধু-কৈটভ অসুর বধের কাহিনী আছে, তবে বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা, ব্রহ্মা কর্তৃক যোগ নিদ্রার স্তব এবং মহাবিষ্ণু ও অসুরের যুদ্ধের কাহিনী নেই। (ব্রহ্মা খণ্ড — ৪র্থ অধ্যায়)*

ইন্দ্রের খোড়ার গায়ের বর্ণ নিয়ে দুই সতীন কদ্রু - বিনতার হাস - পরিহাস ছলে প্রতিজ্ঞা এবং তাতে বিনতার পরাজয় অংশে ও নারায়ণ দেবের অনুসরণ আছে। * তবে কাশ্যপ, কদ্রু এবং বিনতার চরিত্রগুলো পণ্ডিত কবির বর্ণনায় অধিকতর জীবন্ত। যেমন — কাশ্যপ মুনি সন্ধ্যাকালে ঘরে এলে বিনতা চোখের জলে নিজের পরাজয়ের কথা জানান। সময়ে এর প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে তখনকার মত কদ্রুর দাসীত্ব স্বীকার করতে বিনতাকে আদেশ করেন মুনি। পতির সামনে বিনতা কাঁদতে থাকেন। এ সময় পুত্র দিগকে নিয়ে কদ্রু এসে হাজির। শুরু হল বিজিতের উপর বিজয়ীর অত্যাচার। পণ্ডিত জানকীনাথের বাস্তব বর্ণনা ঃ

হেন কালে একসর্প বুলে দিড় বাণী ঃ
দাসী কর্ম্ম কর আসি না কান্দিয় তুমি।

কদ্রু ও থেমে নেই —

কদ্রু বুলে বিনতাল কান্দিয়া বেড়াছ ঃ
যাবত দাসীর শাস্তি এব নাহি পাছ।
গময় ঘরেতে রৈল জল নাই ঘরে ঃ
গময় পেলিয়া জল আনহ সত্তরে।

মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে কৌলীন্য ও গৌরীদান প্রথার ফলে প্রায় ব্রাহ্মণেরই একাধিক পত্নী থাকতো এবং তার ফলে সতীন ঈর্ষা ও প্রায় প্রত্যেক সংসারেই দেখা যেত। ঈর্ষাকাতরা সতীনগণ পরস্পরকে বাগে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন এবং একবার এ সুযোগ এলে সতীনের উপর অত্যাচারের মাত্রা থাকতো না। এ ব্যাপারে নিজ পুত্রদের ও কাজে লাগানো হতো। তাই সতীনের সঙ্গে বিবাদে যিনি পুত্র ধনে ধনী তাঁর ডর-ভয় থাকতো একটু কম। কদ্রু সপুত্র বিনতার উপর এতই নির্যাতন চালাতেন যে, বিনতা —

একাক্রমে নিশি দিশি করে দাসীকাম ঃ

দিবসেতে দণ্ডেক যে নাহিক বিশ্রাম।

সন্তান হীনা বিনতার উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করার মত কেউ নেই। বিনতার পুত্র হলেই দাসীত্ব মোচনের চেস্টা হতে পারে। — এ সূত্রেই কবি জানকীনাথ অনুরূ, গরুড়ের জন্ম কথা বর্ণনা করেছেন।

প্রসঙ্গ গরুড়ের জন্ম। কাশ্যপ মুনি যজ্ঞ করছেন। নিমন্ত্রিত দেব - মুনি - ঋষি সকলেই যাচ্ছেন যজ্ঞ উদ্দেশ্যে। বালখিল্য ব্রাহ্মণগণও চলেছেন। রাস্তায় 'গক্ষুরেতে বৃষ্টি যোগে জল জমে আছে। তা দেখে —

ত্রাস যুক্ত হৈল মনে বালখিলা মনি।

তাঁদের চিন্তা — বড়ই দুস্কর জল তরিম কেমনে।।

** মূল কাহিনী সংস্কৃত মহাভারতের। তবে মহাভারতের অলৌকিক কাহিনী বাস্তব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে।*

কারন, ঐ জল তাঁদের নিকট - সাগরতুল্য। এদিকে —

বাতাস লাগিয়া জল করে কল কল।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে সকলে স্থির করেন —

যে হৌক সে হৌক মর প্রান-লৌক জলে ঃ

ভয় পরি-হরি চল সমুদ্রের কুলে।

মাথা এ বান্দিয়া পট্ট ত্রাস যুক্ত হৈয়া ঃ

জলে ত লামিয়া রহে এক দিস্টে চাইয়া।।

খনে আগুয়াএ কেও খনে লামে ত্রাসে ঃ

-বর্ণনা হাস্যরসাশ্রিত কী স্বাভাবিক সুন্দর! মহাভারত এবং পুরাণানুগত নারায়ণ দেবের বর্ণনায় শুধুই কাহিনী। জানকীনাথ কিন্তু কাহিনীর ভাষা চিত্রকর। স্রস্টার পক্ষেই এরূপ চিত্র আঁকা সম্ভব। *

বালখিল্য মুনিগণের ক্রোধজাত 'কোপযজ্ঞ' - হতে ব্রহ্মা কর্তৃক ইন্দ্রকে রক্ষা করার কাহিনীতেও কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে নারায়ণ দেব একান্তই পুরাণানসারী। পণ্ডিত জানকীনাথ 'পুরাণ' এ বাস্তবতার তুলি বুলিয়ে এ কাহিনীকে করেছেন কৌতুক রসে রসায়িত। তাছাড়া এ অংশে গুরু - শিষ্য পরম্পরার ঐতিহ্য ও প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।

যেমন — বালখিল্য ব্রাহ্মণ গণকে ব্রহ্মা অনুরোধ করেছেন 'ইন্দ্র নিধন' যজ্ঞ বন্ধ করতে। কারন ইন্দ্র তাঁর সেবক।

কবির ভাষায় —

বহ্মহানি যদ্যপি করিছে বাসবে।

তথাপি সেবক মারিতে না যুয়াএ।

সেবক বিহীনে সেবা না হএ - সর্বদাত্র ঃ

বিনা পারিষদে নহেত টাকুর ঃ

খুদ্রনদী বা থাকিলে সাগর নিছক।

সেবক, সেব্যের সর্বস্ব — রূপ - গুন - মহিমা। সে দিক থেকে ব্রহ্মার সেবক ইন্দ্র মারা গেলে শ্রীহানি ঘটবে ব্রহ্মারই। যেমন - সাগরের অস্তিত্ব ক্ষুদ্র নদী, রাজার অস্তিত্ব পারিষদবর্গ তেমনি ভগবানের অস্তিত্ব ভক্ত এবং সেব্যের অস্তিত্ব সেবক।

এতেও রাগ না পড়লে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ব্রাহ্মনদের তুলনায় লঘু বলে তাঁদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন —

কতশক্তি ধরে সে যে দেব সুরপতি
তুমি - আমি সবেরে না চিনে অর্ল্পমতি

না ব্রহ্মার প্রতারনায় ব্রাহ্মণদের আত্ম তুষ্টি আসে নি। ব্রহ্মা এবার শেষ আশ্রয় নিলেন। বাসবকেই তিনি যজ্ঞের দক্ষিনা রূপে চেয়ে বলেন —

দক্ষিনা মাগিল আমি তুমরার স্থান ঃ
সবে মিলি দেয় মরে সহস্র লুচন।

** সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করেও দেখা গেছে চিত্র থেকে কাহিনীরই প্রাধান্য। কাহিনী এরূপ - বালখিল্য মুনি গণ একটি পাতার বোঁটা বয়ে নিতে গিয়ে গোস্পদের জলে পড়ে কষ্ট পান। (আদিপর্ব)*

এতে বালখিল্য মুনিগণ মহাসঙ্কটে পড়ে যান। ব্রহ্মাই যজ্ঞের অধিকারী। তাই দক্ষিনা তাঁর প্রাপ্য। দক্ষিনা বাবদ তিনি যা চেয়েছেন তা দেওয়া না হলে যজ্ঞই নিষ্ফল হয়ে যাবে। ফলে ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রকে ক্ষমা করতে স্বীকৃত হন, কিন্তু তাঁদের শর্ত —

ইহাতে যে জর্ন্মে সেই ইন্দ্র পরাজিব ঃ
এই বার্ক্ক দিঢ় করি যজ্ঞ পূর্ন্না দিব।

ইন্দ্রের উপহাসে অপমানিত ব্রাহ্মণ গণের মানবিক ক্রোধ, সেবককে রক্ষা করার ব্রহ্মছল প্রভৃতি ভাব ও বর্ণনা কবির নিজস্ব চিন্তা প্রসূত। এ অংশে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের চিত্রটিও কবির নিজস্ব সার্থক সৃষ্টি। *
পূর্ণাহুতির পর যজ্ঞ কুণ্ডে দুটি ডিম পাওয়া গেল। কাশ্যম মুনি ডিম দু'টি এনে বিনতাকে দেন। বিনতা সতীনের আদেশ অনুসারে কাজ করতে গিয়ে দিনে কোনো বিশ্রাম পান না। ডিমে 'তা' দেন রাতে। এভাবে ন'শো পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি ডিমে 'তা' দিতে থাকেন। তবে ধৈর্যের ও তো সীমা থাকে। অধৈর্য হয়ে বিনতা ভাবেন ঃ

একে সতীনের দাসী কর্ম্মের লিখনে ঃ
দুই গুটা ডিম মই পালিনু কি কারনে।
দুঃখ ভাবি পুনি পুনি তিরস্কার করি ঃ
ক্রুধ করি এক ডিম্ব ভাঙ্গিল সুন্দরী।

আসলে, কাশ্যপ মুনির পত্নী হলেও তিনি যে রক্ত মাংসে গড়া মানবী, তা দেখানোই কবির উদ্দেশ্য। পুরাণ অনুসারী নারায়ণ দেবকে অনুসরণ করলেও কবি - স্বভাব আপন পথে এক নিষ্ঠ।

বিনতা - চরিত্রের মানবিক দিকটি আরও জীবন্ত হয়েছে দ্বিতীয় ডিমটি ভাঙ্গার কালে। অকালে একটি ডিম ভেঙ্গে এক পঙ্গু ছেলের জন্ম দেয়ার পর পরিপূর্ণ কালেই অন্য ডিমটি ভাঙ্গাতে গেলে বিনতার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-সঙ্কোচ - প্রভৃতি দেখা দেয়। বিনতার এই মানবিক দিকগুলো অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এ অংশে। **

** সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী এরূপ ঃ মুনিগণ দ্বিতীয় ইন্দ্র কামনায় যজ্ঞ শুরু করলে দুঃখে ইন্দ্র কাশ্যপ মুনির শরণাপন্ন হন। কাশ্যপ মুনি যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, দ্বিতীয় ইন্দ্র হলে ব্রহ্মার বাক্য মিথ্যা হয়ে যাবে। কারন ব্রহ্মাই ইন্দ্রকে দেবরাজ নিযুক্ত করেছেন। তাই যজ্ঞ হতে যার জন্ম হবে সে হবে পক্ষীন্দ্র। তখন মুনিগণ বলেন ঃ*

"প্রজাপতি, আর একজন ইন্দ্র উৎপাদন করিবার জন্যই আমাদের সকলের চেষ্টা। আপনারও সন্তানের জন্যই ঐ যজ্ঞ অভীষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের এই কার্য এখন প্রায় সফল হইয়া উঠিয়াছে; আপনি ইহা গ্রহন করুণ। পরে, যাহা হইলে মঙ্গলের সম্ভাবনাকারী, তাহাই করুন।" (আদিপর্ব, শ্লোক নং - ২২-২৩)

পণ্ডিত জানকীনাথের কৃতিত্ব এই যে, পুরাণের কাহিনীকে অবলম্বন করেও তিনি তাকে নাটকে, গল্পে, মহাভারত থেকেও অধিক আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

*** মহাভারতে বিনতা চরিত্রের এসব মানবিক দিক অনুপস্থিত।*

জন্মের পর গরুড় মায়ের নিকট জল ও খাবার চায়। বিনতা জল দিতে পারলেও ছেলেকে খাবার দিতে পারেন নি। তাঁর প্রাণ নিংড়ানো উক্তি তিনি 'দাসী পরের ঘর'।

এদিকে পুত্রের সঙ্গে কথোপকথনে বিনতা যেটুকু সময় নষ্ট করেন সে জন্য কদ্রু এসে গরুড়ের সামনেই বিনতাকে বলেন ঃ

হেরেল নিলজ্জি কেন বিলম্ব করসি ঃ
কালি আইলে সৈন্দ্যাকালে ঘর রৈল বাসি।

হাত ও চালান ঃ

কেশেতে ধরিয়া মারে মটুকি চাপড় ঃ
ভূমিতে পড়িয়া নারী করে ধড়পড়।

বিনতা মাটিতে পড়ে গেলে ঃ

চরনে প্রহার করে বার ছয়-সাত ঃ

প্রহারে জর্জরিতা বিনতার সকাতর প্রার্থনা ঃ

পক্ষীরে যাবত মই দিয়া আসি পানি ঃ
এতক্ষণ ক্ষমা মরে করহ আপনে।

কদ্রু কিন্তু ঃ শুনিয়া এমত বাণী অতি ক্রুধে জলি
মুখে বলেন ঃ পক্ষী হনে কুনু কর্ম্ম হৈব বৈতালিনী।
এবং ঃ চুলেত ধরিয়া মারে কুপিয়া নির্ভএ
ছেচাড়িয়া নিয়া যাএ আপনার ঘরে।

দুঃখিনী মায়ের দাসীত্বের দুঃসহ দুর্ভোগের পরিচয় ছেলেকে জানাতে এবং মায়ের মুক্তি বিষয়ে ছেলেকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ করতে গরুড়ের সামনেই মায়ের উপর নির্যাতনের এ চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, মায়ের নির্যাতন দেখে গরুড় ঃ

ক্রুধ মখে চলি গেল বাপের গুচর।

কাশ্যপ মুনিও ছেলেকে দেখেই সব বুঝতে পেরেছেন। তাই ছেলেকে প্রথমে বলেন ঃ

প্রাণপণে মস্ত কর বিনতা কামিনী।

'কামিনী' পদটি লক্ষ্য করার মত। কারন, কাম (কামনা) যুক্তা যে রমনী তিনিই তো 'কামিনী'। বিনতার একমাত্র কামনা দাসীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া বলে তিনি কামিনী।

এই বিশেষনাত্মক পদটি ব্যবহারের মাধ্যমে কবি - বিনতার অন্তরের পরিচয়টি দিয়ে গেলেন।

যা হোক, এ অংশ কবির মৌলিক ভাবনা প্রসূত। মহাভারতের অলৌকিকতা * কবি - ভাবনায় এবং সরল বর্ণনায় বাস্তবায়িত।

** সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায় যে, যথাকালে জন্মে গরুড় মাকে ত্যাগ করে আকাশে উঠে যায় বিধাতার নির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণের জন্য। (আদি পর্ব, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ১-২৭)।*

গজ ও কচ্ছপের কাহিনী এসেছে গরুড়ের খাদ্য গ্রহন উপলক্ষে। গজ ও কচ্ছপ নিয়ে উড়ে গিয়ে এক গাছের ডালে বসে। ডাল ভেঙ্গে যায়। ডালে বালখিল্য মুনিগণকে তপস্যারত দেখে গরুড় সে ডালটিও ধরে অসহায় ভাবে উড়তে থাকে। বসার জায়গা পায় না। পাখির বিপদ দেখে 'দয়াল হরি' নিজেই স্তম্ভ রূপ ধারণ করেন। তাতে বসে পাখি গজ - কচ্ছপকে আহার করে স্তম্ভে ঠোঁট মুছতেই স্তম্ভের গা বেয়ে রক্তের ধারা পড়তে থাকে। তা দেখে গরুড় দয়াল হরির স্তব করে।

সাধারণের বিপদে যে দেবতা নিজে এসে বিপদ হরণ করেন তিনিই তো দয়াল হরি — কবির এ চিন্তা সুন্দর, গরুড় কর্তৃক দয়াল হরির স্তব অংশ কবির 'পন্ডিত' - বিশেষনের যাথার্থ বহন করে। কারন স্তবে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের মহিমাই স্মরণ করা হয়েছে।

গরুড় অমৃত হরণ করতে আসছে। নারদের মুখে এ খবর পেয়ে চিন্তান্বিত ইন্দ্র মেঘ দূত ও পুষ্প ধর্ন্না নামে দুই সেনাপতিকে ডেকে উপায় চিন্তা করেন। সেনাপতিদ্বয়ের আশ্বাসে ইন্দ্র তাদেরকে সামনে রেখে সৈন্য সজ্জা করেন এবং রাধাচক্রে অমৃত সুরক্ষিত করে নিজে অন্তঃপুরে চলে যান।

মেঘদূত ও পুষ্পধন্বা চরিত্র দুটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এছাড়া গরুড় অমৃত হরনে যাত্রার প্রাক্কালে মাতা-পিতা ও ছোট-বড় সকলকেই যথোচিত সম্ভাষণ করে। এর মাধ্যমে কবি বঙ্গ - সমাজ বিশ্বাসের এ দিকটিই প্রকাশ করেছেন যে, সকলের মঙ্গল ইচ্ছাতেই স্বকার্য সাধিত হয়।

স সৈন্য - ইন্দ্রকে পরাস্ত করে গরুড় অমৃতের কুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করে। এ অংশ থেকে অমৃত নিয়ে মায়ের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত অংশ পন্ডিত জানকীনাথের রচনা। নারায়ণ দেবের কাহিনীর মাঝে, কবি অংশটুকু যোগ করেছেন। উদ্দেশ্য, অমৃত কুণ্ডে প্রবেশ করার পর গরুড়ের মানবিক অবস্থা, গরুড়ের ফিরতে দেরী দেখে বিনতার প্রতি সপুত্র কদ্রুর বিদ্রুপ বর্ষণ এবং মানবিক অবস্থা বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব সমধিক। এতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সুচিন্তিত পরিচয় রেখেছেন তিনি। *

প্রমানে দেখা যাক ঃ

অমৃত কুণ্ডে প্রবেশের পর —

> পাইয়া অমৃত পক্ষী - হরিষ অপার ঃ
> টুট নামাইয়া সুধাখাত্র বারে বার।

** নারায়ণ দেব এবং মহাভারতের বর্ণনা — অতি সংক্ষিপ্ত।*

মহাভারতে গরুড়ের অমৃত পানের কথা বলা হয় নি। গরুড় অমৃত নিয়ে ফিরে আসে। পন্ডিত জানকীনাথ গরুড়ের মানবিক দিকটিকে প্রকাশ করতেই গরুড়কে দিয়ে অমৃত পান করিয়েছেন। যে অমৃত দেব সম্পদ, যে অমৃত পান করে দেবতারা অমর, যে অমৃতের জন্য মর্তবাসীর আজন্ম পিপাসা, সে অমৃত হাতে পেয়েও যে মর্তজন তা পান না করেন, তিনি অমৃত পান না করেও দেবত্বলাভ করতে পারেন; কিন্তু তাঁকে রক্তে মাংসে গড়া মানুষ ভাবা যাবে না কিছুতেই। অমৃত পান বিষয়ে কবি - ব্যবহৃত উপমাটি গরুডের অমৃত পানের ঘটনাকে দারিদ্র্য-পীড়িত বাংলা দেশের অনন্ত ক্ষুধার পটে বিশ্বাস যোগ্য চিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। উপমাটি ঃ

> দরিদ্র পাইলে ধন যেমত কর এ ঃ
> উদর পুরিয়া সুধা খাএ মহাশএ।

আকাঙ্ক্ষা পুরিয়ে সুধা পান করে, একটা ঘটে সুধাভরে নিয়ে পাখি মায়ের উদ্দেশ্যে মর্তে যাত্রা করে।
এদিকে বিনতা পুত্রের বিলম্ব দেখে ভাবনায় অস্থির। তাঁর চিন্তা ঃ

একমাস হওএ পক্ষী - অমরাতে গেল ঃ
নারিল আনিতে সুধা ইন্দ্রে পরাজিল।

বিনতার এরূপ মানসিক অবস্থার মুহূর্তে পুত্রগণ সঙ্গে এসে কদ্রু বিদ্রুপ করে বিনতাকে বলে ঃ

আইল কিনা আইল তুমার গড়ুর দুর্জ্জন ঃ
কুনু দিন দাসী হনে হইবাএ মচন।
এইরূপে সর্ব্বনাগে উপহাস করে ঃ

এ উপহাস বিনতার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত।

তাই ঃ কান্দিয়া বিনতা নারী কহে উর্চ্চস্বরে।
কেন মরে পুড় তরা মই অভাগিনী ঃ
এমত বচনে তরা না পুড়িয় আসি।

কাঁদতে কাঁদতে বিনতা ঃ

'কুম্ব কাখে লৈয়া গেল জল আনিবারে।'

বিনতার দুঃখে কাতর সুহৃদগণও গরুড়ের ফিরে না আসায় চঞ্চল হয়ে পড়েন। গরুড়ের আগমন প্রত্যাশায়

সুহৃদ সকলে তাতে নেহানে গগন ঃ
আইল কিনা আইল দেখে বিনতা নন্দন।

ও দিকে ঃ পক্ষীরূপে আইল বীর আকাশ গমনে ঃ
আচম্বিত নিরক্ষিয়া দেখে এক জনে।

দেখে আনন্দে ঃ সাত পাঁচ ডাকিয়া আনিল সেই স্থান ঃ
এই দেখ গড়ুর আইসএ বিদ্যমান।

কিন্তু ঃ কেয় বলে নহে এই বিনতা কুমার ঃ
চলিছে সাচাল পক্ষী করিয়া আহার।

গরুড়ের আগমনে শেষ পর্যন্ত সন্দেহ ভঞ্জন। সুখবরটা বিনতাকে জানানো হলো ঃ

আসিল তুমার পুত্র দেখ নিরক্ষিয়া।

বিনতা বিশ্বাস করতে পারেন না। দুঃখই যাঁর জীবন সঙ্গী, কোন বিশেষ প্রত্যাশিত সুখ সংবাদকেও তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহন করতে পারেন না। তাই সখীকে ঃ

বিনতা এ বুলে কেন জাল অভাগিরে ঃ
যার পুত্র সেই নিল বাদ কৈল মরে।

দ্বিতীয় সখী এসে খবরের সত্যতা সমর্থন করলে বিনতা বিশ্বাস করেন এবং এসে পুত্র মুখ দেখে আনন্দে আত্মহারা জননী ঃ

হাত উডাইয়া মখ পুনি পুনি নিছে ঃ
মর কর্ম্মফলে বিধি হেন নি লেখিছে।
বিনতাএ ধরিয়া তুলিয়া লৈল কুলে ঃ
সখী সব সঙ্গে করি দিলেক জুকার ঃ- ইত্যাদি।

আনন্দে বিনতা সখীদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে থাকেন। শুধু কি তাই ঃ

গুরুজন সকল প্রণমে পাত্র ধরি ঃ

আনন্দ বিনতা নারী পুত্র মখ হেরি।

এ আনন্দের তুলনা নেই — হৃদয়ের দু-কূল ছাপিয়ে আনন্দ ধারা প্রবাহিত। তাই কোলাকুলিতে সে আনন্দ অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত, গুরুজনদের প্রণাম করে আনন্দ নিবেদন না করে পারা যায় না। বিনতার অন্তর আজ সকল হতাশার অন্ধকার হতে মুক্ত। হৃদয়ে যে আনন্দোৎসব চলছে সেখানে তো আজ সর্কলের নিমন্ত্রণ। বিনতার এ আনন্দ মাতৃত্বের গর্বের, প্রাপ্তির তৃপ্তির, আসন্ন মুক্তির উল্লাসের।

সত্যিই, সন্তানের অভাবনীয় সাফল্যে চির দুঃখিনী বঙ্গমাতার এরূপ আনন্দই বাস্তব। পন্ডিত জানকীনাথ অনুরূপ বাস্তবতার কবি।

অমৃত পান করতে সকল নাগ জড় হলে গরুড় নাগ গণকে ধরে ধরে খেতে শুরু করে। বাসুকি পালিয়ে যায়। অন্য পুঁথিতে বর্ণিত পলায়ন পর বাসুকির বিভিন্ন ছলনার কথাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে পন্ডিত কবি তা বর্জন করেছেন। তিনি শুধু বলেছেন যে, বাসুকি পাতালে পালায়। গরুড় পাতালে ধাওয়া করলে শুক্রাচার্যের মধ্যস্থতায় নাগ - গরুড়ের বিবাদ মিটে যায়।

সৃষ্টি পত্তনের গরুড় প্রসঙ্গ পর্যন্তই কবি নারায়ণ দেবের ভণিতা। এরপর থেকেই ভণিতা পন্ডিত জানকীনাথের। এখন প্রশ্ন হলো, দেবখন্ডে সৃষ্টি পত্তনের এ অংশের পরে কবি নারায়ণ দেবকে আদৌ অনুসরণ করেছেন কিনা। কাহিনী অনুসরণ করলে দেখা যায় কাহিনী চিন্তা বা বর্ণনা কোন ক্ষেত্রেই কবি নারায়ণ দেবকে অনুসরন করেন নি। পরবর্তী অংশের কাহিনী সূত্র তুলনামূলক দেখলেই কাহিনী সজ্জাও ধরা পড়বে।

পন্ডিত জানকীনাথের পুঁথিতে পরবর্তী কাহিনী সূত্র

১। গঙ্গার জন্ম

২। পার্বতীর জন্ম, পার্বতীর তপস্যা, মদন ভস্ম ও হরগৌরীর বিয়ে।

৩। হরগৌরী ভেদ কথা, শিবের কমল বনে গমনোদ্যোগ, শিবকে ঘরে রাখতে চন্ডী ও নারদের মন্ত্রণআ, শিবের রাগ ভাঙাতে চন্ডীর চেস্টা। শিবের গৃহত্যাগে চন্ডীর বিলাপ, চন্ডীর ডোমনী বেশ ধারন ও খেয়াঘাটে হর গৌরী কোন্দল।

৪। কমল বনে শিবের বীর্যপাত ও পাতালে পদ্মাবতীর জন্ম এবং দেবলোকে আনন্দ প্রকাশ। বাপকে দেখতে কমল বনে পদ্মাবতীর গমন, শিবের মোহ, মোহ ভঙ্গ ও কন্যা নিয়ে শিবের গৃহ গমন। হালুয়া ব্রাম্বণের কাহিনী ও মনসার প্রথম পূজা। করন্ডী নির্মাণ।

৫। গঙ্গা ও মনসার সঙ্গে চন্ডীর বিবাদ।

৬। সুমেরু শৃঙ্গে পদ্মাকে স্থাপন ও নেতার জন্ম।

৭। পদ্মা ও নেতার তীর্থ পর্যটন।

৮। সমুদ্র মন্থন, কপিলার কাহিনী, সমুদ্র মন্থনে দেবগনের আগমন, শিবের বিষপান ও গৌরীর স্বপ্ন দর্শন, পদ্মার মহত্ব প্রতিষ্ঠা এবং দেবগণ কর্তৃক তাঁর বিয়ের চিন্তা।

৯। পদ্মাবতীর বিয়ে, বিয়েতে দেবতাদের যৌতুকদান, নেতার বিয়ে এবং পদ্মার প্রতি সূর্য - মুনির অভিশাপ ও পদ্মা বর্জন, আস্তিকের জন্ম এবং পদ্মা-নেতার কৈলাশ গমন।

নারায়ণ দেবের পুঁথিতে পরবর্তী কাহিনী সূত্র

১। সমুদ্র মন্থন

২। সতীর দেহত্যাগ

৩। দেবতাদের উপর তারকাক্ষের অত্যাচার পার্বতীর জন্ম, মদন ভস্ম, হর - পার্বতীর বিয়ে, গণেশের মুন্ডপাত, কার্তিকের জন্ম এবং তারকাক্ষ বধ।

৪। শিবের পুষ্প বনে গমন, পার্বতীর ডোমনী বেশ ধারন, খেয়াঘাটে হর - গৌরী কোন্দল।

৫। নেতার জন্ম।

৬। পদ্মার জন্ম, কমল বনে পদ্মাবতীর আগমন, শিবের মোহ, মোহভঙ্গ, বিশ্বকর্মাকে দিয়ে করণ্ডী নির্মাণ ও পদ্মাকে নিয়ে শিবের গৃহে - গমন। হালুয়া ব্রাহ্মণের কাহিনী ও মনসার প্রথম পূজা।

৭। মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদ।

৮। পদ্মার বিয়ের ব্যাপারে ব্রহ্মার সঙ্গে শিবের মন্ত্রণা।

৯। পদ্মাবতীর বিয়ে, পদ্মার প্রতি উগ্রতপা মুনির অভিশাপ ও পদ্মা বর্জন। আস্তিকের জন্ম ও দেবতাদের উৎসব। আস্তিকের তপস্যায় গমন, ও পদ্মা - নেতার কালিদহে গমন।

১০। চান্দের জন্ম।

নারায়ণ দেবের কাহিনীর সঙ্গে তুলনায় স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, পণ্ডিত জানকীনাথের কাহিনী সুবিন্যস্ত। পুরান অননুসরণ করে দেবখণ্ড রচনা করলে ও কবি একথা ভুলে যান নি যে, পদ্মার জন্ম এবং পদ্মার মহিমা প্রতিষ্ঠা সূত্রে বণিক খণ্ডে অবতরণ করতে হবে। তাই তিনি শুধুই পুরাণ কাহিনী বা উপাখ্যান না শুনিয়ে উদ্দেশ্য অনুসারে কাহিনী সাজিয়ে একটা নির্দিষ্ট প্লট তৈরী করেছেন এবং এজন্যই অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী বর্জিত হয়েছে।

গঙ্গার জন্ম কাহিনী পৌরাণিক, তবে পরিবেশনা কবির নিজস্ব। বর্ণনায় দেখা যায় ব্রহ্মা, শিব ও নারদ নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বহুদিন পর নারদকে দেখে নারায়ণ নারদের গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিষ্ণুর ইচ্ছা পূর্ণ করতে নারদ ঃ

মেঘমল্লার রাগ করে আলাপন।

'মেঘমল্লার' রাগালাপ ঃ

শুনিয়া দ্রবিলা তবে প্রভু ভগবান।
সর্ব্ব অঙ্গে - ঘর্ম্ম - চলে স্রতবত প্রাএ ঃ
কমণ্ডলু পাতি জল লইলা বর্ম্মাএ।
শুদ্ধ সঙ্গীত ছন্দে দ্রবিলা গুসাই ঃ
পুনি বিপরীত ছন্দে তিন জনে গাই।
বিপরীত গায়ন শুনিয়া নারায়ণ ঃ
পুনি আরবার হৈলা পূর্ব্বের লক্ষণ।

'শ্রী শ্রী ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে ঃ *

সে সময় পঞ্চানন পুলকিত কায়।
রাধাকৃষ্ণ গুনগান যন্ত্র যোগে গায়।।
মনোহর রাগ যুক্ত গীত সুমধুর।
গাহিতে গাহিতে তার চিত্ত ভরপুর।।
রোমাঞ্চিত কলেবর হয় বারংবার।
বারবার ঝরে তার নয়নের ধার।।

তুলনা মূলক পাঠে দেখা যায় যে, কবি জানকীনাথ ভারতীয় রাগ শাস্ত্রে 'মেঘমল্লার' বা 'মিএগ্রা মল্লার' রাগের বহুশ্রুত শক্তি অনুসরণ করেই গঙ্গার জন্ম বর্ণনা করেছেন।

** ৩য় সংস্করণ (১৩৬১ সন), শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।*

গঙ্গার জন্মের পর পার্বতীর জন্ম। এ অংশেও বাস্তব চিত্র অঙ্কনের দক্ষতা প্রকাশিত। সূত্রাকারে পার্বতীর

পূর্ব জন্মের কথা বলে কবি হিমালয়ের কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন। তার পর গৃহিনী মেনকার প্রার্থনায় মহামায়ার বরে পার্বতীর জন্ম। নারদ থেকে পার্বতীর শিব মন্ত্র প্রাপ্তি, মন্ত্র জব, সিদ্ধিতে শিব দর্শন — এ সমস্তই সাধন পথের স্বাভাবিক সূত্র অনুসারী।

পার্বতীর মন্ত্র জপে সন্তুষ্ট শিব পার্বতীকে দর্শন দিলে লজ্জাবনতা পার্বতী ঃ

চক্ষু তুলি শিবকে দেখিল শৈলসুতা ঃ
লর্জ্জাএ পার্ব্বতী রহে লামাইয়া মাথা।

শিব পার্বতীকে আলিঙ্গান করলেন। প্রথম দর্শনে পূর্ব রাগিনী পার্বতীর চিত্র ঃ

সদাএ উর্ম্মত্ত ভাব চিত্ত অনুপম ঃ
শিব শিব পরে আর নাহিক ভাবন।

এরই নাম পূর্বরাগ। তবে ইনি 'মহাভাব সরূপিনী রাধা ঠাকুরাণী' নন — ইনি মর্তের মানবী নায়িকা। এরপর ঘরে তো আর মন টিকেনা। তাই তপস্যায় বনে যেতে একদিন পার্বতী মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মেয়ের মুখে এমন অসম্ভব কথা শুনে মায়ের মনের অভিব্যক্তি যেমন হওয়া স্বাভাবিক দু'চারটি বাক্যে তা নিপুনভাবে বর্ণিত হয়েছে।

যেমন ঃ

বুকেতে চাপড় মারি মেনেকাএ বুলে ঃ
কি বুল কি বুল না শুনি কুনু কালে।
এমত অদ্ভুত তবে কব নাহি শুনি ঃ
রাজকর্ণ্ণা বনে গিয়া হৈতে তপস্বিনী।

শেষপর্যন্ত মায়ের অভিমান ঃ

আমি কি বলিব তুমি বার্ব্বশনহ ঃ
যে কার্য্য করিবে মনে সে কার্য্য করহ।

মায়ের পর পার্বতী পিতাকে মনো বাসনা জানাবার রজন্য সখীকে পাঠান। সখীর মুখে পার্বতীর ইচ্ছার কথা জেনে গিরিরাজ অত্যাশ্চর্য হলেন। কারণ, যোগী হলে সোনার পুতুলি মেয়েটি যে শুকিয়ে পিঙ্গাল বর্ণ ধারণ করবে। মাথায় জটা দেখা দেবে। তদুপরি — রাজকুমারী হয়ে উমা ঃ

শীতে ভাতে উপবাসে কেমতে সহিব।

স্নেহময় পিতা হয়ে কোন পিতা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না। আসলে, দু'জন স্নেহমুগ্ধ বাঙালী মা-বাবার আলেখ্য রচিত হয়েছে গিরিরাজ ও মেনকার মাধ্যমে।

কিন্তু যে নব যৌবনার নিকট প্রেমাস্পদই সকলের বাড়া তাকে তো মাতা-পিতার স্নেহ, মান-অভিমান কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাবে না — যায়নি পার্বতীকেও। বনে গিয়ে পার্বতী তপস্যায় নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রে পার্বতীর বেশ ভূষায় একজন খাঁটি যোগিনীর চিত্র অংকিত হয়েছে।

তপস্যায় তুষ্ট শিব ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে পার্বতীর সামনে এসে তপস্যার কারণ জানতে চান। সখীর মুখে শিব সাধনার কথা শুনে ব্রহ্মচারী শিব নিন্দা শুরু করেন ঃ

এমত কুবুদ্ধি তুমা দিছে কুনু জন।
শঙ্করে তুমারে যদি করে পরিণএ ঃ
জাতি-গুত্র প্রবরের নাহিক নির্লএ ।
বস্ত্রসনে দেখা নাই সবে বাগাম্বর ঃ
মাথাএ শ্রবণে সর্প ধরে নিরন্তর।

শিব নিন্দা শুনে কুপিতা পার্বতী বলেন ঃ

যে হৌক সে হৌক শিব মর অধিকারী।

পার্বতীর তপস্যার বর্ণনা নারায়ণ দেবে নেই। 'শ্রী শ্রী ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ' গ্রন্থে শুধু বলা হয়েছে ঃ

বহুবর্ষ আরাধনা করি

অবশেষে পতিরূপে পায় মহেশ্বরে।

'কুমার সম্ভবম' কাব্যে শিব নিন্দা শুনে পার্বতী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকে অনেক কথা বলে শেষে বলেছেন ঃ

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া তথাবিধস্তাবদ শেষ মস্তু সঃ।

মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে।।

অর্থাৎ —"আর কলহের প্রয়োজন নাই, আপনি সেরূপ শুনিয়াছেন। মহাদেব সম্পূর্ণ রূপে সেই রূপই হউন, কিন্তু আমার হৃদয় একমাত্র তাহাতেই একান্ত অনুরক্ত রহিয়াছে। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি অপবাদের ভয় করেনা।" (৫ম সর্গ শ্লোক নং-৮২) রাজকুমারী পার্বতীর পক্ষে এরূপ উক্তি একান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু মনসা মঙ্গলের কবি পন্ডিত জানকীনাথ পার্বতীকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁর দেশ - কালের মেয়েদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন।

কালিদাসীয় প্রতিভা মনসা মঙ্গালের এ কবির ছিল না, কিন্তু প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। সে দিক থেকে বলতে হয় পন্ডিত জানকীনাথের নিজস্বতা বর্ণনার সরলতায় এবং বাস্তব নিষ্ঠায়। তাই তাঁর কাব্য এবং চিত্র দেশ-কালের ধারায় নতুন স্বাদ দেয়। তপস্যার জন্য পার্বতীর বনে গমনের বার্তা পেয়ে কুমার সম্ভব কাব্যে মা মেনকা শুধু বলেন ঃ

মনিপ্রিতা মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাঃ তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকংবপুঃ।

পদং সবহত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষ পুষ্পং ন পুনঃ পতাত্রিনঃ।।৪।। (পঞ্চম সর্গ)

অর্থাৎ — "বৎসে! তোমার আরাধ্য দেবতা গৃহেই আছেন। তোমার কমনীয় কলেবর কঠোর তপস্যার উপযোগী নহে। দেখ, কোমল শিরীষ পুষ্প ভ্রমরের পদ ভর সহ্য করিতে পারে। কিন্তু পক্ষীর পদভর সহ্য করিতে পারেনা। অভিজাত কবি কালিদাস উপমায় যা বুঝিয়েছেন তা বুঝতে শ্রোতার যেরূপ শিক্ষা ও মানসিকতার দরকার তা মনসা মঙ্গালের কবির পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সম্মুখে আছে গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিতা মা-মেয়ে। তাই পন্ডিত জানকীনাথের মেনকা ও উমা — কালিদাসীয় এবং পৌরাণিক অভিজাত্য ত্যাগ করে বাংলা দেশের দু'জন মা - মেয়েতে পরিণত হয়েছেন।

গিরিরাজের পিতৃহৃদয়ের পরিচয় প্রসঙ্গেও একই কথা। 'কুমারসম্ভবম্' - এ দেখা যায় — গিরিরাজ তপস্যায় বনে গমন বিষয়ে মেয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। প্রমাণ পাওয়া যায় — পঞ্চম সর্গের সাতনং শ্লোকে ঃ

তথানুরূপাভিনিবেশ তোষিণা কৃতাভ্যনুজ্ঞা গুরুণা গরীয়সা।

প্রজাসু পশ্চাৎ প্রথিতং তদাখ্যয়া জগাম গৌরী শিখরং শিখন্তিমৎ।।

অর্থাৎ — "অনন্তর গিরিজা, যোগ্যবরে আগ্রহ দর্শনে সন্তুষ্ট, পূজ্যতম জনকের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যাহা ভবিষ্যতে তাঁহার নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, — সেই ময়ূর শ্রেণী মন্ডিত শৃঙ্গাদেশে (গৌরী শিখরে) গমন করিলেন।"

মনসা মঙ্গলে পিতা গিরিরাজ কিন্তু পারেননি এক কথায় মেয়েকে বিদায় দিতে। এক্ষেত্রে গিরিরাজ হয়েছেন বাঙালী পিতা। তাই তাঁর এই দুশ্চিন্তা যে, বনে গিয়ে মেয়ে উমা ঃ

'শীতে ভাতে উপবাসে কেমতে সহিব।'

পার্বতীর তপস্যার বর্ণনা নারায়ণ দেবে নেই। 'শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্তঃ পুরাণ গ্রন্থে শুধু বলা হয়েছে ঃ

বহুবর্ষ আরাধনা করি ভক্তিভরে।

অবশেষে পরিরূপে পায় মহেশ্বরে। (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখন্ডে চত্বারিংশ অধ্যায়)

কুমারসম্ভবে আছে মুনি ব্রচতাপযোগী কঠোরতম তপস্যার বর্ণনা। (৫ম সর্গে ১৯নং শ্লোক থেকে ২৮নং পর্যন্ত)।

কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করার উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, কালিদাস যেমন নির্দিষ্ট দেশ-কাল-পাত্রে সার্থক স্রষ্টা, পণ্ডিত জানকীনাথও তেমনিই সার্থক স্রষ্টা। কৃত্তিবাসের রামায়নে যেমন বাল্মীকি সৃষ্ট চরিত্রগুলো বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিকে বাঙালী হয়ে পড়েছিল, তেমনি পণ্ডিত কবি তাঁর পার্বতীকে বাংলাদেশের মেয়েদের আদর্শে অংকন করেছেন। অশিক্ষিতা সরলা বালিকা তার্কিকের কাছে পরাস্ত হবেন; কিন্তু প্রেম নিষ্ঠার জ্যোতির্ময়তায় অন্তরে যে বল, তার জোরেই বাঙালী রমনী সকল তর্কের ঊর্ধ্বে উঠে জোর দিয়ে বলতে পারেন ঃ

যে হৌক সে হৌক শিব মর অধিকারী।

এরপর একনিষ্ঠা বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। স্বরূপ ধারণ করে পার্বতীকে আলিঙ্গান দিয়ে শিব আবার তপস্যায় গেলেন। পার্বতীও ইষ্ট সিদ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। বহুদিন পরে গৌরী ঘরে ফিরে এলে আনন্দে ঃ

গৌরী আইলা গৌরী আইলা বুলে সর্ব্বজন ঃ
শুনিয়া মেনেকা রাণী আনন্দিত মন।

মেয়ে ফিরে এসেছে শুনে ঃ

গিরিরাজ ধরিয়া তুলিয়া লৈলা কুলে ঃ

কোলে নিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করেন ঃ

কুনু দেব প্রসর্ন্নিত হহিলা তুমাতে ঃ

পিতার প্রশ্নে ঃ

লর্জ্জাএ পর্ব্বতী তবে কিছু না বুলিল ঃ

পূর্বরাগিনী পার্বতীর লজ্জার আরেকটি অনুপম চিত্র দেখা যায়। নারদ মুনি যখন গৌরীর বিয়ে বিষয়ে গিরিরাজের সঙ্গে আলাপ করছেন তখন গৌরী ঃ

পিতার কুলেত বৈসে হস্তেত কমল।
একখান করি দল পালাএ সঘনে ঃ
মনিএ যে কহে তারে কর্ণপাতি শুনে।

'বিয়ের' অর্থ সচেতনা, পূর্বরাগিনী গৌরীর কৃত্রিম অন্য মনস্কতা বেঝাতে লীলা কমলের দল দলন এবং 'কর্ণপাতি' বিয়ে প্রসঙ্গ শ্রবনের চিত্রটি ঐতিহ্যবাহী। তবে বর্ণনার স্বাভাবিকতা তথা বাস্তবতা একাধারে কবির সমাজ দর্শন, বর্ণন ও কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক।

বিশেষতঃ গঙ্গার জন্মের পর থেকে দেব খণ্ডের শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত জানকীনাথের সজ্জিত কাহিনীক্রম কার্য কারণ সূত্রে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। তাই এক বারও মনে হয় না, কবি পুরাণের কাহিনী শুনিয়ে শ্রোতার ধর্মগত ও নীতিগত দিককে সজাগ রাখতে প্রয়াসী। মনে হয়, কবি একটি গল্প শোনাচ্ছেন। এ গল্পে প্রধান ভূমিকা শিব - মনসার। তাই এদের কেন্দ্র করেই কাহিনী দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে এগিয়েছে।

শিব পার্বতীর বিয়ে প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে হরযোগ ভাঙ্গান, মদন-দহন এবং রতির বিলাপ। অধিকন্তু, মদনের সক্রিয়তার ফলে জগৎ কাম-মোহিত — এ ভাবনার রূপায়নে জগতের কাম-পীড়াও বর্ণিত। এ অংশ কাব্যগুণ সমৃদ্ধ। নারায়ণ দেবের এ অংশে তারকাসুরের অত্যাচারের কাহিনী। বিজয় গুপ্তের কাব্যে মনসার জন্ম পালা থেকে কাহিনী শুরু হয়েছে বলে এসব অংশ নেই।

হর-গৌরী বিয়ে অংশে দেখা যায় যে, শিব ঠাকুর আনন্দ-গীতে চলছেন বিয়ে করতে। সঙ্গে বরযাত্রী

ত্রিভুবনের সকল দেব-নর-গন্ধর্বাদি। লাচাড়ি ছন্দে সুনিপুণভাবে বরযাত্রীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। নারায়ণ দেবের চরনায় বরযাত্রীদের বর্ণনা নেই, — আছে ভূত-প্রেত-সহচর দিগম্বর শিবের সাজন-এর বর্ণনা। এছাড়া দেখা যায় বরণ করতে এসে মেয়েরা দিগম্বর শিবকে দেখে লজ্জা পান এবং ফিরে গিয়ে মেনকাকে জানান। মেনকা এসে ভূত - প্রেতের তাণ্ডব এবং দিগম্বর শিবকে দেখে চোখের জলে এ সিদ্ধান্ত করেন যে, অমন পাগলকে মেয়ে দেবেন না। পার্বতী নিজেই মায়ের শোক নিবারণে সচেস্ট হয়েছিলেন, পরে গিরিরাজও। তাঁদের বক্তব্যে শিবের অলৌকিকত্ব ও দেবত্ব বিষয়ের প্রকাশ পেয়েছে। অপরপক্ষে, পণ্ডিত জানকীনাথ 'শিবের সাজন' বিষয়ে কিছু না বললেও বোঝা যায় কৃত্তিবাস কৃত্তি পরিহিত। গিরিরাজ পুত্র মৈনাককে আদেশ করেন। শিবকে আনা হ'ল। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বর কৃত্তিবাস বসে আছেন। অনুমতি পেয়ে মেয়েরা বর বরণে যান। তখন কৌতুক রসাক্রান্ত কৃত্তিবাস রমনীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির ইচ্ছা করলেই পরনের কৃত্তি বাঘে পরিণত হয়, — সর্প ভূষণ ও লক্ লক্ করে ওঠে। প্রাণ ভয়ে ভীতা রমণীগণ ত্রস্ত পদে প্রস্থান করেন।

এ বর্ণনায় কবির মার্জিত রুচির ও সহজ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের বিয়েকে কেন্দ্র করে মঙ্গল কাব্য-সৃষ্ট হালকা কৌতুক রসও থাকলো, আবার অশ্লীলতাও দূর হলো। পরণের বাঘের ছাল বাঘ হয়ে রমণীদের দিকে ধাবিত হলে শিব দিগম্বর হতে পারেন, কিন্তু প্রাণভয়ে ভীতা পলায়নপরা রমণীদের যে পেছনে তাকাবার অবকাশ নেই। এ কি সহজ কবিত্ব?

শিবের বিয়ে অংশে মঙ্গল কাব্যের অন্য কবিদের মতন কবি ভারতচন্দ্রও শিবঠাকুরের দিগম্বরতাকেই হাস্যরস সৃষ্টিতে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হাসির রস-গঙ্গা বইয়েছেন। স্বীকার করতে হয় যে, এ কবি ভারতচন্দ্রের মত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় যে, সুরুচির পরিচয় ব্যাপারে ভারতচন্দ্র তেমন পারেন নি। মেনকার সখীদের বর্ণনায় মাত্র ছয়টি ছত্রে শিবঠাকুরকে দেখিয়ে গেলেন। সে দেখায় সনাতনী শিব চরিত্রের কোনো ত্রুটি দেখা যায় না — আবার দেবতাও মনে হয় না। যেমন ঃ

মেনকার সখীগণ মেনকাকে বলছেন ঃ
(ভাল বর আছিলেক বিয়ের লাগিয়া ঃ)
দিগম্বর চুলদাড়ি পাকেনা বুড়িয়া।
দুই আখি ডিলিমিলি সদাএ ঝিমাএ ঃ
সর্পগণে বেষ্টিত বুড়ার হাতে পাএ।
লাজ নাই লজ্জা নাই বড়ই উর্ম্মত্ত ঃ
ভূত বেতাল সঙ্গে থাকে অবিরত।
এক গুটা দন্ত নাই মখের ভিতর ঃ
(গৌরী হেন কুমারীর ভাল যর্গ্যবর)

জামাতার রূপের বর্ণনা শুনে মেনকা কাঁদতে থাকেন। এমন সময় গিরিরাজ ভিতর বাড়ীতে এলে, রমনীগণ হিমরাজকে অনুযোগ করতে থাকেন। বেগতিক দেখে নারদমুনি শিবকে ভর্ৎসনা করলে শিব ঠাকুর মদন মোহন রূপ ধারণ করেন। ফলে হিমরাজ ভবনে আবার আনন্দের জোয়ার আসে। তারপর নির্বিঘ্নে বিয়ের কাজ শেষ হয়।

যাহোক, নতুনভাবে কাহিনী বয়নে, স্বাভাবিক বর্ণনে, সংক্ষিপ্ত করনে, গতি-সৃজনে, প্রকাশের সরলতায় কবি অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।

এবার হর-গৌরীর সংসারের পরিচয়। এ অংশ রচনায়ও কবিভাবনার অভিনবত্ব বিস্ময় উৎপাদন করে। কবি দেখিয়েছেন যে, নিরলস ধ্যানে, ধ্যানের বিষয় ক্রমশঃ প্রাণধনে পরিণত হয়। তখন ভাব-রসে মন

মজে থাকে। কিন্তু ভাব আর বাস্তবে আসমান-জমিন ফাঁরাক। ভাবনার বিষয় যতদিন ভাব জগতে থাকে ততদিনই তার মোহ। ঐ ভাবের পরীক্ষা হয় সংসারের পরীক্ষাগারে। পণ্ডিত জানকীনাথ হর-গৌরির কোন্দলকে কেন্দ্র করে পার্বতীকে অনুরূপ পরীক্ষার সামনা-সামনি করেছেন। যেদিন মহাদেবের তপস্যায় নিযুক্তা ছিলেন সেদিন ব্রহ্মচারী রূপী মহাদেব কর্তৃক শিবনিন্দা শুনে পার্বতী সক্রোধেই বলেছিলেন ঃ

যে হৌক সে হৌক শিব মর অধিকারী।

কিন্তু বিয়ের পর শিবের ঘর করতে এসে প্রতিদিনের ব্যবহারে বাস্তবের যে ঠোকাঠুকি তাতে করে আজ পার্বতীর নিকট সেই ব্রহ্মচারীর বাক্যই সত্য বলে মনে হচ্ছে। আজ পার্বতীই শিবকে বলছেন ঃ

ভালচেষ্টা নাহি কর সদা কদাচাব ঃ
বিপরীত যতকিছু দেখিএ তুমার।
ত্রিভুবনে শিরে ধরে কুনু দেবে নারী ঃ
বলদ চড়এ কেবা আজৰ্ম্ম ভিখারী।

....

ভাঙ্ ধুতুরা কেবা খাএ নিরন্তর ঃ
উৰ্ম্মত পাগল বেশে কেবা দিগম্বর।

পার্বতীর ভাব-জগতের শিব বাস্তব পরিচয়ে আজ স্ত্রৈণ, দারিদ্র্যের ফলে অনভিজাত, নেশাখোর, বস্ত্রহীন এবং উন্মত্ত পাগল। বিয়ের পরে পতির ঘর করতে এসে পার্বতী এই যে করুণ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তাতে তাঁর মন বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত। ফলে পারিবারিক অশান্তি এবং হর-গৌরীর কোন্দল। কোন্দলে পরাস্ত শিবের সিদ্ধান্ত ঃ

স্ত্রীর কুর্পুর হৈয়া না থাকিম ঘরে।

আহত অক্ষম পৌরুষের আত্ম বিড়ম্বনা কতইনা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই একটি মাত্র চরণে। আহত শিব ঠাকুর স্থির করেন ঃ

কতদিন নির্জনে থাকিব গিয়া কূলে।

সংসার বিষয়ে বিগত স্পৃহ পশুপতি কিছুদিন মানস বিশ্রামে যাবেন। পার্বতী চেষ্টা করেন শিবকে গৃহে ধরে রাখতে। শিবের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে অভিমানিনী পার্বতী বলেন ঃ

(i) তুমি কি আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবেনা?
(ii) অন্য রমণীর সঙ্গে তুমি কেলি-বিলাস কর।
(iii) খালি ঝুলি নিয়ে তুমি বিকেলে ঘরে আস।
(iv) নানা কপট বাক্যে তুমি আমাকে ছলনা কর।
(v) ভিক্ষার ছলে নানা স্থানে গিয়ে কুচ নারীর সঙ্গে রঙ্গরসে কাল কাটাও।
(vi) আমাকে পেট ভরা খাবার ও দিতে পারনা। তবুও রঙ্গরসে কাল কাটাতে চাও। আসলে, তোমার সবই কপট।
(vii) তোমাতে আমাতে স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার নেই। (কথার ঢং বজায় রাখতে উত্তম পুরুষেই লেখা হল)

এসব বলে সুরতির আশায় পার্বতী মহা দেবের সেবা করতে থাকেন।

পার্বতীর বক্তব্যের মাধ্যমে কবি কেবল শিবের সংসারের নয়, এই বাংলা দেশেরই মধ্যযুগীয় বাঙালী পরিবারের চিত্র তথা রমণীদের দুঃখের আলেখ্য রচনা করেছেন। না, পার্বতী পারলেন না শিবকে ধরে রাখতে। তিন প্রহর রাত জেগে চতুর্থ প্রহরে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সুযোগে শিবঠাকুর স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেলেন। জেগে স্বামীকে না দেখে পার্বতীর যে রোদন তাও কবির নিজস্ব কল্পনায় রূপায়িত। নারায়ণ দেবের কাব্যেও পার্বতীর রোদন অংশ আছে, কিন্তু জানকীনাথের বর্ণনায় পার্বতীর যেমন আত্ম

ধিক্কারের পরিচয় আছে, নারায়ণ দেবে তা নেই। পণ্ডিত কবি বলতে চেয়েছেন যে, বাঙালী রমণী সকল দুঃখ সহ্য করেও পতির সঙ্গে বাস করতেই গৌরব বোধ করেন। সংসারাশ্রমে জীবন সংগ্রামে। স্বাভাবিক মানবিক গুনে মাঝে মধ্যে যদিও পতি দেবতার প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হয়; তথাপি ভারতীয় রমণী স্মরণ রাখেন আজন্ম শিক্ষা 'নারীণাং ভূর্ষণংপতি'। তবে বাক্যবাণাহত পতি যদি গৃহত্যাগেরই সংকল্প করে বসেন, তখন রমণীর চিন্তার অন্ত থাকে না। সকল মান অভিমানের গোড়ায় ছাই দিয়ে নারী তখন পতি তুষ্টির কথাই চিন্তা করেন। সকল চেষ্টার পরও পতিদেবতা যদি সত্যিই গৃহত্যাগী হন, তখন বাঙালী রমণী নিজের আচরণের জন্য নিজেকেই ধিক্কারে ধিক্কারে জর্জরিত করেন। *

** বিজয়গুপ্তের কাহিনী এরূপ ঃ-*

শিব কাশীপুর নির্মাণ করেন। শিবের কাশীপুরের প্রশংসা করেও নারদমুনি জানান যে, তুলনায় চণ্ডীর কমল বন অধিক মনোরম। শুনে শিব গোপনে তথা যেতে চান এবং পার্বতীকে ঘুমে রেখে যাত্রাও করেন। শুধুই কাহিনী, বর্ণনা বৈচিত্র্য হীন। উল্লেখ করার মতো হলো

বৃষ সাজান অংশ।

'বাইশাতে' বিজয়গুপ্তের কাহিনীই গৃহীত হয়েছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে এ অংশ নেই।

উত্তর বঙ্গের কবি তন্ত্র বিভূতির কাব্যে কাহিনী অন্যরূপ। দেখা যায়, শিব ধর্ম পূজা উপলক্ষে পুষ্প বনে পুষ্প তুলতে যান। পার্বতীর সঙ্গে কোন্দলের কথা নেই।

— পার্বতীও তা করেছেন। কারন গৌরীর শেষ সিদ্ধান্ত ঃ

'যে হৌক সে হৌক শিব মর অধিকারী।'

সুতরাং পার্বতী এবারও পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন। পাশ করলেন প্রেম-নিষ্ঠার জোরে। নিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত জীবন দর্শনে পরিণত হয়েছে। এই পরিণতি বঙ্গ রমণীর সনাতনী জীবন-দর্শনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। প্রতিদ্দিনের সংসারে ঠোকাঠুকি থাকবে, থাকবে মান-অভিমান, অনুযোগ-অভিযোগও। তা বলে পার্বতীর ভাবের কোন নড়ন-চড়ন নেই। থাকতে পারে না যে! ইনি তো মধ্যযুগীয় বাংলা দেশের পার্বতী রানী চক্রবর্তী। এই জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই পার্বতী চরিত্র পরিকল্পিত এবং দেব ও বণিক খণ্ড মিলিয়ে সুঅংকিত। কবি 'পুরাণে'র কাহিনীর ভাব অক্ষুন্ন রেখে ও নব - কাব্যানন্দ সৃষ্টি করেছেন। এরপর বলতে সঙ্কোচ থাকে না যে, পণ্ডিত জানকীনাথ সত্যিই প্রথম সারির একজন কবি। মনসা-মঙ্গালের ধারায় পৌরাণিক কাহিনীর কবি হলেন নারায়ণ দেব, কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথের মত দ্রষ্টা ও গভীর উপলব্ধি যুক্ত কবি তিনি ছিলেন না। কিছু কিছু মৌলিকত্ব স্বীকার করেও বলতে হয়, পুরাণ কাহিনী বর্ণনায় নারায়ণ দেবের ভূমিকা ছিল মূলতঃ ভাষ্যাকারের। চণ্ডীমঙ্গালে যেমন — মুকুন্দ রাম, অন্নদা মঙ্গালে যেমন ভারতচন্দ্র, মনসা মঙ্গালে তেমন কোন কবির পরিচয় জানা ছিলনা এতদিন। আমরা এখন নিঃসন্দেহে মনসা - মঙ্গালের শ্রেষ্ঠ কবির নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি — 'পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসার দাস'।

পূর্ববঙ্গের অন্য অন্য কবি এ অংশে বৃষ সজ্জা বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিত কবি তা বর্জন করেছেন বাস্তবতার দাবীতেই। চণ্ডীকে ফাঁকি দিয়ে শিব যখন পালাচ্ছেন তখন বৃষ - সাজানোর মত সময় শিবঠাকুরের হাতে ছিল না। আবার দরিদ্র শিবের পক্ষে স্বর্ণালংকারে বৃষ সাজানোটা একান্তই বেমানান।

কাহিনীর বয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে অন্যতম আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো - ডোম নারীর বেশে শিবকে পার্বতীর ছলনার অংশ। শিবকে পার্বতীর ছলনা এবং মনসার জন্ম কাহিনী ভিন্নতর হলেও প্রত্যেক

পুঁথিতেই আছে। এ অংশ রচনায় কবিগন আদি রসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। পণ্ডিত জানকীনাথ কিন্তু অনেক সংযত এবং কাহিনীর কাব্য রূপকার। ক্লান্তিকর কাহিনীতে গতিসৃষ্টি করে কবি আমাদের সামনে কমলবনে মনসার জন্মের কার্য - কারণ তুলে ধরেছেন। খেয়া ঘাটে ডোমনীর রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে শিব কাম মোহিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কাম বাসনা চরিতার্থ হয়নি। কাম - পীড়িত শিব গেলেন ফুল বনে। সেখানে কামানলে বিগলিত দেহরস স্খলিত হলো এবং এর থেকেই মনসার জন্ম। মানবিক দৃষ্টি কোন থেকেই কবি চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

এই তো গেলো চিন্তার অভিনবত্ব। কাহিনী বয়ণে এবং কাব্যায়ণেও তিনি অনন্য সাধারণ। সুন্দরী যুবতী দেখলে 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ', কিন্তু বিবেকের তাড়না লেগেই থাকে। কাম প্রবৃত্তি এবং বিবেক এই দু'য়ের দ্বন্দ্বে কেউ কম শক্তিমান নয়। বলতে হয়, মানবদেহে প্রায়শই কামপ্রবৃত্তিই জয়ী হয়। কবির বর্ণনায় শিবের কাম - প্রাবল্যের কতগুলো কারণ সুস্পস্ট। যেমন — খেয়া ঘাটে গিয়ে শিব ডোমনীকে ডাকলে ডোমনী জানায় ঃ

.... আমার পতি নাই ঘরে।

শিবকে নৌকাতে তুলে ডোমনী ঃ

লাস লাবর্ন্ন্য করি যায়ে খেয়া দিয়া ঃ
হাসিয়া হাসিয়া বুলে দিয়া বাহুলাড়া।

নির্জন নদী বক্ষে সুন্দরী যুবতীর মুক্তা ঝরা হাসি, বাক্-চাতুরি, মৃণাল ভুজের আন্দোলন প্রভৃতি যদি কোন পুরুষকে মোহিত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়, তবে তা একজন পুরুষের কামনার যজ্ঞ কুণ্ডে যে এক এক চামচ ঘৃতাহুতির কাজ করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং কাম ও বিবেকের দ্বন্দ্বে কামই ক্রমশঃ প্রবল হবে। বিবেকের দংশনও তো লেগে থাকে। ফলে শুরু হয় কামুকের আত্ম প্রবঞ্চনা। দেখা যায় শিব ভাবছেন যে, অমন সুন্দরী যুবতী নারী তো ডোমের ঘরে শোভা পায় না। কারন ঃ

ডুমজাতি কিবা জানে ভুঞ্জিতে সুরতি।

তাই শিব জানান ঃ তুমি আমি দুইজন বঞ্চিম কৌতুকে।

শুনে ডোমনী বলে যে, তপস্বী শিবের এরূপ পরনারী বাসনা অনুচিত। তখন শিব বলেন ঃ 'এই দুষে তপস্বী নষ্ট নহে কুনুকালে'। শিব ঠাকুর তারপর বিশ্বামিত্র ও উর্বশীর উদাহরণ দেন এবং অনেক করে বোঝান। শেষ পর্যন্ত চণ্ডী স্বমূর্তি ধারন করলে শিব হাতে হাতে ধরা পড়ে যান।

আত্ম রক্ষা করতে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তিনি সক্রোধে বলেন ঃ

পরম সুন্দরী কর্ন্না পরম পৌদ্যনী ঃ
দেখিয়া বুলিল আমি পরিহাস্য বাণী।
পুরুষের কিবা দুষ হইল ইহাতে ঃ

না-না, পুরুষ - শাসিত সমাজে এতে পুরুষের কোন দোষ হতে পারে না — বিশেষত ঃ মধ্যযুগে। এই হলো খেয়া ঘাটের কাহিনী। মনসা - মঙ্গলের কোনো কবির কাব্যেই এ অংশের এরূপ সুন্দর রূপায়ন দেখা যায় না, দেখা যায় কেবল কাহিনীর বিস্তৃতি। বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় দেখা যায় খেয়া পেরিয়ে ডোমনী শিবকে নিজের ঘরে নিয়ে যায় এবং রান্না করে ও খাওয়ায়।

এরপর নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি কবিদের কাব্যে পুষ্পবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। জানকীনাথের কাব্যে তা নেই।

মনসার জন্ম প্রসঙ্গ প্রায় সকল কবির কাব্যেই এক। তবে মনসার রূপ বর্ণনা ও নাম করন বিষয়ে নতুনত্ব দেখা যায়। কবির বর্ণনায় বোঝা যায় - মনসা অর্ধনাগিনী কন্যা, গৌর বর্ণা এবং চতুর্ভূজা। নামকরণ করা হয় বিষহরি, মনসা, পদ্মাবতী এবং নাগিনী। *

** মনসার নামকরণ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক কবির কাব্যেই কিছু কিছু উল্লেখ আছে, শুধু বিজয়গুপ্তের কাব্যে নেই। অবশ্য 'বাইশা' তে বিজয়গুপ্তের ভণিতায় ব্রহ্মা কর্তৃক মনসার নামকরণ আছে। কিন্তু 'বাইশা'-র পয়ার অংশের প্রথম ষোল ছত্র বিজয়গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় না। এ অংশেই নামকরণ বিষয়ে আছে —*

বিষ মুখ দেখিয়া মায়ের নাম বিষহরি।
জগতের হিতকারী নাম জগৎ গৌরী।।

তাই, এ অংশ বিজয়গুপ্তের কিনা তাতে সন্দেহ জেগেছে।

মনসার সর্পসজ্জার বিষয়টি প্রায় সকল কবির কাব্যেই আছে, কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে নেই। কারন জানকীনাথ সাপের দেবীর মহিমা বর্ননা নয় — মানবী মনসার চরিত্র সৃষ্টি করছেন।
করণ্ডী নির্মাণ প্রসঙ্গে দেখা যায় মহাদেব ফুল বনেই বিশ্বকর্মাকে দিয়ে করণ্ডী বানিয়ে মনসাকে লুকিয়ে বাড়ী নিয়ে যান। পণ্ডিত কবির কাব্যে পরিচয়ের পর শিব মনসাকে নিয়ে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন পথে হালুয়া ব্রাহ্মণ সুন্দরী কন্যা দেখে বল করতে চায়, এরূপ আরও উৎপাতের ভয়ে শিবঠাকুর পথে করণ্ডী নির্মাণ করে মনসাকে লুকিয়ে নিয়ে যান। দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েকে কৈলাশে নিতে ভোলানাথের মনে কোন সঙ্কোচ ছিল না। পথে লোকের ভয়ে তিনি করণ্ডী নির্মাণ করে মেয়েকে লুকিয়ে নিয়ে যান। কবির ভাষায় ঃ

ব্যক্ত রূপে যাইতে প্রমাদ পড়ে পথে ঃ

চণ্ডীর ভয়েই শিবঠাকুর মনসাকে করণ্ডীতে লুকিয়ে রাখেন - শিব ঠাকুরের চরিত্র বিষয়ে চিরাচরিত এই বিশ্বাস লোপ পেয়েছে কবির কাহিনী বয়নগুনে, কিন্তু কাহিনীর পৌরাণিক সত্য ও রক্ষিত হয়েছে। মনসা মঙ্গলের কোন কবির কাব্যেই এই গুনের প্রকাশ দেখা যায় নি। সকলেই পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়েছেন। কৈলাশে গিয়ে ভোলানাথ করণ্ডী বিষয়ে কাউকে কিছু না বলে সন্ধ্যাহ্নিক করতে চলে যান। এদিকে সুন্দর করণ্ডী দেখে চণ্ডী দেবী ভাবেন ঃ

না জানি কি ধন আনিয়াছে শূলপানি।

দারিদ্র্য - পীড়িত সংসারে দিনের শেষে স্বামী ঘরে ফিরে এলে স্ত্রীর নজর থাকে প্রধানত ঃ পতির ঝুলির প্রতিই। এ জন্যই গৌরী স্বামীর করণ্ডী দেখতে যান। কিন্তু - ধনের পরিবর্তে ঃ

মদন মহিনী কর্ম্মা দেখিলা ভিতরে।

সঙ্গে সঙ্গে ঃ নদীর তীরে যা ঘটেছিল তা স্মরণ হলো ঃ

পূর্ব কথা সেইক্ষণে ভাবিল রিদএ ঃ

ফলে চরিত্রহীন স্বামীর প্রতি ক্রোধ জাগে। স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

কথাএ বুঝাইয়া মরে বুলিল বিশেষ ঃ
কালিধএ গেল পাইয়া কর্ম্মার উদ্দেশ।
হাসাইলা দেবের সভা মখে নাই লাজ ঃ
লুকাইয়া আনিয়াছে করণ্ডীর মাঝ।

বলতে বলতে চণ্ডী দেবী যখন রাগে কাঁপছেন তখন পদ্মাবতী নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু চণ্ডী বিশ্বাস করবেন কেন। তিনি পদ্মাকে মারতে যান। পদ্মা গঙ্গাকে সাক্ষী মানেন। গঙ্গা চণ্ডীকে বারন করতে গেলে বিবাদ শুরু হয়ে যায় গঙ্গা - দুর্গায়। নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত ও পূর্ববঙ্গের অন্য অন্য কবিদের কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে কারও কাহিনী বয়ন এত সুনিপুণ এবং বাস্তবানুগ নয়। মনসাকে কেন্দ্র করে গঙ্গা-দুর্গার বিবাদ শুরু হয়ে যায়। এ বিবাদে দুর্গা, - শিব - শির-বাসিনী সতীনের

প্রতি মনের ঝাল মেটাতে থাকেন। গঙ্গা - দুর্গা দুজনাই দুজনার চরিত্র তুলে গালি দেন। মনসার প্রতি গঙ্গার পক্ষপাতিত্বের ফলে - দুর্গা মনসার উপর আরও ক্ষেপে যান এবং মনসাকে প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরিত করতে থাকেন। দুর্গার আঙুলের খোঁচায় মনসার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তখন মনসা বিষ দৃষ্টিতে দুর্গাকে দেখলে তিনি অচৈতন্য হয়ে ঢলে পড়েন।

নারায়ণ দেবের পুঁথিতে এ কাহিনী থাকলে ও বর্ণনা নেই। বিজয়গুপ্তের পুঁথিতে এ অংশের বর্ণনার সঙ্গে জানকীনাথের বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখা যায়। তবে গুপ্ত কবির বর্ণনা হতে পণ্ডিত কবির বর্ণনা আরও বাস্তব।

দেব খণ্ডের এ অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবির কাহিনী সজ্জায় পরবর্তী বণিক খণ্ডের কাহিনীর সঙ্গে এ অংশের যোগসূত্র আছে। কারন, বণিক খণ্ডে চাঁদ সদাগর এবং মনসার যে বিবাদ, তা মূলতঃ এখান থেকেই সৃষ্ট। সতীন গঙ্গা পতির শির - বাসিনী বলে দুর্গার ঈর্ষা জাগা স্বাভাবিক। মনসাকে কেন্দ্র করেই তা আত্ম প্রকাশ করে। ফলে এখানে যে দুটো শিবির তৈরী হয়েছে তার একটিতে দুর্গা এবং অন্যটিতে গঙ্গা ও মনসা। এই দুই শিবিরের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই চাঁদ - মনসার দ্বন্দ্ব। গৃহ বিবাদের মীমাংসা করতে পারেন নি বৃদ্ধ শিব ঠাকুর। তাই এই বিবাদে তার ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। পণ্ডিত জানকীনাথ এভাবেই তাঁর কাহিনী সাজিয়েছেন। ফলে অনিবার্যভাবে গঙ্গা - মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদে আমরা মধ্যযুগীয় সতীন যুক্ত পরিবারের একটি নিখুঁত দৃশ্য যেন দেখতে পাই।

গঙ্গা - দুর্গার বিবাদ বর্ণনায় দেখা যায় চণ্ডী গঙ্গাকে অসতী বলে গালি দিলে ঃ

> গঙ্গা বুলে কেনে আছ অসতী সমাজ ঃ
> তুমি সতী রহ গিয়া দেবের সমাজ।

বিবাদ বর্ণনা কালে কবি - মানস পটে বাংলা দেশের বিবাদ মানা দুই সতীনের চিত্র এত উজ্জ্বল ছিল যে তিনি এঁদের দেবীত্ব বিষয়ও ভুলে গেছেন।

এর পরের কাহিনীও সকল কবির পুঁথিতেই প্রায় এক। কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথের কাহিনীতে নতুনত্ব আছে। নারায়ণ দেবের বর্ণনায় নারদ গিয়ে শিবকে দুর্গার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন। বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় গিয়েছে চর, কিন্তু জানকীনাথের বর্ণনায় দেখা যায় দুর্গার আকস্মিক মৃত্যুতে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। সন্ধ্যাহ্নিক সেরে শিব গৃহে এলেন - তখনও তাকে খবর জানাতে সাহস পায়নি কেউ। দুর্গার অচৈতন্য দেহ দেখে শিব কারন জানতে চাইলে গঙ্গা তাঁকে সব জানান। তারপর শিব এবং দেবগণের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্বেও মনসা চণ্ডীর দেহ থেকে বিষ হরণ করেন। এ অংশে বিজয়গুপ্ত শিবের বিলাপ বর্ণনা করেছেন অনেকটুকু সময় নিয়ে। পণ্ডিত জানকীনাথ তা করেন নি।

অংশটুকু থেকে দুটো ছত্র উদ্ধৃত করতে হয় কবির বাস্তব জ্ঞানের প্রমাণ হিসেবে, প্রথমত ঃ চণ্ডীকে মৃত দেখে শিব শোক ও করছেন আবার —

> অলংকার চণ্ডীর খসাএ বারে বারে।

যে গেছে সে গেছে — যারা আছে অলংকার গুলো তাদের উপকারে আসবে — দরিদ্রের এই মানসিকতাই প্রকাশিত। সত্যিই তো, ধনী-দরিদ্র কয় জনেই বা স্বর্ণের মায়া ত্যাগ করতে পারে।

২য়ত ঃ চণ্ডীকে বাঁচাতে বললে পদ্মা অসম্মতি প্রকাশ করে বলেন ঃ

> ধনমাগি পঞ্চ বিয়া করাইম বাপরে ঃ
> আর আমি না জিয়াইম দুষ্ট চণ্ডীকারে।

কৌলিন্য - প্রথার ফলে নির্লজ্জ বহু বিয়ের মধ্যযুগীয় সামাজিক চিত্র প্রকাশিত। এরূপ বিয়ের সঙ্গে ধনের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। দেহের ভোগ ক্ষমতা না থাকলেও অনেক বুড়ো বিয়ের পিঁড়িতে বসতেন টাকার.বিনিময়ে। এছাড়া, 'মাগি' - শব্দের দ্বারা এও বোঝায় যে, বিয়ের ব্যাপারে বর্তমান যুগের মত ধন

দাবী ও করা হতো। বিজয়গুপ্ত এবং নারায়ণ দেবাদি কবির কাহিনীতে এরপর মনসার বিয়ে প্রসঙ্গ। কিন্তু পন্ডিত জানকীনাথ অন্যভাবে কাহিনী বুনেছেন। তার বর্ণনায় দেখা যায় দুর্গার ভয়ে শিবঠাকুর এ কন্যাকে গৃহে রাখতে সাহস করলেন না। তাই তাঁকে রেখে এলেন সুমেরু শৃঙ্গে। মনসার একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন বলে এ সময় কবি নেতার জন্ম কথা বর্ণনা করেছেন। জন্মের পর শিব নেতাকে মনসার নিকট রেখে আসেন মনসার একাকীত্ব দূর করতে। নারায়ণ দেবের পুঁথিতে মনসার আগে নেতার জন্ম।

মনসা সখীতুল্যা একজন ছোট বোন পেলেন। কিন্তু নির্জন সুমেরু শৃঙ্গে কাজ-কর্ম হীনা দুজন মেয়ে আর কতদিন একা থাকতে পারেন। তাই মনসা নেতাকে বললেন ঃ

এতেকে এখানে থাকি কুনু কার্য্য নাই ঃ
চল দুইজনে মিলি ভুবন বেড়াই।

দুজনে মিলে ত্রিভুবনের তীর্থাদি ভ্রমন করলেন। বিভিন্ন নদ-নদী এবং সাগরে পুন্য স্নান করলেন। মনসার একাকীত্বের ক্লান্তি দুর করতেই এ অংশ রচিত হয়েছে। তারপর মনসা বিয়ের দাবীতে কঠোর তপস্যায় দেহক্ষয় করতে থাকেন। এ জন্য প্রজাপতি তাঁর নাম দিলেন জরৎকারী। *

মনসা যৌবনে যোগিনী। ভোলানাথ মেয়ের বিয়ে বিষয়ে নির্বিকার। নারায়ণ দেবের পুঁথিতে শিব মেয়ে বিয়ে বিষয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ করেন। বিজয়গুপ্তের কাহিনীতে নারদের সঙ্গে, কিন্তু জানকীনাথের চিন্তা অভিনব। তাঁর উদ্দেশ্য নির্বিকার ভোলানাথকে মেয়ে বিয়ের বিষয়ে অন্য দেবতাদের দিয়ে বলাবেন। প্রথমে তপস্যায় মনসা নিজেই ব্রহ্মার স্বীকৃতি আদায় করে নেন। মনসার প্রতি দেবতাদের নজর পড়ার কারন হিসেবে কবি সমুদ্র মন্থনের কাহিনীকে গ্রহন করেছেন। অর্থাৎ সমুদ্র মন্থনে বিষপানে বিশ্বনাথ অচৈতন্য হয়ে পড়লে দেবতারাও কিংকর্তব্য বিমূঢ়। সকল দৈব শক্তিই বিশ্বনাথের চৈতন্য সম্পাদনে অক্ষম। একমাত্র বিষহরিই পারেন মহাদেবের বিষহরণ করে বিপদে দেবতাদের মুক্তি দিতে। তিনি তা করলে তাঁর মহত্ব প্রতিষ্ঠা পেল। তখন দেবতারা মনসার - মঙ্গল চিন্তার সঙ্গে বিয়ে বিষয়েও চিন্তা করেন, মহাদেবকে নির্দেশ দেন মেয়েকে বিয়ে দিতে। এর পর মনসার বিয়ে। সুতরাং দেখা যায়, পন্ডিত জানকীনাথের কাহিনী বাস্তব বিশ্বাস - যোগ্যতার মাধ্যমে সজ্জিত।

** সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীর ছায়াতেই এ অংশ রচিত হয়েছে।*

কবির বর্ণনায় বাস্তবতার প্রমান ঃ শিবকে বাঁচাতে নারদ মনসাকে নিয়ে আসেন। মনসা এসে পিতাকে অচেতন দেখে প্রথমে চন্ডী ও পরে স্বার্থপর দেবতাদের এক হাত নেন। চন্ডীকে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে বলেন যে, চন্ডী তো তাঁর (মনসার) বাপের পরাণ - তবে এখন কেন স্বামীর কল্যাণ চিন্তা করছেন না। চন্ডীর ডরেই বাপ তাঁকে কন্যা বলে পরিচয় দিতে পারতেন না। তাই মনসা অভাগিনী হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। তারপর অন্য সময়ে শিবকে, 'ভাঙড়া' বলে যে, গালি দিতেন এবং পিতা গিরিরাজের ধন-দৌলত নিয়ে যে 'গর্ব' করতেন - তা ফিরিয়ে শুনিয়ে বলেন ঃ

কি চাইয়া রহিছ আর তাঙ্গড়া শিবরে ঃ
এবং ঃ কুনু কালে তর বাপ দারিদ্র্য দুষ নাই। — ইত্যাদি।

দেবতাদের উদ্দেশে বলেন ঃ

সাগর মথিয়া রত্ন নিলা জনে জনে ঃ
সকল বাটিলা বিষ না বাটিলা কেনে।

এ বিপদে মনসাই পারেন রক্ষা করতে। মনসাকে দেখে সবাই আশ্বস্ত হলেন। তাই মনসার কটু বাক্যে

কেউ কোন কথা না বলে হেট মাথায় বসে থাকেন। তর্জন, গর্জন করে রোষে পদ্মা যখন চলে যাবার উপক্রম করেন তখন ঃ

পার্বতী আসিয়া ধরে মনুসার রথে ঃ

মনসার রথ ধরে পার্ব্বতী বিনয় করে বলেন ঃ

ঝিএ নি মায়ের দুষ লএ কুনু দিনে।

এরপর মনসার আর দুঃখ থাকার কথা নয়। কারন পার্বতীর এ উক্তির মাধ্যমে মনসা যে স্বীকৃতি পেলেন তা সকল দুঃখের সান্ত্বনা। জীবিত মহাদেব পার্বতীকে বলে বিশ্বাস করাতে পারেন নি যে, মনসা তাঁর কন্যা। আজ নিজে মরে পার্বতীর মুখ দিয়েই তা বের করান। এবার মনসা বিষ কেড়ে বাপকে বাঁচিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী যেমন মরিয়া প্রমান করিল যে, সে মরে ও মরে নাই, তেমনি শিব ঠাকুরও মরিয়া প্রমান করিলেন যে, তিনি মনসার বাবা এবং পার্বতী হলেন মনসার মা।

যা হোক, উপযুক্তা কন্যাকে এখনো পাত্রস্থ করেন নি বলে দেবতারা মহাদেবকে অনুযোগ দিলে মহাদেব লজ্জিত হন এবং —

প্রতির্জ্ঞা করিল শিব দেবের গুচর ঃ

বিনে কর্ন্না বিয়া দিয়া না যাইম ঘর।

জানা গেল যে, জরৎকারু মুনি অবিবাহিত। শিব স্থির করলেন ঃ

যদি মনি পুত্রে মর কর্ন্না করে বিয়া ঃ

পঞ্চ হরিতকী দিয়া দিম উছর্গিয়া। - এবং -

তিনি নিজেই জরৎকারু মুনির নিকট গেলেন। জরৎকারু মুনি তাঁর শর্তাদি জানালে — শিব তা স্বীকার করেন। ফলে বিয়ের ব্যবস্থা হলো, বিজয়গুপ্তের পুঁথিতে বলা হয়েছে - কামদেবের শরে জরৎকারু মুনির দেহে কাম সঞ্চার করা হয়েছে। এটা ঠিক মানা যায় না। কারন পুরাণ - সিদ্ধ রস ভাঙার অধিকার শিল্পীর থাকে না। এদিক থেকে পণ্ডিত কবি অনেক সচেতন শিল্পী। তিনি কাহিনীর সংস্কৃত মহাভারত অনুসারী সিদ্ধান্ত ঠিক রেখেছেন। অপর দিকে কাহিনীতে বাস্তবতা ও রক্ষা করেছেন। নারায়ণ দেবের পুঁথিতে কাহিনী পুরাণানুগত।

মনসার বিয়েতে দেবতারা মনসাকে যৌতুক দিয়েছেন। এ অংশ বিজয়গুপ্ত বা নারায়ণ দেবের কাহিনীতে নেই। তবে নারায়ণ দেবের কাহিনীতে শুধু শিবের যৌতুক দানের কথা আছে, কিন্তু শিব যে সব যৌতুক দিয়েছেন তা দরিদ্র শিবের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে মিলে না। অবশ্য দেবশক্তি স্বীকার করলে বলার কিছু থাকে না। এ ব্যাপারে পণ্ডিত জানকীনাথ অনেক বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেক দেবতাই নিজ নিজ মত যৌতুক দান করেছেন। কোথাও অলৌকিকতার ছোঁয়া নেই। এছাড়া - এ অংশের মাধ্যমে কবির সামাজিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরের কাহিনী গতানুগতিক। তবে বর্ণনার স্থানে স্থানে কবি স্বভাবের বস্তুনিষ্ঠা প্রকাশিত। যেমন — 'সূর্য' নামে এক মুনি নদীতে স্নানরতা মনসাকে দেখে মদন পীড়িত হয়ে রতি প্রার্থনা করেন। পদ্মা নেতার কাছে গিয়ে সতীত্ব রক্ষার বুদ্ধি চান। নেতার সঙ্গে মনসার কথোপকথনে বাংলাদেশের রমণীদের সতীত্ব চিন্তা - প্রকাশিত।

২য়ত ঃ, জরৎকারু মুনির ঘুম ভাঙাতে গিয়ে মনসার মনের দো-টানা ভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত। এই সৌন্দর্য গ্রাম্য - সরল উক্তিতে ঃ

সৈন্দাকালে নিদ্রা কৈলে বড় হএ দুষ ঃ

ঘুম ভঙ্গ হৈলে মনি করিবেন রুষ।

সাত পাঁচ পৌদ্মাবতী ভাবিয়া তখনে ঃ

মনিরে জাগায়ে পৌন্ধা ধরিয়া চরণে।

যে সকল সামাজিক বিশ্বাসের হাওয়ায় মানুষ বড় হয় সেগুলো কুসংস্কার হলেও ছাড়াটা সহজ ব্যাপার নয়। মনসা থাকতে পারলেন না স্বামীকে না জাগিয়ে। কারন, - সামাজিক শিক্ষা ঃ

সৈন্দ্যাকালে নিদ্রা কৈলে বড় হএ দুষ ঃ

ওয়ত ঃ, — জরৎকারু মুনির গৃহত্যাগ কালে মনসার রোদনে দুটো দিক প্রকাশিত। (ক) মনসার গৃহাশ্রমের সাধ মেটে নি। এ জীবনে মনসা সুখের মুখ দেখেনি। (খ) শুধু তাই নয় — পুত্র না হতে পতি ছেড়ে গেলে পরজন্মে ও জল-পিণ্ডের আশা নেই। অর্থাৎ - পরজন্মে ও দুঃখ ভোগ করতে হবে। ভারতীয় শিক্ষা ঃ

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। পুত্র - এ জন্মে বার্ধক্যের অবলম্বন এবং পর জন্মের জল-পিণ্ডের উত্তরাধিকার। মনসার বিলাপে এই সনাতন বিশ্বাসই প্রকাশ পেয়েছে। মনসার ভাষায় ঃ

সুখ ভুগ না করিলু ঃ গৃহবাসে না বঞ্চিনু ঃ
নাহি গেল মনের সন্তাপ ঃ
....
পুত্র হৈতে অবিলাস ঃ জল পিণ্ডের আশ ঃ
চিন্ত মুনি তাহার উপাএ ঃ — ইত্যাদি।

মুনির কৃপায় মনসার ছেলে হয়েছে, কিন্তু জন্মের পরই ছেলে বাবার সঙ্গে তপস্যায় চলে যায়। আবার মনসা একা - মনসার কেউ নেই, কিছু নেই।

মোট কথা, পণ্ডিত জানকীনাথের কাহিনী বয়ন অনুসরণ করলে বোঝা যায় 'দেব খণ্ডের' পরিণতিতে মনসার কুলীন কন্যা সুলভ একাকীত্ব ও রিক্ততা দেখানোই কবির উদ্দেশ্য। শুধু উদ্দেশ্য অনুসারি ঘটনাগুলো ব্যতীত অন্য সব অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী তিনি বর্জন করেছেন। ফলে কাহিনীতে এসেছে দ্রুততা এবং বিশ্বাস যোগ্যতা।

এছাড়া, দেব ও বণিক দুটো খণ্ডকে একই কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে যুক্ত করেছেন। সব কিছু হারিয়ে মনসা আবার পিতৃভবন উদ্দেশে যাত্রা করেন। অপর পক্ষে, নারায়ণাদি পূর্ব-বঙ্গের কবিগণ মনসা-মঙ্গল কাব্য লিখলেও কেউ এমন সুচিন্তিত কাহিনী বিন্যাসে সফল হন নি। পণ্ডিত জানকীনাথের রচনার মত এমন গল্প রস কারও লেখায় জমেনি। তাই বলতে হয়, মুকুন্দরামের মত এ কবিও ঔপন্যাসিক স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। এ যুগে জন্মালে ইনিও হয়তো কাব্য না লিখে উপন্যাসই লিখতেন।

কবির মানস-ভাবনার রূপায়ন ঘটে কাহিনী বয়নে। দেব খণ্ডে কবির মানস ভাবনার উপসংহার করে বলতে হয় - পদ্মার জন্ম, চণ্ডীর হিংসা, বিয়ে, পদ্মাকে ছেড়ে পতি পুত্রের তপস্যায় গমন এবং মনসার পিতৃ গৃহে প্রত্যাবর্তন - এগুলো মধ্যযুগীয় কুলীন - কুল-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুফলে তৎকালীন সমাজের — সমস্যা বই আর কিছু নয়। কবি পদ্মার ব্যর্থ - জীবনের আলোকে সামাজিক এই সমস্যাই চিত্রায়িত করেছেন। কুলীন - কুলের সাক্ষী হলেন শিবঠাকুর। সর্বহারা কন্যার দুর্দিনেও বাপের ঘরে ঠাঁই হলো না। কারণ, ঘরে — 'বৃদ্ধস্য যুবতি ভার্যা'। এ চিন্তার রূপায়ণান্তেই —

'দেবখণ্ড সমাপ্ত জানকীনাথে গাএ'।

(আ) বণিক খণ্ডে

পতি-পুত্র পরিত্যক্তা মনসা কৈলাসে যাচ্ছেন পিতাকে পোড়া কপালের কথা জানাতে। পথে পশু সখা মুনির আশ্রম। আশ্রমে আছে পাখির দু'টি ছানা। ওগুলো মুনির পুত্র তুল্য। মনসার নাগে ছানা দু'টিকে খেয়ে ফেল্লে ক্রোধে মুনি মনসার সঙ্গে বিবাদ মানসে দেহত্যাগ করেন এবং চন্দ্রধর রূপে জন্ম গ্রহণ করেন — বণিক খণ্ডের শুরু।

চন্দ্রধরের জন্ম হতে বিয়ে পর্যন্ত কাহিনী সূত্রাকারে বলা হয়েছে। তারপর কাহিনী বোনা হয়েছে বণিক - খণ্ডের নির্দিষ্ট ছকে। নির্দিষ্ট ছকে কাহিনী বুনলেও দেবখণ্ডের মতই ভাব - ভাবনায়, রূপায়ণে জীবন বোধের অভিনবত্বে কবির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। রূপায়িত ভাব দেখে মনে হয় শিবঠাকুরের পারিবারিক বিবাদের জের হলো চাঁদ - মনসার বিবাদ। *

সদাগর যখন লক্ষীপুরে বাণিজ্যে ছিলেন তখন সনকা দেবী ঘটনাক্রমে জালু-মালুর ধন-জন প্রাপ্তিতে মনসার দৈবী শক্তির খবর পেয়ে মনসাকে এনে নিজপুরে স্থাপন করেন। দুর্গা তা সহ্য করতে পারেন নি। তাই তিনি সদাগরকে মনসা বিদ্বেষী করে তোলেন। লক্ষ্মীপুরে সদাগরকে দুর্গা স্বপ্নে বলছেন —

অবুদ সুনুকা দেবী মায়া নহি বুজে ঃ
ঘরের ভিতরে রাখি ডাকিনীরে পূজে।
এই অলক্ষিনী কর্ন্না কন্দলী ধাঙ্গুড়ি ঃ
বিপরীত দেখিয়া স্বামী এ গেছে ছাড়ি।
বাপনাই - মায়নাই নাই জাতিকুল ঃ
সেবিলে ডাকিনী পৌদ্যা সর্ব্বংশে নির্মূল।

স্বপ্ন দেখে সদাগর তা বিশ্বাস করেন। কারন, - 'পার্ব্বতী বলিলা যেই অর্ন্নথা না হএ'। তাই বাড়ি ফিরে আসেন এবং মনসার ঘট ভাঙ্গেন - শুরু হলো চাঁদ মনসার বিবাদ। সদাগর-পুতুলের সূত্রধার হলেন স্বয়ং পার্বতী।

** বিশ্লেষণ মনসা এবং চাঁদ সদাগরের চরিত্র আলোচনায়।*

যা হোক, — নেতাকে নিয়ে মনসা কৈলাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে নদী পড়ে। খেয়াপার হতে গিয়ে জালু-মালুকে কৃপা এবং প্রত্যক্ষে দেবী বলে তাঁর খ্যাতি। দেবী মনসার খ্যাতি শুনে সন্তানহীনা সনকা দেবী পুত্র কামনায় জালু-মালুর কাছ থেকে মনসার ঘট এনে নিজপুরে স্থাপন করেন।

এ অংশে দুটো দিক উল্লেখ করার মত ঃ-

(ক) জালু-মালুর চরিত্র সৃষ্টিতে অভিনবত্ব।
(খ) সনকা চরিত্রের বীজ বপন। *

উপযুক্ত স্থান-কালে স্থাপন করে পাত্রোচিত ভাষায় চরিত্র সৃষ্টিতে পণ্ডিত জানকীনাথ যে কতটুকু সুনিপুণ তা দেখা গেছে দেব খণ্ডের আলোচনাতেই। জালু-মালুর চরিত্র সৃষ্টিতেও কবির অনুরূপ কৃতিত্ব দেখা যায়। যেমন — ঘাটে এসে মনসা দেখতে পান নৌকায় 'জালুএ জাল বাএ'। মনসাদেবী বললেন তাঁদের পার করে দিতে। জালু-মালু জানালো যে, তারা খেয়া দেয়না। তদুপরি, দু'জন পুরুষের সঙ্গে দুজন রমনীর নৌকায় চলাতো অনুচিত কাজ। নেতা ধমক দিলে তারা জোড় হাতে বলে —

'পরিচয় পাইলে পার করিবারে পারি'। পদ্মাবতী নিজেকে মহাদেবের কন্যা বলে পরিচয় দিলেও দু'ভাই আবার বলে —

পর্ত্তয় পাইলে জানি পর্ত্তয় সকল।

মহাদেবের মেয়ে বলে পরিচয় দিলেই হলো। তদনুরূপ প্রমান না পেলে অলৌকিকতায় বিশ্বাসী সাধারণ জেলে মানুষগুলো তা বিশ্বাস করবে কেন। জেলেদের সরলতা কত সহজে স্বাভাবিকত্ব লাভ করেছে। তদুপরি সামাজিক ভয় ও তো আছে। ঠিক ঠিক পরিচয় না পেলে, শিবকন্যা বলে প্রমাণ না পেলে দু'জন মেয়েকে নৌকাতে পার করে সামাজিক দণ্ডের ভাগী হতে যাবে কেন।

প্রমাণ সংগ্রহের জন্য নদীতে জাল ফেলতে বললেন মনসা। জালু-মালু জাল ফেলে। তারপর —

ঘনে ঘনে টান মারে দড়িতে ধরিয়া ঃ

সঙ্কেত পাইয়া জাল পালাইল তুলিয়া।

নদীতে জাল ফেলে তাতে কিছু একটা পড়ার সঙ্কেত পেয়ে দড়ি ধরে টানা ও জাল তোলা, 'জালুয়ার - জাতি'র এই চিত্রটি কতই না জীবন্ত। জাল তুলে তারা একটি ঘট পেলো। ঘট। হাঁ দেবখণ্ডে মনসার পূজা করেছিলেন হালুয়া ব্রাহ্মণ। তাঁর বিসর্জিত মনসার ঘট পেয়ে গেলো জালু-মালু। তারপর মনসা দু'ভাইকে প্রার্থিত বর ধন-জন দিয়ে তুষ্ট করেন। ফলে 'প্রত্যক্ষে দেবতা' রূপে মনসার খ্যাতি প্রচারিত হয়।

** আলোচনা ও প্রমান সনকা চরিত্র প্রসঙ্গে।*

'পঞ্চ বণিক প্রধান' — চন্দ্রধর বণিকের ঘরনী সনকা দেবী সন্তান হীনা। 'প্রত্যক্ষে দেবতা' — মনসার কথা তিনিও শুনতে পেলেন। শুনে সন্তান কামনায় মনসা পূজা করতে তাঁর বাসনা হলো। তাই তিনি সখীকে পাঠালেন জালু-মালুর কাছ থেকে মনসার ঘট নিয়ে আসতে। জালু-মালু ঘট দিতে চাইবে কেন! দেখা যায়, সখী এসে সনকার আদেশ জানালে,

জালু-মালু বলে, আমি কারে নাড রাই ঃ

একথা কহ গিয়া সুনুকার টাই।

একথা শুনে সনকা নিজেই এবার এলেন। সনকার আগমনে ভীত-সন্ত্রস্ত জেলে ভাইরা —

বিদ্যমানে দাঁড়াইল ঘট মাথে করি।

জমিদার ভীত, গ্রামের সাধারণ লোকের চরিত্রের কি স্বাভাবিক প্রকাশ। এরা পেছনে রাণীকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখায়, কিন্তু সামনা-সামনি হলে এদের আনুগত্য দেখে কিছুতেই তা বোঝা যায় না — যায় নি জালু-মালুর ক্ষেত্রেও। সনকার আগমন বার্তা পেয়ে দু'ভাই ঘট মাথায় করে এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো।

এরপর সনকা কি ভাববে বা ঘট দিয়ে ঘরে এসে দু'ভাই-ই বা কি ভাববে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেভাবে ঘট মাথায় করে কৃতাঞ্জলিপুটে দু'ভাই ঘট দিয়ে গেল তাতে ভয় এবং ক্ষমার আবেদন দুই-ই ছিল। মাত্র কয়েকটি ছত্রে আমরা যে জালু-মালুকে পেলাম তারা গ্রামের ঐ শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি। অনুরূপ আরেকটি উদাহরণের প্রেক্ষাপট এরূপ — ওঝা ধন্বন্তরি বসে আছেন, মনসার চর নেতা গোয়ালিনীর ছদ্মবেশে বিষ - নাড়ু বেঁচতে এসেছে। উদ্দেশ্য ওঝার প্রাণনাশ। ওঝার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে —

লাড়ু লৈবা লাড়ু লৈবা ডাকে ঘনে ঘন ঃ

শুনে ওঝা গোয়ালিনীকে ডাকেন। লাড়ু দেখে দাম জিজ্ঞেস করেন। গোয়ালিনী লক্ষ মুদ্রা দাবী করে। তখন —

হাসিয়া গাড়ুরি ওঝা বলে গয়ালিরে ঃ

লখের মলু ধনি না করি তুমারে।

লাস্যময়ী সুন্দরী যুবতীর কাছ থেকে সওদা করতে পুরুষ মাত্রই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করবে। তদুপরি, রসিক লোক হলে একটু রসিকতার লোভ জাগাও স্বাভাবিক। বেরসিক লোক হয় তো যুবতীর দোকানেই যাবে না। তাকে আমরা অবাস্তবই বলবো। কবির লক্ষ্য স্বাভাবিক মানবিক গুনের প্রতি। ওঝা চরিত্রের এই দিকটিই উন্মোচিত হয়েছে। তাই গোয়ালিনী দ্রব্য মূল্য লক্ষ্য মুদ্রা দাবী করলে ওঝা হেসে বলেন যে, তিনি তো গোয়ালিনীর মূল্যও লক্ষ মুদ্রা মনে করেন না। বোঝা যায়, সওদা থেকেও বিক্রেতা

রমনীর মূল্যই বেশী। চরণ মাত্র দুটি, কিন্তু হাস্যরসাশ্রয়ী চিত্রটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।

গতানুগতিক কাহিনীতেও নতুনত্ব দেখা যায় সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার কারন নির্ণয়ে। সদাগর বাণিজ্যে যেতে চান। উদ্দেশ্য ধনোপার্জন। ধনোপার্জনের গুরুত্ব বিষয়ে তিনি সুমাই পণ্ডিতকে বলছেন যে, পুরুষকে অবশ্যই এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। কারণ —

ধন না থাকিলে কর্ম্ম কিছুই না হয়।

আমরা জানি, "দারিদ্র্য - দোষ ঃ গুণরাশি নাশী"। — কবির ভাষায় —

সহস্রেক গুণ যদি পুরুষেত বৈশে ঃ
সে সকল গুণ হরে নিদ্ধনের দুষে।
বাপে-মাএ গুরু জনে করে তিরস্কার ঃ
লুকেত মার্ন্নতা কিছু নাহিক তাহার।
ভার্য্যা - পুত্র কর্ন্নাএ না করএ অপেক্ষা ঃ
সেবক দাসীএ বার্ক্যে নহি করে রক্ষা।

শুধু তাই নয়, বংশ - মর্যাদা থাকলেও নিধন হলে সামাজিক মর্যাদা পাওয়া যায় না। কবি বলছেন —

চন্দ্রসম বংশ যদি বিশেষ গৌরব ঃ
নিদ্ধন হহিলে সে যে পাত্র পরাভব।

অপর পক্ষে —

ধন হৈলে সেই জন হয়ত পূজিত ঃ
লুকে পূজা করে তারে দেখিয়া বিদিত।

এসব কারনে ধনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তবে ধন উপার্জন করতে পারে কে? শাস্ত্রে বলা আছে — "উদ্‌যোগীনং পুরুষ - সিংহমুপৈতি লক্ষ্মী ঃ। কবির ভাষায় —

হেন জানি পুরুষ সিংহ যেজন হএ
প্রথি দিনে দিনে ধন করিব সঞ্চএ।

ধনের প্রয়োজন কার? — নির্ধনের, চাঁদ সদাগর তো ধনবান। তাঁর ধনের প্রয়োজন কি? সূক্তি রত্নাবলীর একটি সূক্তি হলো, 'চলচ্চিতং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্ — চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বিশ্বাস নেই। তাই ধন বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। অপর দিকে —

বসিয়া খাইলে ধন অবশ্ব ফুড়াএ ঃ
নিতি নিতি পৃথিএ সমদ্র জল শুষে।

মানুষতো দৈবাধীন। কখন কি হয় বলা যায় না। প্রমান —

কুবের দরিদ্র হএ অতি দৈব দুষে।

তাই ধনোপার্জন করে ধন বাড়াতে হবে।

ধনের মহিমা কীর্তিত হলো। কবি কিন্তু ভোলেন নি যে, অর্থ অনর্থের মূল — যদি না ধনবানের কর্তব্য বোধ, মানবিকতা প্রভৃতি সজাগ থাকে। সদাগর তেড়া দামোদরকে জানাচ্ছেন যে, উপার্জিত ধন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে খরচ করবেন। যেমন —

---

* *অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, তিনবঙ্গের কোন - কবির কাব্যেই কাহিনীর এ অংশ নেই।*

এক অংশ সঞ্চয় করিব যত্ন করি।

এবং অন্য অন্য অংশে —

মাতৃ সেবা পিতৃসেবা করিব সর্বথা ঃ
বন্ধুগন তুষিব দারিদ্র্য থাকে যথা। - ইত্যাদি

মঙ্গল কাব্য মানুষের মঙ্গল করে। এ বিশ্বাসেই গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো মঙ্গল কাব্য পাঠ করেন, শুনেন এবং রক্ষা করেন। মঙ্গল কাব্যের মঙ্গল উৎস দ্বিবিধ - দৈবী দিক এবং কবি-শিক্ষার দিক। সাধারণ ভক্ত মঙ্গল কারিণী দেবীশক্তির প্রতি বিশ্বাস সূত্রে এই কাব্য পাঠ করে কবি উপলব্ধ জীবন সত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তাই কবি-শিক্ষার দিকটিই মঙ্গল কাব্যের যথার্থ মাঙ্গলিক দিক। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা উপলক্ষে কবি তাঁর চারপাশে বসা গ্রামের সরল মানুষ গুলোকে জীবনে ধনের প্রয়োজন এবং ধনের সার্থকতার দিকটি সুনিপুণ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে যে, অর্থই অনর্থের মূল। তেমনিই স্বীকার করা হয়েছে চতুর্বর্গকে। চতুর্বর্গের দ্বিতীয় বর্গটি হলো 'অর্থ'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মত ত্যাগী পুরুষই বলতে পারেন, 'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা', কিন্তু সাংসারিক মানুষের পক্ষে টাকা তথা ধন পরমার্থ না হলেও অপরিহার্য। ধন না থাকলে সুখ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা কোনোটাই লাভ করা যায় না। ধনের ভারতীয় শাশ্বত চিন্তা, সে চিন্তার সুচিন্তিত সমর্থন এবং কাব্যে নিপুণ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ-শিক্ষা-প্রভৃতি বিষয়ে কবি ঐতিহ্যবাহী। আবার, কাব্য-কায়ায় যথোপযুক্ত সংযোজন ও সরল বর্ণনে কবি যে কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন মনসামঙ্গল শাখায় সত্যিই তা অভিনব।

সদাগরের বাণিজ্য যাত্রা থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত কাহিনী, কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও গতানুগতিক। পণ্ডিত জানকীনাথ ঐতিহ্যবহ উপন্যাসমনস্ক শিল্পীকবি, তাই তাঁর গতানুগতিকতা নিছক অন্ধ অনুসরণ নয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ— চাঁদ মনসার বিবাদে চণ্ডী সদাগরের পক্ষে। শেষ পর্যন্ত কালিদহে চণ্ডী সদাগরের নৌকার হাল ছেড়ে দিয়ে আসেন। এই গতানুগতিক কাহিনীই কবি ভাবনায় নবমানতা লাভ করেছে। চণ্ডী দেবী মোট দু'বার নৌকার হাল ধরেছেন — একবার সরযূনদীতে এবং অন্যবার কালিদহে। প্রথমবার স্বামীর চরিত্র পরীক্ষা করতে এবং দ্বিতীয়বার কালিদহে — শিষ্য পুত্রের প্রাণ রক্ষা করতে। সরযূনদীতে চণ্ডী দেখেছিলেন যে নির্জন নদীবক্ষে শিবঠাকুর কামাতুর হয়ে তাঁর সঙ্গে কুব্যবহার করেছিলেন। ফলে চণ্ডী শিবের চরিত্র বিষয়ে শোনা কথার সাক্ষাৎ প্রমান পেলেন।

আজ কালিদহে চাঁদের কাণ্ডার ধরাতে শিবঠাকুর এসে তিরস্কার করলে চণ্ডী লজ্জায় সদাগরকে ত্যাগ করে চলে যান। সদাগর 'ভবানী ভবানী বলে ডাকে উসর্চরায়।

কিন্তু — ফিরিয়া না চাএ চণ্ডী লাজের কারন।

কেন! 'লাজের কারণ' কি? চণ্ডী যে সদাগরের পক্ষে তাতো ভোলানাথের জানা। আসলে, চণ্ডী পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানেন যে, কালিদহের নির্জন সাগর বক্ষে অন্য পুরুষের হাল ধরাটাকে পতি দেবতা ভাল চোখে দেখতে পারেন না। তাই চণ্ডীর লাজ। 'কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন।' যাঁর নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা নেই তিনিতো কারো চরিত্রে বিশ্বাস করতে পারেন না। দেখা যায়, ভোলানাথ ক্ষেপেছেন তখন, যখন মনসা চণ্ডীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন ——

লাজনাই লজ্জানাই বড়ই দুর্ব্বার ঃ
তুমা ছাড়ি ধরে চণ্ডী অন্য ভাতার।

শব্দ কুশলতার মাধ্যমেও কবি অনুরূপ পরিবেশ সৃজন করেছেন। যেমন — চণ্ডী হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে থাকলে সদাগর 'ভবানী ভবানী' বলে ডাকতে থাকেন। বিপদ কালে 'মা' — ডাকই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্বোধনে দুবার 'ভবানী' শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে কবি পরিবেশটিতে একটু রোমান্টিকতা সৃষ্টি করেছেন। সদাগরের এই ভবানী ডাক মহাদেবের সন্দেহকে উস্কে দিতে, চণ্ডীর লজ্জাকে গাঢ়ত্ব ও গমনকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে।

সরযূ নদীতে হাল ধরে স্বামীর চরিত্র বিষয়ে চণ্ডীর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কবি তাকেই এক্ষেত্রে চণ্ডীর

লাজের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। ফলে কাহিনীর কার্য কারণহীন গোঁজামিলের ক্ষেত্রে পণ্ডিত জানকীনাথের আধুনিক ঔপন্যাসিক সুলভ মানসের পরিচয় পাওয়া গেল। আবার, সদাগরের প্রতি চণ্ডীর আনুগত্যকে কু-সম্পর্কজাত দুর্বলতা ভেবে যেদিন শিব ঠাকুর চণ্ডীকে তিরস্কার করলেন, সে দিনই তিনি সদাগরকে ত্যাগ করে গেলেন। কারণ, তিনি যে এই বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের সতী ঘরণী। পুরুষ শাসিত মধ্যযুগীয় বঙ্গ রমনীর সতীত্ব ছিল কাঞ্চন মূল্য। তাকে রক্ষা করতে হতো অতি সতর্কতার সঙ্গে। নচেৎ পতি চরণাশ্রয়চ্যুত হবার ভয় ছিল। তাই চণ্ডী ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁর লাজ পতি পুত্র দু'য়েরই কাছে। ঐতিহ্য অনুসরণ করেও নির্দিষ্ট দেশ কালের সীমায় এই যে কাহিনী ভাবনা, তা তো একমাত্র মননশীল সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব। শুধুই ভক্ত কবির নিকট এরূপ শিল্প পরিণতি আশা করা যায়না। মনসা-মঙ্গল ধারায় তিন বঙ্গের কোন কবির পক্ষেই তা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ চণ্ডীকে সদাগরের জীবন তরীর হাল থেকে সরিয়ে আনার ঘটনাটিকে এমন বাস্তব ও শিল্প সুন্দর রূপ দান এবং এরূপ রস পরিণতি ঘটাবার জন্য সরযূ নদীর ঘটনার সঙ্গে কালিদহের ঘটনার মেল-বন্ধন, মনসা মঙ্গলের অন্য কোন কবির পক্ষে সম্ভব হয় নি।

লখাই-এর বিয়ে উপলক্ষে কাহিনী রূপায়ণে কবির মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এ অংশে কবির সমন্বয়বাদী মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। যে কোন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানেই সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন — তা এ কালেই হোক বা সেকালেই হোক। শ্রম বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ - ক্ষত্রিয় - বৈশ্য - শূদ্র সকলেরই প্রয়োজন। সত্যিই তো, যাঁর কাজ, তিনি তথাকথিত উচ্চ-নীচ যে কোন জাতেরই হোন, তাঁরতো অন্য সকলকেও দরকার। আজ যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়ীতে কাজ করছেন কাল আবার তার বাড়ীর উৎসবে তো সেই শূদ্রেরও দরকার হবে। এভাবে সমাজে হৃদয়ের যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার নাম সামাজিক বন্ধন। সমাজের সকলের আনন্দ মিলনেই তো অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হয়। চম্পকের নাথ চাঁদ সদাগরের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে তাই দেখা যায়, সদাগর সমাজের সকল শ্রেণীর লোককে ডেকে এনে শুভ সংবাদ জানিয়েছেন এবং যথোপযুক্ত কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। পণ্ডিত জানকীনাথ সামাজিক সাম্যের এ দিকটিই রূপায়িত করেছেন সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ঔপন্যাসিক দ্রুততায়।* বর লখাই এর সঙ্গের বরযাত্রীদের মিছিল দেখলেও অনুরূপ সমন্বয় বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি কঙ্কন গুজরাট নগর পত্তনের মাধ্যমে যেমন আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচয় দান করেছেন, এক্ষেত্রে পণ্ডিত কবির ও অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ-কাল রাজনৈতিক মিছিলে যেরূপ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিকের মিলন দেখা যায়, তেমন দেখা যায় লখাই এর বরযাত্রীদের মিছিলেও। সকল শ্রেণীর বরযাত্রীর সঙ্গে মুসলমান বরযাত্রী ও ছিল। যেমন —

মোগল পাটান চলে, সৈদ-সেক আদি ঃ
মলুনা সকলে চলে বড় বড় কাজি।**

** নারারণ দেব, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশী, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ এবং জগজ্জীবন ঘোষাল এঁদের কারো কাব্যে অনুরূপ বর্ণনা নেই। তন্ত্র বিভূতির কাব্যে দেখা যায় যে, তিনি নগরের কামারদের ডেকে 'লোহার ঘেড়' বানাতে বলেন। তা হয়ে গেলে সাজানোর জন্য আনান মনাই চিত্রকরকে। তারপর বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য ডাক পড়ে দৈবজ্ঞের - এ পর্যন্তই পণ্ডিত জানকীনাথের মত সমন্বয় বাদী মানসিকতার পরিচয় নেই এতে।*

*** বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের তিক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর প্রতি মুসলমান কর্মচারীদের নির্যাতনের বর্ণনা করেছেন কবি —*

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।

কার পৈতা ছিড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে।।

তাছাড়া দেখা যায় যে, রাখাল বালকেরা মনসার ঘট পেতে পূজো করলে তাদের উপরও নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়েছে।

মধ্যযুগের একজন কবির পক্ষে এরূপ মিছিল বের করানো সত্যিই দুঃসাহসিক কাজ। জানকীনাথের মুক্ত মন সংস্কারের দাসত্ব করেনি। ফলে জয়ী হয়েছে তাঁর শিল্পী মন। এদিক থেকে এ কবি চির আধুনিক।*

এবার উল্লেখ করতে হয় রমনীগণের পতি নিন্দার কথা, অংশটুকু মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। এ অংশ রচনায় অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। বিয়ের আসরে বা কুঞ্জে নায়ক বরকে দেখে মুগ্ধা রমনীগণ তুলনায় নিজ নিজ পতিদের অপদার্থতার, অকর্মণ্যতার এবং নিজেদের মনের ক্ষোভের পরিচয় দেন। এক্ষেত্রে, অবশ্য প্রায় প্রত্যেক কবির বর্ণনাতেই অতৃপ্ত রতি বিলাসের বর্ণনা। অর্থাৎ কবিগণ শৃঙ্গারাশ্রিত হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। সমাজচিত্র ও আছে। তবে হাসির ঘোলাস্রোতে সে চিত্র স্পষ্ট দেখা যায় না। সাহিত্যে সমাজ-চিত্র অবশ্যই থাকবে, তবে সমাজের দুঃখের সঙ্গে কবি একাত্ম হতে না পারলে সহানুভূতি জাগবে না এবং সহানুভূতি না জাগলে ব্যক্তির ক্ষোভ, সাহিত্যিক রূপও লাভ করতে পারেনা। পণ্ডিত জানকীনাথ নারীদের পতিনিন্দার অংশ রচনা করেন নি, করেছেন বুড়ীদের মনকলা খাওয়ার কথা। কিন্তু কবির সহানুভূতির ফলে রমনীগণের পতিনিন্দার কারণগুলো কাব্যিক সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সুচিন্তিত ভাবে কবি অংশটুকু রচনা করেছেন।

এ কবিতেও হাস্যরসের দিকটি অস্বীকার করা যায় না। অন্যান্য কবির মতন তিনিও হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। এছাড়া, কুঞ্জে বর কনের সাতপাকের সময়কার মুখরা রসিকা কামিনীদের ঠেলাঠেলি এবং রস কাকলির একটি নিখুঁত চিত্র ও অংকিত হয়েছে।

** নারায়ণ দেবের কাব্যে মাত্র একটি চরণ পাওয়া যায়। সদাগর যখন বলেন —*

কত সৈন্য যাএ সঙ্গে পত্র লেখি আন।

তখন অনুচর জানায় — নট - ভাট - ব্রাহ্মণ চলিছে শতশত।

বিজয়গুপ্তের কাব্যে বর্ণনা আছে। তবে মনে হয় শুধু বর্ণনার জন্যই বাঁধন হীন বর্ণনা। লখাই এর বরযাত্রী হবার মত যোগ্যতা আছে কি নেই সেদিকে না তাকিয়ে কবি সকলকেই পাঠাচ্ছেন। যেমন —

চারিশত কৈবর্ত চলে মাথে করি জাল।

বা, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব চলে নর্তকী লুকে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মুসলমান তো দুরের কথা অভিজাত হিন্দু বণিক এবং দেবতা ছাড়া অন্য কাউকে ঠাঁই দেন নি।

তন্ত্র বিভূতির কাব্যে বরযাত্রীর মিছিল নেই, তবে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে সকল শ্রেণীর বরযাত্রীর উল্লেখ আছে।

হাস্যরস পেলাম - পেলাম সমাজ চিত্রও কিন্তু 'এহোবাহ্য'। এ অংশ রচনায় হাস্যরসের অন্তরালে কবি করুণ রসের ফল্গুধারা প্রবাহিত রেখেছেন। গৌরী দান ও কৌলীন্য প্রথার জাঁতাকলে পড়ে মধ্যযুগে বাংলা দেশের মেয়েদের যে কিরূপ দুরবস্থা হয়েছিল তা সকলেরই জানা। দেহে অনঙ্গ অঙ্গলাভের আগেই, বিয়ের পরেই যাদেরকে বৈধব্যের সাদা শাড়ী পরতে হতো, যথা সময়ে তাদের বিকশিত দেহ-মনকে রাখতে হতো অন্তঃপুরের কন্দরে। ফলে সুপ্ত বাসনা যদি একটু পড়ন্ত বেলাতে ও উঁকি - ঝুঁকি মেরে বাইরের আনন্দের স্বাদ নিতে চায়, তবে তথাকথিত অমানবিক সামাজিক বিচারে তা দোষের

হলেও অস্বাভাবিক নয়। লখাই এর বিয়ে উপলক্ষে কবি বুড়ীদের অনুরূপ কারুণ্যই দেখিয়েছেন মনে মনে 'মনকলা' খাওয়ার মাধ্যমে। কবির ভাষায় —

দেখিয়া লখাইর রূপ তরুণী না ধরে বুক
মনকলা খাইয়া মরে বুড়ী।

দেখা যায়, লখাইকে দেখে বুড়ীদের মনের সুপ্ত বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রত্যেক বুড়ীই মনে মনে লখাই এর সঙ্গ কামনা করছেন? তারা জানেন, তাঁদের বাসনা প্রকাশ যোগ্য নয়। তাই মনে মনেই মনকলা খাচ্ছেন। এক বুড়ী কিন্তু মরিয়া - তিনি মনে মনে স্থির করেন নাতনিকে লখাই-এর নিকট বিয়ে দিয়ে দাসী হয়ে সঙ্গো যাবেন। বুড়ীর এই যে দাসীবৃত্তি বরণের ইচ্ছা, তার পেছনে নাতীনের থেকে নিজের সুখের চিন্তাই প্রবল। কবির বক্তব্য এই যে, জীবন-সত্য নিজেকে প্রকাশের সোজাপথ না পেলে বাঁকা পথে চলে। আসল কথা, সমাজের অনুশাসন বঙ্গারমনীদের মুখে ঘোমটা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেও জীবন সত্যকে শাসন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। পণ্ডিত কবির কৃতিত্ব এই যে, বুড়ীদের মনের এই অতৃপ্তি তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পেরেছেন গতানুগতিক কাহিনীতে নতুন আঙ্গিক যোগ করে।*

বরবেশে সজ্জিত যে কোনো যুবকই রমনীদের ঈর্ষার পাত্র। এ ক্ষেত্রে, বয়সের কোন তারতম্য থাকে না। কারো আশায়, কারো হতাশায়, কারো স্মৃতির পাতার তৈলচিত্র থেকে ঐ বিশেষ বেশের যুবকের প্রতি ঈর্ষা জাগে। কবির বর্ণনায় এ সত্যটিও প্রকাশিত। আবার, কবির সাহিত্যিক সংযমেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ অংশ। মাত্র তিন-চারটি লাচাড়িতে কবি অংশটুকু রচনা করেছেন।

** অবশ্য পূর্ববঙ্গের কবি নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস - এঁদের কাব্যে ও বুড়ীদের বর্ণনা আছে — সকল রমণীদের পতি নিন্দার সূত্রে। বিজয় গুপ্তের বর্ণনায় গ্রাম্য স্থূল রসিকতা। যেমন — এক আইয় আইল তাহার নাম রাধা / ঘরের স্বামী আছে পোষনিয়া গাধা।। বা, আর এক আইয় আইল তাহার নাম সবু। গোয়াইল ঘরে ধুয়া দিতে খোপা খাইল গবু।। দ্বিজ বংশীর কাব্যেও কামার্তা বুড়ীদের মাধ্যমে কাতুকুতু দিয়ে শ্রোতাদের হাসাবার চেষ্টা। কেতকাদাস এ অংশ রচনা করেন নি। তন্ত্র বিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে বুড়ীদের বর্ণনা আছে।*

বেহুলা - লখাই এর বিয়েকে কেন্দ্র করে যে সব মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম আরেকটি হলো 'সোহাগ মাগা' অংশ। বেহুলার মাতা কমলা দেবী উজানীর রমণীদের নিমন্ত্রন করেছেন সোহাগ মাগার কাজে অংশ নিতে। এ প্রসঙ্গো কবি রমণীদের বঙ্গাদেশীয় নামের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন।?

অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিয়ে উপলক্ষে কনের মার সোহাগ মাগার রীতি প্রচলিত আছে। কবির পরিবেশনায় সোহাগ মাগার রীতিগত দিক থেকেও হৃদয়ের দিকটিই প্রধান স্থান পেয়েছে। সকলের আদরের দুলালী মেয়ে বিয়ের পর দূর দেশে পরের ঘরে চলে যাবে। তাই গ্রামের রমণীগণ তাঁদের সোহাগ উজাড় করে দেন মেয়েটির কল্যান কামনায় — এটাই কবির বক্তব্য। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ অঞ্চলে আজও সোহাগ মাগার কালে কবি রচিত এ অংশ অবশ্য নেয়। আমি নিজেও তা একাধিকবার শুনেছি।?*

মঙ্গল কবিগণ কাব্যে এই বাংলাদেশের, অন্ততঃ তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রেখেছেন। তাই সাহিত্যে মধ্যযুগের বাংলা দেশকে খুঁজতে হলে মঙ্গল কাব্য গুলোর দ্বারস্থ না হয়ে পারা যাবে না। মঙ্গল-কবিগণ রাজা বা জমিদারের রাজসভা হতে শুরু করে রান্নাঘর পর্যন্ত দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন।

মনসা-মঙ্গলের সকল কবিই বিয়ের রাতে বরের জন্য রান্না উপলক্ষে বাংলা দেশের রন্ধন প্রণালী বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিত জানকীনাথের এ অংশ অন্যান্যদের তুলনায় একটু বিস্তৃত। কবি বাঙালীর খাদ্য তালিকা এবং রন্ধন প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তালিকা আবার আমিষ এবং নিরামিষ ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত। কবি নিরামিষ রান্নায় নালিতার শাক, গিমাই শাক, হতে শুরু করে তিলের বড়া, আমসি অম্বল প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। অন্য দিকে আমিষ রান্নায় মাংস ও রুই-কাতলের ঝোলের সঙ্গে বাচা ভাজা, ইচা ভাজা, সোল মাছের পোনা ও চেঙ্ মাছের পোনার তরকারীর কথা ও উল্লেখ করেছেন। এ অংশে রন্ধনের উপাদান ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু আঞ্চলিক পরিচয় থাকলেও বলা যায়, এতে সমগ্র বাংলা দেশের রান্না ঘরেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

বিয়ে উপলক্ষ্যে মধ্যযুগে রসিকতার সম্পর্ক যুক্তা রমণীগণ বিভিন্নভাবে বরকে নাজেহাল করার চেষ্টা করতেন। কাজটি সবসময় সুখদায়ক হতো না এবং এতে সবসময় রুচির সীমা ও রক্ষিত হতো না। বিশেষ করে বাসরে রমণীদের রসকাকলি অশ্লীলতাদোষে উগ্র হয়ে উঠতো। অন্য অন্য কবিগণ বাসরের এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। পণ্ডিত জানকীনাথের রুচিশীল মন তা বর্জন করেছেন। তা বলে, শ্রোতাদের তো হাস্যরস থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কবি সুনিপুণ ভাবে বেহুলার বৌদি তাড়কার রন্ধন প্রণালীতেই লখাইকে নাজেহাল করার উপায় দেখিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তাই তাড়কা সুন্দরীর রন্ধন তালিকায় আমিষ, নিরামিষ ছাড়া আরেকটি পর্যায় ছিল। এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য ননদাইকে বোকা বানানো। সুতরাং পর্যায়টি - অত্যন্ত গোপনীয়।

** কবি নারায়ন দেব ব্যতীত অন্যকোন কবি এ অংশ রচনা করেন নি। তবে নারায়ন দেবে শুধু সোহাগ মাগার কথা আছে। এ প্রসঙ্গে রমণীদের সাজার কথাও আছে, কিন্তু সোহাগ মাগার সামাজিক রীতি-নীতি বা হৃদয় তাৎপর্যের কোনো পরিচয় নেই।*

তাড়কা সুন্দরী পরিহাস্য করিবারে ব্যঞ্জন রান্দিল। কি কি রাধল? রাধল - অপক্কবাইগন, মুগপৈত্য, ভিতরে ধান দিয়ে 'কাঁচা কচুর বড়া' প্রভৃতি। বোঝা গেল, জিনিসগুলো অখাদ্য। কিন্তু এগুলোই প্রথম পরিবেশিত হয়েছিল লখাইর সামনে। আর তখন মিষ্টি হাসির দুষ্টুমি ভরা অনেকগুলো চোখ নিশ্চয় ঘোমটার ফাঁকে, দরজার ফাঁকে, উঁকি মারছিল। ঘরের সামনে মেয়েদের অশালীন ঢলাঢলি নেই; নেই উগ্ররসাত্মক ঝাঝালো কলকাকলি, কিন্তু কবি কত সহজে কত স্নিগ্ধ হাস্যরস পরিবেশন করে গেলেন। অন্ত্য- মধ্যযুগের একজন কবির পক্ষে এটা যে কতটুকু কৃতিত্বের বিষয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাসরে রমণীদের উপস্থিতিও পণ্ডিত জানকীনাথ উল্লেখ করেন নি। তবুও থেকে যায় নবদম্পতির রতি - বিলাসের কথা, এক্ষেত্রে কবি নতুনত্ব দেখিয়েছেন। লখাই-বেহুলার আলিঙ্গন প্রার্থনা করলে নানা কথায় বেহুলা লখাইকে শান্ত করেন। বেহুলার বক্তব্যে - শাস্ত্র ভয় এবং লোক ভয় দুটোই ছিল। বেহুলা স্বামীকে বলছেন —

ভজিলু তুমার পাত্র : নিজধন কুথা যাএ
আজি ক্ষেম প্রভু শিরমনি।

বা, মত্ত হইয়া কার্য্য নাই : তপ্ত দুগ্ধ স্বাদ নাই

ও দিকে, পিতামাতা গুরুজন : লজ্জাভাব অনুক্ষণ
নারীলুকে চৌখে চৌখে চাএ :

সর্বোপরি, বিবাহ রাত্রি শৃঙ্গার : অতিশএ কদাচার

অতএব, লখাই শান্ত হলেন।

কবির সহজ-কবিত্বের প্রমান স্বরূপ — 'নারীলোকে চোখে চোখে চাএ, — চরণটি উল্লেখ করতে হয়। কবি অশ্লীলতার দায়ে বাসরের এ চিত্র বর্জন করলেও বাস্তবতার দাবী তো থেকে যায়। বর কণেকে বাসরে রেখে রমণীদের মধ্যে নয়নে-নয়নে যে ভাব বিনিময় তা যেমন ইঙ্গিত বহ, তেমনই জীবন-তাৎপর্যময়। সমাজের একজন মেয়ে হিসেবে বেহুলার এ অভিজ্ঞতা থাকা অসম্ভব নয়। তাই বাসরে বসেও বেহুলা নারী লোকের চোখাচোখি অনুভব করতে পারছেন।

..... ছন্দের যাদুকরী, অলংকারের বিদ্যুৎ-ছটা কিছুই নেই, সাদা-মাটা একটি মাত্র বাক্য — 'নারীলুকে চোখে চোখে চায়ে'।

কবিত্ব এবং গবুর লেজ টেনে লম্বা করা যায় না। সত্যিই তো, টানাটানিতে স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিকত্ব না থাকলে ছন্দে, অলংকারে যত ভাবেই চেষ্টা হোক না কেন, কিছুতেই তাকে 'আ-মরি' সুন্দর বলা যাবে না। সহজ সুন্দরই শ্রেষ্ঠ সুন্দর, কাব্যে সহজ সুন্দরের শর্ত হলো সহজ-কথা সহজভাবে বলা। এ কাজটিই কিন্তু সব চেয়ে কঠিন। কারন, সহজ-দর্শন করতে শুদ্ধ ও গভীর উপলব্ধি থাকতে হয়। মধ্যযুগের মঙ্গল কবিদিগের মধ্যে অনেকেরই উদ্দিস্ট দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির পলিতে ঐ সহজ উপলব্ধির দুয়ার ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তাই তাঁদের কাব্য বর্ণনাত্মক। কবিগণ বিস্তৃত বর্ণনায় বাসর-কেন্দ্রিক শৃঙ্গারাশ্রিত হাস্য রস সৃষ্টির প্রয়াস পেতেন। পণ্ডিত জানকীনাথ কিন্তু গতানুগতিক কাহিনীর ঐ অংশ বর্জন করে নতুন সংযোজন করেন উপযুক্ত স্থান-কালে স্থাপন করে। বেহুলার মুখে একটিমাত্র বাক্য যুগিয়েছেন যাতে বাসরকে কেন্দ্র করে রমণীদের, মধ্যযুগের বঙ্গদেশীয় ঔৎসুক্যের পূর্ণ পরিচয় রস ঘনায়িত।

রাত পোহালো, হলো বাসি বিয়েও। এবার বিদায়ের পালা। প্রাণের দুলালীকে বিদায় দিতে গিয়ে মা - বাবা, এবং পরিজনেরা আবেগে এবং অশ্রুতে বাক্‌রুদ্ধ হন। তবুও চুপ করে থাকা যায় না। কারণ, মেয়ের মঙ্গল চিন্তা-জাত দায়ীত্ববোধ সজাগ হয়ে ওঠে। শাস্ত্রীয় শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় বাবা জানেন যে শ্বশুর এবং জামাই - এর ওপরই মেয়ের সুখ-শান্তি নির্ভর করে। অপর দিকে মা এবং মাতৃস্থানীয়ারা বুঝেছেন যে ঐ শ্বশুর বাড়ীতে মেয়েকে প্রতিষ্ঠা পেতে হয় নিজের চরিত্র-মাধুর্যগুণে। তাই দেখা যায় — বিদায়কালে সাহে রাজা অশ্রুভেজা চোখে গদ্‌গদ্ স্বরে বেয়াই চন্দ্রধরের হাত ধরে অনুরোধ করে বলছেন —

কণ্যাকানি আমার পালিবাএ সর্ব্বদাএ।
দুষ হৈলে উপক্ষিবা গুন বিস্থারিবা ঃ
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ অন্নজল মাত্র দিবা।

জামাতা লখাই তাঁকে প্রণাম করলে —

সাহে পুনি বেভারিলা পুত্র বেবহার ঃ

এবং মুখে বলেন ঃ— অবলা বিফুলা বাপু পালিয় যতনে।

সাহে রাজার মুখের এই কয়টি ছত্রে কণ্যাগত-প্রাণ একজন বঙ্গ পিতার হৃদয় চিত্রখানি উম্মোচিত। অপরদিকে বেহুলা মাকে বিদায় প্রণাম জানালে আশীর্বাদ করে সজল চোখে মা মেয়েকে বলেন —

শাশুড়ীরে দেখিবাএ গুবু সমস্বর ঃ
পিতৃতুল্য দেখিবাএ রাজা চন্দ্রধর।
স্বামীরে দেখিবাএ পরম দেবতা ঃ
সর্ব্বলুকে তুষিবাএ কহিয়া মিস্ট কথা।
অন্নে স্যাণ না হইয় বিস্থরে না হৈয় আজ ঃ
নারীর প্রসংশা ভাল কূল - ভয় লাজ।

ভ্রাতৃ বধূগণকে প্রণাম করলে আশীর্বাদ করে তাঁরা বলেন —

মর্য্যাদাএ লাজভএ নারীর বাখান ঃ

উপক্ষনে অর্ম্ম্য নহে স্বামীর সমান।
যশ রাখিয়া মাত্র থাকিবাএ নিত্য ঃ
কটুবাণী কেয়রে না কহিয় কদাচিত্য।

মাতা-পিতা গুরুজন সকলেই ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংসার ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য বিষয়গুলো জানিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয় শকুন্তলার বিদায় কালে কণ্বমুনি, গৌতমী এবং অনসূয়া, প্রিয়ংবদাদের 'স্নেহের স্বভাব' - এর কথা। ভারতীয় শাস্ত্রের শিক্ষা, কাব্যে কালিদাসের গৌতমী কণ্বমুনি হয়ে পন্ডিত জানকীনাথের কমলা সাহে রাজার মারফৎ আধুনিক কালের দরজায় পৌঁছে গেছে। তাই বলতে হয়, কবির এ অংশ মর্মস্পর্শী এবং ঐতিহ্যবাহী। তিনবঙ্গের কোন কবিই বেহুলার বিদায় কালীন এ অংশ রচনায় এমন সার্থক নন। বিশেষ করে, ঐতিহ্যাশ্রয়ী এমন জীবনবোধ আর কোনো কবির কাব্যে দেখা যায় না।

পূর্ববঙ্গের প্রধান দুই কবি হলেন নারায়ন দেব এবং বিজয়গুপ্ত। নারায়ন দেবের কাব্যে লাচাড়ি ও পয়ারে পাঁচালির ঢং-এ ইনিয়ে বিনিয়ে মায়ের শোক প্রকাশ করা হয়েছে। পন্ডিত জানকীনাথের তুলনায় এ রচনা কতটা দুর্বল দু'একটি উদাহরণ নিলেই তা বোঝা যাবে — সুমিত্রা দেবী মেয়েকে উপদেশ দিয়ে শুধু বলেন —

শাশুড়ি শ্বশুর ঘর ঃ তাতে যেন থাকে ডর ঃ
না লঙ্ঘিবা জামাইর বচন।
অসতী করিয়া তোরে ঃ ঘুষিবেক সর্বলোকে
না সেবিলে স্বামীর চরণ।।

এছাড়া, শোকে আত্মহারা হয়ে সুমিত্রা দেবী যখন বলেন —

সমুদ্রেত প্রবেশিম গলায়ে কলসে।
ধন-জন-জীবন-যৌবন মোর কিসে।। — তখন গলার কলসী শোক সাগরে না ডুবে ভেসেই ওঠে।

বিজয়গুপ্তের কাব্যের নিদর্শন —

সুমিত্রায়ে করুণা করে হইয়া কাতর।।
কৈ যায়ে অভাগিনীর প্রাণ লইয়া বেউলায়ে (ধুয়া)
জয়ে জয়ে বলিয়া ঢোলেত দিল কাটী।
তোলপাড় করিয়া যায়ে উজানীর মাটি।।
— মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।*

** কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তন্ত্র বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, প্রমুখ কবিদের কাব্য অনুসরণ করেও দেখা গেছে কারো বর্ণনাই জীবন বোধে, কারুণ্য - প্রকাশে পাঁচালির স্তর অতিক্রম করে কাব্যের স্তরে উন্নীত হতে পারে নি।*

লোক চরিত্রজ্ঞান বিষয়েও কবি অনন্য।

কবি কঙ্কন চন্ডী মঙ্গলের কালকেতু - ফুল্লরার কাহিনীতে 'পশুদের গোহারি' অংশেইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যেমন সমাজ জীবনের ছবি এঁকেছিলেন, পন্ডিত জানকীনাথও অনুরূপ ভাবেই বিভিন্ন সাপের উকতির মাধ্যমে লোক চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন কাহিনীর মৌলিক পরিকল্পনায়।

কাহিনী এরূপ —

চাঁদের 'ছাওয়াল' লখাইকে দংশন উদ্দেশ্যে মনসা অষ্টনাগকে ডেকে পাঠান। নাগগণ এলে মনসা একে একে সবাইকে অনুরোধ করেন তাঁর কাজ করে দিতে। অনুরোধ করা হলে অনন্ত নাগ জানায় যে, সে বিষজালে ত্রিভুবন ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু —

মনিষ্য দংশিতে আমি না হএ উচিত ঃ
যশ পৌরুষ নাই শুনিতে কুছিত।

মহাপদ্মা নাগের বক্তব্য এই যে, সে আঁখির নিমিষে সব কিছু বিনাশ করতে পারে। তবে —

মনিষ্য দংশিতে আমি বড় ঘৃণাভাসি।

কর্কটনাগ জানায় যে, তার তুলনায় লখাই তুচ্ছ। সমানে সমানে না হলে কাজে প্রশংসা নেই। —

সমান পাইলে আমি সবংশে বিনাশি
তবেত প্রশংসা হএ লুকেত প্রশংসি।

বৈবর্ন্নাগ ইন্দ্রকেই তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। লখাইতো মনিষ্য ছাওয়াল —

তন্ত্র মন্ত্র কিবা জানে মনিষ্য ছায়াল ঃ
ইহাকে দংশিলে আমা কে বুলিব ভাল।

চাঁদের পুত্রকে দংশন করতে বলাতে আস্তিকের সম্মানে আঘাত লেগেছে। তাই মনসাকে বলে —

অর্ল্পর্জ্ঞান কর পৌদ্যা লর্জ্জা পাই বড়।
এ-কর্ম্ম আমার সেবকে ঐ সে পারে ঃ
তারে করিবারে বল আমি সকলরে।

উৎপল নাগের ঘোষণা এই যে —

কাপুরুষ খত কর্ম্ম মনিষ্য ডংশিয়া ঃ
হাসিব সকল লুকে কলঙ্ক ঘুষিয়া।

তক্ষকনাগ জানায় —

পরীক্ষিতে ডংশিলাম ব্রর্ম্ম শাপ তরে।
সেই হনে মনিষ্য ডংশিতে ঘৃণা করি ঃ

তেমনি পাণ্ডুর নাগও বলে যে, তারা মনসাকে মানে বলেই তিনি তাদেরকে অল্পজ্ঞান করেন। এটা সত্যিই বড় দুঃখের কথা। এ সব দেখে অনুবুদ্ধ হবার আগেই দম্ভ প্রকাশ করে মনসাকে শুনিয়ে কুলিক নাগ বলছে —

ই-বুল বুলিতে আমা শক্তি আছে কার।
পরিণাম দেখি আমি ক্ষেমা করি যাই ঃ
আরজন হৈলে তারে গণ্ডুষে মিশাই।

এভাবে অনন্তাদি নাগ গণ ও চাঁদের পুত্র লখাইকে দংশন করতে অস্বীকার করলে মনসা কাঁদতে থাকেন। রূপায়িত কাহিনী দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যতই দম্ভ প্রকাশ করুক না কেন, আসলে চাঁদ সদাগরের সামনা-সামনি হতে সকলেই ভীত। তাই বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা সকলেই নিজেকে দূরে রাখার প্রয়াসী। আমাদের সমাজে এরূপ লোকের অভাব নেই। কবি এভাবেই সমাজিক লোক চরিত্রের জ্ঞান প্রকাশ করেছেন। প্রায় কবির কাব্যেই দেখা যায় নাগগণ মনসার আদেশ মাথা পেতে নিয়ে একে একে লোহার বাসরে গেছে এবং বেহুলা তাদের বন্দী করেছেন। নারায়ন দেবের পুঁথিতে দেখা যায় যে, মনসা একমাত্র কালনাগিনীকেই পাঠিয়েছেন। বিজয়গুপ্তের কাব্যের —

অষ্টনাগ বন্দী কবি সাহের কুমারী।
লখিন্দরের শিয়রে বসি জাগে একেশ্বরী।। — এই বর্ণনা হতে বোঝা যায় যে, অষ্টনাগের

বন্দীর পরে কালনাগিনী প্রেরিতা হয়। দ্বিজবংশীর কাব্যেও শুধুই 'কালির' কথা।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখা যায় যে, মনসা তিন প্রহরে তিন - নাগকে পাঠিয়েছেন। বেহুলা আত্মীয়তার ছলনায় তাদের বন্দী করলে চতুর্থ প্রহরে নাগিনীকে পাঠান হয়।

তন্ত্র বিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেখা যায় যে, প্রথমে ঘুমালিকে ডেকে চাঁদের সকল প্রতিরোধকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মনসা তারপর নাগদের অনুরোধ করলে —

বড় বড় সর্প বোলে সুন দেবীমাও।
পর্বত সমান গাও বড় বড় পাও।।
সূতার সঞ্চার পথ চলিব কেমনে।

আবার, ছোট ছোট নাগ বোলে সুন পদ্মাবতী।
সাধিতে না পারি বাদ আমার শকতি।।

ইনি বড় আর ছোটর কথা বলেছেন। পণ্ডিত জানকীনাথ যেভাবে অংশটিকে কাব্যিক করে তুলেছেন তা এ কবিতে নেই। পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে দেখা যায় একটি সাপও যায় নি। প্রত্যেকেই 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' — পথ অনুসরন করেছে এবং কেটে পড়েছে - "বাক্যের ফানুস উড়িয়ে"।

সমাজে সুবিধাবাদী লোকেরও অভাব নেই। এরা কাজ করে দেবার মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে কিছু হাতিয়ে নিতে চায়। এদের সম্বল হলো অন্তঃসারশূন্য গর্ব। কবি ধোড়া সাপের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। নাগদের নিকট প্রত্যাখ্যাত মনসা কাঁদতে থাকলে ধোড়া এসে সগর্বে বলে —

কুনু ছার কাজে মায় কান্দ কি কারন ঃ
আপনে দংশিয়া দিম চান্দের নন্দন।

এ কথায় মুখ চুম্বন করে বিষ দিয়ে ধোড়াকে পাঠান মনসা। পথে 'উজাই মৎস' দেখে ধোড়ার মনের সত্য পরিচয় প্রকাশ পায়। মাছ দেখে —

ধুড়া বুলে এত ভুগ এড়িম কিসেরে ঃ
মরিবারে যাই কেনে চর্ম্পক নগরে।
এথা থাকি ভুগ করি আপনার সুখে ঃ
রচনা উত্তর দিয়া ভাণ্ডিম পৌদ্যারে।

দ্বিজবংশীদাস এক্ষেত্রে ধোড়া, মাটিয়া,বোড়া প্রভৃতি সাপের বর্ণনা দিয়ে ব্যাপারটিকে হাস্যরসের কারন করতে চেষ্টা করেছিলেন। * তবে পণ্ডিত জানকীনাথ মাত্র ধোড়ার কথা বলেই মানব চরিত্র প্রকাশে এবং হাস্যরস সৃষ্টিতে যতটুকু সার্থক হয়েছেন দ্বিজ বংশীদাস ততটা নন।

কাল-নাগিনী লখাইকে দংশন করতে যায় এবং দংশন করে। এ কাহিনীতে কবি-চিন্তার অভিনবত্ব প্রকাশিত। বাসরে ঢুকে কালি বেহুলা-লখাইর যুগল রূপ দেখে মুগ্ধ হন। ফলে মাতৃত্ব জাগে। কালি চিন্তা করে —

পুত্রবতী অর্ম্নপুত্র দংশিম কেমনে।

এ অংশে অবশ্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সঙ্গে কিছুটা মিল দেখা যায়। **

তবে পার্থক্য আছে। আর সকল কবিই দেখিয়েছেন যে, নাগিনীর গায়ে একবার আঘাত হলেই সে লখাইকে দংশন করে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে দংশন দ্বিতীয় আঘাতের পরে, আর পণ্ডিত জানকীনাথ দংশন করিয়েছেন তৃতীয় বারে। কবির বক্তব্য এই যে, বেহুলা - লখাইকে দেখে কালনাগিনীর মাতৃত্ব জেগেছে। ফলে সে লখাইকে কাটতে পারছেনা। আবার, না কাটলেও মনসা অসন্তুষ্টা হবেন। কালির মনের এই যে দো-টানা ভাব তা কাটাতে হবে। এ জন্যই লখাই কর্তৃক নাগিনীকে তিনবার আঘাতের কথা। অর্থাৎ আঘাতগুলো নাগিনীর কৃত্রিম ক্রোধ সৃষ্টিতে এবং আত্ম প্রবঞ্চনায় সাহায্য করেছে। তাই দেখা যায়,

মাতৃস্নেহ কাতরা নাগিনী ভাবতে ভাবতে খাটে ওঠে। গায়ে পড়ে লখাই এর ডান হাত। এতে —

দুঃক্ষ পাইয়া নাগে বুলে খেমিলু তুমারে ঃ
আরবার দুঃক্ষ দিলে না খেমিব তুরে।

** ২, আহারী টোলা, কলি - ৫ - হতে প্রকাশিত দ্বিজবংশীদাস এর — "শ্রী শ্রী পদ্মা পুরাণ বা বিষহরির পাঁচালি।" (পৃষ্ঠা — ২০১ - ৩২)*

*** এ অংশে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও কালির রূপ মুগ্ধতা এবং মাতৃত্বের জাগরন দেখিয়েছেন। যেমন — সুন্দর লখাইকে দেখে কালিভাবে — এমন সুন্দর গায় কুন খানে খাব। তদুপরি, 'ছকুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনী ঃ তে কারণে সুখ-দুঃখ হৃদয়েতে জানি।।'*

তারপর আবার লখাই এর পা পড়ে নাগিনীর গায়।

নাগিনীর উক্তি — এবার খেমিলু বিপুলার দিকে চাইয়া।

তৃতীয়বার আহত হলে নাগিনী লখাইকে দংশন করে। স্নেহ কাতরা নাগিনীর মনে জোর সৃষ্টির জন্যই কবি সামান্য নতুনত্ব দেখিয়েছেন। নতুনত্ব সামান্য হলেও বিষমুখী বিষহরির চেলা কাল-নাগিনীর ক্রুরতা থেকে মাতৃত্ব প্রকাশে কবির সাফল্য অভূতপূর্ব।

এ অংশে আর যে মৌলিকত্ব দেখা যায় তা এই যে, অন্য অন্য কবিদের মত এ কবি দংশনের আগে নাগিনীকে দিয়ে দেবদেবী সাক্ষী করাণ নি। সর্বোপরি বলতে হয় এ অংশ রচনায় কবিগণ অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। পণ্ডিত জানকীনাথ অলৌকিকতা মুক্ত, জীবন নিষ্ঠ এবং মনোবিজ্ঞান সম্মত।

সমাজে ওঝা—বেজার বেশ গুরুত্ব ছিল। আজও সাপে কাটলে মানুষ ডাক্তারি চিকিৎসার আগে ওঝারই শরণাপন্ন হয়। কিন্তু যথার্থ মন্ত্রোচ্চারণে অক্ষম ওঝাদের মন্ত্রে কাজ দেয় না। অক্ষমের সম্বল ছল - চাতুরী। বিষয়টি দেখাতেই পণ্ডিত জানকীনাথ লখাইএর মৃত্যুর পর ওঝাকে আনিয়েছেন এবং শক্তিহীন ওঝার ছল-চাতুরীর পরিচয় দিয়েছেন। বিষ ঝাড়তে অক্ষম ওঝা এমন সব দ্রব্য আনার কথা বলে যেগুলো সংগ্রহ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। যেমন — ক্ষীরদের জল, সুমেরু শিখর, স্বর্গ-সুধা প্রভৃতি। লখাই-এর মৃত্যুর পর বেহুলার সাগরে ভাসা, স্বর্গে গিয়ে পতিকে বাঁচিয়ে শ্বশুর সদাগরের মরাপুত্র ডুবা ধন-জন নিয়ে ফিরে আসা, সদাগরের মনসা পূজা, বেহুলার পরীক্ষা এবং বেহুলা - লখাই এর স্বর্গে ফেরা প্রভৃতি কাহিনী অলৌকিকতা প্রশ্রয়ী গতানুগতিক। একমাত্র পণ্ডিত জানকীনাথই ব্যতিক্রম। কাহিনীকে তিনি সম্পূর্ণ অলৌকিকতা মুক্ত রাখতে যত্নবান ছিলেন। সাগরে ভাসা অংশে শুধু দুটো যায়গায় মনসার প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।* কবি যে কতটুকু মানবিক সহানুভূতি সম্পন্ন, বস্তুনিষ্ঠ এবং কাহিনী বয়ন দক্ষ, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হলো দেবপুরে শিবাঙ্গনের বিচার সভা।

দেবতাদের সামনে বিপুলা শিবঠাকুরের নিকট তাঁর আর্জি পেশ করেছেন। বিবাদী হলেন মনসা। সাক্ষী ও তথ্যাদি প্রমানে মনসাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং রায় হয়েছে লখাইকে বাঁচিয়ে দেবার। কবির বর্ণনগুনে কৈলাশের বিচারালয় আধুনিক বিচারালয়ে পরিণত হয়েছে। অপরপক্ষে, তিনবঙ্গের সকল কবিই এ অংশ রচনায় অলৌকিকতাকেই মূলধন করেছেন। এছাড়াও এ অংশে শিব চরিত্র অংকিত হয়েছে বেহুলার রূপমুগ্ধ কামার্ত রূপে।

কিন্তু পণ্ডিত কবির বর্ণনা এরূপ ঃ

নেতার সাহায্যে বেহুলা পদ্মার নিকট নীত হন। মনসা অবজ্ঞা দেখান। পথে দেখা হয়ে যায় রতির সঙ্গে এবং —— 'কথাএ কথাএ পথে হৈল পরিচয়।'

প্রমাণ ও আলোচনা বেহুলা চরিত্র প্রসঙ্গো।

বেহুলা তথা পুত্রবধূ উষার দুঃখের খবর পেয়ে রতি দুঃখিতা হন এবং বধূকে নিয়ে ইন্দ্রের নিকট গিয়ে সব জানান। ইন্দ্র উষাকে পরামর্শ দেন নৃত্যে ভোলানাথকে সন্তুষ্ট করতে। তাই সুবেশ করাতে রতি, বেহুলাকে 'বিদ্যাধরী মেলে' নিয়ে যান — বেহুলাকে দেখে — 'উষা আইলা উষা আইলা বলে সর্বলুকে' বেহুলাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানায় সকলেই। বেহুলাও সব্বাইকে যথোচিত মর্যাদা দেখান। কবির সরল বর্ণনা ঃ

সুমখি সুরেখি দুই বিদ্ধাধরী আইলা ঃ
কুলাকুলি করিলা উষার লাগ পাইয়া।
চিত্ররেখা দাবু-রেখা নমস্কার করে ঃ
যতচিত সম্বাষা করিলা তা সভারে।
গুরুজন পাইলে লএ চরণের ধুলি ঃ
সম্যান বয়েসী পাইলে করে কুলাকুলি।
শিষ্টজন পাইলে করে কুশল জিজ্ঞাসা ঃ
যার যেই মতে করিল সম্বাষা।

রতির সঙ্গে বেহুলার দেখা, রতির মানবিক সহানুভূতি এবং অন্য বিদ্যাধীদের আচরণ এবং বেহুলার আচরণ — প্রভৃতি কবির মৌলিক পরিকল্পনা প্রসূত ঐতিহ্যবহ এবং মানবিক সহানুভূতির রসে জারিত। তারপর বেহুলাকে বিদ্যাধরীরা নৃত্যের উপযোগী করে সাজিয়ে দেন। নৃত্যে সন্তুষ্ট, 'দেবমেলে' বেহুলা মহাদেবের নিকট নিজের সকল দুঃখের কথা নিবেদন করে মনসার বিরুদ্ধে নালিশ জানান। মহাদেব মনসাকে সভায় ডেকে আনান। মেয়ে এলে জানান ঃ

উচিতনা হএ এত করিতে তুমার ঃ
কাল্‌রাত্রি ন্যাগে খাএ একুন বেভার।

শিবঠাকুরকে অংকন করা হয়েছে মানবিক সহানুভূতি সম্পন্ন করে। 'কালরাত্রি'-তে লখাইকে নাগে কাটার যে অপরাধ তা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেননি। তাই নালিশ শুনেই বিচার শুরু করেন। তিনি বুঝেছেন বেহুলার নালিশের গুরুত্ব। 'কালরাত্রে' নাগে কাটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এখন প্রয়োজন শুধু সত্যতা যাচাই। তাই বিচারক প্রমাণ চান। বেহুলা প্রমাণ হিসেবে ঃ

সভার ভিতরে লুড় সেইকালে এড়ে।

মুখে জানান ঃ

প্রভুরে দংশিয়া যাইতে মনুসার নাগে ঃ
এই লেঞ্জ কাটিয়া রাখিছি পুন্যভাগে।

সকলে মনসার বক্তব্য শুনতে তাঁর দিকে তাকান। মনসা ভাঙ্গেন কিন্তু মচকান না। তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করে দাখিলীকৃত লেজ বিষয়ে সন্দেহের কথা ঘোষণা করেন। বলেন —

কিবা কুহিলার লেঞ্জ কিবা গুহিলার ঃ
কিবা আঞ্জিলার লেঞ্জ কিবা গুহিলার।

বাদী বিবাদী কার কথা সত্য তা প্রমাণ করতে হলে মনসার সাপদের লেজ পরীক্ষা করে দেখতে হয়। তাই বলা হয় মনসার সাপদের আনতে। সাপদের আনা হয়, কিন্তু গড়ুরের ভয়ে সাপেরা পালিয়ে যায়। মহাদেব আবার আদেশ করলে মনসা বলেন —

প্রাণ লৈয়া গেলা তারা গড়ুরের ডরে ঃ

কথা গিয়া বিচারিম খালে আর ঝারে।

অগত্যা নেতার পরামর্শে, বেহুলাকে অন্য সাক্ষী হাজির করতে হলো। ইনি হলেন জন্ম-মৃত্যুর ক্ষতিয়ান রক্ষক চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্ত নথিপত্র দেখিয়ে বেহুলার কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। ফলে —

মনুসা হারিলা ন্যায় বিফুলা জিনিল।

তাই মনসার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে মহাদেব আদেশ করেন —

জিয়াইয়া লক্ষীন্দর দিবাএ সত্তরে।

বিচারটা একপেশে হয়ে গেল না? মনসা লখাইকে কেন দংশন করিয়েছেন তার কারণ তো কেউ জানতে চাননি। সত্যকথা, কিন্তু 'কালরাত্রি'তে নাগে কাটার অপরাধ এত অমানবিক যে, কোন কৈফিয়তেই তার দোষ ক্ষমা পেতে পারেনা। তাই আগে এর বিচার হয়ে গেল।

রায় শুনে মনসা কাঁদতে কাঁদতে নিজেই দংশনের কারণ বলতে লাগেন। সদাগর মনসাকে কেমন অপমান করে তাও জানান। তা শুনে —

নেতা বুলে বেহুলা আমার বাক্য ধর ঃ
আপনা কুশল মনুসা পায়ে ধর।

নেতার কথায় বিফুলা মনসার পায়ে ধরে অনুনয় করেন। এরপর আর দেব বিচারের দরকার হয়নি। বিচারের এই অংশটুকু মনসা মঙ্গল কাব্যের অপরিহার্য অংশ। তবে ভাবের অভিনবত্বে, রূপায়ন সামর্থে পণ্ডিত জানকীনাথ তিনবঙ্গেই অদ্বিতীয়।

ফিরে এসে ডোমনীর ছদ্মবেশে বেহুলা চাঁদ সদাগরের পুরীতে প্রবেশ করেন। এ অংশেও অলৌকিকতার প্রকাশ দেখা যায়। নারায়ন দেবের কাহিনী অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, বেহুলার ফিরে আসার অলৌকিক প্রমাণ দেখানো হয়েছে। যেমন — বাসরের চারদুয়ার আপনিতে খোলা, 'নালিয়া' খেতে 'আমন ধান', 'কড়াকের তেলে' ছয় মাসের জ্বলন্ত বাতি প্রভৃতি দেখে সনকা অনুমান করেছেন যে, বেহুলা ফিরে এসেছেন। তিনি ডোমনীর পরিচয় চিজ্ঞেস করেন। ডোমনী প্রথমে 'বচনা' উত্তর দিলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পরিচয় দেন এবং শাশুড়ীকে বলেন ——

যদি পদ্মা নাহি পূজে শ্বশুর সদাগর।
সাত কুমার তুমার না উঠিবে তড়।।
পূণরূপে দেবপুরে করিব গমন।
নারায়ণ দেবে কহে মনসা চরণ।।

একথা শুনে সনকা কাঁদতে থাকেন। সণকার কান্না শুনে সদাগর আসেন। এ সময় বেহুলা ঘরের ভিতর চলে যান। সনকা সদাগরকে বধূর আগমন সংবাদ জানিয়ে অনুরোধ করেন পদ্মা পূজতে। সদাগর তাতে রাজী না হলে বেহুলা গিয়ে ডিঙায় ওঠেন এবং কোপে ডিঙা বেয়ে যান। তখন প্রজা সাধারণ এসে সদাগরকে বোঝাতে চেস্টা করেন।

নারায়ন দেবের কাহিনীর পাশাপাশি পণ্ডিত জানকীনাথের কাহিনী উল্লেখ করলেই উভয়ের পার্থক্য দেখা যাবে। দেখা যাবে যে, এ কবির বর্ণনা কত সংযত, সংহত এবং স্বাভাবিক। শাশুড়ি সনকার মনে বধূর স্মৃতি জাগাবার জন্য কবি সচিত্র 'বিচনী'কে উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ডোমনী বেশিনী বেহুলা যে 'বিচনী' বিক্রি করছেন তা বিভিন্ন চিত্র খচিত। বলা বাহুল্য যে ঐসব চিত্র বেহুলার জীবনেতিহাস। তা দেখে সণকার বুকের চাপা আগুন আবার জ্বলে উঠে। ফলে তিনি কাঁদতে থাকেন। কান্না শুনে সদাগর ভেতর বাড়ীতে আসেন। বিচনী দেখে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন, কারণ বিচনীতে খচিত চিত্রে মনসার অবস্থান সদাগরের মাথার ওপরে। এতে ক্রোধান্বিত সদাগর বলেন —

কে'মর আছএ বৈরী চম্পক নগরে ঃ

কানীরে লেখিছে আমার মাথার উপরে।

এটা কানীর কাজ বলেই সদাগরের সন্দেহ। ওদিকে বেহুলা সদাগরের ভয়ে পালিয়ে এ পুরী থেকে ডিঙিতে ফিরে যান। স্বামী এবং অন্যান্যদের চম্পকের অবস্থা জানান। বিশেষ করে শাশুড়ীর করুণ অবস্থা এবং পদ্মা-পূজা বিষয়ে শ্বশুরের অপরিবর্তিত মনোভাবের কথা জানান। এদিকে সদাগর ক্রোধে হেমতালের লাঠি দিয়ে চিত্রের মনসাকেই খুব করে মেরে বিচনী আগুনে নিক্ষেপ করেন। এরপর সদাগর বিরস বদনে গিয়ে সিংহাসনে বসেন। এমন সময় কোতোয়াল এসে খবর দেয় যে, হর-গৌরীর কৃপায় ধনে জনে ভরা চৌদ্দ ডিঙা এসে ঘাটে ভিড়েছে। শুনে সদাগর ছুটে যান গুঞ্জরীর ঘাটে। পণ্ডিত জানকীনাথের রচনায় কিছুমাত্র অলৌকিকতা নেই। পণ্ডিত জানকীনাথের সদাগরও মনসা পূজায় রাজী হল প্রজা সাধারণের অনুরোধে — এক্ষেত্রে নারায়ণদেবের সঙ্গে ভাবগত মিল দেখা যায়।*

তবুও দেখা যায় যে, নারায়ণ দেবের সদাগর শুধুই প্রজা সাধারণের অনুরোধে মনসা পূজায় রাজী হননি, তাঁর নিজের বিশ্বাস জেগেছে মনসার মহিমায়। যেমন —

পদ্মাতে ভক্তি হইল চান্দ হইল আনন্দিত।

তাই সদাগর বলেন —

এহা হন্তে বড় কারে বোলিব বিদিত।।
মইলে মড়া আনি দিল ঘরের ভিতর।
হেন দেব না পূজিব পূজিব কারে বড়।।

** বিস্তৃত পরিচয় চাঁদ সদাগরের চরিত্র প্রসঙ্গে।*

সুতরাং পূজা করতে মনঃস্থির করেছেন। তবে লোভবশে পদ্মাবতী দেবভাব ছেড়ে যে সে জাতের হাতে খায় বলে সদাগর পূজার শর্ত আরোপ করেছেন। শর্ত এই যে, বাঁহাতে ফুল দেবেন পেছন ফিরে এবং মনসার মাথার ওপর যে চাঁদোয়া টাঙানো হবে তাতে থাকবে সদাগরের নাম। পণ্ডিত জানকীনাথের সদাগর রাজী হয়েছেন শুধু প্রজাদের দাবী মেটাতে, ভক্তি-বশে নয়। ধন-জন ফিরিয়ে দেবার মধ্যেও মনসার কোন মহিমা সদাগর দেখতে পাননি। তাঁর বিশ্বাস সতী বধূর সতীত্বের জোরেই ওটা সম্ভব হয়েছে।

নারায়নদেব এবং পণ্ডিত জানকীনাথ উভয়ের কাব্যেই পিছন দিয়ে বাঁহাতে ফুল দেবার কথা থাকলেও কেউ তা করান নি। এর কারণ ব্যাখ্যা নারায়ণ দেবের পুঁথিতে নেই। পণ্ডিত জানকীনাথ বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সকলের অনুরোধে পূজা করতে রাজী হয়ে সদাগর ঐ শর্ত আরোপ করলে অন্যরা তা মানতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উঠেছে। শুভঙ্কর সূতে বলেন ——

আপনে বলহ কেনে অনুচিত বাণী ঃ
মণিষ্যরে না দেএ কেয় বাম হাতে পানি।

সত্যিইতো, মানবিক ভদ্রতা বোধেও তো কাউকে বাঁ হাতে জল দেয়া যায় না। তাই সুমাইর বাপ, চাঁদের খুড়ো বংশধর, এমনকি সনকাও চাঁদের ওই মতের প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। শুধুই প্রতিবাদ নয়, প্রত্যেকেই যথোচিত তিরস্কার করে শেষ পর্যন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান পদ্মা পূজতে। তাই সদাগরের ইচ্ছা অনিচ্ছায় নয় — চম্পকে পূজা হয়েছে প্রজাসাধারণের দাবীর প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি চম্পকের নাথের শ্রদ্ধাবোধ থেকে।

কবির এরূপ কাহিনী বিন্যাসের ফলে পরের অংশে ঘটা করে মনসা পূজার দায়ও আর সদাগরের থাকলো না। চম্পকের লোক 'মরা-পুত্র, ডুবা-ধন-জন' প্রাপ্তির আনন্দে উল্লসিত বলেই পূজার এত ঘটা। সকল

কবির কাব্যেই চাঁদ-চরিত্রের আনুপুর্বিকতা ক্ষুন্ন হয়েছে এ অংশে। নারায়ণ দেবই প্রথম এ বিষয়ে সচেতন প্রয়াস দেখান। তবে সার্থকতা বিচার করলে নারায়ণ দেবের অনুজ পণ্ডিত জানকীনাথকেই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে হয়। তাঁর সদাগর পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ এবং ট্র্যাজিক চরিত্র।*
সদাগরের মনসা পূজা স্বীকারের পরে হেমতাল লাঠি বিসর্জন বিষয়েও নারায়ণ দেবের সঙ্গে কবির পার্থক্য স্পষ্ট। নারায়ণ দেবের কাহিনীতে দেখা যায় —

করজোড়ে কহে কথা পদ্মা পূজিবার।
হেমতাল পেলা এ জলের উপর।।
হেনকালে নেতা দিকে চায় বিষহরি।
চিলরূপে হেমতাল লইয়া গেল হরি।।

বিবাদ যদি মিটেই গেল তবে তো হেমতাল-এর আর প্রয়োজন নেই। এ অর্থে হেমতাল এর জলাঞ্জলি স্বাভাবিক।

** বিস্তৃত আলোচনা সদাগর চরিত্র প্রসঙ্গে।*

কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথের বর্ণনায় সদাগরের মনের এ ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে যে, হেমতাল বিসর্জন করা মানে তো মনসার সঙ্গে আপোষ করা। যদি তাই করতে হবে, তবে সদাগরই বা নিজের সকল ক্ষতি পুষিয়ে নেবেন না কেন! তাই মনসা, সদাগরকে হেমতাল-লাঠি বিসর্জন করতে বললে সদাগরও বলেন, তাঁর সহাজ্ঞান ফিরিয়ে দিতে এবং কলার বাগান ঠিক করে দিতে। বাধ্য হয়ে মনসা কলার বাগান ঠিক করেদেন এবং মহাজ্ঞান ফিরিয়ে দেন। সব ফিরে পেলে —

তবে চান্দ দীর্গশ্বাস ছাড়ি বহুতর ঃ
পালাইল হেমতাল জলের ভিতর।

পূজার শেষে দেখা যায় —

পৌন্ধাবতী বুলে তবে চান্দ সদাগর ঃ
চৌন্ধ ডিঙ্গা ধন-জন বুঝিলঅ তর।

তখন —

একে একে যেই ধনে ভরিছিল ভরা ঃ
সকল লইল চান্দে করিয়া তজ্‌বিরা।
এসব অংশ সদাগর চরিত্রের আনুপূর্বিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
শুধু আচরণের জন্য যখন ক্ষমা চান তখন তা বিসদৃশ লাগে।*

আসলে, মঙ্গলকাব্যগুলো ভক্তি-কাব্য। সাধারণ মানুষের ভক্তি অলৌকিকতায় বিশ্বাসের দৃঢ়তা পায়। এ জন্যই মঙ্গল কাব্যগুলোতে অলৌকিকতার ছড়াছড়ি। কবিগণও উদ্দীষ্ট দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি বশতই মহিমা - কাব্য রচনায় উৎসাহ পেতেন। আবার, জীবন রসিক শিল্পী কবিও অলৌকিকতা একদম পরিহার করতে সাহস পেতেন না। কারণ, মধ্যযুগে এসব সাহিত্যের ধারক-বাহক ছিলেন; অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ভক্ত-পাঠক-শ্রোতা। পণ্ডিত জানকীনাথ জীবন রসিক শিল্পী হলেও অলৌকিকতা সম্পূর্ণ পরিহারের সাহস করেন নি, তবে কবির কৃতিত্ব এই যে, সাহিত্যের দাবী মিটিয়ে উপসংহারে তিনি গতানুগতিক। তাই সদাগর মনসা পূজায় রাজী হবার পরেই মূলত কাব্যের শেষ এবং এর পরেই আছে গতানুগতিকতা এবং অলৌকিকতা। তবুও বলতে হয় — কবির শিল্পী স্বাভাব সদা জাগ্রত ছিল। যেমন — বেহুলার অষ্ট পরীক্ষার অংশটুকু রামায়ণী প্রভাব জাত সতীত্ব পরীক্ষার সূত্রে অলৌকিক এবং গতানুগতিক। তবে

পণ্ডিত জানকীনাথ এ অংশে যা দেখাতে চেয়েছেন তা এরূপ —
(ক) পরীক্ষক যেন পরীক্ষার নেশায় পড়েছেন।
(খ) পরীক্ষার অমানবিকতা ক্রমশ বেড়েছে।
(গ) তাই বেহুলাও ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হচ্ছেন পরীক্ষকের প্রতি।
অর্থাৎ পরীক্ষার এই অংশকে কবি বেহুলার পৃথিবী ত্যাগের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন।**

** আলোচনা সদাগর চরিত্র প্রসঙ্গে।*

*** বেহুলা চরিত্র দ্রষ্টব্য।*

স্বর্গারোহন কালে যোগী বেশে বেহুলা লখাই-এর উজানী গমন অংশ প্রথম রচনা করেন নারায়ন দেব। পণ্ডিত জানকীনাথও এ অংশ রচনা করেছেন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এ অংশে রূপকের সন্ধান পেয়েছেন। তা স্বীকার করেও বলতে হয় নাড়ীর যোগযুক্ত প্রেম সম্বন্ধের মহিমা দেখাতেই এ অংশ রচিত হয় এবং এ গুন প্রকাশে স্রষ্টা কবি নারায়ন দেব হতেও অধিক সার্থক হয়েছেন পণ্ডিত জানকীনাথ।
এই মর্তলোক থেকে বিদায় নেবার আগে উজানীতে যেতে বেহুলার যে ইচ্ছা, তার জন্ম প্রধানতঃ মানবিক সহানুভূতি থেকে। অতীতের সুখ, সেই সুখানুভূতির অতৃপ্তি এবং মমত্ব বোধ থেকেই বেহুলার এই ইচ্ছা জাগে। একেই বলে মায়া, যা স্বর্গ পথ যাত্রীকেও বাধ্য করে বার বার পেছন ফিরে তাকাতে এবং ফিরে এসে চোখের জলে বিদায় নিতে। কেন এই পিছুটান। স্মৃতি, জীবন পাত্রে সুধাপানে অতৃপ্তি, পরদুঃখ কাতরতা প্রভৃতির জন্য।

স্বর্গ পথ থেকে ফিরে উজানীতে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বেহুলা বিষহরিকে বলছেন —
দশ মাস জননীএ ধরিছে গর্ব্বেভার ঃ
এ জর্মে মায়ের মখ না দেখিম আর।

মর তাপে তাপিনী জননী অনুক্ষণ ঃ
বিশেষে তাপিত বাপ ভাই ছয়জর্ন।
পালিয়া পুষিয়া বাপে তবে বিয়া দিল ঃ
দ্বিগুন আমার দুক্ষে সংসার ছাড়িল।

বাপের বাড়ীতে গেলেন যোগী বেশে। শৈশব কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত সব কিছু এবং আপন জনদের দেখে বেহুলার বুক ফাটলেও মুখ ফাটানো যায় না, যায় না পরিচয় দেয়া। কী ট্রেজেডি! তদুপরি, এ দেখাই শেষ দেখা। 'শেষ' কথাটা ভাবতেই বুক টনটন করে। বুকের ব্যথা আক্ষেপে প্রকাশ পায়। কবি আমাদের বেহুলার আক্ষেপ শোনাচ্ছেন —

মই হতে মায়ের না হৈল কুনু সুখ ঃ
আর না ঘুমাইম মায়ের বুকে দিয়া মখ।
বাপের কুলেত চড়ি না ফিরিম আর ঃ
শিশু ভাই ভগ্নী কুলে না লইম আর।
আর না খেলিম খেলা ভগিনীর সহিত ঃ

না ডাকিম খুড়ি জেঠি মনের পিরিত।
আর পুনি না ডাকিম বাপ ভাই বলি ঃ

রাত্রি বধূ সনে আর না করিম খেলি।
গজ পিঠে বসিনি খেলিম বালক সনে।
নিদ্রাতে জাগাইয়া অন্ন খায়াইব কুনে।।

বেহুলার বুকের এই যে ব্যথা তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন তিনি, যিনি — 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'। হৃদয় সংবাদী কবি পণ্ডিত জানকীনাথ ভাষার, সরলতায়, স্বাভাবিকতায়, বেহুলার আক্ষেপকে মর্মস্পর্শী করে সৃষ্টি করেছেন। তাই পাঠ কালে তা নিজেরই আক্ষেপ হয়ে আত্ম প্রকাশ করে। সত্যিই এ অংশে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত কবি চণ্ডীদাসের সমগোত্রীয়। ভাব ও ভাষায় মিলন ধন্য, আক্ষেপের আন্তরিকতায় জারিত এবং বোবা - কন্নায় অশ্রু ধৌত এ অংশ পড়ার পর তত্ত্ব চিন্তা ভেসে যায় চোখের জলে।

নারায়ণ দেবের এ অংশ বর্ণনাধর্মী, অলৌকিকতাশ্রয়ী এবং অলৌকিকতার ফলে প্রাণের ছোঁয়া কমে গেছে। পণ্ডিত জানকীনাথের বেহুলার মত মর্মস্পর্শী আক্ষেপ নারায়ণ দেবের কাব্যে নেই। নারায়ণ দেবের বর্ণনা এরূপ —

বিস্তর সুখভোগ করিছি এই ঘরে।
এই ছয় বধু এ আহার দিয়াছে আমারে।।
ছোট হোন্তে আমি এই ঘরে হইলাম বড়।
গুরু সমে সুখেত আমি বঞ্চিছি কথকাল।।
প্রভাতে আসিয়া মও শৃঙ্গা নাদ করি।
সুমিত্রা এ দুধ-অন্ন দিত থালি ভরি।।
বার বৎসরের কথা মনে হৈল মোর।
তোমার গুণ স্মরি আইল তোমার হে ঘর।।

এছাড়া 'পরিচয় পত্র' লেখার ক্ষেত্রেও নারায়ণ দেব অনেক সময় নিয়ে স্বর্গ বিদ্যাধরীর শাপ হতে শুরু করে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়েছেন। পত্রে সকল বর্ণনার সঙ্গো লেখা হয়েছে —

জনক - জননী দেখি খণ্ডিল মনের দুঃখ।
ভাই ভ্রাতৃপুত্র দেখিলু বন্ধু লোক।।
তোমার কন্যা নহি আমি স্বর্গ বিদ্যাধরী। ইত্যাদি।

অপর পক্ষে পণ্ডিত জানকীনাথ মাত্র দশটি চরণে পত্র লেখা শেষ করিয়েছেন। আসলে, পরিস্থিতির বিচারে এ অংশে যেরূপ দ্রুততার প্রয়োজন তা নারায়ণ দেব সৃষ্টি করতে পারেননি। এ জন্যেই বলা হয়েছে যে, এ অংশ রচনায় পণ্ডিত জানকীনাথ, কাহিনীর শ্রষ্টা কবি নারায়ণ দেব হতেও অধিক সার্থক।

কবির সৌন্দর্য চেতনা

জীবনবোধ, বাস্তবানুধ্যান, কাহিনীবয়ন, প্রভৃতি আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে যদিও কবির কবিত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তবুও কবির সৌন্দর্যচেতনার অরও কিছু প্রমান দিতেই এ অধ্যায় রচিত। সৌন্দর্যবোধ আলোচনায় দেখতে হবে ছন্দ এবং অলংকার। অলংকারের পবিত্র জ্যোতি চলার দোলায় যে ছন্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাতেই তো কাব্যবানী প্রাণময়ী হয়ে ওঠে।

ছন্দের ক্ষেত্রে পণ্ডিত জানকীনাথ বৈচিত্রহীন। মধ্যযুগীয় গতানুগতিক 'পয়ার' এবং 'লাচারি' ছন্দেই তিনি কাব্য রচনা করেছেন। মঙ্গল - কবিদিগের মধ্যে প্রধানতঃ ভারতচন্দ্র ছন্দের যাদুকরী দেখিয়েছেন। তবুও একথা সত্য যে, দত্তকবি শ্রী মধুসূদনের আগে কোন কবিই পয়ার - লাচাড়ির বাইরে সুনির্দিষ্ট কোন ছন্দপথ নির্মান করে যেতে পারেননি। তাই বলতে হয়, মঙ্গল - কবিদের কেউ কেউ, কোন কোন ক্ষেত্রে ছন্দের বৈচিত্র্য দেখালেও মূলতঃ পয়ার এবং লাচাড়িই ছিল তাঁদের মুল মাধ্যম। পণ্ডিত জানকীনাথের ঔপন্যাসিক মন দ্রুততায় কাহিনীর পরিণাম মুখীনতা বজায় রাখতে পয়ার ছন্দই গ্রহণ করেছেন। আবার, অন্য কবির তুলনায় এ কবি লাচাড়িও অনেক কম ব্যবহার করেছেন। মঙ্গল - কবিদিগের কাব্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই দেখা যায় যে, 'বিলাপ' বর্ণনার মাধ্যম হলো লাচাড়ি। তাই 'করুণা - লাচাড়ি' কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। পণ্ডিত কবি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিলাপ বর্ণনায়ও পয়ার ছন্দই ব্যবহার করেছেন। যেমন ওঝার মৃত্যুর পর সরজার বিলাপ এবং লখাই এর মৃত্যুর পর সনকার বিলাপ, দংশনের পর লখাইয়ের বিলাপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পয়ারই ব্যবহৃত। আবার লাচাড়ি ব্যবহৃত হলেও তা খুবই সংক্ষিপ্ত। যেমন লখাই এর মৃত্যুর পর বেহুলার বিলাপ মাত্র পাঁচটি লাচাড়িতে। তাই বলতে হয়, মূলতঃ পয়ার ছন্দেই করি কাব্যরচনা করেছেন। তবে কিন্তু বৈচিত্র্যও দেখা যায়। যেমন, সাগরে ভাসমান বেহুলা কাককে অনুরোধ করছে উজানীতে গিয়ে মাকে খবর দিতে :

বিফুলাএ বলে পক্ষি : পরানি যাবত রাখি :
তর যশ ঘুষিব সংসারে :
দুগ্ধভাত দিয়া তর ছাও পুষিমরে :
পদে ধরি বলিএ তুমারে।

বা, শিবার বাঁকে বেহুলার বিলাপ :

মাও বাপ ছাড়িলু মই দয়ার প্রভুরে
তোমার কারনে :
একাশ্বরী ভাসি প্রভুরে জানকীনাথে ভুনে* — প্রভৃতি।

অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে সহজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে ও কবি সিদ্ধহস্ত। কবির সৌন্দর্য্য পিপাসা চরিতার্থের সহজাত মাধ্যম হলো উপমা। 'উপমার' গুনেই কালিদাস শ্রেষ্ঠ এবং এক্ষেত্রে এ কবিও সহজ-সুন্দর।

অনুপ্রাসের সংযত ব্যবহারে ও কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এবার কিছু উদাহরণ নেয়া যাক ঃ

---

*তেমনি, প্রভুনি মর জাগরে নয়ান তুলিয়া চাও ঃ
তুমারে ভাসাইয়া যাএ তুমার বাপ-মাএ (১৭৮/২ -দিসা)
বা, চায় গিয়া আরে উঝারে, ঝার একবার ঃ
প্রভুজীলে দিমরে উঝা, সাতছড়ি হার। (১৭২/২ - দিসা)

জন্মের পর পার্বতী দিন দিন বাড়ছেন। কবি ব্যবহৃত উপমা ঃ

কমলের কলি যেন বাড়ে দিনে দিনে ঃ
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন চন্দ্রকলা ঃ

পার্বতীর দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ঃ

ভুরুযুগ সুছন্দ কাঞ্চন জিনি জ্যোতি ঃ
অপমানে কর্ম্ম ছাড়িলা রতি পতি।

গৃহত্যাগে দৃঢ় সংকল্প শিবকে রূপে মোহিত করে ঘরে আটকাতে পার্বতী দেহসজ্জা করেন। অংশটুকু বেশ কাব্যিক।

যেমন ঃ

সহজে সুন্দর গৌরী আধিক সুবেশ ঃ
নানা যত্ন করিয়া বান্ধিল চারুকেশ।
চন্দনের ফোঁটা সব দিল স্থানে স্থানে ঃ
নৈক্ষত্র প্রকারে যেন উড়য়ে গগনে।
পত্রাবলী কপালে রচিল নানারূপে ঃ
বিদ্যুৎ প্রকাশে যেন মেঘের সমীপে।

ললাট ও কপোলে খচিত প্রতিটি চন্দনের ফোঁটাকে তুলনা করা হয়েছে নক্ষত্রের সঙ্গে। কিন্তু উড়য়ে গগনে বলার কারন কি? মনে হয় পার্বতী মিহি সুতোর ওড়না বা কাপড়ের আঁচলে ঘোমটা দিয়েছেন এবং তা হাওয়াতে দ্রুত আন্দোলিত হচ্ছে। কাপড়ের আন্দোলনেই চন্দনের ফোঁটাকে মনে হচ্ছে ভাসমান এবং চলমান। আবার, কপালে রচিত 'পত্রাবলীকে' বলা হয়েছে মেঘের সমীপস্থ বিদ্যুৎ। জল ভরা কালো মেঘের বুকেই তো বিদ্যুৎ চমকায়। কালোকেশ, অলকা ও কাজল কালো চোখের মাঝখানে অঙ্কিত ললাটস্থ উজ্জ্বল পত্রাবলী বিদ্যুতের মতই শোভা পাচ্ছে।

রমনী দেহাশ্রয়ী যে সৌন্দর্য্য তা দ্রষ্টা পুরুষকে অতি সহজেই মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্য বোধের সঙ্গে যদি পবিত্রতা বা শুচিতাবোধ যুক্ত না হয় তাহলে সৌন্দর্য-পূজা ইন্দ্রিয়ের দুয়ার ভেদ করে, প্রানের আরতি স্তরে পৌছাতে পারেনা। আর তা না হলে সৌন্দর্য নেশায় দৌড়ানই সার হয়। এরূপ অবস্থায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিখুঁত বর্ণনার চেষ্টা চলে। অপরপক্ষে, সৌন্দর্য প্রাণের - আরতিতে পরিণত হলে বর্ণনার বাহুল্য যায় কমে। তখন সূত্রাকারে দু একটা চরণ দর্শন ঘটে। ঐ দু-একটা চরনেই রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে পরিপূর্ণ প্রাণ-স্পন্দিত শুচিশুভ্র একটি মূর্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। তবে একথাও সত্য যে এমন কবিত্ব দুর্লভ। কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায় সৌন্দর্যারতির শেষেই এরূপ সৌন্দর্য দর্শণ ঘটে।

পন্ডিত জানকীনাথ একজন রূপদ্রষ্টা ঋষি এবং স্রষ্টা কবি। পাতালে জন্মের পর মনসা বাবাকে দেখতে কমলবনে এসেছেন। মনসাকে দেখে শিব ঠাকুরের মনে হয়েছে ঃ

'অনুমানে বুঝি কিবা আনলের শিখা'।

উপমায় মনসার দেহকান্তির জ্যোতির্ময়তা, পবিত্রতা প্রভৃতি প্রকাশিত। তাছাড়া আগুনের মাথায় যেমন কালো লক্‌লকে একটি শিখা থাকে তেমনি মনসার মাথায় কালো চুলের বেনী। তাও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। কবি মাত্র একটিই উপমা ব্যবহার করেছেন এবং তাতেই মনসার শুচিশুভ্র জীবন্ত একখানা ছবি অঙ্কিত হয়ে গেল।

তেমনি, উল্লেখ করতে হয় বিয়ে উপলক্ষে মনসার সাজন অংশ। মনসা গলায় হার পরেছেন ঃ

অখণ্ড অপূর্ব হার কি কহিম তায়ে ঃ
সুরগিরি মৈধ্যে যেন মন্দাকিনী বয়ে।

সুউচ্চ, সুটোল কুচযুগল যেন দুই পর্বত। ফলে মধ্যখানে সৃষ্টি হয়েছে একটি খাত। সে খাতে সংস্থিত মনিরত্ন বিভূষিত হার যেন 'মন্দাকিনী'। 'মন্দাকিনী' যেমন সুরগিরির খাত বেয়ে নীচে নেমে এসেছেন, ঠিক তেমনি যেন মনসার গলার হার। এই চিত্র-সৌন্দর্য পবিত্রতায় স্নাত হয়েছে 'সুরগিরি' এবং 'মন্দাকিনী' শব্দ দুটো প্রয়োগের মাধ্যমে। আবার মনসার হৃদয় স্পন্দনে হার রূপ 'মন্দাকিনী' স্পন্দিত এবং তরঙ্গায়িত। 'না ঋষি কুরুতে কাব্যম্'। যিনি দর্শণ করেন তিনিই তো ঋষি। পণ্ডিত জানকীনাথ অনুরূপ দ্রষ্টা ঋষি এবং স্রষ্টা কবি বলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শব্দদর্শনও ঘটে যায়।

রূপরসিক কবি সহজ সরল উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের রূপতৃষ্ণা মিটিয়েছেন।

যেমন ঃ বানিজ্য থেকে ফিরে এসে সদাগর সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর পাশে বসেছে লক্ষীন্দর। উপমা ঃ দুইগুটি শশি যেন একত্রে প্রকাশে।

বা, — লোহার বাসরে খাটে শোয়া লখাইয়ের ললাটে বড় একটি চন্দনের ফোঁটা। বাসরে ঢুকে তা দেখে কালিনাগের মনে হলো ঃ

'হিমকরে শোভে যেন দিনমনি মাঝে'। মাথায়, কানে ও গলায়, মনিমুক্তা খচিত স্বর্ণাভরণ পরিহিত লখাই শুয়ে আছেন। অলঙ্কারের উজ্জ্বল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ফলে মুখ মণ্ডলকে মনে হচ্ছে জাজ্জ্বল্যমান 'দিনমনি'। এর মাঝে খচিত শ্বেত চন্দনের ফোঁটাটিকে স্নিগ্ধ 'হিমকর' এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্য এবং চন্দ্রের বিভিন্ন নামের মধ্যে 'দিনমনি' এবং 'হিমকর' শব্দগুলোর প্রয়োগ - সার্থকতা ও কবির শব্দদর্শণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারন মনিমুক্তা খচিত স্বর্নাভরনের চোখ ঠিক্‌রানো ঔজ্জ্বল্যে সোহাগ আরোপিত হয়েছে 'দিনমনি' শব্দে এবং মুখমণ্ডলের স্নিগ্ধতা ও প্রশান্তি আরোপিত 'হিমকর' শব্দে। সত্যিই সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে উপমা প্রয়োগে কবির সার্থকতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

বা, দেবসভায় নৃত্যের উপযোগী করে বিদ্যাধরীগণ বেহুলাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন ঃ

নির্ত্যের কাছলি দিলা বিদ্যাধরী গনে।
সিসেতে রচিয়া দিলা সিন্দুরের রেখা ঃ
রাহু গ্রাসিয়া যেন ভানু দিল দেখা।
রিদয়ের দুই কুচ চন্দনে লেপিল ঃ
সুমেরু শিকরে যেন মেঘে আবরিল।
দুই কর্নমলে দুই কুণ্ডল প্রকাশে ঃ
বৃহস্পতি - শুক্র যেন চন্দ্রের দুই পাশে।

উপমাগুলো বেশ কাব্যিক। কালো কেশের সীমন্তে সিঁদুরের রেখা যেন রাহু-গ্রাস-মুক্ত সূর্য। উন্নত স্তনযুগলের শিখর যেন সুমেরু শিখর। তাই চন্দন লিপ্ত ঐ স্তন শিখরকে মনে হয় যেন মেঘে ঢাকা সুমেরু শিখর প্রভৃতি।

আবার কর্নকুণ্ডল দুটিকে কবি বলেছেন — মুখচন্দ্রের দুপাশে অবস্থিত দুটি গ্রহ বৃহস্পতি এবং শুক্র।

উপমাটির মাধ্যমে অলংকারের নয় — মুখ চন্দ্রের সৌন্দর্যই প্রকাশিত।

মঙ্গলকাব্য গুলোতে যে আদিরসের কিছুটা প্রশ্রয় ছিল তা সর্বজন বিদিত। তবে পণ্ডিত জানকীনাথ এক্ষেত্রেও নিজেকে সচেতন রেখেছিলেন। তাই কবি ঐ রস-সম্ভাবনাময় অংশ গুলোকে কাব্যিক সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন।

যেমন ঃ বাসরে লখাই রতিরঙ্গ চাইলে বেহুলা স্বামীকে প্রবোধ দিচ্ছেন ঃ

কলিকা কমল পুস্প মকরন্দহীন ঃ
তাতে নি ভ্রমরা হয়ে বেভুল কুনুদিন।
যদি পুস্প বিকশিত হয়ে কাল পাইয়া ঃ
মধুকরে মধুখাএ ডালেত বসিয়া।
অপক্ক দাড়িম্ব প্রভু স্বাদ বিবর্জ্জিত ঃ
পক্কতা পাইলে তাতে বড়ই পিরিত।

উপমা প্রয়োগে নির্দিষ্ট দেশ - কালোপযোগী চিত্র অঙ্কনেও কবি সিদ্ধ হস্ত। তাই যখন স্বর্গীয় সৌন্দর্যের ছবি আঁকেন, তখন যেমন তাঁর কবিত্ব স্বাভাবিক, তেমনিই তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলেন বঙ্গদেশীয় চিত্রও।

যেমন ঃ পতি ধন্বন্তরির মৃত্যুতে সন্তানহীনা, শোকাকুলা সরজাদেবীর চিত্র ঃ বুক কুটে কেশ লুটে আছাড় এ গাএ।

অনুপ্রাসের আলতো ছোঁয়ায় কবি তাঁর চারপাশে দেখা বঙ্গদেশীয় কোন সদ্যবিধবার একখানা জীবন্ত চিত্র এঁকে ফেললেন। অনুপ্রাসের আরেকটি উদাহরণ ঃ

শীতে ভাতে উপবাসে কেমতে সহিবা (উমার তপস্যায় যাত্রাকালে পিতা গিরিরাজের উক্তি)*

কাহিনী যখন কবির নিজের দেশ-কালের ধারায় প্রবাহিত তখন উপমাদিও আহৃত হয়েছে নিজের চারপাশ থেকে। যেমন ঃ ওঝা ধন্বন্তরিকে দংশন করা উদয়কাল নাগের পক্ষে কেমন দুঃসাহসের কাজ তা বোঝাতে কবি ব্যবহৃত উপমা ঃ কুকুরে যেমতে চাএ তরিতে সাগর।

দক্ষিণ পাটনে সদাগর রাজ দর্শনে যাচ্ছেন — সঙ্গে রাজভেট অনেকগুলো খাসী (ছাগল)। মাত্র একটি চরণে কবি ছাগল গুলোর করুন মিছিল দেখালেন ঃ

কাতর হহিয়া যাএ মহারাজা ভেট।

'কাতর' শব্দ প্রয়োগের ফলে ইতর প্রানীর প্রতিও কবিহৃদয়ের সহানুভূতির পরিচয় মেলে।

ডোমনারীর ছদ্মবেশে বেহুলা শাশুড়ির নিকট যে বিচইন রেখে যান তার চিত্রাবলীতে সদাগরের অবস্থান মনসার নীচে। তা দেখে ক্রোধান্বিত সদাগর চিত্রের মনসাকেই হেমতালের ঘায়ে মারছেন ঃ 'বাঘে হরিণ যেন আছাড়িয়া মারে' - প্রভৃতি

***তেমনি, 'তুষ্টি-পুষ্টি কান্তি হএ বাত-পিত হরে' (বদল বানিজ্যে চাঁদ সদাগর কর্তৃক সওদা নারকেলের গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে)। শব্দ প্রয়োগ সার্থকতার আরেকটি অনুপম নিদর্শন ঃ সদাগর হেমতালের লাঠির আঘাতে মনসার কাঁকালি ভেঙ্গে দিয়েছেন। কিন্তু কবি লিখেছেন ঃ 'চান্দের বাড়ির ঘায়ে বান্দিল কাকালি'। 'ভাঙ্গিল' পদের স্থলে 'বান্দিল' পদ প্রয়োগে কবি কত সুন্দর ভাবে প্রত্যাঘাত উদ্যত মনসার আলেখ্য রচনা করেছেন। 'চান্দের বাড়ির ঘাএ' কাকালি না ভাঙ্গালেও ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক। ব্যথার সঙ্গে আছে অপমান বোধ। মানুষের হাতে অপমানিত। তদুপরি তা করিয়েছেন চণ্ডিকা। সুতরাং ক্রোধ। ক্রোধান্বিতা মনসা প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরী। শুধু 'বান্দিল' পদটি প্রয়োগ করে কবি চাঁদ মনসার বিবাদের গৌরচন্দ্রিকা মূলক যে আলেখ্য রচেছেন, তা অপূর্ব।**

মহৎ কবি যেমন হন শব্দ দ্রষ্টা তেমনি শব্দ স্রষ্টাও। পণ্ডিত জানকীনাথের শব্দ সৃষ্টির দিকে তাকালে এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলোকে জোড়কলম শব্দ বলা যায়।

যেমন — নাহিকপসর (নাহিক + অপ (ব) সর)

নাইসে (ন + আইসে)

নাইলা (ন + আইলা)

নামধাতু ব্যবহারের ক্ষেত্রে আধুনিক কাব্যের পথ নির্দেশক কবি মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মধ্যযুগের মঙ্গল কবিদের কাব্যেও এর ব্যবহার আছে। পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যেও তেমন কিছু শব্দ দেখা যায়।

যেমন : বুষিলা, ভাটাইয়া

বিনাসিম, পরাজিয়া — প্রভৃতি।

'নঞর্থক' — শব্দ সৃষ্টিতে কবি অ,বি,নি প্রভৃতি উপসর্গ ব্যবহার করেছেন।

যেমন — অভরসা, অমরিল

বিগতি, নিকড়িয়া

নিজঞ্জাল — প্রভৃতি।

এবার কবি পণ্ডিত জানকীনাথের প্রবাদ সিদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করতে হয়। প্রবাদসিদ্ধি সাহিত্য সৃষ্টিতে গণ-কবি সাহিত্যিকের এক প্রসিদ্ধ সিদ্ধি। প্রবাদ শব্দটির "মধ্যে প্রবচন, প্রৌঢ়োক্তি, সূক্তি, সুভাষিত, বিশিষ্টার্থক বাক্য, বাগ্‌রীতি — ইত্যাদি সবই ঢুকে আছে"।*

** কবি ভারতচন্দ্র — অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু।*

প্রত্যেক জাতির মুখেই এরূপ প্রবাদাদি প্রচলিত থাকে। কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের কাব্য সাহিত্যে এগুলো প্রয়োগ করেন; আবার সমাজের বিভিন্ন বিষয়কে চিত্রায়িত করতে গিয়ে তাঁরা করেন বাক্যদর্শন। অভিব্যক্তির সহজ প্রকাশের ফলে এমন সব বাক্য রচনা করেন যেগুলো প্রবাদরূপে লোকমুখে গণমুখিনতা লাভ করে। এ বিষয়ে কবি সাহিত্যিকের যে দিকগুলো প্রকাশ পায় তা হল দেখার শক্তি, গভীর তথা সহজ উপলব্ধি, সহজ প্রকাশ ক্ষমতা প্রভৃতি।

মধ্যযুগের কবিদিগের মধ্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে রাজাধিরাজ। মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথের নামও এঁর সঙ্গে অবশ্যই স্মরনীয়। তাঁর কাব্যেও অনুরূপ প্রবাদের বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থে, পাওয়া যায় এমন বহু প্রবাদ আজও শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জের লোকমুখে শোনা যায়। পণ্ডিত জানকীনাথের গ্রন্থ হতে প্রমান হিসেবে কিছু প্রবাদ উল্লেখ করা গেল :

আচম্বিত মরাধানে যেন পাইল বৃষ্টি/দাসীসবে ক্রুধে যেন আছাড়ে বিড়াল / না কহ নিশ্চয় যদি খায় মর মাথা / স্ত্রীর আপনা কভু না হয় পুরুষ / আপনার ভরা উঝা ডুবাইল ঘাটে / আপদ পড়িলে বুদ্ধি না সরে বুদজন / মরণ সন্নিত হৈলে কিছু বুদ্ধি নাই / তুমার অধিক আমার কে আছে সংসারে / গৃহছিদ্র মর্ম্মকথা তেকারনে কহি / চক্ষুহীন জনে যেন পাইল নয়ন / দরিদ্রে পাইল যেন অকস্মাত ধন / অন্ধকার প্রকাশ যেমত শশধর / কুকুরে যেমত চাএ তরিতে সাগর / সাত পাঁচ ভাবি নাগ গেল তার পাশে / বর্ব্বরে পাইছে তারে খণ্ডে কি প্রকারে / উত্তমে না বুঝ করে লঘুর বচনে / সিংহে যেন না শুনএ শিয়ালের হুঙ্কার : মর্কটে কেমতে সহে বজ্রের প্রহার। সহিলে সম্পদ হএ কহিছে পুরানে : সহসা কর্ম্ম নাহি করে মহাজনে একবারে ঘটে কিবা হএ দশবারে / কটুবানী কেহরে না কহিয় কদাচিত / মর্যাদাএ লাজ ভএ নারীর

বাখান / কলিকা কমলপুস্প মকরন্দহীন / অপক্ক দাড়িম্ব প্রভু স্বাদ বিবর্জিত / মূল রক্ষা হইলে তবে বৃক্ষে ধরে ফল ঃ ফলের কারনে কেন কান্দিয়া বিকল / বাঘে হরিন যেন আছাড়িয়া মারে / মরাপুত্র ডুবাধন ঘরে আইল যদি / ঘরেতে আসিছে নিধি ফেল কি নিমিত্যে / বেদ নিন্দা দেব নিন্দা করে যেইজনে ঃ কুলক্ষয় শ্রী ভ্রস্ট হএ দিনে দিনে / জাতি বিজাতি কিছু নাহিক বিচার / লুভ দুষে পৌদ্ধাবতী ছারেখারে যাএ / পাগল হইল চান্দ পুত্র শুকানলে/ যার পুত্র সেই নিল বাদ কৈল মরে/
বসিয়া খাইলে ধন অবশ্য ফুরাএ ঃ নিতি নিতি পৃথিয়ে সমদ্র জল শুষে।

স্ত্রীতে যে গুপ্ত কহে ঃ সে পুনি সুবুদ্ধি নহে অকালে মিত্তুর লক্ষণ/ জলে ঝাপ দিল শীলা ঃ বান্দিয়া গলাএ ঃ উরে অগ্নি রাখিয়া কৌতুকে নিদ্রা যাএ / হৃদয় ভরিয়া বিষ মখে হাসিরাশি — প্রভৃতি।

রস প্রসঙ্গ

মনসা মঙ্গল রামায়েণের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত সাহিত্য। মনসা - মঙ্গলের বেহুলা, রামায়ণের সীতা চরিত্রের আদর্শে রচিত বলে এ কাব্য মূলতঃ করুণ রসাত্মক। কান্না প্রবন বাঙালীকে যে দুটি কাব্য-চরিত্র সবচেয়ে বেশী কাঁদিয়েছেন তাঁরা হলেন জনমদুঃখিনী সীতা এবং বেহুলা। পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যও ধারানুসারী করুণ রসাত্মক। তবে এই রসধারা শুধু বেহুলা চরিত্রাশ্রয়ী নয়। কবির কাব্যে করুণার চারটি নদী প্রবাহিত। এই নদী চারটি হলো মনসা, সনকা, চাঁদসদাগর এবং বেহুলার চরিত্রাশ্রয়ী।*

মনসা অযোনী - সম্ভবা; কিন্তু এই গুণই তাঁর জীবনে দুঃখ ডেকে এনেছে। মাতৃপরিচয়হীনা এই শিব-সুতার জন্মকে সৎমা চণ্ডী সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ফলে পিতার ঘরে ঠাঁই হলো না মনসার। তাই মনসার পরবর্তী জীবন-সংগ্রাম আশ্রয় সন্ধানের এবং স্বীকৃতি আদায়ের।

সনকার কান্না সন্তানহীনা মায়ের অতৃপ্ত মাতৃত্বের। চাঁদসদাগরের জীবন ট্র্যাজিক - করুণ, ট্র্যাজেডি বিচারের ভুলে এবং বিচারের ভুল অনমনীয় পৌরুষের অভিজাত - অহংকারে। তাছাড়া রাজসত্তা ও পিতৃসত্তার দ্বন্দ্বে পিতৃসত্তার জয়ে ও সদাগর চরিত্র করুণ রসঘন হয়ে উঠেছে।

বেহুলার জীবনে দুঃখের অধ্যায় শুরু হয়েছে বাসর রাত থেকে। দৃঢ়চেতা রমনী বেহুলা আপন সতীত্বের জোরে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে ফিরে

বিস্তৃত বর্ণনা চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে।

এসেছেন উন্নত মস্তকে। সবসময় তাঁর চোখ-মুখ অশ্রুসিক্ত ছিল ঠিকই, তবে দৃঢ়তার পবিত্র জ্যোতিতে তা উজ্জ্বল ও ছিল। বেহুলার জীবনকে করুণ রসঘন করে তুলেছে মানুষের হৃদয়হীনতা। সতীসাধ্বি সীতাদেবী মানুষের হৃদয়হীনতায় জ্বলে-পুড়ে কাতর কণ্ঠে ধরনী-জননীর কোলে যেমন আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন, তেমনি বেহুলাও সতীত্ব পরীক্ষার অত্যাচারে শ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন ঃ

ত্রাণকর মায় বিষুহরি।

ট্র্যাজেডি এই যে, সতীত্বের জোরে যিনি স্বর্গজয় করে ফিরে এলেন, তাকেই আবার সতীত্বের প্রমান দিতে হয় হৃদয়হীন পরীক্ষার মাধ্যমে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়হীন মানবিকতা বেহুলার ইহ-বিমুখতা জাগিয়ে তাকে পৃথিবী থেকে মুক্তি-কামী করে তুলেছে। কিন্তু এই পৃথিবীটা হৃদয়হীন নয়। স্নেহ-প্রেম-প্রীতির আনন্দঘন গীতিতো ধূলা-মাটির এই পৃথিবীতেই এবং তা প্রধানতঃ বাৎসল্য রসাশ্রয়ী। কৌলিন্য ব্যধিগ্রস্ত পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের জীবনে তো আনন্দ মাত্র বছর দশেক। তখনই শুধু তারা 'বাপের ঘরে খুব আদরে' কাটায়। তারপরেই হয় বিয়ের বলি এবং সমাজের বলি। তখন হৃদয়ে জাগরুক থাকে মা-বাবা

কেন্দ্রিক শৈশবের সুখস্মৃতি। তাই সদাগরের পরীক্ষার অত্যাচারে মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে যাবার পথ থেকেও, বেহুলা আবার ফিরে আসেন মাতা পিতার অঙ্কাশ্রয়ী পৃথিবীরই স্নেহ ও প্রেম বৃন্দাবনে। বেহুলার এই বৃন্দাবন উজানীতে। উজানীতে বেহুলার উক্তি ও আচরনে যে প্রেম প্রকাশিত, তা কিন্তু অতৃপ্ত জীবনানন্দের। বেহুলার দুঃখ ঃ

'এ জীবনে পুরিলনা সাধ ভালবাসি'।

এই ধারাগুলো মূলতঃ ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু এগিয়ে যাবার পথে বাঁকে বাঁকে একের সঙ্গে অপরের মিলনের পরিণতিতে করুণার মহানদী সৃষ্টি করেছে।*

**এছাড়া শিবের বিয়ে, বুড়িদের 'মনকলা' খাওয়া, লখাই এর সঙ্গে তাড়কাসুন্দরীর রসিকতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্নিগ্ধকরুণ এবং মার্জিত হাস্যরস পরিবেশনেও কবির নৈপুণ্য দেখা গেছে।*

চরিত্র প্রসঙ্গ

কাহিনী কাব্যে চরিত্র অপরিহার্য। কবির কৃতিত্ব যথোচিত স্থান-কালে স্থাপন করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করণে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কবির প্রধান গুণ হলো সহানুভূতি এবং সহৃদয়তা। পণ্ডিত জানকীনাথের এই গুণগুলো ছিল বলে সৃষ্ট চরিত্রগুলোও যথোচিত মর্যাদায় বাস্তবতার বার্তাবহ। তাঁর শিব, মনসা, চাঁদসদাগর, সনকা, বেহুলা প্রভৃতি প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি কদ্রু, বিনতা, গরুড়, গিরিরাজ, মেনকা, উমা, নেতা, জালুমালু, কমলাদেবী নারদাদি সকল অপ্রধান চরিত্রও সহৃদয়তার গুণে রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়েছে। কাহিনী বয়নে নতুনত্ব, বাস্তবতা, সমাজচিত্র প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান-অপ্রধান সকল চরিত্রই আলোচনায় এসেছে। তবুও কয়েকটি প্রধান চরিত্র সংক্ষেপে এরূপ ঃ

শিবঠাকুর

প্রাগ-বৈদিক দেবতাদের মধ্য থেকে বৈদিক যুগে গৃহীত হয়েছে একমাত্র শিবঠাকুরই। তাই শিব চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটো। একদিকে তিনি ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র, অন্যদিকে তিনি অঘোর, শিব, দক্ষিণ এবং যোগেশ্বর। অর্থাৎ কোথাও তিনি রুদ্রভয়ানক, আর কোথাও তিনি মঙ্গলকারী। এ দুটো বৈশিষ্ট্যের ওপরই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের ভিত্তি। পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আর্যধর্ম বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছিলো বলে শিবের এই বিপরীতমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে প্রচার পেয়েছিলো। নিম্নতর সমাজের লোকেরা আবার নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী শিব চরিত্রে নানা বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। স্থান-বৈচিত্র্যে এবং কালদূরত্বে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। আবার জৈন এবং বৌদ্ধ সংস্কারও মিশেছে। তাই কালক্রমে শিবঠাকুর একজন সংকর দেবতায় পরিণত হন।

উত্তর বিহার বা মগধ হতে আর্য সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি উত্তর বঙ্গেই প্রথম প্রবেশ করে। সেখানে কৃষিজীবী নিম্নতর কোচ সমাজের নিজস্ব সংস্কার অনুযায়ী তিনি কৃষির দেবতা। এভাবে কোথাও তিনি কৃষির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা। রাঢ়বঙ্গ হয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার গৌড়বঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালীরা পারিবারিক জীবনে হাজারো বন্ধনের মধ্যেও নিবিড় সুখ উপভোগ করতে অভ্যস্থ। তাই এখানে শিবঠাকুর আদর্শ স্বামী হিসেবে গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আদর্শ গৃহী। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত। পার্থিব হাজারো দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাব অভিযোগ ও বাঙালীর পারিবারিক বন্ধন শিথিল করতে পারেনা। ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সে দাম্পত্য জীবন পথে হাটে। গৃহ-ধর্মের আদর্শই বাঙালীর নিকট সবচেয়ে বড়ো। তাই বাংলাদেশে শিবনিবাস তথা কৈলাশ বাংলাদেশের পানাপুকুর পাড়ে আমবাগানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঙালীর গৃহধর্মের আদর্শ সূত্রে সামাজিক সমস্যার প্রভাবে শিব ঠাকুরে কুলীন ব্রাহ্মণের চরিত্রও আরোপিত হয়েছে। এরূপ শিবের সাহিত্যিক নিদর্শন হলো মনসা-মঙ্গল কাব্য। দেব এবং বনিক 'দু' খণ্ড মিলিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ শিবঠাকুরের পারিবারিক সমস্যা এবং তার সমাধান দেখানো হয়েছে। এই ভাবের শ্রেষ্ঠ রূপকার কবি হলেন পণ্ডিত জানকীনাথ।

পণ্ডিত জানকীনাথের 'পদ্মা-পুরাণে' শিব চরিত্রের তিনটি স্তর দেখা যায় —

১। পত্নীভীত কুলীন ব্রাহ্মণ।

২। ধনবান শিষ্যের প্রতি দুর্বলচিত্ত যাজক ব্রাহ্মণ।

৩। স্নেহময় পিতা।

কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিয়ে করতেন অসংখ্য। তাঁদের স্ত্রীধন ছড়িয়ে থাকতো ঘরে - বাইরে সর্বত্র। তাই সন্তানাদিও থাকতো ঘরে - বাইরে। আবার, ঘরেও থাকতো একাধিক সতীন এবং সতীনের নিত্য কলহ। এ অবস্থায় বাইরের কোনো সন্তান এসে যদি পিতার নিকট নিজের অধিকার দাবী করে, তবে সে সংসারে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠবে। শিবঠাকুরের অনুরূপ বাইরের মেয়ে হলেন পদ্মাবতী। পদ্মাবতী নিজের পিতৃপরিচয় দিয়ে মহাদেবকে বাধ্য করেন তাঁকে স্বীকার করতে এবং ঘরে নিয়ে যেতে। নান্যোপায় শিবঠাকুর বাধ্য হলেন পদ্মাবতীকে মেয়ের স্বীকৃতি দিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে। কিন্তু ঘরের গিন্নী অবৈধ সন্তানকে স্বীকার করবেন কেন! তাই পার্বতী মেরে-ধরে — পত্রপাঠ বিদায় করেন পদ্মাবতীকে। শিবঠাকুরকে বাধ্য করেন এই মেয়েকে বর্জন করতে। শিবঠাকুর পদ্মাবতীকে সুমেরু-শৃঙ্গে নিয়ে বনবাসে দিয়ে আসেন।

ঘরের বাইরে জাত সন্তানদের দায়-দায়ীত্ব নিতেন না কুলীন ব্রাহ্মণরা। তাই বনবাসে দেয়ার পরে শিবঠাকুরও নির্বিকার হয়ে যান পদ্মাবতীর বিষয়ে। ভেজাল হতোনা, যদি পদ্মাবতী সমাজের গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে, নিজের জীবন বিড়ম্বনাকে অদৃষ্টের পরিহাস ভেবে চুপ-চাপ থাকতেন। কিন্তু পদ্মাবতীর স্বভাব আলাদা — চুপ থাকার মেয়ে তিনি নন। নিজের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হন তিনি। অনশনের মাধ্যমে ব্রহ্মাকে রাজী করাণ তার প্রতি পিতা শিবের দৃষ্টি ফেরাতে। সমুদ্র মন্থনের সময় বিষপানে হতচেতন পিতা বিশ্বনাথকে বাঁচিয়ে তোলেন — নিজের শক্তি-সামর্থের পরিচয় দেন। পার্বতী সহ দেবতারা পদ্মাবতীকে মহাদেবের মেয়ে বলে স্বীকৃতি দেন এবং ব্রহ্মদেব মহাদেবকে বাধ্য করেন অনূঢ়া মেয়েকে বিয়ে দিতে। ব্রহ্মার কথায় পিতার দায়ীত্ব পালন করে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে মহাদেব নিশ্চিত হন। পার্বতীও মুক্তির শ্বাস ফেলেন। সাংসারিক অশান্তির ভয় দূর হয়।

কিন্তু পদ্মাবতীর স্বামী তাকে ছেড়ে তপস্যায় চলে গেলে পদ্মাবতী এসে পৈতৃক সম্পদ দাবী করে বসেন। ফলে আবার পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করে মহাদেবের পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়। মহাদেব যাজক ব্রাহ্মণ। যাজক ব্রহ্মণের সম্পদ হলো ধনী শিষ্য। পঞ্চবনিক প্রধান ধনবান চন্দ্রধর বনিক মহাদেবের ভক্তশিষ্য। এই চন্দ্রধরের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়েই আবার শুরু হয় সাংসারিক অশান্তি।

চন্দ্রধর-পত্নী সনকা পুত্রহীনা। পুত্র কামনায় জালু-মালুর ঘর থেকে মনসার ঘট নিজে মাথায় করে এনে অন্তঃপুরে মনসার পূজো করেন। সদাগরের গৃহেও ফাটল দেখা দেয়। ধনী শিষ্যকে হারাবার ভয়ে শুরু থেকেই কোমর বাঁধেন চণ্ডী। চণ্ডীর নির্দেশে বানিজ্য থেকে ফিরে এসে সদাগর পদ্মাবতীকে গালি - গালাজ করেন, ঘট ভেঙে অপমানিত করে নিজের পুরী হতে তাড়িয়ে দেন। মনসা তাঁর প্রতি সদাগরের বিদ্বেষের কারণ বুঝতে না পেরে, বাবার নিকট মনের দুঃখ জানাতে কৈলাশে যান। কৈলাশে গিয়ে মনসা বুঝতে পারেন যে, চণ্ডীর উস্কানিতেই সদাগরের মনসা বিদ্বেষ। ধনী শিষ্যকে হারানো বিষয়ে চণ্ডীর ভয়ের কারণ এবং চণ্ডীর ভয়ে শিবের অসহায়তা — এ দুটো বিষয়ও পদ্মাবতী বুঝে যান। কারণ মনসার অপমানের কোনো সুষ্ঠ মীমাংসা করতে পারেনি পিতা। উপরন্তু সদাগরকে মহাজ্ঞান দিয়ে সসম্মানে বিদায় করেন এবং মেয়েকে অনুরোধ করেন চাঁদকে প্রাণে না মারতে। সদাগরের সঙ্গে পিতার পরিবারের সম্পর্ক, চণ্ডীর চক্রান্ত এবং শিবের অসহায়তা উপলব্ধি করে পদ্মাবতী সদাগরের ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে চেলেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে আসেন চণ্ডীকে। দ্বন্দ্ব শুরু হয় মনসার সঙ্গে পার্বতী ও চাঁদসদাগরের। অসহায় শিবঠাকুরের করার কিছু নেই। চাঁদ - মনসার বিবাদ ক্রমশঃ তীব্র হয়েছে। মনসা বার বার পিতার

নিকট নালিশ করে সহানুভূতি পেতে চেয়েছেন; কিন্তু চণ্ডী এবং সদাগরের নিকট শিব বড়ো অসহায়। নান্যোপায় শিব ক্ষমা চান মেয়ের নিকট।

মেয়েকে সাহায্য করতে না পারলেও মেয়ের প্রতি ক্রমশঃ শিবের স্নেহ বাড়ে এবং শিব ক্রমশঃ মেয়ের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। এ সময় নন্দী পরামর্শ দিয়ে বলে — 'পাত্র মাথায় এক করিতে না যুয়াএ'। নন্দীর পরামর্শে শিবঠাকুর গোপনে এবং কৌশলে মেয়েকে সাহায্য করতে থাকেন। কৈলাশের দেব সভায় চণ্ডীকে জয়ী করার কূট-কৌশলে মনসাকেই জায়ী করেন এবং আদেশ দেন যে, সদাগরকে মনসা পূজো করতেই হবে।

এবার পণ্ডিত জানকীনাথের কাহিনী অনুসরণ করা যাক ঃ

শিবঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয়া হয়েছে 'দেব' এবং 'বণিক' — খণ্ডদ্বয় মিলিয়ে। দারিদ্র্যদোষে শিবঠাকুরের সংসারে নিত্য অশান্তি। অশান্তির ফলে গৃহবাসে অনাসক্তি — গৃহত্যাগ — খেয়াঘাটে ডোমনারীর লাস্যে কামনার জাগরণ — অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তানের জন্ম — সাংসারিক অশান্তির চূড়ান্ত — প্রভৃতি সকল ঘটনাই শিবকেন্দ্রিক।* দেবখণ্ডে মা-মেয়ের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে তার চূড়ান্ত রূপ এবং পরিণতি দেখানো হয়েছে বনিক খণ্ডে। এ সূত্রেই অঙ্কিত হয়েছে শিবচরিত্র এবং এ সূত্রেই এসেছে খণ্ড দুটির অখণ্ডত্বও।

** দেবখণ্ডে কবির বাস্তবতা এবং সমাজ ভাবনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।*

বনিক খণ্ডে শিবঠাকুরকে মাত্র চারবার মঞ্চে দেখা যায়। প্রথমবার দেখা যায় চাঁদ-মনসার বিবদের শুরুতে। চাঁদ-মনসা উভয়েই এসেছেন শিবঠাকুরের নিকট নালিশ নিয়ে। দু'জনার নালিশ শুনে তিনি এটা বুঝতে পেরেছেন যে, বিবাদের মূলে আছেন চণ্ডী। ধনী শিষ্য চাঁদসদাগরের প্রতি দরিদ্র শিবঠাকুর স্বাভাবিক ভাবেই একটু দুর্বল ছিলেন। তদুপরি ছিল স্ত্রী ভীতি। স্ত্রী - ভীত শিবঠাকুরের পক্ষে বিবাদের দ্রুত মীমাংসা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নির্বিকারভাব দেখিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। শিষ্যকে মহাজ্ঞান দিয়ে অনুরোধ করে বলেন ঃ

না বল নিটুর বাণী এই কন্যা মর।

অপরপক্ষে মেয়েকে অনুরোধ করে বলেন ঃ

যে কর সে কর মায় ক্ষেমিহ চান্দরে।

চাঁদ-মনসা তথ্য চণ্ডী-মনসার বিবাদের চূড়ান্ত মুহূর্তে শিবঠাকুরকে দেখা যায়। এবারও চাঁদ-মনসা দুজনে নালিশ নিয়ে এসেছেন। মনসার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ সদাগর ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়েছেন শিবের সামনে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বামীর প্রতি গৌরীর ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গ করে গৌরী বললেন ঃ

পরপুরুষ চান্দ বাদ তার সনে ঃ

তুমার মহিমা হৈব এই কন্যা হনে।

স্ত্রী-ভীত অসহায় শিবঠাকুর চাঁদসদাগরকে কিছুই বললেন না। বরঞ্চ মেয়েকে অনুরোধ করে বলেন ঃ

না কর চান্দের নস্ট ক্ষেমহ আমারে।

'ক্ষেমহ আমারে' শুধু এই বাক্যাংশে শিবঠাকুরের কৃত-কর্মের অনুশোচনা এবং অসহায় পিতৃত্বের কারুণ্য কতই না রসঘন। আসলে, শিবঠাকুর জনম দুঃখিনী মেয়েটিকে খুব ভালোবাসেন; কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে মেয়ের পাশে দাঁড়াতে অক্ষম তিনি। অসহায় পিতৃত্ব তাই সময় চান মেয়ের কাছে।

কত মঙ্গল কবিইতো শিবচরিত্র এঁকেছেন। কিন্তু এত মানবিক এবং এত করুণ করে কেউ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন বলে আমার জানা নেই। মঙ্গল কাব্যে শিবচরিত্রের যে ক্রম মানবায়ন তার সিদ্ধি পণ্ডিত

জানকীনাথে। যাহোক, পিতার ব্যবহারে মনসাও বুঝেছেন ঃ

.... বাপমর চণ্ডীর কুর্পর ঃ
স্ত্রী বশ পুরুষে স্ত্রীরে ভাসে ডর।
চণ্ডীর ইঙ্গিতে শিবে না ভাঙে বিবাদ ঃ
না বলে উচিত বানী না গণে প্রমাদ।

কিন্তু বাবার অনুকম্পা তাঁকে আদায় করতেই হবে। তাই মনসা আবার এসে চোখের জলে পিতাকে সদাগর কর্তৃক অপমানের কথা জানান। শুনে অসহায় শিবঠাকুর নন্দীকে বলেন ঃ

আমার সঙ্কট বড় হৈব এই কাজে।

ঘটনা সমীক্ষা করে নন্দী বলে ঃ

চণ্ডীর শিক্ষা হেন মনে অনুমানি।

তারপর নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেন ঃ

পাএ মাথাএ এক করিতে না যুয়াএ ঃ
মনসা পূজিব চান্দে করিলে উপাএ।

মনসার চোখের জলে বিগলিত, নন্দীর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত শিবঠাকুর চাঁদ-মনসার বিবাদ সমাধান কল্পে নন্দীকে সঙ্গে দিয়ে মনসাকে ইন্দ্রের নিকট পাঠান।

অতঃপর শিবঠাকুরকে দেখা যায় চাঁদের ভরাডুবির সময়। তবে চাঁদকে রক্ষা করতে নয়, তিনি এসেছেন চাঁদের কাণ্ডারী চণ্ডীকে ডেকে নিয়ে যেতে। তাঁর এরূপ আচরণের কারণ তাৎক্ষণিক ক্রোধ এবং ক্রোধের কারণ মনসার দু'টি বাক্যবাণ। মধুকর ডিঙা ডোবাতে ব্যর্থ মনসা গিয়ে বাবাকে বলেন ঃ

লাজ নাই লর্জ্জা নাই বড়ই দুর্ব্বার ঃ
তুমা ছাড়ি ধরে চণ্ডী অন্য ভাতার।

এ অপবাদের পরে শিব না জ্বলে পারেন না। দেখা যায় ঃ

তাহাশুনি মহাদেব মহাকুপে জ্বলে।

এবং কালিদহে গিয়ে ঃ-

চণ্ডীরে নিটুর বাণী বলে মহেশ্বরে।

ফলে চণ্ডী সদাগরের মধুকর ডিঙার হাল ছেড়ে চলে যান।

যদিও শিবঠাকুর চণ্ডীকে সদাগরের ডিঙার হাল ছাড়িয়ে নিয়েছেন, তবু তার পরেও তাঁকে কৌশলে দু'দিক রক্ষা করে চলতে হয়েছে। একদিকে গোপনে ইন্দ্রকে দিয়ে মনসা পূজোর ব্যবস্থা করালেন, অপরপক্ষে মরা স্বামী নিয়ে বেহুলা দেবপুরে এলে বেহুলা ও চণ্ডীর পক্ষ নিয়ে তিনি মনসাকে বাধ্য করেছেন লখাইকে বাঁচিয়ে দিতে। স্থান কৈলাশ হলেও বিচারক হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ মানবিক সহানুভূতিসম্পন্ন। তাই দেখা যায় লখাইকে বাসরে দংশনের ব্যাপারটা তিনি কোন যুক্তিতেই মানতে পারেন নি। উষার মুখে ঘটনা শুনে মেয়েকে বলেন ঃ

উচিত না হএ এত করিতে তুমার ঃ
কালরাত্রি নাগে খাএ এ কুন বেভার।

যা হোক, দেবসভাতে চাঁদ - মনসার বিবাদের মীমাংসা বিষয়ে একটা সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছতে পারায় শিব ঠাকুরের জীবনের একটা সংকটের অবসান হলো। স্বকৃত যে সমস্যায় তিনি এতদিন জর্জরিত ছিলেন আজ তা শেষ হলো। ফলে শিবঠাকুরের ভূমিকাও শেষ।

একজন মানুষ যথার্থ মানুষে পরিণত হন কামে - প্রেমে, লোভে - ক্রোধে, মায়া - মমতায়, ত্যাগ - তিতিক্ষায়। পণ্ডিত জানকীনাথের শিবঠাকুর অনুরূপ একজন মধ্যযুগীয় মানুষ। তদুপরি, কবি সবসময়

চরিত্রটির কৌতুক প্রিয় স্বভাবের একটা ক্ষীণ ধারাও প্রবাহিত রেখেছেন। এগুণের জন্যও তাঁকে অধিকতর মানবিকগুণ সম্পন্ন বলে মনে হয়।

একটা উদাহরণ ঃ

বেহুলার নালিশ শুনে দেব সভায় মনসাকে আনতে নারদকে পাঠাচ্ছেন শিবঠাকুর। নারদকে তিনি বলছেন ঃ

আমার বুলে নাইসেন তান শাশুড়ীর দুষ।

এরূপ রসিকতা তো কোন দেবতার পক্ষে সম্ভব নয়। একজন বাঙালী পিতার মুখেই এরূপ রসিকতা মানায়। অনুরূপ বাঙালী পিতা হলেন পণ্ডিত জানকীনাথের শিবঠাকুর। পণ্ডিত জানকীনাথ রচিত পদ্মাপুরাণের মূল কাহিনী কিন্তু বেহুলা - লক্ষীন্দরের কাহিনী বা চাঁদ - মনসার দ্বন্দ্বের কাহিনী নয়, মূল কাহিনী হলো শিবঠাকুরের কাহিনী। দুই খণ্ড মিলিয়ে শিবঠাকুরের সাংসারিক সমস্যা, সেই সমস্যার ব্যাপ্তি এবং তার সুষ্ঠ সমাপ্তিই হল মূল বিষয়।

শিবঠাকুরের জীবন কেন্দ্রিক সমস্যার স্রষ্টা তিনি নিজেই, সমস্যার প্রচণ্ডতায় অন্তরে ক্ষত - বিক্ষত ও হয়েছেন নিজেই, সমস্যা সমাধানের উপায় ও চিন্তা করেছেন নিজেই এবং নিজেই করেছেন সমস্যার সমাধান। অন্যসব ঘটনা এসেছে এই মূল ঘটনাবর্তে। তাই পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যের নায়ক হলেন পিতা শিবঠাকুর। চরিত্রে ত্রি সত্তার জন্য তাঁর সমস্যাও তিন রকমের। ত্রিভুজের তিনটি কোণই তাঁকে রক্ষা করতে হয়েছে খুব সাবধানে এবং শেষ পর্যন্ত নন্দীর পরামর্শ মেনে 'পাএ - মাথাএ' - এক না করে সদাগরকে দিয়ে মনসা পূজো করিয়েছেন তিনি।

চাঁদসদাগর

মনসামঙ্গল কাব্যের পরিবর্তনের দুটো ধারা —

(১) সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তন (২) সদাগর চরিত্রের ক্রম শৈল্পিক পরিণতি তথা কাব্যের শৈল্পিক পরিণতি। সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনে প্রথমদিকের মনসামঙ্গলে তুর্কী আক্রমনের ফলজাত হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, মধ্যের গুলোতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন চেস্টা এবং অষ্টাদশ শতকের কাব্যের প্রেক্ষাপটে এসেছে কৌলীন্য প্রথা।

মনসামঙ্গল কাব্য প্রথমে ভক্তি-কাব্যই ছিল। বিবর্তনের ধারায় ক্রমশঃ তা শৈল্পিক পরিণতি লাভ করে ট্র্যাজেডি কাব্যে পরিণতি পেয়েছে এবং এই ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে পঞ্চবনিক প্রধান চন্দ্রধরের চরিত্র আশ্রয়েই। আর এরূপ শৈল্পিক পরিণতির একমাত্র রূপকার হলেন অষ্টাদশ শতকের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ। কৌলীন্য প্রথা জর্জরিত বঙ্গ সমাজের প্রেক্ষাপটে কবি তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেন। অন্ত-মধ্যযুগীয় হিন্দু বাঙালীর যুগ সংকটের আধারে অস্তিত্ব রক্ষার দিগ্‌দর্শন করেছেন। অষ্টাদশ শতকে হিন্দু সমাজের স্বয়ং সৃষ্ট কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফলে হিন্দু সমাজ ধংসের মুখে। এ অবস্থায় হিন্দু বাঙালীদের আত্মমুক্তির পথ নির্দেশ করতেই কবি পদ্মাপুরাণ রচনা করেছেন। আত্মমুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন গণতান্ত্রিক জাগরণ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই বাণীর বার্তাবহ হলেন পদ্মাবতী। কিন্তু কুলীন - কুল শিরোমনিরা প্রাচীন পন্থী বলে নবজীবনতন্ত্রকে মানতে রাজি নয়। প্রাচীন পন্থী, কৌলীন্য অভিমানী সমাজ শিরোমনির প্রতীক হলেন চাঁদসদাগর।

নবজীবন তন্ত্রকে না মানার দৃঢ়তা এবং মানানোর দৃঢ়তা তথা নবীন - প্রবীনের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এই দ্বন্দ্বের দুর্ভোগে ক্ষত - বিক্ষত সদাগর, দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে ক্রমশঃ মহাকাব্যিক ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে ওঠেন। এবার পণ্ডিত জানকীনাথের সদাগর চরিত্র দেখা যাক ঃ

পঞ্চ - বনিক - শ্রেষ্ঠ - চাঁদসদাগর শিব শিষ্য, তবে গুরুপত্নী চণ্ডীর প্রতিই তাঁর আনুগত্য বেশী। তাই দেখা যায়, বানিজ্য - যাত্রার আগে সদাগর ঃ

পূজিয়া চণ্ডীকা দেবী শক্তি অভিপ্রায় ঃ
শুভক্ষণে যাত্রা করি উঠিল ডিঙ্গায়।

চাঁদ - মনসার বিবাদের মাধ্যম চণ্ডী দেবী নিজেই। শিবঠাকুরের সংসারে মনসাকে কেন্দ্র করে যে অশান্তির সূচনা হয়েছিল তারই জের সূত্রে চাঁদ মনসার বিবাদ। চণ্ডীদেবী মনসাকে প্রথম দিন থেকেই সহ্য করতে পারেন নি। সে চক্ষুশূলই তাঁর শিষ্যের বাড়িতে দখল নিচ্ছে — চণ্ডীর পক্ষে এর চেয়ে দুঃসংবাদ আর কি হতে পারে! তাই তিনি শুরু থেকেই কোমর বেঁধেছেন। চাঁদ সদাগরকে স্বপ্নে জানাচ্ছেন ঃ

অবুদ সনকা নারী মায়া নাহি বুঝে ঃ
ঘরের ভিতরে রাখি ডাকিনীরে পূজে।
এই অলক্ষিনী কন্যা কন্দলী ধাঙ্গুড়ী ঃ
বিপরীত দেখিয়া স্বামীএ গেছে ছাড়ি।
বাপ নাই মায় নাই নাই জাতিকুল ঃ
সেবিলে ডাকিনী পদ্মা সবংশে নির্মূল।

যিনি সদাগরের আরাধ্যা, যাঁর প্রতি চাঁদের একনিষ্ঠা, তাঁর মুখ থেকে মনসা বিদ্বেষের জন্য এই কয়টি বাক্যই যথেষ্ট। ফলে সদাগর লাঠির ঘায়ে ঘট ভেঙ্গে সনকাকে তিরস্কার করে বলেন ঃ

কার বুলে মর পুরে আনিলে ডাকিনী।
জাতি নাই গুত্র নাই শিবসুতা বলে
মহেশের কুমারী শুনিছ কুন কালে।

জন্ম পরিচয়েই সন্দেহ। আবার স্বভাব ও ভাল নয় ঃ

বেঙ খাএ চেঙ খাএ থাকে খালে বিলে ঃ
এছার কানীরে দেবী কুন জনে বলে।

'এ ছার কানীরে' - দেবীত্বে স্বীকৃতি দেয়া চাঁদসদাগরের মত অভিজাত লোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় — সদাগরের সিদ্ধান্ত।

ওদিকে ঃ দুঃখ পাইয়া পদ্মাবতী ব্যথাএ ব্যাকুলি ঃ
— তাঁরও সিদ্ধান্ত ব্যথার প্রতিশোধ নেয়া।

সুতরাং, চাঁদ-মনসার বিরোধ শুরু। — মাধ্যম স্বয়ং চণ্ডী দেবী।

পাঁচ বনিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমাজ - বিধাতা চাঁদ সদাগরের মর্যাদা শুধু তাঁর সীমার মধ্যেই নয় - কৈলাশেও তাঁর যথেষ্ট সম্মান এবং আদর - আত্তি। পুত্রবৎ প্রিয় সদাগর মনসার সঙ্গে বিবাদ সূত্রে এখন চণ্ডীর অধিক প্রিয়। শিবঠাকুর ও চাঁদকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাই দেখা যায়, সদাগর কৈলাশে শিবঠাকুরের সামনেই তাঁর অকম্পিত সিদ্ধান্ত ঘোষনা করে বলেন ঃ

যাবত কণ্ঠেত মর পঞ্চ প্রাণ থাকে ঃ
সর্বথায় পুষ্প - পানি না দিম পদ্মারে।

শুনে মহাদেব শুধু অনুরোধ করেন তাঁর কন্যাকে কটুক্তি না করতে। উপরন্তু চাঁদকে মহাজ্ঞান দিয়ে বিদায় করেন। এগুলো চাঁদের মান-মর্যাদার প্রমান বলে উল্লেখ করা গেল। শিবঠাকুর মনসাকে ও যখন মাথার দিব্যি দিয়ে বলেন ঃ

— 'প্রাণে যদি মরে চান্দ খায় মর মাথা ঃ' তখন সদাগরের প্রতি তাঁর আনুকূল্য বিষয়ে আর সন্দেহের

অবকাশ থাকে না। মর্তে যে বিবাদের শুরু, শিবলোকও তা মীমাংসা করতে পারেন নি।

এরপর মনসা সদাগরকে একের পর এক আঘাত হেনেছেন। মনসা যতগুলো শক্তি শেল নিক্ষেপ করেছেন, বিস্ফারিত বুকে সদাগর প্রতিটি আঘাত হজম করেছেন। মনসা যতই আঘাত করেছেন, সদাগরের প্রতিজ্ঞা হয়েছে ততই দৃঢ় এবং ততই মনসার প্রতি অবজ্ঞা গেছে বেড়ে।

মনসার সঙ্গে বিবাদ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। এক এক করে ছ'জন কুমারের জন্ম হলো। পিতার কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করে সুশিক্ষিত পুত্রদের বিয়ে দিয়ে, পরিতৃপ্তির উন্নতপর্বে ঃ

পাটাহেন বুকে চান্দে মহুৎসব করে।

কবি, অপরাজেয় পৌরুষের জ্যান্তবিগ্রহ দেখালেন। সদাগরের সুখ মনসার সহ্য হলো না। নেতার পরামর্শে রূপ - যৌবনের ছলনায় মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরন করেন। বুঝতে পেরে ঃ

চান্দে বলে ভাল ভাণ্ডি গেলে লঘু কানী ঃ
জানিলে কাঁকালি ভাঙ্গি লইত পরানি।
নাক - চুল কাটিয়া রাখিতু খাকার ঃ
চুন - কালি দিয়া করিতু গঙ্গাপার।

রমণীর রূপ - যৌবনের ছলনায় যেক্ষেত্রে 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ঃ' সেক্ষেত্রে সাধারন মানুষের তো কথাই নেই। সদাগরের 'পাটাহেন বুক' রস - কষ শূন্য নয়। তাই তিনি রমণীর রূপ - যৌবনের মোহে পড়ে মহাজ্ঞান হারা হন। মোহ ভাঙলে মানবিক ক্রোধে ফেটেও পড়েন। এক্ষেত্রে অপরাজেয় পৌরুষের প্রতিমূর্তি সদাগর চরিত্রে মানবিকগুণ আরোপিত হলো। আবার বাংলাদেশীয় দেশকালে স্থাপন করে, সামাজিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে পরিপূর্ণ একজন সদাগরকে সৃষ্টি করা হলো। অপবিত্র হলে গঙ্গাস্নান এবং তর্পনাদির মাধ্যমে শুচি হতে হয়। এ বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায় সদাগর চরিত্রে। মনসাকে দর্শন ও স্পর্শনের ফলে সদাগর নিজেকে অপবিত্র মনে করেন ঃ

স্নান তর্পন কৈল লামিয়া গঙ্গাএ।

মহাজ্ঞান হারা হয়ে চণ্ডীর নির্দেশে সদাগর ধন্বন্তরি ওঝার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আবার 'পাটাহেন বুকে' ঘুরে বেড়ান। ছ'জন পুত্রকেই সাঁপে কাটলে সদাগর বন্ধু ধন্বন্তরি ওঝাকে ডেকে এনে বলেন ঃ

শুনিছনি আমার সনে বাদ করে কানী।
আমারে দেখিতে কানী বড় ভাসে ডরে ঃ
কাঁকালি ভাঙ্গিছি হেমতালের প্রহারে।

গর্বের সঙ্গে কথাগুলো বলে সদাগর আরো বলেন যে, তাঁর সঙ্গে বিবাদে না পেরে শিশুদের মেরে মনসা মনের ঝাল মেটাল। মনসার এ কাজকে তুলনা করা হয়েছে ক্ষিপ্তা দাসীর আচরণের সঙ্গে। অপমানে ক্ষিপ্তা দাসী যেমন বাড়ির কারো কোন ক্ষতি করতে না পেরে হাতের কাছের বিড়ালকে মেরে রাগের ঝাল মেটায়, মনসার আচরণও তেমনি। সদাগর বন্ধুকে বলেছেন ঃ

বুড়া - বুড়ি না বুলাএ বুলাএ ছায়াল ঃ
দাসী সবে ক্রুধে যেন আছাড়ে বিড়াল।

ছত্র দু'টিতে চাঁদের তুলনায় কানীর লঘুতা কতইনা সহজভাবে প্রকাশিত। পঞ্চ - বনিক - প্রধান সদাগর মনসাকে 'থোড়াই কেয়ার' করেন। দেখা যায়, ধন্বন্তরি বিষ ঝেড়ে ছেলেদের বাঁচিয়ে দিলেন ঃ

উর্দ্ধবাহু করি নাচে রাজা চন্দ্রধর।

সদাগরের এই উদ্দণ্ড নৃত্য একান্তই স্বাভাবিক। আত্মমর্যাদার খোলস খসে যায় আত্মসম্মান রক্ষার চ্যালেঞ্জে জয় ঘটলে। অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে দিয়ে পূজো আদায়ের কুটীল চক্রান্তে হৃদয়হীন দেবতার বিরুদ্ধে দৈব লাঞ্ছিত ব্যক্তি - পৌরুষ যখন জয়লাভ করে, তখন তার আত্মবিশ্বাস সহস্র ধারায় উৎসারিত হবার

প্রাথমিক ধাক্কায় দেহ যন্ত্রটা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠা একান্তই বাস্তব।

এই যে গর্বোন্নত সদাগর, ইনিই কিন্তু ধন্বন্তরির মৃত্যুতে ঃ

মিত্র মিত্র বলিয়া কান্দএ উচ্চৈঃস্বরে।

পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে বন্ধু-পত্নীর নিকট গিয়ে বলেন ঃ

দৈবযুগে যে হইল কি করিতে পারি।

প্রবোধ দিয়ে তিন ছেলেকে সরজা দেবীর রক্ষায় নিযুক্ত করে উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ

সরজারে দেখিব্যএ সনকা সমান।

আজ্ঞা বিনে কুনু কার্য্য কব না করিবা ঃ

তারপর তিনি বাড়ি ফেরেন। এ অংশে সদাগর সম্পূর্ণ সামাজিক। মনসামঙ্গলের সদাগরকে মনে হয় আদর্শারোপিত চরিত্র। তাই তাঁর চরিত্রে সামাজিকতার প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়। একমাত্র পণ্ডিত জানকীনাথ সদাগরের বন্ধু প্রীতি, কর্তব্য সচেতনতা প্রভৃতি দেখিয়ে পৌরুষের প্রতি মূর্তিকে সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তিত্ব রূপেও সৃষ্টি করেছেন।

বন্ধু ধন্বন্তরির শোক নিয়ে বাড়ি ফিরেই সদাগর পর পর ছয় ছেলের মৃত্যু সংবাদ পান। ক্রোধে - দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে হেমতালের লাঠি নিয়ে ছুটে যান তিনি। কিন্তু সর্পদস্ট মৃত পুত্রদের পাশাপাশি শায়িত দেখে সদাগর নিজেকে সংযত রাখতে পারেন নি। তখন ঃ

চন্দ্রধরে কান্দে যেন মেঘে কাড়ে রাএ।

সন্তানহারা জননী কাঁদছেন — কাঁদছেন সদ্য বিধবা ছয় বধু - পুরীর সকলেই কাঁদছেন ঃ

'পুরীখণ্ড জুড়ি হৈল ক্রন্দনের রুল' ঃ এ পরিবেশে সদাগরের হৃদয়ার্তি যদি না শোনা যেত তবে চরিত্রটি অবাস্তবতা দোষে দুষ্ট হতো। শোকের প্রাথমিক ধাক্কা প্রাকৃত মানুষকে বিমূঢ় করবেই। চাঁদ সদাগর যে একজন পিতাও।

চরিত্রটি সৃষ্টিতে কবি খুব সচেতন। তাই সঙ্গে সঙ্গেই শোনালেন বাগান বিনষ্টির কথা। কারন আঘাতে আঘাতে আহত পৌরুষের জলভরা চোখে মুহূর্তেই জ্বলে উঠবে দৃঢ়তার বহ্নিশিখা। বাগান ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে মুহূর্তের দুর্বলতা কাটিয়ে জ্বলে উঠলেন সদাগর। তেড়া দামোদরকে আদেশ করেন ঃ নাগের উচ্ছিস্ট পুত্র দাও ভাসাইয়া ঃ এবং কানীর উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

রক্ত - মাংস খাও কানী নাগসৈন্য লৈয়া।

নিজে ঃ বিষরি মণ্ডনে বাদ্য ঘরে ঘরে বাইল।

এতেও সদাগরের রাগ পড়েনি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কৈলাশে যান শিবের নিকট নালিশ করতে। এবার কৈলাশ থেকে ফিরে আসার পরে সদাগরের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা গেছে বেড়ে এবং বেড়েছে কটূক্তির মাত্রাও। তাঁর দৃঢ়তা কণ্ঠে ধ্বনিত ঃ

এই সত্য সত্য কানী জানিয় আমারে ঃ

কণ্ঠেত থাকিতে প্রাণ না পুজিম তরে।

সদাগর চরিত্রের প্রথম অংশের পরিণতিতে আমরা পেলাম — রক্ত-মাংসে গড়া পুরুষ - সিংহরূপী পঞ্চবণিক প্রধান রাজা চন্দ্রধরকে।

চাঁদসদাগর বনিক, এটাই তাঁর আসল পরিচয়। সুতরাং বানিজ্য বিষয় আসবে। এ প্রসঙ্গে সদাগর অর্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা* করে সকলকে বুঝিয়ে দেন যে, পুরুষ-সিংহকে দিন দিন ধন বাড়াতে হয় — বানিজ্য যাত্রার কৈফিয়ৎ। আসলে, সদাগর অর্থের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে সকলের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চান। ভয়, কেউ যদি বানিজ্য যাত্রাকে শোক ভোলার উপায় মনে করেন। অভিজাত ব্যক্তির ব্যথা তাঁর একান্ত নিজস্ব, তাতে সাধারণের অধিকার নেই — মর্যাদার হানি ঘটে। কিন্তু পুত্র হারা গৃহে ব্যথা বুকে বয়ে, মা সনকার

অশ্রুগঙ্গায় ভেসে, ছয় ছয়টি কচি বিধবা বধূর অশ্রুধারা দেখে দেখে ক্লান্ত পুরুষ সিংহও যে আর ঘরে টিকতে

---

* *উদাহরণ ও আলোচনা কবির বাস্তবতা প্রসঙ্গে।*

পারছেন না, তাকি বোঝার বাকি থাকে! আহারে রাজা চন্দ্রধর! আহারে মানুষ সদাগর! বানিজ্য উপলক্ষ্যে একজন মানুষ বনিকের পরিচয় দেয়াই কবির উদ্দেশ্য। ফলে চরিত্রটির আদর্শের অটলতায় তাঁর প্রতি যেমন বিস্ময় মিশ্রিত ভক্তি জাগে, তেমনি আমাদেরই একজন মানুষ হিসেবে তাঁকে ভালো না বেসেও পারা যায় না।

বানিজ্য যাত্রায় বাড়বানল প্রসঙ্গেও সদাগরের কিছু সাধারন মানবিক গুণের প্রকাশ দেখা যায়। সাগরের পথে পথে তাঁকে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছে এবং উৎরেও এসেছেন; কিন্তু বাড়বানল দেখেই তিনি খেদ করে বলেন ঃ

দুঃখের উপরে দুঃখ ঃ চিত্তে নাই কুনু সুখ ঃ

চিত্তে সুখ নেই! কেন? আসলে, মনসা - সদাগরের জীবনে উৎপাত বিশেষ। সদাগর মানসিক দিক থেকে সবসময় মনসার উৎপাতের জন্য প্রস্তুত। এখন সদাগর ঐ উৎপাতের কারণ সন্ধান করে বলেন

'দারুন কর্মের দুষ'।

অদৃষ্টবাদে এই যে বিশ্বাস তা সদাগরকে মানায় না। মন দুর্বল হলেই অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস জাগে। সদাগরের মানসিক দুর্বলতা জাগার মত কোন উপযুক্ত কারন ঘটেছে কি? আপাত দৃষ্টিতে তেমন কিছু দেখা যায় না, কিন্তু দিকচিহ্নহীন অকুল সাগরে পাড়ি দিতে গিয়ে বিপদের পর বিপদে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত জ্বলে আগুন দেখে সদাগর মনের দিক থেকে একটু দুর্বল হয়ে পড়েন। সত্যিইতো, যেখানে ধন-জন-পৌরুষের কোন মূল্যই নেই, মুহূর্তেই যেখানে সাগরে সলিল সমাধি ঘটতে পারে, সেখানে মানুষ মাত্রেই যে একটু অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়বেন তাতে আশ্চর্য কি!

সদাগরের এই যে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস তাকে তুলনা করা যায় 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে রাবনের নীয়তিবাদে বিশ্বাসের সঙ্গে। মধুসূদনের যেমন 'গ্রেগু ফেলো' - রাবন, তেমনি 'মনসামঙ্গালের' কবিদিগের 'গ্রেগুফেলো' - হলেন চাঁদ বনিক। আর চরিত্রটিকে যথার্থ 'গ্রেগু' রূপ দিয়েছেন — পন্ডিত জানকীনাথ। যা' হোক , সদাগর শেষ পর্যন্ত কুল পেলেন। এবার পাওয়া যাবে বনিক চন্দ্রধরকে। ব্যবসার জন্য দরকার উপস্থিত বুদ্ধি, লোকচরিত্র জ্ঞান, সত্যের ভেক ধারন - প্রভৃতি। জাতিতে বনিক বলে ব্যবসার স্থান - কাল - পাত্র বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ। তাঁর চরিত্রের বিশেষ এই দিকটির পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষিণ সফরে বানিজ্যের সময়। বিস্তৃত কোন বর্ণনা নেই। ঠিক সময়ে ঠিক বাক্যটি সৃষ্টি করে তিনি একজন নিপুন শিল্পীর মতন চরিত্রটিতে স্বাভাবিকত্ব দিয়েছেন। দু'একটি উদাহরণ নেয়া যাক্ ঃ

বাণিজ্য উপলক্ষে দক্ষিণ সফরে গিয়ে সদাগর কোতোয়ালকে গুয়া - পান খেতে দেন। দেখা গেল, কোতোয়াল গুয়ার পরিচয় জানে না। এ সাধারণ ঘটনা থেকে প্রত্যুৎপন্নমতি বণিক বুঝে নিয়েছেন যে, এরা বেকুব। সদাগর বলেছেন ঃ

বুঝিনু অবুদ্ধি রাজ্য কিছু নাহি জানে।

বাক্য মাত্র একটি, কিন্তু বণিক চরিত্রের কি স্বচ্ছ প্রকাশ! যেখানে ব্যবসা করতে আসা সেখানকার লোক যদি বোকা হয় তাহলে তাদের ঠকানো সহজ হবে। ঠকানোর মাত্রার উপর নির্ভর করবে লাভালাভ। দক্ষিণ সফরে সদাগর রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন নামের আদি অক্ষরের মিল সূত্রে।

এবার তো বন্ধুতে বন্ধুতে ব্যবসা। এবার সদাগর লাভ - লোভের বল্গাটাকে একটু টেনে ধরবেন — এরূপ ভাবা একান্তই স্বাভাবিক; কিন্তু দেখা গেল সদাগর বাণিজ্যের সকল প্রকার বুদ্ধিই খাটিয়েছেন। যেমন ঃ সওদা চালাতে গেলে মালের গুনকীর্তন করতে হয়।

নারকেল ফলের গুন কীর্ত্তন করে সদাগর চন্দ্রকেতুর মর্যাদায় আঘাত দিয়ে বলেন ঃ

সামান্য মনিষ্যে তারে কব নাহি পাএ ঃ
বড় বড় নৃপতি সকলে মাত্র খায়ে।

তবে, একমাত্র ভবানী শঙ্করের কৃপাতেই তিনি নিজে এরূপ ফলের মালিক হতে পেরেছেন। তারপর খাওয়ালেন গুয়া - পান। নারকেল এবং গুয়া-পান খেয়ে সন্তুষ্ট রাজা চন্দ্রকেতু মাল বদল করতে আগ্রহ দেখান। সদাগরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। চন্দ্রকেতুর আগ্রহ জাগানার জন্যই তাঁর ভেট নিয়ে যাওয়া এবং নারকেল, পান-সুপারী প্রভৃতি খাওয়ানো। উক্ত সকল কাজের মধ্যেই সদাগরের ব্যবসায়ী বুদ্ধির পরিচয় মেলে।

প্রথম পর্বে সফল হয়ে সদাগর এবার ২য় পর্যায়ে মাল - বদলের কৌশল ঠিক করতে লাগলেন। তাই চন্দ্রকেতু মাল - বদলের জন্য তাগিদ দিলে সদাগর পরের দিনের কথা বলে ঃ

বিদায়ে হইয়া গেল যথা ডিঙা সব ঃ

ডিঙায় এসে সদাগর তেড়া দামোদরকে আদেশ করলেন — ছলনায় রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করে রাজার পক্ষ নিয়ে সভাতে অবস্থান করতে। উদ্দেশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না। এটি সম্পূর্ণই বণিক - সুলভ ফিকির। তেড়া ও নির্দেশ মতো পশ্চিমা জহুরী সেজে চন্দ্রকেতুর বিশ্বাস উৎপাদন করে সভায় অবস্থান নেয়। পশ্চিমা জহুরীকে পেয়ে চাকুরী দিয়ে 'একগুনে দশগুন' পাওয়ার আশায় চন্দ্রকেতুও আশ্বস্ত।

পরদিন চন্দ্রধর রাজসভাতে এলে চন্দ্রকেতু মিতাকে জানান যে, তাঁর সভাতে একজন পশ্চিমা জহুরী এসেছেন। সেই মাল বদলের মধ্যস্থতা করবে। শুনে ঃ 'চান্দে বলে পক্ষাপক্ষ না করিব ভাল' ঃ- অর্থাৎ নিরপেক্ষ লোকই ভালো। বদলের কাজ শুরু হলো।

জহুরী বদলের যে রীতি ঠিক করেছে — তা শুনলে সত্যিই চন্দ্রকেতুকে বোকা মনে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে কবিরা বদলের কাজে বাংলাদেশের জিনিসের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। তেড়া মাল বদল করছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে - সদাগরের এবং তাঁর সঙ্গীদের বিভিন্ন উক্তি পরিবেশটিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যাতে চন্দ্রকেতু ভাবতে বাধ্য হয়েছেন যে, বদলে তারই লাভ হচ্ছে। যেমন - সদাগর বলছেন ঃ

কি কারনে এথা আইলু ঃ লাভে মূলে হারাইলু ঃ
না ভরিল মধুকর নায়।

বা, নিকড়িয়া ধনে নায় নেয়ত ভরিয়া ঃ
চান্দে বলে যাই দেখি মূলে হারিয়া।

দুলাই কাণ্ডারীর খেদ ঃ

দুলাই কাণ্ডারী বলে মূলে ঐ যে হারি ঃ
সুবর্ণের লাকেড়া দিয়া নেয়ত কুসিয়ারী।

ধামাই গলৈয়াও খেদ করে ঃ

ধামাই গলৈয়া বলে এ দোষ যাত্রার ঃ
বাণিজ্যের লভ্য কিছু না হৈল এইবার।

একজন বণিক হিসেবে যথোপযুক্ত পার্ষদ ঘেরা সদাগরের পরিচয় অতি নিপুন ভাবে চিত্রিত হয়েছে এ অংশে।

চাঁদ চরিত্র মনসা - মঙ্গলের কবিদিগের অপূর্ব সৃষ্টি। সদাগর শুরু থেকে শিব - দুর্গার প্রতি ভক্তিতে যেমন অটল, তেমনি অনড় আপন আদর্শে এবং মনসাকে ঘৃণাতে। পদ্মার সাধ্য হয় না একা সদাগরের সঙ্গে বিবাদ সাধতে। নেতা এবং সাপতো তাঁর ডানহাত - বাঁহাত। ক্রমশঃ শিবকেও দলে টেনেছেন। তারপর ইন্দ্র এবং কালিদহে চাঁদের নৌকা ডোবাতে দলে টানলেন গঙ্গাকে এবং বিষ্ণুকে। না - তবুও অন্ততঃ চাঁদের মধুকরকে ডোবাতে পারেন নি। কারন এখনও চণ্ডী চাঁদের পক্ষে। চণ্ডী নিজেই মধুকরের হাল ধরেছেন। শিব এসে চণ্ডীকে তিরস্কার করলে চণ্ডী হাল ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। সকলের মিলিত প্রয়াসে সদাগর ধন জন হারিয়ে নিঃস হলেন। এই ভরা ডুবিকে ও সদাগর মেনে নিয়েছেন। এতে তাঁর ক্রোধ বেড়েছে বই কমেনি।

তাই সমুদ্রে কানীর ফেলা পদ্ম-পাতাকে তিনি থুক দিয়ে ঘৃণায় দূরে ফেলে দেন ঃ

থুক দিয়া তাহারে ফেলিয়া দিল দূরে।

কী অপূর্ব পৌরুষ। রক্ত-মাংসের মানুষের কি ধৃষ্টতা! আসলে, ভয় দেখিয়ে দূর্বল হৃদয়ের পূজো পাওয়া গেলেও ভক্তিলাভ সর্বথা সম্ভব হয় না। তদুপরি চাঁদের মত অপরাজেয় পৌরুষ হলে তো কথাই নেই। চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরে, ধনে - জনে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দ - গানে যিনি রাজার মত দেশে ফিরছিলেন; তিনি এখন দিগম্বর, সাতদিনের উপোষ। পথ হতে কুড়িয়ে কৌপীন পরে লজ্জা নিবারণ করেন। পথে কলার বাকল পেয়ে তিনি তাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু মনসা তাতেও বাধ সাধলে সদাগরের ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে যায়। মানুষের মধ্যে পাশাপাশি দুটোভাব আছে — দেবভাব এবং অসুরভাব। মানুষের দেবভাব লাঞ্ছিত হতে হতে এমন এক সময় আসে যখন আসুরিক ভাব জেগে ওঠে। একদিকে ধন - জন সহ ভরাডুবির শোক, অন্যদিকে সাতদিনের ক্ষুধা — এমতাবস্থায় কানী মুখের গ্রাস হরণ করলে চাঁদের আসুরিক ভাবের প্রকাশ ঘটে।

দেখা যায় ঃ

নিঃশ্বাস ছাড়িল চাঁদ বাকল না পাইয়া ঃ
উদর ভরিম আজি কানীর রক্ত খাইয়া।

তারপর মিতার সঙ্গে দেখা। মিতা আদর - যত্ন করে খাওয়ালেন। সদাগর কানীর সঙ্গে বিবাদের কথা জানালেন। বন্ধু সদাগরকে মনসা - পূজা করতে বললে ঃ

চান্দে বলে মিতা তুমি না হয় সুমিত ঃ
আপনে আসিছি কাজে বল বিপরীত।

যথার্থ বন্ধু তিনিই যিনি সুখে - দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সঙ্গে থাকেন এবং সময়মত পোষণ করেন। বন্ধু কানীর পূজায় বিশ্বাসী বলে সত্যিই তিনি চাঁদের সুমিত হতে পারেন না। মনসা পথে চাঁদকে বিভিন্নভাবে অপদস্থ করেন, কিন্তু চাঁদ সব মেনে নিয়েও আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। একমাত্র উদ্দেশ্য কোনও মতে বাড়ী যাওয়া এবং বিবাদের প্রতিশোধ নেয়া।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত সদাগর আবার চম্পকে ফিরলেন।

চন্দ্রধরের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হলো।

এ অংশে মূলতঃ দেখা গেল, পূজো পেতে মনসা সদাগরকে যতই আঘাত করেছেন ততই সদাগরেব মনসা-বিরোধের ভীতে ইটের পর ইট পড়ে তা দৃঢ়তর হয়েছে।

এবার সদাগর চরিত্রের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল। চাঁদের ডিঙ্গা মধুকর ডুবার আগ পর্যন্ত অন্তত দেবী চণ্ডী চাঁদের সহায় ছিলেন, কিন্তু তারপর সদাগর একা। অপরদিকে ক্রমশঃ দেবতারা মনসার পক্ষে যোগ দিয়ে সকলে মিলে চাঁদের বিরুদ্ধে নামেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একা একজন মানুষই সকলের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন — আপন পৌরুষের ধ্বজা উড়িয়ে!

প্রাসাদে ফিরে আসার পর প্রতিশোধ গ্রহণই চাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হলো না। ঘরে ফিরে বার বছরের যুবক পুত্র, লক্ষীন্দরকে দেখে সদাগর সকল দুঃখ ভুলে যান এবং নতুনভাবে সংসার যন্ত্রে জীবনানন্দের ঝংকার তুলতে উঠে পড়ে লাগেন। মধ্যযুগের সমস্ত আখ্যান কাব্যের ধারায় একমাত্র এ চরিত্রটিই - মহাকাব্যিক এবং ট্র্যাজিক চরিত্র। অপরাজেয় জীবন - পথিক সদাগর সংসার চক্রের চাকাটিকে আঁকড়ে ধরে — চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে যখন উপরে উঠেছেন - তখন যেমন আনন্দামৃত পান করেছেন; আবার চাকার সঙ্গে নীচে নেমে যখন পীষ্ট হয়েছেন তখন বিজয়ের প্রতিশ্রুতিতে সমান ভাবেই তাকে গ্রহণ করেছেন। কবির কাহিনী বয়ন গুনে সুখ-দুঃখময় মানব জীবনের সংবাদ পাওয়া যায় সদাগর চরিত্রের মাধ্যমে। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ' — কিন্তু বাঙালী জীবনে দুঃখেরই আধিক্য। বাঙালীর যত সুখ তা সংসার জীবনকে কেন্দ্র করে - জন্মে, অন্নপ্রাসনে, বিয়ের আনন্দে, দেখা গেল জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত - রক্তাক্ত সদাগর ঘরে এসে পুত্র যুবরাজকে দেখেই নতুন আনন্দে ডুব দিলেন।

ডিঙ্গা ডুবি যত দুঃখ পাইল সদাগর ঃ
পাসরিল সব দুঃখ দেখি লক্ষীন্দর।

সদাগর পুত্রের বিয়ের উদ্‌যোগ করলেন। জীবনের এই পর্যায়ে যাঁকে পাওয়া যায় তিনি একজন খাঁটি সামাজিক ব্যক্তি। সমাজের আচার-বিচার-সংস্কার সব কিছুর প্রতিই তিনি অনুগত - কোথাও তাঁর বিদ্রোহ নেই, একমাত্র মনসার সঙ্গে ছাড়া। পুত্রের বিয়ের ব্যাপারে তিনি কপালির দ্বারস্থ হলেন। এতে গুরুজনদের অনুমতি নিলেন।

— জ্ঞাতি প্রধান আনিয়া চন্দ্রধরে ঃ
বিনয়ে পূর্বকে জিজ্ঞাসে সকলরে।
লক্ষীন্দর বিবাহ করাইতে করি সাধ ঃ
তুমি সকলের যদি পাইত সমাদ।

অনুমতি পাওয়া গেল। কপালির মুখে বিভিন্ন দেশের কন্যার খোঁজ পেয়ে তিনি নির্বাচন করলেন উজানী নগরের সাহে রাজার কন্যা বিপুলাকে। পুরোহিত, ছেলে ও ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে রাজোচিত গরিমায় উজানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উজানীতে ঘটনাচক্রে 'মদনের তীরে' অবস্থিত সদাগর সাহে রাজার কন্যার সতীত্বের পরীক্ষা পেয়ে স্থির করেন ঃ

বিবাহ করাইম পুত্র কিছু না বিচারি।

বলেছিলাম, সদাগর সামাজিক ব্যক্তি। তাই সমাজে প্রচলিত রূপকথা ও রূপকথা অনুযায়ী সতীত্ব বিষয়ে সামাজিক বিশ্বাস সদাগরের মধ্যেও দেখা যায়। অর্থাৎ সদাগর বিশ্বাস করেন, সতী মেয়ে অবশ্যই 'লোহার তণ্ডুলে' - ভাত রান্না করতে পারবেন। তাই তিনি সাহে রাজাকে লোহার চালের ভাতের কথা বলেন।

শুধু এগুলোই নয়, বিয়ে ব্যাপারে বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক রীতি নীতি এবং মেয়েলি আচার ও চলে থাকে। সদাগর এগুলোর প্রতি ও অনুগত। তাই মেয়ে পছন্দ করে ঃ

শুভক্ষণে শঙ্খ - বস্ত্র দিলেক বধূরে।

এবং আঞ্চলিক রীতি অনুসারে সাহে রাজা এবং কমলাদেবীকে ও 'বেভারিল'।

সমাজে পারস্পরিক নির্ভরতা অপরিহার্য। বাঙালীর সামাজিক বন্ধন খুবই দৃঢ়। অবশ্য মধ্যযুগের ক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়েই একথা বলছি। কোন বিশেষ উৎসবে সমাজের প্রায় সকল শ্রেনীর লোকেরই ভূমিকা থাকে। বিয়ের আসরে বৈদিক ব্রাহ্মণের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি ভূমিকা আছে - সভা সুন্দর এবং নরসুন্দরেরও। এক ঘরের আনন্দকে সমাজের সকলের মধ্যে বন্টন করে উপভোগ করার এ

রীতিকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাতে হয়। চাঁদ সদাগর পুত্রবধূ ঠিক করে এসে ঃ

ডাক দিয়া আনিলেক যত নরভাগ।
তেলী - মালী - তাঁতী - কর্মকার দর্পনক ঃ
বারৈ - ধোপিয়া - কর্মকার গোপালক।

সুবর্ণ বনিক্য ডাকি আনিল তার পরে।

এছাড়াও, কংস বনিক্য, বাজিকর, ভুঁইমালী প্রভৃতি .... সমাজের সকল শ্রেনীর লোকেদেরই তিনি আহ্বান করে আগাম টাকা দিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। রাজোচিত সমারোহে তিনি পুত্রের বিয়ে দিতে ইচ্ছুক। তাই সুবর্ণ বনিক কে ডেকে ঃ

সাতসের সোণা খুখি দিল সদাগরে।

স্বর্ণ দিয়ে তিনি বলেন যে, এমন অলংকার গড়তে হবে ঃ

কেয় না দেখিছে যেন উজানী নগরে।

বাজিকরকে ডেকে বলেন ঃ

নানা বিধ প্রকারে করিবা বাজি সব ঃ
উজানীর লুকে যেন দেখে অসম্ভব।

আনন্দহীন অন্ধকার পুরীতে সদাগর আবার দীপাবলী উৎসবের চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে দ্বন্দ্ব থেকে যায় - না জানি এ আনন্দ যজ্ঞে কানী কোন্ বাগ্ড়া সৃষ্টি করে। পূর্ব - পূর্ব অভিজ্ঞতায় সদাগর বুঝেছেন তাঁর আনন্দে সম্পদেই মনসা তাঁকে আঘাত করে। তাই এই উৎসবকে নির্বিঘ্ন করার সকল প্রকার প্রয়াস করেছেন তিনি। অর্থাৎ কোন ছিদ্র পথেই কানী যেন এ আনন্দ মাটি করে দিতে না পারে তার সকল প্রকার চেষ্টা তিনি করেছেন। এ বিষয়টি বোঝাতেই মনসা - মঙ্গলে লোহার বাসর পরিকল্পিত।
কিন্তু অদৃষ্টবাদী বাঙালী কবিরা দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে সামাজিক বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়ে দৈবেরই জয় দেখিয়েছেন। তাই সদাগরের নিশ্ছিদ্র প্রচেষ্টার পরেও ছিদ্র থাকে এবং সেপথে মনসা সদাগরকে চরম আঘাত হানেন।
পৌরুষ, দৈবের রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজে যথাসাধ্য করে নিশ্চিন্ত হয়। সদাগর ও লোহার বাসর গড়িয়ে সর্পভীতির সব রকম প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলেন। ছেলে বিয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্ মুহূর্তে সদাগরের ব্যস্ত-সমস্ত পিতার চিত্র প্রস্ফুটিত। বিভিন্ন শ্রেনীর বরযাত্রীদের ক্রমে ক্রমে সাজিয়ে রাজকীয় মিছিল পরিচালনা করে যাত্রা করেন। পথে পান বিলি করেন। দুয়ারে এলে হরিসাধু সকলকে আটকায়। হুড়াহুড়িতে শুধু সময়ই যায়। এবার সদাগর ক্ষেপে যান এবং জানান যে, তিনি ছেলেকে নিয়ে ফিরে যাবেন। কথা শুনে সাহে রাজা এসে অনুনয় করে পুরীতে ঢুকতে বললে, সদাগর বলেন ঃ

পুত্র বিয়া করাইতে আসিছি আপনে ঃ
ভ্রাতৃ - বন্ধু - জ্ঞাতি - গৌরবিত করি সনে।

তা সভাক ছাড়ি আমি রহিতে না পারি।

ভদ্রতাবোধ, কর্তব্যজ্ঞান বা ঔচিত্যবোধ একে যাই বলিনা কেন সদাগর চরিত্রে এ দিকটি ফুটেছে মাত্র একটি চরণে — 'তা সভাক ছাড়ি আমি রহিতে না পারি'। সমাজ জীবনে এ গুণ গুলোই তো মানুষকে লোকের কাছে মহৎ করে তোলে। এ সেই সদাগর যাঁকে 'চম্পকের নাথ' বলা হয়।
যা হোক, বেয়াই এর সঙ্গে কথাটা একটু কড়া হয়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সদাগর নিজেকে সংশোধন করে হেসে বেয়াইকে বলেন ঃ

হাসিয়া চান্দে বলে শুনরে বেয়াই ঃ

পুরী মধ্যে গিয়া কর কার্য্য প্রয়জন ঃ

গোধুলি কালেত বিয়া অতি শুভক্ষণ।

এবং সদাগর ঃ বর নিয়া পুত্র বিয়া দেয় শুভক্ষণ।

এই অল্প একটু বর্ণনার মধ্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের এমন সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় - যেগুলোর পরিচয় আগে মেলেনি। রাগ, পরিহাস, ভদ্রতাবোধ, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি সদাগরকে একজন সামাজিক চরিত্রে পরিণত করেছে। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র এখানেই।

বর - কনের মুখচন্দ্রিকার কালে - রমণীদের হুড়াহুড়ির মধ্যে বুড়িদিগাকেও অংশগ্রহণ করতে দেখে - 'চাদে মচড়ে দাড়ি'। চাঁদের মানবিক গুনের প্রকাশ দেখা যায় এই দৃশ্য - চিত্রে।

চাঁদ সদাগরের জীবনের এ পর্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারন সদাগরের নিজস্ব পরিবেশ হতে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে স্থাপন করে চরিত্রটির মানবিকতা ও সামাজিকতার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। জীবনধারা আনন্দের উত্তাল তরঙ্গে অদৃষ্টেরে পরিহাস করে মহাজীবনের উদ্দেশে যাত্রা করবে - এই তো নিয়ম। 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যে 'চম্পকের নাথ' — চন্দ্রধরকে শুরু থেকেই একজন সংগ্রামী পুরুষ রূপে পাওয়া যায়। সৈনিকের জীবনে সুকুমার কোমল বৃত্তিগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটার অবকাশ খুব কম থাকে, যেহেতু হাসিকে ছাপিয়ে যায় অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি। তাই ভয় ছিল গতানুগতিক একজন অর্ধেক চন্দ্রধরকে পাওয়ার। পন্ডিত জানকীনাথ লক্ষ্মীন্দরের বিয়ে উপলক্ষে সৈনিকের জীবনের সত্য, বাস্তব এবং মানবিক দিকটি উন্মোচন করেছেন। ফলে একজন সম্পূর্ণ সদাগরকে পাওয়া গেল।

পুত্র ও বধূকে নিয়ে সদাগর চম্পকে ফিরেছেন। চম্পকে আসার সঙ্গে সঙ্গে সদাগরের জীবনস্রোত আবার মূল স্রোতের সঙ্গে মিলে গেল। আবার সেই সংগ্রামী জীবনের শুরু। — ব্রাহ্মণীর অভিশাপের কথা স্মরণ ক... ঐ রাত পুত্র ও বধূকে লোহার বাসরে রাখলেন। পুত্রকে রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র (প্রায় নিশ্ছিদ্র) করেছিলেন সদাগর। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, লোহার বাসরে সাপের ঢোকা সম্ভব নয়। তাই সকালে বাসর ঘর হতে কান্নার শব্দ পেয়েও তিনি কান্নার অন্য কারন খুঁজেছিলেন। কিন্তু যখন খবর পেলেন যে লক্ষ্মীন্দরকে সাপে কেটেছে তখন সদাগর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং ওঝার জন্য লোক পাঠান। ওঝারা এসে সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তালবাহানা শুরু করলে সদাগর বুঝতে পারেন যে, লক্ষ্মীন্দর আর বাঁচবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মূর্তি পাল্টে যায় ঃ

ক্রধে জ্বলিলেক চান্দ শুনিয়া কান্দন ঃ

লচন পাকাইয়া বলে নিটুর বচন।

ছুট বড় যত লুক বৈস এ সংসারে ঃ

আগে পাছে সব লুক যাএ যম ঘরে।

সদাগর 'লোচন' যতই পাকান না কেন, বোঝা যায়, লক্ষীন্দরের মরন তাঁকে খুব আঘাত করেছে। তাই হয়তো জীবন সম্বন্ধে এরূপ দার্শনিক উক্তি করে তিনি আত্মতৃপ্তিতে ভুলতে চান এবং এজন্যই হয়তো বা সদাগর এবার অদৃষ্টেরে পরিহাস করার সাহস পাচ্ছে না। সদাগর সনকাকে বলেন ঃ

কর্ম্মদুষে যে হইল কি করিতে পারি।

এ যেন মধুসূদনের সেই বিখ্যাত উক্তি যাতে অপরাজেয় পৌরুষ রাবনের অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস ধ্বনিত ঃ

'গ্রহ দোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরী'।

তাও চাঁদ সদাগর জীবনের যে স্তরে আছেন - এখানে মানসিক এ পরিবর্তন একান্তই স্বাভাবিক। পন্ডিত জানকীনাথের বর্ণনা হতে বোঝা যায়, কবি বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তনের দিকটি

দেখিয়ে সদাগর চরিত্র এঁকেছেন। কিন্তু সদাগর তো সাধারণ লোক নন, তাই মনের দুর্বলতাকে তিনি বার বার জয় করে আদর্শে অটল থাকেন। চিন্তার জগতে পরিবর্তন হলেও বাইরে তিনি আচরণে দুর্বলতা প্রকাশ করতে নারাজ। তাই মনসার সঙ্গে বিরোধের ধার বাহ্যত একটুও কম মনে হয় না। তাঁর ক্রোধের প্রকাশ ঃ

ভাসাইয়া দেয় নিয়া মরা লক্ষীন্দর ঃ
আপদ খণ্ডিল মর কারে দিয়া ডর।

বেহুলা অনুরোধ করে কলার ভেলা বানিয়ে দিতে। সদাগর তাতেও রাজি নন। কারন পুত্রকে হারিয়েছেন, আবার কলাগাছ কাটা মানে নিজের ক্ষতি করে কানীকে হাসার সুযোগ করে দেয়া। কানীর উচ্ছিষ্ট মৃত পুত্রের প্রতি সদাগরের কোন দরদও নেই - সদাগর তাও প্রমান করতে চাইলেন। তিনি বলেন ঃ

পুরীহনে কানীর উচ্ছিস্ট কর দূর ঃ

গুরুর ভুক্তাবশিস্ট প্রসাদ আর লঘুরটা হলো উচ্ছিস্ট। উচ্ছিস্ট স্থানে গোবর - জল দেয়ার রীতি বাংলা দেশের প্রচলিত রীতি। তাই সদাগরও বলেন ঃ

ঘর দ্বার লেপি দেয় গোমএ প্রচুর।

কিন্তু বেহুলার যাত্রাকালে সদাগর কিছুতেই কান্না সংবরণ করেত পারলেন না। দেখা গেল ঃ

চান্দ সদাগর কান্দে মাথে হাত দিয়া।

বলেছিলাম, সদাগরের মনের পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই হল পন্ডিত জানকীনাথের চাঁদ সদাগর। বেহুলার ভাসানের পরে দীর্ঘ সময় সদাগরের অনুপস্থিতি। সদাগরকে আবার পাওয়া যায় - বেহুলা ফিরে আসার পর। ডোনী বেশে এসে সনকার পুরীতে 'বিচনী' রেখে গেলেন বেহুলা। সদাগর দেখেন বিচনীর কারুকাজে সবার উপরে বিষহরি, তার নীচে চাঁদ সদাগর। এটা দেখে তিনি ক্ষেপে যান। বোঝা যায় মনসার বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন হয়নি। বিচনী দেখেই তিনি বললেন ঃ

কে মর আছএ বৈরী চম্পক নগরে ঃ

চম্পকে সদাগরের শত্রু থাকতে পারে - এটা সদাগর বিশ্বস করতে পারেন না। তাই তাঁর সন্দেহ ঃ

মায়া রূপে নিতি নিতি আইসে পদ্মাবতী ঃ
ভাগ্যফলে ফিরি যায়ে না পাইয়া শান্তি।

এ বলে ঃ মারিল নির্ঘাত বাড়ী পদ্মারে চাইয়া।

শুধু তাই নয় ঃ উলটি পালটি তারে হুড়ে বারে বারে ঃ
বাঘে হরিন যেন আছাড়িয়া মারে।

সদাগরের আক্রোশ মিটে না, তাই ঃ

গুঁড়া গুঁড়া করে তারে লাড়িয়া চাড়িয়া ঃ
অগ্নি মধ্যে দিয়া তারে ফালাইল পুড়িয়া।

দূত মুখে 'মরাপুত্র ডুবা ধন' ফিরে আসার সংবাদ সদাগরের জীবনের চরমতম সংকটময় মুহুর্ত। প্রতদিন সদাগর শুধু হারিয়েছেন। যতই হারিয়েছেন ততই প্রতিহিংসা বেড়েছে। তাই ততই কঠিনভাবে তিনি বার বার নিজ প্রতিজ্ঞা সর্বসমক্ষে প্রচার করে বলেছেন যে, তিনি মনসা পূজো করবেন না। আজ পাওয়ার দিন - মিলনের দিন — মহোৎসবের দিন, কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে সদাগরের মনসা পূজোর উপর। তিনি মনসা পূজো করলে ধন-জন ফিরে পান, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় — লোকের কাছে উপহাস্যস্পদ হতে হয় — উভয় সংকট। মনসা মঙ্গলের সদাগর চরিত্র এমন উন্নত উজ্জ্বল যে, এ উভয় সংকটে চরিত্রটির ভারসাম্য রক্ষা করা বড়ই কঠিন কাজ। বিভিন্ন ভাবে চরিত্রটির সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। কেউ কেউ সদাগরকে দিয়ে সানন্দে মনসা - পূজিয়েছেন। আবার কেউ কেউ আনুপূর্বিকতা বজায় রাখতে

বাঁহাতে পেছনে ফুল দিয়েছেন। মনসার মহিমা প্রতিষ্ঠিত করলেও বলতে হয় প্রথম দিকের কবিগন চরিত্রটির শৈল্পিক সার্থকতার কথা চিন্তা করেননি। কবি নারায়ণ দেবই প্রথম চরিত্রটির শৈল্পিক সার্থকতার দিক চিন্তা করে বাঁ - হাতে পূজো করিয়েছেন।

পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে পূর্ব দুটো মতই গ্রহণ করা হয়েছে এবং খণ্ডনও করা হয়েছে। তবে পরিণতি ঘটেছে তাঁর সুষ্ঠ চিন্তার ধারায় এবং তা এসেছে বাস্তবতার প্রশ্নে। পণ্ডিত জানকীনাথ যে ভাবে চরিত্রটির পরিণতি দেখিয়েছেন তাতে মনসাকে পূজো করেও সদাগর - চরিত্রের মহিমা ক্ষুন্ন হয়নি।

এবার দেখা যাক ঃ-

দূতমুখে সবকিছু ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে সদাগর সুখি হয়েছেন। তাঁর ধারনা সতীলক্ষ্মী বধূর গুনেই সব ফিরে এসেছে। তাই তাড়াহুড়া করে তিনি গুঞ্জবীর তীরে গিয়ে হাজির হন। পুত্রদিগকে সত্বর উঠে আসতে বলেন। কিন্তু লক্ষীন্দর যখন বলেন ঃ

ভক্তিভরে মনসারে পূজহ সত্তর ঃ
তবে সে উঠিতে পারি তড়ের উপর।

তখন সদাগর আহত হন ঃ

রাম - রাম - বিষ্ণু স্মরে নরনাথ।
গঙ্গা - বিষ্ণু স্মরিয়া দক্ষিণ কর্ণ ছোয়ে ঃ

তাঁর দুঃখ — এমত দুরন্ত কথা পুত্র হৈয়া কহে।

চান্দে বলে পুত্রসব না বলিয় পুনি ঃ
অস্ত্র দিয়া হান হেন মনে অনুমানি।

বোঝা গেল, মনসা পূজো বিষয়ে চাঁদের মত এতটুকু বদলায় নি। পুত্রদের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করলেন। বার বার অনুরুদ্ধ হয়ে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তিনি বলেন ঃ

যেই হাতে সানন্দে পূজেছি হরগৌরী ঃ
সেই হাতে পূজিতে না পারি বিষহরি।
যত্ন করি বল যদি তুমরা আমারে ঃ
পিছ দিয়া ফুলপানি দিম বাম করে।

তাঁর এরূপ বলার কারন, তিনি নিজেকে দিয়েই অনুমান করতে পারেন যে, আত্মসম্মানবোধ থাকলে কেউ এভাবে পূজো নিতে রাজী হতে পারে না।

সদাগরের কথা শুনেই 'শুভঙ্কর সুতে' প্রতিবাদ করে বলেন ঃ

মনিষ্যেরে না দেএ কেয় বামহাতে পানি।

এতো অভদ্রজনোচিত আচরণ। মানুষকেই তো বাঁ-হাতে জল দেয়া যায় না, মনসা তো দেবী। সদাগর নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি এই প্রথম বার বুঝতে পারলেন যে চম্পকের সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত নন।

আজ আমরা ট্র্যাজেডির উৎস খুঁজতে তাকাই হোমার সেক্সপীয়রাদির দিকে। কিন্তু আমাদের মধ্যযুগের মনসা মঙ্গল কাব্যের চাঁদ চরিত্রকে আশ্রয় করে যে ট্র্যাজেডি দেখানো হয়েছিল, সেদিকে আমরা তাকাইনা। অবশ্য মনসা মঙ্গল কাব্যের ধারায় কোন প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব না ঘটাতে চরিত্রটির শিল্পসম্মত ট্র্যাজিক পরিণতি সম্ভব হয়নি। একমাত্র পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যেই চরিত্রটির সার্থক ট্র্যাজিক রূপ দেখা যায়। কাহিনীতে দেখা গেল, শুভঙ্কর সুতে মুখ খোলার পর একে একে অনেকেই মুখ খুলেছেন। সুমাইর বাপ এসে ঃ

আপনার মাথাতে তুলিয়া দিল হাত।

তারপর তিনি বলেন যে, সদাগর মনসাপূজা না করলে নিজে মরে তিনি তাঁকে ব্রহ্মবধের পাপ দেবেন। সদাগর নির্বাক। খুড়া বংশধর এসে অনেক গাল - মন্দ করে বলেন ঃ

না কর পাষণ্ড মনে পূজ বিষহরি ঃ
রাখহ আমার বাক্য বলি হাত ধরি।

সদাগর অটল —

সনকা এসে কেশে চরণ জড়িয়ে অনুরোধ করেন। আজ শুধুই অনুরোধ নয়, আত্ম-হননের হুমকিও দেন। তিনি বলেন ঃ

গুরু জনে হেন বলে শুন সদাগর ঃ
নহে স্ত্রী বধ দিম তুমার উপর।

সদাগর - অচলবৎ।

এবার একে একে নয়, রাজ্যের সকলের ইচ্ছাই প্রকাশ পেল। দেখা গেল ঃ

সর্বলুকে স্তুতি করি চান্দ স্থানে কয়ে ঃ
আমরার বাক্যে পদ্মা পূজ মহাশয়ে।

তখনও সদাগর নির্বাক, অচলবৎ স্থির; কিন্তু তিনি বুঝে গেছেন যে, তাঁর আদেশ এতদিন কেউ মন থেকে মানতে পারেনি। আজ তিনি এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, তিনি তাঁর আদর্শ প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন প্রজার মতামত না জেনে। আজ আমরা যে গণতন্ত্রের পূজারী মধ্যযুগের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ তারই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। সদাগর চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন ঃ অনতিদূরে জীবনের পরপার থেকে ফিরে আসা ঘরমুখি অনেকগুলো লোক। তীরে রাজ্যের অগণিত লোক যাদের অনেকে হারিয়ে পাওয়া প্রিয়জনদের বুকে জড়িয়ে ধরতে ব্যাকুল। সেই ব্যাকুলতা থেকেই সদাগরের নিকট সকলের আবেদন ঃ মনসা পূজ — আমাদের প্রিয়জনকে ফিরিয়ে দাও। সনকার অব্যক্ত বানী ঃ সন্তানহারা জননীর সন্তানদের ফিরিয়ে দাও। বিধবা বধূদের অব্যক্ত বানী ঃ স্বামী ফিরিয়ে দাও, আমাদেরকে জীবননান্দ হতে বঞ্চিত কোর না। রাজ্যের সকলেরই এক আর্তি এক প্রার্থনা ঃ ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

সব দেখে শুনে ও সদাগর অটল কিন্তু ভিতরে ঝড় বইছে। এরূপ ঝড়ের সামনে সদাগর আগে কখনো পড়েন নি। তিনি কাকে রাখেন, কাকে ছাড়েন। ব্যক্তিগত আদর্শ ও প্রজার দাবীর দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সদাগর প্রজার দাবীই মেনে নিয়েছেন। এতদিন নিজের আদর্শকে চম্পকের আদর্শ ভেবে সদাগর গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু আজ বুঝলেন যে, তিনি নিতান্তই একা। রাজার কর্তব্য প্রজার মুখে হাসি ফোটানো। রাজকর্তব্যের পাশে ব্যক্তিগত আদর্শ বড় হতে পারে না। তাই ঃ

খুড়ার বচনে চান্দ কহে মন্দস্বরে ঃ
অঙ্গীকার করিল মনসা পূজিবারে।

সঙ্গে সঙ্গে সাগর আন্দোলন করা হুলুধ্বনি পড়ল। সদাগর ইচ্ছ করেও কি আর সেই তরঙ্গে ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন! গুঞ্জরীর ঘাটে আমরা একজন পরাজিত সম্রাটকে দেখতে পেলাম।

পণ্ডিত জানকীনাথ মনসা মঙ্গল কাব্যের শৈল্পিক পরিণতি দিয়েছেন এবং চন্দ্রধর বনিকের চরিত্রেও শৈল্পিক পরিণাম এনেছেন। শিল্পের স্বরূপ বিচারে তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' হলো ট্র্যাজেডি কাব্য এবং ট্র্যাজিক চরিত্র হলো চাঁদ সদাগর।

ট্র্যাজেডি বিচারে গ্রীক্ এবং শেক্স্‌পীয়রের মধ্যে, পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে শেক্স্‌পীয়রীয় আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিতে শেষ পর্যন্ত একটা বিষাদময়তা এক প্রচণ্ড হাহাকারের মধ্যে পরিণতি ঘটে। বিবুদ্ধ শক্তির ঘটে পরাজয়। কল্যানী শুভ সত্তা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ

করে। এই Catastrophe বা অন্তিম পরিণতি সংঘটিত হয় তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে। উপাদান তিনটি হলো ঃ

নায়কের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বশতঃ বিচারে ভুল, নিয়তি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

পন্ডিত কবি এই তিনটি বিষয়েরই সুসমন্বয়ে তাঁর ট্র্যাজেডি কাব্য রচনা করেছেন এবং চন্দ্রধর চরিত্রের ট্র্যাজেডি দেখিয়েছেন। চন্দ্রধর যে ভুল করেছিলেন সেগুলো এরূপ ঃ

(১) চাঁদ সদাগর ভেবেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যের সকলেই তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন; কিন্তু এক রাজ্যের সকল লোকই যে সমমতের হতে পারে না তিনি তা বুঝতে চেষ্টা করেন নি।

(২) সাধারণ মানুষ নিষ্কাম পূজো থেকে সকাম পূজোতেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করবে। যে দেব-দেবীকে পূজো করলে দিনে দিনে ধন-জন বাড়ে তাঁর প্রতিই যে সাধারণের সমর্থন থাকবে তাও তিনি বুঝতে চান নি।

(৩) চাঁদ সদাগর সনকার কান্নার মত প্রজাদের কান্নাকেও উপেক্ষা করেছিলেন। সাগরে ভরাডুবির ফলে কেবল যে সদাগরের ক্ষতি হয়েছিল এমন নয়। রাজ্যের অনেকেই তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছিলেন। ঐসব ব্যথাতুরদের সঙ্গে সদাগর সম মর্মী হতে পারেন নি।

সদাগর চরিত্রে নিয়তির ভূমিকা হল মহেশ্বরী চণ্ডীর এবং সমগ্র দেব সমাজের। শেষ পর্যন্ত সকল দেবতার বিরুদ্ধে সদাগর একাই সংগ্রাম করেছেন। পারিপার্শ্বিক হল কৌলিন্য প্রথা জর্জরিত সমাজে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম মুখরতা। এই সংগ্রামকেই ক্রমশঃ গণ জাগরণ ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার স্তরে নিয়ে গেছেন কবি।

নিজের বিচারে ভুল, নিয়তি চক্রান্ত এবং পারিপার্শ্বিকের দাবীতে সদাগরের পরাজয় নিশ্চিত হবার পরে আমরা ট্র্যাজিক করুন একজন পরাজিত সম্রাটকে পাই গুঞ্জরীর ঘাটে। তার পরের অংশ গতানুগতিক।

কিন্তু এই গতানুগতিক অংশ অনুধাবণ করলে দেখা যায়, সদাগরের পরাজয় দৈবের নিকট নয়। তা হলো, পিতৃ সত্তার নিকট সম্রাট সত্তার পরাজয়। তাই মনসা পূজোর শেষে বিধ্বস্ত রাজা চন্দ্রধর যখন ঃ

পুত্রসনে অন্নজল করিয়া ভুজন
পরম আনন্দ চান্দ বনিক্য নন্দন।

তখন তাঁর ট্র্যাজেডি আরও রসঘন হয়ে ওঠে। তখন বুঝা যায় নিজেকে মেরে সদাগর এই যে নব জন্ম নিয়েছেন তার পেছনে কত কান্না লুকিয়ে আছে। গৃহে, সমাজে, নিজের রাজ্যে, কৈলাসে প্রভৃতি সব ক্ষেত্রে সকল অধিকার ও প্রভাবহীন রাজা চন্দ্রধর যখন জীবন সাগরে যথার্থই একা ভাসমান, তখন শাশ্বত বাঙালি পিতার মত তিনিও পিতা সদাগরের হাত ধরে বাঁচতে চাইলেন। তাই পুত্রসনে অন্ন-জল ভোজনের তৃপ্তি পেতে বাঙালি মাতাপিতা যেমন তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজো করেন তেমনি সদাগরও মনসা পূজো শেষে পুত্রসনে অন্নজল ভোজন করে তৃপ্তি লাভ করেন। এখানেই চরিত্রটির ট্র্যাজিক রসপূর্ণতা।

প্রসঙ্গতঃ মধুসূদন দত্তের রাবণ চরিত্রের সঙ্গে পন্ডিত জানকীনাথের সদাগর চরিত্রের তুলনা করতে ইচ্ছে করে। ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস ওঝা বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ করে তাতে বাঙালীয়ানার যে সূত্রপাত করেছিলেন মনসা-মঙ্গল হয়ে মধুসূদন পর্যন্ত তা বিস্তৃত। পন্ডিত জানকীনাথ থেকে প্রায় একশ বছর পরের কবি মধুসূদন রাবণ চরিত্রের ট্র্যাজিডি নিরূপনে দৈব এবং পুরুষকারের দ্বন্দ্ব দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত যেমন - রাবণের পিতৃ সত্তারই জয় দেখিয়েছেন, তেমনি পরিণতি দেখা যায় পন্ডিত কবির সদাগর চরিত্রেও। যুগের দাবীর প্রেক্ষিতে দুই কবি নবযুগ বিশ্বাসকে এবং গণতান্ত্রিক চেতনায় নারী জাগরণের

অনিবার্যতাকে প্রকাশ করেছেন। যুগ বিশ্বাসের আলোকে নবীন - প্রবীণে, দৈবে - পুরুষে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। দ্বন্দ্বের গুরুত্ব, সংগ্রামের বীর্য ও দুর্ভোগের গভীরত্ব - এসবের মধ্য দিয়ে চাঁদসদাগর এবং রাবণ চরিত্র অনিবার্য ভাবে ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই কবি তাঁদের নায়কদের মধ্যে বাঙালী পিতারই জাগরণ দেখিয়েছেন। মনসা-মঙ্গল মিলনাত্মক কাব্য বলে পণ্ডিত জানকী নাথের সদাগর ঃ

পুত্র সনে অন্ন জল করিয়া ভুজন ঃ
পরম আনন্দ চান্দ বনিক্য-নন্দন।

অপরদিকে, বিয়োগাত্মক 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে প্রিয়পুত্র মেঘনাদ হারা রাবণ রাজার কান্নার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঃ

'সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'।

সনকা - রানী

সনকা দেবী হলেন পঞ্চবনিক প্রধাণ চাঁদ সদাগরের ঘরনী। আভিজাত্যে, সামাদিক মর্যাদায় তিনি চম্পকের প্রধান রমনী। কিন্তু সন্তানহীনা বলে নিজেকে তিনি দুর্ভাগিনী ভাবেন। সন্তানহীনার ধন-জন সবই বৃথা। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্য নারীরা সামনে তাঁকে সম্মান করলেও পেছনে যে উপহার করেন তা তাঁর জানা। অর্থাৎ সন্তানহীনা বলে সত্যিই তিনি দুঃখিনী। সন্তানহীনা দুঃখিনী সনকার শাশ্বত জননীতে পরিণতির সূত্রেই চরিত্রটি পরিকল্পিত।

সনকা চরিত্রের দুটো সত্তা — জননী এবং জায়া। নারী-জীবনে চিরকাল এই দু'সত্তার টানাপোড়েন। সনকা চরিত্রে মাতৃ-সত্তারই প্রাধান্য। তাই, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্না হয়েও সনকা চন্দ্রধরের সহধর্মিনী হতে পারেন নি। মাতৃসত্তার প্রাবল্য হেতুই তিনি মনসা পূজো বিষয়ে শুরু থেকেই বিদ্রোহিনী। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর বুকের কথা মুখে ফোটাবার উপায় নেই বলেই সনকা গোপনে মনসা পূজো করে পুত্রবর চেয়েছেন। সদাগরের মনসা - বিদ্বেষের ফলে তাঁর মাতৃত্ব কোনোদিন তৃপ্তির - স্বর্গ খুঁজে পায়নি। এই অতৃপ্তিই একদিন তাঁকে সদাগরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে সাহস জুগিয়েছে। তবে সে বিদ্রোহ বীরাঙ্গনার বিদ্রোহ নয় — বাঙ্গালী পত্নী সুলভ বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে বীররস নেই — আছে প্রার্থনা, অনুরোধ, বড়জোর আত্মহত্যার হুমকি। পুরুষ-শাসিত মধ্যযুগীয় সমাজে জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে অতটুকু মুখ ফোটানোও কম বিপ্লব নয় এবং তা কোনো বীরাঙ্গনার বীর কর্মের থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

গুঞ্জরীর ঘাটে পাওয়া যায় নতুন সনকাকে। সনকার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন শাশ্বত জননী সনকা। মৃত্যুর পার থেকে ফিরে আসা পুত্রদেরে বুকে পাওয়ার ইচ্ছেয়, মান মর্যাদার গোড়ায় ছাই দিয়ে, পুরুষের রক্ত চোখকে উপেক্ষা করে, এলোকেশে তিনি বেরিয়ে পড়েন মুক্ত আকাশের তলে — ছুটে যান গুঞ্জরীর ঘাটে। স্বামীকে হুমকি দেন আত্মহত্যা করে স্ত্রী বধের পাপ দেবেন বলে। আসলে, চৌদ্দডিঙ্গা - মধুকর ডোবার মধ্য দিয়ে চম্পকের অনেক প্রজাই তাদের প্রিয়জনদের হারিয়ে ছিলেন। গুঞ্জরীর ঘাটে সনকার নব জাগরণ সন্তান হারাদের প্রতিনিধিরূপে। প্রজা সাধারণের সাহসে কুলোয় নি মুখ খুলতে। মাতৃত্বই সনকাকে ঐ সাহস জুগিয়েছে। তাই সনকার কান্নার অশ্রুতে এবং বিদ্রোহে মিশে আছে পুত্রবধূ এবং প্রজা সাধারণের কান্না এবং বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত প্রজার দাবীই জয়ী হয়েছে — জয়ী হয়েছে আভরণহীন মাতৃত্ব। তাই সাধারণের প্রাপ্তির তৃপ্তিজাত উল্লাসের আয়নায় সনকার জননী মূর্তি প্রতিফলিত। কিন্তু প্রাপ্তির উল্লাস ক্ষণস্থায়ী। মানুষের মিলনানন্দ স্থায়ী বিচ্ছেদের সঙ্গে - গাঁটছড়া বাঁধা। তাই বেহুলা - লখাই-এর তিরোধানের পরে মা সনকা বিচ্ছেদের সাগরে অমৃতস্নান করে প্রকাশ করেছেন মাতৃত্বের চিরন্তন ট্র্যাজেডি। সংক্ষেপে এই হলো সনকা চরিত্র। এবার প্রমাণে দেখা যাক ঃ

জালু-মালুর ঘর থেকে মনসার ঘট আনা বিষয়েই প্রথম দেখা যায় সনকা দেবীকে। প্রথম দর্শনেই পঞ্চবনিক প্রধাণ চন্দ্রধর বনিকের ঘরনীকে দেখা যায়। নিজের মান-মর্যাদা বিষয়েও তিনি খুবই সচেতনা। জালু-মালুর মতের অপেক্ষা না করেই সনকাদেবী সখীকে পাঠান মনসার ঘট নিয়ে আসতে। কিন্তু জালু-মালু ঘট না দিলে ক্রোধান্বিতা সনকা নিজেই এগিয়ে যান। দেখা গেল, মর্যাদা তাঁর যথার্থই প্রাপ্য; তাইতো, সনকা আসছেন শুনে জালু-মালু দু'ভাই ঘট মাথে করজোড়ে এগিয়ে এসে তাঁকে ঘট দিয়ে গেলো। প্রথম উপস্থিতিতেই কবি সনকা দেবীর পরিচয় দিয়ে নিলেন। তাঁর দুটো সত্তা দেখা গেলো — জায়া ও জননী। বোঝা গেলো যে, তাঁর সন্তান পাওয়ার পথের কোনো বাধাই তিনি মানবেন না। ধনের আশায় মনসার ঘটে তাঁর দরকার নয় — দরকার পুত্রের আশায়। দেখা যায়, মনসা পূজোর পর সনকা প্রার্থনা করছেন ঃ

ধন-জন যত আছে সব দেখি ছাই ঃ
দুর্ভাগিনী বলে সবে পুত্র-কন্যা নাই।
তুমার প্রসাদে পুত্র দান দেয় মরে ঃ
যদবধি প্রাণ আছে পূজিম তুমারে।

চাঁদ সদাগর যে ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা করেন ঃ

যাবত কণ্ঠেত মর পঞ্চপ্রাণ থাকে ঃ
তাবত না ফুল পানি দিম মনুসারে।

সেক্ষেত্রে পুত্র কামনায় সনকা বলেন ঃ

তুমার প্রসাদে পুত্র দান দেয় মরে ঃ
যদবধি প্রাণ থাকে পূজিম তুমারে।

জায়া নয় — জননী সনকারই এই প্রতিশ্রুতি।

সন্তানহীনার মুখ দর্শন সমূহ ক্ষতিকারক — সামাজিক এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন রমনীগণ সনকাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। মাত্র দুটো ছত্রে সমাজের প্রেক্ষাপটে সনকা দেবীর এই ব্যথাটি পণ্ডিত জানকীনাথ প্রকাশ করেছেন অতি নিপুনভাবে ঃ

কিবা মর ধন-জন কিবা গৃহবাস ঃ
কন্দল করিলে লুকে করে উপহাস।

কিন্তু সদাগর এসে ঘট ভেঙ্গে দিয়ে মনসা পুজা নিষেধ করলেও সনকার অতৃপ্ত মাতৃত্ব তা মানতে পারে নি। বাংলাদেশের পতিব্রতা রমনী হয়েও সনকা কেন পতির আজ্ঞা মানতে পারেন নি তার অনিবার্যতা সৃষ্টি হয়েছে মাতৃত্বের নিরিখে।

মনসার বরে সনকা ছ'জন পুত্রের জননী হয়েছেন। একদিন আবার মনসাই সনকার পুত্রদের দংশন করেন। খবর পেয়ে ঃ

উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী পড়িয়া ভূমিত।
কি কাজে মনুসাদেবী দাগা দিল মরে ঃ
স্ত্রীবধ দিম আমি তাহান উপরে।
কারপ্রাণে সহিবেক এতবড় দুঃখ ঃ
একদিনে ছয়পুত্র গেল পরলুক।

একজন মা ছ'-ছয়টি পুত্রকে একসঙ্গে হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সনকার এ ব্যথা প্রকাশ করা সহজ কবিত্বের ব্যাপার নয়। পণ্ডিত কবি মাত্র কয়েকটি চরণে তা করেছেন। বিশেষতঃ শেষ দু'টি ছত্রে সনকার ব্যথা হৃদয় নিংড়ে মুখে উঠে এসেছে ঃ

কার প্রাণে সহিবেক এতবড় দুঃখ ঃ
একদিনে ছয়পুত্র গেল পরলুক।

পুত্রদের হারিয়ে সনকা যে মনসাকে অনুযোগ করেন, সেই মনসাকেই আবার গোপনে পূজো করেন পুত্র কামনায় — এখানেই মায়ের ট্র্যাজেডি। মাতৃত্বের অতৃপ্তি, তৃপ্তি কামনায় কতটুকু ট্র্যাজিক হতে পারে তা প্রকাশ পেয়েছে এক্ষেত্রে।

আবার সনকার পূজায় মনসা ঘটে আবির্ভূতা হলে মা সনকা বলেন ঃ

মই পুত্র দুঃখিনীরে দেয় পুত্রদান।

ছয়পুত্র জর্ম্মিলেক গন্দর্ব্ব অবতার ঃ
বিবাদ কারণে তারে করিলে সংহার।
তুমার বাদেতে মায় হৈলু অপুত্রিনী ঃ
পুত্র শোকে প্রাণ ফাটে মই অভাগিনী।

মনসার বরে সনকা আবার পুত্র পেলেন। সদাগর লখাই-র বিয়ে ঠিক করে এলেন। লোহার বাসরের প্রসঙ্গ শুনে সনকা চমকে ওঠেন — লোহার বাসরের কারণ শুনে আঁৎকে ওঠেন আবার কোলখালি হবার ভয়ে।

তাই ঃ বুকেতে চাপড় মারি সনকাএ কএ ঃ
বিয়া না করাইম পুত্র মনে নাহি লএ।

উপযুক্ত ছেলের বিয়ে না দিলে চলবে কেন! কিন্তু মায়ের মন কিছুতেই বিয়েতে সায় দিতে পারে না। সনকা সদাগরকে বলেন ঃ

ছয়পুত্র নাগে খাইল তুমার প্রমাদে ঃ
যত আথান্তর হৈল মনুসার বাদে।

আগের পুত্রদের হারানোর পরে অন্ধের যষ্ঠী লখাইকে হারাতে সনকা কিছুতেই রাজী হতে পারেন না — সদাগরের শত আশ্বাস দানের পরে ও না। শেষ পর্যন্ত মনসাকেই স্বপ্নাদেশ করতে হয়েছে ছেলের বিয়ে দিতে। তাই সনকা অনুমতি না দিয়ে পারেন নি শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তাঁর বুকের কাঁপুনি যে বন্ধ হয় নি তার সুন্দর প্রকাশ দেখা যায় লখাইকে বিয়েতে পাঠাবার সময় আত্মকথন জাতীয় ক'টি ছত্রে ঃ

সনকা সুন্দরী দেখি পুত্রের বদন ঃ
মুখখানি নিছিয়া করে ললাট চুমন।
মই অভাগিনী নারী অনাথ করিয়া ঃ
ছয়পুত্র মরি গেল বধূ ঘরে থইয়া।

ছেলে মাকে প্রণাম করলে আশীর্বাদ করে সনকা বলেন ঃ

চিরজীবী হৈয়ে বাপু ভালা লক্ষীন্দর ঃ

ধন নয়, জন নয় — আশীর্বাদ হলো চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকার। প্রতিমুহূর্তেই যে জননী সন্তানের মৃত্যু আশঙ্কা করেন তিনি সন্তানকে 'চিরজীবী' - হবার ছাড়া আর কী আশীর্বাদ করতে পারেন।

যাকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা সে যদি সত্যিই মারা যায়, তাহলে শেষ সন্তান হারা জননীর শোকের গভীরতা মাপা অসম্ভব। পণ্ডিত জানকীনাথ তাই অন্য অন্য কবিদের মত ত্রিপদী ছন্দে বিলম্বিত লয়ে কান্নার ইনানি-বিনানিতে যান নি — মাত্র দুটো ছত্র লিখেছেন ঃ

পুত্র পুত্র ডাক ছাড়ি পড়ে ভূমিতলে ঃ
প্রাণ হারাইল দেখি পুত্র শুকানলে।

ভূলুণ্ঠিতা মূর্ছিতা সনকাকে দেখে মনে হচ্ছে মৃতা। এরপর আর কিছু বলার থাকে না।
বিজয় কেতন উড়িয়ে বেহুলা ফিরে এসে ডোমনীর বেশে চান্দের পুরীতে ঢোকেন। সনকা কিন্তু বেহুলাকে চিনেছেন। এতে সনকার পুত্র শোকের ছাই চাপা আগুন আবার জ্বলে ওঠে। অন্যদিকে, বেহুলা কলঙ্কহীন কুলে কালি লেপেছে বলে দুঃখের ওপরে দুঃখ। সনকার রোদনের মধ্যে এ দুটোদিকই ফুটে উঠেছে। ডোমনীর মধ্যে ঃ

বধূর লক্ষণ দেখি ঃ কান্দে দেবী শশিমুখী

কাঁদতে কাঁদতে বলেন ঃ

সেকালে বলিল আমি ঃ কলঙ্ক রাখিবে তুমি

বা, পাশরিলু যত দুঃখ ঃ অখন হৈল দুনা দুঃখ
তুমি বধূর হৈল কুবুদ্ধি ঃ
জ্বলন্ত অনলে ঘি ঃ ঢালি দিলে সাহের ঝি
কপালে কলঙ্ক দিল বিধি।

সত্যিই তো! যত দিন যায়, প্রাত্যহিকতার চাপে শোকাবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হবেই, নচেৎ মানুষ বাঁচতে পারে না। সনকারও তাই হচ্ছিল; কিন্তু হঠাৎ বধূকে দেখে সে দুঃখ আবার জেগে ওঠে। এমনিতেই পুরোনো ঘায়ে নুনের ছিটে পড়লো। উপরন্তু পুত্র বধূকে ডোমনীবেশে দেখে দুঃখের ওপরে 'দুনা দুঃখ' দেখা দিল। সমাজ বিশ্বাসের আলোকে এক্ষেত্রে চরিত্রটির নতুনদিক উন্মোচিত হলো সামাজিক চরিত্র হিসেবে।
সনকার অন্তরে যে পুত্র শোকানল তুষের আগুনের মত জ্বলছিল, ডোমনী বেশে বেহুলাকে দেখে তাতে ঝড়ো হাওয়া লাগলো। এমন সময় পুত্রদের ফিরে আসার অপ্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে উন্মাদিনী মা দু'বাহু বাড়ায়ে ছুটে গেছেন পুত্রদের বুকে নিতে — বুকের আগুন নেভাতে। না, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুত্রদের বুকে পান নি। বাদী সেই স্বামী সদাগর। এ অবস্থায় চম্পকের রানীর খোলস ছেড়ে উদার আকাশতলে বেরিয়ে এলেন মাতা সনকা। মান-মর্যাদা, পতি আনুগত্য প্রভৃতির শক্ত খোলসে আবদ্ধ হয়ে সনকার যে মাতৃত্ব অন্তঃপুরে এতদিন নীরবে নিভৃতে কেঁদেছিল, সেই মাতৃত্বই আজ গুঞ্জরীর ঘাটে লোকারণ্যে আত্ম প্রকাশ করলো বিদ্রোহীরূপে।
এক্ষেত্রে একটি কথা বলে নিতে হয় যে, স্বামীর সঙ্গে মতানৈক্য প্রকাশের ধারা সকল দেশে সমান হয়না। এ বিষয়ে পূর্বে এবং পশ্চিমে অনেক তফাৎ —অনেক তফাৎ আজকের দিনে এবং মধ্যযুগে। মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে পন্ডিত জানকীনাথ নিপুনভাবে সনকার বিদ্রোহ দেখিয়েছেন। গুঞ্জরীর ঘাটে গুরুজনেরা যখন সদাগরকে মনসা পূজো করতে বলতে থাকেন তখন ঃ

সনকা আসিয়া কেশ দুই ভাগ করি ঃ
বান্দিয়া চান্দের পাত্র বলে ব্যগ্র করি।
গুরুজনে হেনবলে শুন সদাগর ঃ
নহে স্ত্রীবধ দিম তুমার উপর।

মা সনকা দুর্বিনীত স্বামীর পাএ লুটিয়ে পড়লেন মর্মভাঙ্গা অনুনয়ে। আজ শুধুই অনুনয় নয়, কথা মানা না হলে আত্মহত্যার হুমকি এবং স্ত্রীবধ জনিত পাপ দেয়ার ভয়ও দেখান। সনকার মুখে এই যতটুকু বলানো হলো মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা কোনো বীরাঙ্গানার বীরকাজের চেয়ে কম নয়। এভাবেই চরিত্রটিকে নবতররূপে উপস্থাপন করেছেন পন্ডিত জানকীনাথ। সনকার এই নবতররূপ পাওয়া যায় মাতৃত্বের অমৃত সুধার জোরে। সনকা শেষ পর্যন্ত স্বামীকে দিয়ে মনসা পূজো করাতে পেরেছেন এবং খালিবুক ভরেছেন পুত্রদেরে বুকে নিয়ে।

হায়রে মানব জীবন! সারাজীবন সুখ-শান্তিরূপ মায়া হরিণের পেছনে ছুটে ছুটে মানুষ শেষ পর্যন্ত যা পায় তা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, মধ্যযুগের মঙ্গল কবিগণ কত সুনিপুনভাবে জীবন জিজ্ঞাসার এই শাশ্বত দিকটি প্রকাশ করেছেন। সনকার বুক আবার হাহাকার করে ওঠে বেহুলা- লখাই-এর চির বিদায়ে ঃ

সনকাএ বুককুটে ভূমিতে লুটাএ ঃ
বুকে ছেল দিয়া পুত্রবধূ কুথা যাএ।

এভাবেই বিশেষ সনকা লাভ করেছেন নির্বিশেষত্ব। পণ্ডিত জানকীনাথ রানী সনকাতে মাতা সনকার জাগরণ সূত্রেই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

বেহুলা - সতী

মনসা-মঙ্গল কাব্যের বেহুলা চরিত্র সীতা - সাবিত্রী - দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃ স্মরণীয়া নারী চরিত্রের আদর্শেই পরিকল্পিত। এ সব রমণী তাঁদের সতীত্ব, পাতব্রত্য, সহনশীলতা, ত্যাগ-প্রভৃতি গুণের জন্যই প্রসিদ্ধ। অবশ্য এদের সঙ্গে বেহুলার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। অন্যরা সকলেই মানবী। নিজ নিজ আদর্শের গুণে এঁরা দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিতা। অপরপক্ষে বেহুলা মনসার পূজা প্রচারিকা। জীবনের যে সকল ঘটনায় তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দেবী মনসা কর্তৃক। ফলে বেহুলা পরিপূর্ণা নন — আধা-মানবী। পণ্ডিত জানকীনাথ বেহুলার চরিত্র আঁকতে গিয়ে দৈব থেকেও বেশী জোর দিয়েছেন সতীত্ব ধর্মের ওপরে। কোন দৈব প্রভাবে নয় — বেহুলা স্বর্গ জয় করে ফিরে এসেছেন নিজের সতীত্ব-গুণেই। তাই পণ্ডিত জানকীনাথের বেহুলাও পূর্ণ মানবী।

অন্য অন্য কবিদের কাব্যে বেহুলার জীবন প্রত্যক্ষভাবে মনসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে তা নয়। কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনায় বেহুলা মনসার ভক্ত নন বা জাতিস্মরা ও নন। অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতায় বেহুলা, মনসার ভক্ত। তাঁর যে ˙কোন কাজেরই শুরুতে তিনি মা মনসাকে স্মরণ করেন। ভগবানের কাজ ভক্তের আত্মশক্তিকে চিনিয়ে দেয়া, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দেয়া। মনসা তাই মদন সরোবরে বেহুলার সতীত্বকে জয়ী করে সতীত্বের জোর দেখিয়ে দিলেন এবং বেহুলার বিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে দেন। তারপর ভক্তের কাজ চারিত্রিক শুদ্ধতা বজায় রেখে, আত্মশক্তিকে ক্রম প্রজ্জ্বলিত করে, সকল বাধাকে পায়ে দলে জীবন সাগর পাড়ি দেয়া। বেহুলাও পরবর্তী জীবন সাগর পাড়ি দিয়ে সিদ্ধির স্বর্গে পৌছেছেন সতীত্ব-শক্তির জোরে।

তবে বেহুলা টাইপ চরিত্র হয়ে যান নি। মদন সাগরের চপলা কিশোরীই ক্রমশঃ বিপ্লবিনীতে পরিণত হয়েছেন। পরিণতির জন্য বেহুলার সমাজ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে পাড়ি দেয়া জীবন সাগরের বাঁকে বাঁকে। যতই হোঁচট খেয়েছেন ততই তাঁর সতীত্বের তেজ বেড়েছে এবং সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এই জোরেই বেহুলা দেবসভায় কথা দেন যে, শ্বশুর সদাগরকে দিয়ে তিনি মনসা পূজো করাবেনই। অর্থাৎ মনসা পূজো তথা নারীর অধিকার স্বীকার করতেই হবে সদাগরকে। যদি তা না হয়, তা হলে জোর করে হলেও সদাগরকে তাতে বাধ্য করতে হবে — যুগের দাবী মানাতে হবে। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস এবং নারীর মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে দৃঢ়মূল বিশ্বাস না থাকলে বেহুলা দেবসভায় ঐ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। বেহুলা তা করে দেখিয়েছেন। সতীত্বের তেজে লৌহমানব সদাগরকে গলিয়েছেন, সমাজের লৌহ বাসর ভেঙ্গেছেন, নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে কৌলীন্যের অহংকারী পুরুষ শাসিত সমাজ-বনের কাঁটাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে বেহুলা। তাই তাঁর জীবনের অঙ্গীরস হল করুণ রস। এই করুণ রস গাঢ়তর

হয়েছে শ্বশুর সদাগর কর্তৃক অস্ট পরীক্ষার কালে এবং গাঢ়তম হয়েছে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় শৈশব স্মৃতি রোমন্থণে। এ অংশে মর্ত্য প্রীতির পরাকাষ্ঠা। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার গুণে সমাজে যে বেহুলা দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তারই আবার মানবী রূপে প্রকাশ ঘটেছে এ অংশে।

কাহিনীতে বেহুলাকে প্রথম দেখা যায় মদন নদীতে স্নান রতা। বিধবা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে মনসাও স্নান করছেন। জলকেলির সময় বেহুলার পায়ের জল ব্রাহ্মণীর গায়ে পড়লে তিনি বেহুলাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন ঃ

কাল-রাত্রি নাগে স্বামী খাইবে তুমার।

ব্রাহ্মণীর অভিশাপে বেহুলা ভয় পাননি। তাঁর বিশ্বাস সতী নারীর পতি মরতে পারে না। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণীর সঙেগ সতীত্বের প্রতিযোগিতা এবং তাতে বেহুলারই জয়।

মঞ্চে বেহুলার প্রথম আবির্ভাবেই কবি বলে নিলেন যে, বেহুলা চরিত্রের মূলধন হলো সতীত্ব। সতী রমণীদের ধর্মানুগত্য সংশয়াতীত এবং এদিক থেকেই বলা যায়, যেক্ষেত্রে সতীত্বকে চরম পরীক্ষার সামনা-সামনি হতে হয়, সে ক্ষেত্রে বঙ্গ রমণীরা অবশ্যই দৈবকৃপা প্রার্থনা করে থাকেন। বেহুলার প্রতি মনসার কৃপাদৃষ্টিকে পণ্ডিত জানকীনাথ এ দৃষ্টিকোন থেকেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাই দেখা যায়, চাঁদ সদাগর ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে এসে, মেয়ের সতীত্ব পরীক্ষায় লোহার চাউলের ভাত রাঁধতে বললে, বেহুলা তা করে দেখিয়ে সতীত্বের পরীক্ষায় পাশ করেন। বেহুলা কোন দৈব সাহায্য ছাড়া আপন সতীত্বের আগুনেই তা সম্ভব করেন। অবশ্য উনান ধরাতে গিয়ে তিনি মনসাকে প্রনাম করেছেন। যেমন, স্নান করে বেহুলা ঃ

দিড় করি প্রণমিল পদ্মার চরণ ঃ
লুহার তণ্ডুলে ভাত রান্দিল তখন।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মা-মেয়েরা উনান ধরাতে গিয়ে আজো আগে নমস্কার করে নেন। সুতরাং লোহার চাউলে ভাত রাঁধতে অলৌকিকত্ব নেই, আছে সতীত্বের তেজ, বিশ্বাসের দৃঢ়তা।

এ ঘটনাটি বিশেষ প্রতীকী। পঞ্চবনিক প্রধান, কৌলীন্যভিমানী লৌহমানব সদাগরকে গলাতে, পুরুষের অহংকার রূপ লোহার বাসরে বন্দী বঙ্গরমণীর জীবনানন্দকে মুক্ত করতে প্রয়োজন নারীর সতীত্বের তেজোত্তাপ। যেরূপ শক্তির পক্ষে অনুরূপ বিপ্লব সম্ভব তার অধিকারিনী হলেন বেহুলা। এই বেহুলার দ্বারাই হবে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও নতুন জীবনের জাগরণ। পরিণতির ইঙ্গিতবহ প্রতীকটি কী অপূর্ব সুন্দর!

এরপর বেহুলাকে দেখা যায় লোহার বাসরে। এখানেও বেহুলার সতীত্বের আরেক পরীক্ষা। এ রাতকে বেহুলার জীবনের সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। নব বিবাহিতা বধূ পতিকে এই প্রথম নিজের করে পেয়েছে একান্তে। তাই জীবনানন্দের গীতি মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু না, বেহুলার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মণীর অভিশাপ - ভীতি বেহুলাকে জাগিয়ে রেখেছে। বেহুলার বিশ্বাস, রমণীর সতীত্ব জেগে থাকলে পতির বিপদ দূর হবে। কিন্তু 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। তাই মানবী বেহুলার ঘুম আসবেই এবং সে ফাঁকেই সর্পদংশনে লখাই এর মৃত্যু।

জেগে পতিকে মৃত দেখে বেহুলার যে বিলাপ তার মধ্যে নিজের পরাজয়ের খেদই বেশী। বেহুলা তথা বেহুলার সতীত্ব পারেনি স্বামীকে রক্ষা করতে। মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস আহত হলে দুটো প্রতিক্রিয়া ঘটে। তুলনায় কম দৃঢ়তা যাদের, তারা অনেক সময় আস্থা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে যাদের দৃঢ়তা অটল, তারা আহত বিশ্বাসকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কঠিন সংকল্প করে বসে। বেহুলার সতীত্বের বিশ্বাস টলার কোন কারণই নেই। তাই কঠিন সংকল্পের আশা করা যায়। কেবল একটি উদ্দীপকের প্রয়োজন। মনে পড়লো মদন সরোবরের ঘটনা। সেদিন বেহুলার সতীত্বের বিশ্বাসই জিতেছিল। ঐ ঘটনা বেহুলাকে

উদ্দীপ্ত করলো। হারলে চলবে না — জিততে তাঁকে হবেই। তাই বেহুলা কঠিন সংকল্প করেন যে, মরা স্বামীকেই বাঁচাবেন তিনি। মরা স্বামীকেই বাঁচানোর সিদ্ধান্তে পৌঁছে শ্বশুর সদাগরের নিকট বেহুলার আবেদন ঃ

কলা কাটি আমারে সাজাইয়া দেয় ভুরা ঃ
সাগরে ভাসিম আমি লৈয়া প্রভু মরা।

বেহুলার এ সিদ্ধান্ত সাময়িক উত্তেজনায় নয় — দৃঢ় পাতিব্রত্য তথা সতীত্বের বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সনকা দেবী বেহুলাকে সাগরে ভাসতে নিষেধ করলে ঃ

বেহুলাএ বলে মায় এ কুন বেভার ঃ
সুখে ঘরে থাকিতে কি ফল বিধবার।
স্বামী সে নারীর গতি স্বামী সে দেবতা ঃ
স্বামী বিনে অন্য যত সে সকল বৃথা।
স্বামী জপ স্বামী তপ স্বামী সে পালক ঃ
স্বামী বিনে আর আমার নাইক রক্ষক।

সুতরাং বেহুলা যে স্বামীর সঙ্গে সাগরে ভাসবেনই তা বোঝা গেল এবং এও বোঝা গেল যে, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' — দু'টোর একটা হবেই।

ভুরাতে উঠে বেহুলা স্বামীর বাঁ-পাশে বসেছেন। নিরুদ্দেশ যাত্রার অনিশ্চয়তা মাণবীর বুকে একটু কাঁপুনি জাগাবেই — একটু শঙ্কাও একান্তই স্বাভাবিক। বেহুলাতো মানবী। মানবীর বুকের এই কাঁপুনি বিশ্বাসের দৃঢ়তাতেই দূরীভূত হতে পারে। তা নাহলে যাত্রা শুরু করা যায় না। ভুরাতে নিজের সতীত্ব বিশ্বাসের ধ্বজা ওড়াতে গিয়ে বেহুলা শেষ বারের মত নিজের সতীত্বকে পরীক্ষা করে নিলেন। তাই ভুরাতে বসেই তিনি বলেন ঃ

যদি সতী হম মই পতিব্রতা নারী ঃ
আপনে উজাইয়া ভুরা যাউকা দেবপুরী।

দেখা গেল ঃ সতী কর্ন্যা বাক্যে ভুরা উজাইয়া যাএ ঃ
এভাবেই মানবী বেহুলার সাগর যাত্রা শুরু হলো।

সাগর যাত্রা অংশে বিভিন্ন বাঁকে বেহুলাকে বিভিন্ন বিপদে পড়তে হয়েছে। বিপদ পশু এবং মাণব — এক দু'কূল থেকেই। বেহুলা নিজেই পশুকুলকে জয় করেছেন, কিন্তু নারীদেহ লোভী মানুষকে দমন করতে মনসার সাহায্যের দরকার হয়েছে এবং তা দেখা যায় ধনা-মণা ও গোধার বাঁকে। অবশ্য ধনা-মণার আক্রমন থেকে বেহুলার রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, বেহুলার জ্যোতির্ময় যে রূপ ধনা-মণা দু'ভাইকে আকৃষ্ট করেছিল সে রূপই আবার বেহুলাকে রক্ষা করেছে। রূপমুগ্ধ দু'ভাই - এর প্রত্যেকেই কন্যাকে পেতে চায়। এ নিয়ে তাদের মারামারির অবকাশে বেহুলার ভুরা ঐ বাঁক পেরিয়ে গেছে।

অবশেষে ত্রিপুনীর বাঁকে নেতার সঙ্গে দেখা। নেতার সঙ্গে দেবপুরে গমন। দেবপুরে যাওয়ার পথে আছে বৈতরণী নদী এবং কেশের সাঁকো। বেহুলা নিজের সতীত্বের গুণেই অবলীলায় ওগুলো অতিক্রম করে গেছেন। পন্ডিত জানকীনাথ প্রয়াস পেয়েছেন অলৌকিকতা মুক্ত বেহুলা চরিত্র সৃষ্টির। বেহুলা জীবনে এমন অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন যেগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে যা সম্ভব হয় না, যা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না - তা অলৌকিক বলে মনে হয়। বেহুলার অলৌকিকত্ব সতীত্বে বিশ্বাসের জোরে। সর্বত্রই তা এসেছে মানবিক গুণের আধারে অসীম শক্তি সামর্থে। তাই পন্ডিত জানকীনাথের বেহুলা আধা মানবী নন। তিনি সীতা - আদি রমণীদের মতই একজন প্রাতঃ স্মরণীয়া মহিয়সী নারী।

'স্বামী জপ স্বামী তপ স্বামী সে পালক ঃ'

বেহুলার এই যে ঘোষণা, তা কেবলই শাস্ত্রানুগত্য নয় — বাস্তব সত্যের পরীক্ষায়ও পরীক্ষিত। কারণ কুমারী কন্যার পালক হলেন পিতা, বিবাহিতার পতি এবং বৃদ্ধার হলো পুত্র। এছাড়া, অন্য যত আপন জনই থাকুক না কেন, দিন দুই চারি গেলে সবে ভাসে ভিন্ন।' বেহুলার ছয় ভাই বেহুলাকে ফিরিয়ে নিতে এলে এ যুক্তিতেই তিনি ভাইদের ফিরিয়ে দেন।

দেবসভায় বেহুলা সর্বশক্তিময়ী। কারণ সতীত্ব শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজ-অভিজ্ঞতা। কৌলীন্যাশ্রিত পুরুষ-লাঞ্ছিত নারী সমাজের প্রতিনিধি তিনি। জীবন সাগরের ঘাটে ঘাটে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা এবং তার প্রমাণ নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন বিচার সভায়।

আজ নারীর মর্যাদা ও অধিকার আদায়ে দৃঢ়নিশ্চয় তিনি। তাই সদাগরকে দিয়ে মনসা পূজো করানোর প্রতিশ্রুতি দেন নিজ দায়ীত্বে।

এবার বলতে হয় বেহুলার কারুণ্যের কথা। বেহুলার যে জীবন বৃত্ত পরিকল্পিত তা সম্পূর্ণরূপেই করুণরসাশ্রিত। হাস্য-লাস্যময়ী বেহুলা যে মুহূর্তে জীবন বীণায় তার জুড়েছেন তখনি সে তার গেল ছিঁড়ে। তারপর দেখা যায় একজন কিশোরী যোগিনীকে। দুষ্কর তপস্যার মাধ্যমে জীবন নদীর কূলে পৌঁছতে হয়েছে তাঁকে। তবুও বলবো, বেহুলার জীবনে কারুণ্য প্রকাশের বিশেষ অবকাশ নেই। মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে এ অবকাশ মেলে। যেমন — বাসর ঘরে। মিলনের রাতেই বিচ্ছেদের বেদনা। বেহুলা যখন বুঝতে পারলেন যে, সর্পদষ্ট স্বামীর দেহে জীবনদীপ নিভে গেছে, তখন ঃ

ভূমিতে পড়িলা কন্যা বুকে দিয়া ঘায় ঃ

বিলাপে আত্ম ধিক্কার ঃ

অভাগিনী বিফুলা দুষ্ট কপালিনী ঃ
কালরাত্রি প্রভু মর কারে দিলু ডালি।
জগতে রহিল মর অযশ কাহিনী ঃ
কত পাপ কৈলু তবে মই অভাগিনী।

আবার বিধিকে ধিক্কার দিয়ে বলেন ঃ

অমূল্য রতন আগে দেখাইয়া বিদিত ঃ
কি হেতু কাড়িয়া পাছে নিল আচম্বিত।
কি শুনিব বাপ-মায় যত বন্ধুগণে ঃ
কি শুনিব শ্বশুর - শাশুড়ী দুই জনে।

এরপর ঃ

লক্ষীন্দর মুখখানি করিয়া মার্জন ঃ
মখে মখ দিয়া বলে করুণা বচন।
মরে বিয়া কৈলা প্রভু বড় অভিলাষে ঃ
মনুরথ না পুরিল মর কর্ম দুষে।
ক্ষেনেকে উঠিয়া ধাএ পাগলের বেশে ঃ
ক্ষেনে ক্ষেনে দুই হাতে বুক কুটে ত্রাসে।

তারপর সাগর যাত্রা অংশে বেহুলার 'ভাসান' এর কারুণ্য পাঠক - শ্রোতা সকলকেই কাঁদিয়েছে। এক্ষেত্রে কারুণ্য হলো ভাবে; ভাষায় কারুণ্য প্রকাশের অবকাশ কম। কারণ, এ সময় বেহুলা সংকল্প - দৃঢ়া। মনের তেজ জয়ের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়েছে। স্বর্গে তো হয়েছে বিচার। কোর্টে চোখের জলের কোন মূল্য নেই; মূল্য হল তথ্য প্রমানের। বেহুলা স্বর্গে তাঁর নালিশ জানিয়ে তথ্য প্রমান দিয়ে জয়ী হয়েছেন।

বেহুলার জীবনের করুণতর মুহূর্তটি দেখা দিল তখন, যখন চাঁদ সদাগর তাঁকে অষ্ট পরীক্ষার জন্য বললেন। সতীত্বের জোরে যিনি মানবদেহে স্বর্গে যেতে পারেন, 'মরা পুত্র - ডুবাধন' ফিরিয়ে আনতে পারেন; তাঁকেই যখন আবার সতীত্বের পরীক্ষায় বসতে হয়, তখন তাঁর জীবনকে ট্র্যাজিকই মনে হয়। সমস্ত জীবন ধরে তাঁর এই একই পরীক্ষা। পরীক্ষা দিতে দিতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ক্লান্ত বেহুলা যখন দুঃখে, অভিমানে মনসার উদ্দেশ্যে কাতর কণ্ঠে বলেন তাকে রক্ষা করতে, তখন আর চোখের জল রাখা যায় না। তখন মনে হয় চির-দুঃখিনী জানকীর কথা। ঘৃণা জন্মে সমাজের নিষ্ঠুর বিধাতা ও বিধি-বিধানের প্রতি। পণ্ডিত জানকীনাথ শুধু একটি বাক্যে যে কারুণ্য সৃষ্টি করেছেন তা 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' — কবি ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। চরণটি ঃ

'উষা বলে ত্রাণ কর মায় বিষহরি' — সারা জীবনে বেহুলা এই একটি বারই মাত্র আকুল ভাবে মনসাকে ডেকেছেন তাঁকে রক্ষা করতে। অন্য সবক্ষেত্রে আপদে - বিপদে ইষ্টদেব স্মরণের মত শুধু স্মরণ আছে। কোথাও বেহুলা কাতরভাবে তাঁকে রক্ষার আবেদন করেননি। যেমন লোহার চালে ভাত রাঁধতে গিয়ে

দিড় করি প্রণমিল পদ্মার চরণ ঃ
লুহার তণ্ডুলে ভাত রান্দিল তখন।

গোধার বাঁকে বিপদে পড়ে ঃ

গুধার চরিত্র দেখি ঃ ডরে কাঁপে চন্দ্রমুখী
বিষুহরি চিন্তে মনে মন ঃ

বাঘের বাঁকে ও ভয়ে — পদ্মাবতী ভাবে মনে মন।

বেহুলার জীবনে কারুণ্যের ঝর্ণাধারা যে অংশে তা সকল কবি কর্তৃক রচিত হয়নি। যোগীবেশে বেহুলা-লখাইয়ের উজানী গমনের কথা বলছি। এ অংশটি প্রথম রচনা করেন কবি নারায়ণ দেব। পণ্ডিত জানকীনাথও অংশটি রচনা করেছেন। প্রেম-প্রীতি-মায়া ইত্যাদিই প্রধানতঃ মানব-জীবনে কারুণ্যের উৎস। কবিগণ এ অংশে বেহুলা মর্ত্য প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তাই এ অংশের কারুণ্য একান্তই মানবিক। স্রষ্টা কবি নারায়ণ দেব হতেও এ অংশে কারুণ্য সৃষ্টিতে পণ্ডিত জানকীনাথ অধিক সার্থক। তিনি যোগিনী বেহুলার স্মৃতি চারণের মাধ্যমে শৈশবের আনন্দময় দিনগুলোর ছবি এঁকেছেন। এ জীবনে সে দিনগুলোকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না! মানুষ প্রবাশে সারা জীবন কাটিয়ে জীবন সায়াহ্নে শৈশবের স্মৃতিগুলো স্মরণ করতে করতে যেরূপ নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে এ যেন সেরূপ। ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে তা টের পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত একটি দীর্ঘশ্বাস বুকের ব্যথা নিয়ে - শৈশবের আনন্দঘন দিনগুলোকে খুঁজতে খুঁজতে নিরুদ্দেশে যাত্রা করে। এ অংশ পরিকল্পনার গুরুত্ব এখানেই এবং ভাবের সার্থক রূপায়ণ স্রষ্টা নারায়ণ দেবের হাতে নয় উত্তরসূরী পণ্ডিত জানকীনাথের হাতে।

উপসংহারে বলতে হয় অন্য অন্য কবিরা - বেহুলাকে জাতিস্মরা করে এঁকেছেন। ফলে তাঁর পূর্বজন্ম কথা স্মরণ থাকে এবং সেভাবেই তাঁর আচার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। পণ্ডিত জানকীনাথের বর্ণনায় শুধু একবার এ দোষটি দেখা যায় - নেতার ঘাটে, নেতার সঙ্গে কথোপকথনে এবং তাও বলা হয়েছে মানবী বেহুলার প্রতি নেতার সহানুভূতি আদায়ের জন্য। যা হোক, একমাত্র এ কবিই বেহুলাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁকে একজন পতিব্রতা মানবী বলেই মনে হয়। *

** বিস্তৃত আলোচনা কবির 'বাস্তবতা' এবং 'সমাজভাবনা' অধ্যায়ে। 'সমাজভাবনা' অধ্যায়ে পদ্মাবতী চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা থাকায় আলাদা করে লেখার প্রয়োজনবোধ করিনি।*

কবির সমাজভাবনা

মনসা-মঙ্গল কাব্যের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে দুটো ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণে রাখতে হয়। ঘটনা দুটো হলো বাংলাদেশের কৌলীন্য প্রথা এবং বাংলাদেশে মুসলমান শাসকের প্রতিষ্ঠা। দুটো ঘটনাই হয়েছিলো দীর্ঘস্থায়ী এবং বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে সুদূর প্রসারী। বল্লালসেনের কাল (১১৫৮-৭৯) থেকে শুরু করে উনবিংশ শতক পর্যন্ত কৌলীণ্যপ্রথা জাঁকিয়ে বসেছিলো এবং মুসলমান শাসন ছিলো দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় পর্যন্ত। মনসা-মঙ্গল কাব্যের কালও ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। তবে মনসা মঙ্গালের গান এখনো চলছে পুরোদমে।

মনসা-মঙ্গাল সমসাময়িক কালের কাব্য বলে এতে উক্ত দুটো ঐতিহাসিক ঘটনাজাত সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেছে। বৌদ্ধধর্মের পতন এবং হিন্দু ধর্মের উত্থানকালে প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে জাতিভেদ প্রথা আগের চেয়ে আরো প্রবলতর রূপে দেখা দিল। জাত-পাতের, উচ্চ-নীচের, পাতিত্যের হাজারোভাগে বিভক্ত হয়ে যায় বঙ্গ সমাজ। তাই আকর্ষণী শক্তি থেকে বিকর্ষণী শক্তিই প্রবলাকার ধারণ করে। তাছাড়া, বৌদ্ধদেরকে হিন্দুসমাজ গ্রহন না করে রেখেছিলো পতিত করে। এরূপ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষ ফোঁড়ার মতো সমাজ দেহে দেখা দেয় কৌলীণ্য প্রথা। প্রবর্তক বল্লালসেন ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের ওপর ভিত্তি করে এই প্রথা চালু করলেও তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন এবং পঞ্চদশ শতকের শেষে দেবীবর ঘটক নামে জনৈক ব্যক্তি কৌলীণ্য প্রথাকে ঘোরালো ও প্যাঁচালো করে তোলেন। এজন্য দায়ী লক্ষ্মন সেনের 'সমীকরণ' * পদ্ধতি এবং দেবীবরের 'মেলবন্ধন' ** পদ্ধতি। এর ফলে বিয়ে ব্যবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। সমস্যা এতো জটিলাকার ধারণ করেছিলো যে, এক এক কুলীন পুরুষ পঞ্চাশ -ষাট থেকে শুরু করে একশো-দেড়শো বিয়ে পর্যন্ত করতেন। বিয়ের পরে মেয়েরা কুমারী কন্যার মতই থেকে যেতেন বাপের বাড়ীতে। ফলে ক্রমশঃ কুলীণ সমাজে দেখা দেয় — অনাচার, ব্যভিচার, মানবিক মূল্যবোধহীনতা।

**কুলীনদের মধ্যে কে কিরূপ উচ্চ বা নীচ কুলে কণ্যা আদান-প্রদান করেছে তা নির্ণয় করে কুলীণদের পদমর্যাদা ঠিক করার নাম 'সমীকরণ' পদ্ধতি।*

**পঞ্চাদশ শতকের শেষভাগে দেবীবর ঘটক লক্ষ্য করলেন যে, সকল কুলীনই অল্পবিস্তর দোষ যুক্ত। যারা বেশী দোষী তাদেরকে বাদ দিয়ে কম দোষীপ্রিতদের ছত্রিশটি মেলে ভাগ করেন। এক এক রকম দোষী কুলীনদের নিয়ে এক এক 'মেল' সৃষ্টি হলো।*

তাছাড়া 'বংশজ' * কুলীণদের মধ্যে দেখা দেয় মেয়ের কমতি। এর পরিণতিতে সৃষ্টি হয় মেয়ে ব্যবসায়ীর দল। এরা বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়ে এনে বিক্রি করতো। বংশজ ব্রাহ্মণরা এদের নিকট থেকে মেয়ে কিনে

বিয়ে করতো। ফলে এ শাখায়ও দেখা দেয় অনাচার, ব্যভিচার, চরিত্রহীনতা, মানবিক মূল্যবোধহীনতা। এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সাম্যের বাণী নিয়ে বাংলাদেশে আসে ইসলাম ধর্ম। সাম্যের বাণীবহ হওয়াতে হিন্দু সমাজে পতিত এবং নির্যাতিত বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে থাকে। ইসলাম ধর্ম বিজেতা শাসকের ধর্ম হওয়ায় কাজটা সহজ ছিলো। অবশ্য অত্যাচার এবং প্রলোভনও ছিলো। এ অবস্থায় ও হিন্দুরা তাদের সমাজে মুক্ত নীতি গ্রহন না করে সামাজিক রীতি-নীতিকে আরো কঠোরতর করে যে ভুল করেন, তার ফলে পতিত হিন্দু - বৌদ্ধের ইসলাম ধর্ম গ্রহন করাকে রোধ করা যায়নি। ধর্মান্তর রোধে অক্ষম হিন্দুদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই ইসলাম ও ইসলামী শাসকের প্রতি একটা ক্ষোভ ছিলো।

এরূপ সামাজিক প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে মনসা - মঙ্গল কাব্য। তাই প্রথম দিকের মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলোতে এই ক্ষোভের প্রকাশ ছিলো। মনসাকে তুর্কী শাসকের প্রতীক করে সাপের হিংস্রতার রূপকে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের দ্বন্দ্বের দিকটা প্রকাশ করা হয়েছিলো। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসক দেশী হলেও দেশী কৌলীণপ্রথা কিন্তু বিতাড়িত হলো না। বিদেশী শাসক দেশী হওয়ায় বিরোধ ক্রমশ মিলনের পথে হাটে, কিন্তু কৌলীণ্য প্রথা তার অমানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে চেপে বসছিলো সমাজের বুকে। বিভেদ ছাড়া মিলনের আহ্বান তাই ছিল না হিন্দু সমাজে। কালের বিবর্তনে সামাজিক সমস্যার স্বরূপ পালটায় এবং স্বাভাবিকভাবেই নতুন সমস্যাজাত নতুন ভাব-ভাবনা হয় সাময়িক কালের কাব্যের বিষয়। মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্য শাখাগুলোর মধ্যে একমাত্র মনসা-মঙ্গল কাব্যধারাই জাতীয় নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দিত হয়ে ক্রম বিকশিত হয়েছে।

***তুলনায় বেশী দোষাশ্রিত যে সব কুলীণদেরে দেবীবর বর্জন করেছিলেন তাঁরাই 'বংশজ' কুলীণ নামে পরিচিত।**

তাই মনসা-মঙ্গল কাব্যের ভাব-ভাষা-চরিত্র-কাব্য প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই ক্রমবিকাশ দেখা যায়। মনসা মঙ্গল কাব্য বিকাশের ধারায়, আমার আবিষ্কৃত পন্ডিত জানকীনাথ অষ্টাদশ শতকের কবি। এ সময় কৌলীণ্যপ্রথার অন্ধকার যুগ। তখন সমাজের সমস্যা ইসলামের দিক থেকে নয় — কৌলীণ্য প্রথার দিক থেকে। যুগের চাহিদা সূত্রে পন্ডিত কবি কাব্যে প্রধান সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন কৌলীণ্য প্রথার সমস্যাকে। কাব্যে কুলীণ কুলের নানা সমস্যার স্বরূপ প্রকাশ করে, তা দূরীকরণের উপায় হিসেবে কবি নির্দেশ করেছেন নারী জাগরণ ও গণ জাগরণকে।

এবার কাব্য অনুসরণ করা যাক ঃ

মনসা-মঙ্গল কাব্যে নারী-পুরুষের প্রেম সম্বন্ধের ছবির বড়ো অভাব। কাহিনীতে যে কয়টি পরিবারের ছবি আছে ওগুলো হলো — কাশ্যপ মুনির সংসার, শিবঠাকুরের সংসার, মনসার খেলাঘর, চাঁদ সদাগরের সংসার এবং বেহুলার বাপের বাড়ী। একমাত্র বেহুলার বাপের বাড়ীতেই নারী পুরুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ দেখা যায়। নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক যে কতটা মধুর হতে পারে তার পরিচয় রয়েছে বেহুলার বৌদি তারকা সুন্দরী ও লক্ষীন্দরের হাস - পরিহাসে। প্রেমের চকিত ছবি আছে লোহার বাসরে বেহুলা - লখাইয়ের পারস্পরিক প্রেমময় কথোপকথনে। তাছাড়া আর কোথাও নারী-পুরুষের মধুর ও প্রেমময় স্বাভাবিক সম্পর্ক দেখা যায় না। মনসার কাহিনী শুরু হবার আগে সৃষ্টি পত্তন অংশে দেখা যায় কাশ্যপ মুনি ও তাঁর পারিবারিক পরিস্থিতিকে। এখান থেকেই কবি কুলীণ সমাজের পরিচয় দিতে শুরু করেন।*

শিব ঠাকুরের সংসারে তো চরম অশান্তি। পন্ডিত জানকীনাথ শিবঠাকুরকে দেবতারূপে দেখেন নি। নেতার জন্ম প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোথাও শিবঠাকুরের চরিত্রে দেবত্ব বা অলৌকিকত্ব দেখা যায় না। কবি

শিবঠাকুরকে দেখেছেন কুলীণ যাজক ব্রাহ্মণ রূপে। ব্যভিচারী ও দুর্নীতি পরায়ণ কুলীণ ব্রাহ্মণ সমাজে ঘরে ঘরে সতীন — ঘরে ঘরে অশান্তি — ঘরে বাইরে সবখানেই পুরুষদের স্ত্রীধনের ছড়াছড়ি; ছড়াছড়ি না হলেও সন্তান ও থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কুলীণ সমাজে মেয়েদের কোনো সম্মান ছিলো না — ছিলোনা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি এবং অধিকারের স্বীকৃতি।

প্রমাণ — বাস্তবতা অধ্যায়ে।

মেয়েদের জন্য পিতা-পতি-ভ্রাতাদের ছিলোনা কোন দায় ও দায়িত্ব। নারীদের ওপর নির্যাতন করে পুরুষেরা হয়ে পড়েন কাপুরুষ, স্ত্রৈণ এবং চরিত্রহীন ও অমানবিক। তাই পৌরুষের অহংকারে সামাজিক সকল বন্ধনকেই পুরুষেরা খাড়া করেছিলেন নারীদের বিরুদ্ধে। এরূপ কুলীণ ব্রাহ্মণ শিবঠাকুরের সংসারে দারিদ্র্য, সতীনে-সতীনে ঝগড়া, মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া প্রভৃতি সব মিলে নিত্য অশান্তি। এই পরিবারের অশান্তির আগুনই গিয়ে লেগেছে শিষ্য চাঁদ সদাগরের গৃহে। চাঁদ সদাগরের ধন থাকলেও গৃহে শান্তি নেই। সনকার সঙ্গে সদাগরের প্রেম সম্বন্ধের কোনো পরিচয় নেই। নেই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং সহমর্মিতার পরিচয়ও। পুত্রহীনা বা পুত্রহারা মা সনকার অন্তরের দুঃখের কোনো খবর রাখেন না সদাগর। সহমর্মিতাই মানুষের ঔদ্ধত্য, আদর্শের কাঠিন্য, প্রতিহিংসার জ্বালা প্রভৃতিকে মানবিক করে তোলে; কিন্তু চাঁদ সদাগরের মধ্যে এমন কোন লক্ষন ও দেখা যায় নি। তাই সদাগর চরিত্র আগাগোড়াই একরকম। উপরন্তু দেখা গেছে, সনকার ওপর লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা। যুগবৈশিষ্ট্য অনুসারে দেখা গেছে, পঞ্চবনিক প্রধান সদাগরের রানী হয়েও সনকা কখনো মুখ ফোটাতে পারেন নি। নীরবেই তাঁকে চোখের জলে বুক ভাসাতে হয়েছে। পণ্ডিত জানকীনাথ সদাগরকে কুলীণ কায়স্থহিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর সংসার ও প্রেমহীন এবং অশান্তিতে ভরা।

দু'চার দিনের জন্য দেখা গেছে মনসার সংসার রূপ খেলাঘর। এখানেও প্রেমের কোন প্রকাশ নেই। সুযোগ ছিলো নবদম্পত্তির বিস্রম্ভালাপ শোনার, আনন্দ কাকলি শোনার, কিন্তু কুলীণ পরিবারে এগুলো অপ্রত্যাশিত। দশ এগার বছরের মেয়ে এবং ঘাটের মড়া কুলীণ ব্রাহ্মণের মিলনে মদন দেবের ঘৃণা। বিয়ের পিঁড়িতেই যেখানে স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে যায় সেখানে নারীর কোনো মর্যাদাই থাকে না। তাই সন্তান কামনাও বাতুলতা মাত্র। জন্ম কলঙ্কবহা, পতিপরিত্যক্তা, পুত্রহীনা, সৎমায়ের চক্ষুশূল, বাপের সংসারের বোঝা মনসা কৌলিন্য লাঞ্ছিতা কুলীন মেয়েকুলের প্রতিনিধি।

মনসা - মঙ্গালের কবিদের এই প্রেম কার্পন্য কেন? উত্তর একটাই — মধ্যযুগীয় কুলীন সমাজের বৈশিষ্ট্য। এরূপ সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে থাকে না পারস্পরিক প্রেম, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। থাকে শুধু ভোগ এবং বলাৎকার। মনসা এবং বেহুলা জীবনে বার বার কামুক পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মনসা আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনবার। — দু'বার বিয়ের আগে এবং একবার বিয়ের পরে। প্রথমবার পদ্মবনে নিজেরই জন্মদাতা পিতা শিব কর্তৃক। পাতালে জন্মের পরে পদ্মবনে মনসা পিতার সামনে এলে সুন্দরী মেয়ে দেখে কামমোহিত শিব 'অনুচিতবাণী' বলতে থাকেন। কিন্তু —

শিবের বচন খানি মনুসাএ শুনি ঃ
হরি হরি স্মরণ করিলা পুনি পুনি।

শিবের মোহ ভাঙতে মনসা নিজের পরিচয় দিয়ে জানান যে, তিনি শিবেরই কন্যা। কিন্তু ঃ

মদনে মহিত শিব প্রবুদ না মানে ঃ
বল করিবার চাএ হৈয়া ভ্রমজ্ঞানে।

নিজেকে রক্ষায় নান্যোপায় মনসা তখন ঃ

পরিণাম না চাইল কুপের কারণ ঃ

বাপরে চাইল পৌদ্যা বিষ নয়ণ।
বিষে ছর্ম্ম হৈয়া তবে দেব ত্রিলুচন ঃ
মহ-পাইয়া ভূমিতে পড়িলা ততক্ষণ।

মনসা নিজেকে রক্ষা করেছেন নিজের চেষ্টায়।

দ্বিতীয়বার মনসাকে বলাৎকারের চেষ্টা করে হালুয়া ব্রাহ্মণ। পদ্মবনে শেষ পর্যন্ত পিতা-পুত্রীর পরিচয় হলে শিবঠাকুর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গৃহের উদ্দেশ্যে চলেন। পথে মনসাকে দেখে ঃ

হালুয়া বছাই তাকে দেখে আচম্বিত ঃ
পরম সুন্দরী কর্ন্না বিন্ধের সহিত।

দেখে ঃ বিন্ধেরে মারিয়া কর্ন্না আনিবারে গেল ঃ
তখন ঃ তাহা দেখি পৌদ্দাবতী মহাকুপ হৈল ঃ

তখনে বছাইরে পৌদ্দা বিষদৃষ্টে চাইল।
ঢলিয়া পড়িল সাধু লাল পড়ে মখে ঃ — ইত্যাদি।

এবারো পদ্মাবতী নিজের শক্তি বলেই নিজেকে রক্ষা করেছেন। বিয়ের পরে তৃতীয়বার আক্রান্ত হন সূর্য নামে মুনি দ্বারা। পদ্মাবতী স্নানে গেলে ঃ

'পৌদ্দারে দেখিয়া মনি মদনে পীড়িত' - হয়ে বলেন 'আলিঙ্গান দিয়া মর খণ্ডায় সংশয়'। পদ্মাবতী বিনয় করে জানান, 'পতিব্রতা সতী আমি অধর্ম না জানি'; কিন্তু কামে হতচিত্ত মুনি কোনো কথা শুনতে রাজী নন। মনসাকে অভিশাপের ভয় দেখান — 'শাপদিয়া তুমারে করিব সর্বনাশ'। বিবাহিতা মনসার এই সঙ্কটে নেতা নিজেকে বলি দিয়ে মনসার সতীত্ব রক্ষা করেছেন। তবুও মুনির অভিশাপ থেকে মনসাকে রক্ষা করতে পারেন নি। পদ্মাবতীর ছদ্ম বেশে নেতাকে পাঠিয়ে মুনিকে প্রতারিত করেছেন বলে মুনি অভিশাপ দেন ঃ

স্বামীর গৌরবে তুমি ত্যাগিলা আমাতে ঃ
স্বামীএ তুমারে ছাড়ি যাউর্কা অনিমিত্যে।

এই অভিশাপের ফলেই মনসার স্বামী মনসাকে ছেড়ে গেছে। সংসার সুখ আর মনসার কপালে জোটে নি।

বেহুলাও নারী খাদক পুরুষ সমাজের পরিচয় পেয়েছেন মৃত পতিকে নিয়ে জীবন সাগর পাড়ি দেয়ার সময়। দুজনাই সতীত্বের তেজে নিজেদেরে রক্ষা করেছেন।

যা হোক, জীবনের পথে পা বাড়ানো থেকে শুরু করে পদ্মাবতী এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং পুরুষ সমাজের চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করেন এবং এও বুঝতে পারেন যে, এ সমাজে নিজের শক্তির বলেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে। মেয়েলোকের এই শক্তি হলো সতীত্বের শক্তি।

পথকে চিনে এবার ঘরকে দেখতে চলেন পদ্মাবতী। পথ এবং ঘর এই দু'য়ের মিলিত জ্ঞানই হলো সামাজিক জ্ঞান। কবি পণ্ডিত জানকীনাথ মনসার মনোভূমি প্রস্তুত করতে তাকে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক জ্ঞানী হিসেবে দেখতে চান। পথের পরিচয় নিয়ে পদ্মাবতী ঘরে আসেন। এখানেও স্বাগতিক অনুষ্ঠানটি বিশেষ সুখকর হলো না। পদ্মাকে দেখে চণ্ডী ক্রোধে তাকে মারতে থাকেন। সামাজিক ছবির গুরুত্বে কবি-রচিত চরণগুলো উল্লেখ করা গেলো ঃ

কুনুহাতে কিলমারে কুনু হাতে চড় ঃ
কুনু হাতে মটকিএ মারহে চাপড়।
কুনু হাতে টুকর মারএ ক্ষণে গালে ঃ

কুন্দ হাতে ধরে চণ্ডী মনুসার চুলে।
দক্ষিণের চক্ষু হস্তে বড় কুপ মনে ঃ
অঙ্গুলির অগ্রেহানে পৌদ্দার নয়নে।
চণ্ডীর প্রহারে পৌদ্দা সহিতে না পারে ঃ
অচেতন হৈয়া পৌদ্দা পড়ে ভূমিতলে।

তারপর চেতন পেয়ে ঃ

বিষদৃষ্টে পৌদ্যাবতি চণ্ডিরে চাইলা ঃ
অচেতন হৈয়া চণ্ডি ভূমীতে পড়িলা।

এ দৃশ্যে মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া ছাড়াও মনসাকে কেন্দ্র করে গঙ্গা-দুর্গা দুই সতীনেও হয়ে গেছে এক চোট। এবারেও পদ্মাবতী নিজের শক্তিতেই নিজেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু চণ্ডীর ভয়ে পিতা মেয়েকে গৃহে রাখতে সাহস করলেন না, মেয়েকে সুমেরু শৃঙ্গে রেখে আসেন — পদ্মার ভাষায়, পিতা তাকে বনবাসে দিয়েছেন। জীবন অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় ধাপে মনসার কি জ্ঞান হলো? মনসা বুঝলেন ঃ

১। কুলীন ব্রাহ্মণগুলো বহু পত্নীক।
২। সতীন যুক্ত এরূপ ঘরে সতীনেরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী।
৩। এরূপ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই — প্রত্যেকেই প্রত্যেকের চরিত্রে সন্দেহ করে।
৪। পুরুষেরা বাইরে চরিত্রহীন বলে ঘরে স্ত্রীকে খুব ভয় পায়। তাই তারা স্ত্রৈণ।
৫। পুরুষেরা চরিত্রহীন বলে সমাজে মনসার নিজের মতো এরূপ অনেক সন্তানের জন্ম হয়।
৬। সমাজ এসব সন্তানদের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে না।
৭। মনসা সবশেষে বুঝলেন যে, বাপের ঘরে তার স্থান হবে না — প্রভৃতি।

পিতার দিক থেকে মনসা নিশ্চিন্ত হলেন যে, পিতার ঘরে তাঁর স্থান হবে না। তাই পিতা বনবাসে দিয়েছেন। কিন্তু মনসা কোথা থাকেন? এ অবস্থায় মানুষের আশ্রয় হলো সমাজ ও সহৃদয় সামাজিক, — কিন্তু পিতার সঙ্গে ঘরে ফেরার পথে মনসার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে তিনি সমাজকে আর বিশ্বাস করতে পারেন না। মানবিক সহানুভূতি দূরে থাক, — সমাজের এক কোণে সবার নীচে, সবার পিছে পড়ে থাকারও উপায় নেই। এ সমাজে থাকতে গেলে পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে থাকতে হবে। এ সময় মনসা বড় অসহায় বোধ করেন। কিন্তু সতীত্ব হারানো চলবেনা কোনো মতেই। মনসা তীর্থ-পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। এগারো বছর তীর্থ-পর্যটনে কাটিয়ে ফিরে আসেন। মনসার জীবনে এ সময় আরেক সমস্যা। বারো বছরের মধ্যে কুলীন মেয়েদের বিয়ে দিতেই হয়। মনসার জীবনের এ পর্যায়ে এখন বিয়ে দরকার। নচেৎ স্থির হওয়া যাচ্ছে না। এবার মনসা পিতার নিকট থেকে বিয়ের দাবী আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ব্রহ্মার তপস্যায় দেহ ক্ষয় করতে থাকেন। আধুনিক ভাষায় একেই বলা হয় অণশণ ধর্মঘট। নিজের অধিকার আদায়ের মরণ পণ লড়াই। ব্রহ্মদেব সাড়া না দিয়ে পারেন নি। অণশণে ক্ষীণদেহা মনসার সামনে এসে ব্রহ্মদেব কথা দেন যে, তিনি মহেশ্বরকে বলবেন মনসার বিয়ে বিষয়ে চিন্তা করতে। ব্রহ্মার প্রতিশ্রুতি আদায় করে মনসা অনশন ভাঙেন। কিন্তু রাজনীতির নেতাদের মতো ব্রহ্মদেবও বেমালুম ভুলে যান মনসার কথা।

মনসা কিন্তু নিজের অধিকার ছাড়ার পাত্রী নন। চরিত্রটির শুরু থেকেই দুটো বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। সতীত্বে অটল বিশ্বাস এবং চরিত্রে দৃঢ়তা। অসহায়া মনে করেন না নিজেকে। জীবন বিড়ম্বনাকে অদৃষ্টের পরিহাস ভেবে সতীধর্ম বিসর্জন দিয়ে গড্ডলিকায় গা ভাসালে তা হবে আত্মহত্যার সামিল। আত্মহত্যার ঘোর বিরোধী তিনি। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, বাঁচতেও হবে সতীত্বও রক্ষা করতে হবে। নিজের

জন্মের অধিকার এবং বিয়ের অধিকার আদায় করেই মনসা মাথা তুলে বাঁচতে চান। তাই অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে সংগ্রাম শুরু করেন।

মনসার দাবীর কথা ব্রম্মদেব ভুলতে পারেন, কিন্তু মনসার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সুযোগ এসে যায় সমুদ্র মন্থনকে কেন্দ্র করে। সব দেবতার উপস্থিতিতে বিষপান করে বিশ্বনাথ হত চেতন হয়ে পড়লে দেবতারা প্রমাদ গুনেন। এই মহাবিপদ থেকে ত্রাণ করতে পারে একমাত্র বিষহরিই। তাই দেবতা এবং পার্বতীর অনুরোধ নিয়ে পদ্মাবতীর কাছে যান নারদমুনি। সুযোগ পেয়ে, সুযোগের সদ্-ব্যবহার করে, নিজের স্বীকৃতি এবং অধিকার আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন মনসা। দেখা যায়, নারদ এসে শিবের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে সাগরপাড়ে যেতে মনসাকে অনুরোধ করলে ঃ

সমর্ম্ম জানিয়া পৌদ্দা দিড় করি হিয়া ঃ
মাথা ব্যথা হৈছে করি রহিছে শুইয়া।

কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, দেবতা এবং চণ্ডীর কাতর আহ্বান শুনে নিজের শক্তি সামর্থ বিষয়ে মনসা আরো বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। একে আত্মোপলব্ধি বা আত্মশক্তির জাগরণও বলা যায়। বর্তমান পরিস্থিতির ওজন বুঝে উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে মনসা পরিণত ব্যবসায়ীর মতো প্রথমে পিছটান ধরেন। শেষ পর্যন্ত মনসা যান সাগরপাড়ে। গিয়ে রথ থেকে না নেমেই এতোদিনের সঞ্চিত রাগের ঝাল মেটাতে শুরু করেন। বিলাপছলে প্রথমেই কৌশলে নিজের জন্মের বৈধতা ঘোষণা করেন ঃ

মায় নাই ঝিএর বাপ ত্রিপুরারি।

তারপর, চণ্ডী সারা জীবন ধরে মনসাকে যে সব প্রশ্নে কু-ইঙ্গিত করে গালি দিতেন এবং নিজের পিতার ধন বিষয়ে গর্ব প্রকাশ করে নিজের মহিমা নিজেই প্রকাশ করতেন, সে সবের উত্তর সুদে-আসলে দিতে গিয়ে বলেন ঃ

চণ্ডিকা সাতাই মর বাপের পরান ঃ
তুমি কেন না চিন্তিছ স্বামীর কৈল্যান।
কি চাইয়া রহিছ আর ভাঙড়া শিবরে ঃ
বাছিয়া উত্তম স্বামী করহ সত্তরে।
অনাথিনী হৈয়া বেড়াইম বনে ঝারে ঃ
তর ডরে বাপে কৈন্যা বলিতে না পারে।
তবে কি করিবে অল ধাঙুড়ি সাতাই ঃ
কুনুকালে তুর বাপ দারিদ্র্য দুষ নাই।

চণ্ডীরে তুলোধুনো করে দেবতাদেরও নিলেন একহাত ঃ

সাগর মথিয়া রত্ন নিলা জনে জনে ঃ
সকল বাটিলা বিষ না বাটিলা কেনে।

তারপর নিজের শক্তি ঘোষণা করে বলেন ঃ

মই - হেন কৈন্যা যদি থাকিত গুচরে ঃ
তবে নি আমার বাপে বিষপান করে।

এভাবেই ঃ তর্জন-গর্জন বাক্য বুলে, পৌদ্দাবতী।

মনসার তর্জন-গর্জন শুনে নান্যোপায় পার্বতী এবং দেবতারা মাথা হেট করে বসে থাকেন। চণ্ডীর চিত্র ঃ

মাথা হেটে রহিয়াছে চক্ষের পড়ে পানি।

ব্রম্মাদি দেবগণ ও হেট মাথায় ঃ

স্তুতি বাক্য প্রবুদ বলএ দেবগণে।

দেবতারা মনসার মহিমা গেয়ে গেয়ে তাঁর স্তুতি করেন। দেবতাদের স্তুতি মানে তো মনসার শক্তি-সামর্থের স্বীকৃতি — শিবের কন্যা বলে স্বীকৃতি। কিন্তু পার্বতীর নিকট থেকেও স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তো মনসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। মেয়েকে মেরে বৌকে শাসানোর মতো মনসা, পার্বতীকে কিছু না বলে দেবতাদের ধমকাতে থাকেন।

মনসা দেবতাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ

মথিয়া ক্ষীরদ নদী ধন নিলা কুণে।

'বল, কে কে ধন নিয়েছো, নচেৎ আমার ক্রোধবিষ থেকে আজ কারো রক্ষা নেই' ঃ —

মরবিষ অগ্নিহনে কেয় না তরয়।

শুনে ঃ ত্রাসে কর্ম্পমান দেবআদি পুরন্দর।

বেগতিক দেখে ঃ পার্বতী আসিয়া ধরে মনুসার রথে।

নিজের পূর্বকাজের জন্য ক্ষমা চেয়ে পার্বতী বলেন ঃ

এতেকে আমার বাক্য না লইয় মনে ঃ

তারপর মেয়েকে শিবের মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেয়ের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন ঃ ঝিএ কি মায়ের দুষ লএ কুনুদিনে।

মুক্ত আকাশের নীচে, সাগর পাড়ে, সকল দেবতার সামনে চণ্ডী মনসাকে মেয়ে বলে স্বীকার করলেন। মনসার জন্ম কলঙ্ক দূর হলো। এক দাবী আদায় হলো। তাই মনসা বিষ ঝেড়ে বাপকে বাঁচিয়ে তোলেন। শিব উঠে বসলে দেবতারা মনসার স্তুতি করে বলেন ঃ

তুমি বিষহরি যুগনিদ্রা অবতার।

এবং — ধন্য ধন্য পৌদ্দাবতী করিলা ঘোষণা ঃ

অন্যদিকে —

ধন্য ধন্য পৌদ্দাবতী পার্বতীএ বুলে ঃ
বিধবা লক্ষন মোর সধবা করিলে।
ধন্য ধন্য কৈণ্যা তুমি সঙ্কট তারিনী ঃ
ইবুলিয়া লএ চণ্ডী মখের নিছনি।

মনসা ও চণ্ডীর বিবাদ মিটে গেলো। পার্বতী এবং দেবতারা মনসার মহিমা স্বীকার করে তাঁকে শঙ্কর নন্দিনী বলে স্বীকৃতি দিলেন। এবার বিয়ের দাবী। মনসার বিয়ের বিষয়ে চিন্তা করতে হবে শিবকে। ব্রহ্মা মনসার অণশন ধর্মঘট - ভাঙতে গিয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন — তা পালন করতে গিয়ে শিবকে বলেন ঃ

মনুসারে পুরে লইয়া যায় মহেশ্বর ঃ
বিবাহ দিবাএ আনি ভাল যোগ্যবর।

এই দুই ছত্রে মনসার দুটো দাবীর স্বীকৃতি। প্রথমত ঃ চণ্ডী মনসাকে শিবের কণ্যা বলে না মানাতেই শিব মেয়েকে বনবাসে দিয়েছেন এবং মেয়েকে উপেক্ষা করেছেন — বিয়ের বয়সে বিয়ের চিন্তা করছেন না — তা ঠিক হয়নি। ব্রহ্মার আদেশ হলো, এখন থেকে মেয়েকে ঘরে রাখতে হবে এবং বিয়েও দিতে হবে। দেবতাদের অনুযোগ শুনে ঃ

মহালজ্জা পাইলেক দেব মহেশ্বরে।

তাই ঃ প্রতিজ্ঞা করিল শিব দেবের গুচরে ঃ
বিনে কৈণ্যা বিয়া দিয়া না যাইম ঘর।

মধ্যযুগের কুলীন সমাজের প্রেক্ষাপটে মনসার এই যে দাবী আদায়ের যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জয়, তা সত্যিই

অভিনব। বাংলাদেশে নারী জাগরণের প্রথম প্রভাতী।

ভাসমান জীবনে স্থিরতা এলো — অনিশ্চিত জীবন, সংসার কেন্দ্রিক নিশ্চিন্ত আবাস ও সুখের সন্ধান পেলো। কুলীন ব্রাহ্মণ জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিয়ে হলো। মনসা সসম্মানে পতির ঘরে যায় পিতার ঘর থেকে। জীবনের এ স্তরে মনসা সংগ্রামী নন — পতি ভক্তি পরায়না একজন বাঙালী গৃহবধূ। এ স্তরে সমাজের প্রতি ক্ষোভ, প্রতিশোধের জ্বালা, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম মুখরতা সবদূরীভূত হয়ে এসেছে — লজ্জা নম্র শান্ততা। অবশ্য তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কদিন পরেই জরৎকারু মুনি অকারণে মনসাকে ছেড়ে যায়।

আসলে কুলীন মেয়েরা কৌলিণ্য প্রথার বলি। বিয়ের পরে তাদের জীবনে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপটি নেমে আসে। কুলীন মেয়েরা পতির সঙ্গসুখ পায় না, স্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধার সুযোগ পায় না, ভবিষ্যতের আশ্রয় পুত্রের মুখ দেখে না। কারণ বিয়ের পরেই পতি তাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। এ পর্যন্ত কৌলীণ্য প্রথার জাঁতাকলে পীষ্ট একজন কুলীন মেয়েকে আমরা দেখলাম মনসার চরিত্রের আলোকে।

কাব্যে সমাজ থাকবেই। তা বলে কবির কাজ কেবল সমাজ দেখানো নয় — সমাজকে পথ দেখানো। পণ্ডিত জানকীনাথ কি সে দায়িত্ব পালন করেন নি? অবশ্যই করেছেন। ওই দায়িত্ব পালিত হয়েছে বলেই কবির কাব্যের কদর আজো অপ্রতিহিত।

নারী-পুরুষের মিলিত শক্তিই হলো কোনো সমাজের পূর্ণশক্তি। পুরুষ যেমন নারী প্রেমের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারেন, নারীরাও তেমন অসাধ্য সাধন করতে পারেন পুরুষের প্রেমের ছোঁয়ায়। ভারতীয় নারী শাস্ত্রসম্মত স্বীকৃতি ছাড়া কাউকে দেহ মন দেয় না। একবার যে পুরুষকে দেহ-মন দেয়, তিনিই নারীর ইহকাল - পরকাল সব। তাই সতীত্বই ভারতীয় রমণীদের মূল শক্তি। স্বামীর জন্য করতে পারেন না, এমন অসাধ্য কাজ ভারতীয় তথা বঙ্গ রমণীদের নিকট থাকতে পারে না। দরকার শুধু একটু প্রেমের — একটু বিশ্বাসের — একটু শ্রদ্ধার — একটু মর্যাদার। বেহুলা মরা স্বামী নিয়ে সাগরে পাড়ি দেয়ার যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তা সম্ভব হয়েছে প্রেম সম্বন্ধের জোরেই — সনাতনী সতীত্বের জোরেই। আবার, পুরুষের নির্যাতন নারীকে কেমন বিদ্রোহিনী করে গড়ে তুলতে পারে তার নিদর্শন হলেন মনসা। মনসা এবং বেহুলা দু'জনাই দুই মেরু থেকে বিদ্রোহিনী। আবার প্রেমহীন পতির ঘরে নির্যাতিতা নারীর মনও যে ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার নিদর্শন মা-সনকা।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে? অবশ্যই পুরুষ সমাজ নির্দিষ্ট অমানবিক ও অপমানজনক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে এবং দুর্নীতি পরায়ণ ভাগ্যবিধাতাদের বিরুদ্ধে। তাহলে সনাতনী সতীত্বের শর্ত ভাঙলো না? না। যুগের দাবী মতো সমাজ সংস্কার প্রয়োজন। এজন্য কুসংস্কার ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। এ কাজ করতে হয় স্বামী-স্ত্রী, নারী-পুরুষ সকলের মিলিত চেষ্টাতেই। তবে স্বামী যখন মানবিকতা হারায়, কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে মরার মতো বর্তমানের ডাক শুনতে পায় না, তখন এরূপ মরা স্বামীকে পাশে নিয়েই জীবন সাগর পাড়ি দেন বাংলার মেয়েরা। মরা স্বামীকে বর্জন করে নয় — পাশে নিয়েই চলেন। সতীত্ব যেখানে মূলধন, সেখানে বিদ্রোহের লক্ষ্য ভাঙা নয় — গড়া, বিচ্ছেদ নয় — মিলন, দুঃখ নয় — আনন্দ, রাজপাট নয় — শান্ত রসাশ্রিত গৃহাশ্রম। এর প্রতিবন্ধক কোনো শক্তিই সতী-নারীদের নিকট সত্য নয় — সংগ্রাম করেই প্রতিবন্ধকতা জয় করতে হবে — উদ্ধার করতে হবে জীবনানন্দ ও জীবন সত্য। তাই বাংলাদেশের সতী যখন বিদ্রোহিনী তখনো তিনি পতিরই মঙ্গলকারিনী সতী।

অক্ষম পৌরুষের অহংকার থাকে আকাশ ছোঁয়া এবং দুর্ভেদ্য। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুরূপ অহংকারী পুরুষজাতির কানে প্রেমের বাণী তো আর সহজে ঢুকতে পারে না। দরকার আঘাতের — দরকার বিপ্লবের। বিপ্লব করতে হবে নারীদেরই। কুলীন পুরুষদের কাছে চেয়ে কিছুই পাওয়া যাবে না। মেয়েদেরকে উপলব্ধি

করতে হবে যে, সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশী। নারীদেরকে নিজেদের গরজেই জাগতে হবে। এই জাগরণের জন্য একজন যোগ্য নেতৃর দরকার।

যুগে যুগেই দেখা গেছে যে, বিপ্লবীর জন্ম হয় শোষিত শ্রেণীর মধ্য থেকেই। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হলেই মন বিদ্রোহী হয়। তাই নেতৃ হবেন কুলীন সমাজের কুপ্রথার প্রত্যক্ষ ফল ভোগী। এর সঙ্গে দরকার সামাজিক সমস্যার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। এর ফলেই ব্যক্তি - সমস্যা সামাজিক - সমস্যার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় — জাগে সর্ব্বব্যাপিনী করুণা। করুণার জোরে জাগে বিদ্রোহের শক্তি। হুজুগে বিদ্রোহ টিকতে পারে না — চাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং যুদ্ধ করে লক্ষ্যে পৌছার অনমনীয় দৃঢ়তা, কৌশল ও দূরদর্শিতা। সবকিছুর ওপরে হলো চরিত্র। চরিত্রের জোরই আসল জোর। ভারতীয় সনাতনী নারী সূত্রে বাঙালী নারীরও জোর তার সতীত্বের জোর — পতি ভক্তির জোর — গার্হস্থাশ্রমের জোর। নেতা বা নেতৃর এই শক্তির পরীক্ষা হলেই সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং দল গঠনের মতো জন শক্তি জুটতে থাকে। এই গণশক্তিই দাবী না মানা উৎপীড়ককে টেনে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে ঐ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবে নব জীবন বিশ্বাসকে। অনুরূপ নারী বিদ্রোহের কাব্য হলো পণ্ডিত জানকীনাথের মনসা-মঙ্গল কাব্য। মনসাকে নেতৃরূপে গড়বেন বলেই দেব খণ্ডে মনসার মনোভূমি প্রস্তুত করে নিয়েছেন। ক্রমশঃ মনসা দেখলেন কুলীন সমাজকে, দেখলেন পুরুষ জাতির চরিত্র, দেখলেন পিতার ঘর এবং পতির ঘর, বুঝলেন কৌলীণ্যের অন্তঃসার শূন্য অভিমানকে, উপলব্ধি করলেন নারীর অসহায়তাকে। সব দেখে এবং বুঝে মনসার মনোভূমিতে এই সত্যের বীজ উপ্ত হয়েছে যে, দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশী। নিজের দায়েই নিজেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে — অধিকার আদায় করতে হবে লড়াই করে। সুনিপুণভাবে কবি মনসার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছেন নেতৃত্বের লক্ষ্যে।

দেবখণ্ডে মনসার সংগ্রাম নিজের অধিকার কেন্দ্রিক। বনিক খণ্ডে ঐ অধিকার বৃহত্তম সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি থেকে ব্যষ্টিতে প্রসারিত। মনসার একার দাবী সমাজের দাবীতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রেও মনসা পিছপা হননি। সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করে নারীর সামাজিক ও মানবিক অধিকার আদায় করে তবেই ক্ষান্ত হন তিনি।

এবার দেখা যাক বনিক খণ্ডের প্রথম দৃশ্য ঃ

পতি জরৎকারু মুনি মনসাকে ছেড়ে যাবার পরে মনসা কৈলাশে চলছেন পিতাকে মনের দুঃখ জানাতে। পথে নদী পার হতে হয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে মনসা দেখেন 'জালুএ জাল বাএ'।

মনসা জালুকে বলেন তাঁকে পার করে দিতে, জালু অস্বীকার করে ঃ

জালু বলে আমরা না পারি খেয়া দিতে ঃ
আমি দুইজন মধ্যে উঠিবাএ কেমতে।

নেতার ধমক খেয়ে ভয় পেলেও বলে ঃ

পরিচয় দিলে পার করিবারে পারি।

মনসা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

পূজহ আমারে ধন-পুত্র হৈব তর।

শুনে জালু-মালু বলে ঃ

প্রত্যয় পাইলে জানি প্রত্যয় সকল।

পদ্মাবতীর নির্দেশে নদীতে জাল ফেলে হালুয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিসর্জিত ঘট পায় জালু-মালু দু'ভাই। তা নিয়ে পূজো করে তারা ধনে জনে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং মনসাদেবীও 'প্রত্যক্ষে দেবতা' রূপে খ্যাত হন।

প্রথম দৃশ্যের শুরুতে দেখা গেল পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত জালু-মালু কোনো অবস্থাতেই দুজন মেয়ে লোককে নৌকায় পার করতে চায়নি। এর কারন কি? অষ্টাদশ শতকের অন্য কবি ভারতচন্দ্র

রায় গুণাকরও তাঁর ঈশ্বরী পাটনীর মুখে একই রকম কথা বলিয়েছেন ঃ

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার।।

একই সামাজিক পরিবেশে রচিত মনসা-মঙ্গলের কবিও জালু-মালুর আচরণের মাধ্যমে সমাজের ভয়কেই প্রকাশ করেছেন। মনসা বুঝলেন, সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক নয়। দ্বিতীয় দৃশ্য পঞ্চ - বনিক প্রধান চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকার পুরে। সদাগর বানিজ্যে। এদিকে, জালু-মালুর মাধ্যমে প্রত্যক্ষে দেবতারূপে খ্যাত মনসার ঘট সনকা নিয়ে আসেন নিজের পুরে। ভক্তিভারে পূজো করে পুত্রবর চান। সনকা সন্তানহীনা। পূজো শেষে প্রণাম করে সনকা বলেন ঃ

মই অভাগিনী পুত্র-কন্যা বিবর্জিত ঃ
আমার সমান দুঃখী নাই পৃথিবীত।
ধন জন আছে যত সব দেখি ছাই ঃ
দুর্ভাগিনী বলে সবে পুত্র - কন্যা নাই।
তুমার প্রসাদে পুত্র দান দেয় মরে ঃ
যদবধি প্রাণ আছে পূজিম তুমারে।

এই দৃশ্যে মনসা উপলব্ধি করেন সন্তানহীনা বঙ্গা রমণীর দুঃখ। মাতৃত্বেই নারী-জীবনের সার্থকতা। সন্তান না থাকলে ধন-সম্পদ সবই বৃথা হয়ে যায়। সন্তানহীনা মনসা নিজেকেই খুঁজে পান সনকার অতৃপ্ত মাতৃত্বের কান্নার মধ্যে। পঞ্চবনিক প্রধান সদাগরের রাণী হলেও পুত্রহীনার মুখ দেখাকে লোকে মঙ্গাল জনক ভাবতে পারে না। সনকার দুঃখে সমমর্মী মনসা সনকাকে পুত্রবর দিতে রাজী হয়ে বলেন ঃ

পৌদ্দাবতী বলে বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈব তর ঃ
উপাএ করিম আইলে চান্দ সদাগর।

তাছাড়া, সনকা চরিত্রের অন্য যে বৈশিষ্ট্যটি মনসাকে আনন্দ দিয়েছে তা এই যে, সনকা আত্মমর্যাদা সম্পন্না এবং স্বাধীন চিত্তের অধিকারিনী। জালু-মালু ঘট দেবে না বলে সনকার প্রেরিত দাসীকে ফিরিয়ে দিলে ঃ

শুনি সুনুকা নারী ক্রধ করি মন ঃ
সখীগণ সঙ্গে করি করিল গমন।

এবং সনকাদেবী আসছেন এই সংবাদ শুনে জালু-মালু অতি ভয়ে, অতি বিণয়ে সনকাকে মনসার ঘট দিয়ে দেয়। সনকার এই আত্মমর্যাদা-বোধ সমকালীন নারীসমাজে দুর্লভ।

সনকার স্বাধীন চিত্ততাও মনসাকে মুগ্ধ করেছে। কারো আদেশের অপেক্ষা না করে সনকা নিজের ইচ্ছেতেই মনসার ঘট নিজের পুরে নিয়ে আসেন এবং সাড়ম্বরে পূজো করেন। পুত্র পেলে যতদিন কণ্ঠে প্রাণ থাকবে ততদিন মনসা-পূজো করার প্রতিশ্রুতি দিতেও সনকা সদাগরের অপেক্ষা করেন নি। সমাজে নারীর এরূপ স্বাধীন চিত্ততা মনসা আগে আর দেখেন নি। নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মনসা প্রায় নিজের মতো একজন রমণীর সন্ধান পেলেন। যা হোক, সনকার ভক্তিতে এবং সনকার প্রতি করুণায় মনসা পুত্রবর দেবেন বলে সদাগরের আগমন প্রতীক্ষায় সনকার পুরে রয়ে গেলেন।

কিন্তু এরপরের দৃশ্যেই মনসার সব বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। সদাগর এসে হেমতাল লাঠির ঘায়ে মনসার প্রতিমা ঘট ভেঙ্গে ফেলেন। মনসা কাঁকালিতে ব্যথা পায়। কোন রকমে দৌড়ে গিয়ে রথে ওঠেন। পেছনে, 'ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা চন্দ্রধর'। অন্যদিকে সনকাকে তর্জন-গর্জন করে সদাগর বলেন ঃ

কার বুলে মর পুরে আনিলে ডাকিনী।

জাতি নাই গুত্র নাই শিব সুতা বলে ঃ
মহেশের কুমারী শুনিছ কুনুকালে।
অভাগ্য দেবের কানি আপনা বাখানে ঃ
স্বামীএ করিছে ত্যাগ এই সে কারণে।
ভাল-ভাল পলাইয়া গেলে লঘু জাতি ঃ
মরপুরে আসি নাম ধরে পৌদ্দাবতী।
চেঙ খাএ বেঙ খাএ থাকে খালে-বিলে ঃ
এছার কানীরে দেব কুনুজনে বুলে।

এ দৃশ্যে পদ্মাবতীর নতুন অভিজ্ঞতা এবং নতুন জিজ্ঞাসা। সদাগর সম্বন্ধে মনসা কি ভেবেছিলেন আর পেলেন কি ব্যবহার! এতোদিনে গৃহে নারী নির্যাতন কারী একজন পুরুষকে দেখলেন মনসা। মনসা বুঝলেন যে, সনকা যতই আত্মমর্যাদার দাবী করুন না কেন বা স্বাধীন চিন্ততা দেখান না কেন, আসলে গৃহে নিজের স্বামীর নিকটই তিনি লাঞ্ছিতা। মনসা বুঝলেন, পুরুষ শাসিত সমাজে অহল্যা থেকে শুরু করে পঞ্চ-বনিক প্রধান সদাগরের রাণীতুল্যা সনকা সকলেরই একই অবস্থা।

কুলীন সমাজে নারীরা পুরুষদের গায়ের জামা, পায়ের জুতো এবং ভোগের সামগ্রী - এর বেশী কোনো অধিকার নেই মেয়েদের। সনকার স্বাধীন চিন্ততা সদাগরের নির্যাতনের সামনে স্বাধীনভাবে মুখ খুলতে পারেন নি।

তাছাড়া, মনসা কোনো কার্য-কারণ খুঁজে পেলেন না তাঁর প্রতি সদাগরের বিরূপ মনোভাবের। পুরোনো ক্ষতে খোঁচা পড়ে। সেই জন্মের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন! শিবের কণ্যা বিষয়ে সন্দেহ! চণ্ডীর মুখের এ কথাটি সদাগর জানে কি করে! যদি জানেন, তবে এ কথা জানেন না কেন যে, মনসার জন্ম কলঙ্ক দূরীভূত হয়েছে। স্বয়ং চণ্ডী তাঁকে নিজ মেয়ে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, কোলে নিয়ে মুখের 'নিছনি' নিয়েছেন। সদাগরের মনসা বিদ্বেষের কোনো কার্য-কারণ খুঁজে না পেয়ে বিরাট একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন মাথায় নিয়ে মনসা সদাগরের পুরি ত্যাগ করে কৈলাশে পিতার কাছে গেলেন।

যাবেনই বা আর কোথায়? স্বামী পরিত্যক্তা কুলীন মেয়েদের বাপই তো একমাত্র অবলম্বন। মনসার জীবনে আপনজন বলতে তো আর কেউ নেই। আপনজন ছাড়াতো আর কারো কাছে মনের সুখ-দুঃখ বলা যায় না। কৈলাশে গিয়ে মনসা পিতা শিবঠাকুরকে জানান ঃ

কহিলা যেমতে ছাড়ি গেলা তপুদন ঃ
সে সব বিরহে বাপ দহে অনুক্ষণ ঃ
আর এক দুঃখ কহি শুন দিয়া মন।
চম্পক নগরে ঘর ঃ বনিকা নামে চন্দ্রধর ঃ
সেয় মরে করে বিড়ম্বন।

কাঁদতে কাঁদতে মনসা জালু-মালুর ঘটনা থেকে সব ঘটনা বিবৃত করে জানান — 'আনন্দ কৌতুক করি ঃ আছিলু চান্দর পুরী' ঃ কিন্তু সদাগর এসে হেমতালের ঘাএ ঘট ভেঙেছে। মনসার কাঁকাল ভেঙ্গে দিয়েছে, মনসাকে ডেকেছে লঘুজাতি, কানি, ডাকিনী প্রভৃতি বলে। সনকাকে গালি-গালাজ করেছে মনসা পুজো করায়। শিবঠাকুর মেয়ে পদ্মার নালিশ শুনছেন নির্বাক ভাবে। গায়ে পড়ে কথা বলেন চণ্ডী ঃ

চণ্ডী বলে পৌদ্দাবতী কেনে কান্দ পুনি ঃ
উচিত বলিতে ক্রধ কেনে কর তুমি।
ভিন্ন পুরুষ চান্দ তুমি ভিন্ন জন ঃ
তাহার সহিতে বাদ কুন প্রয়জন।

না পূজিব চান্দ তরে ইচ্ছা নাই তার ঃ
ব্রেথা কেনে মুখে কহ আপনা খাকার।

চণ্ডী এরূপ বললে মনসা ক্রোধে জ্বলে উঠে বলেন ঃ

পৌদ্দা বলে কহি শুন নিলাজি সাতাই ঃ
চান্দরে কহিছ তুমি তার দুষ নাই।
আপনে পাইছ শাস্তি পাসরিলা তারে ঃ
দেখিব কিমতে রক্ষা করিবে চান্দরে।

ঠিক এসময়ে সংলাপ মুখে চাঁন্দ সদাগরের প্রবেশ ঃ

যাবত কণ্ঠেত মর পঞ্চপ্রাণ থাকে ঃ
সর্বথায় পুষ্পপানি না দিম পৌদ্দারে।

সদাগরের কথা শুনে শঙ্কর বলেন ঃ

শুনিয়া শঙ্করে বলে শুন সদাগর ঃ
না বল নিঠুর বাণী এই - কন্যা মর।
কার্তিক সমান স্নেহ তুমা আমি করি ঃ
আমার শপথ নিন্দা না কর বিষুহরি।

এই বলে, শিবঠাকুর সদাগরকে মহাজ্ঞান দিয়ে বিদেয় করেন ঃ

সদয় হইয়া শিব প্রমাদ মানিল ঃ
চান্দের জীবার হেতু মহাজ্ঞান দিল।

এক পক্ষকে সামাল দিয়ে এবার শিবঠাকুর মনসার দিকে তাকান আবার।

মেয়ের ঃ হস্তেত ধরিয়া শিবে বলিলা তখনে ঃ
আমার শপথ চান্দ না মারিয় প্রাণে।
দুঃখ ক্লেশ নানামতে করিয় সদাএ ঃ
যেমতে পূজহে চান্দে করহ উপাএ।

এই পরামর্শ দিয়ে জানান যে, নিজেও সদাগরকে বোঝাবেন ঃ

আমিয় কহিম তারে হিতময় কথা ঃ
প্রাণে যদি মরে চান্দ খায় মর মাথা।

এই দৃশ্যটি বনিক খণ্ডের একটি বিশেষ দৃশ্য।

কারণ, প্রথমত ঃ সদাগরের মনসা বিদ্বেষের কারণ বুঝতে পেরেছেন মনসা।

দ্বিতীয়ত ঃ শিব ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গো সদাগরের সম্বন্ধ ও স্পষ্ট হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ সন্তান এবং সন্তানতুল্য শিষ্যের দ্বন্দ্বে শিষ্যের প্রতি চণ্ডীর পক্ষপাতিত্বে শিবঠাকুরের অসহায়তা ফুটে উঠেছে ট্র্যাজিক করুণ ভাবে।

চতুর্থত ঃ চাঁদ - মনসার দ্বন্দ্বে শিব-দুর্গার ভূমিকাও স্পস্ট হয়েছে।

মনসা চাঁদের গৃহে ইচ্ছে করেও যাননি বা কোনো উদ্দেশ্যেও যাননি। সনকার অতৃপ্ত-মাতৃত্ব ঘটনাক্রমে মনসাকে সদাগরের গৃহে ডেকে নিয়েছে। পূজো করে ভক্ত পুত্রবর প্রার্থনা করেছে। পুত্রবর দিতে গেলে সনকার স্বামীরও দরকার। তাই সদাগরের আগমন অপেক্ষায় মনসা সনকার পুরে অবস্থান করছিলেন; কিন্তু সদাগরের বর্বরোচিত ব্যবহার মনসাকে হতচকিত করে দেয়। কৈলাশে চণ্ডীর ব্যবহারে মনসা বুঝতে পারেন নি, চণ্ডীই সদাগরকে মনসার বিরুদ্ধে লাগিয়েছেন। চণ্ডীর উক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে, সদাগর মনসাকে যেসব আপত্তিকর শব্দ বলে গালি-গালাজ করেন চণ্ডী ওগুলোকে উচিত বাণী বলেছেন।

এর অর্থ কি? চণ্ডী কি আজো মনসাকে শিবের কন্যা বলে মানেন না? না। সাগর পাড়ে স্বামীকে বাঁচাবার দায়ে চণ্ডী মনসাকে মেয়ে বলে স্বীকার করলেও অন্তর থেকে মানতে পারেন নি।
সাগর পাড়ের পরিস্থিতি এবং চম্পকের পরিস্থিতি এক নয়। সাগর পাড়ে চণ্ডী সব পেয়েছেন; কিন্তু চম্পক হারাবার ভয়। ধনী শিষ্য সদাগরের ওপর মনসার অধিকার প্রতিষ্ঠাতে চণ্ডীর সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তাই সদাগরের বাণীকে উচিত বলা হয়েছে।
দ্বিতীয়ত ঃ 'ভিন্ন পুরুষ চান্দ' — উক্তির মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সেই মধ্যযুগীয় অশ্লীল ইঙ্গিতবহ খোঁটা।
তৃতীয়ত ঃ সদাগরের সঙ্গে বিবাদে মনসার প্রয়োজনের সন্ধান করেন চণ্ডী। মনসা যদিও নিজে বিবাদ বাঁধান নি, তবুও চণ্ডী তাঁকেই দায়ী করেছেন এবং চাঁদের হয়ে চণ্ডী নিজেই ঘোষণা করেন ঃ

'না পূজিব চান্দ তুরে'।

চণ্ডীর কথা ও ব্যবহারে মনসা বুঝেছেন যে, চাঁদ সদাগরের মনসা বিদ্বেষের পেছনে আছেন চণ্ডী। তাঁর শিক্ষাতেই সদাগর মনসার প্রতি এত বিরূপ আচরণ করেছে। তাই পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মনসা চণ্ডীকে রণে আহ্বান করে বলেন ঃ

দেখিব কিমতে রক্ষা করিবে চান্দরে ঃ

এখানে প্রশ্ন হলো, চণ্ডীর আবার এই মনসা বিদ্বেষ কেন? মনসাকে কে বা কারা পূজো করছে তাতে চণ্ডীর আপত্তির কারণ কেন? কেন চণ্ডী সদাগরকে মনসা বিদ্বেষী করে তুলেছেন? মনসার প্রতি ঈর্ষা? না অন্য কিছু? এর উত্তর খোঁজার আগে বিচারক শিব ঠাকুরকে দেখা যাক।
চাঁদ সদাগরের মনসা পূজো না করা বিষয়ে ঘোষণা শুনে শিবঠাকুর যা বলেন, তা থেকে দেখা গেলো ঃ
প্রথমত ঃ শিবঠাকুর নিজেই সদাগরকে জানান যে, মনসা তাঁরই কন্যা।
দ্বিতীয়ত ঃ এও জানালেন যে, শিবঠাকুর সদাগরকে ছেলের মতো দেখেন বলে সম্পর্কে মনসা তারই বোন।
তৃতীয়ত ঃ মনসাকে মন্দকথা না বলতে নিজের দিব্বি দিলেন।
চতুর্থত ঃ সদাগরকে মহাজ্ঞান দিয়ে বিদায় করেন।
এখন প্রশ্ন হলো, কোন সূত্রে সদাগর শিবঠাকুরের পুত্র হল? আসলে, শিবঠাকুর কুলীন যাজক ব্রাহ্মণ। চন্দ্রধর শৈব অর্থাৎ শিবের শিষ্য। সমাজে ক্রমশ ঃ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য থেকে বৈশ্যের প্রাধান্য দেখা দেয়। তাই দরিদ্র যাজক ব্রাহ্মণদের প্রধান আশ্রয় ছিলো ধনী শিষ্য। সে সূত্রেই পঞ্চবনিক প্রধান সদাগর শিব-দুর্গার নিকট কার্ত্তিকের মতো প্রিয় পুত্র।
যিনি প্রিয় পুত্রের মতো, তাঁর নিকট নিজ মুখে, নিজের মেয়ের পরিচয় দেবার পরে এতো অণুনয়ের দরকার কেন? কেন মহাজ্ঞান দিয়ে বিদেয় করা? ব্যাপার এই, ঘরণী চণ্ডীকে শিবঠাকুর চেনেন। মনসার প্রতি চণ্ডীর মনোভাব কি রকম তিনি তা বোঝেন। বোঝেন সদাগরের প্রতি চণ্ডীর স্নেহাধিক্যের কারণও। চণ্ডীর নিকট মনসার পরিচয় নিজমুখে দেবার পরে, এমনকি বিপদকালে চণ্ডী নিজেই মনসাকে মেয়ে বলে স্বীকার করলেও মন থেকে তা মানতে পারেন নি। তাই মনসার পারিবারিক অধিকার মানার তো প্রশ্নই নেই। এজন্যে সদাগরকে মনসা বিদ্বেষী করে তুলেছেন চণ্ডী নিজেই। পঞ্চবনিক প্রধান সদাগরের মুখ দিয়ে যখন একবার বেরিয়েছে যে, কণ্ঠে প্রাণ থাকতে মনসা পূজো করবেন না তখন তার আর নড়চড় হবে না। এ কাজে সদাগরকে ইন্ধন দেবেন চণ্ডী। কোনো অবস্থাতেই তিনি ধনী শিষ্যের ওপর মনসার অধিকার মানবেন না। পারিবারিক এই দ্বন্দ্বের জন্য শিবঠাকুর নিজেই দায়ী বলে অনুনয় ছাড়া জোর প্রয়োগ করার সাহস তাঁর নেই।
আবার মেয়েকেও চেনেন ভালো করেই। জন্ম থেকেই দেখছেন, এই মেয়ে প্রচণ্ড জেদী। চণ্ডীকে যখন

সে রণে আহ্বান করেছে তখন তা থেকে পিছপা হবে না। নিজের কথা সে রাখবেই। অধিকার আদায় না করে ছাড়বেনা কিছুতেই। প্রয়োজনে চাঁদকে যে কোনো রকম সাজা দেবে সে। শিবঠাকুর মেয়ের জন্ম থেকে দেখছেন যে, মনসা যার ওপর ক্রুদ্ধা হন তাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু দণ্ড দিয়ে থাকেন। তাই মেয়ের হাতে ধরে অনুনয় করে বলেন ঃ

আমার শপথ চান্দ না মারিয় প্রাণে।

এবং শেষে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেন ঃ

প্রাণে যদি মরে চান্দ খায় মর মাথা।

চাঁদ সদাগরকে মরতে দেয়া যাবেনা। তাতে তাঁর পরিবার সংকটে পড়ে যাবে। চাঁদকে রক্ষা করতে এজন্যই শিবঠাকুর একদিকে মেয়েকে মাথার দিব্যি দেন এবং অন্য দিকে সদাগরকে রক্ষা - কবচরূপ মহাজ্ঞান দান করেন।

তবে মনসার পৈতৃক সম্পদের অধিকার স্বীকার করেছেন শিবঠাকুর। তাই মনসাকে পরামর্শ দেন প্রাণে না মেরে অন্য উপায়ে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করতে। নিজেও সদাগরকে বোঝাবার দায়িত্ব নেন।

সুতরাং বোঝা গেল, চণ্ডী কর্তৃক সদাগরকে মনসার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার কারণ শুধুই ঈর্ষা নয় — সম্পত্তির অধিকার রক্ষার চেষ্টা।

অপরপক্ষে, এই বিচার সভা দেখে, শুনে এবং বুঝে মনসার সিদ্ধান্ত কি তাও দেখতে হয়। সদাগরের সঙ্গে শিব পরিবারের সম্পর্ক সম্বন্ধে মনসার পূর্বজ্ঞান ছিলো না। এই সভাতে তিনি বুঝতে পারলেন সম্পর্ক এবং বুঝতে পারলেন চণ্ডীর পক্ষপাতিত্বের কারণ। তাই - সদাগরের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পৈতৃক সম্পদের অধিকার - আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন তিনি।

মধ্যযুগে নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিলো দয়া নির্ভর। পৈতৃক সম্পদে অধিকারের প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু মনসা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতেই যুদ্ধে নামেন। পিতার স্বীকৃতি এবং সহানুভূতি সত্বেও যুদ্ধ না করে যে চণ্ডীর নিকট থেকে তা আদায় করা যাবে না, এটা মনসা বোঝেন। বনিক খণ্ডের আশ্রয়ে মনসার জীবনে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ শুরু হলো।

কৌলিন্য প্রথার ফলে বিয়ের পরে মেয়েদেরকে একাধিক সৎমা যুক্ত পিতার ঘরে কুমারীর মতোই কাটাতে হতো অনাদরে - অবহেলায়, উচ্ছিষ্ট ভোজী হয়ে। এ অবস্থায় মেয়েদের ছিলো না কোনো অধিকার। মেয়েরা শ্রোতের শেওলা। মনসাও তাই। কিন্তু মনসা আর এভাবে ভাসতে রাজী নন। এ অবস্থায় পায়ের নীচে মাটি জোগাতে পারে পৈতৃক সম্পদ। পৈতৃক সম্পদের অধিকার পেলেই মনসা স্বাধীন ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। তাই শুরু হয় সমর সমীক্ষা — কি করে — কি করা যায়।
মনসা পূজোর ঘটনায় চন্দ্রধর কর্তৃক সনকার নির্যাতন দেখে পদ্মাবতী বুঝেছেন যে, পঞ্চবনিক প্রধান চন্দ্রধরের পত্নী হয়েও সমাজের অন্যান্য মেয়ে লোকের মতই — সনকা নির্যাতিতা। নির্যাতন কারীর ক্ষেত্রে মহাদেব হতে শুরু করে মুনি-ঋষি হয়ে সদাগর পর্যন্ত সকলেই সমান পারদর্শী — সকলেই এক গোত্রের। তাই নির্যাতিতা সনকার প্রতি করুণা জাগে। তিনি সনকার পাশে দাঁড়ালেন। অভয় দিলেন এবং ছয় পুত্র হবার বর দিলেন। মনসার বরে সত্যি সত্যি পুত্র পাওয়া যায়, এ বিশ্বাসে মনসা সনকার আরাধ্যা দেবী হয়ে যান। সদাগরের হাজারো গঞ্জনাও সনকাকে মনসা ভক্তি থেকে বিরত করতে পারেনি। মা সনকা স্বামী-বিদ্রোহিনী হন। অবশ্য পুরুষ শাসিত সমাজ বলে সনকাকে গোপনতার আশ্রয় নিতে হয়। মনসা, সনকাকে নিজের পক্ষে নিয়ে নিলেন এবং গোপনে নারী-বিদ্রোহের বীজ বোনার কাজ সারেন। সনকার আয়নায় মনসা আবার দেখেন যে, তাঁর নিজের সমস্যা সমাজের সব মেয়েদের সমস্যার মতই। তাঁর সমস্যা-সামাজিক সমস্যারই অঙ্গ। তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা একার চেষ্টায় সমাধান করা গেলেও

সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য চাই সামাজিক বিপ্লব। তাই দরকার নারী-জাগরণের। বাঁচার দায়ে, অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের দায়ে মেয়েদের নিজেদেরকেই জাগতে হবে — সংগ্রাম করতে হবে — অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে। এ লক্ষ্যেই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণে মন দেন মনসা। ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রথম ধাপে মনসা, সনকার মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বোনেন। বিপ্লব করতে গেলে দরকার সামাজিক বিশ্বাসের। মনসা লক্ষ্য করলেন হাজারো সামাজিক কলহে লিপ্ত বঙ্গ-সমাজে দারিদ্র্য নিত্য - সঙ্গী। দেশের ধন সদাগরের মতো কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত। অপরদিকে, বিয়ের পরেই স্বামী ছেড়ে যেতো বলে - সমাজের বেশীরভাগ নারীই সন্তানহীনা। তাই ধন এবং জনের কান্না হলো সমাজের কান্না। দূরদর্শী রাজনীতিবিদের মতো মনসা সাধারণের মধ্যে ধন এবং জন বিলিয়ে লোক সাধারণের বিশ্বাস অর্জন করে নেন — 'প্রত্যক্ষে দেবতা' রূপে খ্যাত হন। এক্ষেত্রে 'দেবতা' শব্দটিতে অলৌকিকতার ছোঁয়া আছে বলে মনে করিনা। জাতীয় নেতাকে, এ যুগেও দেবতার মতই ফুল-চন্দনে বরণ করি আমরা — মারা যাওয়ার পরে পূজোও করি। নেতৃ মনসাও সমাজে এখন পূজো পান —অবশ্য, গোপনে। — অর্থাৎ নারীর অধিকারের প্রশ্নে সকলেই মনসার পক্ষে। প্রথমে সনকা এবং পরে সমাজে, বিদ্রোহের বীজ বুনে এবার মনসা সদাগরের প্রতি দৃষ্টি দেন। দেখেন পুত্র পেয়ে সদাগর অসীম আনন্দে আছেন। মহা মহোৎসব করে পুত্রদের নাম করণ করেন। শিক্ষা শেষ করিয়ে, বিয়ে করিয়ে তৃপ্তির গর্বে হেমতালের লাঠি নিয়ে 'পাটাহেন বুকে' ঘুরে বেড়ান। পাশাপাশি মনসা বিদ্বেষও বাড়ান, নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন ওঝা ধন্বন্তরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ধনগর্বে - গর্বিত, জনবল তৃপ্ত, মহাজ্ঞানের শক্তি বলে নির্ভীক, বন্ধুবলে বলবান সদাগরকে দেখলো মনসা।
এখানে জিজ্ঞাসা, বিরুদ্ধ পক্ষ সদাগরকে পুত্র দিয়ে মনসা এতো আনন্দ দিলেন কেন? মনসার সমস্যা এই যে, সনকাকে পুত্র দিলে সদাগরও পুত্র পেয়ে যান এবং পেয়ে যান পুত্র প্রাপ্তির আনন্দও। সনকার অপত্য স্নেহের তৃষ্ণা মেটানোই প্রধান লক্ষ্য। নান্যোপায় মনসা দেখতে চাইল, পুত্র পেয়ে সদাগরের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়। প্রাপ্তির স্বর্গে গিয়ে, জীবনানন্দ পেয়ে তা থেকে জীবনের শিক্ষা নেয় কিনা। মনসা লক্ষ্য করলেন, পেয়ে সদাগরের অহংকার বেড়েছে, বেড়েছে মনসা বিদ্বেষও। তাই মনসাকে আবার যুদ্ধ কৌশল পাল্টাতে হয়। এবার সদাগরের অহংকারের সকল বিষয়কে নষ্ট এবং অপহরণ করে ব্যথার সাগরে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন মনসা।
ধনবল, জনবল, জ্ঞানবল, বন্ধুবল, — প্রভৃতিই হলো মানুষের শক্তির উৎস এবং এগুলোর বলেই মানুষের অহংকার। ধনবলে আঘাত হানতে সদাগরের কলা ও সুপারী বাগান নষ্ট করেন মনসা। জনবলের অহংকার ভাঙতে ছয়পুত্রকে অপহরণ করেন। বন্ধুবল নষ্ট করেন ওঝা ধন্বন্তরীকে হত্যা করে। জ্ঞানবল চূর্ণ করতে হরণ করেন মহাজ্ঞান। ওঝা ধন্বন্তরীকে হত্যা এবং মহাজ্ঞান হরণ করার ব্যাপারে মনসা সামাজিক জ্ঞানকেই 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মনসা অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, নারীর প্রতি সমাজের পুরুষেরা দুর্বল। এই দুর্বলতার ছিদ্র ধরেই নেতার মাধ্যমে রূপ যৌবনের ছলনায় সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং ওঝাকে হত্যা করেন। ছয়পুত্রের মৃত্যু এবং ওঝার মৃত্যুকে প্রতীক হিসেবে দেখতে হবে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যারা মারা যান তারা আর ফেরে না — ফেরে যুদ্ধ বন্দীরা। মনসা সদাগরের ছয়পুত্র এবং ওঝাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করে রাখেন। না, এত করেও সদাগরকে নরম করতে পারেন নি। সদাগরের মনসা বিদ্বেষ বেড়েছে বই কমেনি। তবুও, সদাগর মানুষ তো! খালি ঘরে মন টেকে না বলে চণ্ডীর আদেশে সদাগর চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর নিয়ে বানিজ্য যাত্রা করেন। মনসাও পরবর্তী পদ্ধতি নির্ধারণে চিন্তা শুরু করেন।
ক্ষেত্র প্রস্তুত করণের এ স্তরেও মনসা দূরদর্শী চিন্তাজীবীর পরিচয় রাখেন। লোক চরিত্র জ্ঞানে মনসা বুঝেছেন যে, স্বজন ও প্রিয়জন হারানোর ব্যথা সদাগর আদর্শ ও বীরের অহংকারে হজম করলেও

সাধারণ মানুষ তা সইতে পারবে না। তাই সদাগর বানিজ্য থেকে ফেরার পথে মনসা চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর সহ সব ধন-জনও অপহরণ করেন।

চৌদ্দডিঙ্গা - মধুকরে মাঝি-মাল্লা, পাইক-পেয়াদা, চাকর-বাকর, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত মিলে অনেক লোক ছিলেন। সব হারিয়ে সদাগর ফিরে এলে স্বজন হারানো সাধারণ লোকদের মধ্যে হাহাকার পড়বে এটাই স্বাভাবিক এবং এজন্য সকলেই দায়ী করেন সদাগরকে। সদাগরের মনসা - বিদ্বেষের বিরুদ্ধে মানুষের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তবে মুখ ফোটানোর সাহস নেই সদাগরের বিরুদ্ধে।

কালীদহে অপহরণ কালে মনসা আরেকটা কাজ করে নেন। চণ্ডীকে সদাগরের জীবনতরীর কাণ্ডার হতে সরাতে না পারলে সদাগরকে জয় করা সম্ভব নয়। মনসা কালীদহে সদাগরের মধুকর ডিঙার হাল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেন চণ্ডীকে। এক্ষেত্রেও সামাজিক জ্ঞান, লোক-চরিত্রজ্ঞান এবং নারী-পুরুষের মধ্যেকার অবিশ্বাসকে কাজে লাগান মনসা। হাল থেকে চণ্ডীকে সরাতে ব্যর্থ মনসা শেষ পর্যন্ত সদাগরের প্রতি পক্ষপাতিত্বকে চণ্ডীর মানসিক দুর্বলতা রূপে উপস্থাপনা করে পিতাকে বলেন ঃ

লাজ নাই লৰ্জ্জা নাই বড়ই দুর্বার ঃ
তুমা ছাড়ি ধরে চণ্ডী অন্য ভাতার।

মোক্ষম আঘাত। কোনো স্বামীই পারে না এ আঘাত সইতে শিবঠাকুরও পারেন নি। তিনি নিজে গিয়ে চণ্ডীকে ডেকে আনেন সদাগরের হাল ছাড়িয়ে এক্ষেত্রেও জয় এলেও মনসা পূজো তথা নারীর অধিকার বিষয়ে সদাগরকে নরম করতে পারেন নি।

মনসার মুস্কিল এই যে, মেয়েদের পাশে তাঁকে থাকতে হয়। তাই সনকার পুত্রশোক নিবৃত করতে সনকাকে আবার পুত্রবর দিতে হয়। আবার পুত্র পান সদাগরও। বানিজ্য থেকে ফিরে এসে পুত্র যুবরাজ লখাইকে দেখে সদাগর সব দুঃখ ভুলে আবার জীবনানন্দে মেতে ওঠেন। মেতে ওঠেন লখাইয়ের বিয়ে নিয়ে।

এই চূড়ান্ত আনন্দের মুহূর্তে চূড়ান্ত আঘাত হানতে প্রস্তুত হন মনসাও। নারীর সতীত্বে অবিশ্বাসী সদাগর মনসার সতীত্বে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাই মনসার শক্তি ও উপলব্ধি করতে পারেন নি। শ্রদ্ধাও করেন না তাই। এবার সদাগরের পরিবারের একজন রমণীর মাধ্যমেই সতীত্বের জোর দেখাবেন বলে স্থির করেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে উজানীতে মদন সরোবরে বেহুলার সঙ্গে সতীত্বের পরীক্ষায় নিজে পরাজিত হয়ে সতীত্বে বেহুলার বিশ্বাসকে জ্বালিয়ে দেন এবং বেহুলার সতীত্বে বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দেন। এই বিশ্বাসের এমন তেজ যে, তা লোহার চাউলকে সিদ্ধ করে ভাতে পরিণত করতে পারে। মেয়ে দেখতে গিয়ে সদাগর বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষা করতে লোহার চালে ভাত রাঁধতে বললে, বেহুলা তা করে দেখায়।

এই ঘটনাটি বিশেষ প্রতীকী। লৌহমানব সদাগরকে গলাতে হবে নারীর সতীত্বের তেজোত্তাপে। মনসা-মঙ্গলের পরিণতির ইঙ্গিতবহ প্রতীকটি কী অপূর্ব সুন্দর! যা হোক, বেহুলার সতীত্ব বিশ্বাসকে জ্বালিয়ে দিয়ে মনসা বাসর হতেই তাঁর স্বামীকে কেড়ে নেন।

বেহুলার সাগরে ভাষার ঘটনাটি একটি বিশেষ ঘটনা। বাঙালী রমণীর জোর সতীত্বে। এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়েই তাঁরা জীবন সংগ্রামে জয়ী হন। হারানো জীবনকে ফিরে পান। মধ্যযুগের কৌলীন্য প্রথার ফলে বঙ্গরমণী নারী-জীবনের সে সুখ-সমৃদ্ধি, অধিকার ও মর্যাদা হারিয়েছেন তা উদ্ধার করতে হবে সতীত্বের জোরেই। অবিশ্বাসীদের মনে সতীত্বের শক্তিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগাতে হবে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই। বেহুলা নিজের সতীত্বে অটল বিশ্বাসী। তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, মরা স্বামীকে বাঁচাবার লক্ষ্যে সাগরে ভাসবেন ঃ

মরাস্বামী লইয়া মই ভাসিম সাগরে।

নদীর ঘাটের এ ছবি বাংলা দেশে অতি পরিচিত ছবি। কৌলীন্য প্রথার ফলে ঘাটের মড়াকে বিয়ে করতে বাধ্য বাংলার মেয়েরা অন্তর্জলী যাত্রা করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। মানবিকতাহীন পুরুষ সমাজের কুশিক্ষায় জীবনের এই ঘটনাকে কুলীন মেয়েরা অদৃষ্টের পরিহাস জেনে নীরবে মেনে নিয়েছেন। সামাজিক ছবিটিই গৃহীত হয়েছে মনসা মঙ্গল কাব্যে; কিন্তু বেহুলার ক্ষেত্রে ভাব এবং ভাষায় অনেক পার্থক্য। কুলীন মেয়েরা অদৃষ্টের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে ললাট লিখন বলে মেনে নিলেও বেহুলা অদৃষ্টের পরিহাস বলে মানতে রাজী নন। অদৃষ্ট নয় — বেহুলার বিশ্বাস নিজের সতীত্বে। বাংলার মেয়েদের দুর্ভোগের জন্য বেহুলা পুরুষ আরোপিত সামাজিক বিধি বিধানকেই দায়ী মনে করেন। বেহুলার বিদ্রোহ নিষ্ঠুর বিধি বিধান এবং বিধান দাতাদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহিনী বেহুলা তাই সদাগরের আদেশ অমান্য করে ঘোষণা করেন ঃ

মরা স্বামী লইয়া মই ভাসিম সাগরে।

কৌলীন্য প্রথার গড্ডলিকায় ভাসমান সমাজে অন্তর্জলী যাত্রার ঘটনা নিরুত্তাপ ঘটনা হয়ে গেছে। কিন্তু সদাগরের আদেশ অমান্য করে মরাস্বামী নিয়ে সাগরে ভাসার অকল্পনীয় ঘোষণা সমস্ত রাজ্যেই যে সাড়া জাগাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই স্বাভাবিক কৌতুহলে গুঞ্জরীর ঘাটে সারা রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। সকলে দেখছেন — সামনে অন্তহীন সাগর, ঘাটে কলার ভেলায় বসে আছেন বিয়ের সাজ পরিহিতা সদ্য বিধবা বালিকা-বধূ বেহুলা। মুখচন্দ্র ধুয়ে বয়ে যাচ্ছে দুটো অশ্রুধারা। পাশে শোয়ানো আছে মরাস্বামী লখাই। নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত বেহুলা সকলের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছেন। হৃদয় বিদারক এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না। গুঞ্জরীর ঘাটের জনতার চোখেও জলের ঢল। অতি সুনিপুণভাবে মনসা কুলীন সমাজের অন্তঃপুরের গোপন কান্নাকে সাগর পাড়ে এনে সমবেত করেছেন। বেহুলাকে দিয়ে সমাজের বিধান এবং সদাগরের আদেশ ভেঙে মনসা জনতার সামনে প্রমান করে দেন যে, নিজের সতীত্বে বিশ্বাস অটল থাকলে কোনো বাধাই বাধা নয়। জনগণের মনে এ সময় বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি ভেতরে ভেতরে ধূমায়িত হতে থাকে।

অপেক্ষা কেবল বেহুলার সার্থকতার। এমন গণতান্ত্রিক সমাবেশ মধ্যযুগের কোন বাংলা সাহিত্যে আছে বলে আমার জানা নেই। তাই বলতে ইচ্ছে করে, মনসা মঙ্গল কাব্যের কবিদেরে যথার্থভাবে আজো জানা হয়নি এবং মনসা মঙ্গল কাব্যেরো যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি আজো। হবেই বা কি ভাবে — মনসা মঙ্গল ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত সমাজের দলিল। এতে অনেক ভাব, অনেক ভাবনা, অনেক সামাজিক সঙ্কটের সমাবেশ।

যা হোক, গুঞ্জরীর ঘাটে প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই সদাগরের মনসা বিদ্বেষের প্রতি লোকের ঘৃণা জাগে — ঘৃণা জাগে অমানবিক পৌরুষের প্রতি। যে পিতা ছয়-ছয়টি পুত্রের মৃত্যুকে মেনে নেন, যে পতি পত্নীর আন্তর দুঃখে বিচলিত হন না, যে রাজা প্রজাদের প্রিয়জন হারানোর জন্য দায়ী হয়েও দুঃখ প্রকাশ করেন না, প্রজাদের মতামতের অপেক্ষা করেন না, যে শ্বশুর বিধবা বউদের চোখের জলের কোন মূল্য দেন না, ফুলের মতো কোমল বালিকা বধূটির সাগরে ভাষা রোধ করতে পারেন না, তাঁকে মানুষ বলা যায় না। তাঁর আদেশ মানা যায় না এবং মানা যায় না তাঁর মনসা বিদ্বেষকেও। এই পৌরুষ, সাধারণের কাছে পৈশাচিক পৌরুষ বলেই মনে হলো। কিন্তু কারো সাহস হয়না মুখ ফোটাবার। তবে একথা সত্য যে, ভেতরে ভেতরে মনসা-পূজো সমর্থকের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং প্রজা সাধারণ ও সদাগরের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। পদ্মাবতীর উদ্দেশ্য সামাজিক সংস্কার লক্ষ্যে গণ জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। তাতে তিনি সার্থক।

আবার কৈলাশে। এবার কৈলাশ যেন সুপ্রিমকোর্ট। বেহুলার নালিশ পদ্মাবতীর বিরুদ্ধে। বিচার হবে। দেবতাদের ডাকা হয়েছে। ডাকা হয়েছে মনসাকেও। বেহুলার নালিশ এই যে, কাল-রাতে মনসা

বেহুলার বাসর ভেঙেছে ঃ

কাল রাতে নাগে খাইল মর প্রাণ পতি।

দেবসভা অস্বীকার করতে পারেনি বেহুলার আবেদনের গুরুত্ব। মনসার এ কাজ মানবিক দিক থেকে কিছুতেই মানা যায় না। শঙ্কর বলেন ঃ

উচিত না হএ এত করিতে তুমার ঃ
কাল্‌রাত্রি নাগে খাএ এ কুন বেভার।

মনসা চাঁন্দ সদাগরের যতকিছু বন্দী করেছে ওগুলোকে যুদ্ধ নীতির ব্যাপার মানলেও কাল্‌রাতে বাসর ভেঙ্গে পতিকে অপহরণ করা কোনো অবস্থাতেই মানা যায় না। এই একটি মাত্র দৃষ্টিকোন থেকে বিচারে মনসা হেরে যান। ফিরিয়ে দিতে হয় বেহুলার প্রাণপতি লখাইকে।

এই পরাজয়ের মধ্য দিয়েও মনসারই জয় হলো। ব্যক্তি জীবনের সমস্যাকে মনসা সামাজিক সমস্যার আলোকে দেখিয়েছেন এবং সমাধান করেছেন। বিয়ের পরেই কুলীন পতিরা ছেড়ে যায় বাংলার কুলীন মেয়েদের। এ ব্যাপারে সমাজ সম্পূর্ণ অনুগত। কোনোদিন কারো মনে এই রমণীদের জন্য দুঃখ জাগেনি মানবিকতা জাগেনি। শিবের ও জাগেনি মনসার ক্ষেত্রে। এই সমস্যাটিরই আজ সমাধান ঘটিয়েছেন দেবসভায়। আজ দেবসভা স্বীকার করছেন যে, এটা অমানবিক কাজ মানা যায় না একে। তাই স্বীকৃতি পেলো রমণীর পতিসঙ্গ সুখ। যে সমাজে মানবিকতা পদদলিত, যে সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিলো না, যে সমাজে বিয়ের রাতেই স্ত্রীকে পতিরা ত্যাগ করে যায় — সে সমাজের এই স্বীকৃতি, মনসার পরাজয় নয় — সামাজিক বিপ্লবে মনসার প্রথম জয়।

স্বামীকে মুক্ত করে বেহুলা শ্বশুর সদাগরের অন্যসব ধন জনও ফেরৎ পাওয়ার আবেদন জানায়। ছ'জন বিধবা জা-এর সামনে, সাতপুত্রহারা জননী সনকার সামনে, স্বজন হারা দেশবাসীর সামনে শুধু নিজের পতিকে উদ্ধার করে গিয়ে হাজির হওয়া যায় না। দেবতাদের পক্ষে বেহুলার ব্যক্তিগত দাবী মানা যত সহজ ছিলো এই দাবী মানা ততটা সহজ নয়। তবুও দেবসভা এ দাবীরও যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। শর্ত এই যে, মনসাকে সম্মান দেখিয়ে, তাঁর দাবীর তথা নারীর দাবীর প্রতি সম্মান জানাতে হবে অহংকারী পুরুষের প্রতিনিধি চাঁদ সদাগরকে। বেহুলা যদি এ দায়িত্ব নিতে পারে তাহলেই তার দাবী মানা যেতে পারে। রাজী হয়ে বেহুলা মনসাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

বাদ বিষমাদ যত খণ্ডিল সকল ঃ
শ্বশুরে পূজিব তুমার চরণ যুগল।

তারপর দেবতাদের নির্দেশে মনসা সদাগরের সব পুত্র এবং অন্য ব্যক্তিদের মুক্তি দেন, ফিরিয়ে দেন মধুকর সহ চৌদ্দডিঙ্গা ও ধন-সম্পদ। সুপ্রিমকোর্ট মেয়েদের অধিকারের পক্ষে রায় দেন। চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর সহ সব ধন-জন নিয়ে বেহুলা চম্পকের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, বেহুলা কোন বিশ্বাসে শ্বশুর সদাগরকে দিয়ে মনসা পূজো করাবার কথা দেন? এর উত্তরে নিহিত আছে বিদ্রোহের বীজ। মরাপতিকে নিয়ে জীবন সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে বেহুলা বার বার নারী দেহ লোভী পুরুষদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মনসা যতবার আক্রান্ত হয়েছেন ততবারই তার সতীত্ব দ্বিগুন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছে। বেহুলার সতীত্বের তেজও তেমনি ক্রমশঃ বেড়েছে — আবেগশূন্য হয়ে নিরেট হয়েছে, নারীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় সমাজের প্রতি মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। জীবন অভিজ্ঞতা সূত্রে বেহুলারও সিদ্ধান্ত যে, সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবেই — সদাগরকে মনসা পূজো করতে হবেই। অনুনয় বিণয়ে না হলে বিদ্রোহী হয়ে হলেও সদাগরকে বাধ্য করতেই হবে। একজনের অণড় আদর্শ থেকে অনেকের চোখের জলের মূল্য বেশী। একজনের আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে সমাজের দাবীকে উপেক্ষা করা যায় না। সদাগরের মনসা পূজো করা ছাড়া অন্য কোন

উপায় নেই। পুজো করতেই হবে। বেহুলা তা করাবেনই।

মনসা মঙ্গালের দুটো দেবসভাকে সচেতন ভাবেই কবি নিজের উদ্দেশ্যমুখীন করে ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি দেবখণ্ডের শেষে এবং দ্বিতীয়টি বণিক খণ্ডের শেষে। দেবখণ্ডে সমস্যা ছিলো মনসার ব্যক্তিগত আর বণিক খণ্ডে সমস্যা হলো সামাজিক। দেবখণ্ডে মনসার দাবী মানা হয়েছে এবং বণিক খণ্ডের বিচার সভায় মানা হয়েছে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও পৈত্রিক সম্পদের দাবী। সদাগর যার শিষ্য সেই শিবঠাকুরই রায় দেন যে, সদাগরকে মনসা পুজো করতেই হবে। শিবের কণ্যাকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। নারীর দাবী মানতেই হবে।

এখানেও প্রশ্ন জাগে, কুলীন ব্রাহ্মণ শিবঠাকুরের মেয়ে পদ্মাবতীর পুজোর মধ্য দিয়ে কি করে নারী জাতির অধিকার স্বীকৃত হয়? উত্তরে বলা যায় ঃ

প্রথমত ঃ মনসার দাবী এখন আর ব্যক্তির দাবী নয় — সমষ্টির দাবী। দ্বিতীয়ত ঃ যদি 'কুলীন' শব্দের সাধারণ অর্থ ছেড়ে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করতে হয় তাহলেও উত্তর মেলে। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যে ইশ্বরীপাটনীকে অন্নপূর্ণার পরিচয় জানাতে গিয়ে অন্নপূর্ণার মুখেই বলিয়েছেন ঃ

'পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত'।

এই ছত্রের সাধারণ অর্থে — কুলীন শিবঠাকুরের কথা নিন্দার সুরে ধরা পড়ে। বিশেষ অর্থ অন্য। 'কু' মানে জগৎ। তাই 'কুলীন' মানে বিশেষভাবে জগতে লীন। অর্থাৎ শিবঠাকুর এই জগতে লীন হয়ে আছেন। তিনি সকলের বন্দ্যনীয়। মনসার রূপকে জগতের সকল মেয়েই শিবঠাকুরের মেয়ে। তাই পদ্মার দাবী অস্বীকার করা মানে জগতের সকল মেয়ের দাবীই অস্বীকার করা। অপরপক্ষে পদ্মার দাবী মানাই হলো জগতের সব মেয়ের দাবী মানা।

কুলীন শিবঠাকুরের মেয়ের দাবী অস্বীকার করা কারো পক্ষেই বৈধ নয়। কিন্তু সংসারে বা সমাজে মানুষ পৌরুষের অহংকারে সমাজের সব বিধি-নিষেধ মেয়েদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে যখন মেয়েদেরে মানুষের অধীকার থেকে বঞ্চিত করে, তখন তা অন্যের পক্ষে মানা সম্ভব হলেও জগতের পিতা শিবঠাকুরের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। পুত্র সমান শিষ্য চন্দ্রধর হলেও না। পণ্ডিত জানকীনাথের কুলীন শিবঠাকুরের ব্যতিক্রম এই যে, তিনি কখনো মনসার কোনো দাবীকে অস্বীকার করেন নি — শুধু চণ্ডীর ভয়ে নির্বিকার ছিলেন। আজকের দেবসভায় শিবঠাকুর মনসা পুজোর আদেশ দিলেন এবং এর মধ্য দিয়েই নারী সমাজের অধিকার স্বীকৃত হলো।

'কুলীন' শব্দের এই তাৎপর্য মনে রেখেও বলতে হয় যে, সমাজের প্রেক্ষাপটেই কুলীন ব্রাহ্মণ শিবঠাকুরের পারিবারিক সমস্যার আলোকে কুলীন সমাজের ছবি দেখানো হয়েছে। পারিবারিক সমস্যাকে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে সামাজিক সমস্যায় পরিণত করা হয়েছে এবং সমাজে নারী জাগরণের মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ জন্যই পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্য পৌরাণিক থেকে অধিক সামাজিক। তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে মঙ্গাল শব্দটি নারীর মঙ্গাল এবং ব্যাপক অর্থে গণদেবতার মঙ্গাল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

শেষ দৃশ্য এখনো বাকী। দেখা যাক ঃ

কোর্টে রায় হওয়া এক কথা, আর সমাজে প্রয়োগ করে তা চালু করা অন্য কথা। গড্ডলিকায় ভাসমান সমাজে নতুন নিয়ম চালু করা মুখের কথা নয়। বিদ্রোহ দরকার। নারী মহলে, শুধু নারী মহল কেন, পুরো সমাজে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বিদ্রোহের বীজ বুনে রেখেছেন মনসা। এখন দরকার পথে নামা, মুখ ফোটানো এবং দাবী আদায় করা। নচেৎ সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও নারীর মর্যাদা এবং অধিকার মেনে নেবে না কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ। দেখা যায়, সত্যিই সদাগর শিবের আদেশও অমান্য করেন এবং মনসা পুজো করতে অস্বীকার করেছেন।

নারীর জয়ের পতাকা উড়িয়ে, সতীত্বের বিজয় পতাকা উড়িয়ে, পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে মনসা বেহুলাকে পাঠান চম্পকের উদ্দেশ্যে। বেহুলা গুঞ্জরীর ঘাটে পৌঁছলে সদাগর, সনকা, বিধবা ছয় বধূ এবং রাজ্যের সব লোকই ছুটে আসেন ঘাটে। গুঞ্জরীর ঘাট লোকে লোকারণ্য — বিশাল জনতা। এই জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েও সদাগর সুপ্রিমকোর্টের তথা শিবের আদেশ মানতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

দূরদর্শী কবি জানেন এবারের সমস্যা সামাজিক সমস্যা। শুধু দেবসভার আদেশে সমাজের বুকে বসা কুসংস্কারের এবং অমানবিকতার জগদ্দল পাষাণ সরানো যাবে না। তাই প্রয়োজন হবে গণ আদালতের। সুপ্রিম কোর্টের রায় যেখানে সম্মান পায় না সেখানে গণ - আদালতের দরকার হয়।

গণ-আদালতের রায় অমান্য করার সাহস এবং শক্তি হয় না কোনো রাজা-মহারাজারই। আর যদি কেউ এই দুঃসাহস দেখান তবে তার স্থান হয় ধুলোয়। গণদেবতারা জোর করে দুঃসাহসীকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিক্ষেপ করেন পথের ধুলোয়। সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন নব বিশ্বাসকে — মানবিকতাকে — শাস্ত্র থেকে বড়ো যে সত্য তাকে। দেবখণ্ডের বিচার সভা এবং চম্পকের গণ আদালতের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে সাগর পাড়ে। মনে হয় এটাও প্রতীকী। সাগর বৃহত্ত্বের প্রতীক, মহামিলনের প্রতীক, গণতন্ত্রের প্রতীক। এখানে এলে গঙ্গা - যমুনা - সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র - দামোদর - গোদাবরী সব নদীর জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এখানে জলের কোন ভেদ নেই — না নামরূপে, না জাত-লিঙ্গে। কোর্টে যেমন বিচারকের পেছনে দেয়ালে ধর্ম চক্রের প্রেক্ষাপট থাকে ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে, তেমনি মনসা মঙ্গলের কবিরাও সাগরকে আদালতের প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেছেন মহামিলন এবং গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে।

গুঞ্জরীর ঘাট যেন গণ আদালত। নৌকায় থেকেই গণ-আদালতের সামনে লখাই সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণা করেন। এখন পিতা সদাগর যদি ভক্তিভরে মনসা পূজো করেন অর্থাৎ নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করেন তাহলেই পণবন্দী বিনিময় হতে পারে। নচেৎ তীরে আসা তরী ফিরে যাবে চিরকালের জন্য। বেহুলার সতীত্বের জোর দেখে উদ্দীপ্ত জনসাধারণ উল্লসিত। নারীরা জাগেন আত্মশক্তির বিশ্বাসে। তদুপরি, হারানো প্রিয়জনদের চোখের সামনে দেখেও বুকে জড়াতে না পারা জন সাধারণ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন সদাগরের উত্তর শোনার জন্য।

সকলের সিদ্ধান্ত স্থির — সদাগরকে মনসা পূজো করতেই হবে। প্রিয় জনরা আবার ফিরে যাবে, একথা ভাবতেই পারে না জনগণ। কিন্তু এ অবস্থায়ও সদাগর শিবের আদেশ অমান্য করেন। জনতার বুকে ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি মুখের সামনে এসে গেছে। শুধু একটু স্ফুলিঙ্গের দরকার। তারপর অনেক পীড়া-পীড়িতে সদাগর যখন পেছন ফিরে বাঁ হাতে ফুল-পানি দেয়ার প্রস্তাব দেন, তখন জনতা আর চুপ থাকতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ ওঠে। শুভঙ্কর সুতে মুখ খোলেন ঃ 'মনিষ্যেরে না দেএ কেয় বাম হাতে পানী'। স্ফুলিঙ্গ পেয়েই সবার মুখ ফোটে। সুমাই পণ্ডিতের বাপ, সদাগরের খুড়া, বংশধর সকলেই মুখ ফোটান। গুরুজনদের দেখা দেখি সনকাও এগিয়ে এসে বলেন ঃ

> গুরুজনে হেন বলে শুন সদাগর ঃ
> নচেৎ স্ত্রীবধ দিম তুমার উপর।

এবার সমবেত জনতা ও মুখ খোলেন ঃ

> সর্ব্বলুকে স্তুতি করি চান্দস্থানে কএ ঃ
> আমরার বাক্যে পৌন্দা পূজ মহাশএ।

গণ আদালত সদাগরকে বাধ্য করে সুপ্রিম কোর্টের রায় মানতে, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে নারীর অধিকার স্বীকার করতে, মনসা পূজো করতে। মনসা পূজো স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই জয় হয় নারী বিদ্রোহের।

স্বীকৃতি পায় গণতন্ত্র। প্রতিষ্ঠা পায় নারীর মর্যাদা এবং অধিকার। বিজয় উল্লাসের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় সাগর আন্দোলন কারী জয়ধ্বনি ওঠে। সকলে নেতৃ মনসার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলেন। কৌলীন্য প্রথা জর্জরিত, আনন্দহীন হিন্দু-বাঙালী সমাজে এই জয়-জয়কার, আত্মমুক্তির এই উল্লাস, কবি কল্পনার ফসল — আশাহীন - ভাষাহীন মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজকে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ও পূর্ণাঙ্গ মুক্তির দিক নির্দেশ।

পণ্ডিত জানকীনাথের মনসা চরিত্র এক অভিনব সৃষ্টি। চরিত্রটি মনসা, সনকা এবং বেহুলায় ত্রিধা বিভক্ত। সনকা এবং বেহুলা হলেন বিপ্লব নেত্রী পদ্মাবতীরই পৃথক পৃথক সত্তা। এ যেন কার্য সিদ্ধির লক্ষ্যে নিজেরই মানস কণ্যা সৃষ্টি করা। কুলীন মেয়েদের জীবন দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশ বিয়ের আগে বাপের ঘরে এবং দ্বিতীয় অংশ বিয়ের পরে অনিশ্চিত জীবন সাগরে। বিয়ের পরের অংশ আবার দুভাগে বিভক্ত — পতির ঘরে এবং পরিত্যক্তা বা পতিহীনা। বাপের ঘরের অংশের প্রতিনিধি হলেন মনসা। বিয়ের পরের অংশে পতি ঘরের প্রতিনিধি হলেন সনকা এবং ভাসমান জীবনের প্রতিনিধি হলেন বেহুলা। বিপ্লব সংগঠনের লক্ষ্যে সমাজের তিন কোণায় তিনি নিজেরই তিনটি সত্তাকে খুঁজে পেয়েছেন।

যা হোক, পণ্ডিত জানকীনাথের মনসা হিংস্র অনার্য দেবী নন — হিংস্র সাপ বা তুর্কীর প্রতীকও নন; তিনি হলেন নারীর অধিকার সচেতনা — অধিকার আদায়ে বিদ্রোহিনী — সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি কারিনী — নেতৃত্ব দায়িনী; অথচ লাঞ্ছিতা কুলীন কণ্যাদের ব্যথায় সমব্যথি, বাঙালী নারীর আদর্শে সতীত্বের শক্তিতে সাধারণ কুলীন কণ্যা।

এজন্যই, ইতিহাসের ধারায় কালের গণ্ডি পার হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব মঙ্গল কাব্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও, বিকাশের ধারায় নারী মুক্তির বাণীবহ হওয়ায় মনসা মঙ্গল কাব্য কিন্তু কালোত্তীর্ণ। বাংলাদেশের মেয়েদের বুক ও মুখ আশ্রয় করে মনসা-মঙ্গল কাব্য ও এগিয়ে চলছে কাল থেকে কালে, বিকশিত হচ্ছে ভাব থেকে ভাবে। তাই মনসা মঙ্গল বাংলাদেশের মা-মেয়েদের গণতান্ত্রিক অধিকারের গীতা — তাঁদের নিজস্ব সম্পদ।

আন্ত্য-মধ্য যুগের মনসা মঙ্গালের একজন কবির পক্ষে গণতান্ত্রিক চেতনায় নারী জাগরণ ও নারী বিদ্রোহের ঘোষণা কবির আধুনিক মনস্কতার প্রমাণ। তাঁর এই আধুনিক মনস্কতা বিস্ময় জাগায়। কারণ, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কাব্যে আধুনিক যুগের স্রষ্টা মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রমীলা এবং 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের বীরাঙ্গনাদের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে নারী জাগরণের যে প্রকাশ ঘটান তা কিন্তু শুরু করেছিলেন প্রায় একশো বছর আগের মনসা মঙ্গালের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ। পণ্ডিত কবির মতো দত্তকবিও প্রমীলাদের শক্তির মেরুদণ্ড হিসেবে দেখিয়েছেন তাঁদের পতি প্রেমকেই। তবে একথাও বলতে হয় যে, একশো বছর আগের মনসা মঙ্গালের কবি নারীদেরকে দিয়ে যেরূপ বিপ্লব সংঘটিত করেছেন মধুসূদনে তা অনুপস্থিত।

যাক সে কথা, মনসা চরিত্র বিবর্তনের ঐতিহাসিক ভাষ্যকার — রূপায়নের রূপকার — সমাজ সমীক্ষক চিন্তাজীবী — ভবিষ্যত দ্রষ্টা ঋষি — স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বাণী প্রচারক গুরু এবং উপলব্ধির জ্যোতির্ময়তায় উজ্জ্বল সহজ কবি পণ্ডিত জানকীনাথই হলেন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চেতনায় নারী জাগরণের প্রথম মন্ত্রণাদাতা এবং বিপ্লব গুরু।

ঘ. উপসংহার

আঞ্চলিক শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক টিকা

আঞ্চলিক পুঁথির ভাষায় এমন কিছু আঞ্চলিক শব্দ আছে যেগুলো দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। অর্থ স্পষ্টতার জন্য শব্দগুলোর ভাষা তাত্ত্বিক টিকা দেয়া গেল। শব্দগুলোর অধুনা প্রচলিত অর্থ মূল কাব্যের পাদটীকাতেও দেয়া হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে শব্দগুলোকে বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে উৎপত্তি দেখিয়ে গ্রন্থ প্রমান রূপে মূল চরণটি উল্লেখ করা গেল।

অকুমারী = (অকুমার + ই)

অকুমার = অতীত কৌমার। স্ত্রী লিঙ্গে 'রী'।

অতীত মৌর্যে যৌবনারম্ভ।

তাই অকুমারী = প্রথম যৌবণা, তরুনী, যুবতী।

প্রমান = আমিত অবলা প্রভু অকুমারী নারী।

অকুশল = কুশল নেই যার বা যাতে, অশুভ, অমঙ্গল প্রভৃতি।

প্রমান = না জানি কি অকুশল হৈছে প্রাণনাথে।

অখন = এক্ষনে, এখন, অখন।

প্রমান = কি বলিব নাহি বুঝি কি করি অখন।

অছান্তর = অবস্থান্তর > অবস্থন্তর > অথান্তর >

বা — অথান্তর > অতান্তর > অছান্তর।

অর্থ = অবস্থার পরিবর্তণ, দুরবস্থা, দুর্ভোগ, দুর্গতি।

বা

অথান্তর, প্রমান :— সপ্তদিন অছান্তরে ঋতুস্নান কৈল।

বা

অতান্তর, প্রমান :— সকল নগর জুড়ি কান্দে অথান্তর।

অত্যাগর = (অত্‌তা + গর)

অত্‌তা = অনেক বেশী পরিমানে (কুম.সি.ম)

প্রমান :— তুমি সবের আর্জ্ঞা পাইলে অত্যাগর করি।

অছায়তি = ছাদন > ছাঅন > ছাওনি, ছাউনি, ছানি, ছায়তি, ছাউতি প্রভৃতি।

অর্থ = চালের আচ্ছাদন, আবরণ প্রভৃতি।

অছায়তি = অ (ন) ছায়তি।

= আচ্ছাদন হীন বা উন্মুক্ত।

ভাবার্থে — অব্যাহতি, মুক্তি প্রভৃতি।

প্রমান ঃ— মরণ সঙ্কট হনে কর অছায়তি।
অজগার্থে = অযোগ্যার্থে, নযোগ্য = অযোগ্য।
(যোগ্য + অর্থে) = যথার্থ কারণে, প্রয়োজনে।
পুঁথির ভাষায় 'ও' এর 'অ' উচ্চারণের ফলে এবং 'উ'-কারহীন 'জ্ঞ'-ধ্বনির সকল ক্ষেত্রেই 'জ'-এর ফলে।
যোগ্যার্থে = জগার্থে
তাই, অজগার্থে = অকারণে, অযথা।
— "অজগার্থে কলাকাটি ভুরা বানাইল"
অনাহাসে = অনায়াসে। সহজে
"বৈতরনী নদী পারাইল অনাহাসে"।
অনুব্রজি (অনু ব্রজ্ = অনুসরণ করা, আগ বাড়িয়ে নেয়া।
যেমন — "অনুব্রজি নিল আসি মঙ্গল গাইয়া"
অনুব্যাজ = (অনু + ব্যাজ্) ব্যাজ (বি অজ্ + অ) = ছল, কপট, ছদ্ম, কৈতব।
ব্যাজ = তাহলে নিকটে যাও না কবিয় ব্যাজ ঃ
দারুণ বিষম শাপ দিলে অনুব্যাজ।
অনুরু = পৌরাণিক নাম অরুণ। অপুরু উরু অর্থেই এরূপ নামকরণ ,
অনুরু - গরুড় হৈলা বিনতার ঘরে
অন্তষপট = মধ্যবর্তী বস্ত্র। বিবাহে বর ও কন্যার মধ্যে, দীক্ষায় গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মিলনের শুভ মুহূর্তের পূর্ব-পর্যন্ত ধৃত যবনিকা (পর্দা) বা বস্ত্র খণ্ড, অবগুণ্ঠন।
'অন্তষপট ধরিলেক কন্যা-বর মাঝে'
অপছরি = অপ্সর, অপ্সরা, অপ্সরী প্রভৃতি।
অপ্সর = অপ্ অর্থে জল এবং সর অর্থে তাতে বিচরণ।
অপসর = জলে বিচরণ কারী বা জলচর প্রাণী।
এছাড়া, অপ্সর = স্বর্গবেশ্যা এবং 'অপ্সরি' ও স্বর্গবেশ্যা। বাংলায় দেবা (পুং) দেবী (স্ত্রী) এর অনুকরণে অপসরা (পুং) এবং অপসরি (স্ত্রী) কিন্তু প্রথমে অপ্সর, অপ্সরা এবং অপ্সরী সকল শব্দেই স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাত। সুতরাং অপসরী > অপছরি = স্বর্গবেশ্যা বা নর্তকী।
স্বর্গের নর্তকী ছিলেন বেহুলা। তাই তার মর্ত্যজীবনেও অপছরি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
তার ঘরে সাহের কুমারী অপছরি ঃ
অপুত্রিনী = (সং অপুত্রা) অপুত্রবতী, অজাতপুত্রা, পুত্রহারিণী।
"তুমার বাদেতে মায় হৈল অপুত্রিনী"
অব, অবে (অব + এ) = হিন্দী ও মৈথিল শব্দ। অর্থ - এখন, অখন, এসময়, বর্তমানে — প্রভৃতি।
অব > এ্যাব, এব = এখনও।
প্রমাণ — "অবে ইন্দ্র হৈব পরাজয়"
অবুদিয়া = অবুদ্ধি > অবুদুয়া, অবুদিয়া = অবোধ
যেমন - "অবুদিয়া তুমার শ্বশুর বেটা খুটা"
অযুগত = সং অযুক্ত > অযুগত (ক = গ)
= যুক্তিশূন্য, অনুচিত, অন্যায়।
যেমন — "কেন কৈলে অযুগত বাণী"।

অসক্ষ = অশক্য > অশক্ক (ক্য - ক্ক) > অসক্খ > অসক্ষ (ক্খ = ক্ষ)
= অসাধ্য, অদ্ভুত।
যেমন — "করিব অসক্ষ কর্ম নাগিনী প্রমাদ"।
এমত অসক্ষ কথা ঃ বাঘেনি মাইব মৃতা
অল = হলা > অলা > অল, ওলো (পুঁথির ভাষায় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে 'ও' এর 'অ' উচ্চারণের ফলে 'অল'
তবে কি করিবে অল ধাঙ্গুড়ি সাতাই
আই = আর্য্যিকা > প্রাঃ আর্জ্জ আ > আজ্জি > আই
= মাতা ও তৎসম্বন্ধী
যেমন — "ইবাক্য সর্ব্বথা জান পদ্মাবতী আই"
আউ = সং আয়ুঃ > লি-আয়ু-প্রা-আউ > আই, আউ প্রভৃতি
প্রমাণ — অষ্টাদশে যদি খাএ ঃ আউ বাড়ে সর্ব্বদাএঃ
শরীরে না থাকে কুনু রুগ ঃ
আউতি = আহুতি > আউতি, প্রভৃতি
= আহ্বান, মন্ত্র উচ্চারণ।
যেমন — অস্থিক বলিয়া কৈলা উদরে আউতি।
আউদল = (দড়, দর) = আকুল আ. আউল, আউদল, দর-দড়
= আকুল, মুক্ত, এলো প্রভৃতি।
যেমন — 'আউদল চুলে ধাএ সমর তরঙ্গ'
আকুরা = আঁটকুড়া > আকুরা
আটকুরা = আটখুরা, আটকইরা, আটখোরা, আটকুঁরা
= নির্বংশ, নিঃসন্তান।
যেমন — 'এমন আটকুরা চান্দ নাই পুত্র কন্যা'
আঘিলা = অর্ঘ্যিলা > আঘিলা
= অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করা।
যেমন — 'নারীগনে পুনি পুনি আঘিলা চান্দরে'।
আঞ্চিলা = আঁচিলা, আঞ্চিলা প্রভৃতি
=গিরগিটি জাতীয় এক প্রকার প্রাণী।
যেমন — শিয়র হনে নাগগুটা পৈথানেত যাএ ঃ
আঞ্চিলা বুলিয়া তারে উড়াইয়া পালাএ।
আঙ্গার = অঙ্গার > = কয়লা, কলঙ্ক
যেমন — এইবেটা হৈল তার কুলের আঙ্গার।
আছৌক (সং অস্ > লি. আছ. প্রা. অছ বা আছ)
= অপেক্ষাসূচক, তুলনামূলক শব্দ, বক্তব্য বিষয়ীভূত না হওয়া, প্রসঙ্গ হতে দূরে থাকা
যেমন — 'আছৌক আনিম প্রাণ কদাপিয় নহে' ঃ
আজাইছে = উজান > আজান, আগনে
আজাইছে = আগাইছে
যেমন — ঢৌএ নিয়া মনি মস্তা আজাইছে কূলে ঃ
আটুয়া দিয়া (আটুয়া + দিয়া) = হাঁটু = আডু, আটু, আটুয়া.

আটুয়া দিয়া = হাঁটুমুড়ে
যেমন — বুকেত আটুয়া দিয়া পাড়িয়া কিলাএ ঃ
আটুলে = সং আক্‌ল > আক্কেল > আটকাল = জ্ঞান, শিক্ষা, বুদ্ধি, বিবেচনা, ভালমন্দবোধ, কাণ্ডজ্ঞান।
যেমন — 'বুঝিলে সে বুঝি তার কেমন আটকাল।
আড় = অর্দ্ধ > অড্‌ঢ বা অদ্ধ > আড়
= মোটা গাছের বড় টুক্‌রা বা খণ্ডিত অংশ।
যেমন — বড় বড় আড় সব বান্দিয়া নির্ম্মাণ ঃ
আত্যাগতে (আতি + আগতে) = আতি > অতি = অতিশয়, অত্যন্ত, প্রগাঢ়, নিবিড়।
আগতে = আসা যাওয়ায়, প্রগাঢ় মমত্বসূত্রে আসা-যাওয়ায়
'এইমতে পুনি পুনি নিতি আত্যাগতে ঃ'
আথর্ব্বেথে = অতিব্যস্তে > আথেব্য (ব্যা) থে > আথর্ব্বেতে বা আথিবিথি
= সত্তর, তাড়াতাড়ি।
যেমন — 'তবে পৌদ্যা রথ হনে নামে আথর্ব্বেথে।
আদরিয় (আদর + ইয়) আ- দৃ + অ = (সাক্ষী) মানা
যেমন — 'চিত্রগুপ্তরে তুমি আদরিয় সাক্ষী'।
আদাড়ে (আদাড় + এ) = আঁধার স্থান, আস্তাকুঁড়, ঘরের কানাচ.
যেমন — 'বাড়ির আদাড়ে থাক কর্ম্মের যে ফলে'
আদ্বাস = কা- অর্‌জদাশত, হি.অরদাস > বা আদ্দাশ (স), আদ্ধাস।
= অভিযোগ, নালিশ, আদেশ, প্রার্থনা প্রভৃতি।
যেমন — দেব হৈয়া জাতি নাশ ঃ মনিস্বের আদ্ধাস।
তুমাতে কহিলু পুনি পুনি ঃ
আপ্তভাব (আপ্ত + ভাব) আপ্ত (আপ্‌ + ত) = প্রাপ্ত, লব্ধ, বিশ্বস্ত প্রভৃতি।
যেমন — "গৃহ ছিদ্র উদ্ধারিলা আপ্তভাব করি।"
আবয়ে = আয়ব > আবয়ে = অবয়বযুক্ত দেহ, প্রতীক।
যেমন — "বিফুলার আবয়ে দেখিয়া পাটেশ্বরী ঃ
আবান্তর = অবান্তর > আবান্তর = আনুসঙ্গিক, প্রসঙ্গাগত (বিবরণ)
যেমন — 'আবান্তর যত গেলা জলেত ভাসিতে'
আবের (আব + এর) অভ্র > অরভ > আভ > আব = ধাতু বিশেষ
যেমন — 'আবের লেখনী পাইল ওঝা ধন্বন্তরী ঃ
আজুকুয়া = আ + যুকুয়া, যুক্তি > যুকুতি, যুক্তি-যুক্ত, ব্যক্তির বিশেষণ।
তাই, আ (নঞর্থক) যুকুয়া = যুক্তিহীন, অবিবেচক, লঘুমনা প্রভৃতি।
যেমন — "আযুকুয়া বাসব তুরে করিম সঙ্গার।
আয়রতি = আরতি > আয়রতি
আরতি = আ-রম্‌ + ত = আরত + ই = আরতি
অর্থ - একান্ত ইচ্ছা, অভিলাষ।
যেমন — "অনেক দিবস হএ মনের আয়রতি।
আলিফনা = আদীপন, আলিম্পন, আলেপন, আলিপন, আলিফনা প্রভৃতি।
= উৎসবে বা মঙ্গল কার্য্যে গৃহদ্বারে, অঙ্গনে দেয়ালে, তলে পিটালি বা খড়ি প্রভৃতি রঙের অঙ্কিত চিত্র।

যেমন — ঘরে ঘরে দেয় আলিফনা।
আস্ফাল (আ + স্ফালি) সগর্বে বা সরোষে বেগে সঞ্চালিত করা বা ঘুরান।
যেমন — লেজের আস্ফাল দিয়া নামিলা কুমীর ঃ
আসুকা = আসুক > আসুকা
যেমন — দিবাম গৌরীরে বিয়া আসুকা এথাএ ঃ
আয়রানী = আয়তি (স্ত্রী)
= আয়তযুক্তা, শাঁখা-সিন্দুর প্রভৃতি সধবার চিহ্ন যুক্তা।
যেমন — হরগৌরী সমান হহিয় আয়রানী।
ইনাম = আরবী, ইনাম = ইনাব, বখ্‌শিশ = পুরস্কার।
যেমন — যার যেই অভিপ্রায় ইনাম পাইবা।
ইসিদে = ইষৎ > প্রা. ইসি > ইসিদ
(ইসিদ + এ) = ইষৎ, একটু, অল্প.
এই হেতু ইসিদ করহ বারে বারে
বা, জিজ্ঞাসা করিলা প্রভু হাসিয়া ইসিদে।
ইহানে = (ইহান + এ) = সং এতেষাম্ > প্রা. এ আণ > বা. এহান, ইহান।
= একে
যেমন — "ভগীরথে ইহানে পৃথিবী নিয়া যাইব।"
উইর = সং উপগৃহ > উপঘর > উইর, উংগর, উগইর প্রভৃতি
= শস্যের গোলা বা লাড়কি ইত্যাদি রাখার অনুচ্চ মাচা।
যেমন — বাঁশ কাটি কামেলাএ দুই উইর করি ঃ
এক্ষেত্রে, বিশেষণাত্মক 'দুই' শব্দের প্রয়োগে মনে হয় 'উইর' খণ্ড বা টুকরো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
উগলিআ (উগল + ইয়া) = উদ্‌গীর্ন > উগ্‌গর > উগর, উগল
= বমন, উদ্গিরণ
যেমন — উগলিয়া পালায় ব্রাহ্মণ না করিয় ব্যাজ।
উছর্গিয়া = (উছর্গ + ইআ) + উৎসর্গ > উছগ্‌গ > উছর্গ + ইআ
= দান করা, উৎসর্গ করা।
যেমন — 'দান উছর্গিয়া সবে দেয় বাসবরে'।
উজাইয়া (উজান + ইয়া) = উদ্‌জবন > লি. উজ্জরণিকা প্রা. উজ্জআনিআ > উজানি, উজান।
= উর্দ্ধগামী, উচ্চদিক্‌গামী, স্রোতের প্রতিকূল গামী।
নববর্ষায় নিম্নগামী জলস্রোতের বিপরীত দিকে যে মাছ উঠে আসে তাকে বলা হয় উজাইয়া বা উজাই।
যেমন — আচম্বিত পথে যাইতে উজাই মইৎস পাএ।
উজলা = (উদ্ + জ্বল্ + অ) = উজ্জ্বল।
= আনন্দ, আনন্দে বিকশিত।
যেমন — নাগের মায়ের মনে পরম উজলা।
উঠসিয়া = (উঠ + আসিআ) = আসিয়া উঠ।
যেমন — ভুরা হনে উঠসিয়া তড়।
উডাইয়া = উঠাইয়া > উডাইয়া (ঠ = ড)
= তুলিয়া বা তুলে।

যেমন — হাত উডাইয়া মথ পুনি পুনি নিছে।
উড়পুষ্প (উড় + পুষ্প) = ওড় > ওড্ড > ওড় বা উড় = রক্ত।
ওড় বা উড়পুষ্প = লালফুল তথা রক্ত জবা ফুল।
যেমন — তবে চণ্ডী উড়পুষ্প দিলা দুই কর্ণে।
উগত লেঙ্গোরা = এক প্রকার ছোট তৃণ জাতীয় গাছ। এগুলোর বীজ কাপড়ে লাগলেই আটকে যায়। বিভিন্ন নামে পরিচিত।
যেমন — উগত লেঙ্গোড়া, লেঙ্গোরা, লেংড়া (রা) প্রভৃতি।
উগত - লেঙ্গোড়া কালা ধুতুরার বীচি।
উপক্ষনে = অপেক্ষায়, তুলনায়
যেমন —'উপক্ষনে অন্য নহে স্বামীর সমান'।
উপক্ষিল = নিকটে এসে ঋতু রক্ষা করলো।
গিরি চক্রবর্তী আসি রিতু উপক্ষিল।
বা, উঠে গিয়ে নিরীক্ষণ করা অর্থে - ছুটিয়া নারদ মনি লুড় উপক্ষিল।
উপাধিক (উপ + অধিক) = বিশেষ, অধিক, অতিরিক্ত।
যেমন — উপাধিক দধি-দুগ্ধ দিল সরজারে ঃ
উবা = উর্দ্ধ > উব্ভ > উব, উবা = সোজা, খাড়া।
যেমন — 'হেমতাল কান্দে করি নাচে উবা পাএ ঃ
উম = উষ্ম বা উষ্মন্ > উম্হ > উম্ > ওম।
= বস্ত্রাদির আচ্ছাদন জন্য বা পক্ষপুটের আবরণ হেতুক তাপ।
যেমন — 'উম দিবায় পক্ষীর বেভারে ঃ
উর্যুগে = (অযুগ + এ) = অযুক > অযুগ
= অনির্দিষ্ট নামা বস্তু বা ব্যক্তির পরিবর্তে বা, প্রযোজ্য সর্বনাম।
উর্যুগ = উদ্যোগ > উয্যগ > উদ্যোগ, চেষ্টা।
= বিবাহ করাইতে চান্দে করিল উর্যুগ।
উর (বু) সির = অড়হর (ডাল)
= ঝোল দিয়া ডাইল রান্দে উবুসির হালি।
হালি = বীচি বা বীজ।
উবুসির হালি = অড়হরের বীজ বা ডাল।
উরে (উবু + এ) = উবুদেশে।
যেমন — শয়ন করিলা মনি মনুসার উরে ঃ
আবার, উপরে > উরে = উপরে।
এছাড়া, - উরে = অগেতে। এই অর্থে ব্যবহৃত বলে - 'উরে' শব্দ 'উর্দ' - ধাতু জাত বলেই মনে হয়। কারণ এ ধাতুতে আচ্ছাদনের আভাষ।
যেমন — উবু = উর্নু (আচ্ছাদন) + উ।
= ঢেকে, গোপনে, অজ্ঞাতে।
লুকাইয়া চান্দের উরে সুনুকা সুন্দরী।
এইমনে = এমনে, এ প্রকারে (এতদৃশ, এ মঃ >) এহ > এহি > এই।
যেমন — বিষ্ণুর সেবক পক্ষী হৈল এইমনে ঃ

এইহনে = হন্তে হনে = হতে
এই হতে, এহতে
"বিষ্ণুর গরুড়াসন হৈলা এইহনে"।
একশ্বর, একাশ্বর = একা
যেমন — "একশ্বর ঘরে আইল চন্দ্রধর রাজ"।
এড়, য়েড়,
এড়িল, এড়িয়, এড়িয়া = সং মুচঅ > প্রা - অবহেড > বা
এড় = রাখা, স্থাপন করা, মুক্ত করে দেওয়া, ছেড়ে দেওয়া।
যেমন — 'এড় এড় পার্ব্বতী বলএ বারে বার।
ইহারে শুনিয়া পক্ষী তখনে এড়ি দিল'।
এব = এখনও
যেমন — এব বা না ছাড়এ বিবাদ আমাত।
এলাইচা = এলৈসা, এলৈঞ্চা, হেলেঞ্চা, তিতির ডোগা প্রভৃতি নামে এক প্রকার লতা জাতীয় তিক্ত শাক।
যেমন — এলাইচা রান্দে আর করলার আগ।
এলাচিয়া = ধাতু নির্মিত এলাচ খচিত পদাভরণ। পদযুগে এলাচিয়া যাহার বহুমর্ল্য।
কটক = কট + এক
= সেনানি, সৈন্য সমুহ
যেমন — চান্দের কটকে বলে হৈল সর্ব্বনাশ।
কতআল = কোটপাল > কোটাল, কোতোয়াল, কতআল।
যেমন — 'রাত্রিদিনে নগরে বেড়াএ কতআল ঃ'
কতি = কোথায় = (কতি যাইবা)
= বলিতে, বলতে = কহা, কহিতে > কুতি (কি কতি কি কৈল)
= সংখ্যা পরিমাণ = কিম + অতি = কতি।
বিদাএ কালেত আর নাইবাএ কতি ঃ
কথাএ = কুএ > কুলথ .> কোথা, কথা কতি প্রভৃতি।
অর্থ = কোথায়।
কপালি = (কপাল + ই) = খেজুর গাছের রস বের করতে ওপরের ছোলা অংশ।
= খেজুর গাছের কর্তিত আবর্জনা।
= বৃষ্টি ঝাপটা হতে বাঁচার জন্য দু'হাত প্রশস্ত ওপরের বেড়া বিশেষ।
কপালি = ধনীলোক
= কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ।
বর্তমান পুঁথিতে 'ঘটক' বা ভাট অর্থে ব্যবহৃত।
যেমন — 'কপালিএ বলে আমি নানা দেশে ফিরি ঃ'
কন্দলি (কন্দল + ই) = কোন্দল > কন্দল
= বাক্ যুদ্ধ, ঝগড়া, কহল, কন্দলি = কলঙ্ক পরায়না।
যেমন — এই অলক্ষিনী কর্ম্মা কন্দলি ধাঙ্গুড়ি ঃ
কাইল = কাঠের তৈরী উদুখল।
কাহিল > কাইল = দুর্বল, অসুস্থ, রোগা।

কল্য > কল্ল > কাল > কাইল। = গতকাল বা আগামী কাল।
যেমন — 'চান্দ নামে এক সাধু আসিয়াছে কাইল ঃ'
কাখেড়া = কর্কট > কক্কত, কংকড় > কা (কাঁ) কাড়া, কাকড়া, কাখেড়া, কাঁকড়া।
যেমন — হেন কালে কাখেড়াএ দিয়াছে ভাসান।
কাচানেতে (কোচান + এ + তে) = কঞ্চুলিকা > কঞ্চুলী > কাঁচুলি = বক্ষাবরণী।
যেমন —
কাগজিআ (কাগজ + ইয়া) স্ট্যাম্প বিক্রেতা
= কাগজের মত খোসা পাতলা লেবু বিশেষ, কাগজীলেবু।
যেমন — নারাঙ্গি জামীর কাটে কাগজিয়া আর ঃ
কাগুতি = কাকুক্তি > কাকুতি, কাকতি, কাগুতি।
কাতর বচন, কাতর প্রার্থনা।
কামেলা = (কাম + লা) কর্ম > কম্ম > কাম + লা, এলা = কামলা > কামেলা (কাজ করে যে)
যেমন — একদিন প্রভাতে কামেলা বনে যাএ।
কাঁকালি, কাকাইল = কক্ষকত
= কাঁখ, কোমর।
যেমন — জানিলে কাঁকালি ভাঙ্গি লইতু পরানি।
কাঁকালাস = কৃক্লাস > কংকলাস > কাঁ (কা) কালাস।
কাঁকসাস = গিরগিটি।
যেমন — কাঁকালাস বান্দিয়াছে কত কৈতে পারি।
কাকুবাণী = কাক্‌যুক্ত বা কাকতিযুক্ত বাণী
যেমন — শঙ্করের স্থানে চান্দে কহে কাকুবাণী।
কাপাই = কার্পাস > কাপাই
যেমন — গায়েত কাপাই পট্ট হাতে তাড়বালা।
কাহেকুহে = কাঁই-কুঁই করে, কাচু-মাচু করে। (অস্থিরতার ভাব)
যেমন — আর বুড়ি কাহেকুহে।
কাস্ট = কাষ্ঠ > কাস্ট = দাহ কারক আরক বিশেষ।
সাদৃশ্যে - শবদাহ কাজ।
যেমন — তুমারে করএ কাস্ট কান্দে পুনি পুনি।
কছিত, কুছিত = কুৎসিৎ > লি. কুচ্ছিৎ, প্রা. কুচ্ছিয় > কুছিৎ, কছিৎ প্রভৃতি।
যেমন — এতবড় কছিত তুই করিলে যে কাজ ঃ
কুর্পর, কুপ্পর = অধীন, বশ, অনুগত।
যেমন — 'ত্রির কুর্পর হৈয়া না থাকিম ঘরে'।
কুবে = কুবেরে
যেমন — 'চন্দ্রে এড়িলেক কান্তি কুবে এড়ে ধন ঃ
কুয়র = সং কুমার > প্রা. কুমর, কুওর > কুয়র।
যেমন — তুমার প্রসাদে হৈল শতেক কুয়র।
কুস (শ) ন্ডিকা = কুশকন্ডিকা > কুশন্ডিকা
বৈদিক অগ্নিসংস্কার বিশেষ। বিয়ের পরে রাতে বা বিয়ের পরের দিন অনুষ্ঠেয় অগ্নিস্থাপন পূর্বক হোমাদি

সংস্কার বিশেষ বা উত্তর বিয়ে।
যেমন — "বিধিমতে কুশণ্ডিকা কৈলা যতচিত"।
কুসিয়ারি = কুইশ্শর, কুইওর, কুঁইওর, কুইস্যার, কুসিয়ারি = আখ।
যেমন — সুবর্ন্নের লাকেড়া দিয়া নেয়ত কুসিয়ারি।
কুহনে = (কুহন + এ) = কুহর (কন্টশব্দ) কুহন।
কুহনে = কণ্ঠ শব্দ করে।
যেমন — "নানা পক্ষিগণ তথা সঘণে কুহনে।"
কুন্দে (কুন্দ + এ) = ভাস্কর্য শিল্পী, ভাস্কর
যেমন — 'কুন্দে কুন্দিছে যেন লখাই বিফুলা'।
কুষ্টি = কুষ্ঠ (রোগ বিশেষ)
যেমন — অন্দাতুর কাল কুষ্টি নাহিক সংসারে ঃ
কেডা , কেডা = কে
যেমন — "ভাগে বুন্ধে কেডা আছে তুমার সমান।"
কেতুকা = কৌতুক > কতুক + 'এ' এবং 'আ'।
যেমন — "কেতুকা করিয়া দেবী হৈলা অবতার"।
কেয়র = (কেয় + র) = কোহপি > মাগবী প্রাকৃত কেরি > কের > কেঅ > কেহ, কেয়।
যেমন — কেয়র হস্থেত গন্দ - রত্ন - দীপ বারা।
কেয়ুর - কে - যা + উর = বাহুভূষণ বিশেষ, অঙ্গদ।
যেমন — কঙ্কক, কেয়ুর সাজে ঃ
কৈম = কহিব, বলব।
যেমন — "অনেক জিনিষে কলা কত কৈম নাম"।
ক্রুধাইবা (ক্রুধ + হইবা বা করিবা) = রাগ করবে।
যেমন — বিলম্ব হহিলে ক্রুধাইবা বিষুহরি।
খইয়ার সেত = খৈ-এর মত সাদা (কাপড় বিশেষ)
যেমন — চান্দে বলে খইয়ার সেত ঃ বদলে দিবাএ নেত ঃ
খড়ম = কাষ্ঠময় > হি. খাড়াউ, মৈ. খরম, বা খড়ম। কাষ্ঠ নির্মিত পাদুকা বিশেষ।
খাকার = খাঁকার > খাকার, খাখার খাঁখার প্রভৃতি।
= কফ্সদৃশ ঘৃণার বস্তু বা বিষয়, কলঙ্ক, অযশ, অপবাদ, নিন্দা, কুৎসিত ব্যাপার।
যেমন — হেন বংশে জর্ম্ম লভি রাখিনু খাকার।
খাগেড়া = সং খগ্গড় > খাগড়া, খাগেড়া = নল জাতীয় তৃণ বিশেষ।
খাজাএ = (খাজা + এ) খাদ্য > খাজা = খাদ্য বিশেষ।
সংখর্জ্জ (কণ্ডুয়ন) খাজা, খাজাএ, খাজাএ = চুলকান।
খাণ্ডা = খাঁড়া, খাড়া, খাণ্ডা = পশু ছেদনার্থ নির্মিত অস্ত্র বিশেষ।
খাণ্ডা ঘুড়া আর নারী এ তিন পরাণের বৈরী।
খাপ = মৈথিল শব্দ। আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি।
যেমন — কৎছব রহিছে খাপ দিয়া সরবরে।
খারাঘর (কা. খার্ + ঘর) = অবরোধ ঘর, যে ঘরে অপরাধীকে আটক রাখা হয়।
যেমন — 'খারাঘরে সাধুয়ারে রাখ বন্দি করি'।

খায়াএ = (খা + য়াএ) = খাওয়া,
যেমন — কপ্পুর মিশাল দিয়া রাজারে খায়াএ।
খারাখারি = ছোট ছোট ফাঁক বিশিষ্ট বাঁশ বা বেতের তৈরী ঝুড়ি।
যেমন — 'গুয়া নারিকেল পান লইল খারা ভরি।'
'লইল বিচইন খারি যতকিছু আছে।'
খাসী = আ-খস্‌সী > খাসী, ছিন্ন মুস্ক নপুংসক ছাগ।
যেমন — 'বড় বড় খাসী লইল ভুমি সম পেট ঃ'
খিরদের (খিরদ + এর) = ক্ষীরাব্দি, ক্ষীরোদ, খিরদ = ক্ষীরবৎ স্বাদু জলের সাগর।
যেমন — "সুমেরু শিখর আন খিরদের জল।"
খিরিসা = সং ক্ষীরস, ক্ষীরসার > খিরিসা, খিরসা, ক্ষীরসা, খির্সা প্রভৃতি।
গাঢ় ক্ষীর, নবনীত।
যেমন — "করিয়া বিষের নাড়ু খিরিষা মাখিয়া "।
খুপা = খোঁপা, খোপা প্রভৃতি।
মেয়েদের কেশ বিন্যাস বিশেষ, কবরী।
যেমন — উবা করি বান্দে খুপা বেড়িয়া বকুলে।
খুবাইয়া (খুব + আইয়া) = কা. 'খুব' - জাত
= ব্যগ্রতাপূর্বক, কাতরভাবে, বিশেষভাবে।
যেমন — বাকল পাইয়া তবে চম্পকের নাথ ঃ
খুবাইয়া লইলেক করি সহসাত।
খেউর = সং ক্ষৌর প্রা. খউর > খৌরি, খেউর।
যেমন — নাপিত ডাকিয়া আন করি খেউর কর্ম্ম।
খেড়ি খেলা (খেড়ি + খেলা) = সং. ক্রীড়া > প্রা. খেড্ড > খেড়া - ড়ি, ড়ী।
সংস্কৃত 'ক্রীড়া' থেকে 'খেড়ি' শব্দের উৎপত্তিতে অর্থ হয় 'খেলা'। কিন্তু এখানে 'খেড়ি' পদ কর্মসংজ্ঞক।
তাই 'খেড়ি' শব্দের মানে হলো জুয়া বা পাশা।
যেমন — "তাহাতে বসিয়া খেড়ি খেলায়ে আনন্দে।"
খেত্রি, খেতি = ক্ষত্রিয়
যেমন — 'খেত্রি জর্ম্মিলা বাহুহনে।'
খেদাইম (খেদা + ইম) খেদ + আ = খেদান, তাড়ান প্রভৃতি।
যেমন — "বজ্রে কাটি তুমারে খেদাইম পুনি পুনি।"
খেদাড়ি (খেদা + ড়ি) = দূরকরা।
যেমন — আসিতে বিনতাসুত দিবাএ খেদাড়ি।
খেয়ানি = খেয়াদানী, খেয়ানি (নী) = পাটনী।
যেমন — খেয়ানি খেয়ানি করি ডাকে মহেশ্বর ঃ
গছাইছে (গছা + ইছে) = গচ্ছিত = গছান, ন্যস্ত করা।
যেমন — "পূর্ব্বে গছাইছে পৌন্ধা না দিলে সংশএ"।
গমএ = গোময়, গোবর, গমএ।
যেমন — 'ঘর-দ্বার লেপি দেয় গমএ প্রচুর'।
গয়াইল (গয়া + ইল) = গয়া > গঁজা > গোঁজা, -য়া, গোঞা প্রভৃতি।

বা
গোয়ায় (গয়া + য়)
যেমন — "তিন প্রহর রাত্রি, জাগিয়া গয়াইল'।
'কাল সর্প ঘরে থৈয়া আনন্দে গয়ায়।'
গরয়া = ঘরোয়া > গরওয়া > গরয়া = সর্দারের অধীনস্থ লোক।
যেমন — মহাগণ্ডগুল করে গরয়া সকলে।
গড়িয়াল < ঘড়িয়াল = জলশুক্তি, 'গুগলি', গুঁড়িশামুক, কুমীর প্রভৃতি শব্দ সাদৃশ্যে গড়িয়াল।
যেমন — 'গড়াগড়ি যাএ মৈৎস গড়িয়াল'।
গলৈ, গলৈআ = গলবাহিকা > গলুই, গলৈ।
গলৈ = নৌকার অগ্রভাগ।
গলৈআ (গলৈ + আ) = গলৈতে বসে যে = মাঝি।
যেমন — 'যাহার গলৈর মাঝে চুরে দিল সিঙ'-
ধামাই গলৈয়া বলে এ দুষ যাত্রার ঃ
গাবর < গর্ভরূপ = গাবর, গাবুর = মজুর, নৌজীবী জেলে, কাণ্ডজ্ঞানহীন, মূর্খ।
(হি. গবরা = যুবক, অসমীয়া - গভরু = যুবক - যুবতী)
যেমন — 'শুনি পৌদ্যাবতী বলে জালুয়া গাবর।'
গাড়ুয়া = সং. গারুড়িক প্রা. - গারুড়িঅ > গারুড়ি, - লি. প্রভৃতি।
গারুড়ি > গারুয়া, গাড়ুয়া।
গারুড়ি = গরুড় বিদ্যা বা বিষবিদ্যা।
তাই গাড়ুয়া খেলাএ - বা বিষবিদ্যা নিয়ে খেলায়।
যেমন — শিস্যগণ লইয়া সদাএ গাড়ুয়া খেলাএ।
গ্রান্তি = গ্রন্থি, গ্রন্থন, বন্ধন, কাণ্ডসন্ধি, শরীর সন্ধি, গাঁট, গিরো প্রভৃতি স্মারক চিহ্ন।
কোন কাজ বা কথা মনে রাখতে বা স্মরণ করতে কাপড়, রুমাল প্রভৃতিতে গিট, গিরো বা গ্রন্থি দেবার যে রীতি তাকে ও গ্রন্থি বা গ্রান্তি বলে।
যেমন — 'অঞ্চলে পাইল চণ্ডী শঙ্করের গ্রান্তি'।
গুহিলা = গোধিকা > গোহিআ > গুই, গুইল, গুহিলা, গোসাপ
যেমন — 'কিবা আঞ্জিলার লেজ কিবা গুহিলার'।
গুঁজ = কুব্জ > কুজ > কুঁজ, গুঁজ প্রভৃতি।
যেমন — আর বেটি রাজকাশ গুঁজ আছে বড় ঃ
গোন্ডায় > গোয়ায় = কাটায়
"কাল সর্প ঘরে থৈয়া আনন্দে গয়ায়।"
গৌরবে (গৌরব + এ) = গুরু + আ (অন) = পুজ্যতা, সম্মান, আদর, মর্যাদা।
যেমন — "কার্য্যের গৌরবে পৌদ্যা উত্তর না দিল"।
ঘাটী = হি. ঘাটি = পাপ, দুষ্টমি।
ঘাটিয়া = মৈ. ঘটি ঘাটি = ন্যূনতা, ত্রুটি।
ঘাটএ
যেমন — 'কেয় কারে না ঘাটএ না ছাড়ে মহত্ত্ব।"
চকি = হি. চৌকি = পাহারাওয়ালার ঘাটি, ফাঁড়ি, থানা।

যেমন — চকিদিয়া চান্দরে সে স্থানে রাখিল।
চাঙ্গার (চঙ্গা + এর) = চণ্ডাল > চাঁড়াল > চাঙ্গার বা চঙ্গা। চাঙ্গালে। 'কিরাত' শব্দের অর্থ চণ্ডাল বিশেষ। তাই কিরাত দেশের চঙ্গের বার্হ্মণ এর অর্থ হয় চণ্ডাল জাতীয় বার্হ্মণ।
যেমন — না জানিয়া গিলিলেক চঙ্গের ব্রাহ্মণ।
চাতর = চত্বর > চত্তর > চাতর = চতুস্পথ, চৌমাথা, চাতুরী, চাতুর্থ > চতুর > চাতর, চাতুর = কৌশল, নৈপুণ্য।
যেমন — 'নাগের চাতর দেখি পাসরে আপনা।'
চাতরে-চাতরে = চৌমাথায় চৌমাথায়
যেমন — গীত গাএ চাতরে চাতরে।
চাতুরাই (চাতুর + আই) = চাতুরালি। ধূর্ততা, চাতুর, চাতুর্য।
যেমন — আমি কিবা জানি তুমার এত চাতুরাই।
চাবিয়া = চর্বন > চম্বন > চাবন, চাবাইয়া > চাবিয়া = চিবিয়ে।
যেমন — "তণ্ডুল চাবিয়া চান্দে বলে ধীরে ধীরে"।
চাপায় (চাপা + অ) = আরোহন, স্থাপন, রাখা, ভার বা দায়ীত্ব দেওয়া, ভিড়া, তীরলগ্ন করা।
'ভুরা চাপায় সুন্দরী যায় মরিবারে'।
চান্দলি = চাঁদা, চাউন্দা, চাইন্দা প্রভৃতি।
কাঁটাযুক্ত এক প্রকার ছোট মাছ।
যেমন — আমসি অম্বল রান্দে মিশালে চান্দলি।
চিতপিড়ি (চিত্ + পিড়ি) = চিত্ = উর্দ্ধমুখে শায়িত।
পিড়ি = সং. পীঠ > প্রা. পীড > বা পীড়া, পিড়ি = কাঠের তৈরী বসার আসন।
চিত্পিড়ি = উর্দ্ধমুখ বসার আসন।
সুবর্ণের চিতপিড়ি ঃ নানা বর্ণে করি গুঁড়ি ঃ
চুমকিএ (চুমকি + এ) = চুম্ব > চুমু > চুমুক, চুমকি।
যেমন — দুই চুমকিএ সিন্দু শুসিল সকল।
চুট্টাবুড়া (চুট্টা + বুড়া) = সং. চুট্ হি. চুটা, চুট, চোটা, চুট্টা প্রভৃতি। = চোট খাওয়া, ছেদন করা, চোটে কাটা, ছেদনার্থ আঘাত করা।
বা, টুটাবুড়া = সং. ত্রুটিত > টুটা > = হীন, জঘন্য, নীচ।
যেমন — বাপ তর টুটাবুড়া হৈল মখদুষে।
চেঙ্গী = চেংড়ি > চেলি = জ্বালাবার নিমিত্ত তৈরী কাঠের টুকরো।
যেমন — চেঙ্গী দিয়া যাবে বুড়া মনুসার আগে।
চুটে (চোট + এ) = সং. চুট, হি. চোট (+ এ) = চুটে।
= প্রচণ্ডভাবে, মহাবেগে, উচ্চরবে।
যেমন — বেদমন্ত্র পটে চুটে।
ছুপ, ছুপাএ (ছুপ + আএ) = ছুপ, ছোপ, ছোব, ছুপ, ছোঁ প্রভৃতি।
= নাগেকাটা, ছোঁমেরে নেয়া, শ্বাপদের মখ বা দাঁতের আঘাত, রঙের ছোঁয়া।
যেমন — "ছুপালে সকল নাগে কুশের কানন"।
ছাআল = সং. শার প্রা - ছার + স্বার্থে ল > ছারল > ছাউঅল, ছাওয়াল, ছাআল, ছায়য়াল
যেমন — "বুড়াবুড়ি না বুলাএ বুলাএ ছায়াল।"

ছায়য়াল = প্র. শিশু, শাবক, ছানা।
যেমন — একই সেবক আমার বানিয়া ছায়য়াল।
ছাইল = ছাদি + ল > ছায় = আচ্ছাদন করা।
যেমন — 'ছাইল সকল চাল লুহাদিয়া তারে'।
ছার, ছারকরি (ছার + করি) = সং.কার > প্রা. ছার > ছার = ছাই, ভস্ম, হেয়জন, অভাজন, অপাত্র, কুলাঙ্গার প্রভৃতি।
যেমন — "ছারকরি কুনু জনে না বলিছে আর।"
ছাতারিয়া (ছাতার + ইয়া) ছাতায়ের নেতা, = অসম্ভবের সম্ভব।
যেমন — চান্দে বলে ছাতারিয়া এড় মর হাত।
ছান্দিআ (ছান্দ + ইয়া) = ছান্দ = গড়ন, আকার, সাজ রচনা প্রকার, অবয়ব সংস্থান, গমনভঙ্গী।
যেমন — 'বিভিদ প্রবন্দ করি ছান্দিল তাহারে।'
আবার, ছান্দ = মন্থন দণ্ডের কেটন রজ্জু। গাভীর পদ বন্দন, ঘুমের ঘোর।
যেমন — 'ধর্ম্মরাজ ছান্দিয়া পড়িলা ভূমিতল"।
ছিকল = শৃঙ্খল > শিকল > ছিকল
যেমন — 'গলাএ তুলিয়া দিল লুহার ছিকল'।
ছুটা = সং. ক্ষুদ্র > প্রা. ছুত্ত, ছুট্র > ছোট, ছুটা = ছোট
যেমন — "সেয়পুনি ছুটা নহে আমার কারণে ঃ"
ছুলে = সং. উক্ > প্রা. ছোল্ল > বা ছোল, ছোলা, খোসা ছাড়ান।
যেমন — সভার নিকটে আনি ছুলে কতুহল।
ছেছাড়িয়া (ছেছাড়, ছেছুড়) = হেঁচাপারা।
বন্ধুর ভূমিতে ঘর্ষণে ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন করে টানা।
যেমন —"ছেচাড়িয়া নিয়া যাএ আপনার ঘরে।
ছেদি = (ছিদ্ + অ) ছেদন করা, কর্তন করা।
যেমন — ডিম্ব পালাইব ছেদি।
ছেল = শেল > = সূক্ষ্মাগ্র আয়ুধ বিশেষ।
যেমন — "বাগয়ান কাটি মর ছেল দিল বুকে"।
জঞ্জাল = ঝঞ্ঝাট > হি. মৈ. - জঃ জাল, বা জঞ্জাল।
= আবর্জনা, বিরক্তিকর বিষয়।
যেমন — 'মরিলে গাড়ুরি উবা জঞ্জাল ফুরাএ।
জাউক (আ) = যাক
যেমন — 'আপনে উজাইয়া ভুরা যাউকা দেবপুরী।
জাটি = সং. যস্টি > প্রা. জট্‌ঠি > জাঠি (টি, টী, ট)
পুকুরের মাঝখানে নিখাত দীর্ঘ কাষ্ট দণ্ড।
ঘানির হাঁড়ির মধ্যস্থিত খাড়া পেষণদণ্ড, রাজপুত জাতি বিশেষ।
যেমন — "ঠাই ঠাই কাটা যেন জাটী ক্ষুরসান"।
মার মার করি কেয় ছেল জাটীলএ।
জারক (জ + অক) = জীর্ণতা জনক, জঠরাগ্নি বর্ধক।
জাল = সং. যাতা > জাল > জা = ভাশুর বা দেবরের স্ত্রী।

যেমন — ছয়জাল বুলাইয়া উঠিল সত্তর।
জাঙ্গাল = সং জঙ্গাল > জাঙ্গাল, জাংগাল।
= রাস্তা, পাহাড়ীপথ, উচু পথ, মাঠের উচু আইল।
যেমন — মীরাস জাঙ্গাল পুস্কর্ন্নি।
জিতে = সং জীবীত > জীতা > জিতা, জিতে = জীবিতাবস্থায়।
জির্ম্নপাত্র (জির্ম্ন + পাত্র) = সং জীর্ণ = জরাযুক্ত, জঠরাগ্নিপক্ক, পরিপাক প্রাপ্ত।
যেমন — 'খাইলেয় জীর্ম্নপাএ দারুণ গরল'।
জিয়উ = জীবুক > জিউক > জিয়উ, জিয়উ = বাঁচুক।
বা, জিহাইল, "জিয়উ তুমার স্বামী আশীর্ব্বাদ করে।"
"বছাহির মরন পুণি যেরূপে জিহাইল"।
জিয়াইব = বাঁচাব
যেমন — পর্ত্তয় না যাই কেয় জিয়াইব তাকে।
জীব = প্রাণ
যেমন — লইয়া দুহার জীব জয় বিষহরি ঃ
জীবার হেতু = বাঁচার জন্য, রক্ষার জন্য।
যেমন — "চান্দের জীবার হেতু মহার্জ্ঞান দিল।"
জুখি (জোখ্ + ই) = হি - জি (জো) খ = ওজন করা.
যেমন — সাতসের সুনা জুখি দিল সদাগরে।
জুকার = সং জয়কার > প্রা - জোক্কার > জোগার > জোকার, = জয়শব্দ বা উলুধ্বনি।
যেমন — "সখীসব সঙ্গে করি দিলেক জুকার"
ঝাটে (ঝাট + এ) = সং. ঝটিতি > ঝটি > বা, ঝাট = শীঘ্র।
যেমন — পার কর ঝাটে করি।
ঝারে = ঝার + এ) = ঝাড় > ঝার = ঝোপ-ঝাড়।
যেমন — "অনাথিনী হহিয়া বেড়াইম বনে ঝারে"।
ঝুনা = সং. জীর্ন > প্রা. জুন্ন > জুনা, ঝুনা = পাকা - শুষ্ক (নারকেল)
যেমন — "পাকা ধান পাকা কলা ঝুনা নারিকেল"।
টলবল = টলমল > = কম্পমান, অস্থির।
যেমন — টলবল অমরানগর।
টঙ্গী = টঙ্ক (বন্ধ) = জলের মধ্যস্থ উচ্চবিলাস গৃহ , জলটুঙ্গি।
বা
টাঙ্গি 'সাগরের পারে টঙ্গী করিছে প্রবন্দে ঃ
টাঙ্গিতে বসিয়া থাকে সদাএ খেলাএ ঃ
টাকুরালি (টাকুর + আলি) = টাকুর < ঠাকুর = মহত্ত, যশ, খ্যাতি, শ্রী বৃদ্ধি।
টাবুটুবি = ডুবু-ডুবু, প্রায় মগ্নাবস্থা।
যেমন — "টাবুটুবি করে বেটা জলের উপর"।
টেন্টনা (টেন্টন + আ) = জুয়া খেলার আড্ডা।
টেন্টনা = যে জুয়া খেলে।
যেমন — টেন্টনার বাকে তবে দিল দরশন।

ডাকাদিল (ডাকা + দিল) = সং দাগ > ডাক।
দাগা > ডাকা = কারো কোন আচরণে অন্তরে ব্যথার দাগ পড়া।
ডাকা দিয়া (ডাক + দিয়া) ডাকাতি > ডাকা।
যেমন — "নিরবধি ডাকা দিয়া হৈছে ধনেশ্বর।"
ডম্প = কা- দফ্ > = বাদ্য বিশেষ।
ডানি = সং. ডাকিনী > প্রা. ডাইনী > ডাইনী, ডাইন, ডানি, = পিশাচী, পেত্নী।
যেমন — "ডানি আসিয়া প্রবেশ তরপুরে।
ডুখুলা = দোখল > দুকলা, ডুখুলা = অসভ্য, নিকৃষ্ট জাতি।
যেমন — "ডুম নহে ডুখুলা নহে জাতে রজপুত ঃ"
ঢৌএ (ঢৌ + এ) ঢেউ > = তরঙ্গ।
যেমন — "ঢৌএ নিয়া মনি-মক্তা আজাইছে কূলে"।
তজবিরা = (আ. তজ্বীজ্) = বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত, রায়, বন্দোবস্ত, ব্যবস্থা প্রভৃতি।
তজবীজ > তজবির, তজবিরা।
যেমন — "সকল লইল চান্দে করিয়া তজবিরা।"
তছলিম = আঃ তক্লমণ > তক্লিম > তছলিম = কথাবার্তা।
আবার, আ. তক্সীম > তছলিম = বিভাগ, বন্টন।
যেমন — 'মলুনা সকল চলে তছলিম করিয়া।'
চরণাটিতে তক্লিম পদের পরে 'করিয়া' ক্রিয়াপদ থাকায় 'তক্সীম' শব্দের অর্থ প্রাধান্য পায়। কারণ 'কথাবার্তা কহিয়া' থেকে 'বিভাগ বা বন্টন্ করিয়া' - অধিক শ্রুতি মধুর।
তছুপরে = তস্যা > প্রা. তসু > বা. তছু = তার + উপরে = তদুপরে
যেমন — 'তছুপরে নপুর পঞ্চম শব্দ বলে'।
তাইন = তিনি
যেমন — 'তুমা স্থানে মরে দিয়া তাইন গেলা ঘরে ঃ'
তাগারি = উর্দু - তগার > তাগারি = কাঠের বা পিতলের তৈরী বড় গামলা।
যেমন — "কাষ্টের তাগারি দিয়া সুবর্ন্নের থাল"।
তাড়বালা = তাড়ঙ্ক > তাড় = হস্তাভরণ বিশেষ।
যেমন — 'গায়েত কাপাই পট্ট হাতে তাড়বালা।'
তালসঙ্খ = করতল বাদন, হাততালি।
যেমন — 'তালসঙ্খ বাজাইয়া লইয়া হুঙ্কার।'
তামুল = তাম্বুল > (তম্ + উল্চ (উল)
"মখেত তামুল দিয়া রাজা চন্দ্রধরে"।
তায় = তপ্ত > তত্ত > তা বা তায় - (উম-দেয়া অর্থে)
যেমন — 'তায় দিয়া লুহাখান অগ্নির সমান"।
তাতে = (তাত + এ) তপ্ত > তাত =
" অগ্নিপ্রাএ ঘৃত ভাণ্ড জ্বাল তাতে করি।"
তারায় = তারাও
যেমন — "তারায় চলিছে পুনি যর্জ্জ দেখিবার"।
তিরাসেত (তিরাস + এত) = তৃষ্ণা > তিসা > তিরাস, পিপাসা, তিয়াসা।

যেমন — "খিদাএ খাইম অর্ন্ন তিরাসেত পানী"।
তুকাইয়া = টোকানো > টোগানো, তুকানো = অনুসন্ধান, খোঁজ।
যেমন — 'মনুসার যর্গবর না পাএ তুকাইয়া'।
তেতৈ = তেন্তুলি > তেঁতুল, তেতৈ।
যেমন —"টুটেত তেতৈ লইয়া পক্ষী শুয়া যাএ।"
থরথরি = ভয়ে বা শীতে কাঁপা।
যেমন — "ডিম্ব হনে বার হৈয়া থরথরি কাঁপে।"
থাপা = থাপা > থাবা = উপুড় করতল বা কোন।
যেমন — 'থাপা দিয়া লইলেক নখের উপর।'
থুপন (থুপ + অন) = সং. স্তুপ > প্রা. থুব > থুপ > = গোছা, গুচ্ছ।
যেমন — 'মিশালে বান্দিল কাচা পাটের থুপন।'
থৈ = থোয়া, রাখা
যেমন — ' স্বর্গে যদি থই বিষ স্বর্গ হয়ে ভ্রষ্ট।
থৈয় = থুইয়, রাখিও
যেমন — 'পুত্র হৈলে নাম থৈয় ভালা লক্ষীন্দর।'
থৈল = রাখল।
যেমন — 'পত্র ছিড়ি থৈল পৌদ্য পত্রের উপর।'
থৈছ = রেখেছ
যেমন — 'মাথে করি আন কন্যা থৈছ কুনুটাই।'
দগড়া = দ্রগড় > দগড় বা দগড়া = যুদ্ধ বাজনার বড় ঢোল।
যেমন — 'মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে দগড়া বিশাল।'
দিভ্যটী = দীপবর্ত্তি > প্রা. দীঅ অট্টি > দিয়াট্টি, য়নী, দিভ্যাটি (ি) = প্রজ্জ্বলিত দীপ, মশাল।
যেমন — 'করেতে দিভ্যাটি করি গেলা গণপতি।
দড়াইয়া (দড় + আইআ) = দৃঢ় > দঢ় > দড়, দিড়।
যেমন — 'এই মতে নাগপক্ষী দড় দড়াইল ঃ'
দিড়বাক্য = (দৃঢ়) দিড় বাক্য তুমরা সবের স্থানে পুছে।
দস্থার = টিন ও সীসার ধাতু নির্মিত শিরস্ত্রাণ।
(দস্তার) "লাম্ভাদাড়ি বড় পেট মাথাএ দস্থার"।
দুনা = দ্বিগুন > দুনা > দুনা।
যেমন — 'অখন হৈল দুনা দুঃখ।'
দুস্কির্ত্তি = দুষ্কৃৎ < দুস্ + কৃ + কিদ্ > দুস্কিতি > দুস্কির্ত্তি = পাপকারী।
যেমন — 'দুস্কির্ত্তি জনের বাক্য যাএ রসাতলে।
দুবিক্ষের (দুঃবৃক্ষ + এর) = খারাপ গাছ বা বিষবৃক্ষ।
যেমন — "তাহার সহিতে আছে দুবিক্ষের মাল"।
দৃষ্টান = দৃষ্টিমান > = দৃষ্টি তথা দেখার শক্তি আছে যাদের।
যেমন — 'উটিয়া দৃষ্টান যারা ঃ দৃষ্টি করে চাএ তারা'।
দেয়ান = দে (দা) ওয়ান (আ. দীবান্) > দেয়ান।
রাজা বা জমিদারের প্রধান কর্মচারী বা রাজসভা, দরবার, কাছারী।

যেমন — 'দেয়ান করিল গিয়া গুঞ্জরীর ঘাটে'।
'চন্দ্রধর বসিয়াছে করিয়া দেয়ান।'
দেআসিআছিলা (দেআসিআ + আসিয়াছিলা)
= সং. দেবদানী > প্রা. দেঅ আসী > বা. দেআসী বা দেয়াসী। = দেবপরিচারিকা। ক্রমশ অপদেবতা।
দেআসিআছিলা = দেবপরিচারিকা বা অপদেবতা আসিয়াছিলা।
যেমন — 'কুনু দেয়াসিয়াছিলা পৃথিবীতে।'
ধলা = ধবল > = সাদা
যেমন — 'উড় কেতকী আর ধলা জাতি যূথী।'
ধাঙ্গুড়ি (ধাঙ্গড় বা ধাঙ্গুড় + ই, ঈ) = হি - ধাঁগড়।
= বিন্ধ্যাদি পর্বতের অনার্য জাতি বিশেষ।
গৌণার্থে = অসভ্য, গালি বিশেষ।
যেমন — 'এই অলক্ষিনী কর্ম্মা কন্দলি ধাঙ্গুড়ি।'
ধামেনা ভাতারী = ধামেনার উপপত্নী, গালি বিশেষ।
যেমন — 'বারে বারে ভাণ্ডি যায় ধামেনা ভাতারী '।
ধোপিয়া = ধাবক > ধোপা, বা ধোপিয়া = যে জীবিকার্য কাপড় ধোয়, রজক।
যেমন — 'বারে - ধুপিয়া কর্ম্মকার গপালক।
নউকশূল (নউক + শূল) = নাক > নউক।
যেমন — 'নউকশূল চলিয়াছে।'
নলরটগা (নলর + টগা)
নলর (নল + এর) = খাগড়া। টগা = ডগা।
নলরটগা = নল খাগড়ার ডগা।
যেমন — "নলরটগা বদলিবা : সেত চামর দিবা"।
নাইলা (ন + আইলা) = না আসা।
যেমন — 'আসিছে সকল দেব পৌদ্যা নাইলা কেনে'।
নাইসে (ন + আইসে) = না আসে।
যেমন — 'চম্পকেতে নাইসে যেন ধামেনা ভাতারী।'
নাহিকপসর (নাহিক + অপসর) = অবসর নেই।
যেমন — 'দিনে দাসী কর্ম্মকরে নাহিকপসর।'
নায় = নৌ > লি. - নাবা, প্রা. নাবা .হি. নাব > বা. না, নায় = নৌকা প্রভৃতি।
যেমন — 'নদীর কূলেত বসি ভাঙ্গা নায় কানি'।
নারাঙ্গি = নারঙ্গ > নারাঙ্গা, নারেঙ্গা = কমলালেবু বিশেষ।
যেমন — "নারিকেল কত ভিড় নারাঙ্গি কমলা।"
ন্যায় (নি - ই + অ) = উচিতে অবিচল।
ন্যায় করা = উচিত বলতে অন্যের সঙ্গে তর্ক করা।
যেমন — 'দেবে সে বিফুলা যদি হারে এই ন্যাএ'।
নিকড়িয়া = কড়িহীন বা মূল্যহীন (ধন)
যেমন — 'নিকড়িয়া ধনে নায় নেয়ত ভরিয়া।'
নিকলিলা (নিকল + ইলা) = নির -গল্, হি. নিকল, = আবির্ভূত, বাহির, ক্ষরিত, প্রবাহিত হওয়া।

নিকলিলা = আবির্ভূত বা বাহির হইলা।
যেমন — 'নিকলিলা যুগ নিদ্রা বর্ম্মার সাক্ষাতে।
নিগারে = নিকারে > নিগারে
শ্রীহট্টে 'নিকারি' শব্দের মানে = মৎস্য বিক্রেতা জাতি বিশেষ।
যেমন — 'খেয়া লইয়া দুরে গেছে পরার নিগারে।'
পরার (পর + আর) = অপর, পরের,
অর্থাৎ সবুয়া ডোমনী শিবকে জানাচ্ছেন যে, তাঁর স্বামী নৌকা নিয়ে দূরে মৎস্য জীবীদের পাড়ায় গেছেন।
নিছইন = নিয়েছে, নেয়া হয়েছে।
যেমন — "কাল নাগে খাইছে তাই নিছইন শ্মশানে"।
নিছক = থাকা > = আশ্রিত, শুষ্ক, খাঁটি, ছাক্কা, মুল্যহীন প্রভৃতি।
যেমন — 'ক্ষুদ্র নদী না থাকিলে সাগর নিছক।
নিছনি = সং. নির্ম্মঞ্ছ (নীরাজন) প্রা. নিম্মাঞ্চল > নিছি > নিছনি, বিনাশক, আপদ, বালাই, অঙ্গসজ্জা, বিয়ে কালীন স্ত্রী আচারের অঙ্গ বিশেষ আরতি, বরণ অতিপ্রিয় বস্তু বা বরণের দ্রব্য।
যেমন — 'ই বুলিয়া লএে চণ্ডী মখের নিছনি।'
নিছে = হাত উডাইয়া মখ পুনি পুনি নিছে ঃ
নির্ব্বাহিয়া (নির্বহ + ইয়া) = নির্বাহ > নির্বহ (নির - বহ + অ)
যেমন — 'অপরে যতেক কথা সব নির্ব্বহিয়া ঃ'
নিজঞ্জাল = নাই জঞ্জাল যেখানে, ঝামেলা নেই এমন, নির্জন।
নিজজিলা (নি - যুক্ত = নিযুক্ত, নিয়োজন।
যেমন —'সখীগণ নিজজিলা - ঘট আনিবারে ঃ
'পুনরুপি ডালে নিয়া কর নিজজন'
নির্যুগে , নিজোগে (নির্যোগ + অ) উদ্যোগহীন, চেষ্টাহীন,
যেমন —'নির্যুগে পুরুষ থাকিতে না যুয়াএ।'
নির্ত্ত = নৃত্য > নাচ
যেমন —'নির্ত্ত করি মহিলেক সকল দেবতা।'
নিয়ল = নিগড় (নি-গড় (বন্ধন) + অ) = শৃঙ্খল
যেমন — 'পায়েত তুলিয়া দিল লুহার নিয়ল'।
নিয়াই = হি. নিহাই, মৈ. নেহাই।
কামার বা সোনার যে লৌহ পিণ্ডে লৌহাদি রেখে হাতুড়ি দিয়ে পেটায় ঐ লৌহ পিণ্ডকে বলে 'নিয়াই'। এছাড়া বাটাল বা বাটালিকে ও 'নিয়াই' বলে।
যেমন — 'হাতুরা নিয়াই লৈয়া চলিলেক ঘাটে ঃ'
নিলাজি = নির্লজ্জ > নিলাজ, নিলাজি (স্ত্রী) = লজ্জাহীনা।
যেমন — 'হেরেল নিলাজি কেন বিলম্ব করসি ঃ'
নেউটিয়া (নেউট + ইয়া) = নি - বৃৎ > প্রা. নিরট > বা নিউট, নেউট = পরাঙ্মুখ হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া।
যেমন — 'কি কারনে নেউটিয়া যাএ সদাগর।'
নেত, নেতের (নেত + এর) = নেত্র > প্রা. নেও > নেত = অংশুক বস্ত্র বিশেষ।
যেমন —'নেতের আঁচল দেবী লুটাএ ভূমিতে'।

নেহানে (নেহান + এ) = নিহার > নেহার > নেহাল > নেহান = নিরীক্ষণ করা।
যেমন — 'সুহৃদ সকলে তাতে নেহানে গগন।
নৈরাকার = নিরাকার > নাই আকার যার।
যেমন — 'নৈরাকার হৈলা পুনি অনাদি গুসাই'।
পছিমা (পছিম + আ) = পশ্চিম > পচিম > পছিম।
পছিমা = পশ্চিমা, পশ্চিমী।
যেমন — 'জির্জ্ঞাসিলে বলিবাএ পছিমা জহুরী'।
পটকা = পটি > পটি, পট, পটকা = বস্ত্র, বিশেষতঃ চিত্র খচিত বা কার্পাস জাত বস্ত্র যা কোমরে পরা হয়।
যেমন — 'কটিতে কাছিল তবে মনুসার পটকা।
পলট = পর্য্যস (পরি - অস্ > প্রাঃ - পল্লট > পালট, পলট = প্রত্যাবর্তন, দেয়া - নেয়া।
যেমন — 'দর্পন পলট করে।'
পরিছেদ = পরিহরণ (পরি - হৃ + অন্) > পরিহার > পরিছেদ = পরিত্যাগ করা।
যেমন — "অনেক দিবসে বাদ পরিছেদ হৈল।
পারির্ছাদ = পার্ষদ > পারিষদ > পারির্ছাদ।
যেমন — 'পারির্ছাদ নাগে মর পক্ষী খাইল ধরি।'
পাখালয়ে = প্রক্ষালন (প্র - ক্ষালি + অন্) প্রা. পক্খাল > পখাল, পাখাল, ধোয়া, কাচা।
যেমন — 'এক একখান করি পাখালএ ভাল।
পাছ = পাইছ,
যেমন — 'যাবত দাসীর শাস্থি এব নহি পাছ'।
পসারিতে (পসার + ইতে) = সং প্র. সারি = প্রসার > পসার = প্রসারিত করা, ফাঁক করা।
যেমন — 'মখ পসারিতে তবে দুই জিবর্বা দেখি'।
পাথারে (পাথার + এ) = প্রস্থ (প্র - স্থা + অ) > পাথার, = প্রস্থের দিক।
পাথারে = প্রস্থের দিকে, আড়াতাড়ি ভাবে, কোনাকুনি ভাবে প্রভৃতি।
যেমন — 'পাথারে লাগিয়া রৈল নাহি হএ তল'।
পিনিআ = সং পিনদ্ধ > পিন্ধা > পিধন > পিঁদন, পিন্ধা, পিনা, পিনি।
পূর্না = পূর্নাহুতি > = হোমান্তে হোম দ্রব্য সমুহের পূর্নাহুতি।
যেমন — "এই বাক্য দিড় করি যর্জ্ঞ পূর্না দিব"।
পাতিলা = পাত্রী > পাতরী (স্বরাগমে) > পাতিলী, পাতিল, পাতিলা, পাইল প্রভৃতি মাটির তৈরী হাল্কা হাঁড়ী বিশেষ।
যেমন — " পাতিলা বৈসাইল তাতে সারি সারি করি"।
পাতল = পত্তল > সুক্ষ্ম, কৃশ, লঘু, হালকা।
যেমন — "তুলাত পাতল হইল বিফুলা সুন্দরী"।
পারাইল (পার + আইল) = পার হইল বা পারে আইল।
যেমন — "বৈতরণী নদী পারাইল অনাহাসে ঃ"
পারগ = পারজ্ঞাম > পারগ = পারদর্শি
যেমন — "বিদ্যাএ পারগ হৈলা পূজিয়া ভৈরবী।"
পালই = যদি সং. পালি = পালই হলে, মানে = সেতু।
যদি হি. পাল = পালই হয়, তাহলে, মানে হয় উচা কিনারা।

পিচাশ = পিশাচ > বর্ণ বিপর্যয় এ পিচাশ
"ভূত প্রেত পিচাশ দানব কর দূর।"
পিপ্পলীর পাতি (পিপ্পলী + পাতি) = পিপ্পলী > পীপল > পিঁপুল, পিপলি প্রভৃতি।
অর্থ — ছোট এক প্রকার লতা ও তার শুণ্ডাকার লম্বা ফল।
পাতি > পাতা, সুতরাং পিপলীর পাতি = পিপুলের পাতার মত কর্ণাভরণ বিশেষ।
যেমন — "কর্ণে শুভিয়াছ ভালা ঃ চাকি আদি কর্ন্নফলাঃ তাহে দিল পিপলীর পাতি।"
পিত = পিত্ত > পিত = যকৃৎ হতে নিঃসৃত তিক্ত রস।
যেমন — "তুষ্টি পুষ্টি কান্তি হএ বাত-পিত হরে"।
পিলই = প্লীহা > প্রা. পিলিহা > পিলা, পিলই।
যেমন — "বুগ চলে সারি সারি ঃ কাশি আদি করি ঃ
পিলই চলিলা তার পাছে ঃ"
পুছা = সং প্রোঞ্ছ (প্র + উঞ্ছ) > পুঞ্ছ > পোছ, পোছা, পুছা = মার্জন করা, বস্ত্রাদি দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করা।
যেমন — "পঞ্চমেত লাগাইল পুছা"।
পুছ, পুছিলেক / প্রচ্ছ্ > লি.প্রা. পুচ্ছ > পুছ, পুছা = জিজ্ঞাসা করা।
হাস-পরিহাস বলে পুছিলেক উঝা'।
পেসিছে = প্রেষণ (প্র ইষ্ + ই + অন্) প্রেরণ, প্রবর্ত্তন নিয়োগ।
যেমন — "চম্পকেতে চল দূত পেসিছে মিতাএ"।
কেটে ফেলা অর্থে - 'দৈত্য দুইজন কাটি পেসিলা সত্তরে।'
পৈরে (পৈর + এ) সং. পহিরন > পৈরণ > পৈরণ, পৈর = পরিধান।
যেমন — "উত্তম বসন পৈরে অঙ্গ রঙ্গ খনি।"
পৈরিল = (পৈর + ইল) "হারমত করি তারে পৈরিল গলাএ।"
পৈথান = পৈথান, পৈতান, পৈথ্যান প্রভৃতি = বিছানার পায়ের দিক।
যেমন — "শিয়র হনে নাগ গুটা পৈথানেত যাএ"।
পুতুলা = পুট্ল্যা > পুতুলা = চোখের আবরণ (পাতা) নিমীলক কারক অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা, সং পোটলিকা > পোটলা, পুটলী, পুতুলা = গাঠ্‌রী, বোঁচকা প্রভৃতি।
যেমন — "ততক্ষণে আনি দিল অস্থির পুতুলা"।
প্রপঞ্চ = প্র - পন্ছ্ + অ = প্রতারণা, ছল।
যেমন — 'প্রপঞ্চ করিছে পৌন্ধা মায়া রাক্ষসী।'
প্রাছিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত >
যেমন — 'পঞ্চগব্যে প্রাছিত্ত যে করিল বিশেষ'।
প্রেথি (খণ্ডে) = উৎপত্তি বোঝা গেল না, তবে মনে হয় দুঃখ, দুর্দশা, শাপমুক্তি প্রভৃতি অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।
যেমন — "পুত্র হনে প্রেথি খণ্ডে জানিয় সর্ব্বথা।'
ফাত্‌ফুত্, ফাত্‌ফুতি = রাগ, সশব্দে, জোরে জোরে বকাবকি করা। ফোঁস ফোঁস করা প্রভৃতি।
যেমন — "বাঁশ হনে বার হৈলা ফাত্‌ফুতি করি।"
ফার, ফারা = ফাটা > ফাড়া > ফারা = ছেঁড়া
যেমন — 'যারখান যায় ফার ঃ মর্ম্ম কিছু নাই তার'।
ফাল = উৎফাল বা লম্ফ > লাফ > ফাল (বর্ণ বিপর্যয়)

যেমন — "ঘনে ঘনে ফাল মারে লেঙ্গুর পাকাএ"।
ফুকারি = সং ফুৎকার > প্রা. ফুক্কার > বা পুকার, ফুকার, ফিকার প্রভৃতি = ফুৎকার বায়ুতে বের হওয়া 'ফুৎ' শব্দ করণ।
যেমন — 'ফুকারি মারএ যেন মেঘের গর্জ্জনী'।
ফুরাএ = পুরয় > পূর্ণ, পূর্ণা > ফুরা = পূর্ন হওয়া, শেষ হওয়া।
যেমন — "মরিলে গাড়ুরি উঝা জঞ্জাল ফুরাএ।"
ফুপাএ = ফুকাএ = স্ফুট, স্ফুর > ফুল্ল > ফুল = ফুলায়, = রোগে, রাগে, আনন্দে স্ফীত হওয়া, ফাঁপা।
যেমন — "দুই গাল ফুপাএ বাঘে ভয়ঙ্কর রীত"।
ফুসাইলে = পুহান বা পোহান > = প্রভাযুক্ত হওয়া, প্রভাত হওয়া,
যেমন — "রাত্রি ফুসাইলে যত সব অকারণ"।
ফেপড়া = হি. - ফেফড়া = ফুস্ ফুস্ যন্ত্র। সাদৃশ্যে ফোলা নাকী।
যেমন — 'একবেটী ফেফড়া নাকী আর বেটী কাল'।
বন্দিস (শ) = (ফা. বন্দিশ = উষ্ণীষ, পাগড়ি)
যেমন — "বিনদ বন্দিস মাথে গলে রত্ন হার"।
বইন্দা = বন্ধ্যা > = যে নারীর সন্তান হয় না।
যেমন —
বাইন = সং. বাণি (বয়ান) বাইন, বান = নৌকার দুই তক্তার সন্ধি বা জোড়ের মুখ।
যেমন — "যেয় আছে নৌকাখানি ঃ বাইনে বাইনে দেয় পানি"।
বাউ, বাও = বায়ু > সাগর নিশব্দে রহে ঃ মন্দ মন্দ বাউ বএ'।
বাইম = বাজাইম (ব) >
যেমন — 'মনুসা মণ্ডনে বান্ধ ঘরে ঘরে বাইম।'
বাখান = ব্যাখ্যান > বক্খান, বখান > বাখান = প্রশংসা, ভাল।
যেমন — মর্যাদাএ লাজ-ভএ নারীর বাখান ঃ
বাগআন = বাগান >
ফা. - বাগহ > হি. বাগ. বা. বাগ, বাগান > বাগআন।
যেমন — 'মহাকুপে কাটিয়া চান্দের বাগয়ান।'
বাঙ্গান, বাইঙ্গান = বাতিগণ বা বাতিঙ্গান > বাইঙ্গান, বাইগন, বাইঅন, বাইংগান = বেগুন।
যেমন — "কুমড়া বাঙ্গান রূপে আর কচুমান।"
বাটিলা বা বাটা (বাট + ইলা) = বন্টন > বাট, বাটা, = ভাগ করা।
বা, 'সকল বাটিলা বিষ না বাটিলা কেনে ঃ'
কিবা বুল সুন্দরী সতীনে লৈব বাটা।
বাত = সং. বার্তা > হি. মৈ. বা. বাত = বাক্য, কথা।
বার্ত্তি, বার্ত্তিল = বার্ত্তা > = খবর, বার্ত্তি = খবর দিয়ে।
"গড়ুরে আনিল বার্ত্তি যতপুর জন।"
"ইন্দ্রআদি করিয়া বার্ত্তিল দেবগণ"।
বাদুয়া = (বাদ + উয়া) = বাদপ্রিয়, ঝগড়াটে।
যেমন — "বিষম বাদুয়া বেটা বাদের নিদান"।
বান্দী = হি- বাঁদী > বান্দি, ক্রীতদাসী, গালি দিতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যেমন — "এথাও আসিছে বান্দী বিড়ম্বিতে মরে"।
বানের (বান + এর) = বাঁট > বাট > বান = গাভীর স্তন।
যেমন — "দুই বানের দুগ্ধ দিয়া সাগর পুরিব"।
বায় = বাত- বায়ু।
যেমন — চৌষট্টি বায় বাএ ঃ পেট বেথা পাছে ধাএ ঃ
বারে (বার + এ) = বাহির > বাইর > বার।
যেমন — "বারে যত হাতী ঘুড়া প্রবন্ধে বান্দিয়া"।
বারা = নতুন দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করা, আচ্ছাদন করা, আবরণ, গন্দ, রত্ন-দীপ প্রভৃতি উপকরণে সজ্জিত বরণ ডালাকেও 'বারা' বলে।
যেমন — "কেয়র হস্তেত গন্দ-রত্ন-দীপ বারা"।
বিগতি = দুর্গতি, দুর্দশা
যেমন — "এত বিগতি কেনে কহ মর টাই"।
বিচারে (বিচার + এ) = বি - চারি = অন্বেষণ করা, খোঁজা, বিচারিআ (বিচার + ইয়া) = "বিচারিয়া গেল পক্ষী রসালে পুরি"।
"তথাতে গাড়ুরি উঝা বিচারে সদাএ"।
বিচইন = সং. ব্যজন > = হাতপাখা
যেমন — "লইম বিচইন খারি যতকিছু আছে"।
বিটলে = সং. বিট > বিটাল, বিট্টাল, বিটলা = অস্পৃশ্য, অপবিত্র, দুষ্ট, ধূর্ত।
যেমন — "উছিস্ট খাইলে চান্দ হইব বিটাল"।
বিড়া = সং. বীটি > প্রা. বীভি > বা. বীড়া, বিড়া। = সাজাপান, পানের খিলি।
যেমন — "কতগুটি গুয়াপান বিড়া করি মুস্টি"।
বিনাইআ = সং. বর্নি > = গুণ বর্ণনা পূর্বক খেদ করা, বিলাপ করা, বাং. বিন্ (বোনা) = বয়ন করা, বুনা।
বিনাজানি = বিনা + জানি = না-জানি।
যেমন —বিনাজানি দুষ দেয় না হএ উচিত।
বির্ন্না‌দিয়া (বির্ন্না + দিআ) - বির্ন্না = বীরণ (বীর + অন্) >
বির্ন্না, বিনন্যা, বিন্না, বিন = উশীরতৃণ, বীরন গুচ্ছ, পুচ্ছ বিশিস্ট এক প্রকার লম্বা ঘাস প্রভৃতি।
যেমন — "বির্ন্না দিয়া কর্ম্মমলে খাজাএ তখন"।
বিবর্জিত = বি - বৃজ্ + ইত = বিশেষরূপে বর্জিত, পরিত্যক্ত, হারা,
যেমন — "বুদ্ধি বিবর্জিত মনি কামে হত হৈয়া ঃ"
বিবত্তিয়া (বিবত্ত + ইয়া) = বিবর্ত্ত > বিবত্ত = ভাগ করা, বন্টণ করা,
যেমন — মধ্যভাগ বিবত্তিয়া দিলা দান বরে।
বিবহিত = বিহিত (বি. বা + ত) > বিবহিত = সূত্র, ব্যবস্থাপিত, নির্ধারিত।
যেমন — "বিধি বিবহিত কার্য্য করিলা আসিয়া"।
বিভুলে = সং. বিহ্বল > প্রা. বিব্ভল > বিভুল, বিভোল, বিভোর, = বিহ্বল, মত্ত, আত্মহারা প্রভৃতি।
যেমন — "পার্ব্বতীরে দেখিয়া বিভুল দিগান্তর"।
বিমরিসে (বিমরিস + এ) = সং. বিমর্ষ > বিমরিষ, বিমরিস = বিমর্ষ, দুঃখ।
যেমন — "কমলা বিফুলা ধরি কান্দে বিমরিসে"।
বিয়াকুল = ব্যাকুল > বেয়াকুল = বিশেষ রূপে আকুল, অশান্ত, অধীর।

যেমন — "মধুলুভে ভ্রমরা সদাএ বিয়াকুল"।
বিসরিমণ্ডনে (বিসরি + মণ্ডন + এ) বিসরি = বিষহারি > বিষহরি > বিসরি = পদ্মা, মনসা।
মণ্ডন = মুণ্ডন = নিঃশেষে কেশচ্ছেদন করান, মুড়ান।
বিসরিমণ্ডনে = বিষহরির মাথা মুণ্ডনে।
যেমন — "বিসরি মণ্ডনে বাদ্য বাজাইম সত্তরে ঃ"
বিসমাদ = সং বিসংবাদ > বিসম্বাদ > বিসমাদ = বিবাদ, কলহ।
যেমন — "কি কারণে মর সনে কর বিসমাদ"।
বিসমুখী = বিষমুখে যার = সাপ, সাপের দেবী মনসা।
যেমন — "বিলাপ করিয়া তবে কান্দে বিষমুখী"।
বিহগম ঃ বিহমগম = বিহঙ্গম (বিহায়স্ + গম্ + অ) বিহগ, বিহগম, বিহমগম = আকাশ গামী, খেচর পাখী।
যেমন — "হেন কালে বিহমগম দেখিল সমখে"।
বিহানে (বিহান + এ) = সং. বিভাতি > বিভান > বিআন > বিহান = সকালবেলা।
বীচি = সং. বীজ > = আঁটি, উপরিজাত বীজবৎ মাংস পিণ্ড।
যেমন — "মাঝে মাঝে বীচি তার ধরে ছড়া ছড়া"।
বুড়িআ = সং. বৃদ্ধ > লি.প্রা. বুড্‌ঢ, বুঢ্‌ঢ > বা - বুড়, বুড়া, বুড়িআ, বুড়ো।
যেমন — "দিগম্বর চুলদাড়ি পাখেনা বুড়িয়া"।
বুনি = সং. বুক্ক (বক্ষ) বুক, বুন, বুনি = স্তন, মাই প্রভৃতি।
যেমন — "বুনির ছাওয়াল মর কিছু নাহি জানে ঃ"
বুলইন (বুল + ইন) = সং. কথায় > প্রা. - বুল্ল > বা. বোল, বুল = বলা, কহা।
বুলাইয়া (বুলা + ইআ) সং. ব্রজ্ > প্রা. - (বুল > বা. বুল, বুলা।
বুলাএ (বুলা + এ) = ভ্রমন করান, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরান
লঘু স্পর্শ পূর্বক হস্তাদি চালনা করা।
যেমন — "ছয় জাল বুলাইয়া উঠিল সত্তর" -
"বুড়াবুড়ি না বুলাএ বুলাএ ছায়াল"।
বেড়াছ = বেড়াইতেছ, বেড়াচ্ছ
যেমন — "কদ্রু বলে বিনতাল কান্দিয়া বেড়াছ ঃ"
বেবস্থিতে (বেবস্থা + ইতে) = ব্যবস্থা > = ক্রমপূর্বক স্থিতি, বিধিপূর্বক স্থিত।
যেমন — "বেবস্থিতে বেভার দিলেক মিত্র করে"।
বেভারে (বেভার + এ) = ব্যবহার > বেভার = আচরন, কার্য, প্রিয়জনকে নতুন বস্ত্রাদি দান।
যেমন — "উম দিবায় পক্ষীর বেভারে ঃ"
বেভুলিত (বেভুল + ইত) = বিহ্বল > বিভোল > = মত্ততাজন্য, ভ্রমযুক্ত।
যেমন — "মন বেভুলিত হৈয়া গজ গেলা আগে"।
বেয়াই = সং. বৈবাহিক > প্রা. বেআহিঅ > বা. বেয়াহি, বেয়াই = পুত্র বা কন্যার শ্বশুর।
যেমন — "হাসিয়া চান্দে বলে শুনরে বেয়াই"।
বেয়াকুল = ব্যাকুল > বেয়াকুল (স্বরাগমে) = বিহ্বল, অশান্ত, অধীর।
যেমন — "মধুলুভে ভ্রমরা সদাএ বেয়াকুল"।
ব্রেথা > বৃথা = নিরর্থক, নিষ্কারণ

যেমন*— "স্বামী বিনে অন্যযত সে সকল ব্রেথা"।
বেহার = বিহার > = পরিভ্রমন, বেড়ান প্রভৃতি।
যেমন — "অহর্নিশ করএ বেহার ঃ"
বৈতালি, বৈতালিনী (বৈতাল + ই, ইনী) = বৈতালিক > বৈতাল = অসৎচরিত্র মেয়ে লোক, তাল জ্ঞান হীনা, দুর্মতি, মূঢ়া, গ্রাম্য মেয়েলি গালি। (বৈতাল শব্দই স্ত্রী লিঙ্গ কিন্তু আঞ্চলিক উচ্চারণে - 'ই' - 'ইনি' যোগে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়েছে) .
যেমন — পক্ষী হনে কুনুকর্ম্ম হৈব বৈতালিনী।
বৈরাতিরগণ (বৈরাতি + সম্বন্ধের গণ) = বরযাত্রী, বরিয়াতি > বৈরাতী, বৈরাতি।
বৈরাতির গণ = বরযাত্রীরা।
'যাত্রী' শব্দটি এক বচনেই ব্যবহৃত হয়। যেমন - পথযাত্রী, রথযাত্রী প্রভৃতি। অবশ্য শব্দগুলোতে বহুর আভাষ আছে। বরযাত্রী বললে বরের সঙ্গী একাধিক যাত্রীর ভাবই প্রকাশ পায়। কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথ লখাই - এর বিয়ে যাত্রায় বিভিন্ন শ্রেণীর বরযাত্রী যেমন - ধনুক ধারী, বাদ্যকর, জ্ঞাতিবর্গ প্রভৃতি বোঝাতে 'বৈরাতি' শব্দের সঙ্গে 'গণ' ব্যবহার করেছেন।
"নিষেধ করহ সব বৈরাতিরগণ"।
বৈরিল (বৈর + ইল) = বীর + অ = বৈর, বিরোধ, বিদ্বেষ, শত্রুতা।
ব্রর্ম্মহানি = ব্রাম্মণের অমর্যাদা, বা মানহানি।
"বর্ম্মহানি যদ্ধপি করিছে বাসবে"।
ভরম = ভ্রম > (স্বরাগমে) ভরম = ভুল, ভ্রান্তি।
"মনের ভরম ছাড় ঃ আপনার পুরে লড় ঃ"
ভসিচআ (ভসচ + ইআ) সং. ভর্ৎস প্রা. ভস্চ > ভসছ বা ভচ্চ = ভর্ৎসনা করা, গালি দেওয়া।
"শিবরে ভসিচয়া তবে বলে কতুহলে।"
ভাট বা বাট = ভট্ট > = হিন্দুজাতি বিশেষ, কবিতায় রাজার বংশচরিত কীর্তনকারী, স্তুতিপাঠ, পরিচয় দান, দৌত্য বা পত্র বহনকারী।
"নট ভাটগণে সদা করয়ে মঙ্গল"।
ভাড়ুয়া = ঘুটে মজুর, বেশ্যার পোষ্য
"সর্ব্বদায়ে মাটি খায়ে ভাড়ুয়া লক্ষণ"।
ভাণ্ড = ভণ্ড > = প্রতারণা করা, ভাঁড়ান, ভুলান।
"ঘরে গিয়া ভাণ্ড মরে কবট বচনে"।
ভাতার = সং. ভর্ত্তৃ > প্রা. ভত্তার > ভত্তার, ভাতার = পতি
" বারে বারে ভাণ্ডি যায় ধামেনা ভাতারি।"
ভাসা = সং. ভাঁগ > প্রা. ভাস > বা. বাস, ভাসা = মনে করা।
"দিন দুইচারি হৈলে সবে ভাসে ভিন্ন"।
ভিড় = পিড়, পীড় প্রভৃতি = নারকেল, কলা, কমলা প্রভৃতি ফলের ছড়া বা কাঁদি অর্থে ব্যবহৃত।
"নারিকেল কত ভিড় নারাঙ্গি কমলা"।
ভুইমালি = সং. ভুমি > ভুই
ভুইমালি = একপ্রকার জাতি বিশেষ, ঝাড়ুদার।
"ভুইমালি ডাকিয়া বলিল তার শেষ"।
ভুঞ্জাইল (ভুঞ্জা + ইল) = সং. ভোজি - ভোজয় > প্রা. ভুংজার > ভুঞ্জা = ভোজন করান, খাওয়ান।

"বিধিমতে ভুঞ্জাইল অন্ন ব্যঞ্জন"।
ভেটা = ভেটাই > ভেটা = ডাঁটা বল
"ভেটা লৈয়া কৌতুক খেলাএ জটাধরে"।
ভৈনারি (ভৈন + আরি) = ভগিনী > বহিন > ভৈন = বোন, ভৈনারি = পাতানো বোন বা বোন সম্বন্ধ করা।
"ভৈনারি ঘটাইতে মরে বলে পুনি পুনি"।
মই = সং. বয়ম্ > প্রা. মো > বা. মৃ. মুই, মুঞি, মুঁঞি, মুহি, মই = আমি।
"দুই গুটা ডিম্ব মই পালিনু কি কারণে"।
মইত্য = মর্ত্ত > মইত্য = পৃথিবী (যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে ই-কারের আগম) যেমন ঃ মইত্যভুবনে।
মইল = মৃ > লি. প্রা. মর্ > বা. মরা = মরিল।
মকালিআ (মকাল + ইআ) = উৎপত্তি, মুক্ত করে, স্খলিত করে অর্থাৎ চুল ছেড়ে এলোমেলো করে, শিথিল করে।
কেশ মকালিয়া বস্ত্র পিন্দিলা কাছিয়া।
মগদ = মুগ্ধ (মুহ্ + ক্ত) মুগ্ধ, মুগদ, মগদ = সুন্দর, মহোহর,
পণ্ডিত জানকীনাথ মগদ পরম ঃ
ভারত দেখিয়া গাইল গঙ্গার জনম।
মচারে = সং. মুচুটী > বা. মোচড়, মচড় = মুঠিত করা, মোড়া দেয়া ।
মচুকি = আ. মস্‌কা .> মচ্‌ক, মুচকি, মচুকি।
মুটকি = মুষ্ঠি > লি. প্রা. মুটঠি > মুঠি, টি, টী মুটকী, মুঠকি মুটুকি > মটুকি।
কেশেতে ধরিয়া মারে মটুকি চাপড় ঃ
মড় = সং. মুট > মুড়, মোড়, মড়, মোড়া দেওয়া, মেলা।
নাপিত ডাকাএ চান্দে দাড়ি দেয় মড় ঃ
মণ্ডল .= গণ, বৃন্দ, সমাজ
তবে আরবার বলে জালুয়া মণ্ডল ঃ
মণ্ডাইয়া (মণ্ডা + ইয়া) = মুণ্ডা (মুণ্ড + আ) = মণ্ড = নিঃশেষে কেশচ্ছেদ করান বা মুড়ান।
পেথম ভাঙ্গিাম তর মণ্ডাইয়া চুল।
মথনের (মথন + এর) = মন্থন > মথন
মথনের দণ্ড হৈলা মন্দর পর্বত।
মনকলা (মন + কলা) = মনঃ কল্পিত কদলী বা ইচ্ছানুরূপ, মনোরথ কল্পিত বিষয়।
মনে মনে মনকলা খাইয়া মরে বুড়ী।
মনছিব = আ. মন্‌সবহ্ > মনসব > মনছব, মনছিব = তদারকি পদ (পোস্ট), পদস্থান, অধিকার।
মনছিব হৈলা বিপ্র কামাখ্যা নন্দন।
মনহিত = মনোমত। মনহিত বরমাগ দিবাম তুমারে।
মবুআ = মৃত > মরা > মবুআ।
মবুয়া ফালায় জলে ঃ
আমারে মবুয়া দিয়া।
মর্যা = মর্যাদা >
মেনেকা কহিতে লাগে দিয়া বড় মর্যা ঃ

মলুনা = আ. মুল্লা > মোল্লা > মৌলানা, মুলানা, মলুনা।
মলুনা সকল চলে বড় বড় কাজি।
মক্ষিত (মক্ষ্ + ইত)
মক্ষ = ম্রক্ষ্ > লি. মক্‌খে > প্রা. মক্‌খ > মক্ষ = মাখা।
অপক্ক বাইগন ঘৃতে করিয়া মক্ষিত ঃ
মাই বা মায় = মাতা > প্রা. মাই বা মাআ > (মাইআ) মাই, মাআ, মা।
"মায়-বাপ সম্বাষিয়া পুনি উটে রথে।"
মাছুয়া (মাছ + উয়া) মেছো, জেলে = মাছুয়ার জাতি।
মাড়লি = মারুণ্ড > প্রা. মারুল্ল > বা মাড়লি, = ঘরের খুঁটির মাথায় বসান বাঁশ বা পাড় (পাইর)
চারিগুটা মাড়লি দিল শিরেত তাহার।
মাণ্ডবে (মাণ্ডব + এ) = মণ্ডপ > প্রা. মংডব > মণ্ডব, মাণ্ডব = ঠাকুরঘর।
চণ্ডীর মাণ্ডবে গিয়া রহে নিরাহার।
মাল = মা + র = মার > মাল = পার্বতীয় অসভ্য জাতি বিশেষ।
মল্ল > মাল = বাহুযোদ্ধা, কুস্তিগীর
'তিন শত মাল চলে বাহু তালি দিয়া।'
মালুম = আ. মরলুম > মালুম = বোধগত, জ্ঞাত, বিদিত,সূক্ষ্মভাবে সন্ধান করা, হৃদয়ঙ্গম করা।
উঠিয়া মালুম সবে ঃ
মিতাউলি (মিতা + উলি)
মিতা = মিত্র > লি. প্রা. মিত্ত > মীত, মিতা
উলি = আনি > আলি = কর্ম, ভাব, ধর্ম।
মিতালী > মিতাউলী = মিতার ভাব বা মিত্রতা।
"আজি হনে তুমার আমার মিতাউলী"।
মীরাস = আ. মীরাস্ > মিরাশ, মীরাস = পৈত্রিক সম্পত্তি বা রাজ্য।
"ধনজন সম্পদ মীরাস পরিবার।"
মলুনা = মৌলানা > "মলুনা সকল চলে বড় বড় কাজি"।
মেলানি = (মেলন + ই, ঈ)
মেলন = মিল + অন্ = মেলন, সঙ্গ, সমাগম।
মেলানি = মেলন সম্বন্ধী, কুটুম্বাদির সহিত মেলনে (সাক্ষাৎকারে) দেয় সামগ্রী সম্ভার রূপ সামাজিক উপহার বিশেষ।
বিদায় কালে দেয় উপহার সামগ্রী।
মেলে (মেল + এ) = মিল + অ = মেলন, সঙ্গ, সমাগম।
"বিদ্যাধরী মেলে গেল সুবেশ করিতে।"
মৈলাগিরি (মৈলা + গিরি)
মৈলা = মৈনাক (মেনকা + অ) মৈলা।
মৈলাগিরি = হিমালয় পুত্র পর্বত বিশেষ।
"জন্ম দিল মৈলাগিরি মহা ভয়ঙ্কর।"
যতি = যতক (যত + ক), যত্তক > লি. যত্তত > যতেক, জতেক, যতি = যতসংখ্যক, যত, সব।
"শঙ্কপাল কমল কর্কট আদি যতি ঃ"

যাউকা (যা + উক + আ) = যাক
"যথাতথা যাউকা গৌরী দুশ নাই মর"।
য়ুয়াএ = জুআ, - য়া > যুআ - য়া = যোগ্য হওয়া, যুক্তি সিদ্ধ হওয়া, (যুআ + এ) সঙ্গত হওয়া।
"শুক্রেবলে মনিষ্য ধরিতে না য়ুয়াএ ঃ"
যেয় = সং. যে > প্রা. জে > যেহ, যেঁহো, যেহো, যেয় = যে, যিনি।
"যেয় আছে নৌকাকানি"।
রচনা উত্তর = রচনা = (রচ্ + অন্ + আ) কল্পিত।
রচনা উত্তর = কল্পিত উত্তর।
রচনা উত্তর দিয়া ভাণ্ডিম পৌদ্যারে।
রজপুত = (রজ + পুত)
রজ = রজক > রজঅ > রজ।
পুত = পুত্র > পুত্ত > পুত = রজকপুত্র।
"জাতে আমি রজপুত"।
রক্ত - উদরা
উদরা = উদরাময় > উদরা = অতিসার।
রক্ত উদরা = রক্ত অতিসার।
"রক্ত উদরা মতি নাশা"।
রাড়ী = রণ্ডা > রংডা > রাঁড়া > রাড়ী = বিধবা নারী, অনাথা নারী।
"শিশুকালে রাড়ী মর হৈল কর্ম্মা বালা"।
রামকলা = রাম (রম্ + অ) = তজ্জাতীয়ের মধ্যে বৃহৎ।
যেমন — রামছাগল, রামদা।
তেমন — রামকলা (রামকলার মোচা শ্রীহট্টে খুব জনপ্রিয়)
এক একটি মোচার ৫/৬ টাকা মূল্য এর বড়ত্ব এবং প্রিয়ত্ব দুইই প্রমান করে।
রায় = সং. রাব্ > প্রা. রাম > রায় = রব, শব্দ, সুর।
"শুনি না কাড়ি রায় কলঙ্কের কাজে"।
লঘুজাতি (লঘু + জাতি)
লঘু = (লঘ্ + উ) হীন, নীচ, প্রভৃতি।
লঘুজাতি = হীন, নীচ জাতি।
লঙ্গর = নোঙর > = জাহাজ নৌকা ইত্যাদি বাঁধার লাঙ্গালের মত লোহার অঙ্কুশ বিশেষ।
"ডিঙ্গাসব রাখে তবে পালাইয়া লঙ্গর"।
লড়ালড়ি (লড় + অ ঃ লড় + ই)
লড় = নড় > নড় = দৌড়াদুড়ি, লাড়ালাড়ি।
"কতদূর গিয়া ধরে করি লড়ালড়ি।"
লাকুড়ি (লাকুড় + ই) = লক্কড > লকুট + ইক = লাকুটিক > লাকুড়ি = লগুড়ধারী প্রহরী।
"বুর্ন্নশত লাকুড়ি চলে শত সুবাদার।"
লাঘবতা (লাঘব + তা) = লঘু + অ = লাঘব = হেয়, লাঘবতা = হেয়তা।
"লাঘবতা করি গুধা প্রসর্ম্ন বদন ঃ"
লাফ-কাপ (লাফ + কাপ)

লাফ = লম্ফ >
কাপ = কপট >
লাফ-কাপ = কপট বলা ও লম্ফ ঝম্প করা।
"লাফ-কাপ পৌদ্যাবতী বল কি কারণে"।
লাল = সং. (লল + আ = লালা > লাল, নাল = লালাক্ষরণ, ইঙ্গিত খাদ্য বস্তুর জন্য জাত রসনারস"
"কন্ট বিরহ হৈল লাল পড়ে মখে"
লাস-লাবর্ন্ন (লাস + লাবর্ন)
লাস = (লস্ + অ) = লাস্য > লাস = বিলাস। কামচেষ্টা, কেশ, সংস্কারাদি, বেশভূষা।
লাবর্ন = লবন + য = লাবন্য > লাবর্ন্ন = দেহ কান্তি বিশেষ।
লাস-লাবর্ন্ন = বিলাস, বেশভূষা এবং দেহকান্তি সব আছে এতে।
"লাস-লাবর্ন্ন করি যাএ খেয়া দিয়া"।
লাহা = লাক্ষা > প্রা. লক্খা > বা. লাখা বা, লাহা = লাফা, গালা।
(পলাশ প্রভৃতি গাছের শাখায় পুঞ্জীভূত কীট বিশেষের দেহরস হতে উৎপন্ন হয়। এজন্য সংস্কৃতে একে বলা হয় পলাশী, কুমিকা, জতুকা, দ্রুমাখয় প্রভৃতি)
"লাহা দিয়া নানা রঙ্গ করিছে কামারে
লাহা দিয়া নানা ছন্দ করিল তখনে"।
লাঙ্গট = নগ্ন > হি. নগটা, মৈ. নাগট, বা লাঙ্গট, নাঙ্গটা = নেংটা, বস্ত্রহীন।
"উন্মত্ত লাঙ্গট বেটা জামাই করিলে"।
লুটানি (লুটা + আনি)
লুট > লুটা = গড়িয়ে, ঝুলিয়ে।
"লুটানি করিয়া কেশ বান্দিলা সুন্দর"।
লেঙ্গায় = লঙ্ঘায় > লেঙ্গায়।
লঙ্ঘয় > লঙ্ঘন = লঙ্ঘন করা, অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা।
"হহিয়া কুলের বেঙ্গ সর্পকে লেঙ্গায়"।
লেঙ্গুড়, লুড় = সং. লাঙ্গুল > হি. লঙ্গুর > বা. লাঙ্গুল, লেঙ্গুর, লুড়,লেজ।
"সভার ভিতরে লুড় সেই কালে এড়ে।
লেঙ্গুড়ে জড়িয়া চৌদ্দখান ডিঙ্গা তুলে"।
লেঞ্জ = লেজ > লেঞ্জ।
'কাটা লেঞ্জ খানে লৈল বড় যত্ন করি ঃ'
লেঙ্গোড়া = তৃণ-জাত একপ্রকার ছোট গাছ। এগুলোর বীজ অতি সহজেই কাপড়ে আটকে যায়।
"উপত লেঙ্গোড়া কালা ধুতুরার বীচি"।
শর্ল্লবাস (শল্য + বাস)
শল্য = শল্ল + অ = শল্ল > শল্য = ত্বক, ছাল, দেহ
শর্ল্লবাস = দেহের বাস = বসন।
পরিবর্ত্তে দিল শল্যবাস।
শালি = শাল্ + ই = হৈমন্তিক ধান্য।
'উত্তম শালির অন্ন রান্দিল সুন্দরী।'
শুখে (শুখ্ + এ) = শুষ্ক > শুখ = শুখনো।

"শুখে গড়াগড়ি যাএ মৈৎস্য গড়িয়াল"।
পুজিম (পুজ্ + ইম (ইব) = সং. শুধ্ > প্রা. সুজ্ঝ > বা শুঝ্ = শোধকরা, বিচারপূর্বক বোধগম্য করা বা বুঝা।
"অখনে পৌদ্যার ধার শুজিম নির্শ্চএ।"
শুদা = শূন্য > প্রায় সুন্ন > শুদা = রিক্ত।
'বৈকালে ঘরেত আইস লইয়া শুদা ঝুলি'।
শুনুকা = শুনুক > সং শ্রু
"সুরগণে শুনুকা আপনে বিদ্যা ধরে"।
শুবে (শুব্ + এ) = শুভ্ + অ) শুভ > শুব = শোভাযুক্ত, মঙ্গল, ভাল, কল্যানকর।
"প্রাণ লৈয়া শুবে শুবে ঘরে চলি যায়"।
শুরনি (শুরন + ই) = শুরন, শুরুম, শুরেন, শুরনি, শুরণি = ঝাঁটা
'চেড়ি সবে মারে তারে শুরনি আনিয়া'।
শূর্ন্নবাত = একপ্রকার রোগ বিশেষ।
"শূর্ন্নু বাত হৈছে করি টিপে হাত-পাও।
হয়ে (হয় + এ) ঘোড়া
'দশমে মথিতে উটে উসচস্রবা হএ'।
শ্রীকালের = শৃগালের > শিয়ালের,
"সিংহ যেন না শুনএ শ্রীকালের হুঙ্কার।
ষাটি = ষাট (সংখ্যা) — বার্ন্নখিলা মনি চলে এ ষাটি হাঝার।
সন্নিত = সন্নিহিত (সম - নি .. + ত) > আসন্ন, সমীপস্থ।
"মরণ সন্নিত হৈলে কিছু বুদ্ধি নাই"।
সফরি (সফর + ই) = আ. সফর > হি. সফরী > সফর = যাত্রা, দেশপর্যটন, বাণিজ্য যাত্রা
সফরি = বানিজ্য সম্বন্ধীয়, বানিজ্যার্থ।
"সফরি অমর্ল্লধন দিল অতিশএ"।
সমস্বর = সং. সদৃশ > প্রা. সরিস > বা. সর, সমসর, সমস্বর = সদৃশ, তুল্য।
"কেয় কারে না ঘাটএ দুই সমস্বর"।
সমাদি = সমাধা (-ন) > সমাধি > সমাদি = নিষ্পন্ন, সাধন।
"বর্শ্মেত আপনা কার্য্য করিলা সমাদি"।
সমন্দালা (সম্বন্ধ + আলা)
সম্বন্ধ = সম্পর্ক, আলা - স্থাপনার্থে। = সম্বন্ধ স্থাপন করা বা সম্পর্ক পাতানো।
"সমন্দালা পাতিলেক মায়ে-ঝিয়ারী"।
সমাদ = সমাদর > সমাদর, সম্মতি।
'তুমি সকলের যদি পাইত সমাদ'।
সর্ম্পাস (সম + পাশ) = সম্পাস (শ), সর্ম্পাস = সমীপ, নিকট।
'ক্রুধ করি বিন্নু গেলা তাহান সর্ম্পাস'।
সাইড-গাইয়া (সাইড + গাইআ) = সপ্ত > সাত > সাইত, সাইড = গাইআ = গাঁইয়া
সাইড-গাইয়া = সাত গাঁয়ের।
"সাইড-গাইয়া পাইক সবে উবা দাড় বাএ"।
সম্বাদ = সংবাদ = খবর, সন্দেশ।

'নাগলুকে সম্বাদ উড়িলা পুনি পুনি'।
সাকম = সং. সংক্রম > সাঙ্কম > সাঁকো, সাকম।
"বিষম ক্ষুরের ধার কেশের সাকম"।
সাচান, সাচান = সঞ্চান > সাচান, সাচাল (ন) ল) = বাজ পাখি।
"চলিছে সাচাল পক্ষী করিয়া আহার"।
সাড়াইসে (সাড়াইস + এ) = সং. সদংশ > প্রা. সংডাস > বা, সাঁড়াস বা সাঁড়াশি, সাড়াইস। চেপে ধরার জন্য লোহার চিম্‌টা বিশেষ। এক্ষেত্রে কাঁকড়ার ঠ্যাং।
'ডিঙ্গা দেখি কাখেড়া সাড়াইসে চাপি ধরে'।
সাতুর = সং. সন্তার > প্রা. সংতার > সন্তরণ > সাঁতার, সাতুর।
"শিবে বলে বৃষ আমার সাতুরিয়া যাইব"।
সাপুটিআ (সাপুট + ইআ) = সম্পুট > সাঁপুট, সাপুট, = বেড় দিয়ে ধরা, জাপটে ধরা।
"পাখে সাপুটিয়া নাগ লক্ষে লক্ষে ধরি"।
সাল-সৌল = লেটা মাছ জাতীয় এক প্রকার বড়মাছ।
'সাল-সৌল পুড়িয়া ছুয়াইম মহষধি ঃ'
স্যান = সেয়ান > সেনা, স্যান = চালাক, অতিচালাক, চতুর প্রভৃতি।
"আমি স্যান হৈলু শিব তুমাতে শিখিয়া"।
সান্তাইয়া = সান্ত্বনা + ইয়া (দিয়া) = সান্ত্বনা দিয়ে।
'খিধাএ আকুল পুত্র তারে সান্তাইয়া'।
সিং = সং. সন্ধি প্রা. সংধি বা - সিঁদ (ধ), সিঙ, সিং = ঘরে ঢুকতে ভিত্তিসন্ধিতে চোর যে দিল সিং।
'যাহার গলইর মাঝে চুরে দিল সিং'।
সিচিআ (সিচ্ + ইয়া) = সং সিচ্ (সিঞ্চ) লি. সিঞ্চ, প্রা. সিংচ, বা সিচ, ছিট = বর্ষণ।
'সিচিয়া পালাএ বড় ঘরের উহারি'।
সিসেত (সিস + এত) = সং সীমন্ত > সিঁতা, সিতা, সিস প্রভৃতি।
'সিসেত রচিয়া দিলা সিন্দুরের রেখা'।
সুসারে (সুসার + এ) = সুসার = সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল।
'চারিপাশে নাগগণ বেড়িছে সুসারে'।
সুর (সুর্ + অ) = সুরনদী, আবার, স্রোত > সুর = ধারা
'তিনসুর তিনটাই ত্রিপুনী মহনে'।
সেয়তি = সেঁউতি > সেউই, সেয়াত = জল সেচনের টিনের বা কাঠের তৈরী উপকরণ বিশেষ।
'আথর্বেতে শিশুর সেয়াতি লৈয়া হাতে'।
সেয় = সেই, সে
'সেয় নৌকাতে তলের সার'।
সৈদ = সৈয়দ
'মগল পাঠান চলে সৈদ সেক আদি'।
সোয়াগ = সোহাগ
'বেত্তারে জানিলু ভাল গঙ্গার সুয়াগ'।
সয়াদ = স্বাদ = সুরস, স্বাদুতা।
'আর যত বস্তু তার সয়াদ না পাইছ'।

হনে = হন্তে = হতে "যমপুরী হনে নিস্থারিলা মহেশ্বরী"।
হাকারিআ (হাকার + ইআ) = হুঙ্কার, হুঁকার, হাঁকার, হাকার, = হুঙ্কার, গলায় উচ্চ শব্দ।
'হাকারিয়া কহে পৌদ্যা পূর্ব্বের কাহিনী'।
হাচা = সত্য > সচ্চ > সাচা, হাচা, হাঁচা।
'সেই হনে সন্দেহ আমি তারে হাচা করি'।
হাজ = সজ্জা > সাজ > হাজ।
হাঝামের (হাঝাম + এর) = আ. হজনজাম > হাজাম, হাঝাম = নাপিত।
'হাঝামের খুর আনি কাটিয়া পালাইম তর চুপা'।
হাসাভর (হাসা + ভর) হাস্য > হাসা > হাসিয়া।
'হাসাভর করি চলে কাজি তিন হাঝার'।
হিন্দোলের (হিন্দোল + এর) = সং. হিন্দোল = ঢেউ জলান্দোলন।
"হিন্দুলের শব্দ শুনি"।
হুড়ে (হুড়া + এ) = সং. হুড় (লপুড়) হুড়া।
লাঠির আগার আঘাত, লাঠির গুঁতা।
'উলটি পালটি তারে হুড়ে বারে বারে':
হুতলে = উথাল-পাথাল > উতাল, হুতাল < উত্থান = উচ্ছলন, উৎপ্লবন।
"সমুদ্র জুড়িয়া হৈল হিন্দুল হুতাল"।
হুতাশ = হতাশ, নিরাশ।
"বর্ম্মশাপ পাইয়া ওঝা চিন্তিয়া হুতাশ"।
হুনন (হুন + অন) = সং. হুন = আহুতি দেয়া।
'চারিদিকে হৈয়া ঘৃত করএ হুনন'।
হুলহুলি = হুলুস্থুল > হুলহুল = জয় ও জোকারে সরগম।
"জয় জয় হুলহুলি আনন্দ বিশেষ":
হেরেল [(হেরে + ল) = হেরে = ওহে, সম্বোধন] = ওলো (স্ত্রী)
"হেরেল নিলাজ্জি কেন বিলম্ব করসি"।

সংকেত সূচী

১। তারকা (*) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে মূলকাব্যের সঙ্গে অন্যান্য পুঁথির তুলনামূলক পাঠ আছে বোঝাতে এবং অন্য অন্য তথ্যগত পাদটীকা নির্দেশ করতে।
২। সংখ্যা (১, ২, ৩ - প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়েছে আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বানানযুক্ত শব্দের অধুনা প্রচলিত বানান দেখাতে।
৩। ব্যঞ্জন বর্ণ (ক, খ, গ প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়েছে আঞ্চলিক শব্দের বর্ত্তমানে প্রচলিত অর্থ দেখাতে।
৪। পুঁথির প্রতি পাতার উভয় পৃষ্ঠেই লেখা আছে কিন্তু পৃষ্ঠাঙ্ক হলো পেছনের পৃষ্ঠে। তাই সামনের দিক বোঝাতে ১/১ এবং পেছনের দিক বোঝাতে ১/২ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ১নং পৃষ্ঠার সামনের দিক = ১/১ এবং পেছনের দিক = ১/২। ১/১ — ৩ = প্রথম পাতার সামনের দিকের তৃতীয় চরণ এবং ১/১ — ৩ - ৫ = প্রথম পাতার সামনের দিকের তৃতীয় চরণ হতে পঞ্চম চরণ পর্যন্ত।

আকর গ্রন্থের তালিকা

১। কুমারসম্ভবম্ - অধ্যাপক গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য সম্পাদিতম্।
২। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল (১ম খণ্ড) শ্রী যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য।
৩। কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল — শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ দাস।
৪। জীবনীকোষ — ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
৫। তন্ত্রাবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ — ডঃ আশুতোষ দাস।
৬। পদ্ম-পুরাণ (মনসামঙ্গল) — প্রকাশক, নিউ এজ পাবলিকেশন্স্ ৬৫, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৭। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — তমোনাশ দাশগুপ্ত।
৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন।
৯। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় (১ম খণ্ড) — ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন।
১০। বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ সুকুমার সেন।
১২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (৩য় সংস্করণ) — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩। কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ — শ্রী জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত।
১৪। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত - পুরাণ — অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০নং গরাণহাটা স্ট্রীট কলিকাতা - ৭০০০০৬।
১৫। কবি ভারত চন্দ্র — অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু।
১৬। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
১৭। মহাভারতম্ (২য় সংস্করণ) — বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা - ৭০০০০৯, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত।

এছাড়া, ভাষাতাত্ত্বিক টীকা বিষয়ক আকর গ্রন্থগুলো হলো

১। ও.ডি.বি.এল - ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
২। বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড) — সাহিত্য একাডেমি, নিও দিল্লী।
৩। বাংলা দেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড) — প্রধান সম্পাদক — ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা একাদেমি , বর্ধমান হাউস, ঢাকা।
৪। ভাষার ইতিবৃত্ত — ডঃ সুকুমার সেন।
৫। সংসদ বাংলা অভিধান — শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংশোধিত।
৬। পৌরাণিক অভিধান — সুধীর চন্দ্র সরকার সংকলিত।

ঙ. পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত

পদ্মা-পুরাণ

"আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু মুনেঃ পত্নী জগৎগৌরী নমোহস্তুতে"।।*
প্রথম কালেত সৃষ্টি হৈল যেনমতে ঃ
তবে নাগ জর্ম্মিলা[১] কাস্যব[২] কদ্রু হতে।
সহস্রলুচন[৩] শাপ পাইল তার কথ ঃ
শাপমক্ত[৪] হইল বর্ম্মার[৫] মক[৬] হতে।
শঙ্করের পুষ্পদাড়ি[৭] হৈল যেনমতে।**
মহাদেবের মহাচান্দ্র জর্ম্ম মনুসার[৮] ঃ
তবে পোদ্যা[৯] পোদ্যবনে গেলা আরবার।
পোদ্যারে দেখিয়া তবে হর ঢলিছিল ঃ
বাছাহির[১০] মরণ পুনি যেরূপে জিহাইল*। .
তবে পোদ্যা দুর্গাডংশী[১১] করিলেক বাদ ঃ
দেখিয়া শিবের মনে জর্ম্মিল প্রমাদ।

***আদর্শ পুঁথির শুরু এভাবে —**
"শ্রী শ্রী দূর্গা জয়তি।
পোদ্যা নাগমাতা শুরসাহংস বাহিনি।
অনেন ভক্তিমাত্রেন তুষ্টাসারদাস্থাম।
অস্থিকর্স্য মনির্ম্মাতা ভগ্নি বাশুকিরূপী।
জরৎকার মণির পত্নি জগৎগৌরি নমস্থতে।
নমস্থে মাত পাদ পদ্য নমস্থে সৃষ্টি কারিনি।
নমস্থে আদিয়ন্তেচ নমস্থে ত্রিগুনধাড়িনী।
নমস্থে মস্তিভ্যেরবিচ শিব অঙ্গোস অঙ্গিনি।
দাস আস পুরিতাস গিরিরাজ নন্দিন।
নম নাম মনুসা দেবি বন্দু চরন তুমার।"
এই চরনের পরে কাহিনী সূত্র শুরু। মনসা প্রনাম বিষয়ে এই অংশ আদর্শ পুঁথির লিপিকরের বলে মনে হয়। অন্য কোন পুঁথিতে এ অংশ নেই। লিপির কাজ শুরু করতে গিয়ে মনসাকে প্রনাম সূত্রে রচিত অনুরূপ প্রক্ষিপ্ত দু'চারটি বাক্য সকল পুঁথিতেই দেখা যায়। তাই এগুলো বাদ দিয়ে ঐতিহ্যানুগত থেকে

শুধু মনসাকে প্রনামের মূল মন্ত্রটি রক্ষা করা হয়েছে।
**স্থানচ্যুত হওয়ায় অন্ত্যমিল হয়নি (আলোচনা 'কাহিনীসূত্র' অধ্যায়ে)*

ক — জিয়াইল

---

১ — জন্মিলা ২ — কাশ্যপ ৩ — সহস্রলোচন ৪ — শাপমুক্ত
৫ — ব্রহ্মার ৬ — মুখ ৭ — পুষ্পবাড়ি ৮ — মনসার ৯ — পদ্মা ১০ — বছাইর
১১ — দংশি

এমত প্রকারে হরে বনবাস দিলা ঃ
সমদ্র[১] মথনে[২] পৌদ্দা[৩] মহত্ত পাইলা।
বিষঝারি বাপরে করিলা পরিত্রান ঃ
তবে পৌদ্দার বিয়া হৈল মনিরাজের[৪] স্থান।
অপরে জনন হৈল মহেশের ঘরে ঃ
দেবখণ্ড সমস্থ[৫] হহিল তেনমতে।
পশুসখা মুনির কাহিনী ও চাঁদের জন্ম।
তবে জালু-মালু ঘরে গেলা বিসুহরি[৬] ঃ
করিল জালুএ পূজা মহাযত্ন করি।
চম্পর্ক[৭] নগরে পাছে করিলা প্রবেশ ঃ
সুনুকাতে[৮] সপ্নরূপে[৯] কহিলা বিশেষ।
সপ্ন দেখি সুনুকাএ প্রসর্ন্নিত হৈল ঃ
সুবর্ন্ন প্রতিমা ঘটে পোদ্দারে স্থাপিল।
বার্ত্তা শুনি সত্তরে আসিল চন্দ্রধর ঃ
ভাঙ্গিয়া প্রতিমা ঘট পালাইল[১০] সাগর।
তবে শঙ্ক[১১] ধনন্তরি গাড়ুরি[১২] বধিলা।
তার পাছে ডিঙ্গা[১৩] বানাইল সদাগর ঃ
অনিরূদ্র[১৪] উষা হরে ইন্দ্রের গুচর[১৫]।
বানির্জ্জ[১৬] করিতে গেল দক্ষিন সফর ঃ
তথাগিয়া দুক্ষ-[১৭]সুখ পাইল বিস্থর[১৮]।
লাতাপাতা[১৯] দিয়া ধন আনিল বিস্থর ঃ
সকলি ডুবিল তার কালিদএ[২০] সাগর।

**এই চরণটির পরে দুটি চরণ আছে। যেমন*
অষ্টনাগ জর্ম্মিলেক পৌদ্মার উদরে।
দুষ্ট ধামেনারে বন্ধিলা যেনমতে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথের কাহিনীতে অনুরূপ কোন ঘটনা না থাকায় কাহিনী সূত্রে এগুলোর ঠাঁই হওয়াও উচিত নয়।
***কাহিনী আছে, কিন্তু কাহিনী সূত্র না থাকায় সূত্রক্ষেত্রে তা জানিয়ে দিতেই অনুরূপ ভাবে লেখা*

হয়েছে।

****চরণটি বনিকখণ্ডের কাহিনী সূত্রের প্রথম চরন, কিন্তু বিন্যস্ত কাহিনী অনুসরণে চারণটির স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।*

পরের চরণ — 'পর্চ্ছাতে হুসন রাজা উর্দ্ধ্ব করিলা'। — কাহিনী না থাকায় বাদ দেয়া গেল।

---

১ — সমুদ্র ২ — মন্থনে ৩ — পদ্মা ৪ — মুনিরাজের ৫ — সমস্ত ৬ — বিষহরি ৭ — চম্পক ৮ — সনকাতে ৯ — স্বপ্নরূপে ১০ — ফালাইল ১১ — শঙ্খ ১২ — গারুড়ি ১৩ — ডিঙা ১৪ — অনিরূদ্ধ ১৫ — গোচর ১৬ — বানিজ্য ১৭ — দুঃখ ১৮ — বিস্তর ১৯ — লতাপাতা ২০ — কালিদহে।

একসূর* ঘরে আইল চন্দ্রধর রাজ ঃ
মন্দিরে আসিয়া দেখে পুত্র যুবরাজ।
কর্ম্মা[১] জুড়িল গিয়া উজানি নগর ঃ
তার পাছে গড়াইল লুহার বাসর।
লক্ষিন্দরে বিয়া করে উজানি নগরে ঃ
কালরাত্রি নাগে খাইল লুহার বাসরে।
কতদিনে উত্তরিল মনুসার পুরে ঃ
বিস্থর মন্দ পৌদ্যা বলিলা উষারে।
নির্ত্ত[২] করি তুস্ট কৈল দেবের ভুবন ঃ
নিজ পতি জিয়াইল ভাশুর ছয়জন।
ডুবিছিল চৌদ্য[৩] ডিঙ্গা তাহারে তুলিল ঃ
তবে পুনি চর্ম্পকেত গমন করিল।
তবে চন্দ্রধর রাজা দিল ফুল পানি ঃ
আপনে পরীক্ষা কৈলা বিফুলা কামিনী।
বিমানে উটিলা তবে জয় বিসুহরি ঃ
উজানি নগরে গেলা যুগী ভেস[৪] ধরি।
মায়-বাপ সম্বাসিয়া[৫] পুনি উটে[৬] রথে ঃ
স্বামীসনে গেলা কর্ম্মা অমরাহপুরিতে।
পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসা কিঙ্কর ঃ
সৃষ্টি[৭] পতন[৮] কথা শুন তারপর।
মহাপুর্ব্ববস্ত[৯] কথা শুন বুদজন[১০] ঃ
মনিমখে[১১] শুনিআছি সৃষ্টির পতন[১২]।
বাথিক[১৩] বসিস্ট[১৪] আর মারুণ্ড[১৫] সৌরভি ঃ
সনক লুমেস[১৬] গুরু অগ্নি চিরজীবী।
ইসকল মনিগনে সানন্দিত মনে ঃ
মহাজর্গ[১৭] আরম্বিলা[১৮] লুমেস কারনে।

ক — একেশ্বর = একা।

---

১ — কন্যা ২ — নৃত্য ৩ — চৌদ্দ ৪ — যোগীবেশ ৫ — সম্ভাবিয়া ৬ — উঠে ৭ — সৃষ্টি ৮ — পত্তন ৯ — মহাপুণ্যবন্ত ১০ — বুধজন ১১ — মুনিমুখে ১২ — সৃষ্টির পত্তন ১৩ — বালখিল্য ১৪ — বশিষ্ট ১৫ — মার্কণ্ড ১৬ — লোমেশ। ১৭ — মহাযজ্ঞ ১৮ — আরম্ভিলা

সনকে জির্গাসা[১] করে লুমেশের টাই[২] ঃ
পৌদ্দপুরান কিছু কহত গুসাই[৩]।
সর্গ - মৈত্য[৪] - পাতাল হইল কেনমতে ঃ
সত - রজ[৫] - তম গুন হইল কাহতে।
কি কারনে হৈছিল কহ সমদ্র মথন[৬] ঃ
কেন মতে হৈল কহ বিনাশ মদন।
কি কারনে যুগভঙ্গা[৭] কৈলা মহেশর ঃ
কেন মতে জর্ম্মে[৮] চণ্ডী হেবন্তের[৯] ঘর।
কেন মতে পুষ্পবনে গেলা ত্রিপুরারি ঃ
কেমত প্রকারে বিয়া হৈল বিষুহরি।
হাসিয়া বলিলা তবে লুমেশ বার্ম্মন[১০] ঃ
ভাল পুর্ন্ন কথা তুমি করিছ সরণ[১১]।
যেমত শুনিতে পুনি বাঞ্ছা কর[১২] তুমি ঃ
সাবধানে শুন কতা কহিবাম আমি।
যখনে না ছিল সৃষ্টি আকাশ-পাতাল ঃ
না ছিলেক চন্দ্র-সূর্য্য-দশদিকপাল।
শূণ্যেত উৎপত্তি হৈলা ধর্ম্ম নিরঞ্জন ঃ
মখ হনে অনাদিরে করিলা সৃজন
কেতুকা[ক] করিয়া দেবী হৈলা অবতার ঃ
সেই সে সিতলা দেবী নাম পুরস্কার[১৩]।
ধরিবারে চাএ তানে পিড়িয়া মদনে ঃ
চারিদিগ[১৪] হৈল তান মখের বচনে।
অন্ধভাগ[১৫] গুপ্তদ্বার বিদারিয়া নখে ঃ
কেলিকলা কতুহলে[১৬] বঞ্চিলেক সুখে।

**আদর্শ পুঁথির পাঠ — শুন্য উৎপত্তি হৈল ব্রার্ম্মনি সঞ্জন।*
২নং পুঁথির পাঠ — শুন্যেত উৎপত্তি হৈলা ধর্ম নিরঞ্জন।
৯নং পুঁথির পাঠ — শুন্য হনে উৎপতি বর্ম্মা নিরঞ্জন।
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

ক — কৌতুক।

---

১ — জিজ্ঞাসা   ২ — ঠাই (নিকট)   ৩ — গোসাই   ৪ — স্বর্গ - মর্ত
৫ — সত্ত - রজঃ   ৬ — মন্থন   ৭ — যোগভঙ্গ   ৮ — জন্মে
৯ — হেমন্তের   ১০ — ব্রাহ্মণ   ১১ — স্মরণ   ১২ — বাঞ্ছাকর
১৩ — পুরস্কার   ১৪ — চারিদিক   ১৫ — অর্ধভাগ বা অধঃভাগ, নীচের অংশ
১৬ — কৌতুহলে।

---

*বিক্ষহনে[১] বীর্য্য[২] হৈল রাত্রিহনে দিবা ঃ
সত - রজ - তম গুন হৈল তিন দেবা।
**সত্তগুণ নাভি মৈদ্যে[৩] রজঃগুন হ্রিদএ[৪] ঃ
তম গুন উরু মৈধ্যে জানিয় নিসর্চএ[৫]।
পুনরপি বলিলা লুমেশ মহামুনি ঃ
যেমত প্রকারে জলে ভাসিল মেদিনী।
লুমেশে বলিলা তবে সনক গুচর ঃ
যেরূপে মেদিনী হৈল শুন তারপর।
দেবী সমর্পন করি মহেশের টাই ঃ
নৈরাকার[৬] হৈল পুনি অনাদি গুসাই[৭]।
বটপত্রে বিষ্ণু[৮] তবে করিলা শয়ন ঃ
যুগনিদ্রা[৯] গেলা তবে হৈয়া অচেতন।
আবান্তর[৮] যত গেলা জলেত ভাসিতে ঃ
মধু-কৈটব[৯] দুই দত্য[১০] কর্ন্নমল হতে।
বিষ্ণু কর্ন্নমল হতে অসুর জন্মিল[১১] ঃ
তার তরে বর্ম্মা[১২] বিষ্ণু নাভিতে লুকাইল।
অসুর দেখিয়া চিন্তিত প্রজাপতি ঃ
করজুড়ে বর্ম্মাএ দেবীরে করে স্তুতি।
চক্ষু-নাসিকা-বক্ষ-হ্রিদয় উরু হতে ঃ
নিকলিলা[৭] যুগনিদ্রা বর্ম্মার সাক্ষাতে।
নিদ্রাহনে নারায়নে চৈতন্ন[১৩] পাইয়া ঃ
মধু-কৈটব[১৪] দত্য দুই সমখে দেখিয়া।
হাত-পায় কাপে তান হৈল মহাত্রাস ঃ
ক্রুধ করি বিষ্ণু গেলা তাহান সর্ম্পাস[৮]।
কুপে[১৫] দুই মহাশুর নারায়ন দেখি ঃ
হাতাহাতি যুদ্ধ করে মটকা-মটুকি।
বুকে বুকে টৈকাটেকি[১৬] বাজে মসমসি ঃ
মাথাএ মাথাএ যুদ্ধ করে ঢুসাঢুসি।

** পাণ্ডুলিপি গুলোতে বেশী পাওয়া যায় - বিষ্ণু হনে বির্য্য হৈল .... । এছাড়া ৪নং এবং ৯নং পুঁথিতে ভিক্ষা এবং 'বির্ষ' শব্দগুলোও বৃক্ষ অর্থেই। কারন বৃক্ষ বিকৃথ বিক্ষ বা বির্খ। ভিক্ষা - লিপিকর প্রমাদ। ৪র্থ পুঁথির*

পাঠ ভিক্ষহনে বিজহৈল ... এবং ৯নং পুঁথির পাঠ - বির্খ হনে বির্য হৈল। দেখা যাচ্ছে কোথাও বিজ কোথাও বির্য। গাছ থেকে বীজ এ তত্ত্ব অনুসারে 'বীজ' শব্দই গ্রহন করা উচিৎ। কিন্তু বীর্য শব্দ ও বীজার্থক। সুতরাং আদর্শ পুঁথির পাঠই গ্রহন করা হয়েছে - 'বৃক্ষহনে বীর্য হৈল রাত্রি হনে দিবা'। ২নং পুঁথির পাঠ হলো বক্ষহনে জিব হৈল .....। কিন্তু এরূপ পাঠ অন্য কোন পুঁথিতে নেই।

***গুণত্রয়ের দেহ সংস্থান বিষয়ে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু সকল পাণ্ডুলিপিতেই এক রকম পাঠ পেয়ে নির্দ্বিধায় যথাদৃষ্ট পাঠই রাখা হয়েছে।*

ক — নিরাকার গ — আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া প্রভৃতি
খ — আনুসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় ঘ — নিকট।

---

১ — বৃক্ষহতে ২ — বীজ ৩ — নাভিমধে ৪ — হৃদয়ে
৫ — নিশ্চয় ৬ — গোঁসাই ৭ — বিষ্নু ৮ — যোগনিদ্রা
৯ — কৈটভ ১০ — দৈত্য ১১ —জন্মিল ১২ — ব্রহ্মা
১৩ — চৈতন্য ১৪ — কৈটভ ১৫ — কোপে ১৬ — ঠেকাঠেকি।

হাতাহাতি ধরাধরি নানান প্রকারে ঃ
বাহুযুদ্ধ আছিলেক সহস্র বৎসরে।
দৈত্য দুইজন যুদ্ধে বিষ্নু একাস্বর ঃ
তবে দুই দৈত্যে বলে বিষ্নুর গুচর।
তুষ্ট হইলু তুমার যুদ্ধে মাগি লয়[১] বর ঃ
বিষ্নু বুলে বর যদি দিবা দৈত্যেশ্বর।
এক নিবেদন আমি করিএ তুমারে ঃ
*তুমি দুই মহাসুর বধ্য হও মর ঃ
তবে দুই দৈত্য পুনি কহিলা বিষ্নুতে ঃ
সৈত্য সৈত্য[২] এই বর দিলু কৃপাচিত্তে।
কিন্তু এক কথা কহি শুন নারায়ণ ঃ
যেমত বলিয়ে আমি করিয় তেমন।
**জলের প্রকাশ মাত্র নাহি থাকে যথা ঃ
আমি দুই মহাশুর বধিবায় তথা।
চক্র দিয়া নারায়ন উরুর উপরে ঃ
দৈত্য দুইজন কাটি পেসিলা[৩] সত্তরে।
তবে রক্ত-মাংস দিয়া গটিলা মেদিনী ঃ
সৃষ্টি করিবার তরে বৈসে পদ্মযুনী[৪]।
— ঃ লাচাড়ি ঃ —
সৃষ্টি করিতে স্থিতি ঃ ধ্যানে বৈসে প্রজাপতি ঃ
ধ্যান মনে করিয়া আসন ঃ
বর্ম্মা বৈসে হরষিতে ঃ দেবগন সানন্দিতে ঃ

পতন কৈলা চতুরদ্দশ[৪] ভুবন ।১।
গটিলা সুমেরু গিরি : সপ্তগুটা শৃঙ্গ করি :
যার ভরে কাঁপে ত্রিভুবণ :
তারপাছে কৈলা যত : তারে বা কহিম কত :
একে একে করিলা পতন ।২।
গন্দভুগ[৫] আদি যত : তারে বা কহিম কত :
তুষ্ট হৈলা অনাদি নন্দন :
আনল বার্ম্মন জাতি : মখে হৈল উৎপতি :
ক্ষেত্রি[খ] জর্ম্মিলা বাহুহনে ।৩।

---

*গৃহীত পাঠ ১নং পুঁথির। আদর্শ পুঁথির পাঠ — আমি দুই মহাসুর হস্তে বধ মর।
৩নং পুঁথির পাঠ — তুমি দুই বধ হও মর হাতে।
৪নং পুঁথির পাঠ — বর দাও আমার হস্তে মর।
১০নং পুঁথি খণ্ডিত।
**আদর্শ পুঁথির পাঠ — জলের প্রকাশ তবে নাহি হেন ভাষা :
আমি দুই মহাসুর বধিবাএ তথা।
৯নং পুঁথির পাঠ — জলের প্রকাশ পুনি বাহিরহে যথা :
আমি দুই জনেরে বধিবায় তথা।
৪নং পুঁথির পাঠ — জলের প্রকাশ পুনি নাহি থাকে যথা :
আমি দুই মহাসুর বধিবায় তথা।
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

ক — ফেলিলা। অর্থাৎ দৈত্য দুজনকে কেটে ফেললো।
খ — ক্ষত্রিয়।

---

১ — লঅ, লও ২ — সত্য - সত্য ৩ — পদ্মযোনী ৪ — চতুর্দশ ৫ — গন্ধভোগ

বৈস্ব[১] জর্ম্মে উরু হনে : শূদ্র জর্ম্মে পদহনে :
চারিজাতি জর্ম্মিলা এই হনে :
চন্দ্র জর্ম্মে মন হনে : সূর্য্য জর্ম্মে নয়নে :
শ্রবনে জর্ম্মিলা পবন ।৪।
মনে হেন আশা করি : বন্দিয়া শ্রী হরি :
হরষিত সব দেবগন :
সুছন্দ করিয়া অতি : গটিলা যে প্রজাপতি :
নারায়ন দেবের সুরচন ।৫।
—: পয়ার :—
পুনি পুনি লুমেশে বলেন মনি স্থানে :

দেব-দৈত্য নাগগন হইলা কেমনে।
লুমেশে বলেন তবে শুন দিয়া মতি ঃ
বর্ম্মার দ্বিতীয় ছিল দক্ষ প্রজাপতি।
একাদশ কৈর্ন্না কাশ্বে[২]তে দিলা দান ঃ
তার মৈধ্যে চারি কন্যা বিশেষ প্রধান।
দিতি-অদিতি আর কদ্রু[৩] - বিনতা ঃ
চারি কৈন্যা হনে সৃষ্টি শুন তার কথা।
ইন্দ্র আদি দেব হৈলা দিতির উদরে ঃ
যতসব দক্ষ হইলা অদিতির ঘরে।
অনুরু[ক] - গড়ুর[৪] হৈলা বিনতার ঘরে ঃ
কদ্রুর ঘরেতে হৈলা যত বিষুধরে[৫]।
আরবার জির্গাসিলা সনক তপুদন[৬] ঃ
অনুরের উরু ভঙ্গ হৈল কি কারণ।
মনি বলে তার কথা কহিতে প্রমাদ ঃ
কদ্রু - বিণতাএ পূর্ব্বে আছিলেক বাদ।
কদ্রু-বিনতার স্থানে লাগে কহিবার ঃ
কহত ইন্দ্রের ঘুড়া[৭] কেমন প্রকার।
বিনতাএ বলে ঘুড়া উত্তম ধবল ঃ
সরবরে[৮] শুভে[৯] যেন শেত[১০] কমল।
কদ্রুএ বলেন কিছু নাহি জান তুমি ঃ
যেমত ইন্দ্রের ঘুড়া ভাল জানি আমি।
নীলবর্ন্ন খুড়া গুটা না হএ দবল[১১] ঃ
সরবরে শুভে যেন নীল উৎপল।

গৃহীত পাঠ ২নং, ৯নং প্রভৃতি পুঁথির। আদর্শ পুঁথির পাঠ হলো 'বেদমন্ত্র উদ্ধার করিলাএ কেন মনে'। কিন্তু বেদমন্ত্র উদ্ধার বিষয়ে কোনো উত্তর নেই। তাই এ চরন বাদ দিয়ে কাহিনী অনুসারী জিজ্ঞাসা সূত্র নেয়া হয়েছে।

ক — পৌরানিক নাম 'অরুন'। কিন্তু সকল পুঁথিতেই 'অনুরু' নামটি ব্যবহৃত বলে এ নামটিই গ্রহন করা গেল। 'অপুরু' উরুর সূত্রেই কবি এরূপ নামকরণ করেছেন।

---

১ — বৈশ্য ২ — কাশ্যপেতে ৩ — কদ্রু ৪ — গরুড়
৫ — বিষধরে ৬ — তপোধন ৭ — ঘোড়া ৮ — সরোবরে।
৯ — শোভে ১০ — শ্বেত ১১ — ধবল

এতশুনি বিনতাএ বলিলেক হাসি ঃ
যদি ঘুড়া নীল হএ আমি তুমার দাসী।
হাস পরিহাসে দুহে করিলেক সর্ত[১] ঃ

কেয়[২] কারে না ঘাটএ[ক] না ছাড়ে মহর্ত্ত[৩]।
বাসুকি প্রধান করি যত বিষুধর ঃ
সৈন্ধা[৪] সমএ তারা আইলা নিজ ঘর।
কদ্রু এ বাসুকি স্থানে লাগে বলিবার ঃ
কহত ইন্দ্রের ঘুড়া কেমত প্রকার।
উত্তম ধবল ঘুড়া কহিল বাসুকি ঃ
রাজাহংস জিনিয়া তাহার রূপ দেখি।
কদ্রু এ বলেন বাপু পড়িল প্রমাদ ঃ
সতীনের সঙ্গে মই হারিলু বিবাদ।
নীলবর্ন্ন ঘুড়া গুটা যে প্রকারে হএ ঃ
তাহার উপাএ বাপু চিন্তয়ে ত্রিদএ।
বাসুকি বলেন মায় না চিন্তিয় তুমি ঃ
নীলবর্ন্ন ঘুড়া গুটা করি দিম আমি।
চলিলেক বিষুধর মায়ের আদেশে ঃ
মিলিয়া রহিল গিয়া ঘুড়ার সর্ব্বাশে।
কালনাগে ঘুড়া গুটা রহিলেক জুড়ি ঃ
নীলবর্ন্ন কৈল ঘুড়া লুমে লুমে[৫] বেড়ি।
একসখী আসি বলে বিনতার টাই ঃ
নীলবর্ন্ন ঘুড়া গুটা আসি দেখ চাই।
এতশুনি বিনতাএ হৈল আগুসার ঃ
নীলবর্ন্ন ঘুড়া দেখি লাগে কান্দিবার।
*কান্দে বিনতা নারী ভূমিতলে বসি ঃ
বিধাতা করিল মরে সতীনের দাসী।
উসর্চশ্রভা[৬] ঘুড়া গুটা না হএ ধবল ঃ
ইন্দ্র - যম - কুবের জানএ সকল।

ক — ন্যূনতা, ত্রুটি, অপরাধ প্রভৃতি মানা বা মানানো।

---

১ — সত্য বা শর্ত   ২ — কেহ ৩ — মহত্ত ৪ — সন্ধ্যা ৫ — লোমে লোমে   ৬ — উচ্চৈঃশ্রবা।

হেম বর্ন্ন ঘুড়া গুটা নীলবর্ন হএ ঃ
মকে[১] বিড়ম্বিল বিধি জানিলু নির্চ্চএ।
বর্ম্মার দ্বিতীয় ছিল দক্ষ প্রজাপতি ঃ
জেষ্ট[২]ভগ্নী মহাদেবে বিয়া কৈলা সতী।
হেন বংশে জর্ম্ম লভি রাখিলু খাকার[*] ঃ
সতীনের দাসী হৈলু জগতে প্রচার।
সখী বলে বিনতাগ না কর কান্দন ঃ
সহস্র বৎসরে সাপ হহিব মচন[*]।

অনুবু - গড্ডুর হৈব তুমার ঘরএ ঃ
মনুসার চরণ বন্দি নারায়নে কহে।
কান্দিয়া বিনতা নারী হহিল হুতাস ঃ
একাক্রমে সপ্তদিন কৈল উপবাস।
অর্ন্নজল আদি ভুগ তেজ্জিল[4] সকল ঃ
নিরন্তর বহে মাত্র নয়ানের জল।
সখীসবে আসিয়া প্রবুধ[5] বাক্য বলে ঃ
ফলিল লিখন সেই আছিল কপালে।
অবশ্য তুমার এই হহিব মচন ঃ
অনুশুচ[6] না করিয় ছাড়হ কান্দন।
এই মতে বুজাইয়া[7] প্রবুদ উত্তরে ঃ
শান্ত করাইয়া গেল যার যেই ঘরে।
প্রকারে কদ্রুর দাসী হহিল বিনতা ঃ
নিজ কার্য্য ছাড়িয়া কাস্যব[8] করে চিন্তা।
সৈন্দাকালে[9] আইল মনি তপ সম্বুদিয়া ঃ
বড়ই দুক্ষিত[10] হৈলা ইকথা শুনিয়া।
বিনতাএ আসিয়া লাগিল কান্দিবার ঃ
অর্জ্জ্ঞানে[11] সেবা প্রভু করিছি তুমার।
চরনে ধরিয়া নারী কান্দে পুনি পুনি ঃ
কুনু দুষে এমত ফলিল মহামনি।
ভুমি লুটাইয়া নারী কান্দে দির্গরাএ[12] ঃ
না কান্দিয় বিনতা আমি করিম উপাএ।

ক — অপবাদ, কলঙ্ক, অপযশ প্রভৃতি।

---

১ — মোকে	২ — জ্যেষ্ঠ	৩ — মোচন	৪ — ত্যজিল
৫ — প্রবোধ	৬ — অনুশোচনা	৭ — বুঝাইয়া	৮ — কাশ্যপ
৯ — সন্ধ্যাকালে	১০ — দুঃখিত	১১ — অজ্ঞানে	১২ — দীর্ঘরায়।

কর্মফলে যে হহিল না যাএ খণ্ডন ঃ
কদ্রুর গৃহেতে তুমি করহ গমন।
হেনকালে এক সর্পে বলে দিড়বানী[1] ঃ
দাসী কর্ম্ম কর আসি না কান্দিয় তুমি।
মনির আদেশে নারী করিল গমন ঃ
হা হা বিধি নিদারুন বলে সর্ব্বজন।
কদ্রু বলে বিনতাজ[2] কান্দিয়া বেড়াছ[3] ঃ
যাবত দাসীর শাস্থি এব নাহি পাছ[4]।
গমএ[5] ঘরেতে রৈল জল নাই ঘরে ঃ

গমএ ফেলিয়া জল আনহ সত্তরে।
ইহারে শুনিয়া নারী গৃহকর্ম্ম করি ঃ
কাখে[4] কুম্ব[5] করি জল আনিলেক ভরি।
একাক্রমে নিশিদিশি[6] করে দাসী কাম ঃ
দিবসেতে দণ্ডেক যে নাহিক ভিশ্রাম[7]।
কদ্রুএ যেমত বলে করএ বিনতা ঃ
অনুরু গড়ুর জর্ম্ম শুন তার কথা।
অকস্মাত[8] মহাযর্জ্ঞ দক্ষে আরম্বিল[9] ঃ
মনিরিষি[10] তপস্বী সভারে[11] আমন্ত্রিল।
ইন্দ্র আদি করিয়া বাত্তিল[গ] দেবগন ঃ
দেব-গন্দর্ব্ব[12]-অপছরা[13] নাগগন।
নিমন্ত্রন পাইয়া চলিলা সর্ব্বজন ঃ
যার যেই অভিপ্রায় লৈল ধনজন।
বালুখিলা[14] মনি চলে এযাটী[ঘ] হাঝার[15] ঃ
বিন্ধাঙ্গুলি[16] সম প্রতাপে দুর্ব্বার।

ক — বেড়াইতেছ, বেড়াচ্ছ, বেড়াছ। খ — পাইছ, পাছ।
গ — বার্ত্তা পাঠাইয়া নিমন্ত্রন করিল। ঘ — ষাট।

---

১ — দৃড়বানী ২ — বিনতালো ৩ — গোময় ৪ — কাঁখে
৫ — কুম্ভ ৬ — দিবানিশি ৭ — বিশ্রাম ৮ — অকস্মাত
৯ — আরম্ভিল ১০ — মুনিঋষি ১১ — সবারে ১২ — গন্ধর্ব
১৩ — অপ্সরা ১৪ — বালখিল্য ১৫ — হাজার ১৬ — বৃদ্ধ অঙ্গুলি।

---

*বটপত্র মৈদ্ধে ঘৃত অন্ধকান[1] ভরি ঃ
জনে জনে সকলে লইয়া সাজি[2] করি।
পথেতে গক্ষুরেত[3] লাগিয়াছে পানি ঃ
ত্রাসযুক্ত হৈল মনে বালুখিলা মনি।
আচম্ভিত[4] সমদ্র[5] জর্ম্মিল কথাহনে[6] ঃ
বড়ই দুষ্কর জল তরিম কেমনে।
সকলে একত্র হৈয়া গণ্ডগুল[7] করে ঃ
বাতাস লাগিয়া জল কলকল করে।
সবে মিলি দড়াইয়া[ক] যুক্তি কৈলা সার ঃ
একেবারে সবে মিলি দিবাম[8] সান্তার[9]।
যে হৌক সে হৌক মর প্রানি[10] লউক জলে ঃ
ভয় পরিহরি চল সমদ্রের কুলে।
মাথায় বান্দিয়া পট্ট ত্রাসযুক্ত হইয়া ঃ
জলেত নামিয়া রহে একদিষ্টে চাইয়া।

খনে[১১] আগুয়াএ[১২] কেও খনে লামে ত্রাসে ঃ
উপরে থাকিয়া তারে ইন্দ্র দেখে হাসে।
দেখএ কৌতুক বড় গক্ষুরের পানি ঃ
সাতুরিতে[১৩] কাপড় বান্দিছে মহামনি।
গক্ষুরের জল দেখি ভাবিয়া বিকল ঃ
এই সব যর্জ্ঞে গেলে কিবা আছে ফল।
পুনি পুনি তা সভারে হাসে দেবরাজ ঃ
আচম্বিত শুনিলেক মনির সমাজ।
চারিদিগে[১৪] চাএ তারা কুপিত লুচন[১৫] ঃ
উপরে থাকিয়া হাসে সহস্র লুচন।

'মহাভারত' - এ - পলাশের পত্র লয়ে মাথার উপরে।

ক — দৃড় করিয়া।

---

১ — অর্ধখান ২ — সঙ্গীকরি ৩ — গোক্ষুরেতে ৪ — আচম্বিত
৫ — সমুদ্র ৬ — কোথা হতে ৭ — গণ্ডগোল ৮ — দিব
৯ — সাঁতার ১০ — প্রান ১১ — ক্ষনে ১২ — এগোয়, আগায়
১৩ — সাঁতারিতে ১৪ — চারিদিকে ১৫ — লোচন।

তাহারে দেখিয়া বলে প্রতির্জ্ঞা আমার ঃ
আযুকুয়া[*] বাসবরে করিম সঙ্গার[১]।
অরে[২] বাসব তর মতি বিপরীত ঃ
আমরারে দেখিয়া হাসিলে কি নিমিত্য।
ঐরাবত চড়ি তুমি ভ্রমএ আকাশ ঃ
আমিসভা পদগতি কর উপহাস।
খির্ম[৩] বল বীর্য্য সব দেখিয়া আমারে ঃ
এই হেতু ইসিদ[৪] করহ বারে বারে।
পুনি পুনি কুপ্রসংশা শুনি মনিবর ঃ
ইন্দ্র বিনাশিতে তারা চিন্তিলা উদ্ভব[৫]।
ফিরিলা সকল মনি প্রতাপ প্রছণ্ড[৬] ঃ
হাতে কুড়ি[৭] আপনে করিলা অগ্নিকুণ্ড।
চারিদিগে বেড়িয়া বসিলা মনিসব ঃ
তাহা দেখি মৃত্যুপ্রায়[৮] হলিলা বাসব।
পলাইয়া গেলা ইন্দ্র দেখিয়া অদ্ভুত ঃ
বর্ম্মার বিদিতে গিয়া কহিলা বহুত।
শুন শুন প্রজাপতি অদ্ভুত কথন ঃ
দক্ষের যর্জ্ঞেতে ছিল আমার নিমন্ত্রণ।

নিমন্ত্রণ পাইলে রহিতে নরি[৮] ঘরে ঃ
আমিয় চলিছি পুনি যৰ্জ্ঞ দেখিবারে।
হেন কালে বালুখিলা এৰাটি হাঝার[৯] ঃ
তারায়[গ] চলিছে পুনি যৰ্জ্ঞ দেখিবার।

ক — যুক্তিহীন, অবিবেচক, লঘুমনা, প্রভৃতি। খ — ঈষৎ, অল্প, একটু। গ — তারাও।

---

১ — সংহার ২ — ওরে ৩ — ক্ষীন ৪ — উদ্ভব (উপায়) ৫ — প্রচণ্ড
৬ — হাতে খুঁড়ি (যজ্ঞস্থল) ৭ — মৃতপ্রায় ৮ — নারি ৯ — হাজার।

বৃস্টি যুগে[১] গঙ্কুরেতে লাগিয়াছে জল ঃ
বাতাসে লাড়িয়া জল করে খল খল[২]।
কেয় বলে না যাইম সাগর তরিয়া ঃ
কেয় বলে প্রান কেনে দিম জলে গিয়া।
এই মতে মনিগন ভাবিয়া হুতাশ ঃ
ইহারে দেখিয়া আমার জর্ম্মিলেক হাস।
শুনিয়া আমার বানী কুপে মনিসব ঃ
আমা বিনাশিতে করে যর্জ্ঞের আরম্ব[৩]।
ইহাতে আপনে যদি না চিন্ত প্রকার ঃ
কুণ্ড মৈদ্ধে পুড়ি মরে করিবা আজ্ঞার[৪]।
শুনিয়া এমন বাণী বর্ম্মা প্রজাপতি ঃ
হংস পৃস্টে[৫] চড়িয়া চলিলা শীগ্রগতি[৬]।
কাস্বব আশ্রমে গেলা ইন্দ্র সঙ্গে করি ঃ
এইসব সমাচার কহিলা বিস্থারি।
অতএব অকার্য্য করিছে সুরপতি ঃ
তা সবের প্রতি আমি সাবধান অতি।
তুমি আমি চল যাই তা সবের আগে ঃ
বাসবের প্রানদান হয়ে দৈবযুগে।
ইহা শুনি চলিলা কাস্বব তপুদন ঃ
প্রজাপতি কাস্বব সমান দুইজন।
যেই স্থানে বালুখিলা সবে যর্জ্ঞ করে ঃ
প্রজাপতি কাস্বব মিলিলা সত্তরে।
প্রজাপতি দেখিয়া প্রণামে বেদবিত[ক] ঃ
কাস্যবরে সম্বাবিলা যথা বেবস্থিত[৭]।

ক — বেদজ্ঞ

---

১ — বৃষ্টিযোগে ২ — কল্‌কল্‌ ৩ — আরম্ভ ৪ — অঙ্গার

৫ — পৃষ্ঠে ৬ — শীঘ্রগতি ৭ — ব্যবস্থিতে, ব্যবস্থামত।

প্রজাপতি বলে এই যর্জ্জ অনুচিত ঃ
তুমি সবে যর্জ্জ কর আমি অনিমন্ত্রিত।
শুনি বালুখিলা মনি এমত বচন ঃ
কহিতে লাগিলা তবে ইতি বিবরণ।
শুন শুন প্রজাপতি অদ্ভুত কথন ঃ
আমি সভা দেখি হাসে সহস্র লুচন।
সঙ্কপে[১] করিলু কার্য্য নাই[২] বিবেচিয়া ঃ
কুপ যর্জ্ঞে ইন্দ্রদেব মারিম[৩] পুড়িয়া।
তবে পুনি বর্ম্মা বলে শুন মনি সবে ঃ
বর্ম্মহানি[ক] যদ্যপি করিছে বাসবে।
তথাপি সেবক মারিতে না যুয়াএ ঃ
সেবক বিহিনে সেবা না হএ সর্ব্বদাএ।
বিনে পারির্ষ্বাদে নহেত টাকুর ঃ
খুদ্রনদী[৪] না থাকিলে সাগর নিছক[খ]।
কত শক্তি ধরে সে যে দেব সুরগতি ঃ
আমি তুমি সবেরে না চিনে অর্প্পমতি।
আপনে ইন্দ্রের দুষ ক্ষেমহ সকল ঃ
অগ্নি নিবারণ কর দিয়া সুধা জল।
শুনিয়া বলিলা মনি এযাটি হাজার ঃ
এমত বচন পুনি না বলিয় আর।
মারিম বাসব দুষ্ট বিলম্ব খানিক ঃ
আর যেন বচন না বলে ধিকাধিক।
পুনি বর্ম্মা বলিতে লাগিল মনিস্থান ঃ
যর্জ্ঞের দক্ষিনা দেয় বাসবরে দান।
দক্ষিনা মাগিল আমি তুমরার স্থান ঃ
সবে মিলি দেয় মরে সহস্র লুচন।

আদর্শ পুঁথির পাঠ — বিনে পারির্ষ্বাদে নহেত টাকুর।
২নং পুঁথির পাঠ — বিনে পারির্ষ্বাদ হনে নহেত ঠাকুর।
৪নং পুঁথির পাঠ — বিনে পারির্ষ্বাদ হনে নহেত টাকুর । প্রভৃতি।
অন্য অন্য পুঁথিকেও অনুরূপ পাঠ। পারির্ষ্বাদ = পারিষদ।
'পারিষদ' শব্দ সহচরবা ক স্বগন অর্থেই ব্যবহৃত।

ক — ব্রাহ্মণের অমর্যাদা, ব্রাহ্মণের মান হানি প্রভৃতি। খ — মূল্যহীন।

---

১ — সংক্ষেপে ২ — নাহি ৩ — মারিব ৪ — ক্ষুদ্রনদী

এই হেতু আসিয়াছি দান নিতে তারে ঃ
দান উছর্গিয়া[ক] সবে দেয় বাসবরে।
কাশ্যবেয়[১] স্তুতি বাণী বলে বেগ্র হৈয়া ঃ
সুরপতি দান দেয় প্রসর্ন্নিত হৈয়া।
প্রজাপতি কাস্বরে বাক্য বলে পুনি ঃ
সন্তুষিত হৈয়া বলে বালুখিলা মনি।
শুন প্রজাপতি আর কাশ্বব বার্ম্মণ ঃ
যের্জ্ঞের[২] সংকল্প আমি করিছি যেমন।
ইহাতে হহিব যেই শুনহ বচন ঃ
ইন্দ্র পরাজিব সেই এই নিবন্দন[৩]।
ইহাতে যে জর্ম্মে সেই ইন্দ্র পরাজিব ঃ
এই বাক্য দড়[৪] করি যর্জ্ঞ পুর্ন্না[খ] দিব।
এই মতে প্রজাপতি প্রস্থাব[৫] করিলা ঃ
বাসবের প্রানদান বর্ম্মা হৈতে হৈলা।
বর্ম্মারে সন্তুষ করি সব মনিগন ঃ
চারিদিগে হৈয়া ঘৃত করএ হুনন[গ]।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
বালুখিলা যর্জ্ঞ করে ঃ ইন্দ্র পরাজিব তরে ঃ
বেদধ্বনি[৬] করে নিরন্তর ঃ
মহাশব্দ ভয়ঙ্কর ঃ ত্রাসে কাপে চরাচর ঃ
টলবল[ঘ] অমরানগর ।১।
মহাঅগ্নি প্রজলিত[৭] ঃ বালুখিলা হরষিত ঃ
ধুমানলে ছাইল গগন ঃ
চারিপাশে মনিগণে ঃ তিলে জলে ঘৃত হুনে ঃ
জয় জয় বলে সর্ব্বক্ষন ।২।

ক — উর্ছর্গিয়া (উছর্গ + ইয়া) = উৎসর্গ + ইয়া = উৎসর্গিয়া। খ — পূর্ণাহুতি।
গ — আহুতি দেওয়া। ঘ — টলমল।

---

১ — কাশ্যপেও ২ — যজ্ঞের ৩ — নিবন্ধন ৪ — দৃঢ়
৫ — প্রস্তাব ৬ — বেদধ্বনি ৭ — প্রজ্জ্বলিত

এই ক্রমে পঞ্চ নিশি ঃ হুমে বালুখিলা রিষি[১] ঃ
অকালে প্রলয় হৈল মনে ঃ
বেদমন্ত্র পটে[২] চুটে[৩] ঃ যর্জ্ঞহনে ডিম্ব উটে[৪] ঃ
পুর্ন্না দিলা সব মনিগন।
ডিম্ব দেখি প্রজলিত ঃ বালুখিলা হরষিত ঃ

অবেখ ইন্দ্র হৈব পরাজয় ঃ
ডিম্ব তুলি দুই হাতে ঃ সমর্পিলা কাশ্যবেতে ঃ
সযত্নে পালিবা মহাশএ।
কাশ্যবে তাহারে পাইয়া ঃ অতি হরষিত হৈয়া ঃ
আনি দিলা বিনতার তরে।
পুষিবাএ যত্ন করি ঃ শুনএ বিনতা নারী ঃ
পুর্ন্ন হৈব সহস্র বৎসরে।
সহস্র বৎসর অন্তে ঃ ডিম্ব ভাজিবাএ দন্তে ঃ
উমগ দিবাএ পক্ষির বেভারেঘ ঃ
অর্ন্নজনে শুনে যদি ঃ ডিম্ব পালাইবঙ ছেদি১ ঃ
তবে তুমার নাহিক নিস্থার।
দুই হস্ত জুড় করি ঃ লইয়া বিনতা নারী ঃ
নির্জ্জন রাখিলা ততক্ষন ঃ
কহে নারায়ন দেবে ঃ মনুসার চরণভাবে ঃ
ইহা হনে হহিব মচন।
—ঃ পয়ার ঃ—
বিনতা সুন্দরী ডিম্ব পাইল যখনে ঃ
সঙ্কুচে২ রাখিল তবে পরম যতনে।
দিনে দাসী কর্ম্ম করে নাহিকপসরচ ঃ
রাত্রি হৈলে উম দেএ এ চারি প্রহর।
এই মতে ডিম্ব দুই করএ পালন ঃ
মনি বিনে এই কথা না জানে অর্ন্নজন।

ক — প্রচণ্ডভাবে, মহাবেগে, উচ্চরবে প্রভৃতি। খ — অব + এ, অব = এসময়, এখন প্রভৃতি মৈথিল শব্দ।
গ — বস্ত্রাদির আচ্ছাদন জনিত 'তাপ'। ঘ — আভরণ, কার্য, প্রিয়জনকে নতুন বস্ত্রাদি দান।
ঙ — ছেদন করি , বর্জন করি। চ — অবসর নেই।

---

১ — ঋষি ২ — পঠে, পড়ে ৩ — উঠে ৪ — ফালাইব ৫ — সঙ্কোচে।

বৎসর হহিলে পুর্ন্ন চির্ন্ন৩ রাখে য়াকি২ ঃ
এই ক্রমে অনেক বৎসর ডিম্ব রাখি।
নবশত পঞ্চাশ বছর উম দিয়া ঃ
আপনারে মন্দ বলে কর্ম্মকে নিন্দিয়া।
আমার কপালে ভাল লেখিয়াছে বিধি ঃ
পক্ষীরূপে ডিম্ব উম দিলু নিরবধি।
একে সতীনের দাসী কর্ম্মের লিখনে ঃ
দুই গুটা ডিম্ব মই৪ পালিনু কি কারনে।
দুক্ষ ভাবি পুনি পুনি তিরস্কার করি ঃ

ক্রুধ করি এক ডিম্ব ভাঙ্গিল সুন্দরী।
মির্থ্যা কাজে পরিশ্রম করি কার্য্য নাই ঃ
আছাড় মারিয়া ডিম্ব ভাঙ্গিল তথাই।
ডিম্ব হনে বার হৈল শিশু একগুটি ঃ
পক্ষীর সরূপ শিশু বড় পরিপাটি।
ডিম্ব হনে বার হৈয়া থরথরি[খ] করে ঃ
মায় সম্বুদিয়া[৩] পক্ষী বলে ধীরে ধীরে।
কাল পুরিলে যদি ভাঙ্গিতে আমারে ঃ
অকালে ভাঙ্গিয়া ডিম্ব নষ্ট কৈলে মরে।
থরথর করে তনু পবনের বেগে ঃ
শরীর পুড়এ মর কাল ক্ষুধারুগে[৪]।
লড়িবার শক্তি নাই তুলহ আমারে ঃ
খাইবারে দেয় কিছু থাকে যদি ঘরে।
বিনতাএ শুনিয়া তুলিয়া লৈলা কুলে ঃ
ললাটে চুম্বন দিয়া প্রিয়বার্ক্ক[৫] বলে।

ক — মুই, মই খ — থরথর কাঁপুনি, বিশেষত ঃ শীতের কাঁপুনী।

---

১ — চিহ্ন ২ — আঁকি ৩ — সম্বোধিয়া ৪ — ক্ষুধারোগে ৫ — প্রিয়বাক্য

সর্ব্বঅঙ্গ পুরিয়াছে না পুরিছে উরু ঃ
এতেকে ইহার নাম থইলা[১] অনুরু।
বিনতাএ বলে পুত্র কি দিম তুমারে ঃ
কর্ম্মফলে দাসী আমি সতীনের ঘরে।
অনুরে বলেন মায় না বলিয় আর ঃ
ক্রুধবসে সর্ব্বনাশ করিলে তুমার।
কাল পুরিলে যদি ভাঙ্গিতে আমারে ঃ
তবে নি আমার মাএ দাসী কর্ম্ম করে।
আমি হনে তুমার না হৈল[ক] কুনু কাম ঃ[ক]
কি করিম বল মাএ শীতে দুক্ষ পাম।
বিনতাএ বলে পুত্র শুন মর[২] বানী ঃ
সাগরের তীরে তর[ক] বাপ মহামনি।
তাহান নিকটে যায় না করিয় ব্যাজ[খ] ঃ
তথা গেলে সর্ব্ব অংশে সিদ্ধি হৈব কাজ।
শুনিয়া এমত বানী পক্ষী মহাশএ ঃ
বিনতারে সম্বুদিয়া পুনি পুনি কহে।
আমারে করিলে নষ্ট অকালে ভাঙ্গিয়া ঃ
সে ডিম্ব ভাঙ্গিবা যুগ কাল পুরাইয়া।

এত বলি প্রনমিলা মায়ের চরণ ঃ
বাপের উদ্দেশে[৪] বীর করিল গমন।
অলক্ষিতে মিলে পক্ষী কাশ্যব গুচর ঃ
তাহা দেখি জির্জ্ঞাসে কাশ্যব মনিবর।
কাহার তনএ পক্ষী কুথাতে নিবাস ঃ
কুনুহেতু* আসিআছ আমার সর্ম্পাস।

আদর্শ পুঁথি ছাড়া সকল পুঁথিতেই (২, ৪, ৯, ১০) গৃহীত পাঠ অর্থাৎ বাক্যাংশ "কুনুকাম"। এ স্থলে আদর্শ পুঁথিতে আছে 'প্রতিকার'। 'প্রতিকার' বাদ দিয়ে অন্য সকল পুঁথির পাঠ 'কুনুকাম' নেয়া হয়েছে।

ক — অন্যথা।

---

১ — থুইলা ২ — মোর ৩ — তোর ৪ — উদ্দেশে ৫ — কোনহেতু

অনুরে বলএ আমি বিনতা তনএ ঃ
ডিম্ব হনে জর্ম্ম মর শুন মহাশএ।
কাশ্যব মনির পত্নী আমার জননী ঃ
অকালে আমারে নষ্ট কৈল দুর্ব্বাগিনী[১]।
কাশ্যব নিকটে আমি যাইব নির্চ্চএ[২] ঃ
যেই স্থানে স্থপ[৩] করে পিতা মহাশএ।
ইহারে শুনিয়া তবে তুলিয়া লৈল কুলে[৪] ঃ
ললাটে চুম্বন দিয়া পৃয়বাক্য[৫] বলে।
শুন বাপু পক্ষী তুমি আমার নন্দন ঃ
অকালে তুমারে নষ্ট কৈল কি কারন।
কি কারণে আসিয়াছ আমার গুচর ঃ
অনুরু বলেন বাপ শীতে ঝরঝর[৬]।
তবে মনি বলে শুন অনুরু নন্দন ঃ
সূর্য্যের নিকটে তুমি করহ গমন।
অরুনের প্রতাপে সংসার করে নাশ ঃ
ঘুচিব তুমার শীত গেলে তার পাশ।
তবে আরবার বলে বিনতা কুমার ঃ
ক্ষুধাএ শরীর পুড়ে দেয় খাইবার।
তবে মনি মহামন্ত্র কৈলা তান স্থান ঃ
যেকালে যে চায় আসি হৈব বিদ্ধমান[৭]।
বাপকে প্রনাম করি চলিল সত্তর ঃ
অভিলম্বে[৮] মিলে যাইয়া আদিত্য গুচর।
পক্ষী গুটা দেখিয়া জির্জ্ঞাসে[৯] তিমিরারি ঃ[ক]
আপনে কেবা তুমি আইস আগুসারি।

অনুরু বলেন আমি কাশ্বব নন্দন ঃ
অনুরু আমার নাম শুন অপুদন*।

---

*গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির। ২, ৪, ৯, ১০ — প্রভৃতি সকল পুঁথিতেই পাঠ একরকম। কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে 'তিমিরারি' — স্থলে 'ত্রিপুরারি' এবং ২য় চরণটি হলো কেডা তুমি আইলা আগুসারি।
= তিমিরারি - ত্রিপুরারি নন।

---

১ — দুর্ভাগিনী ২ — নিশ্চয় ৩ — তপঃ ৪ — কোলে ৫ — প্রিয়বাক্য
৬ — জরজর ৭ — বিদ্যমান ৮ — অবিলম্বে ৯ — তপোধন।

পিত্রি[১] আর্জ্ঞা পাইয়া আসিল তুমার কাছে ঃ
রহিম তুমার দুজে[২] কার্য্য পুনি আছে।
*এত শুনি প্রসন্ন হইয়া বলে রবি ঃ
থাকহ আমার দুজে হৈয়া চিরজীবী।*
এইমতে দুজে রহে বিনতা নন্দন ঃ
নারায়ণ দেবে কহে মনুসা চরণ।
—ঃ ইতি অনুর জন্ম সমাপ্ত ঃ—
শনকে বলিলা মনি কহ তার শেষ ঃ
আর ডিম্ব কি হহিল কহত বিশেষ।
এইমতে বিনতা বিবাদ ভাবি মনে ঃ
অবশিষ্ট ডিম্ব গুটী পালে প্রাণপনে।
আচম্বিত কাশ্বব আইলা নিজালএ ঃ
কান্দিয়া কান্দিয়া নারী চরণে পড়এ।
এক ডিম্ব অকালে ভাঙ্গিলু না জানিয়া ঃ
এ ডিম্বের কালযুগ[৩] পুরিল আসিয়া।
পঞ্চ দিন আছে মাত্র বৎসরের বাকি ঃ
কেমতে ভাঙ্গিম ডিম্ব উপাএ না দেখি।
কহিতে লাগিলা মনি হরষিত হৈয়া ঃ
ডিম্বগুটী ভাঙ্গিবাএ শুভক্ষণ[৪] চাইয়া।
**স্নান করি শূচি হৈয়া ** নারায়ন সরি[৫] ঃ
দন্ত দিয়া ডিম্ব গুটী ভাঙ্গিবা সুন্দরি।
ইবুলিয়া মনি গেলা তপ করিবারে ঃ
বিনতা কদ্রুর ঘরে থাকে নিরন্তরে।
সহস্র বৎসর যদি হহিল পূরণ ঃ
দীপ্তিমান হৈল ডিম্ব সদৃশ কাঞ্চন।

** আদর্শ পুঁথির পাঠ — সুনিয়া প্রসন্ন হৈলা পঞ্চকার রবি ঃ*
থাকহ আমার দুজে হৈয়া চিরজিবি।

২নং পুঁথির পাঠ — এত শুনি প্রসন্ন হইয়া বলে রবি ঃ
থাকহ আমার দুজে হৈয়া চিরজিবি।
৪নং পুঁথির পাঠ — শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেক বাণী ঃ
থাক আমার দুজে পক্ষি শিরমনি।
৯নং পুঁথির পাঠ — শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেক রবি ঃ
থাকএ আমার বুজে হৈয়া চিরজিবি।
১০নং পুঁথির পাঠ — সুনিআ প্রশন্ন হৈয়া বলিল রবি ঃ
থাকহ আমার কাছে হৈয়া চিরজিবি।
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির। কোনো পুঁথিতে 'পঞ্চকার' পদটি নেই বলে বাদ দেওয়া গেল।
***মূল পাঠ - শূচি হৈয়া স্নান করিল কার্য্য-কারণ সম্পর্ক সূত্রে লিখেছি - স্নানকরি শূচি হইয়া।*

---

১ — পিতৃ ২ — ধ্বজে ৩ — কালযোগ ৪ — শুভক্ষণ ৫ — স্মরি।

স্নান করি বিনতাএ শুদ্ধমন হৈয়া ঃ
পুনি পুনি নারায়ন সরণ[১] করিয়া।
পতিত পাবন হরি অনাতের[২] নাথ ঃ
তুমি বিনে নিবেদন করিম কাহাত।
এক পুত্র নষ্ট হৈল মর কর্ম্মদুষে ঃ
এ ডিম্বেতে সদএ হইবা সর্ব্বঅংশে।
ইবুলিয়া দন্তাঘাতে সে ডিম্ব ভাঙ্গিল ঃ
পরম সরূপ[৩] এক পক্ষী বার হৈল।
মেগবর্ন্ন[৪] শরীর দেখিতে মনুহর ঃ
দুই চক্ষু, রক্ত বর্ন্ন নাদ ভয়ঙ্কর।
*নখপদ বিমল কাঞ্চন দীপ্তি জিনি ঃ
শেত পাখা চঞ্চলিত[৫] কাঞ্চন সমানি।*
চক্ষু পাকাইয়া পক্ষী ঘনে ঘনে চাএ ঃ
দেখিতে শরীর ছাড়ি প্রাণ উড়ি যাএ।
মন্দ মন্দ সুরে[৬] পক্ষী বলে ধীরে ধীরে ঃ
খাইবারে জল মায় দিবাএ আমারে।
বিনতাএ বলে পুত্র জল নাই ঘরে ঃ
লড় দিয়া গেল নারী জল আনিবারে।
জল আনিবারে গেল বিনতা কামিনী ঃ
কদ্রুএ তর্জ্জন বাক্য বলে পুনি পুনি।
না শুনি কদ্রুর বাক্য জল লৈয়া গেল ঃ
জলপান করি পক্ষী সন্তুষিত হৈল।
বিনতার স্থানে কহে মধুরস বাণী ঃ
তর্ত্তকথা কহ অবে আমার জননী।
মায় তুমি বিন্ধমানে দেখিলু তুমারে ঃ

বাপ মর কুনু স্থানে বলহ সত্তরে।
বিনত্তাএ বলে মনি নর্ম্মদার কূল ঃ
তবস্থাতে* মনিবর হৈছে বেভুল।

---

*আদর্শ পুঁথির পাঠ — নখ-পদ বিমল কাঞ্চন দীপ্তি জিনি ঃ
সেত পাখা চঞ্চলিত উজ্জলিত ধ্বনি।
২নং পুঁথির পাঠ — ২য় চরণে পার্থক্য .... কাঞ্চন জিনি কাজল সমানি।
৪নং পুঁথির পাঠ — নখ-পদ কাঞ্চন দিপ্তি যেন রক্তমনি ঃ
শ্বেত পাখা বর্ণ শ্বেত কাঞ্চন সমানি।
৯নং পুঁথির পাঠ — নখ পদ বিমল কাঞ্চন দীপ্তি জিনি ঃ
সেত পাখা চঞ্চলিত কাঞ্চন সমানি।
১০নং পুঁথির পাঠ — নৈক পদ কমল কাঞ্চন জিনি দিপ্তি ঃ
শ্বেত পাখা চঞ্চলিত কাজল আকৃতি।
গৃহীত পাঠ ৯নং পুঁথির।

ক — চঞ্চল।

---

১ — স্মরণ ২ — অনাথের ৩ — স্বরূপ ৪ — মেঘবর্ন্ন ৫ — স্বরে ৬ — তপস্যাতে।

পুনি আরবর পক্ষী লাগে কহিবারে ঃ
খিধাএ[১] শরীর পুড়ে দেয় খাইবারে।
বিনতা কান্দিয়া বলে শুন পুত্রবর ঃ
তুমারে কি দিম আমি দাসী পরার[২] ঘর।
না জানি বিলম্ব দেখি কুনু শাস্থি করে ঃ
হেনকালে কদ্রু আসি মিলিল সত্তরে।
হেরেল[৩] নিলাজি[৪] কেন বিলম্ব করসি ঃ
কালি আইলে সৈন্ধা[৫] কালে ঘর রৈল বাসী।
কেশেতে ধরিয়া মারে মটুকি[৬] চাপড় ঃ
ভূমিতে পড়িয়া নারী করে ধড়পড়[৭]।
চরণে প্রহার কৈল বার ছয় সাত ঃ
এব[৮] বাদ না ছাড়এ বিবাদ আমাত।
কান্দিয়া কান্দিয়া নারী বলে পৃয় বাণী ঃ
পক্ষীরে যাবত মই দিয়া আমি পানি।
এতক্ষন ক্ষেমা মরে করহ আপনে ঃ
পক্ষী গুটী পালিয়াছি অনেক যতনে।
শুনিয়া এমত বাণী অতি ক্রুধে জলি[৯] ঃ
পক্ষী হনে কুনু কর্ম্ম হৈব বৈতালিনী[১০]।
চুলেত ধরিয়া মারে কুপিয়া নির্ভরে ঃ

ছেচাড়িয়া[ঙ] নিয়া যাএ আপনার ঘরে।
পক্ষীএ দেখিয়া তবে না দিল উত্তর ঃ
ক্রুধ মথে চলি গেল বাপের গুচর।
মহাশব্দ করি পক্ষী আইসে দারুণ ঃ
মনিরিখি তপসিএ[৬] ভাবে পুনরপুনি[৭]।

ক — ওলো। (সম্বোধনে) খ — লজ্জাহীনা। গ — মুষ্টি, মুঠি। ঘ — এখনও
ঙ — অসৎ চরিত্রা মেয়ে লোক; গ্রাম্যগালি। চ — বন্ধুর ভূমিতে বর্ষণে ছিন্ন বিছিন্ন করে টানা।

----

১ — ক্ষুধায় ২ — পরের ৩ — সন্ধ্যা ৪ — ধড়ফড়
৫ — জ্বলি ৬ — তপস্বীয়ে ৭ — পুনঃপুন।

হেনকালে আইল পক্ষী বাপের অগ্রত ঃ
মনিপদে তখনে করিল দণ্ডবত।
ধ্যানে দেখিয়াছে মনি গড়ুর জনম ঃ
সাক্ষাতে দেখিয়া হৈল আনন্দ পরম।
কুলে লইয়া চুম্ব[১] দিয়া বলে পৃয় বাণী ঃ
প্রানপণে মক্ত কর বিনতা কামিনী।
গড়ুর রাখিলা নাম মনি তপুদন ঃ
পুনি বলিবার লাগে বিনতা নন্দন।
খুধাএ শরীর মর পুড়ে কলেবর ঃ
মনি বলে খায় এই কিরাত নগর।
শুনিয়া চলিল পক্ষী কিরাতের দেশে ঃ
নখে ধরি মখ মৈদ্ধে দেএ দশে বিশে।
বার্ল্ল[২] - বিদ্ধ[৩] - যুবা - নারী পুরুষ যতেক ঃ
সকল খাইল পক্ষী ভ্রমিয়া তিলেক।
সমখে[৪] যাহারে দেখে করএ ভক্ষন ঃ
না জানিয়া গিলিলেক চণ্ডাব[৫] বার্ম্মণ।
অগ্রার্য্য[৬] ব্রার্ম্মণ মাংস সুলুকের[৭] প্রতি ঃ
লাগিয়া রহিল গলে মহাবল শক্তি।
গিলিতে না পারে পক্ষী বেথাএ[৮] বিকল ঃ
পাথরে[৯] লাগিয়া রৈল নাহি হএ তল।
বিষাদ ভাবিয়া পক্ষী হহিল বিস্মএ[১০] ঃ
গিলিতে না পারে তবে তল নহি হএ।
মনে ভয় পাইয়া পক্ষী চলিল তখন ঃ
পুনরুপি আসি মিলে মনির সদন।

গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির। সকল পুঁথিতে একই পাঠ। কিন্তু আদর্শ পুঁথির 'সদণ্ডে করিল প্রণিপাত' — এর

'সদণ্ড' শব্দটি অন্য কোন পুঁথিতেই নেই। শব্দটি প্রক্ষিপ্ত।

ক — চণ্ডাল। চাঁড়াল। মনে হয় 'চাঁড়াল' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ পরিণতি হলো চাঙ্গার বা চঙ্গা। 'কিরাত' শব্দের অর্থ চণ্ডাল বিশেষ। তাই কিরাত দেশের 'ডঙ্গোর ব্রাহ্মণ' শব্দে অর্থ হয় চণ্ডাল জাতীয় ব্রাহ্মণ। ৪নং পুঁথির চণ্ডালের ব্রাহ্মণ এবং ১০নং পুঁথির চাঙ্গালের ব্রাহ্মণ পাঠ ও চণ্ডাল শব্দের সমর্থন যোগায়।

খ — প্রস্থের দিকে আড়াআড়ি ভাবে, কোনাকুনি ভাবে।

---

১ — চুম্বন ২ — বাল ৩ — বৃধ ৪ — সম্মুখে
৫ — অগ্রাহ্য ৬ — সুলোকের ৭ — ব্যথায় ৮ — বিস্ময়।

গড়ুরে বলএ মনি প্রমাদ পড়িল ঃ
একগুটা মনিস্ব গলাএ লাগি রৈল।
তল করিতে নরি অদ্ভুত সকল ঃ
বাউ[১] চরাচর[২] নহে বেথাএ বিকল।
মনি বলে গিলিয়াছ চঙ্গোর বার্ম্মণ ঃ
কেমতে হহিব তল শুনহ নন্দন।
উগলিয়া[৩] পালায় বার্ম্মণ না করিয় ব্যাজ[৪] ঃ
খুধা যদি লাগি থাকে খায় আর রার্জ্য[৫]।
এত শুনি উগলিল চঙ্গোর বার্ম্মণ ঃ
বড় সুস্থ পাইল তবে বিনতা নন্দন।
বাপকে প্রণাম করি উড়িল আকাশ ঃ
খুধা নাহি পুরে আর নাহি পুরে আশ।
নারায়ণ দেবে কহে মনুসার দাস ঃ
সহস্র বৎসর ধরি ভ্রমএ আকাশ।
এইখানে রহিয়া যাউক এই রসবাণী ঃ
গজ-কর্চ্চবের[৬] যুদ্ধ অপূর্ব্ব কাহিনী।
মালাধর নগর সুন্দর অনুপাম[৭] ঃ
তাহাতে বৈসএ রাজা সুরেশ্বর নাম।
সুখ ভুগ করি রাজা পরলুক হৈল ঃ
ধন রার্জ্য লইয়া দুই পুত্রে বাদ কৈল।
জেষ্ট[৮] পুত্র সুদইরসন[১] কনেষ্ট[২] সুরত[৩] ঃ
দুইজনে বিবাদ না ছাড়ে অবিরত।
সুদইরস্বন বলে আমি রার্জ্য ভুগ করি ঃ
ধনজন লইয়া তুমি থাকএ উহারি।
সুরথে বলএ তুমি অনুচিত কহ ঃ
আমি রার্জ্য করি তুমি ধন লৈয়া রহ।

ক — উদ্গিরন করে, বমি করে।
খ — অন্যথা।

---

১ — বায়ু   ৬ — জ্যেষ্ঠ পুত্র
২ — চলাচল   ৭ — সুদর্শন
৩ — রাজ্য ৮ — কনিষ্ঠ
৪ — কচ্ছপের   ৯ — সুরথ
৫ — অনুপম

—ঃ দিসা ঃ—

(দিসা ।। রাম বলরে অরে পামর মন ঃ তুমি বসিয়া কি কাজ কররে।।)
এইরূপে দুইজনে করএ বিরদ[১] ঃ
কেয় কারে নাহি মানে নাই উপরদ[২] ।
একদিন সুরতে ধরিয়া সুদইরস্বনঃ
লাগবতা[৩] করিলেক করি দুস্ট মন।
ক্রধ হৈয়া শাপ তারে দিল সুদর্হরস্বন ঃ
গজ হইয়া থাক তুমি গহন কানন।
শাপ পাইয়া সুরত কুপিয়া বহুতর ঃ
কৎছব[৪] হহিয়া তুমি থাক সরবর।
অর্ন্নে অর্ন্নে দুই জনে বিবাদ না ছাড়ে ঃ
পরস্পর পাইলে দুহারে দুহে মারে।
গজে গিয়া সরবরে নাহি খাএ পানি ঃ
কৎছবে পাইলে তার লইব পরানি।
কৎছব রহিছে খাপ[৫] দিয়া সরবরে ঃ
লাগ পাইলে গজরে ধরিয়া নেএ জলে।
আচম্বিত বিধাতার লিখন সংযুগে[৬] ঃ
মন বেভুলিত[৭] হৈয়া গজ গেলা আগে।
কৎছবে আসিয়া গজ ধরিলেক তীরে ঃ
গজচাএ কৎছব ধরিতে যদি পারে।
কৎছবে নিবার চাএ পরাজিয়া জলে ঃ
এইমতে দুইজনে করে মহাবলে।
কেয় কারে না ঘাটএ[৮] দুই সমস্বর[৯] ঃ
দুইজনে যুদ্ধ করে বিরাশী বৎসর।
পৃথিবী বিদার হএ অতিশএ ডরে ঃ
খুধাএ গড়ুর ভ্রমে আকাশ উপরে।

**গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির। আদর্শ পুঁথির পাঠ - 'কেয় কারে করিয়া না করে উপরস'।*

ক — আক্রমনের জন্য প্রস্তুতি।
খ — মত্ততার জন্য ভ্রমযুক্ত।
গ — মান্য করে।
ঘ — সমান।

---

১ — বিরোধ ২ — উপরোধ ৩ — লাঘবতা ৪ — কচ্ছপ
৫ — সংযোগে

থাপা দিয়া[ক] লইলেক নখের উপর ঃ
বহুদিনে ভক্ষ দ্রব্ব[১] পাইল পক্ষিবর।
দিগে - পাশে সাইট যুঝন[২] গজবর ঃ
কৎছবের পরিমাণ শতেক প্রহর।
থাপা দিয়া দুই গুটা ধরিলেক নখে ঃ
পতঙ্গ সমান হেন কিছু নহি লেখে।
স্থান নহি পাএ খাইতে ভ্রমএ গগন ঃ
পরম বিসিত্ত[৩] হৈল বিনতা নন্দন।
পৃথিবীতে ভর কৈলে রসাতল যাএ ঃ
পর্ব্বতে পড়িলে হএ চুর্ন্নবত প্রাএ।
হেনকালে বিক্ষ এক দেখি খগগতি ঃ
তুষ্ট হৈয়া তথাতে পড়িল শীগ্রগতি।
গজ কৎছবে লইয়া পড়িল যেই কাল ঃ
মহাভারে বিক্ষের ভাঙ্গিয়া পড়ে ডাল।
যে ডাল ভাঙ্গিল তার শুনহ কাহিনী ঃ
তাহাতে তপস্বা করে বার্লুখিলা মনি।
উর্দ্ধপদে তপ করে ডালেত বান্দিয়া ঃ
এষাটি হাঝার মনি সারি সারি হৈয়া।
থাপা দিয়া সেই ডাল লৈল মনিসনে ঃ
এড়িয়া না দিল বর্ম্মবধের কারণে।
গজ কৎছব ডালে আর মনিগণ ঃ
ইসব লইয়া বীর উড়িল গগন।

ক — থাপা। থাবা। উবুড় করতল বা কোষ।

---

১ — ভক্ষ দ্রব্য ২ — যোজন ৩ — বিস্মিত

[দিসা ঃ— ।। কৃষ্ণ হে করুনামএ এইবার করুনা কর।।]
সংসার ভ্রমিয়া পক্ষী না পাইল স্থল ঃ
বিষাদ ভাবিয়া পক্ষী হইল নির্ব্বল।

কিরূপে নিস্থার হৈম সঙ্কট আপনে ঃ
পতিত পাবন প্রভু নারায়ণ বিনে।
পক্ষীর বিপদ দেখি দেব নারায়ণ ঃ
স্তম্ব রূপ[১] আপনে হহিলা ততক্ষণ।
সুমেরু পর্ব্বত হেন স্তম্বের বিস্থার ঃ
দেখি বড় তুস্ট হৈল বিনতা কুমার।
মহাশব্দ করি পড়ে উপরে তাহার ঃ
মহাসুখে বসি তথা করিল আহার।
উদর পুরিয়া গজ - কৎছব খাইল ঃ
অনেক দিবস অন্তে বিশ্রাম করিল।
আহার করিয়া টুট[২] মছিতে[৩] স্তম্বেতে ঃ
চারি পাশ দিয়া রক্ত পড়ে স্রতবতে[৪]।
দেখি চমকিত হৈল বিনতা নন্দন ঃ
ত্রাশ পাইয়া অন্তর ধ্যান হৈল ততক্ষণ।
অপার মহিমা প্রভু না পারি লক্ষিতে ঃ
শীলা হনে রক্ত পড়ে ভএ লাগে চিতে।
অঙ্গা পুলকিত করি সকল নয়ন ঃ
দুই হস্থ জুড় করি করএ স্থবন।
নম নিরঞ্জন প্রভু নম লক্ষীপতি[৫] ঃ
নম কুর্ম্মরূপ হরি ধরিয়াছ ক্ষিতি।
নম মইৎসরূপ[ক] হরি বেদ উদ্ধারক ঃ
নমহু বরাহ রূপ ভুবন পালক।

ক — মৎস্য, মইৎস = মাছ।

---

১ — স্তম্ভরূপ ২ — ঠোঁট ৩ — মুছিতে ৪ — স্রোতবৎ ৫ — লক্ষ্মীপতি।

নমহু বামনরূপ বলি নিলা অধে ঃ
ত্রিভুবন ধরিয়া রহিলা তিনপদে।
নমো নরসিংহ হরি নম লক্ষীপতি ঃ
প্রণমহু পুনি পুনি প্রভু দাশরতি[১]।
নমহু নমহু হরি গপদ্ধন[২] রূপী ঃ
চরণ সরণে মক্ত হএ যত পাপী।
নম কল্কিরূপ হরি অভেদ বিচার ঃ
কালরূপে অন্তকালে করিবা সঙ্গার[৩]।
বর্ম্মা মহেশ্বরে ভাবি না পাএ উত্তর ঃ
আমি.কি করিম স্থপ নির্ব্বুদি[৪] পামর।
অনেক প্রকরে পক্ষী করএ স্বরণ ঃ

নিজরূপ ধরি দেখা দিলা নারায়ণ।
শঙ্ক[৫]-চক্র-গদা-পৌদ্ম[৬] - বনমালা গলে ঃ
কস্তুব[৭] রিদয় মৈদ্ধে অনুক্ষণ দুলে।
সাক্ষাতে সবুপ[৮] হরি দেখিয়া তখন ঃ
অস্টাঙ্গে প্রণাম করে বিনতা নন্দন।
তুস্ট হৈয়া নারায়ণে বলিলা পক্ষীরে ঃ
মনহিত[ক] কর মাগ দিবাম তুমারে।
তবে পুনি গড়ুরে বলএ বিষ্নুরে ঃ
যদি প্রভু সদএ হৈয়া বর দেয় মরে।
অর্ন্ন আর চেস্টা নাই বরের কিবা কাম ঃ
এই বর দেয় তুমা বইয়া[৯] বেড়াম।
স্বস্থি[১০] বলি নারায়ণ বর দিলা তারে ঃ
পুনি আরবার বলে বিনতা কুমারে।

৪, ৯, ১০ প্রভৃতি পাণ্ডুলিপির পাঠ যথাক্রমে - 'নমো হো নমো বলরাম বুদ্ধরূপি'। একই পাঠ এবং প্রণমহু রাম রাবণ বৈর্দ্ধরূপি।

ক — মনোমত।

---

১ — দাশরথি ২ — গোবর্দ্ধন ৩ — সংহার ৪ — নির্বুদ্ধি
৫ — শঙ্খ ৬ — পদ্ম ৭ — কৌস্তুভ (মনি) ৮ — স্বরূপ ৯ — বহিয়া ১০ — স্বস্তি।

মনিসনে ডাল মই না পার[১] ছাড়িতে ঃ
ইহার উপাএ কিছু বল জগর্ন্নাথে[২]।
শুনিয়া করিলা আর্জ্ঞা প্রভু নারায়ণ ঃ
পুনরপি ডালে নিয়া কর নিজজন[৩]।
শুনিয়া গড়ুর চলে সে ডাল লইয়া ঃ
বির্ক্ষে লাগাইতে ডাল রহিল জুড়িয়া।
পূর্ব্বপ্রায় বিক্ষগুটা হহিল তখন ঃ
পরম সন্তুষ হৈল বিনতা নন্দন।
দণ্ডবত করিয়া বিষ্নুরে লৈল কান্দে[৪] ঃ
নারায়ণ দেবে কহে পাচালি প্রবন্দে[৫]।
বিষ্নুর সেবক পক্ষী হহিল এইমনে[৬] ঃ
বিষ্নুর[৭] গড়ুরাসন হৈলা এইমনে।
রাত্রি হৈলে মাএর মন্দিরে চলি যাএ ঃ
বিনতারে দেখিয়া দুক্কিত সর্ব্বদাএ।
অকস্মাত[৮] নারদমনি চলিলেক তথা ঃ
গড়ুরকে সম্বুদিয়া কহিলেক কথা।

শুন বাপু পক্ষী তুমি আমার বচন ঃ
তুমার জননী দুক্ষ পাএ কি কারণ।
তুমি হেন পুত্র যার অসাদ্য[৬] কি তার ঃ
ভুবন বিজই[৭] তুমি বিদিত সংসার।
প্রণাম করিয়া বলে গড়ুর সুমতি ঃ
ইহার উত্তর মরে দেয় মহামতি।
কি দিলে মচন হৈব আমার জননী ঃ
কদ্রু স্থানে জির্জ্ঞাসিয়া দেয় মহামনি।

ক — নিযুক্ত, নিয়োজন খ — এভাবে গ — বিষ্ণুএ, বিষ্ণুও

---

১ — পারি ২ — জগন্নাথে ৩ — কান্দে < স্কন্ধে = কাঁধে ৪ — প্রবন্ধে
৫ — অকস্মাৎ ৬ — অসাধ্য ৭ — বিজয়ী

শুনিয়া চলিলা মনি কদ্রুর ভুবন ঃ
মনি দেখি কদ্রুএ দিলা হেম আসন।
বাসুকি প্রধান করি যত নাগগন ঃ
সকলে প্রণাম করে মনির চরণ।
নাগে বলে কি কারণ আগমন এথা ঃ
নারদে বলেন কিছু আছে তর্ত্ত কথা।
বিনতা হহিল দাসী দৈবের বিপাকে ঃ
স্বর্গ - মৈত্য - পাতাল জানই তিন লুকে।
তাহার কারণে আমি আসিছি আপন ঃ
কি দিলে দাসত্ত' তান হহিব মচন।
এই হেতু গড়ুরে আমারে পাটাইছে ঃ
দিড় বাক্য তুমরা সবের স্থান পুছে।
শুনিয়া মুনির বাক্য কদ্রু বলে হাসি ঃ
অমৃত আনিয়া দিলে খণ্ডাইম দাসী।
অমৃত খাইলে নাগ হহিবা অমর ঃ
তবে আর ত্রিভুবনে কারে দিয়া ডর।
মুনি বলে দড়নি কহিলা এই বাণী ঃ
নাগলুকে সমাদ* উড়িলা পুনি পুনি।
তখনে চলিলা মনি গড়ুরের তথা ঃ
তার স্থানে কহিলেক এ সকল কথা।
অমৃত দিবার তুমি বলে তারা সবে ঃ
না দিলে মচন তান নাই কুনু ভাবে।
হাসিয়া গড়ুরে বলে কার্য্য কত বড় ঃ
ইন্দ্র পরাজিয়া সুধা আনিবাম দড়।

ক — সংবাদ > সম্বাদ।

-----

১ — দাসত্ব।

ইসব শুনিয়া মনি উটিলা তখন ঃ
অবিলম্বে মিলে গিয়া ইন্দ্রের ভুবন।
নারদ দেখিয়া ইন্দ্র সভ্রমে[১] উটিল ঃ
পাদ্ব - অর্গ[২] আসন আনি অনুক্রমে দিল।
মনি বলে সুরপতি শুনহ অদ্ভুত ঃ
অমৃত হরিতে আইসে বিনতার সুত।
বালুখিলা যজ্ঞে জর্ম্ম হহিছে তাহার ঃ
এই সে দারুণ পক্ষী বড়ই দুর্ব্বার।
ইবুলিয়া মনিবর উটিল সত্তর ঃ
দেবগন লইয়া যুক্তি করে পুরন্দর।
অবে যে সঙ্কট হৈল শুন দেবগণ ঃ
সুধা হরিবার আইসে বিনতা নন্দন।
আমি না পারিম তার সঙ্গে যুঝিবার ঃ
বালুখিলার যর্জ্ঞে জর্ম্ম হহিছে তাহার।
মেঘদুত পুস্পধর্ম্মা[৩] ডাক দিয়া আনি ঃ
ইসকল সমাচার কহে সুরমনি।
পুস্পধর্ম্মা বলে চিন্তা কেনে কর তুমি ঃ
কুনু বলবীর্য ধরে নাহি গনি আমি।
অস্ত্র-শাস্ত্র নাহি জানে সবে টুট[৪] নখ ঃ
অসঙ্ক আমার সেনা গড়ুর একক।
আমরার[৫] সনে পক্ষী সর্ব্বদা নরিব[৬] ঃ
বেড়িয়া মারিম তারে কেমতে সহিব।

-----

১ — সম্ভ্রমে　　২ — পাদ্য - অর্ঘ্য　　৩ — পুস্পধন্বা　　৪ — ঠোঁট
৫ — আমাদের　　৬ — নারিব

এইমত শুনিয়া ইন্দ্রে স্থির কৈলা জ্ঞান ঃ
সুর্ম্মসব নিজজিলা প্রতি স্থানে স্থান।
পুস্পধর্ম্মা - মেগদুত[১] রহু আগুবাড়ি ঃ
আসিতে বিনতা সুত দিবাএ খেদাড়ি[২]।
ডাকিয়া গন্দর্ব্ব গণে বলে পুরন্দর ঃ
"গড় বেড়ি রহ সব লৈয়া ধনুসর[৩]।"
যার যেবা পরাক্রম কেমা না করিবা ঃ

আসিতে দারুন পক্ষী প্রানে নিক্ষেপিবা।
দ্বারেতে রাখিল গদা বিপরীত কাএ ঃ
লঙ্গিয়া[৩] যাইতে নারে কি হবে উপাএ।
চক্র দিয়া চারিদিগে বেড়িলেক সুধা ঃ
বর্ম্মার সৃজন চক্র নাম তার রাধা।
আপনে রহিলা গিয়া অন্তস্পুরীর[৪] মাজ[৫] ঃ
এইমতে প্রবন্ধ করিলা দেবরাজ।
এথাত্র গড়ুর বীর অমৃত হরিতে ঃ
বিদাএ হহিল গিয়া বাপ কাস্ববেতে।

লাচাড়ি

চলি যাএ পক্ষিবর ঃ জিনিবারে পুরন্দর ঃ
সাধিবারে বিনতার কাজ ঃ
জয় জয় সর্ব্বক্ষন ঃ বাল বান্দবের[৬] গন ঃ
মৃতপ্রায় পুর্নুগ[খ] সমাজ ।১।
দেখিয়া বিনতা মায় ঃ সত্তরে বন্দিল পায় ঃ
বাপবন্দে প্রদক্ষিণ করি ঃ
গুরুবন্দু আদি করি ঃ করজুড়ে নমস্কারি ঃ
উদ্দেশে প্রণমে দেব হরি ।২।

আদর্শ পুঁথির পাঠ — 'গড়বেষ্টন করি থাক ধনুস্বর'। ছত্রটির অর্থ — পূর্নতা নেই বলে ২নং পুঁথির পাঠ নেয়া হয়েছে।

***গৃহীত পাঠ আদর্শ পুঁথিরই। তবে 'সৃজন' শব্দটি পুঁথিতে হলো 'সজন'। এছাড়া — 'চক্র' স্থলে কোন কোন পুঁথিতে 'গদা' শব্দ ব্যবহৃত। চক্র প্রসঙ্গ আলোচনায় এখানে গদা হতে পারে না বলে 'চক্র' শব্দই নেয়া হয়েছে।*

ক — দূর করা বা তাড়িয়ে দেওয়া। খ — পন্নগ, সাপ।

---

১ — মেঘদূত ২ — ধনসার ৩ — লঙ্ঘিয়া ৪ — অন্তঃপুর
৫ — মাঝ ৬ — বান্ধবের।

উড়া দিয়া পাক[ক] ঝাড়ে ঃ গগন মণ্ডলে উড়ে ঃ
ভয়ঙ্কর পক্ষি আদি যত ঃ
সাগর নিশব্দে রহে ঃ মন্দ মন্দ বাউ[১] বএ ঃ
স্থান ছাড়ে অচল পর্ব্বত ।৩।
লাগিতার পাকঝাড়া ঃ ভাঙ্গিল পর্ব্বত চূড়া ঃ
ধরনী করএ টলবল ঃ
মহা ঘুর শব্দ শুনি ঃ পাতালে কাপয়ে ফণী ঃ
নড়িলেক সপ্ত রসাতল ।৪।

দুই পাক পসারিয়া ঃ ধরে টুট লামাইয়া ঃ
বেগে নিন্দে পবনের গতি ঃ
না চলে রবির রথ ঃ ঘুড়াএ না দেখে পথ ঃ
রাহুর্জ্ঞানে কাপে নিশাপতি ।৫।
রিসি আদি মনিগণ ঃ সর্ব্বদায়ে প্রসংশন ঃ
ধন্য ধন্য বিনতা যুবতী ঃ
গড়ুর আসিল শুনি ঃ শূর্ম্ম ডাকে পুনি পুনি ঃ
যত্ন করি বলে সুরপতি ।৬।
আনিব হরিয়া সুধা ঃ ইহাতে নাহিক বাধা ঃ
কহে কবি নারায়ণ দেবে ।৭।

<u>পয়ার</u>

আইসএ দারুণ পক্ষী বেগ অলক্ষিতে ঃ
আগুবাড়ি মেগদূতে বলিল তাহাতে।
কোথাএ চলিছ পক্ষী বেগবন্ত অতি ঃ
বড়ই আক্রশ[২] মন চঞ্চলিত অতি।

ক — বায়ু > বাউ।

---

১ — পাখ, পাখা ২ — আক্রোশ।

গড়ুরে বলএ সুধা আনিম হরিয়া ঃ
তুমার কি কার্য্য আছে তাকে জির্জ্ঞাসিয়া।
মেগদূতে বলে বুজ্জিলাম অনুমানে ঃ
অমৃত হরিয়া নিবাএ তুমার পরাণে।
আমার সহিত আগে দেয়ত সমর ঃ
অমৃত হরিয়া নিবাএ জিনি পুরন্দর।
ইহারে শুনিয়া পক্ষী বলে মেগদুতে ঃ
পরাক্রম করে পক্ষী না পারে লড়িতে।
টুটে বিদারিয়া চক্ষু করিল সঞ্চার ঃ
মহাকূপে জলে[১] পক্ষী বিনতা কুমার।
চক্ষু বিনে মেগদুত পড়িলেন ক্ষিতি ঃ
নখাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে খগপতি।
পড়িল দারুন দুত মেগ দুন্নিবার[২] ঃ
পুষ্পধর্ম্মা ধনু ধরি হৈলা আগুসার।
মারিলে আমার সেনা মেগদূত বীর ঃ
সহ দেখি আমার অস্ত্র পক্ষীর শরীর।
ধনুতে সন্দানি বাণ মারে কুপ হৈয়া ঃ
ফিরাইয়া পালায়ে বাণ পাখঝাড়া দিয়া।

যতসব বাণ মারে পুষ্পধর্ম্মা বুসী ঃ
পদে ধরি তিনখান করিলেক হাসি।
থাপা দিয়া ধরিয়া উড়িল আকাশএ ঃ
মণ্ড[৩] ছিড়ি পাটাইল শমন আলএ।

---

১ — জ্বলে ২ — দুর্নিবার ৩ — মুণ্ড

চলিলেন খগপতি ক্রধিত লুচন ঃ
**আগুবাড়ি যুদ্ধ দিল গন্দর্ব্বের গণ।
পাঁচকুটি গন্দর্ব্ব হহিয়া একটাই ঃ
মারন্তি নানান অস্ত্র[১] সীমা দিতে নাই।
বিনতা নন্দন পক্ষী মহাবল ধরে ঃ
পাক সাটে সব বাণ উড়াএ*** সত্তরে ***।
লক্ষ লক্ষ বাণ ধরি করএ গরাস ঃ
গড়ুরের বিক্রমে গন্দর্ব্বে পাইলা ত্রাস।
মহাবল পক্ষীবর গগনেতে উটি ঃ
পদে ধরি গন্দর্ব্ব মারিল তিন কুটি।
****ভ্রমাইয়া আছাড় মারএ ভূমি তলে ঃ****
তিন কুটি গন্দর্ব্ব পড়িয়া গেলা তাতে।
অবশিষ্ট যে আছিলা রণে দিলা ভঙ্গ ঃ
আউদল চুলে ধাএ ***** সমর তরঙ্গ।*****
গন্দর্ব্ব বিমুখ যদি হহিলা রণএ ঃ
পুরী প্রবেশিয়া চলে গড়ুর দুর্জ্জএ।
দ্বারেতে বিসম গদা রহিছে পড়িয়া ঃ
কদাপি যাইতে নরে তাহারে লঙ্গিয়া।
বিস্ময় ভাবিয়া পক্ষী সরে[২] নারায়ণ ঃ
বিপাকে টেকিল[৩] অবে না যাএ খণ্ডন।
মায় মর দুর্ব্বাগিনী[৪] না হৈল মচন ঃ
পরিশ্রম করিয়া আইল অকারণ।

**আদর্শ পুঁথির এই অংশটির অর্থ পরিস্কার নয় বলে ২নং পুঁথির পাঠ গ্রহন করা হয়েছে। আদর্শ পুঁথিতে — 'চলিলেক খগপতি সক্রধনু চল'।*

২নং পুঁথিতে — চলিলেক খগপতি ক্রধিত লুচন।

৯নং পুঁথিতে — চলিলেক খগপতি ক্রধ লুচন।

*** ১ম ছত্রের অন্তমিলের সঙ্গে ২য় ছত্রের অন্তমিল ঠিক রাখতে এই চরণটি ২নং পুঁথি হতে গ্রহন করা হয়েছে। ৯নং পুঁথিতে ও 'গন্দর্বের গণ' পাঠ।*

****আদর্শ পুঁথিতে 'অসরে' ২নং এ 'সত্তরে'। ২নং পুঁথির পাঠ গ্রহন করা হয়েছে।*

*****শুধু ৯নং পুঁথিতে পাঠ, 'ক্রধ হইয়া আছাড় মারএ ভূমিতলে'। আদর্শ ২, ৪, ১০ প্রভৃতি পুঁথিতে পাঠ,*

'ভ্রমাইয়া আছাড় মারয়ে ভূমিতলে', অধিক পুঁথির পাঠই গৃহীত হয়েছে।
*****আদর্শ পুঁথিতে 'প্রেমের', ২নং পুঁথিতে 'সমন', ৯নং পুঁথিতে 'সমর তরঙ্গ' — ৯নং পুঁথির পাঠ গৃহীত হয়েছে।

ক — মুক্ত বা এলো।

---

১ — অস্ত্র ২ — স্মরে ৩ — ঠেকিল ৪ — দুর্ভাগিনী

বড়ই বিসম গদা লঙ্ঘন না যাএ ঃ
ত্রিভুবনে তুমি বিনে না দেখি উপাএ।
গড়ুরের সঙ্কট দেখি প্রভু নারায়ণ ঃ
আত্যানাদ* করিয়া বলিলা ততক্ষন।
মহাদেবে এই গদা রাখিছে প্রহরী ঃ
আমি বিনে এই গদা লঙ্ঘিতে না পারি।
ইহার উপাএ কিছু করিছি আপনে ঃ
আচম্বিত গদা এক পাইবা শূর্ন্ন হনে।
শুনিয়া আকাশ বাণী পক্ষী আনন্দিত ঃ
অলক্ষিতে গদা আসি হৈল উপস্থিত।
পাইয়া আকাশ গদা পক্ষী বলবান ঃ
গদা দিয়া মর্দ্দ্র গদা কৈল খানখান।
শুনিয়া গদার ভঙ্গ কুপে সুরপতি ঃ
বাণ হস্তে করিয়া আইল শীগ্রগতি।
সুরপতি বলে অরে বিনতা নন্দন ঃ
অখনে মরিবে এই দৈবের ঘটন।
অবের্থ আমার বাণ জানহ আপুনি ঃ
বজ্রে কাটি তুমারে খেদাইম পুনি পুনি।
গড়ুরে বলএ আমার মরণের নাই ভএ ঃ
আপনে মরিবা আজি মর মনে লএ।
এতশুনি সুরপতি কুপিলা বহুতর ঃ
এড়িল* দারুণ বজ্র গড়ুর উপর।

ক — উচ্চস্বরে খ — ছাড়ল, নিক্ষেপ করল।

আইসে দারুণ বজ্র বেগ অলক্ষিতে ঃ
গরাস করিল তারে বিনতার সূতে।
বজ্রগ্রাস করিয়া উড়িয়া পাক ঝাড়ে ঃ
ত্রাস পাইয়া পুরন্দর পলাইলা লড়ে।
খেদাইয়া জাএ তবে খগের ইশ্বর' ঃ

পালাইয়া গেলা ইন্দ্র বর্ম্মার গুচর।
বর্ম্মার পুরিতে গিয়া রহে সুরপতি ঃ
অমৃত উদ্দেশে[ক] চলে পক্ষী মহামতি।
সকল উহারি[১] পক্ষী বিচারিয়া চাইল ঃ
আচম্বিত চক্র মধ্যে অমৃত পাইল।
নিকটেতে গেল পক্ষী সত্তর গমনে ঃ
প্রবেশ করিতে নারে চক্রের কারণে।
নিরন্তর বহে চক্র ক্ষেমা নাহি খানি ঃ
গদা দিয়া মারে বাড়ি পক্ষী শিরমনি।
গদার প্রহারে চক্র খণ্ড খণ্ড হৈল ঃ
অমৃতের কুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিল।
পাইয়া অমৃত পক্ষী হরিস অপার ঃ
টুট লামাইয়া সুধা খাএ বারে বার।
দরিদ্রে পাইলে ধন যেমত করএ ঃ
উদর পুরিয়া সুধা খাএ মহাশএ।
অনেক দিবস হনে শ্রম হৈল দূর ঃ
আকিঙ্কা[৩] পুরিয়া সুধা খাইল প্রচুর।

ক — সকল দিকে

---

১ — ঈশ্বর ২ — উদ্দেশে ৩ — আকাঙ্খা

এক ঘট ভরি সুধা লইল তখন ঃ
উড়া দিল পক্ষীবর হরষিত মন।
তথাতে বিনতা নারী ভাবিয়া বিকল ঃ
অকারণে ডিম্ব মই পালিলু বিফল।
একমাস হএ পক্ষী অমরাতে গেল ঃ
নারিল আনিতে সুধা ইন্দ্রে পরাজিল।
নাগগণ মিলিয়া করএ আলাপন ঃ
বাসবে মারিল বুজি বিনতা নন্দন।
এতদিন হএ পক্ষী গিয়া আছে তথা ঃ
বাসবের বজ্রে মৈল ইবুল সর্ব্বথা।
সজীবে থাকিলে নি অখনে না আইসে ঃ
বিনতার স্থানে তবে জির্জ্ঞাসে "বিশেষে।"
আইল কিনা আইল তুমার গড়ুর দুর্জ্জন ঃ
কুনদিন দাসী হনে হহিবাএ মচন।
এইরুপে সর্ব্বনাগে উপহাস করে ঃ
কান্দিয়া বিনতা নারী কহে উর্চ্চস্বরে।

কেনে মরে পুড় তরা মই অভাগিনী ঃ
পক্ষীএ জিনিব ইন্দ্র কব নাহি শুনি।
বাপ মর দাস ছিল মই হৈলু দাসী ঃ
এমত বচনে তরা না পুড়িয় আসি।

আদর্শ পুঁথিতে 'বিসে' ২নং পুঁথিতে বিশেষে।

জীবনে থাকিলে পুত্র এত হএ মর ঃ
মর বধ ভাগী হৈল ত্রিদেশের ঈশ্বর।
হেনমতে বিনতা কান্দিয়া বারে বারে ঃ
কুম্ব[ক] কাখে লৈয়া গেল জল আনিবারে।
আকাশে গড়ুর আইসে পরম নির্ভএ ঃ
চারি পাশে থাকি স্তুতি করে দেবছএ[১]।
ছাড়হ অমৃত অবে পক্ষী বীরবর ঃ
সুধাপানে ক্ষিতিতল হইবা অমর।
গড়ুরে বলএ সব দেব সম্বুদিয়া ঃ
মায় মর মক্ত হৈলে আনিয় হরিয়া।
সুহৃদ সকলে তাতে নেহানে গগন ঃ*
আইসে কিনা আইসে চাএ বিনতা নন্দন।
পক্ষীরূপে আইসে বীর আকাশ গমনে ঃ
আচম্বিত নিরক্ষিয়া দেখে একজনে।
সাত পাচ ডাকিয়া আনিল সেইস্থান ঃ
এই দেখ গড়ুর আইসএ বিদ্দমান[২]।
কেয় বলে নহে এই বিনতা কুমার ঃ
চলিছে সাচাল[খ] পক্ষী করিয়া আহার।
কেয় কেয় বলে পক্ষী আইসে গড়ুর ঃ
এই বলিয়া কেয় কেয় পলাইলা দূর।
নিকটে আসিল পক্ষী অতিসএ বেগে ঃ
একজন জানাইল বিনতার আগে।

**সুহৃদ সকলে চাএ নেহানে মনে মন — আদর্শ পুঁথির পাঠ, সুহৃদ সকলে তাতে নেহানে গগন — ২নং পুঁথির পাঠ, গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।*

ক — নিরক্ষন করে। খ — বাজপাখী।

---

১ — দেবচয়   ২ — বিদ্যমান

শুন শুন বিনতা দেখিছি নরক্ষিয়া[১] ঃ

আসিল তুমার পুত্র দেখ বার হৈয়া।
বিনতাএ বলে কেনে জ্বাল অভাগীরে ঃ
যার পুত্র সেই নিল বাদ কৈল মরে।
আর জনে আসি বলে বিনতাল সখী ঃ
তর পুত্র আসিয়াছে দেখিছি নিরক্ষি।
নাগগণে কানাকানি করিতে লাগিল ঃ
অমৃত হরণ করি গড়ুর আসিল।
সখীর বচন শুনি বিনতা যুবতী ঃ
প্রথমে আসিয়া দেখে আপনা সন্ততি।
হাত উডাইয়া[ক] মখ পুনি পুনি নিছে[খ] ঃ
মর কর্মফলে বিধি হেন নি লেখিছে।
সখীসব সঙ্গো করি দিলেক জুকার[গ] ঃ
শুনিয়া নাগের মনে লাগে চমৎকার।
হেনকালে পক্ষী আসি সত্তর গমনে ঃ
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে মাএর চরণে।
বিনতাএ ধরিয়া তুলিয়া লৈল কুলে ঃ
মখখানি নিছিয়া দেয় অপনার কপালে।
বন্দুগণ সহিতে করএ কুলাকুলি ঃ
গৌরবিত জনের লইল পদধূলি।
গুরুজন সকল প্রণমে পাএধরি ঃ
আনন্দ বিনতা নারী পুত্র মখ হেরি।

ক — তুলে, উঠিয়ে খ — মুছে গ — উলুধ্বনি।

---

১ — নিরক্ষিয়া

সাগরের তীরে গিয়া বন্দিলেক পিতা ঃ
যে বৃপে আনিল সুধা কৈল তার কথা।
প্রথমে ঐ মেগদূত পুস্পধর্ম্মা ক্ষেয়[১] ঃ
যেমতে পলাইলা গেলা গন্দর্ব্বের ছয়[২]।
যেনমতে মল্ল গদা করিল সঞ্জার ঃ
যেনমতে ইন্দ্র বজ্রে করিল প্রহার।
যেমতে পলাইলা ইন্দ্র বর্ম্মার সদন ঃ
যেনমতে রাধা চক্র কৈল নিবারন।
যেনমতে অমৃত লইয়া করিল গমন ঃ
যেনমতে স্থবণ করিলা দেবগণ।
যেনমতে তা সভারে দিলেক সংবাদে ঃ
বিবেচিয়া কহিলেক কাশ্যবের পদে।

তুমার প্রসাদে সুধা করিলু হরণ ঃ
অখনে আমার মায় করহ মচন।
শুনিয়া চলিলা মনি কদ্রুর ভুবন ঃ
গড়ুরে আনিল বার্ত্তি* যত পুরজন।
কাস্ববে বলেন কদ্রু শুনহ বচন ঃ
অমৃত কথাএ দিব বল এইক্ষণ।
বিনতারে দাসী হনে মচন করহ ঃ
অমৃত দিবার তুমি স্থান বুলি দেহ।
দেবতাএ বুদ্ধি হরিয়াছএ তখন ঃ
কদ্রু এ বলেন থৌক[৩] কুশের কানন।
বিনতা মচন হৈল আজু দিন হনে ঃ
পণ্ডিত জানকীনথে পদবন্দে ভনে।

২নং পুঁথিতে এ স্থলে জানকীনাথের ভনিতা নেই। সেখানে বিনতার মচন হইল আজি হনে ঃ সর্ব্বলুকে হরিবলে আনন্দ বদনে।
এরপর থেকে অবশ্য আবার দু পুঁথির পাঠ মিলে যায়। অন্য অন্য পাণ্ডুলিপিতে পণ্ডিত জানকীনাথের ভনিতা আছে।

ক — বার্তা পাঠিয়ে, খবর দিয়ে।

---

১ — ক্ষয়   ২ — চয়, সমুহ   ৩ — থোক, রাখুক।

ধন্য ধন্য পক্ষিবর ধন্য এ বিনতা ঃ
পুত্র হনে প্রেথি* খণ্ডে ইবুল সর্ব্বথা।
কুসবন মৈদ্ধে শুধা গড়ুরে থইল[১] ঃ
অলক্ষিতে গন্দর্ব্বে হরিয়া তারে নিল।
কদ্রুএ বলএ নাগ করএ ভক্ষন ঃ
ছপাএ সকল নাগে কুশের কানন।
অমৃত হরিয়া আছে গন্দর্ব্বের গন ঃ
সর্ব্বনাগে বেড়িয়া ছপাএ[২] কুশবন।
অমৃত খাইতে ছপ মারে বারে বারে ঃ
দুইখান জিব্বা হৈল চিরি কুশধারে।
নারায়ণ দেবে কহে মনুসা চরণ ঃ
বিনতা কদ্রুর দাসি হহিলা মচন।
জিব্বা চিরা গেল নাগ বেথাএ বিকল ঃ
এই হেতু দুই জিব্বা হহিল নাগ বল।
বিনতাএ বলে পুত্র কি চায়সি আর ঃ
এই ছিদ্রে য়ামার* শুজিয়া লয় ধার।

মাএর বচন শুনি পক্ষি মহাবলে ঃ
সহস্র সহস্র নাগ গিলে এই কালে।
পক্ষে সাপুটীয়া নাগ লক্ষে লক্ষে ধরি ঃ
টুট পসারিয়া নাগ খাএ পেট ভরি।
পলাইয়া গেলা তবে সব নাগ লড়ে ঃ
সেই কালে অসক্ষ[৪] নাগ খাইল গড়ুরে।
নাগ ক্ষয় দেখি কদ্রু কান্দে দির্গরাত্র ঃ
বাসুকি কথাতে গেল উদ্দেস না পাএ।

ক — বিপদ, শাপ প্রভৃতি খণ্ডে।

---

১ — থুইল ২ — ছোপায় ৩ — আমার ৪ — অসংখ্য

বিচারিয়া[ক] গেল পক্ষী রসাতল পুরী ঃ
বাসুকি রহিছে তথা মায়ারূপ ধরি।
মনিষ্যের রূপ ধরি রহিছে তথাএ ঃ
দৈত্যরূপে দৈত্যশাস্ত্র সদাএ পঠএ।
হেনকালে পক্ষী গিয়া মিলিল সত্তরে ঃ
বাসুকি বসিয়া আছে মনির গুচরে।
চির্ন্ন নাহি পাএ তার সর্পের লক্ষণ ঃ
পুনি পুনি নিরক্ষয় বিনতা নন্দন।
মখ পসারিতে[খ] তবে দুই জিব্বা দেখি ঃ
গলাতে কামড় দিয়া ধরিলেক পক্ষী।
শুক্রে বলে মনিস্বে ধরিতে না যুয়াএ[গ] ঃ
কন্দলের আসে তুমি ভ্রম সর্ব্বদাএ।
গড়ুরে বলএ মনি কহ অনুচিত ঃ
বাসুকি ইহার নাম পাইছি সঙ্কিত[১]।
দুই জিব্বা মনিস্বের দেখিছ কুনুকালে ঃ
ত্রিভুবন বিচারি পাইছি রসাতলে।
বাসুকি বলএ মনি প্রাণপণ হৈল ঃ
অকস্মাত পক্ষীএ আমার চির্ন্ন পাইল।
যেমতে কুশল হএ চিন্তহ উপাএ ঃ
পরাজয় হৈলে নাখি[২] খেমা না যুয়াএ।
বাসুকি বলেন ভাই পক্ষী শিরমণি ঃ
না কর সজ্জার মরে পরাজয় মানি।
শুক্রে বলে শুন তুমি বিনতা নন্দন ঃ
ইহারে বধিলে সৃষ্টি রহিব কেমন।

**আদর্শ পুঁথিতে — দক্ষরূপে দক্ষসাস্ত্র পটএ সদাএ।*
২নং পুঁথিতে — সত্যরূপে নিতি সাস্ত্র সতন্ত পটয়ে ঃ
৪নং পুঁথিতে — দৈত্যরূপে দৈত্য শস্ত্রি সদায় পঠয়।
৯নং পুঁথিতে — সত্তরূপে বেদশাস্ত্র সদায়ে পড়য়ে।
১০নং পুঁথিতে — দৈত্যরূপে দৈত্য সাস্ত্র সদাএ পঠএ।
গৃহীত পাঠ ১০ নং পুঁথির।

ক — অন্বেষণ করে, খুঁজে। খ — প্রসারিত করতে বা ফাঁক করতে।
গ — যুক্তিসিদ্ধ হওয়া, সঙ্গাত হওয়া।

---

১ — সঙ্কেত ২ — নাকি

পৃথিবী ধরিয়া আছে নাগ মহামতি ঃ
খেমহ ইহার দুষ শুন খগপতি।
পুনরূপি সর্পে বলে বিনয় বচন ঃ
না কর বিনাশ মরে লইলু শরন।
ইহারে শুনিয়া পক্ষী তখনে এড়ি^ক দিল ঃ
পুন পক্ষী সম্বুদিয়া মনিএ কহিল।
বিনা দুসে নাগ তুমি না খাইবা দড় ঃ
এই বাক্য দড় করি এথা হনে লড়।
গড়ুরে বলয়ে দড় কহিলাম আমি ঃ
আমার সহিতে বাদ খেমা দেয় তুমি।
নাগে বলে আর্জ্জা কারয়াছি সর্ব্বক্ষণ ঃ
বিবাদ করিলে তুমি করিও ভক্ষণ।
এইমতে নাগ পক্ষী * দড় দড়াইল^খ ঃ*
অনেক দিবসে বাদ ** পরিছেদ^গ **হৈল।
নারায়ণ দেবে কহে মনুসার চরণ ঃ
গড়ুর প্রসঙ্গা কথা অমৃত হরন।
(ইতি গড়ুর পুরাণ প্রস্থাব সমপ্ত)
পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসার দাস ঃ
অপূর্ব *** পুরাণ বাণী *** করিল প্রকাশ।
মহাদেবে তবস্যা করএ কৈলাশেতে ঃ
আচম্বিত নারদমনি মিলিলা সাক্ষাতে।
শিব সম্ভাষিয়া মনি বসিলা তখন ঃ
মহাদেবে বলে মনি কথা আগমন।

**সকল পুঁথিতেই 'দড় দড়াইল'।*
***সকল পুঁথিতেই 'পরিছেদ'।*

****১০ নং পুঁথি ব্যতীত সকল পুঁথিতেই 'পুথার বারি'। তবুও ১০ নং পুঁথির পাঠই রাখা হয়েছে অর্থ স্পষ্টতার দাবীতে।*

ক — ছাড়ি। খ — দৃঢ়ভাবে স্থির করল বা নিশ্চিত করল। গ — পরিহার, পরিত্যাগ।

মনি বলে যাইম দেখিতে লক্ষীপতি ঃ
অনেক দিবস হএ মনের আয়রতি[ক]।
শিবে বলে আমিয় যাইম গলকএ[১] ঃ
চিরদিন অবধি না দেখি দয়ামএ।
ভূতপতি নারদ চলিলা একযুগে ঃ
বর্তমানে বর্ম্মার পুরী দেখিলেক তবে।
নারদে বলেন চল দেখিতে পৌন্ধজনি ঃ
পেচ্ছাতে[২] যাইম দেখিতে চক্রপানি।
বর্ম্মার পুরীতে গেলা মহেশ নারদ ঃ
উটিয়া সম্ভাষা কৈলা দেব বিশারদ।
পাদ্যঅর্গ দিয়া বর্ম্মা জির্জ্ঞাসে পচ্ছাতে[৩] ঃ
ত্রিপুরারি আগমন এথা অকস্মাতে।
শুনিয়া বলিলা তবে দেব মিত্তুঞ্জএ ঃ
নারায়ণ দেখিবারে করিছি মনএ।
বর্ম্মা বলে আমিয় জাইম সেইস্থান ঃ
স্বরন করিয়া আছে দেব ভগবান।
তিনে মিলি চলিলা যথাএ বাণীনাথ ঃ
উদ্দেশ না পাএ প্রভু আছএ কথাত।
পঞ্চ লক্ষ বৎসর ভাবিয়া প্রজাপতি ঃ
উদ্দেশ করিতে নারে কোথা তান স্থিতি।
*পঞ্চলক্ষ বৎসর * ভাবিয়া যুগ বলে ঃ
কিঞ্চিত পাইলা স্থিতি কমলের দলে।
শিবরে দেখিয়া প্রভু লাগে জির্জ্ঞাসিতে ঃ
কতক্ষণ হএ শিব আইসছ এথাতে।

**আদর্শ পুঁথিতে এ অংশ — 'প লক্ষ বৎসর।*
২নং পুঁথিতে — 'পঞ্চ লক্ষ বৎসর ভাবিয়া প্রজাপতি' — এই চরণের সাদৃশ্যে লেখা হল পঞ্চলক্ষ বৎসর।
২নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।

ক — একান্ত ইচ্ছা, অভিলাষ, আরতি

---

১ — গোলোকে ২ — পশ্চাতে ৩ — পশ্চাতে

[দিসা ঃ— ।৪। আরে অ মা গঙ্গা পতিত পাবনী তুমার নাম গ ।৪।]
হাসিয়া মহেশে বলে কৃপার সাগর ঃ
তুমা আরাধন করি অনেক বৎসর।
পন্থযুনি আসিয়াছে নারদ তপসি ঃ
দেখিতে পরম পুরুষ মনে অবিলাসী[১]।
আইস আইস প্রজাপতি মহেশ নারদ ঃ
আমিও দেখিতে ইর্ছা বার্ত্তা বিশারদ।
প্রণাম করিয়া বর্ম্মা মহেশ নারদে ঃ
জিজ্ঞাসা করিলা প্রভু হাসিয়া ইসিদে।*
অনেক দিবস হএ না শুনি গায়ন ঃ
গাইবারে জানেন ভাল নারদ তপুদন।
শুনিয়া এমত বাণী নারদে তখন ঃ
মেঘমল্লার রাগ করে আলাপন।
গাইতে গাইতে রাগ দ্রবে মিত্তুঞ্জয় ঃ
নারদে মহেশ দুহে গায়ন করয়।
দুহার গায়নে পুলক প্রজাপতি ঃ
বর্ম্মাএ গায়ন করে তাহান সঙ্গতি।
তিন জনে গাএ রাগ অমৃত সমান ঃ
শুনিয়া দ্রবিলা তবে প্রভু ভগবান।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম চলে স্রতবত প্রাএ ঃ
কমণ্ডল পাতি জল লইলা বর্ম্মাএ।
শুদ্ধ সঙ্গীত ছন্দে দ্রবিলা গুসাই ঃ
পুনি বিপরীত ছন্দে তিনজনে গাই।

**আদর্শ পুঁথির পাঠ — জিজ্ঞাসিতে লাগিলা প্রভু হাসিয়া ইসিদে।*
৪নং পুঁথির পাঠ — ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসিলা কুশল সংবাদে।
১০নং পুঁথির পাঠ — জিজ্ঞাসিতে লাগিলা প্রভু হাসিয়া ইশদে।
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

ক — ইষৎ, অল্প, একটু।

---

১ — অভিলাষী

বিপরীত গায়ন শুনিয়া নারায়ণ ঃ
পুনি আরবার হৈলা পুর্ব্বের লক্ষণ।
প্রশংসন নানামতে করিলা বিস্থর ঃ
পরম প্রসর্ন্ন হৈলা দেব দামদর[১]।
অনেক দিবসে আজি শুনিছি গায়ন ঃ

বর্ম্মার গায়নে বড় তুষ্ট হৈল মন।
চল চল প্রজাপতি চল পঞ্চানন ঃ
চল চল এথা হনে নারদ বার্ম্মণ।
বর্ম্মারে করিলা আর্জ্ঞা দেবতা শ্রীহরি ঃ
যে ধন পাইছ পালিবাএ যত্ন করি।
ইহা হনে পাতকী অনেক নিস্থারিব ঃ
ভগীরথে ইহানে* পৃথিবী নিয়া যাইব।
বিদাএ হইয়া তিনে করিলা প্রণতি ঃ
যার যেই আশ্রমেত গেলা শীগ্রগতি।
হেনমতে রৈলা গঙ্গা বর্ম্মার কমণ্ডুলে ঃ
বিষ্নুয় বামন রূপ ধরিলা তৎকালে।
বলিকে ছলিয়া * পুনি * রসাতল নিতে ঃ
মাগিল ত্রিপদভূমি বামনের হাতে।
কর্ম্মতরু বলিরাজা জানে সর্ব্বজনে ঃ
বার্ম্মণরে দান কৈল এ তিন ভুবনে।
তিন পদে ত্রিভুবন ধরিলা বামনে ঃ
কমণ্ডলুর জলে বর্ম্মা অর্গ দিলা তানে[খ]।
বিষ্নুপদ হনে জল দ্রবিতে তখন ঃ
জটাপাতি ইহারে লইলা পঞ্চানন।

১নং পুঁথিতে আছে 'পুরি'।
২নং পুঁথিতে আছে 'পুনি'।
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

ক — এঁকে।   খ — তাঁকে।

---

১ — দামোদর

জটামৈধ্যে রহে জল হইয়া বিম্ব প্রাএ ঃ
বর্ম্মা আসি স্থবন করএ * মহামাএ*।
বর্ম্মার স্থবন শুনি আপনি আপনি ঃ
জর্ম্মিলা সুন্দরী কৈন্যা ত্রলক্ষ[১] মহিনী।
মহাদেবে পরিণয় করিলা তাহানে ঃ
সর্গে মন্দাকিনী নাম বলে দেবগণে।
মৈত্যে জাহ্নবী[১] নাম বলে সর্ব্বজন ঃ
পাতালে বৈষ্নবী নাম বলে নাগগণ।
গঙ্গার জনম কথা শুনে যে সকলে ঃ
পুনর্ব্বার জনম তার না হএ মহীতলে।

পণ্ডিত জানকীনাথ ** মগদ* পরম ঃ**
ভারত দেখিয়া গাইল গঙ্গার জনম।
(ইতি গঙ্গার জন্ম সমাপ্ত)
*** অপূর্ব পুরান কথা সুন্দর পরম ঃ
মন দিয়া শুন কহি পার্ব্বতীর জনম।
পূর্ব্বে সতিরূপবতী পিত্রি অপমানে ঃ
ত্রিরস্কারে প্রানত্যাগ করিল আপনে।
সতীর বিনাশ দেখি দেব কিত্তিবাস[৩] ঃ
মহাকুপে দক্ষযর্জ্ঞ করিল বিনাশ।
তার পাছে বৈরার্গ্য করিলা মহেশ্বর ঃ
যুগাসনে বসিলেক হিমালয় শিখর।
তাতে হিমবনে গিরি কি দিম বাখান ঃ
ইন্দ্রের অমরা নহে তাহার সমান।

**১নং পুঁথির পাঠ — 'মহাকাএ'।*
২নং পুঁথির পাঠ — 'মহাপাএ'।
২নং পুঁথির পাঠ (এ অংশ খণ্ডিত)।
৪নং পুঁথির পাঠ — ব্রম্মা আসি স্তবন করিল মহামায়।
অর্থ সাযুজ্যে 'মহামায়' শব্দ গ্রহন করা হলো।
*** ১নং পুঁথিতে 'মগদ পরম'*
২নং পুঁথিতে 'মগদ অধম'
৪নং পুঁথিতে 'আনন্দ পরম'।
****১নং পুঁথির পাঠ — অপূর্ব্ব পুথার কথা সুচ্ছন্দ পরম ঃ*
২নং পুঁথির পাঠ — অপূর্ব রহস্য কথা সুন্দর পরম ঃ
১০নং এ অপূর্ব পুরান কথা সুন্দর পরম। ১০নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।

ক — সুন্দর, মহোহর

---

১ — ত্রিলোক ২ — জাহ্নবী ৩ — কৃত্তিবাস

শিকর কন্দর্প চারু কি কহিম তাহে ঃ
সুগন্দি শীতল বাউ মন্দ মন্দ বহে।
মালতি চন্দন আর নানাজাতি ফুল ঃ
মধুলুভে ভ্রমরা সদাএ বেয়াকুল।
নানা পক্ষিগণ তথা সঘনে কুহনে* ঃ
পেখম ধরিয়া তথা নাচএ * ময়ূরে।*
পুস্প সব বিকশিত আনন্দ সদাএ ঃ
সুধাময় ফলমল[ক] সুরগণে খাএ।

মানিক্য প্রবাল হেম রজত কাঞ্চন ঃ
বহুমর্ব্ব জর্ম্মে বস্থ যত অকিঞ্চন[২]।
মহা পুর্ন্নবান গিরি হিম নরপতি ঃ
শঙ্কর প্রবিত্তি[৩] দেব যথাএ বসতি।
রিসি মনি তবসি সন্ন্যাসী যুগীগণ[৩] ঃ
যার যেই ইস্টদেব করএ পূজন।
যুগধ্যান করে তারা নাই অপস্বর[৪] ঃ
আনন্দে বৈসএ তথা হিমালয় শিকর।
যত সব গুহা তথা কি দিবাম অন্ত ঃ
পুর্ন্নবান হিমরাজা তথাএ বসন্ত।
মেনেকা মহিষী বুপ-গুণ অনুপামা ঃ
বাসবের শচী জিনি তান বুপের সীমা।
একে একে হৈয়া বিধি করিছে বন্দন ঃ
চন্দ্রের বুহিনী নহে তাহার লক্ষণ।
অবুনদূতী[৫] অহর্ল্ল্যা[৬] যেমন পতিব্রতা ঃ
দৃঢ়ভাবে স্বামী সেবে রাখিয়া সত্যতা।

**পাঠ হলো 'কুকিলে'; কিন্তু 'পেখম ধরিয়া' নাচা — কোকিলের নয়, ময়ূরের। লিপিকর প্রমাদ ধরে নিয়ে 'কুকিল' শব্দের স্থলে 'ময়ুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।*

ক — (পাখি) ডাকে। খ — প্রভৃতি

---

১ — শিখর ২ — কুকিলে ৩ — ফলমূল ৪ — আকিঞ্চন ৫ — প্রভৃতি।
৫ (ক) — সন্ন্যাসী। ৬ — অবসর ৭ — অরুন্ধুতী ৮ — অহল্যা

---

১ — ডাকে ২ — আকিঞ্চন ৩ — যোগীগন
৪ — অবসর। ৫ — অরুন্ধুতী ৬ — অহল্যা

নৃপতি সঙ্গামে তবে হইলা উদর ঃ
জর্ম্ম দিল মৈলা-গিরি* মহাভয়ঙ্কর।
অনুক্রমে উনশত জর্ম্মিলা কুমার ঃ
দিব্বচূড়া[১] গুহাসব সুন্দর আকার।
দেখিয়া পুত্রের মখ প্রসন্নিত অতি ঃ
কর্ন্না[২] এক হইবারে[৩] বাঞ্ছে[৪] দিবারাত্রি।
আন্ধাশক্তি[৫] মহামায়া সেবে নিরন্তর ঃ
তুস্ট হইয়া মহামায়া হইলা গুচর।
কিঁ * কাজে * আমারে স্মব হিমরাজ ভার্য্যা ঃ
মেনকা কহিতে লাগে দিয়া বড় মর্য্যা[৬]।

তুমার প্রসাদে হইল সতেক কুয়র[ক] ঃ
কৈর্ম্মা এক হহিবারে বাঞ্ছা আছে মর।
তবে মহামায়া দেবী তানে দিলা বর ঃ
জন্মিব সুন্দরী কর্ম্মা তুমার উদর।
বর পাইয়া হরষিত মেনেকা যুবতী ঃ
শুভক্ষেণে মেনেকা হহিলা রিতুবতী[৬]।
সপ্তদিন অছান্তরে[ঘ] রিতুস্নান কৈল ঃ
গিরিচক্রবর্ত্তী[৭] আসি রিতু উপক্ষিল[ঙ]।
পূর্ব্বে সতী প্রাণ ত্যাগীয়াছে তিরস্কারে ঃ
সেই সতী অবতার মেনেকা উদরে।

**আদর্শ পুঁথিনে 'কারণে', ২নং পুঁথিতে — 'কাজে', মাত্রার মিল রাখতে। ২নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।*

ক — মৈনাক (হিমালয় পুত্র, পর্বত বিশেষ) খ — মর্যাদা গ — কুমার
ঘ — অবস্থান্তরে, অবস্থার পরিবর্তনে। ঙ — নিকটে এসে ঋতু রক্ষা করল।

---

১ — দিব্যচূড়া ২ — কন্যা ৩ — হইবারে ৪ — বাঞ্ছে।
৫ — আদ্যাশক্তি ৬ — ঋতুবতী ৭ — চক্রবর্তী

রিতুরক্ষা করি আসি গিরি হিমবান ঃ
কনক রজত আদি করিলেক দান।
অনুক্রমে বর্দ্ধমান হহিল উদর ঃ
আনন্দ উৎসব করে প্রতি ঘরে ঘর।
আনন্দ মেনেকা নারী আনন্দ গিরিবর ঃ
দশমাসে দশদিনে হহিল উদর।
তপফলে মেনকা হহিল গর্ব্ববতী[১] ঃ
মেনকা উদরে উপগত ভগবতী।
দশমাস দশদিন সম্পূর্ন্ন[২] হহিল ঃ
ধনরত্ন মেনকাএ বার্ম্মণরে দিল।
সচল উদর হৈল প্রসব সমএ ঃ
রিতুরাজ বসন্তের সম্পূর্ন্ন উদএ।
সম্পূর্ন্ন মাহিন্দ্রিক্ষেণ[৩] বহিতে আছএ ঃ
যুগ তিথি বরণ সকল শুভমএ।
বুহিনী নক্ষত্র মধুমাস শুক্লপক্ষে[৪] ঃ
অর্দ্ধরাত্রি অপরে নবমী তিথি দেখে।*
পূর্ন্নবতী মেনকার তপের কারনে ঃ
দশভুজা কুমারী জর্ম্মিলা ততক্ষণে।
ঘরে ঘরে নারী লুকে দিলেক যুকার ঃ

জয় জয় ধ্বনি বলএ বারে বার।
পর্ব্বত রাজার ঘরে জর্ম্মিলেক জাত[৪] ঃ
পার্ব্বতী করিয়া নাম থৈলা[৫] সেই হেতু।
পঞ্চশব্দি বাদ্য বাজে হিমালয় নগর ঃ
আনন্দে উৎসব করে গন্দর্ব্ব কির্ন্নর।

আদর্শ পুঁথিতে — অর্দ্ধরাত্র পর নবমী তিলক্ষে।
২নং পুঁথিতে — অন্ধরাত্রি অপরে নবমী তিথি লেখে।
২নং পুঁথির পাঠ নেয়া হয়েছে।

---

১ — গর্ভবতী ২ — সম্পূর্ন্ন, ২´ — মাহেন্দ্রক্ষণ ৩ — শুক্লপক্ষে
৪ — জাতক ৫ — থুইলা, রাখলা।

(দিসা — জর্ম্মিলা ভবানী দেবী হেবন্তের ঘরে ঃ গন্দর্ব্বে গাএ গীত নাচে বিদ্ধাধরে।)
মেনেকার সঙ্গে নাচে শত সহদর ঃ
উর্ল্লাসিত নির্ত্তকরে সকল নগর।
ইন্দ্র-আদি দেবে নাচে অমরা ভুবন ঃ
পুষ্প-চন্দন-দধি করে বরিষণ।
মর্ত্ত্যলুকে নাচে নর রসাতলে শেষ[ক] ঃ
জয় জয় বুলিয়া নাচএ তিনদেশ।
হিম-আদি করি নাচে যতসব গিরি ঃ
বিক্ষলতা-কীট নাচে পতঙ্গা-আদি করি।
জলের ভিতরে থাকি নাচএ সাগরে ঃ
আকাশে থাকিয়া নাচে শচী-দিবাকরে।
উর্ল্লাসিত[১] সর্ব্বলুক বলে জয় জয়ে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে পদবন্দে কয়ে।
কমলের কলি যেন বাড়ে দিনে দিনে ঃ
অতিশএ বদ্ধমাণ[২] হএ ক্রমে ক্রমে।
দিনে দিনে বাড়ে কর্ম্মা - যেন চন্দ্রকলা ঃ
বাপের মাএর মনে পরম উর্য্যলা[৩]।
মদন বিমল চারু উর্য্যলিত অতি ঃ
আকাশেত গমন করিল নিশাপতি।

ক — শেষ নাগ

---

১ — উল্লষিত ২ — বর্ধমান ৩ — উজ্জ্বলা

ভুরু যুগ সুছন্দ কাঞ্চন জিনি যুতি[১] ঃ
অপমানে কর্ম্ম ছাড়িলা রতি-পতি।
নাশাপুট হেরিতে লজ্জিত খগপতি ঃ
চক্ষু পাকাইয়া চাএ মৃগের মরতি[২]।
দির্গগৃভা[৩] অতিশএ অপূর্ব্ব বাখানি ঃ
লর্জ্জাএ কানন মৈদ্ধে রহে কুরঙ্গিনী।
মধুময় বচন অমৃত হেন শুনি ঃ
বসন্ত কালেত যেন কুকিলের ধ্বনি।
যতকিছু রূপ গুন কি দিম অবদি[৪] ঃ
নিরালস্য[ক] হইয়া কিবা গটিয়াছে[৫] বিধি।
অনুক্রমে বর্দ্ধমান হইল গিরি সুতা ঃ
মন দিয়া শুন কহি পুষ্প বনের কথা।
পার্ব্বতী কুলেত লইয়া হিম নরেশ্বর ঃ
কতুহলে[৬] বসিয়াছে আসন উপর।
হেনকালে নারদ মিলিলা অকস্বাত ঃ
উটিয়া সমাসা তানে কৈলা গিরিনাথ।
পার্দ্য-অর্গ্য কনক আসন দিল আনি ঃ
পরম আনন্দে তথা বসিলেক মনি।
অপার যতেক কথা সব নির্ব্বহিয়া[খ] ঃ
হিমবন স্থানে মনি জিজ্ঞাসে হাসিয়া।

ক — আলস্যহীন ভাবে		খ — নির্বাহ করে, শেষ করে।

---

১ — জ্যোতি		২ — মুরতি		৩ — দীর্ঘগ্রীবা		৪ — অবধি
৫ — ঘটিয়াছে		৬ — কৌতুহলে

কহ কহ তর্ত্ত-মতে[১] গিরি অধিকারী ঃ
তুমার কুলেতে বৈসে কাহার কুমারী।
গিরিরাজ বলে এই আমার নন্দিনী ঃ
পার্ব্বতীরে আশীর্ব্বাদ কর মহামনি।
হিমে বলে পার্ব্বতী আমার বাক্য ধর ঃ
মনির চরণে ধরি নমস্কার কর।
শুনিয়া পার্ব্বতী তবে প্রণাম করিল ঃ
নারদেয় ভালমতে আশীর্ব্বাদ কৈল।
নারদে বলেন তবে হিম চক্রবর্ত্তী[২] ঃ
বিবাহ না দিবে বিনে আমার সর্ম্মতি।
ষড়াক্ষর শিবমন্ত্র পার্ব্বতীরে দিয়া ঃ
দীক্ষিত করিয়া মুনি গেলেন চলিয়া।

মহামন্ত্র পাইয়া পাৰ্ব্বতী শৈলসুতা ঃ
মন্ত্রজাপ[৩] পরে আর নহি কহে কথা।
এই ক্রমে কতদিন গৃহে নির্ব্বাহিলা ঃ
দুই সখি সঙ্গে করি পুষ্পবনে গেলা।
জয়া-বিজয়া সঙ্গে পাৰ্ব্বতী তখন ঃ
মহাসুখে ক্রমে ক্রমে ভ্রমে সব বন।
পুষ্পের উন্ধানে[৪] গিয়া নানা পুষ্প তুলি ঃ
তুলএ সকল পুষ্প শিব শিব বলি।
পার্ব্বতীর দিড়ভাব দেখিয়া মহেশ ঃ
সেই পুষ্পবনে শিব করিলা প্রবেশ।

---

১ — তত্ত্বমতে　　২ — চক্রবর্ত্তী　　৩ — মন্ত্রজপ　　৪ — উদ্যানে

পার্ব্বতীরে দেখিয়া বেভুল[৫] দিগাম্বর[১] ঃ
কুলেত করিয়া চুম্বন দিলেক বিস্থর।
এড় এড়[৭] পার্ব্বতী বলএ বারে বার ঃ
তপস্বী হৃহিয়া কেনে হেন কদাচার।
রাজার কুমারী আমি ভ্রমি নানা স্থানে ঃ
অকুমারী[৮] হরন না শুনি কুনকালে।
শিবে বলে শশিমখী ক্রধ ক্ষেমা কর ঃ
নহে অন্নজন আমি দেব মহেশ্বর।
চক্ষুতুলি শিবকে দেখিল শৈলসুতা ঃ
লর্জ্জাএ পাৰ্ব্বতী রহে লামাইয়া মাথা।
পুনি শিবে পার্ব্বতীরে করে আলিঙ্গন ঃ
প্রসন্ন হৃইল তবে পার্ব্বতীর মন।
অনেক প্রকারে পুরি পার্ব্বতীর আশ ঃ
এথা হনে গমন করিলা কিত্তিবাস।
মনুরথ[২] পুরাইয়া পাৰ্ব্বতী কুমারী ঃ
সখি সঙ্গে করি গেলা আপনার পুরি।
সদাএ উন্মত্ত ভাব চিত্ত অনুক্ষণ ঃ
শিব শিব পরে আর নাহিক ভাবন।
স্বরিয়া সে সব কেলি মহাসুখে জলি ঃ*
নিদ্রাহনে জাগি উটে শিব শিব বলি।
রাত্রি যুগে আসন করিয়া সর্ব্বক্ষন ঃ
মহাযগী[৩] বিশ্বেশ্বর করএ পূজন।

---

*আদর্শ পুঁথিতে — পরিহরি ডাকে সব মহাসুখে জলি
২নং পুঁথিতে — স্বরিয়া সে সব কেলি মহাসুখে জলি।

২নং পুঁথির পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে।

ক — বিহ্বল, আত্মহারা   খ — ছাড়-ছাড় বা রাখ-রাখ

গ — প্রথম যৌবনা, তরুনী, যুবতী।

---

১ — দিগম্বর   ২ — মনোরথ   ৩ — মহাযোগী।

অসার সংসার হেন করি অনুমান ঃ
মেনকার স্থানে তবে করিল পয়ান।
করজুড় করিয়া জননী নমস্কারে ঃ
হেট মাথা করিয়া বলএ মন্দসরে[১]।
এক নিবেদন মায় করিএ তুমাতে ঃ
আর্জ্ঞা হইলে যাইতে পারি তবস্যা করিতে।
বুকেতে চাপড় মারি মেনকাএ বলে ঃ
কি বুল কি বুল ঝি না শুনি কুনুকালে।
এমত অদ্ভুত তবে কব নহি শুনি ঃ
রাজকন্যা বনে গিয়া হৈতে তবস্বিনী।
আমি কি বলিম তুমি বাক্যবশ নহ ঃ
যে কার্য্য করিবে মনে সে কার্য্য করহ।
পার্ব্বতী বলেন সখি শুনহ উত্তর ঃ
বাপেত সকল কথা করহ গুচর।
বিজয়াএ কহিলেক হিমের সদন ঃ
পার্ব্বতী বলেন তবে যাইবারে বন।
বিজয়ার মখে শুনি হেনমত বাণী ঃ
আর্শ্চয্য[২] মানিল মনে হিম নৃপমনি।
আন দেখি পার্ব্বতীরে আমার গুচর ঃ
কি বলে পার্ব্বতী মনে ভয় লাগে মর।
তপক্লেশ উৎপাত উৎকট অতিশএ ঃ
তাহাতে জাইতে শিশু কি বুদ্ধি বলএ।

---

১ — মন্দস্বরে   ২ — আশ্চর্য

পিঙ্গল হইব জটা অঙ্গ শুকাইব ঃ
শীতে ভাতে উপবাসে কেমতে সহিব।
বুল যাইয়া বিজয়া আমার যে উত্তর ঃ
যথা তথা যাউকা" গৌরী দুখ নাহি মর।
বিজয়া কহিল আসি পার্ব্বতীর স্থানে ঃ
শুনিয়া পার্ব্বতী চলে প্রসন্ন বদনে।

মহা উৎকট শিখর মনুহর ঃ
তথায়ে বসিয়া তপ করে নিরন্তর।
বেদিকা করিয়া তাতে অতি বিলক্ষণ ঃ
চতুদ্দিগে বের্ব্ববিখ[১] করিল বুপন।
গটিয়া শিবের লিঙ্গ করএ পূজন ঃ
দিন অবশেষ হৈলে বির্ব্বফল ভক্ষণ।
অগুরু চন্দন অঙ্গে শুভিয়াছে অতি ঃ
মার্জ্যন করিয়া দূর করিল পার্ব্বতী।
বিভূতি তিলক দিল মুছিয়া সিন্দুর ঃ
রত্নমালা ছাড়ি পৈরে[২] বুদ্রাক্ষ প্রচুর।
স্নান করি প্রদক্ষিণ করএ বেদিকা ঃ
আর যত প্রতিকার দিতে নারি লেখা।
ভরি সুভাষিত জল মহাযত্ন করি ঃ
বের্ব্ববিক্ষ তলে দেএ স্তুতি ভক্তি করি।
শিব আরাধন বিনে নাহি অর্ন্ন কথা ঃ
যন্ত্রেতে বাজাএ তাল বুদ্রগুন গাথা।

ক — যাক

---

১ — বিল্ববৃক্ষ　　২ — পরে, পরিধান করে, ধারন করে।

জয় শশিশেখর জয় দিগাম্বর ঃ
ভুলানাথ ভগবান বর বিশ্বেশ্বর।
জয় গিরি মিত্তুঞ্জয় জয় কিত্তিবাস ঃ
বৃসব[১] বাহন জয় * গরল গরাস।*
ত্রিলুচন ত্রিপুরারি জয় সদাশিব ঃ
জয় জয় পশুপতি জয় জনজীব।
পার্ব্বতীর মনব্রত বুঝিতে স্বরূপ ঃ
আশ্রমে প্রবেশে শিব বর্ম্মচারি বূপ।
পার্ব্বতীর নিকটৈত গেলা ততক্ষণ ঃ
কোন কার্য্যে তপঃ কর কি পুনি বাঞ্ছন।
কুনুদেব আরাধন কর কি নিমিত্তে ঃ
কহ কহ শশিমুখী কহত আমাতে।
মনব্রত[২] পার্ব্বতী না পারে কহিবারে ঃ
বিজয়া কহিতে লাগে সব সমাচারে।
জির্জ্ঞাসেন বর্ম্মচারি কি কার্য্য তুমার ঃ
মহাদেব আরাধএ পতি পাইবার।
হাসিয়া বলিল বর্ম্মচারি সেইক্ষন ঃ

এমত কুবুদ্ধি তুমা দি... স্বনজন।
শঙ্করে তুমারে যদি করে পা... ।
জাতি-গুত্র-প্রবরের নাহিক নির্ণ্ণএ[৩]।
ভাঙ্গা[৪] - ধুতুরা - বিষ সদাএ যে খাএ ঃ
উন্মত্ত - পাগল ভেসে[৫] সমানে বেড়াএ।
বস্ত্রসনে দেখা নাই সবে বাগাম্বর[৬] ঃ
মাথায়ে শ্রবনে সর্প ধরে নিরন্তর।

---

*আদর্শ পুঁথিতে — 'সম্বু সৈন্যাস'।
২, ৯, ১০ প্রভৃতি পুঁথিতে পাঠ — 'গরল - গরাস' আদর্শ পুঁথির পাঠের স্থলে 'গরল-গরাস' গ্রহণ করা হয়েছে।

---

১ — বৃষভ ২ — মৌন-ব্রত ৩ — নির্ণয় ৪ — ভাঙ ৫ — বেশে ৬ — বাঘাম্বর

তুমি রাজ নন্দিনী কমল[১] সর্ব অঙ্গ ঃ
প্রেতমর্ত্তি দেখ শিব সর্ব্ব-কাম অঙ্গ।
না বর এমত বর শুনহ সুন্দরী ঃ
এই বর ত্যাগী কর আর অধিকারী।
শুনিয়া পার্ব্বতী বলে কর্কশ বচন ঃ
মহাজন নিন্দা বল নহেত বার্ম্মণ।
তপস্বী করিয়া বল নহেত আচার ঃ
সাধুজন নিন্দাবানী বল বারে বার।
যে হৌক সে হৌক শিব মর অধিকারী ঃ
এথা হনে ... চলহ বর্ম্মচারি।
পার্ব্বতীর হেন মত শুনিয়া উত্তর ঃ
আপনার নিজরূপ ধরিয়া শঙ্কর।
ধন্য ধন্য গিরিসুতা ব্রত উপবাসী ঃ
মনি সকলের তপ নিন্দিলেক আসি।
তুমার স্থবনে আমি হইল সদএ ঃ
সত্য সত্য তুমারে করিব পরিণএ।
এই বুলিয়া পশুপতি আলিঙ্গান দিলা ঃ
পুনি শিবে মখকান[২] চুম্বন করিলা।
চল এথাথাকি পুনি কার্য্য আর নাই ঃ
আমিয় করিতে তপ যুগাসনে যাই।
খানিক বিলম্ব আছে যুগ সমাদান ঃ
আপনেয় নিজপুরে করহ পয়ান।

---

*আদর্শ পুঁথিতে — 'প্রেতমত্তি ধরে সিবে বস্ত্র সামভঙ্গা'।

২নং পুঁথিতে — 'প্রেতমর্ত্তি দেখ শিব সর্ব্বকাম অজ্ঞা'
৯, ১০ প্রভৃতি পুঁথির পাঠ — 'প্রেতমর্ত্তি ধরো শিবে বশ্রসম অজ্ঞা'। ২নং পুঁথির পাঠ নেয়া হয়েছে।
***আদর্শ, ২, ১০ প্রভৃতি পুঁথির পাঠ — 'মনি সকলের তপ নিন্দিলেক আসি'।*

---

১ — কোমল ২ — মুখখান

শুনিয়া পার্ব্বতী কিছু না দিল উত্তর ঃ
সখি সঙ্গে চলি গেলা হিমালয় সিখর।
অষ্টদশ[১] সহস্র বৎসর তপ করি ঃ
করিল শঙ্কর বস[২] পার্ব্বতী কুমারী।
গৌরী আইলা গৌরী আইলা বলে সর্ব্বজন ঃ
শুনিয়া মেনকা দেবী সানন্দিত মন।
গৌরী আসি প্রণাম করিল মেনকারে ঃ
কুলে লইয়া মেনকা নিছিলা বারে বারে।
হিম আগে গিয়া তবে পার্ব্বতী কুমারী ঃ
বাপরে বন্দিল শত নমস্কার করি।
গিরিরাজে ধরিয়া তুলিয়া লইলা কুলে ঃ
পার্ব্বতী নিছিয়া দেএ আপনার কপালে।
পুনি পুনি পৃয়বানী[৩] জির্জ্ঞাসে সাদরে ঃ
কুনুদেব প্রসর্ন্নিত হহিলা তুমারে ।
লর্জ্যায়ে পার্ব্বতী তবে কিছু না বলিল ঃ
এইমতে সর্ব্বজন সম্বাষা করিল।
দেখিয়া যে সর্ব্বজন সানন্দিত হৈল ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে সংক্ষেপে কহিল।
সাবধানে শুন মনি হৈয়া একমন ঃ
যে মতে হরকুপে বিনাশ মদন।
মহাবল তারকাক্ষ প্রবল হহিল ঃ
ইন্দ্র আদি দেবগন করতল কৈল।

---

১ — অষ্টাদশ ২ — বশ ৩ — প্রিয়বানী

অপমান নানা মতে করিল বিস্থর ঃ
ছিদ্র পাইয়া ইন্দ্র গেলা বর্ম্মার গুচর।
শুন শুন বর্ম্মদেব শুন মর বাণী ঃ
তারকাক্ষ নামে মর না রহে পরাণি।
লাঘবতা করে যত কি কহিম তারে ঃ
তারকাক্ষ অপমান না সয়ে শরীরে।
ছাড়িয়া অমরাবতী তুমার সজ্ঞাতি ঃ

আসিল তুমার স্থানে শুন প্রজাপতি।
বর্ম্ম বলে তারকাক্ষ মহাবল ধরে ঃ
তুমি কি জিনিবা তারে ত্রিদেশে না পারে।
কিন্তু এক উপাএ করিলু উপস্থিতি ঃ
হিমালএ নগরে গিয়া জর্ম্মিয়াছে সতী।
পার্ব্বতী করিয়া নাম পর্ব্বতে থইলা ঃ
তিন পহরের শশি জিনিয়া উজ্জলা।
তাহান উদরে যদি উপজে তনএ ঃ
তারকাক্ষ নাশিব সেই কহিলু নির্চ্চয়ে।
মহাদেব যুগাসনে করিয়াছে মন ঃ
যুগভঙ্গ করিবারে পারএ মদন।
বিনাযুগ ভঙ্গ হৈলে নহে পরিণএ ঃ
কাম বিনে যুগভঙ্গ কেয় না পারএ।
এতেক বলিলা বর্ম্মা শুনি দেবগন ঃ
অবিলম্বে উত্তরিলা অনঙ্গ ভুবন।
বর্ম্মা বুলে কামদেব শুনহ বচন ঃ
হরযুগ ভঙ্গ হেতু করহ গমন।
তুমি বিনে মহেশের না জাগে বিকার ঃ
তবে সে শঙ্করে বিয়া করে আরবার।
শঙ্করের ঔরসে পার্ব্বতীর উদরে ঃ
জন্মিব কুমার এক দিব্ব মনুহরে।
সেই সে করিতে পারে রাক্ষস সংহার ঃ
ইহাতে আপনে যদি কর অঙ্গীকার।
কামদেব পাটাইলে কুপে সংহারিব ঃ
কেন মতে শিবকুপে নিস্থার পাইব।
বর্ম্মা বলে ভুলানাথ যুগে ভুলিয়াছে ঃ
ভস্ব[১] করিলে পুনি জিয়াইব পাছে।
বেগ্র[২] হইয়া বর্ম্মা বলে বারে বার ঃ
যুগভঙ্গ কন্দর্পে করিলা অঙ্গীকার।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
চলিলেক পুষ্পকেতু   হরযুগ ভঙ্গ হেতু
বিষাদ ভাবিয়া পুনি পুনি ঃ
হাতেত কার্মক[৩] করি   কাম চলে আগুসারি
সর্ব্বলুকে বলে জয়বানী ।১।
সাজিলা মদন রঙ্গে   সখাগন চলে সঙ্গে
সর্ব্বলুকে চাএ একদৃষ্টে ঃ
কুসুমিয়া তরুলতা   দেখিয়া নয়াএ[৪] মাথা
কামভাবে চাএ পত্নী দৃষ্টে ।২।

কীট পতঙ্গ রঙ্গে আপনার পতি সঙ্গে
অহর্নিশি করএ নেহার[ক] ঃ
রিতুরাজ মহাশএ সুগন্দি শীতল বহে
কামমএ সকল সংসার ।৩।

ক — নিহার

---

১ — ভস্ম ২ — ব্যগ্র ৩ — কার্মুক ৪ — নোয়ায়

নানা পুষ্প বিকশিত ঃ দেবগন আনন্দিত ঃ
মন্দ মন্দ বহেত সমীরে ঃ
গন্দর্ব্বে গন্দর্ব্বী সনে ঃ রতি ভুঞ্জে রাত্রিদিনে ঃ
স্নেহ ভাবে নাছাড়ে পত্নীরে।
যার যেই পত্নী সনে ঃ রহে যে দেবতা গনে ঃ
কির্ন্নরে কিন্নরী সহিত ঃ
অশ্বে অশ্বিনী লইয়া ঃ কাম ভাবে আবুহিয়া ঃ
নরনারি মদনে পীড়িত।
পক্ষি এ পক্ষিনী লইয়া ঃ বিক্ষডাল আবুহিয়া ঃ
খেলি[১] করে আপনার সুখে ঃ
জলচর জলে থাকি ঃ পত্নীসনে কৌতুকী ঃ
জল তুলা-তুলি করে মাখ।
গিরিগুহা বিচারিয়া ঃ পরম নিশব্দ হৈয়া ঃ
উত্তরিলা শিবের নিকট ঃ
জানকীনাথের বাণী ঃ কবিত্ত [২]সুছন্দ শুনি ঃ
মদনের হেন সঙ্কট।

—ঃ পয়ার ঃ—

বামপদ * আগুসারি * দক্ষিণেত রাখি ঃ
** সন্দানে রহিল কাম ** হানিতে পিনাকী।
দেখিয়া শিবের রূপ মহা ভয়ঙ্কর ঃ
*** মনে মনে চিন্তে পুনি *** বসন্ত ঈশ্বর।
খনে আগুয়াএ কাম হাতেত পরান ঃ
খনে খনে পাছে নামে দেখি ভয়ঙ্কর চান[৩]।

---

*আদর্শ পুঁথি ও ২নং পুঁথিতে 'অনুসারি' ১নং পুঁথিতে 'আগুসারি'। আগুসারিই নেয়া হয়েছে।
**আদর্শ পুঁথিতে 'মন্দ স্বরে রহে কাম' ২নং এ সন্দানে রহিল কাম। ৬নং পুঁথির পাঠ নেয়া হয়েছে।
***আদর্শ পুঁথিতে 'মনে মনে ধুনে'। ২নং পুঁথিতে মনে মনে বলিতরে, ১নং পুঁথিতে 'মনে মনে চিন্তে পুনি'। ১নং এর পাঠ নেয়া হয়েছে।

---

১ — কেলি ২ — কবিত্ব ৩ — চাওয়া

ভয় পরিহরি কাম হৈয়া সন্নিধান ঃ
শিবের হৃদএ কাম হানে পঞ্চবাণ।
দারুণ মদন শরে মনির মন টলে ঃ
শঙ্করের মনপীড়া কৈল হেনকালে।
আচম্বিত কামপীড়া করে কি কারন ঃ
মহাক্রুধে অত্যন্ত জ্বলিলা ত্রিলুচন।
ক্রুধ করি বিনাশ প্রকারে ভুলানাথ ঃ
কৃপানলে কর্ম্পমান হৈল অকস্বাত।
হরকুপে মদন হইল চূর্ন্নমান ঃ
রতিএ রদন[১] করে শিব সন্নিধান।

**এ অংশের পরে 'কৃষ্ণ দেবসুত' ভণিতায় রতির বিলাপ আছে লাচাড়িতে। 'কৃষ্ণ দেবসুত' পন্ডিত জানকীনাথ নন বলে লাচাড়ি অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা 'কবি পরিচয়' অধ্যায়ে।*

---

১ — রোদন

—ঃ পয়ার ঃ—

ভস্ম হৈয়া প্রভু কেনে পড়িয়াছে ধুলি ঃ
রতিএ রদন করে প্রভু প্রভু বলি।
শিবের চরণে ধরি করএ স্থবন ঃ
স্বামী দান দেয় মরে দেব পঞ্চানন।
কামবিনে ত্রিভুবন রহিব কেমনে ঃ
উৎপতি[১] প্রলএ হএ কামবান হনে।
অনেক প্রকারে রতি স্থবন করিল ঃ
পন্ডিত জানকীনাথে সংকেপে[২] কহিল।
ক্ষেম মর অফরাদ[৩] প্রভু ভুলানাথ ঃ
তুমি বিনে নিবেদন করিম কাহাত।
রতির স্থবনে তুস্ট হৈলা মিত্যুঞ্জয় ঃ
পাইবা তুমার পতি দাপর[৪] যুগএ।
কৃষ্ণ রূপ নারায়ণ যে কালে ধরিবা ঃ
লক্ষীএ[৫] রুক্মিনী[৬] নাম সেকালে হইবা।
তান গর্ব্বে[৭] জন্ম হৈব তর নিজপতি ঃ
এথা থাকি কার্য্য নাই গৃহে যায় রতি।
পন্ডিত জানকীনাথ মনুসার দাস ঃ
এইমতে হরকুপে কাম হৈল নাশ।

---

১ — উৎপত্তি   ১´ — সংক্ষেপে   ২ — অপরাধ   ৩ — দ্বাপর
৪ — লক্ষ্মীয়ে   ৫ — বুদ্ধিনী   ৬ — গর্ব্বে।

যুগভঙ্গ করি হর গেলেন কৈলাস ঃ
খেদ হৈল মনেতে করিতে গৃহবাস।
বশিষ্ট গৌতুম[১] ভৃগু অঙ্গীরা নারদ ঃ
অকস্মাত তথাএ মিলিলা নির্ব্বিরদ[২]।
শিব সম্বুদিয়া মনি বলিলা বচন ঃ
বেভার করিতে শিব যুয়াএ এখন।
শিবে বলে পরিণয় করিতে যুয়াএ ঃ
তুমি সবে চেস্টা মাত্র করিবা সদাএ।
নারদে বলেন আমি শুন কহি কথা ঃ
পার্ব্বতী কুমারী ভাল হিমের দুহিতা।
পরম সুন্দরী কৈন্যা পর্ব্বত রাজার ঃ
কুল-শীল উত্তম সদাএ ধর্ম্মাচার।
এই ভাল যর্গ কৈন্যা মর মনে ভাসে ঃ
করিতে পারিম শীগ্রে বলহ মহেশে।
শঙ্করে বুলএ কার্য্য নাই বিবেচিয়া ঃ
করহ ঘটক মনি সেই স্থানে গিয়া।
শুনিয়া চলিলা তবে পঞ্চজন রিষি[৩] ঃ
হিমালয়ে নগরেত উতরিল আসি।
মনি সব দেখিয়া প্রণমে গিরিকান্ত ঃ
পাদ্য-অর্গ দিয়া পুছে কুসল বৃতান্ত[৪]।
ভাগ্যবড় আমার সাফল্য জীবন ঃ
অকস্মাত পঞ্চরিষি পুরে আগমন।
নারদে বলেন রিষি কার্য্য আছে পুনি ঃ
এই বাক্য সম্মতি দিবাএ গিরিমনি।

---

১ — গৌতম   ২ — নির্ব্বিরোধ   ৩ — ঋষি ৪ — বৃত্তান্ত

পার্ব্বতী শুনিলা আসিয়াছে মনি সকল ঃ
পিতার কুলেত বৈসে হস্তেত কমল।
একখান করিদল পালায়ে সঘনে ঃ
মনিয়ে যে কহে তারে কর্ণপাতি শুনে।
নারদে বলেন তুমার পার্ব্বতী কুমারী ঃ
পরিণয় করিবারে চাএ ত্রিপুরারি।
আমরা সকল আসিয়াছি এই নিমিত্যে ঃ
ইহার উত্তর দেয় গিরিরাজ নাথে।

হিমে বলে যে আছে দৈবের নিবন্দন[১] ঃ
অবশ্য ফলিবে ইহা না জায়ে খণ্ডন।
মনির বচন শুনি পার্ব্বতী কুমারী ঃ
মেনেকার স্থানে কহে বচন চাতুরী।
যে কার্য্যেতে আসিয়াছে মনি মহামতি ঃ
পিতাস্থানে কহিবাএ দিবার সর্ম্মতি।
শুনিয়া মেনেকা দেবী কৌতুহল মনে ঃ
দূতি দিয়া কহিলেক হিমবান স্থানে।
নারদ প্রভৃতি মনি যে কার্য্যে আসিয়াছে ঃ
সর্ম্মতি দিবার হেতু পার্ব্বতী কহিছে।
শুনিয়া দূতের মখে হেনমত বাণী ঃ
মনিস্থানে কহিলেক হিম মহামনি।
বল গিয়া মনিগন শিবের তথাএ ঃ
দিবাম গৌরীরে বিয়া আসুকা[ক] এথাএ।
মনিগনে শুনিয়া হিমের প্রতিত্তর[২] ঃ
শীগ্র গিয়া কহিলেক শিবের গুচর।
দিবেক গৌরীরে বিয়া হিমালয় নগর ঃ
বিবাহের সমিগ্রী[৩] করহ মহেশ্বর।
শিবে বলে ভাগিনা নারদ মনিবর ঃ
সকলকে নিমন্ত্রন করহ সত্তর।

---

১ — নিবন্ধন　　২ — প্রত্যুত্তর (প্রতি উত্তর)　　৩ — সামগ্রী

ক — আসুক

চলিলেক মনিবর শিবের আদেশে ঃ
বর্ম্মার স্থানেতে গিয়া কহিল বিশেষে।
শিবের বিবাহ হেতু চলুকা[১] আপনি ঃ
এই ক্রমে নিমন্ত্রণ এ তিন ভুবন।
নিমন্ত্রণ পাইয়া চলিলা দেবগন ঃ
গন্দর্ব্ব অপর্ছরা[২] আর নাগগন।
বিধি বিবহিত[৩] কার্য্য করিলা আসিয়া ঃ
শিবরে করায়ে স্থান[৪] গঙ্গা জল দিয়া।
বেনাবাজে ধগড়-দণ্ডি আর মৃদঙ্গ ঃ
রাগস্বরে বাদ্য করে সুললিত রঙ্গ।
এইরূপে মঙ্গল করএ তিন দেশ ঃ
গৌরী বিয়া করিবারে চলিলা মহেশ।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

সাজিয়া চলিলা হর　　রূপে যিনি পঞ্চশর ঃ
　　যথা হিম নগর উদ্দেশে ঃ
আকাশ গমনে যাএ　　এক দৃষ্টে লোকে চাএ
　　নয়ান না জাএ অন্য পাশে।
বর্ম্মা বিষ্ণু পুরন্দর　　যম-শশি-ভাস্কর ঃ
　　বরুন চলিলা তান সঙ্গে ঃ
ভূত-প্রেত-যক্ষ চলে　　পিচাশ[২] বেতাল মেলে ঃ
　　আকাশ ভরিয়া শূর্ন্ন চাপি ঃ
চন্দ্র-সূর্য-হুতাশন　　পবন বাউর সন ঃ
　　বাসুকি বেষ্টিত সর্ব্ব সাপে।
রম্ভা আদি চিত্রলেখা　　উর্ব্বশী আনল সীর্কা[৩] ঃ
　　ঔতন্ত[৪] অপূর্ব নিত্ত করে ঃ
অতি সুললিত রবে　　শুনিতে পাষান দ্রবে ঃ
　　গীত গাএ চাতরে চাতরে[খ]।

ক — বিবাহ সম্পর্কিত বিধি নির্দিষ্ট
খ — চৌমাথায় - চৌমাথায়।

১́ — চলুন ১ — অপ্সরা　　২́ — স্নান ২ — পিশাচ　　৩ — শিখা ৪ — অত্যন্ত

মিলিলা নগেন্দ্র পুরি　　বিয়া সাজে ত্রিপুরারি
　　রঙ্গ চাএ সকল নগরি ঃ
মনুসা বান্দিয়া মাথে　　পন্ডিত জানকীনাথে
　　রচিলেক দীর্গছন্দ করি।

—ঃ পয়ার ঃ—

শঙ্কর আসিলা বার্ত্তা পাইলা গিরিনাথে ঃ
* মৈনাক * পাঠাইয়া দিলা আগুবাড়ি নিতে।
আগুবাড়ি নিয়া শিব আপনার দেশ ঃ
হিমালয়ে পুরির কথা শুন তার শেষ।
নব নব নারীগনে মঙ্গল জুকারে ঃ
গঙ্গাজলে স্নান করাইলা পার্ব্বতীরে।
বসন ভূষণ রত্ন ভাল ভাল আনি ঃ
সাজাইলা পার্ব্বতীরে সকল রমণী।
সখী সব সঙ্গে করি সকল রমণী ঃ
সাধিলা সকল কর্ম্ম মেনেকা আপনি।
গৃহে গিয়া যত কর্ম্ম সব নির্ব্বাহিল ঃ
জামাতারে বরিবারে হেবন্তে কহিল।

শুনিয়া মেনেকা নারী মঙ্গল জুকারে ঃ
জ্ঞাতিগন সঙ্গে চলে শিব বরিবারে।
বসিয়া রহিছে শিব হরষিত মতি ঃ
দুই পাশে বসিয়াছে বর্ম্মা প্রজাপতি।
হেনকালে মেনেকা আসিলা অর্গ লৈয়া ঃ
নারদ চলিলা সঙ্গে দীপ-দুপ[১] লৈয়া।
পূর্ব্বমখি শিব বৈসে আসন উপর ঃ
** উত্তর মুখেতে বৈসে হিম নগেশ্বর।**
হেমন্তের পুরোহিত নারদ সুমতি ঃ
সে দিগের পুরোহিত বর্ম্মা প্রজাপতি।

**আদর্শ ও ২নং পুঁথিতে যথাক্রমে 'মেনেকা ও দূত'।*
১নং পুঁথিতে 'মৈনাক' — ১নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।
***যদিও সকল পুঁথিতে 'পছিম মুখেতে বৈসে' - আছে, তবু জামাতা বরণ করতে কনের পিতা উত্তর মুখি বসেন বলে 'উত্তর মুখেতে বৈসে' লেখা হয়েছে।*

---

১ — ধূপ

হেবন্তে বলেন শুন ব্রর্ম্মা প্রজাপতি ঃ
জামাতার শাখা গুত্র কহ শীগ্র করি।
এবে* শুনে প্রজাপতি হহিলা হরষ ঃ
কহিতে লাগিলা তবে এ পঞ্চ পুরুষ।
জটাধর গঙ্গাধর চন্দ্রধর হর ঃ
ভিম গুত্র শিব শাখা পঞ্চ প্রবর।
নামগুত্রে বরণ করিলা ত্রিলুচন ঃ
নারীগনে দেখি শিব হাসিলা তখন।
বাগাম্বর হনে বাগ মিলে ততক্ষণা ঃ
কন্টে বাসুকি নাগে ধরিয়াছে ফনা।
দেখিয়া সকল নারী পাসরে আপনা ঃ
তাহারে দেখিয়া সব নারীগনা।
খাপ দিয়া বাঘে নারী লড়াইয়া ধরে ঃ
অর্গ পালাইয়া নারী পলাইল লড়ে।
গলাএ মণ্ডের মালা বিভূতি ভূষণ ঃ
আচম্বিতে বস্ত্র নাই হৈল বিবসন।
আপনা-পাসরে তারা পাগলের মতে ঃ
বস্ত্র পালাইয়া কেয় পড়িল ভূমিতে।
নারীগনের বিপত্য[১] দেখিয়া পঞ্চানন ঃ
খলখলি হাসে শিব প্রসন্ন বদন।

হুতাশ হইয়া নারী পলাইয়া যাএ ঃ
বাঘে লড়াইয়া ধরে যার লাগ পাএ।

ক — এরে

---

১ — বিপত্তি

দুই গাল ফুপাএ[ক] বাগে ভয়ঙ্কর রীত ঃ
বড় বড় সর্প সব দেখি বিপরীত।
এথা হতে প্রাণ লইয়া গেলা সব সখি ঃ
মেনকার স্থানে কহে হৈয়া উর্দ্ধমখী।
ভাল বর আছিলেক ঝি-এর লাগিয়া ঃ
দিগম্বর চুল- দাড়ি পাখেনা[১] বুড়িয়া।
দুই আক্ষী[২] টিলিমিলি সদাএ ঝিমাএ ঃ
সর্পগনে বেষ্টিত বুড়ার হাতে পাএ।
লাজ নাই লর্জ্জা নাই বড়ই উন্মত ঃ
ভুত বেতাল সঙ্গে থাকে অবিরত।
এক গুটা দন্ত নাই মখের ভিতর ঃ
গৌরী হেন কুমারীর ভাল জর্গবর[৩]।
শুনিয়া সখির মখে এত সব বানী ঃ
গৌরী কুলে করে দেবী লুটাএ ধরনী।
ভাল তপ করি ঝিউ দেব আরাদিলে ঃ
উন্মত্ত ভাঙ্গড় বেটা জামাই করিলে।
কমল[৪] ঝিকানি[৫] মর যেন সুবেশি ঃ
বরিয়া আনিলে গৌরী ভাঙ্গাড়া তপসী।
হেনকালে হিম গেলা পুরীর ভিতর ঃ
সর্বলুকে মন্দ বুলে তর্জ্জিয়া বিস্তর।
মেনকাএ বলে হিম ভাল কর্ম্ম কৈলে ঃ
উন্মত্ত লাঙ্গাট[খ] বেটা জামাই করিলে।

ক — ফুলায় খ — নেংটা

---

১ — পাকনা ২ — অক্ষি ৩ — যোগ্যবর ৪ — কোমল ৫ — ঝিখানি, মেয়েটি।

অবলা পার্ব্বতী মর কুলের * কমল * ঃ
না দিম গৌরীরে বিয়া ** ডুবাইম জল **।
বিদাএ করহ শিব বেড়া বাড়ি দিয়া ঃ

সর্ব্বথা গৌরীরে আমি না দিবাম বিয়া।
মনেতে বিষাদ ভাবি গিরি চক্রবর্ত্তী ঃ
অপমান ভাবিয়া মনেতে দুক্ষী অতি।
দেখিয়া শিবের রীতি নারদ চলিল ঃ
পুনি পুনি ত্রিরস্কার[১] শিবেরে কহিল।
যার যেই স্বভাব মৈলেয় না যাএ ঃ
লাঙ্গাট হইয়া আছ সর্ব্বলুকে চাএ।
*** ভাঙ্গোর খিয়াল[১] *** বুঝি ছাড়িতে না পার ঃ
দেবের দেবতা নাম অকারণে ধর।
ছাড় এইরূপ এবে কত দেয় লাজ ঃ
দেখিয়া হাসিয়া মরে গিরির সমাজ।
শুনিয়া মনির বুল দেব ত্রিলুচন ঃ
মদন মহন[২] রূপ ধরিলা তখন।
দেখিয়া শিবের রূপ মনি মহ পাএ ঃ
খাটে তুলি পার্ব্বতীরে আনিলা তথাএ।
আনন্দে উৎসব করে জয় জয় বলি ঃ
মখ চণ্ডিকাতে দুই তুলিলেক ধরি।
নানা বিধি বাদ্য বাজে বেয়াল্লিশ বাজন ঃ
হরি হরি ধ্বনি তবে বুলে সর্ব্বজন।

---

*আদর্শ পুঁথিতে — 'পামর', ২নং এ - 'কমল' এবং ১০নং এ - 'কমল'। কুলের লক্ষ্মী বা সৌন্দর্য অর্থে কমল শব্দ গৃহীত হল।

**'না দিম গৌরীরে বিহা বুড়া যাউক ঘর' — আদর্শ পুঁথির পাঠ। অন্য অন্য পুঁথিতে — না দিম গৌরীরে বিআ ডুবাইম জল। আদর্শ পুঁথির পাঠ বাদ দেয়া হয়েছে।

***আদর্শ পুঁথিতে — 'ভাঙের ফিয়াল', ২নং এ - 'ভাঙ্গোর খিয়াল', ৯নং এ - 'ভাঙ্গোর আমল', ১০নং এ — 'ভাঙ্গোর খিআল'। 'ভাঙ্গোর খিয়াল' - নেয়া হয়েছে।

১́ — তিরস্কার　　১ — খেয়াল　　২ — মোহন

সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলা যে গৌরী ঃ
ঘরে ঘরে জুকার দিলেক দির্ব্ব নারী।
বিধি ব্যবহার যেন করিলা তথাএ ঃ
নানান প্রকার কৈল মখ-চণ্ডিকাএ।
খাটহনে লামাইলা আসন উপর ঃ
পুনরূপি পার্ব্বতীরে নিলা নিজ ঘর।
জর্ণশালে বসিলেক গিরি চক্রবর্ত্তী ঃ
সমখেতে আপনে বসিলা পশুপতি।
চারিমখে কুশণ্ডিকা[৩] কৈল প্রজাপতি ঃ

নামগুত্রে উচ্ছ্গিয়া[১] দিলেক পার্ব্বতী।
একাসনে পার্ব্বতীরে করিলা তখন ঃ
দক্ষিণা করিয়া তবে বলিলা পঞ্চানন।
জর্গহুম[১´] বর্ম্মা এ করিলা সাবধানে ঃ
পুর্ন্না দিয়া প্রজাপতি কৈলা সমাধানে।
লুকিক[২´] বৈদিক কর্ম্ম সব নির্ব্বাহিলা ঃ
গৌরী সনে আনন্দে গৃহেতে প্রবেশিলা।
খির-ভুজন কৈলা লুকাচার মতে ঃ
শয়ন করিলা গিয়া পার্ব্বতীর সহিতে।
কতুহল রজনী বঞ্চিলা ভুলানাথে ঃ
প্রাথকৃয়া[২] করিয়া উঠিলা প্রভাতে।
যাত্রা করিবার শিবে বলিলেক হাসি ঃ
বিলম্বের কার্য্য নাই নারদ তপসী।

---

*আদর্শ পুঁথিতে — 'বিধি বেবস্থিতে জে করিলা সম্বায়'।
২নং এ - 'বিধি ব্যবহার যেন করিলা তথাএ'।
১০নং পুঁথিতে চরণটি নেই। গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।*

ক — বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বিহিত হোম বিশেষ

---

১ — উৎসর্গিয়া ১´ — যজ্ঞহোম ২´ — লৌকিক ২ — প্রাতঃকৃয়া

যৌতুক দিলেন হিমে যতেক প্রকার ঃ
যাত্রা করি চলে শিবে পুরে আপনার।
মেনেকা রুদন করে সখিগন সঙ্গে ঃ
কৈলাশে চলিলা শিব কতুহল রঙ্গে।
কতক্ষনে উত্তরিলা আপনা আশ্রমে ঃ
সর্ব্বদেব চলি গেলা যার যার মনে।
দেবগন চলি গেলা যার যেই স্থান ঃ
যেই জনে শুনে ভনে সর্ব্বত্রে কৈল্যান[১]।
ঘর নাই দ্বার নাই নাহিক বসতি ঃ
ভাঙ্গের আধারি বিনে নাহিক সম্পত্তি।
অর্ন্ন নাই বস্ত্র নাই বাঘাম্বর বিন্দে[২] ঃ
বিবাদ ভাবিয়া দেবী আপনাকে নিন্দে।
মায়ে বাপে নিবেদিলা[৩] সেবিতে শঙ্কর ঃ
ভাল লিখেছিল বিধি কর্ম্মফলে মর।
পণ্ডিত জানকীনাথে হরপদে কহে ঃ
এই মতে পার্ব্বতীর হৈল পরিণএ।

।। ইতি হরগৌরীর বিবাহ সমাপ্ত।।
সংক্ষেপে গৌরীর জর্ম্ম কহিলু সকল ঃ
হরগৌরী ভেদ কথা শূন কতুহল।
একদিন কৈলাসেত নারদ মনিবর ঃ
প্রভাতে চলিয়া আইলা পার্ব্বতীর গুচর।
নানা পুর্ম্ব্যকথা তবে কহিলা সকল ঃ
কথাএ কথাএ ভেদ শুনহ সকল।

---

১ — কল্যান ২ — পিন্দে, পরে ৩ — নিষেধিলা

গৌরী হনে গঙ্গাদেবী অতি ভার্গবতী ঃ
অনুক্ষন শিরে ধরে দেব পশুপতি।
গৌরবে জানিলু অবে পার্ব্বতী অনুরাগ ঃ
বেভারে[১], জানিলু ভাল গঙ্গার সুয়াগ[ক]।
এতসব বচন যে শুনিয়া ভবানী ঃ
ক্রুধে জ্বলিয়া উটে মেনকা নন্দিনী।
অপমান বচন শুনিয়া পুড়ে মন ঃ
কি বলিব নহি বুঝি কি করি অখন[খ]।
জটার ভিতরে দেখে হেনকালে ঃ
শিবেরে ভচ্চিয়া[গ] তবে বলে কতুহলে।
ভাল চেস্টা নহি কর সদা কদাচার ঃ
বিপরীত যতকিছু দেখিএ তুমার।
ত্রিভুবনে শিরে ধরে কুন দেবে নারী ঃ
বলদ চড়এ কেবা আজন্ম ভিক্ষারী।
প্রেতমর্ত্তি ধরে কেভা ভস্বমাখে গাএ ঃ
মানব পিচাশ সঙ্গে সমানে বেড়াএ।
ভাঙ্গা-ধুতুরা কেবা খাএ নিরন্তর ঃ
উন্মত পাগল ভেসে কেবা দিগম্বর।
পার্ব্বতীর বচন শুনিয়া মহেশ্বর ঃ
ক্রুধে জ্বলি উঠে শিব চলিলা সত্তর।
সকল শরীর কাঁপে চক্ষু হৈল রাঙ্গা ঃ
শিরে চন্দ্র কর্ম্পমান স্থির নহে গঙ্গা।

ক — সোহাগ খ — এখন গ — ভৎর্সনা করে

---

১ — ব্যবহারে ২ — প্রেতমূর্ত্তি

পার্ব্বতীরে বহু মন্দ বলিলা শঙ্করে ঃ

রিদএ ভাবিয়া উটে তপ করিবারে।
গৃহবাস ধর্ম্ম মর সব হৈল ছার ঃ
স্ত্রী হৈয়া তিরস্কার বলে বারে বার।
হাসাইলে দেবের সভা তুর মখ দুষে ঃ
মর ইর্চ্ছা নাই আর তর গৃহবাসে।
লাজরে গালিরে তর কিছু নাই ডর ঃ
ত্রিভুবনে হেন নারী আছে কার ঘর।
কিবা তর ভালমন্দ কিবা তর বুদ্ধি ঃ
মলে ঐ লঘুর কন্যা কিবা জান শুদ্ধি।
অহংকার কর তুমি দেবের সমাজ ঃ
জাতিরে নাহিক ভয়ে মখে নাই লাজ।
মর্ম্ম সকল তুমার বংশ অনুক্রমে ঃ
সদাএ করহ দন্দ[১] তারার আশ্রমে।
প্রবুদ করিতে আমি না পরি তুমারে ঃ
স্ত্রীর কুর্পর হৈয়া না থাকিম ঘরে।
পণ্ডিত জানকীনাথে হরপদে কহে ঃ
কন্দল না কর শিব উচিত না হএ।
রহিতে না পারি ঘরে চণ্ডীর কন্দলে ঃ
কতদিন নির্জ্জনে থাকিব গিয়া কুলে।
কালিধএ[২] যাইম কমল বন যথা ঃ
নিশ্চিন্তে বসিয়া তপ করিবাম তথা।
এতসব বচন বলিয়া মহেশ্বর ঃ
নন্দিরে বলিলা বৃষ সাজায় সত্তর।

ক — অধীন, বশ, অনুগত

---

১ — দ্বন্দ্ব   ২ — কালিদহে

শিবের বচনে নন্দী প্রসর্ন্ন বদন ঃ
বৃষ গুটা সাজাইল নানা অভরণ[১]।
পৃষ্ঠেত বাঘের ছাল আর্চ্ছাদন করি ঃ
মাথাএ বান্দিল পুর্চ্ছে ধবল চামরি।
সুনার বরণ ফুল দিল দুই শৃঙ্গে ঃ
বিচিত্র কবচ শুভে মনুহর রঙ্গে।
কণক নপুর চারি চরণে সুন্দর ঃ
অত্যন্ত অপূর্ব রথ অতি মনুহর।
সুবর্ণ সদৃশ বৃষ দেখিতে সুন্দর ঃ
আনিয়া দিলেক নন্দী শিবের গুচর।

বৃষ পাইয়া শঙ্করে করিলা আরুহণ ঃ
হেনকালে আইলা হেথা নারদ বার্ম্মণ।
মহাদেব সম্বুদিয়া বলে পৃয়বাণী ঃ
কথাএ চলিয়াছ দেব শূলপানী।
যাইব কমল বনে বলে ত্রিপুরারি ঃ
চণ্ডীর কন্দল আমি সহিতে না পারি।
মনি বলে এথা আজ্জি থাক সদাশিব ঃ
চণ্ডীরে ভচ্ছিয়া বাক্য বিস্তর বলিব।
রহিল শঙ্করে এথা নারদ বচনে ঃ
সত্তরে নারদ গেলা পার্ব্বতীর স্থানে।
নারদ দেখিয়া চণ্ডী জির্জ্ঞাসে তখন ঃ
কহ মনি পুনরপি এথা আগমন।
মনি বলে কত তুমা কৈম বারে বার ঃ
সর্ব্বনাশ প্রকারে করিলে আপনার।
অতিশয়ে মর্ম্ম কথা কহিতে না পারি ঃ
শুনিলে নাজানি কিবা করে ত্রিপুরারি।
চণ্ডী বলে গুপ্ত করি কহ মর স্থানে ঃ
গুপ্ত কথা কেমতে শুনিবে অর্ন্নজনে।
চারিদিগে চাএ মনি কেয় নি আসি শুনে ঃ
ধীর করি কহে গিয়া পার্ব্বতীর কানে।
কন্দল করিয়া শিব তুমার সজ্ঞাতি ঃ
কালিদএ গমন করিছে পশুপতি।

---

১ — আভরণ

জাতিএ পৌদ্যানী[১] কর্ম্মা পরম সুন্দরী ঃ
রূপে গুনে তা সমান নাহিক পৌদ্যনী।
তুমার দ্বিগুন রূপ আছে কৈন্যা আগে ঃ
ত্রিভুবন মহপাএ তাহান সুয়াগে।
রচনা উত্তর ছলে কহিলা নারদে ঃ
বচনে সহিয়া চণ্ডী রৈলা নিশবদে।
মনি বলে চিন্তা করি কি করিতে পার ঃ
যেমতে কুশল হএ সেই কার্য্যকর।
কমলেতে যেন মতে না যাএ মহেশ ঃ
সে কর্ম করহ তুমি সমস্ত বিশেষ।
শুনিয়া পার্ব্বতী তবে প্রসর্ন্ন বদনে ঃ
নারদরে প্রসংসো করিলা নানা মনে।
নারদরে সম্বাসিলা মেনেকা নন্দিনী ঃ

সুবেশ করিয়া চলে মহিতে ভবানী।
সহজে সুন্দর গৌরী অধিক সুবেস ঃ
নানা যত্ন করিয়া বান্দিল চারুকেশ।

---

১ — পদ্মিনী

চন্দনের ফুটা সব দিল স্থানে স্থানে ঃ
নৈক্ষত্র[১] প্রকারে যেন উড়এ গগনে।
পত্রাবলী কপালে রচিল নানারূপে ঃ
বিদ্ধত[২] প্রকাশে যেন মেঘের সমীপে।
উত্তম বসন পৈরে[ক], অঙ্গা-রঙ্গা খনি ঃ
ত্রিদয়ে[৩] কাছিয়া পৈরে, কটীতে কিঙ্কিনী।
অঙ্গা-ভঙ্গা লাবণ্য করিয়া বিলক্ষন ঃ
শিবের সাক্ষাতে চণ্ডী করিলা গমন।
শুনিয়া নেপূর[৪] ধনি বলে শূলপানি ঃ
অনুমানে বুঝিলাম আইসএ ভবানী।
নারদ হহিল মর গমন পাবর্ত্তী ঃ
তার কাজে পুনরপি পাটাইল চণ্ডী।
বুলাইয়া মগদ চণ্ডী নাই কিছু কাজ ঃ
সর্ব্বলুকে হাসিবেক দেবের সমাজ।
এতেক ভাবিয়া মনে দেব ত্রিলুচন ঃ
মাথাএ বসন দিয়া করিলা শয়ন।
শিবের নিকটে গিয়া বসিলা ভবানী ঃ
কটু বাক্য বিস্বর বলিলা পুনি পুনি।
কুন অপমান বাক্য বুলিছি তুমারে ঃ
তার কাজে ক্রধ প্রভু করিছ আমারে।
আজর্ম্ম ভিখারী দুখে জাএ সর্ব্বকাল ঃ
তাহাতে আপনে পাত এতেক জঞ্জাল।
এতেক বলিয়া চণ্ডী ক্রধ করি মনে ঃ
কবট নিদ্রাএ শিব শুনিয়া না শুনে।

ক — পরিধান করে, পরে

---

১ — নক্ষত্র ২ — বিদ্যুৎ ৩ — হৃদয়ে ৪ — নূপুর

উত্তর না দিয়া শুনে দেব পশুপতি ঃ
শিবের মাথার বস্ত্র খসাএ পার্ব্বতী।
দেখিল কবট নিদ্রা জাএ মহেশ্বর ঃ

চণ্ডীএ সেরূপ সেবা করিল বিস্থর।
তুমি নি আমারে চাইবে চক্ষুতুলি ঃ
পরের রমনী সঙ্গে কর গিয়া খেলি।
বৈকালে ঘরেত আইস লইয়া শূদাঝুলি[ক] ঃ
কবটে আমারে ভাণ্ড নানাবাক্য বুলি।
নানাস্থানে যায় ভিক্ষা মাগিবার ছলে ঃ
বঞ্চহ কুচুনী সঙ্গে রঙ্গ কতুহলে।
উদর ভরিয়া অর্ন্ন দিবার না পার ঃ
তথাপি না খণ্ডে রঙ্গ কিবা মাত্র কর।
ভালরূপে জানিলাম কবট তুমার ঃ
আমি তুমি স্ত্রি[১] পুরুষ নাহি বেবহার।
ছুরতির[২] আসে চণ্ডী সেবেন তাহারে ঃ
তথাপিয় আঁখি তুলি না চাইল শিবে।
শ্বেত চামরে বায় করিল ভবানী ঃ
চরণে ধ্বরিয়া চণ্ডী বুলে পুনি পুনি।
ত্রিদএ প্রমাদ গুনি দেবশূলপানি ঃ
মায়াছল নানা রূপে মহিলা ভবানী।
তিন প্রহর রাত্রি জাগিয়া গয়াইল[খ] ঃ
শেষ রাত্রি মহামায়া নিদ্রাএ চাপিল।

ক — খালি, শূন্য (ঝুলি) খ — কাটাল

---

১ — স্ত্রী ২ — সুরতির

পাতিয়া শিবের জটা করিল শয়ন ঃ
নিদ্রাএ পীড়িত চণ্ডী নাহিক চেতন।
যুগ নিদ্রাএ পীড়া করে সর্বক্ষণ ঃ
বৃষচড়ি মহাদেব করিলা গমন।
ভূত পিচাশ গণে ধরিলা যুগান ঃ
কমলের বনে শিব করিলা পয়ান।
রজনী প্রভাতে চণ্ডীর হইল চেতন ঃ
দেখিল শঙ্কর নাই জুড়িল কান্দন।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
(ধুয়া = কান্দে ভবানী দেবী।)
না করিলু ভাল কাম না চিন্তিলু পরিণাম ঃ
কেনে কৈলু অযুগত[গ] বানী ঃ
তে কারনে ত্রিলুচনে কষ্ট ভাবিয়া মনে ঃ
কুথা গেল নির্ব্বএ[১] না জানি।

অনেক তপস্যা করি   পাইলু প্রভু ত্রিপুরারি ঃ
তাতে বাদি হইলেক বিধি ঃ
করিছিল পরতল[খ]   কি মর কর্ম্মের ফল
কর্ম্ম দুষে হারাইলু নিধি।
অনেক প্রবন্দ করি   ভজিলু চরণে ধরি
শঙ্কর সেবিলু বারে বারে ঃ
জানিলু শঙ্কর বড়   নিদয়া নিটুর দড়
তব কৃপা না কৈলা আমারে।

ক — যুক্তিশূন্য, অনুচিত, অন্যায়   খ — অন্য দ্বারা

---

১ — নির্ণয়

জাগিয়া আছিলু নিশি কথা হনে নিদ্রা আসি ঃ
পীড়িত করিল আজি দিনে ঃ
শঙ্কর পড়িল বুযে   পাইম গিয়া কুনু দেশে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে।

—ঃ পয়ার *ঃ—

কান্দন এড়িয়া চণ্ডী চিন্তিলা রিদএ ঃ
যথা গেছে পশুপতি যাইম নির্চ্চএ।
সিংহ আবুহিয়া চণ্ডী চলিলা তরিতে ঃ
পতে পতে[১] সর্বজন জির্জ্জাসা করিতে।
কে দেখিছ কুথাএ যাইতে ত্রিলুচন ঃ
কেয় বলে আছিলু করিতে নিজ প্রয়জন।
চলিল পবন বেগে মেনেকা নন্দিনী ঃ
উর্দ্দেশ নাহিক কথা গেছে শূলপানি।
শঙ্করের মন বুজি অসন্তুষ হৈয়া ঃ
ডুমনির ভেসে খেয়া ঘাটে দিব গিয়া।
এতেক বলিয়া চণ্ডী চলিল সত্তরে ঃ
ঘাটে গিয়া পার্ব্বতী ডুমের ভেশ ধরে।
পীতলের কুণ্ডল কনক পত্রহার ঃ
পীতলের চাকি শুভে পীতলের হার।
পীতলের চুড়ি শুভে পায়ে তার চাকী ঃ
পিন্দন খইয়ার শাড়ী হাতেত বাহুটি।

পয়ার অংশে ২নং পুঁথিতে বাড়তি কাহিনী পাওয়া যায়। (চণ্ডী শিবকে অন্বেষণ মানসে সরুয়া ডোমনীর নিকট গিয়ে নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে, সরুয়ার সঙ্গে বেশ-ভুষা পরিবর্তন করে নিজেই পাটনী সেজে খেয়া ঘাটে যায়)

ভনিতা পণ্ডিত জানকীনাথেরই। কিন্তু অন্যকোন পাণ্ডুলিপিতে জানকীনাথের ভণিতায় এ অংশ পাওয়া যায় না।
আমার আবিষ্কৃত নারায়ণ দেবের পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে দেখা গেল যে ওখানে সবুয়ার সঙ্গে চণ্ডীর সাক্ষাৎ ও কথোপকথন আছে। লিপিকরের হাতেই নারায়ণ দেবের অংশটুকু জানকীনাথের ভনিতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই সম্পাদনা কালে অংশটুকু বাদ দেয়া হয়েছে।

---

১ — পথে পথে

লুটনি[ক] করিয়া কেশ বান্দিলা সুন্দর ঃ
ডুমনীর ভেস যত করিলা সত্তর।
মায়ারূপে রহে চণ্ডী সবুয়ার ঘাটে ঃ
হেনকালে শিব আসি মিলিলা নিকটে।
ডুম ডুম করি শিব বাজাএ ডুমুর ঃ
চণ্ডী বুলে আইস হেরে ভাঙ্গড়া ঠাকুর।
নদীর কূলেত বসি ভাঙ্গা নায়কানী[খ] ঃ
সেই ঘাটে দেখা দিলা দেব শূলপানি।
খেয়ানি[গ] খেয়ানি করি ডাকে মহেশ্বর ঃ
খেয়ার কড়ি লইয়া আসিয়া পার কর।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
শুনল ডুমের নারী পার কর ঝাটে[ঘ] করি ঃ
দুক[১] পাম রবির কিরণে ঃ
বেলা হৈল অতক্ষণ যাইতে কমল বন ঃ
পুষ্প তুলিম কুনুকালে।
নৌকা সিচি আন ঝাটে আনিয়া লাগায় ঘাটে ঃ
আপনে আসিয়া কর পার ঃ
ঘাটের পাটুনী পাই তারে খেয়া নিয়া যাই ঃ
অনেক বেলা হহিল আমার।
হাসিয়া শঙ্করে বলে ভাঙ্গা দিম পার কৈলে ঃ
লইয়া চল অএ[২] চন্দ্রমখী ঃ
খাইলে সন্তুষ বড় যুগপথে মন দড় ঃ
সদাএ ঝিমাএ দুই আঁখি।
শঙ্করের বাক্য শুনি ডুমনীএ বলে পুনি
কি বলিলে ভাঙ্গাড়িয়া বুড়া ঃ
কহিছ কেমন সুখে লাজ নাই তর মুখে ঃ
পার হৈলে দিব ভাঙ্গের গুঁড়া।

ক — লুটান, গড়াগড়ি দেওয়া, খ — নৌকাখানি
গ — খেয়াদানী > = পাটনী ঘ — শীঘ্র বা শীঘ্রে অর্থাৎ দ্রুত, তাড়াতাড়ি

১ — দুঃখ ২ — ওহে, ওগো

জেয়[ক] আছে নৌকাকানি   বাইনে বাইনে[খ] দেয় পানি ঃ
সেয়[গ] নৌকাতে তলির সার ঃ
জেয় আছে বৈঠাখান   পানিরে না ধরে টান ঃ
আপনে না জানি বাইবার।
ডুমনীর বাক্য শুনি   কামভাবে শূলপাণি ঃ
ডুমনীর বাক্যে শিব মহে ঃ
আমার বাক্য ধর   শঙ্করে পার কর ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে কহে।

—ঃ পয়ার ঃ—

শিবে বলে ডুমনী বেভার যেন আছে ঃ
আগে পার করে ডুমে খেয়া লএ পাছে.
ডুমনিএ বলে আমার পতি নাই ঘরে ঃ
খেয়া লইয়া দুরে গেছে * পরার[ঘ] নিগারে[ঙ]।*
জেয় আছে ভাঙ্গা নায় পানি নাহি ধরে ঃ
বৃষ পার কেমনে করিবাএ একবারে।
শিবে বলে বৃষ আমার সাতুরিয়া[চ] যাইব ঃ
তুমি আমি দুইজন নৌকাতে চড়িব।
পার কৈলে অবশ্য উচিত পাইবে তর ঃ
কুনু বস্থ[১] নাই মর ঝুলির ভিতর।
বচনে প্রবদ হৈল সরূয়া ডুমনী ঃ
সিচিয়া ঘাটেত আনে ভাঙ্গা নায়কানি।
নৌকা পাইয়া শঙ্কর চড়িলা কতুহলে ঃ
বৃষ সাতুরিয়া যাএ সরবরের জলে।

অর্থাৎ সরূয়া ডোমনী শিবকে বলছেন যে তার ডোম স্বামী নৌকা নিয়ে দূরে মৎস জীবীদের পাড়ায় গেছেন।

ক — যে,
খ — নৌকার দুই তখ্‌তার সন্ধি বা জোড়ের মুখ
গ — সেই > সের = সে
ঘ — পরার = (সি) = পরের < পর + আর = এর (সম্বন্ধে)
ঙ — নিগারে = নিকারে (পুঁথিতে আঞ্চলিক উচ্চারণে 'ক' = গ) নিকারি = মৎস বিক্রেতা জাতি বিশেষ।
চ — সাঁতার কেটে।

১ — কোন বস্তু

বচনে প্রবুদ চণ্ডী সদাশিব লৈয়া ঃ
লাস-লাবর্ন্ম্য[১] [ক] করি যাএ খেয়া দিয়া।
হাসিয়া হাসিয়া বুলে দিয়া বাহু লাড়া ঃ
পানি-ফুটি পালায় শিব নায়খানি জুড়া।
শঙ্কর বিকল হৈলা চণ্ডীর কবটে ঃ
দেখিয়া শিবের মনে কাম বাণ ফুটে।
অতিশয়ে বর্ব্বর সহজে ডুম জাতি ঃ
শূন্যঘরে একাস্বরি এমত যুবতী।
বিধাতা এ কুকার্য্য করিছে বিড়ম্বন ঃ
অনুরূপ না জানিয়া করিছে গটন।
কটিন দ্রিদএ[২] হেন জানিলু বিধাতা ঃ
এমন সুন্দরী নারী ডুমের বণিতা।
ডুম জাতি কিবা জানে ভুঞ্জিতে সুরতি ঃ
উত্তম মদ্যম[৩] সনে বাড়াএ পিরিতি।
বাড়িল পরম পীতি[৪] যেন বিধি থাকে ঃ
তুমি আমি দুইজন বঞ্চিম কতুকে।
শুনিয়া ডুমনী বুলে গঞ্জিয়া শিবরে ঃ
তপস্বী করিয়া কেডা বুলএ তুমারে।
পরের রমনী দেখি কর উপহাস ঃ
না হএ উত্তম জনের এমত অভ্যাস।
শুনিয়া শঙ্কর দেবে পুনরপি বুলে ঃ
এই দুষে তপস্বী নষ্ট নহে কুনুকালে।

ক — সেজে-গুজে

---

১ — লাবন্য　　২ — হৃদয়ে　　৩ — মধ্যম　　৪ — প্রীতি

কামে মহ পাইয়া যদি ঘাটে[ক] মনি লুকে ঃ
এ সকল পাপ তার শরীরে না থাকে।
কস্তুনামে মনিবর অতি শুর্দ্ধমতি ঃ
বির্দ্ধাধরি[১] সঙ্গে তাইন ভুঞ্জিলা সুরতি।
মহার্জ্ঞানী মহামনি উর্বশীর সঙ্গে ঃ
কতুকে আছিলা তাইন কুতুহল রঙ্গে।
জানিয়া গুরুর পত্নী চন্দ্রে বল করে ঃ
অহর্ষা[২] গৌতমের নারী পুরন্দরে হরে।
এইধর্ম্ম পুর্ব্বাপর আছে সর্ব্বজনে ঃ
পাপহনে মন্ত্র হএ ধ্যান তপবলে।

বিশেষ প্রকারে ধর্ম্ম শুন সুবধনী[৩] ঃ
যতেক কুলেত জর্ম্ম জতিএ পৌদ্যুনী।
হরিতে পৌদ্যুনী কন্যা নাহি কুনু দুষ ঃ
আলিঙ্গান দেয় কর্ম্মা না করিয় রুষ।
মদন আনলে দহে ত্রিদএ আমার ঃ
সিচিয়া যৌবন জল কর প্রতিকার।
দেয় আলিঙ্গান মরে না করিয় রুষ ঃ
পুরুষে ভজিলে স্ত্রীএ[৪] করয়ে সন্তুষ।
ব্যাকুল রিদএ মর তর রুপ দেখি ঃ
না কর নৈরাশ মরে শুন চন্দ্রমখী।
না বল নিটুর বাক্য করিয়ে কাগুতি[৫] ঃ
জ্বলন্ত আনলে দহে ঘৃতের আহুতি।
তবে ডুমনীএ বলে শুন পশুপতি ঃ
কুলে চাপায় নায় করি শীগ্রগতি।

ক — পাপ করে, দুষ্টুমি করে

---

১ — বিদ্যাধরী ২ — অহল্যা ৩ — সুবদনী ৪ — স্ত্রীয়ে
৫ — কাকুতি।

শঙ্করের মন বুঝি চণ্ডী অনুক্ষণ ঃ
আপনার নিজরুপ ধরিলা তখন।
চণ্ডী বুলে ভাঙ্গড় ফিরিয়া হেরে চায় ঃ
মায়া দুর হৈল মর আর কথা যায়।
উত্তম তপস্বী তুমি পরম পবিত্র ঃ
সাক্ষাতে দেখিলু আজি তুমার চরিত্র।
রাত্রিদিনে থাকহ পরের নারী সনে ঃ
ঘরে গিয়া ভাণ্ড[ক] মরে কবট বচনে।
আর ভাণ্ডিবার মরে না পারিবা তুমি ঃ
জানিবাম বেভার সকল যে আমি।
আমি স্যান হৈলু শিব তুমাতে শিখিয়া ঃ
একাম্বর যাইতে এবে না দিম ছাড়িয়া।
ছায়া হৈতে যর্গ্য[১] শিব না হএ যাহার ঃ
তাহার সহিতে চায় করিতে শৃঙ্গার।
শরীর জুড়িয়া ঘৃণা নাহিক তুমার ঃ
ভণ্ড তপস্বী তুমি বড় কদাচার।
হাসাইলে সব তুমি দেবের সমাজ ঃ
বুড়াকালে পরদার মুখে নাই লাজ।

মায়ারুপে ভবানী জানিয়া সব মর্যা[২] ঃ
পুরুষরে স্ত্রীএ ভর্চ্চে[৩] অতি বড় লর্জ্জা।
অনেক প্রকারে দুক্ষ বাড়িল বিশেষ ঃ
লুচন পাকাইয়া কুপে জ্বলিলা মহেশ।

**আদর্শ পুঁথিতে — আমী স্যান হৈল সিব তুমাতে সীকিয়া।*
২নং পুঁথিতে চরণটি নেই।
৯নং পুঁথিতে — আমি স্যান হৈলু শিব তুমাতে শিখিয়া।
১০নং পুঁথিতে — আমি শ্যানে হৈল শিব তোমাতে শিখিয়া।
গৃহীত পাঠ ৯নং পুঁথির।

ক — ভাঁড়, ভাঁড়াএ, প্রতারণা কর
খ — সেয়ানা > সেনা বা স্যান। অর্থ - চালাক, অতিচালাক, চতুর প্রভৃতি।

---

১ — যোগ্য ২ —মর্যাদা ৩ — ভর্ৎসনা করে।

থর থর উষ্ট[১] কাপে পাকাইয়া লুচন ঃ
চণ্ডীরে ভসিচয়া বুলে নিটুর বচন।
এ বড় কুছিত[২] তুই করিলে যে কাজ ঃ
হাসাইলে সব তুই দেবের সমাজ।
পুরুষ পরম তুমি ঘরে ঘরে আসি ঃ
হেনছার স্ত্রী লইয়া আমি গৃহবাসী।
বাপ তুর * টুটা বুড়া[৩] * হৈল মখ দুষে ঃ
অর্দ্ধাপি প্রকৃতি তার ত্রিভুবনে ঘুষে।
পরম সুন্দরী কন্যা পরম পদ্মুনী ঃ
দেখিয়া বুলিল আমি পরিহাস্য বানী।
পুরুষের কিবা দুষ হহিল ইহাতে ঃ
ভার্গ্য সে ইহাতে আমি না ঘাটীয়ে তর্ত্তে।
পুনরপি বুলে হিমরাজার কুমারী ঃ
সবে ভাল জান তুনি বচন চাতুরী।
মির্থা কথা কহিয়া ভাণ্ড এ সর্ব্বকাল ঃ
আপনা ইর্চ্ছাএ নহে ভাজোর খেয়াল।
শুনি না কাড়ি রায়[৪] কলঙ্কের কাজে ঃ
শুনি কি বলিব বাপ হিমরাজে।
হসিয়া শঙ্করে বুলে শুন শৈলসুতা ঃ
তুমি বিনে আর আমি না জানি সর্ব্বথা।
তুমার অর্দ্ধেক অঙ্গ ধরি বামপাশে ঃ
অর্দ্ধনারীশ্বর করি সর্ব্বলুকে ঘুষে।

ই বুলিয়া চণ্ডী গেলা আপনার ঘর ঃ
মহাদেব চলি গেলা কলিদএ সাগর।

*আদর্শ পুঁথিতে — ছটাবুড়া। ১নং পুঁথিতে — টুটাবুড়া। ২নং পুঁথিতে — নেই। ১০ নং পুঁথিতেও চরণটি নেই। ১ নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।
**আদর্শ পুঁথিতে — ভাগ্য সে ইহাতে আমি না ঘাটীএ তর্ত্তে।
২নং পুঁথিতে — ভাগ্যে সে আপনা ঘটিয়াছে সহসাত।
৯নং পুঁথিতে — ভাগ্যে সে সরুয়া বাহি ঘাটে সহসাত।
আদর্শ পুঁথির পাঠই গৃহীত।

ক — কুৎসিত, কুছিৎ, কুছিত বা কছিত।
খ — ছুটো অর্থ চোট খাওয়া, ছেদন করা, চোট মারিয়া কাটা, ছেদনার্থ আঘাত করা।
গ — না কাড়ি রায় — কথা বলে না, শব্দ না করা।

---

১ — ওষ্ঠ

আচম্বিত দেখা দিলা কালিধএ সাক্ষাতে ঃ
গুপ্তরূপে পলাইল পবনের পথে।
চণ্ডীর কবটে মহ পাইলা অকস্মাত ঃ
ততক্ষণে হৈলা তবে শিবের বীর্য্যপাত।
শঙ্করের মহাবীর্য্য অজয় অমর ঃ
পত্র ছিড়ি থৈল* পৌদ্য পত্রের উপর।
আচমণ কৈল শিব যেন আছে বিধি- ঃ
বর্ম্মেত আপনা কার্য্য করিলা সমাদি*।
নৈরাকার নিরঞ্জন অজয় অমর ঃ
তাহাতে করিয়া ধ্যান রহিলা শঙ্কর।
মহজতির্ম্ময়[১] চন্দ্র টলমল করে ঃ
বিক্ষ ডালে থাকি পক্ষী দেখিল তাহারে।
সুধার্জ্ঞানে পক্ষীএ খাইল সেই কালে ঃ
রহিতে না পারে পক্ষী মহাচন্দ্র জ্বালে।
জীবন-সংশয় হৈল পুড়ে দিবারাত্রি ঃ
খনে উটে খনে বৈসে খনে পড়ে খিতি[২]।
আনল সমান বীর্য্য অনুক্ষণ দুলে ঃ
উগলিয়া পাড়ে পুনি কমলের দলে।
পৌদ্যনালে গেল বীর্য্য পাতাল ভুবনে ঃ
বীর্য্য দেখি ত্রাসিত সকল দেবগনে।
কুম্বীরের পৃষ্ঠে বীর্য্য হইলেক স্থির ঃ
রহিতে না পারে কূর্ম্ম হহিল অস্থির।

*আদর্শ পুঁথিতে — 'অচুরণ', ২নং ও ১নং পুঁথিতে — 'আচমণ' তাই 'আচমন' শব্দটিই গৃহীত হলো।

ক — থুইল > থৈল   খ — নিষ্পন্ন, সাধন

১ — মহাজ্যোতির্ময়   ২ — ক্ষিতি।

কম্পমান হৈল কূর্ম * হইল অন্তর *ঃ
অষ্টদিকে অষ্টহস্তি কাঁপিল অত্যন্ত।
অতিশয় কর্ম্পমান হহিল ধরনী ঃ
হিন্দুলে উটিল সপ্ত সমদ্রের পানি।
পর্ব্বত টলমল দেখিতে লাগে ত্রাস ঃ
নাগলুক নরলুক জীবন নৈরাশ।
এমত অদ্ভুত দেখিয়া সত্তরে ঃ
নারদে কহিল গিয়া বর্ম্মার গুচরে।
শুনিয়া পাতাল ধ্বনি বর্ম্মা প্রজাপতি ঃ
মনিগন রিষিগন করিয়া সঙ্গাতি।
মহামনি কপিল বাল্মীক সঙ্গো করি ঃ
কারন জানিয়া আইলা রসাতল পুরি।
পঞ্চলক্ষ তিনকুটি আসিলা দেবগন ঃ
বৃহস্পতি আসিলা কাশ্বব তপুধন।
বিঘ্ন দেখি প্রজাপতি আনন্দিত হৈলা ঃ
কূর্ম পৃষ্ট হনে বীর্য্য তুলিয়া লইলা।
হস্থে বীর্য্য তুলি তবে বর্ম্মা প্রজাপতি ঃ
চারিমুখে চারিবেদ পঠে শীগ্রগতি।
চতুরদ্দিগে[১] বেদধনি[২] করে মনিগন ঃ
যুগনিদ্রা মহামায়া করএ স্তবন।
শঙ্করের দুই পুত্র নাহিক কুমারী ঃ
এই বীর্য্যে কন্যা এক জন্মিব সুন্দরী।
তুমি সে প্রকৃতি রূপ তুমি সর্ব্বমায়া ঃ
অন্তমধ্যে জ্ঞাতভুমি শঙ্কর তনয়া।

*আদর্শ পুঁথিতে 'বরাহের অন্ত'। ২নং পুঁথিতে — 'কম্পমান হৈয়া কূর্ম হইল অন্তর'। ১নং পুঁথিতে — 'কম্পমান হৈল কূর্ম বরাহ অনন্ত। গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।
**২য় চরণ — আদর্শ পুঁথিতে — 'সৃষ্টি যুড়ি সর্ব্বদিঘে কাম্পল অতুন্ত'
১নং পুঁথিতে — 'অষ্টদিগে অষ্টহস্থি কাঁপিল অত্যন্ত'।
২নং পুঁথিতে — অষ্টদিগে অষ্টহস্তি হইল কুর্পর। গৃহীত পাঠ ১নং পুঁথির।

১ — চতুর্দিকে   ২ — বেদধ্বনি।

দিসা (জর্ন্মিলা মনুসা দেবী   দেবী আরে পাতাল ভুবনে
বর্ম্মা আদি স্তুতি করে যত দেবগন।)

—ঃ পয়ার ঃ—

সর্ব্বদেব আনন্দিত বর্ম্মা প্রজাপতি ঃ
জয় জয় মহামায়া দেবী পৌদ্যাবতী।
শচী সঙ্গে নির্ত্ত করে দেব পুরন্দরে ঃ
সর্গে থাকি নির্ত্ত করে দেব শশধরে।
পাতালে থাকিয়া দেবী - বসুমতী ঃ
কর্ত্তিকের সঙ্গে নাচে দেব গণপতি।
গিরিগুহা নির্ত্ত করে পর্ব্বত সাগরে ঃ
পবনের সঙ্গে নাচে শচী দিবাকরে।
বাশুকিএ নির্ত্ত করে আদি ফনীমণি ঃ
জর্ন্মিলা নাগিনী কর্ম্মা দেবী পদ্যুনী।
এইমতে অত্যন্ত বাড়িয়া প্রকাশিত ঃ
দির্ব্বরূপে[১] মনুসা জর্ন্মিলা পৃথিবীত।
অর্দ্ধ নাগিনী কর্ম্মা সর্ব্ব সুলক্ষণ ঃ
গৌর বর্ন্ন চতুরভুজা চারু ত্রিনয়ন।
জয় জয় ধ্বনি করে সর্ব্ব দেবগন ঃ
সুরপুরি পুস্পবৃষ্টি কৈলা ততক্ষণ।
ফনীমনি তক্ষক বাশুকি নাচে রঙ্গে ঃ
অনন্ত-আদি নাগগন নাচে তার সঙ্গে।
এইরূপে কন্যা দেখি বর্ম্মা প্রজাপতি ঃ
সুভক্ষেণে নাম করিলা উতুপতি[২]।

---

*এ চরণের পর আদর্শ পুঁথিতে আছে — জলে থাকি কর্ম্পমান দেব মহেশ্বর পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসা কিঙ্কর।
অন্য কোন পুঁথিতে এ স্থলে চরণ দুটি নেই বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

---

১ — দিব্যরূপে   ২ — উৎপত্তি

প্রথমে প্রধান নাম ধরে বিষুহরি ঃ
দ্বিতীয়ে মনুসা নাম ধরে জগত গৌরী।
তৃতীএ ধরিলা নাম দেবী পৌদ্যাবতী ঃ
পাতালে নাগিনী নাম পাতালে উৎপতি।
আদ্যাশক্তি নিদ্রাহনে হৈলা অবতার ঃ
স্তন দিলা কদ্রুএ জননী বেবহার।

নাগমাতা কদ্রু কাস্বব মনি পিতা ঃ
এই হেতু কদ্রু হৈলা বিষুহরির মাতা।
কুলে করি কতুকে অমৃত স্তন দিলা ঃ
মাত্রি বেবহারে কদ্রু পালন করিলা।
এই রূপে মনুসা বাড়এ দিনে দিনে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে মধুরস ভনে।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
(দিসা — দেবীগো মনুসা বন্দি চরণ তুমার। দুই হস্ত জুড় করি। প্রণমতু বিষুহরি। সানন্দে বন্দি চরণ তুমার।)

তুমি চতুরভুজা দেবী ঃ তিনলুকে তুমা সেবি ঃ
প্রথক্ষে[২] দেবতা কলিযুগে ঃ
সঙ্কট তারিনী ঃ সুখ দুক্ষ দাহিনী[৩]
সুরমনি পূজে যত নাগে।
রিষি-মনি-সুরাসুরে ঃ সর্ব্বদাএ স্তুতি করে ঃ
কেবা জানে মহিমা তুমার ঃ
আবাহন ধ্যান-ভক্তি ঃ না জানে বর্ম্মার শক্তি
মায়ারূপে *ক্ষিতি অবতার*।
ভক্তি করিয়া দড় ঃ মনুষা পূজিতে লড় ঃ
ধন পুত্র যে হহিতে চায় ঃ
ছাড়িয়া সকল কাম ঃ পৌদ্যা পূজ অবিশ্রাম
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ।

---

* *আদর্শ পুঁথিতে — খি অবতার*, ২নং ও ১নং পুঁথিতে — **'ক্ষিতি অবতার'**

---

১ — মাতৃ ২ — প্রত্যক্ষে ৩ — দায়িনী

(। দিসা। তারা যদি তার না যুরে
তুমার দয়ামহি নাম কে লবে।)
—ঃ পয়ার ঃ—
বাপকে দেখিতে পৌদ্যা ভাবিলেক মনে ঃ
বিনয় করিয়া কহে বাসুকির স্থানে।
আর্জ্ঞা কর দেখি গিয়া বাপের চরণ ঃ
ভাল ভাল বাসুকিএ বলিল তখন।
সজাতি করিয়া নিলা মহা অষ্টনাগ ঃ
মহা উৎপল শঙ্কর কর্কট মহাভাগ।
শরীরে পৈরিলা[১] দেবী নাগ অলঙ্কার ঃ
বড় বড় নাগগন চলিলা অপার।
হংস-পৃষ্ঠে[২] আরুহিয়া চলিলা বাম্মণী ঃ

পৃথিবীতে চলিলা দেখিতে শূলপাণি।
কালিদএ গেলা দেবী কমলের বনে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে মধুরস ভনে।
পৌদ্যবনে গেলা পৌদ্যা লইয়া নাগগন ঃ
হেনকালে তথা আইলা দেব ত্রিলুচন।
প্রসর্ন্ন বদনে শিব পৌদ্য-পুষ্প তুলে ঃ
পৌদ্যবন বেষ্টিত সকল নাগগণে।
জলের ভিতরে কেয় জলের উপরে ঃ
বড় বড় ফনা তুলি চলে নিরন্তরে।
রক্তবর্ণ লুচন পাকাএ ঘনে ঘন ঃ
ফিকারি* মারএ যেন মেঘের গর্জ্জন।
যেই পুষ্প ধরে শিব তুলিবার তরে ঃ
সেই পুষ্পে উঠে নাগ গর্জ্জিয়া প্রচুরে।

ক — সং ফুৎকার > প্রা ফুক্‌কার বাংলাতে ফুকার, ফিকার প্রভৃতি।
অর্থ — ফুৎকার বায়ুতে বাহির হওয়া।

---

১ — পরিলা ২ — হংসপৃষ্ঠে

দেখিয়া শঙ্কর হৈলা মনেত বিস্মির্ত্ত ঃ
কুথা হতে এত নাগ আইল বিপরীত।
এমত বিরূপ আজি হৈল কি কারন ঃ
জলে স্থলে বেষ্টিত সকল নাগগন।
দেখিয়া করিলা ক্রধ দেব ত্রিলুচন ঃ
পক্ষিরাজ গড়ুরে করিলা স্মরণ।
স্মরণে গড়ুর আইল শঙ্করের আগ ঃ
শিবে বুলে গড়ুর ভক্ষণ কর নাগ।
শিবের বচন শুনি বিনতা নন্দন।
লক্ষে লক্ষে নাগ ধরি করএ ভক্ষণ।
বড় বড় নাগগন ধরি ধরি গিলে ঃ
*বিপক্ষের * যম যেন দৈবযুগে মিলে।
পলাএ সকল নাগ গড়ুরের ডরে ঃ
পেস্কেত, লুকাএ কেয় ডুবিল সাগরে।
কেয় কেয় গেলা জয় মনুসার আগ ঃ
গড়ুরে ধরিয়া খাএ যার পাএ লাগ।
মনুসাএ দেখিয়া নাগের বিড়ম্বন ঃ
বাপের সাক্ষাতে পৌদ্যা দিলা দরশন।
আচম্বিত সমখে দেখিলা ত্রিপুরারি ঃ

এমত অরর্ম্ম মৈদ্ধে পরম সুন্দরী।
কিবা সহস্র যর্জ্ঞ ব্রর্ম্মাএ করিল ঃ
সেই যর্জ্ঞ হনে এই কর্ম্মা উপজিল।
অনুমানে বুঝি কিবা আনলের শিক্ষা[২] ঃ
সুনার পুতুলি কিবা আসি দিল দেখা।

আদর্শ পুঁথিতে — বিভক্ষিত, ২নং এ — বিপক্ষের, ১নং এ — বিরহিত। ২নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।

---

১ — পঙ্কেতে, পাঁকে, কাদায়
২ — শিখা

ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসে শূলপানি ঃ
পরম সুন্দরী কর্ম্মা দেখিয়া পৌদ্যুনী।
ধর্ম্ম জননী তার ধরিছে উদরে ঃ
ততধিক ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে।
পরিগ্রহ[১] তুমারে করিছে যে পুরুষে ঃ
সেয় বড় ভাগ্যবান বুঝিএ বিশেষে।
চিরকাল তবস্বা করিয়া খিতি তলে[২] ঃ
তুমি হেন বণিতা পাইল পূর্ম্ম ফলে।
শিবের বচন খানি মনুসাএ শুনি ঃ
হরি হরি সরন[৩] করিলা পুনি পুনি।
বীর্য্যপাত হৈল তুমার পাতাল ভুবনে ঃ
পৌদ্য-পত্রে বীর্য্য তুমি এড়িলা আপনে।
পাতাল ভুবনে বীর্য্য গেলা পৌদ্যনলে ঃ
তাহাতে জনম মর হইল পাতালে।
সুর-মনিগন বর্ম্মা করিলা স্থবন ঃ
সেই বীর্য্যহনে জর্ম্ম তাহার কারন।
অযুনী সম্বভা[৪] আমি শুন ত্রিলুচন ঃ
আচম্বিত জর্ম্ম মর পাতাল ভুবন।
মদনে মহিত শিব প্রবদ না মানে ঃ
বল করিবারে চাএ হৈয়া ভ্রমর্জ্ঞানে।
শিবের চরিত্র দেখি মনুসা কুমারী ঃ
মহাকুপে জ্বলিল অত্যন্ত ক্রধ করি।

---

১ — পরিণয় ২ — ক্ষিতিতলে ৩ — স্মরণ ৪ — সম্ভবা

পরিণাম না চাইল কুপের কারন ঃ
বাপরে চাইল পৌদ্যা বিষ নয়ন।

বিষেৰ্চ্ছন্ন[১] হৈয়া তবে দেব ত্রিলুচন ঃ
মহ পাইয়া ভুমিতে পড়িলা ততক্ষন।
বিষে অচেতন শিব মনুসাএ দেখি ঃ
বিলাপ করিয়া তবে কান্দে বিষমখী[ক]।
বাপরে দেখিতে মই আইলা সানন্দিতে ঃ
তাহাতে দারুন শুক পড়ে আচম্বিতে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

[দিসা] - কান্দে কৈন্যা হরের কুমারী।
কেনে আইলু কমলের বনে ঃ
প্রথম দরশনে বাপরে দংশিলুরে ঃ
কলঙ্ক রহিল ত্রিভুবনে।)
এই নদী কালিধএ লইয়া আইলু নাগচএ
তবে আইলু বাপের যে কাছে ঃ
মর বাপ মহেশ্বরে আপনা পাসরে
না জানি কৰ্ম্মেত কিবা আছে ।১।
কি আজি অশুভক্ষণ কেনে আইলু পৌদ্যবন ঃ
কি শুনিব ভাই সৰ্পরাজে ঃ
না খণ্ডিল মনের দুক্ষ নাগ সকলের শুক ঃ
তাকে পুনি চাইম কুনু লাজে ।২।
শুকানলে দহে তনু বাড়বের বহ্নি যেনু[২]
অন্তরেতে পুড়ে সৰ্বদাএ ঃ
অধিক বিলাপ করি কান্দে জয় বিষুহরি ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ ।৩।

ক — মনসা। বিষহরি

---

১ — বিষাচ্ছন্ন ২ — যেন

পয়ার

পৌদ্যার বিলাপ দেখি নাগ যত ইতি ঃ
চতুৰ্দ্দিগে ঘিরে শিবরে করে স্তুতি।
তুমি পঞ্চ প্রকৃত্তি সকল পরায়ণ ঃ
অন্ত-মৈদ্যহীন তুমি অনাদি নিধন[১]।
শিবশম্ভু ভুলানাথ তুমি জগদীশ ঃ
আপনে জানিয়া কেন হারাইলা দিশ।
আপনার কৈন্যা লইয়া চল নিজ ঘর ঃ
অযুক্ত বচন কেনে বুলিলা শঙ্কর।
তবে বিষ বিনাশিয়া উটে ভুলানাথ ঃ

উটিয়া আপনা কর্ম্মা দেখিলা সাক্ষাত।
কর্ম্মা লইয়া পশুপতি নিজ স্থানে যাএ ঃ
আচম্বিত ভবানী পুরের লাগ পাএ।
গন্দ বনিক্য রাজা নামে ছত্রাজিত ঃ
ভবানী পুরেত বৈসে সংসার পূজিত।
তাহার প্রধান পুত্র বর্চ্ছধর[২] নাম ঃ
রূপে-গুণে-যৌবনে দেখিতে অনুপাম[৩]।
তাহার প্রধান এথা কেয় নাই আর ঃ
ধন-জন-সম্পদ না পারি কহিবার।
ডিঙ্গা সকল তার যতেক খাটএ ঃ
চাকর সকল দিয়া বানির্জ্জ্য করএ।
ঘরেতে বসিয়া থাকে না যাএ প্রবাসে ঃ
দুক্ষ-সুক্ষ কদাপি না পাএ কুনু অংশে।

---

১ — নিদান ২ — বৎসধর ৩ — অনুপম

হাল চষাইয়া ধান্য পাএ প্রচুর ঃ
সর্ব্বলুকে বুলে তারে হালুয়া টাকুর।
টাঙ্গিতে[৪] বসিয়া থাকে সদাএ খেলাএ ঃ
হেনকালে মহাদেবে কর্ম্মা লৈয়া যাএ।
হালুয়া বছাই তাকে দেখে আচম্বিত ঃ
পরম সুন্দরী কর্ম্মা বিন্ধের[১] সহিত।
বিধির কুবুদ্ধি হেতু বিপরীত হৈল ঃ
বিন্ধরে মারিয়া কর্ম্মা আনিবারে গেল।
মদনে আকুল হৈয়া চঞ্চল রিদএ ঃ
শিবের নিকটে গিয়া জির্জ্ঞাসা করএ।
এমত সুন্দরী কব নাইক এথাএ ঃ
কথাএ চলিছ লইয়া তুমার কেবা হএ।
শিবে বুলে কর্ম্মা মর শুন দুরাচার ঃ
জির্জ্ঞাসা করিয়া কার্য্য নাহিক তুমার।
না শুনি শিবের বাক্য দুষ্ট দুরাচার ঃ
পৌদ্মারে রাখিতে তবে যুক্তি কৈল সার।
কেয় বলে বুড়ারে রাখএ ধরিয়া ঃ
কেয় কেয় কুপে ধাএ মুষল লইয়া।
তাহা দেখি পৌদ্মাবতী মহাকুপ হৈল ঃ
তখনে বছাইরে পৌদ্মা বিষদৃষ্টে চাইল।
ঢলিয়া পড়িল সাধু লাল পড়ে মখে ঃ
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে সর্ব্বলুকে।

ক — জল টঙ্গি। জলের মধ্যস্থ উচ্চ বিলাস গৃহ।

---

১ — বৃদ্ধের

মালথি সুন্দরী বার্ত্তা পাইল আচম্বিত ঃ
পুত্র পুত্র বলি ডাকি ধাইল তরিত।
আসিয়া দেখিল তার নাহিক চেতন ঃ
চারিপাশে বেড়িয়া কান্দয়ে বন্ধুগন।
[দিসা —
কান্দে বছাহির মাএ ঃ দুইহাতে ফুটে হিয়া
ধরনী লুটাএ বছাইর গলাএ ধরিয়া ।]
পয়ার
কি হৈল কি হৈল পুত্র সুন্দর বছাই ঃ
অভাগিনী মায়রে সপিলায় কার টাই।
অখনে আছিল পুত্র চষাইতে হাল ঃ
আচম্বিতে মখে কেনে পড়ে বিষলাল।
শঙ্করে বলেন শুন মালতী সুন্দরী ঃ
মনুসার স্তুতি কর যুড়হস্থ করি।
গলাএ কাপড় বান্দি পড়িল চরণে ঃ
পুত্র দান দেয় মায় পশিলু স্বরণে।
করিব তুমার পূজা শক্তি অভিপ্রাএ ঃ
জিয়াইয়া দেয় পুত্র কহি তুমার পাএ।
মালতীর বচনে প্রসর্ন্ন বিষুহরি ঃ
অমৃত নয়ান দৃষ্ট কইলা শীগ্রকরি।
অমৃত নয়ানে পৌদ্যা বছাইরে চাইলা ঃ
ধুল ঝাড়ি বর্ষ্বধর উঠিয়া বসিলা।
আপনার পুরে নিল মহেশ মনুসা ঃ
বিধিমতে নানা রূপে করিল সম্বাষা।
ধুপদীপ নৈবিদ্ধ' তাম্বুল অর্গ দিয়া ঃ
পুনি পুনি প্রণমহে পুলকিত হৈয়া।
মহিষ শূকর ছাগ হাজারে হাজার ঃ
বলিদান কৈল সাধু ভক্তি বেবহার।
তুষ্ট হৈয়া বর দিলা জয় পৌদ্যাবতী ঃ
মনুসার বরে তার বড়িল উর্ন্নতি।
প্রথমে মনুসা পূজা মৈত্য ভুবনে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে পদবন্দে ভনে।
. [দিসা — মায় তুমার কে জানে মহিমা গো।]

পুজা খাইয়া বর দিয়া চলে পৌদ্যাবতী ঃ
চলিলা কৈলাশ পুরি বাপের সংহতি।
বেস্তরূপে যাইতে প্রমাদ পড়ে পথে ঃ
ত্রিদএ[২] ভাবিয়া তবে প্রভু ভুলানাথে।
নানা পুস্পে করণ্ডী করিয়া ততক্ষণ ঃ
চারিবর্ন্নে চারিদ্বার করিল রচন।
ঐত্তন্ত[৩] লুহিত বর্ন্ন পূর্ব্ব দিকে দ্বার ঃ
কৃষ্ন বর্ন্ন দক্ষিণ দ্বারেত চমৎকার।
অতিকায় অপূর্ব্ব দেখিতে মন লুভে ঃ
শ্বেতবর্ন্ন পশ্চিম দ্বারেত ভাল সাজে।
হরিতাল বর্ন্নদ্বার উত্তরেত সাজে ঃ
নানা বিচিত্র শুভে করণ্ডীর মাজে[৪]।

---

১ — নৈবিদ্য ২ — হৃদয়ে ৩ — অত্যন্ত ৪ — মাঝে

এই মতে নানা পুস্পে করণ্ডী করিয়া ঃ
গুপ্ত রূপে তার মাজে মনুসারে থৈয়া।
বৃষ আরুহণ করি যাএ পশুপতি ঃ
কৈলাশেত গেলা শিব অতি শীগ্রগতি।
পুস্পের করণ্ডী শিবে রাখিলেক ঘরে ঃ
নর্ম্মদার তীরে গেলা তপ করিবারে।
আচম্বিত করণ্ডীকা দেখিলা ভবানী ঃ
না জানি কি ধন আনিয়াছে শূলপানি।
করণ্ডী খসাইয়া দেবী চাইলা সত্তরে ঃ
মদন মহিনী কর্ন্না দেখিলা ভিতরে।
ত্রিভুবন উপাধিক নয়ান ভঙ্গিমা ঃ
আকুল রিদএ চণ্ডী দেখি সেই রামা।
পূর্ব্ব কথা সেইক্ষণে ভাবিল রিদএ ঃ
নারদে কহিল যেই ফলিল নির্চ্চয়ে।
বুড়িয়া লাঙ্গাট বড় ভণ্ড তপস্বী ঃ
লুকাইয়া আনিছে ঘরে পরম রূপসী।
কথাএ বুঝাইয়া মরে বলিল বিশেষ ঃ
কালিধএ গেল পাইয়া কর্ন্নার উদ্দেশ[১]।
হাসাইল দেবের সভা মথে নাই লাজ ঃ
লুকাইয়া আনিছে করণ্ডীর মাজ।
পার্ব্বতীর বাক্য পৌদ্যা শুনিয়া তখন ঃ
না বুল না বুল মায় অযুক্ত বচন।

শঙ্করের বীর্য্যে জর্ম্ম তুমি সে সাতাই ঃ
অযুনি সম্ভবা আমি মায় মাত্র নাই।
তথাপিয় ক্রুধে চণ্ডী জ্বলে অতিশএ ঃ
সকল কহিলা পৌদ্যা দিয়া পরিচএ।
পৌদ্যারে বুষিলা চণ্ডী মারিতে তখন ঃ
পৌদ্যা বুলে সাক্ষী হৈয় সব দেবগন।
পৌদ্যা বুলে গঙ্গা মায় অবধান কর ঃ
যাবত আসুকা ঘরে দেব মহেশ্বর।
গঙ্গা বুলে চণ্ডী তর না দেখি কুশল ঃ
কর্ম্মার সঙ্গাতি কেনে করএ কন্দল।
গঙ্গার বচন শুনি ক্রুধে জ্বলে অতি ঃ
দুর্গাএ কন্দল করে গঙ্গার সংহতি।
গঙ্গা দুর্গাএ দুয়ে করয়ে কন্দল ঃ
ঐত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা শুন কতুহল।
মাথাএ লুকাইয়া তরে জটার ভিতর ঃ
পূর্ব্বে তরে আনিয়াছে ভাঙ্গাড়া শঙ্কর।
সেইরূপে পুষ্পের করণ্ডী মৈধ্যে করি ঃ
আজুকা' লুকাইয়া আনিছে এই নারী।
গঙ্গা বলে মখ দুষে হাসায় সকল ঃ
সদাএ পতির সনে করএ কন্দল।
দূরে যাও নিলাজি তুমার লাজ নাই ঃ
ঐরাবতে সুরতি মাগিল তর টাই।
গঙ্গা বুলে লুকে তরে কে পূজে সদাএ ঃ
মায়ে পুত্রে বেহার উচিত যুয়াএ।

**সকল পুঁথিতে পাঠ — 'শুকে'। ১নং পুঁথিতে — 'দুর্গাএ'।*
***আদর্শ পুঁথিতে — 'আযুকুয়া লুকাইয়া আনিছে এক নারী'।*
২নং পুঁথিতে — পরম সুন্দরী কৈন্যা আনিছে সমুরি।
৬নং পুঁথিতে — 'আযুকা লুকাইয়া আনিছে এক নারী'।
**** ২নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।*
আদর্শ পুঁথিতে — 'তুমা পুত্র বেবহারে উচিত যুয়াএ'।

পাপ রিদয় তর চঞ্চলিত মন ঃ
পুত্রের রুধির মাংস করসি ভক্ষণ।
সুরাসুর-নর-নাগ বাদ করাইয়া ঃ
উদর ভরসি তার রক্ত মাংস দিয়া।

চণ্ডী বুলে তুমা সম পাপী কুনুজন ঃ
সদাএ তুমাতে ধাএ পাপী যতজন।
মত্ত হৈয়া তারা সব যায় পাপ হতে ঃ
সে সকল পাপ রহে সর্ব্বদা তুমাতে।
এত পাপে সতী তুমি হহিলা কেমতে ঃ
সদাএ পাতকী ধাএ তুমাতে মজিতে।
গঙ্গা বুলে কেনে আছ অসতী সমাজ ঃ
তুমি সতী রহ গিয়া দেবের সমাজ।
সুন্দর সরূপ সহদর দুই ভাই ঃ
তাহার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
দুইএ এক যুক্তি সর্ব্ব কর্ম্ম করে ঃ
রহিতেয় দুইজন কহে একবারে।
একত্রে বসিয়া থাকে একত্রে ভূজন ঃ
দুইএ একত্র হইয়া করএ শয়ন।
করিলা অনেক কাল শিব আরাধন ঃ
সেবাএ প্রসর্ন্ন হৈলা দেব পঞ্চানন।
দরশন দিলা শিব তা সবার আগ ঃ
সেই দুইরে বুলিলা অবিষ্ট[১] বর মাগ।
সেই দুই অসুর অনিষ্ট পাপমতি ঃ
বলিলা তুমার সঙ্গে ভূঞ্জিতে[২] ছুরতি[৩]।

** আদর্শ পুঁথিতে — শূন্দর স্বরূপ শুন্দর দুই ভাই।*
২নং পুঁথিতে — শুন্দর পুরুষ এক শুদর দুই ভাই।
৯নং পুঁথিতে — শুন্দর সরূপ সহদর দুই ভাই।
৯নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।
মনে হয় সুন্দ - উপসুন্দের কাহিনীই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

---

১ — অভীষ্ট　　২ — ভোগ করতে　　৩ — সুরতি

হাসিয়া শঙ্কর দেবে তারে দিলা বর ঃ
তবে তারা শিব রূপে গেলা তরঘর।
সে দুইজন তুমি বধিলা কেমনে ঃ
সতী কর্ম্মা হেন নাম বুল কি কারনে।
চণ্ডী বুলে গঙ্গা দেবী তুমি বড় সতী ঃ
তুমার জর্ম্মের কথা ত্রিভুবনে ক্ষাতি[১]।
না জান সে পূর্ব্ব কথা পাপের কারনে ঃ
অবথা তুমার নাম হৈল যেন মনে।
বর্ম্মাএ দেখিয়া তরে মাগিলা ছুরতি ঃ

বচনে প্রবুদ নাহি মানে প্রজাপতি।
পুর্ন্ন্যসালা[২] ঘরে তুমি গেলা অকস্মাত ঃ
তুমারে দেখিয়া বর্ম্মার বীর্য্য হৈল পাত।
সেই বীর্য্য পুত্র তুমার কেবা নাহি জানে ঃ
আপনারে সতী তুমি বলহ কেমনে।
আজি পৌদ্যা মারিয়া নিবাম জমঘর ঃ
গঙ্গাএ সহাএ হৈয়া রাখুক সত্তর।
কুনুহাতে কিল মারে কুনুহাতে চড় ঃ
কুনুহাতে মটকিএ মারহে চাপড়।
কুনুহাতে টুকর[৩] মারএ ক্ষণে গালে ঃ
কুনুহাতে ধরে চণ্ডী মনুসার চুলে।
দক্ষিণের চক্ষু হস্তে বড় কুপমনে ঃ
অঙ্গুলির অগ্রে হানে পৌদ্যার নয়নে।
চণ্ডীর প্রহারে পৌদ্যা সহিতে না পারে ঃ
অচেতন হৈয়া পৌদ্যা পড়ে ভূমিতলে।

---

১ — খ্যাতি ২ — পুন্যশীলা ৩ — ঠোকর

চক্রপ্রায় উটি তবে বসিলা তরিত ঃ
খানিকে চৈতর্ন্ন পাইয়া বসিলা ভূমিত।
ক্রুধ করি বলে পৌদ্যাবতী চন্দ্রমখী ঃ
আজি বিনাশিম চণ্ডী দৈবে নাহি রাখি।
সর্ব্ব দেব সাক্ষী হৈয় গঙ্গা যে সাতাই ঃ
নিজদুষে মরে চণ্ডী মর দুষ নাই।
যে কর্ম্ম করিল আজি মর মনে আছে ঃ
বাপ মহেশ্বর যেন না দুষএ পাছে।
মহাকুপে জ্বলে পৌদ্যা আনল সমান ঃ
নয়ানের বিষে পৌদ্যা ভয়ঙ্কর টান।
বিষ দৃষ্টে পৌদ্যাবতী চণ্ডীরে চাইলা ঃ
অচেতন হৈয়া চণ্ডী ভূমিতে পড়িলা।
চণ্ডীর মরণ দেখি সব দেবগন ঃ
হাহাকার শব্দ করে এ তিন ভুবন।
চতুরদ্দিগে[১] বেড়িয়া কান্দএ সর্ব্বলুকে ঃ
কর্ত্তিক গনেশ দুই কান্দে মহাশুগে[২]।

**'কর্ত্তিক গনেশ দুই কান্দে মহাশুগে' — চরণের পর লাচাড়ি অভিধায় চারটি (৪টি) লাচাড়ি আছে 'কৃয় দেবসুত' — নামের ভনিতায়। 'কৃয় দেবসুত' — এর এ অংশ সংযোজিত বলে পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্য থেকে বর্জ্জিত হয়েছে।*

---

১ — চতুর্দিকে ২ — মহাশোকে

—ঃ পয়ার ঃ—

খেনে গলাএ ধরে খেনে উটে কুলে ঃ
খেনেক চরণধরি লুটে ভূমিতলে।
হেনকালে সন্দা[১] করি আইল মহেশ্বর ঃ
তরিত গমনে গেলা আপনার ঘর।
সেইরূপ নাহি চণ্ডীর মলিন সকল ঃ
বিপরীত ভেস হৈছে বিকশিত কমল।
চণ্ডীরে দেখিয়া শিব হৈল বিস্মিত ঃ
কালকূট গরলে করিছে বিপরীত।
আজি কেনে নাই চণ্ডীর নয়ান ভঙ্গিমা ঃ
কিসেরে মলিন দেখি সরদ চন্দ্রিমা[২]।
খেনে খেনে উটে বৈসে উন্মত্তের প্রাএ ঃ
পৃয়া-পৃয়া[৩] বলিয়া কান্দএ সর্ব্বদাএ।
অলঙ্কার চণ্ডীর খসাএ বারে বারে ঃ
পুনি পুনি কান্দে তবে দেব মহেশ্বরে।

---

১ — সন্ধ্যা, সৈন্ধ্যা ২ — শারদ-চন্দ্রিমা ৩ — প্রিয়া-প্রিয়া

গঙ্গা বুলে শুন শিব না কর বিষাদ ঃ
করিছে মনুসা দেবী এতেক প্রমাদ।
অনেক প্রকারে দেবী মারিছে পৌদ্যারে ঃ
উত্তর না করি আমি কন্দলের ডরে।
সতিনী বুলিয়া মারে না বুলাএ আন ঃ
অঙ্গুলির প্রহারে চক্ষু করিয়াছে কান।
আপনার দুষে চণ্ডী আপনে ঐ মরে ঃ
না কর বিষাদ স্তুতি কর মনুসারে।
চণ্ডীএ মারিছে পৌদ্যা শুনি পশুপতি ঃ
বিবিধ প্রকারে করে মনুসারে স্তুতি।
জয়ে জয় পৌদ্যাবতী বর্ম্মা সুনাতনী ঃ
একই শরীর তুমি মনুসা-ভবানী।
ত্রিভুবনে এক শরীর দুই আর নাই ঃ
আপনে আপনা মারি কিছু কার্য্য নাই।
সৃষ্টি নষ্ট না করিও শুন পৌদ্যাবতী ঃ
চণ্ডীর বিনাশে নষ্ট হৈব বসুমতী।
দেবগনে নানা স্তুতি করিল অপার ঃ

জগতের হিতে কর চণ্ডীরে উদ্ধার।
তুমার রূপের অগ্নি কে সহিতে পারে ঃ
যার রূপে আপনে হরিলা দিগম্বরে।
পুনি পুনি স্তুতি বাক্য বলে শূলপানি ঃ
জিয়াইয়া দেয় মায় পর্ব্বত নন্দিনী।

**আদর্শ পুঁথিতে — 'এক শক্তি তুমিহ মনুসা-ভবানী'।*
২নং, ৯নং এবং ১০নং পুঁথিতে —
একই শরীরে তুমি মনুসা-ভবানী।
এই পাঠ গৃহীত।

নয়ানের রক্তে পৌদ্যা ভরিছে নয়ান ঃ
নয়ান মছিয়া কথা কহে বিদ্ধমান।
ধনমাগী পঞ্চবিয়া করাইম বাপরে ঃ
আর আমি না জিয়াইম দুষ্ট চণ্ডীকারে।
দেবগনে বুলে পৌদ্যা না কর প্রলাপ ঃ
জিয়ায় চণ্ডীকা মনে না রাখিয় তাপ।
বাপের কাতর বানী মনুসা শুনিয়া ঃ
হরিল সকল বিষ শুধা দৃস্টে[১] চাইয়া।
কাল-বিষ মনুসা হরিল যে কারনে ঃ
জয় বিষুহরি নাম হৈল তেকারনে।
দেবগনে করিলেক পুষ্প বরিষণ ঃ
উটিয়া বসিলা চণ্ডী প্রসর্ন্ন বদন।
তবে পৌদ্যাবতী বলএ আরবার ঃ
আমার নয়ান হেতু চিন্ত প্রতিকার।
শুক্ক পক্ষ[২] কৃয়্নপক্ষ হেন অনুমানে ঃ
হেনরূপ দেখিবাএ যুগল নয়নে।
শিবে বুলে পৌদ্যাবতী কুথাতে রাখিম ঃ
চণ্ডীর কারনে গৃহবাস তেজিম।
একত্রে থাকিতে নিতি বাড়িব বিবাদ ঃ
কুনুদিন কিবা ফলে না জানি প্রমাদ।
সুমেরুর শৃঙ্গে পুরি অতি মনুহর ঃ
তথা নিয়া পৌদ্যাবতী রাখিলা শঙ্কর।
কৃড়ারসে[৩] হর-গৌরী কৈলাশেত আছে ঃ
যেরূপে জর্ম্মিলা নেতা শুন তার পাছে।

---

১ — সুধাদৃষ্টে　　২ — শুক্লপক্ষ　　৩ — ক্রীড়ারসে

কামভাবে মহাদেবে বিভুলিত মন ঃ
পার্ব্বতীরে চাএ করিতে আলিঙ্গান।
হস্ত দিয়া বসন খসাএ ত্রিপুরারি ঃ
শঙ্করের দুই চকে[১] ধরিলেক গৌরী।
ললাটের এক চক্ষে সর্ব্বাঙ্গা দেখিল ঃ
লর্জ্জিত হহিয়া চণ্ডী অন্তরীক্ষে গেল।
মায়ারূপ ধরি চণ্ডী গেলা এথা হনে ঃ
বিক্ষ হইয়া রহে দেবী চন্দনের বনে।
ধ্যানমনে শঙ্করে জানিলা তর্ত্তকথা ঃ
বিক্ষরূপে মহাদেব মিলিলেক তথা।
তবে পক্ষীরূপ ধরি উড়িলা আকাশে ঃ
তর্ত্ত বুঝি মহাদেব মনে মনে হাসে।
শিবে তবে পক্ষীরূপে আকাশ বেড়াএ ঃ
আচম্বিত শঙ্করে চণ্ডীর লাগ পাএ।
মদনে আকুল পক্ষী ধরিতে চাইল ঃ
এইরূপ ছাড়ি চণ্ডী অন্তরীক্ষে গেল।
মৈৎছরূপ ধরি চণ্ডী প্রবেশিলা জলে ঃ
সেই রূপে মহাদেব মিলে কুতুহলে।
যে রূপে পালাএ চণ্ডী শিবে লাগ পাএ ঃ
পার্ব্বতীর কবট শিবেত না লুকাএ।
তখনে রজকীরূপ ধরিলা পার্ব্বতী ঃ
গঙ্গাতে লামিয়া বস্র ধএ নিতি নিতি।

গৃহীত চরণটি ২নং ও ১নং পুঁথির।
আদর্শ পুঁথির চরণটি — 'মায়ারূপে গেলা চণ্ডী ধরিএ তখনে'।

---

১ — চোখে

ছাড়িয়া মৈৎসরূপ চণ্ডী কুথা গেল ঃ
বিচারি না পায়ে শিব বিস্ময় হইল।
চণ্ডী বিচারিয়া শিব বেড়াএ সদাএ ঃ
সাগরের কুলে চণ্ডীর লাগ পাএ।
রজকী হহিয়া বস্ত্র ধএ[১] নিরন্তর ঃ
কুলেত থাকিয়া দেখে দেব মহেশ্বর।
পরম সুন্দরী রূপ অধিক উর্জ্জলা[১] ঃ
আনল প্রতিমা কিবা জলের পুত্তলা।
ভুবন মহিনী কন্যা মনির মন ভুলে ঃ
হেটমখে বস্ত্র ধয়ে সাগরের কূলে।

ইকূলে[৩] রজকী হৈয়া রহিছে পার্ব্বতী ঃ
সিকূলে[৪] থাকিয়া দেখে দেব পশুপতি।
অন্যে অন্যে দুহারে জানিলা দুইজনে ঃ
অচল নয়ানে শিব চাহে ঘনে ঘনে।
আচম্বিত চারি নেত্র সর্ম্মিল হইতে ঃ
পরম সুন্দরী কৈন্যা জর্ম্মিল মধ্যেতে।
নেত্র হতে জর্ম্ম তান হৈল যে কারন ঃ
নেতাই তাহার নাম থৈলা তেকারন।
কন্যারে দেখিয়া চণ্ডী হাসিলা তখন ঃ
কন্যাএ প্রণাম করে পার্ব্বতী চরণ।
আপনার সরূপ ধরিলা শৈলসুতা ঃ
শিব সম্বধিয়া কহে ইতিহাস কথা।

---

১ — ধোয়ে　　২ — উজ্জ্বলা　　৩ — একূলে　　৪ — সেকূলে

কথাএ[১] রাখিবা শিব একন্যা তুমার ঃ
ইবুলিয়া গেলা চণ্ডী গৃহে আপনার।
মনে মনে আলাপিয়া দেব কিত্তিবাস[২] ঃ
একা কর্ন্না লৈয়া চলে মনুসার পাশ।
নেতারে রাখিলা শিব মনুসার পাশে ঃ
তাহা দেখি পৌদ্যাবতী জির্জ্ঞাসে বিশেষে।
কাহার কুমারী বাবা তুমার সহিত ঃ
কি কারনে আনিয়াছ আমার পুরিত।
মহাদেবে বুলে মায় ভগিনী তুমার ঃ
নেত্রহনে এই কন্যা জর্ম্মিছে আমার।
তুমা সঙ্গে থাকিব সর্ব্বদা এই পুরে ঃ
পুরষ্কার করিবা ভগিনী বেবহারে।
এমত বুলিয়া শিব করিলা গমন ঃ
নেতারে রাখিলা পৌদ্যা করিয়া যতন।
পণ্ডিত জানকীনাথ মধুরস গান ঃ
এইরূপে নেতার জর্ম্ম হৈল সমাধান।
পৌদ্যা বুলে নেতা শুনগ[৩] ভগিনী ঃ
চণ্ডীর বিবাদে বাপে বনে দিলা আনি।
এতেকে এথাতে থাকি কুনু কার্য্য নাই ঃ
চল দুইজনে মিলি ভুবন বেড়াই।
নেতা বুলে ভাল যুক্তি করিছ আপনে ঃ
পুর্ন্নস্থল পুর্ন্নতীর্থ দেখিম নয়ানে।

গৃহীত পাঠ ৬নং ও ৯নং পুঁথির।
আদর্শ পুঁথির পাঠ — 'প্রপুসন কর মাএ ভগিনী বেবহারে'।

---

১ — কোথায় ২ — কৃত্তিবাস ৩ — শুনগো

—ঃ লাচাড়ী ঃ—

নেতাসনে পৌদ্যাবতী ভ্রমিতে চলিলা ক্ষিতি ঃ
করিবারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন ঃ
আগে গেলা সর্গপুরি পাছে সপ্তদিপ[১] গিরি ঃ
এইরূপে ভ্রমে নানাস্থান ।১।
গিরিগুহা যত আছে ভ্রমিলেক তার পাছে ঃ
আকাশ ভ্রমিলা দশদিক ঃ
স্নান কৈল নানানদী সাগরসঙ্গাম আদি ঃ
পুর্ন্নস্থল যত উপাধিক ।২।
কদ্রু দেখিবার ছলে প্রবেশিলা রসাতলে
বন্দিলা জননী ফনীরাজ ঃ
রিষি-মনি আদি করি করযুড়ে নমস্কারি
সম্ভাবিলা মনির সমাজ ।৩।
*সুখভুগ করি বন্দি অন্তসম কুটি ছান্দি ঃ
কেশপাশ করি জটাভার ঃ
বিক্ষছাল পরিধান সদাএ নির্ব্বান ধ্যান ঃ
মণ্ডমালে পৈরি অলংকার ।৪।
বসি কটুর তপে তর্ত্ত নিরঞ্জন জপে
নৈরাকার নির্গুন নির্বান ঃ*
জরাএ পীড়িত অতি তা দেখিয়া প্রজাপতি ঃ
জরুৎকারু রাখিলা নাম ।৫।
বর্ম্মা বুলে পৌদ্যাবতী কি কারনে হেনগতি ঃ
কি সুখে আছএ ত্রিলুচন ঃ
বলিম তুমারে আমি নিজ পুরে চল তুমি
জানকীনাথের সুরচন ।৬।

**এই চিহ্ন ধৃত অংশটুকু আদর্শ পুঁথিতে নেই ২নং, ৯নং ও ১০নং পুঁথিতে আছে।*

---

১ — সপ্তদ্বীপ

—ঃ পয়ার ঃ—

বর্ম্মার বচন শুনি জয় পৌদ্যাবতী ঃ
নেতার সহিতে চলে যথাতে বসতি।

একদশ বৎসর ভ্রমিয়া ত্রিভুবন ঃ
গেলেন নিবাস যেথা সুমেরু সদন।
পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসা কিঙ্কর ঃ
তীর্থ দেখি আইলা পৌদ্যা আপনার ঘর।
সংক্ষেপে কহিল যত ইতি বিবরণ ঃ
সমদ্র মথন শুন অপূর্ব্ব কথন।
হর-গৌরী কৃড়া[১] করে কৈলাশ ভুবন ঃ
কপীলা সুন্দর এক গাভী বিলক্ষণ।
কতদিনে কপীলা হৈলা রিতুবতী[২] ঃ
দরশন হৈল তান বৃষের সংহতি।
কপিলা সহিতে বৃষে সঙ্গাম করিল ঃ
দশমাসে দশদিনে উদর পুরিল।
তপ করি কপিলাএ থাকে অভিশ্রাম ঃ
কপিলার পুত্র হৈল মনুরত[৩] নাম।
অতি বড় সুলক্ষণ বল মহাকাএ ঃ
হেন পুত্র আনন্দে প্রসবে কপিলাএ।
মনুরত ঘরে থইয়া ত্রিন[৪] খাইতে যাএ ঃ
আরদিন কপিলারে বাঘে লাগ পাএ।
কপিলাএ বুলে বাঘ শুন কহি আমি ঃ
খানিক বিলম্বে মরে[৫] ভক্ষিবাএ তুমি।
খিদাএ[৬] আকুল পুত্র তারে সান্তাইয়া[ক] ঃ
খানিকে আসিএ আমি বালক পালিয়া।

ক — সান্ত্বনা দিয়ে, বুঝিয়ে, নিরস্ত করে।

---

১ — ক্রীড়া ২ — ঋতুবতী ৩ — মনোরথ ৪ — তৃণ ৫ — মোরে, আমাকে
৬ — ক্ষুধাতে

বাঘে বুলে তর বাক্য এড়িম কেমনে ঃ
সত্য সত্য করি যায় মর বিদ্যমানে।.
"তপ ধর্ম্ম নষ্ট পাএ সত্য শুরাপানে ঃ"
বর্ম্ম বধ পাপ হএ সত্য ভ্রষ্ট - হনে।
সত্য সত্য কপিলাএ তখনে বুলিল ঃ
সদয় হইয়া বাঘে তবে ছাড়ি দিল।
খিদাএ আকুল এথা হৈল মনুরত ঃ
মায় না দেখিয়া গেল সাগরের পত।
তথা গিয়া মনুরতে মায় না দেখিয়া ঃ
জল খাইবার লাগে সাগরে লামিয়া।

দুই চুমকিএ[ক] সিন্ধু শুষিল সকল ঃ
শুখে[খ] গড়াগড়ি যাএ মৈৎস গড়িয়াল[গ]।
কপিলা আসিয়া দেখে পুত্র নাই ঘরে ঃ
পুত্র না দেখিয়া গেল সাগরের তীরে।
বৎস দেখি কপিলাএ তখনি বলিল ঃ
সাগরের জল পুত্র কেমনে শুখিল[ঘ]।
তুমার বিলম্বে মায় কিছু খাইলু জল ঃ
তিন্না[১] নাহি গেল মায় শুকাইল সকল।
কপিলাএ বুলে পুত্র কৈলে সর্ব্বনাশ ঃ
অকারণে বর্ম্ম শাপে হহিবে বিনাশ।
সুরমনি তপ করে সাগরের জলে ঃ
তারায়[২] শাপিব তরে তপ নষ্ট কৈলে।

**চরণটির অর্থ স্পষ্টতা বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও বাদ দেয়া যায়নি। কারণ অন্য পুঁথিতে ও প্রায় একইরূপ চরণ। যেমন ২নং পুঁথিতে — তপ ধর্ম নষ্ট পাএ সত্য সুরাপানে ঃ*
১০নং পুঁথিতে ও — তপ ধর্ম নষ্ট পাএ সৈত্য সুরাপানে।

ক — চুমুকে
খ — শুষ্কে, শুকনোতে
গ — শম্বুক, জলশুক্তি, শামুক, গুগলি, ঝিনুক প্রভৃতি শব্দ সাদৃশ্যে 'গড়িয়াল' শব্দের উৎপত্তি।
ঘ — শুকাল

---

১ — তৃষ্ণা

তবে সে কপিলা নাম আপনে ধরিব ঃ
দুই বানের* দুগ্ধ দিয়া সাগর পুরিব।
এত বলি কপিলাএ ভাল কর্ম্ম কৈল ঃ
দুই বানের দুগ্ধ দিয়া সাগর পুরিল।
আর দুই বানের দুগ্ধ সত্তুষ বৎসধর ঃ
কপিলা চলিয়া গেলা আপনার ঘর।
কপিলাএ বুলে পুত্র তুমি থাক ঘরে ঃ
আমি চলি যাই অবে বাঘের গুচরে।
তুমারে ঘরেত থৈয়া ত্রিণ খাইতে গেলু ঃ
বাঘে ভক্ষিবার কালে সত্য করি আইলু।
মনুরত বুলে মায় কারে কর ভএ ঃ
আর্জ্ঞা কর দেই তারে যমের আলয়ে।
কপিলাএ বুলে বধ করিবে কেমতে ঃ
সত্য করিয়াছি মই বাঘের সহিতে।

ধর্ম্ম কার্য্য না পালিয়া যাইব কেমতে ঃ
তাহার হহিব সর্ম্ম আমার নিপাতে।
এত বলি কপিলাএ সানন্দিত মনে ঃ
মনুরত সম্বুদিয়া গেল সখীস্থানে।
সবাইর প্রধান তুমি বুদ্ধিমন্ত সখী ঃ
মনুরত পুত্ররে পালিবাএ ধর্ম্ম দেখি।
কুলাকুলি করি কান্দে সব গাভী ভাগে ঃ
কালী নামে এক গাভী কহিবার লাগে।

ক — বাঁট > বাট, বান = গাভীর স্তন।

আমার বচন শুন প্রধান যে সখী ঃ
ভক্ষাভক্ষে সত্য পুনি নাহি কব দেখি।
পাইলে যেজনে খাএ সত্যে কি করিব ঃ
বাঘের সহিতে সত্য কেমতে রহিব।
কপিলাএ বুলে সখী না বলিছ ভাল ঃ
এ শরীর কুশলে থাকিব কত কাল।
বর্ম্মার সৃজন সৃষ্টি যত জীব বৈসে ঃ
কর্ম্মভুগ ভুগিয়া বিনাশ হয় শেষে।
সুকীর্ত্তির যেজন হএ সত্য বাক্য পালে ঃ
দুষ্কৃতি জনের বাক্য যায় রসাতলে।
সখি সব প্রবুদিয়া চলি গেল বন ঃ
পুনরূপি ব্যগ্রসনে হৈল দরশন।
কপিলাএ বুলে ব্যাগ্র ভক্ষায় আমারে ঃ
বিধাতা স্রিজিল[১] মরে তুমি ভক্ষিবারে।
ব্যগ্রে বুলে কদাপিয় না ভক্ষিম আমি ঃ
সত্য রক্ষা কৈলা অবে ঘরে যায় তুমি।
চলহ কপিলা অবে আপনার আলএ ঃ
সুকীর্ত্তি জনের গতি এই মত হএ।
পন্ডিত জানকীনাথে হরপদে কহে ঃ
কপিলা চলিয়া গেলা আপনা আলয়ে।
।। কপিলা মচন ইত্যাদি।।
তপ করিবারে মনি চলিলা তথাত ঃ
মথন মথিলা কথা শুনহ পর্শ্চাত।
দুগ্ধপান করিয়া পুরিলা মনুরত ঃ
কপিলার প্রশংসা করিলা অবিরত।
দৈবের নিবন্দ কব খন্ডানি না যাএ ঃ
টুটেত তেতৈ[২] লইয়া পক্ষী শুয়া যাএ।

সাচাল[ক] দেখিয়া পক্ষী হইল ত্রাসিতে ঃ
পালাইয়া[১] দিল তারে দুগ্ধ সাগরেতে।
পাইয়া অমর্ষ[২] দ্রর্ব্ব সেই ক্ষীর নদী ঃ
ভির্ম ভাব ছাড়িয়া সকল হৈল দধি।
তপ-ধর্ম্ম নষ্ট হৈল ভাবে সুরলুকে ঃ
স্নান করিতে দধি লাগে নাকমখে।
ইন্দ্র আদি দেবগন চলিলা কৈলাশ ঃ
শুন প্রভু ভুলানাথ স্রীষ্টি[৩] হইল নাশ।
পুর্ব্বে আছিল জল হৈল ক্ষীর নদী ঃ
আচম্বিত কুনুপাকে সব হৈল দধি।
শুনিয়া বুলিলা তবে নন্দীকে সরি[৪] ঃ
ক্ষীর নদী দধি হৈল কুনুকার্য করি।
শুনিয়া করিলা আর্জ্ঞা দেব ত্রিলুচন ঃ
দধি হনে ঘৃত হৈব করহ মথন।
শিবে বুলে দেবগন চলহ সত্তর ঃ
সকলে মিলিয়া আজি মথিম সাগর।
প্রথমে চলিলা বর্ম্মা হংস বাহণে ঃ
ঐরাবত চড়ি ইন্দ্র চলিল তখনে।

ক — ঠোটে তেতুল খ — বাজপাখি

---

১ — ফালাইয়া ২ — অম্ল ৩ — সৃষ্টি ৪ — স্মরি

তার পাছে শচীদেবী চলিলা তখন ঃ
লক্ষি[১] নারায়ণ চলে গড়ুর বাহণ।
কুবের বরুন চলে সূর্য দিনপতি ঃ
বুহিনী সহিতে চলে চন্দ্র মহামতি।
অনন্ত আদি নাগ চলে যার যেই মতে ঃ
বাসুকি চলিয়া আইল তারার পর্ছাতে[২]।
সাবিত্রী বাম্মনী আইলা ব্রর্ম্মার ঘরনী ঃ
রম্বা উর্ব্বশী আইলা যতেক নাচনী।
দন্ত[৩] দানবগণ চলে সেই স্থানে ঃ
তার পাছে চলে জয় মহিষবাহনে।
সর্ব্বদেব মিলিয়া করিলা এক যুক্তি ঃ
"মথনের" দণ্ড হৈল মন্দর পর্বত।"
আপনে পৃথিবী হৈলা মথনের হাড়ি ঃ
বাসুকি অনন্ত হৈলা মথনের দড়ি।
প্রথমে মথিতে সিন্ধু মহা শব্দ শুনি ঃ

জৰ্ম্মিলা কমলা দেবী দারিদ্র নাশিনী।
নারায়ণ পরিণয় করিলা তাহানে ঃ
বড়ই সানন্দ রঙ্গ করে দেবগনে।
দ্বিতীএ মথিতে মনি কস্তুব জৰ্ম্মিল ঃ
ইহারেয় নারায়ণে রিদএ পৈরিল[৪]।
ত্রিতিএ[৫] মথিতে সিন্ধু হৈল পারিজাত ঃ
হারকরি সুরপতি পরিলা গলাত।
চতুর্থে জৰ্ম্মিলা শূধা[৬] মদক[৭] প্রধান ঃ
শূলে কাটি মহাদেব কৈল তিনখান।

***আদর্শ, ২, ৯, ১০নং পুঁথির পাঠ — 'মথনের দণ্ড হৈলা ইন্দ্র সুরপতি'। কিন্তু পুরান অনুসরণে দেখা যায় মথনের দণ্ড হয়েছে 'মন্দর পৰ্ব্বত'। তাই পুঁথির পাঠে 'ইন্দ্র সুরপতি' এর স্থলে ব্যবহার করা হয়েছে 'মন্দর পর্বত'। এবং এজন্যই পূর্ব চরণের সঙ্গো অন্তমিলের ক্ষেত্রে গরমিল দেখা দিয়েছে।**

ক — মন্থন

---

১ — লক্ষ্মী ২ — পশ্চাতে ৩ — দৈত্য ৪ — পরিল ৫ — তৃতীএ
৬ — সুধা ৭ — মোদক

এক ভাগ রাখিলেক পাৰ্ব্বতীর তরে ঃ
মধ্যভাগ বিবত্তিয়া[*] দিলা দানবরে।
শেষভাগ পৃথিবীতে দিলা পঞ্চানন ঃ
মর্ত্তজনে এই দ্রব্য করিব ভক্ষণ।
পঞ্চমেত উপজিল উঝা[১] ধনন্তরি[২] ঃ
ঔষধ লক্ষণ রুগ-শুক নাশ করি।
পরম সন্তুষ হৈলা দেব শূলপানি ঃ
পুনরূপি মথিবারে বুলিলা আপুনি।
সপ্তমে মথিতে কামধেনু বিলক্ষণ ঃ
ইহারে রাখিলা নিয়া সহস্র লুচন।
অষ্টমে মথিতে সিন্ধু মহাযুতির্ম্ময়[৩] ঃ
পরম বিশাল জৰ্ম্মে গজ মহাশয়।
সুরপতি সেই গজ রাখিলা আপনে ঃ
আরবার যখন মথিলা ত্রিলুচন।
নবমে মথিতে রম্ভা উপজিল তথা ঃ
নিৰ্ত্ত করি মহিলেক সকল দেবতা।
দশমে মথিতে উঠে উসৰ্চশ্রবা[৪] হএ[৫] ঃ
বাসবে তাহারে নিয়া বান্দিলা রথএ।
একাদশ বার সিন্ধু মথিতে তখন ঃ

মহাযর্জ্জ উপজিলা অতি বিলক্ষণ।
বর্ম্মাএ রাখিলা তারে আনন্দিত হৈয়া :
অল্পে অল্পে বার্ম্মনরে দিলা বিবন্তিয়া।
দ্বাদশবার সিন্ধু মথন করিতে :
মহাদ্রর্ব্ব অমৃত জর্ম্মিল তাহাতে।

ক — বন্টন করে, ভাগ করে।

---

১ — ওঝা ২ — ধন্বন্তরি ৩ — রোগ-শোক ৪ — মহাজ্যোতির্ময়
৫ — উচ্চৈঃশ্রবা ৬ — হয় (ঘোড়া)

অমৃত দেখিয়া তবে বলিলা বর্ম্মাএ :
অজয় অমর হৈব যেই জনে খাএ।
ভূত-প্রেত পিচাশ* দানব কর দূর :
বিবন্তিয়া খায় তবে অমৃত মধুর।
ত্রয়োদশ বার সিন্ধু মথন করিতে :
ধনু এক উপজিল সুন্দর দেখিতে।
সুরপতি নিলা ধনু আনন্দ রিদএ :
দৈবযুগে মেঘারম্ভ উদয় করএ।
চতুরন্ধস' বার সিন্ধু মথিতে যখন :
পঞ্চজন সখী তবে জর্ম্মিলা তখন।
নারায়ণে নিয়া তারে পূরিলা তরিত :
দুষ্ট দৈত্য দানবে শুনিয়া চমকিত।
অত্যন্ত মথিতে সিন্ধু হহিল কম্পিত :
বর্ম্মাণ্ড ভেদিয়া বিষ উটে আচম্ভিত।
বিষ দেখি তিনলুকে কাঁপিলা অন্তরে :
শিবরে ছাড়িয়া সব পলাইলা ডরে।
ইহারে দেখিয়া শিব হসিলা তখন :
আমারে এড়িয়া তরা যায় কি কারন।
বর্ম্মারে ডাকিয়া বুলে দেব পঞ্চাননে :
কালকূট বিষ আমি সহিম কেমনে।
মনে মনে ভাবে তবে দেব ত্রিলূচন :
কেমতে গরল বিষ করিম ভক্ষণ।
স্বর্গে যদি থৈ' বিষ স্বর্গ হএ ভ্রষ্ট :
মর্ত্তেতে থৈলে বিষ মর্ত হএ নষ্ট।

**আদর্শ পুঁথিতে — 'অনন্তে'। অন্য পুঁথিতে — অত্যন্ত*

ক — পিশাচ　　　খ — থোয়া, রাখা

---

১ — চতুর্দশ

জলে যদি থৈ বিষ জল জন্তু মরে ঃ
পাতালে থৈলে বিষ পাতাল সংহারে।
এতেক ভাবিয়া শিব বিষ কৈলা পান ঃ
দারুন বিষের জালে হারাইলা প্রাণ।
বিষ খাইয়া মহাদেব ঢলিয়া পড়িলা ঃ
ভাই ভাই বলিয়া বর্ম্মা বিষ্ণুএ ধরিলা।
অরে ভাই ত্রিপুরারি কেন হেন গতি ঃ
কুপে বশ হৈয়া কেনে বিষে দিলায় মতি।
বর্ম্মাএ ছাড়িলা বেদ কিছু নাই কাজ ঃ
সূর্য্যে এড়িলেক রশ্মি ইন্দ্রে এড়ে রাজ।
চন্দ্র এড়িলেক কান্তি কুবে* এড়ে ধন ঃ
বরুণে এড়িলা ছত্র মনি এড়ে বন।
নবগ্রহ পৃষ্ঠ দিলা যমে দণ্ড এড়ে ঃ
আড়াই প্রহরের পথ সাপে বিস্ব' ছাড়ে।
এইরূপে **বিপরীত** হৈল সকল সংসার ঃ
ত্রিভুবনে সকলে করএ হাহাকার।
বর্ম্মা বুলে নারদ আমার বাক্য শুনি ঃ
তরিতে জানায় গিয়া পর্ব্বত নন্দিনী।
এথা সব সখী সঙ্গে করিয়া ভবানী ঃ
স্বপ্ন কথা মেনেকাএ কহে পুনি পুনি।
মাথায় মোটক আজি দেখি ভগ্নাকার ঃ
অষ্ট অঙ্গ শূন্য মর নাই অলংকার।
দীর্ঘাকার কন্যা সবে আউলাইয়া কেশ ঃ
বিস্তর আমারে মন্দ বলিলা মহেশ।

**আদর্শ পুঁথিতে — 'সূর্য্যে এড়িলেক রস্য ইন্দ্রে এড়ে রাজ'।*
২নং পুঁথিতে — 'সূর্য্যে এড়িলা রসি ইন্দ্রে এড়ে রাজ'। ৯নং পুঁথিতে — 'সূর্যে এড়িলা বুদ্র ইন্দ্রে এড়ে রাজ'। ১০নং পুঁথিতে — 'সূর্য্যে এড়িলেক রশি ইন্দ্রে এড়ে রাজ'। পুঁথির পাঠ অনুসরণে করে মনে হয 'রশ্মি' শব্দটিই লিপিকরের হাতে 'রস্য', রশি হয়েছে। তাই রশ্মি শব্দটি ব্যবহার করা হল।
***আদর্শ পুঁথিতে 'রিত'। অন্যসব পুঁথিতে বিপরীত।*
****গৃহীত পাঠ আদর্শ, ৯নং ও ১০নং পুঁথির। ২নং এ - বিধবা কন্যা সবে ....*

ক — কুবেরে

---

১ — বিশ্ব

না জানি কি অকুশল[ক] হৈছে প্রাণনাথ ঃ
হেনকালে নারদ মিলিলা আকস্মাত।
নারদ বুলেন আসি সপ্ন কহ কিসে ঃ
ঢলিয়া রহিছে মামা কালকূট বিষে।
নারদের বচন শুনিয়া অকস্মাত ঃ
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত।
নারদ সহিতে চণ্ডী করিলা গমন ঃ
যথাএ ঢলিছে প্রভু ত্রিলুচন।
কান্দন সম্বুরি চণ্ডী গেলা সেই স্থানে ঃ
ঢলিয়া রহিছে শিব দেখে বিন্ধমান।
চরণে ধরিয়া বুলে উটরে গুসাই ঃ
কর্ত্তিক গনেশরে সপিলা কার চাই।
তবে চণ্ডী বুলিলেক বর্ম্মার সাক্ষাতে ঃ
অনুমৃতা যাইব আমি প্রবুর সহিতে।
তবে চণ্ডী উড়পুষ্প[খ] দিলা দুই কর্ন্নে ঃ
রক্ত পাথর যেন বান্দিল সুবর্ন্নে।
কাখেত লৈয়া জল হাতেত বিচনী ঃ
সানন্দিত হৈয়া পথে সিচয় ভবানী।
এথা বর্ম্মা বিষ্ণু তবে মহেশ লৈয়া ঃ
শিবরে করাইলা স্নান গঙ্গাজল দিয়া।
হরের দক্ষিণ উরু বিরূপ দেখিয়া ঃ
দেবগনে বুলে চণ্ডী মরিব পুড়িয়া।
বর্ম্মা বুলে গনপতি মর বাক্য ধর ঃ
স্নান করি মহেশে অগ্নি কার্য্য কর।

**চিহ্নধৃত চরণটির পরে কোন কোন পুঁথিতে চণ্ডীর বিলাপে 'লাচাড়ি' নামে কয়েকটি চরণ আছে। আসলে পয়ার ছন্দই। পণ্ডিত জানকীনাথ 'করুণা-লাচাড়ি' রচনা করে দীর্ঘ বিলাপের ক্লান্তি বর্জন করেছেন। কিন্তু লিপিকর নিজের সংস্কার অনুসারে অন্য কবির পুঁথির অংশ বিশেষ যুক্ত করে নিয়েছেন। এ অংশটি অনুরূপ আগত বলে বাদ দেয়া হয়েছে।*

ক — অমঙ্গল খ — উড়পুষ্প = জবাফুল।

করেতে দিভ্যটী[গ] করি গেলা গণপতি ঃ
অঞ্চলে পাইল চণ্ডী শঙ্করের প্রাপ্তি[ঘ]।
পূর্ব্বে প্রাপ্তি দিলা মরে দেব ত্রিলুচন ঃ
বিপদ কালেত পৌদ্যা করিয় সরন[১]।

এতেক ভাবিয়া চণ্ডী চিতাহনে উটে ঃ
লর্জ্জা পাইয়া বর্ম্মাএ দুই হাতে মাথা কুটে।
নারদ সম্বুদিয়া চণ্ডী বুলে ধীরে করি ঃ
শীগ্র করি আন মনি মায় বিষুহরি।
পার্ব্বতীর বাক্য শুনি মনি তপুধন ঃ
তরিতে মিলিলা মনি পৌদ্যার ভুবন।
সমর্ম্ম জানিয়া পৌদ্যা দিড়[২] করি হিয়া ঃ
মাথা বেথা[৩] হৈছে করি রহিছে শুইয়া।
মায় বাপ বুলিয়া লাড়িতে নারে গায় ঃ
শূর্ল্লবাত[গ] হৈছে করি টিপে হাত পায়।
ঔষদ বাটএ কেয় যায়ন না যাএ ঃ
মৈলু মৈলু করি পৌদ্যা ডাকে উসর্চরায়।
কপট সকল দেখি নারদের হাস ঃ
কহিতে লাগিলা মনি বচন বিশ্বাস।
নাহি তর দয়া মায়া নাহি তর তাপ ঃ
চিরজীবী দেখ গিয়া আপনার বাপ।
বিষপাণে বেভুল হহিয়াছে মহেশ্বর ঃ
বিলম্ব না কর পৌদ্যা চলহ সত্তর।
রহিবারে মনুসা না পারে কুনুমতে ঃ
রথে চড়ি যাএ পৌদ্যা মনির সহিতে।

ক — প্রজ্জ্বলিত দীপ বা মশাল
খ — গ্রন্থি, গ্রান্তি = (গ্রন্থ + ই) = গ্রন্থন, বন্ধন, কাণ্ডসন্ধি, শরীর সন্ধি, গাট, গিরো প্রভৃতি স্মারক চিহ্ন।
গ — রোগ বিশেষ

---

১ — স্মরণ ২ — দৃঢ় ৩ — ব্যথা

শিবের সম্মিপে[১] পৌদ্যা দিলা দরশন ঃ
দেখিল বাপের কিছু নাহিক চেতন।
পৌদ্যারে দেখিয়া দেবগন হৈলা তুষ্টি ঃ
আচম্বিত মরাধানে যেন পাইল বৃষ্টি।
ভূমি লুটাইয়া কান্দে জয় বিষুহরি ঃ
মহাশুকে কেশ লুটে শিবের পাএ ধরি।
উট উট এরে বাপ দেব ত্রিলুচন ঃ
কার বুলে কালকূট করিলে ভক্ষণ।
মায় নাই ঝি-এর বাপ ত্রিপুরারি ঃ
তুমারে দেখিয়া প্রাণ ধরাইতে না পারি।
চণ্ডীকা সাতাই মর বাপের পরান ঃ

তুমি কেনে না চিন্তিছ স্বামীর কৈর্ব্বান[২]।
কি চাইয়া রহিছ আর ভাজ্ঞড়া শিবরে ঃ
বাছিয়া উত্তম স্বামী করহ সত্তরে।
অনাথিনী হৈয়া বেড়াইম বনে-ঝারে[ক] ঃ
তর ডরে বাপে কর্ম্মা বুলিতে না পারে।
তবে কি করিবে অল[খ] ধাজ্ঞুড়ি সাতাই[গ] ঃ
কুনুকালে তর বাপ দারিদ্র দুষ নাই।
সাগর মথিয়া রত্ন নিলা জনে জনে ঃ
সকল বাটিলা[ঘ] বিষ না-বাটিলা কেনে।
মই হেন কর্ম্মা যদি থাকিত গুচরে ঃ
তবে নি আমার বাপে বিষপান করে।
মনুসার কটুবাক্য শুনিয়া ভবানী ঃ
মাথ হেটে রহিছে চক্ষের পড়ে পানি।
তর্জ্জন গর্জ্জন বাক্য বুলে পৌদ্যাবতী ঃ
শুনিয়া চিন্তিত তবে বর্ম্মা প্রজাপতি।

১— সমীপে ২ — কল্যাণ

ক — ঝোপ-জঙ্গালে খ — ওলো গ — সৎমা-বিমাতা ঘ — ভাগ করিলা

---

* চরণটির পরে নায়ারণ দত্তের ভনিতায় পদ্মার বিলাপের ৪টি লাচাড়ি আছে আদর্শ পুঁথিতে। অন্য কোন পুঁথিতে নেই বলে বাদ দেয়া হলো।

পৌদ্দ্যাএ যতেক বুলে ঐর্ন্নথা[১] না হএ ঃ
কুপিলে অনাদি সিষ্টি[২] করিব প্রলএ।
বাপ বাপ বুলি পৌদ্দ্যা ডাকে ঘনে ঘনে ঃ
স্তুতি বাক্য প্রবুদ বুলএ দেবগনে।
তুমি বিষহরি যুগনিদ্রা অবতার ঃ
তুমি না রাখিলে সিষ্টি কে রাখিব আর।
পুনি বিষহরি বুলে দেবের গুচরে ঃ
কি কার্যে নারদমনি আনিছে আমারে।
মথিয়া ক্ষীরদ নদী ধন নিলা কুনে ঃ
মর বাপ পড়িয়াছে গরল ভক্ষণে।
এই বাক্য দড়াইল জানিবা নির্শ্চয় ঃ
মর বিষ অগ্নি হনে কেয় না তরয়।
ত্রাসে কর্ম্পমান[৩] দেব আদি পুরন্দর ঃ
আনল পবন যম বরুন ভাস্কর।
পার্ব্বতী আসিয়া ধরে মনুসার রথে ঃ

তবে পৌদ্দ্যা রথ হতে নামে আথেৰ্ব্বতে[ক]।
শঙ্করের গ্রান্তি[খ] মরে দিছে মহেশ্বরে।
যদ্যপি সঙ্কট চণ্ডী হয় কুনুদিনে ঃ
খণ্ডিব সকল দুক্ষ মনুসা আসিলে।
এতেকে আমার বাক্য না লইয় মনে ঃ
ঝিয়েনি মায়ের দুষ লয়ে কুনুদিনে।

ক — তাড়াতাড়ি, সত্তর।　　খ — গ্রন্থি, গাঁট, প্রভৃতি স্মারক চিহ্ন।

---

১ — অন্যথা　　২ — সৃষ্টি ৩ — কম্পমান

প্রসর্ন্ন হৈয়া পৌদ্যা না রাখিল তাপ ঃ
মুক্তকেশ করি ঝারে আপনার বাপ।
কাচা পাতিল আর "জান্নবীর[১] " পানি ঃ
হাকারিয়া[ক] কহে পৌদ্যা পূৰ্ব্বের কাহিনী।
অরে কালিয়া তর শূর্ন্নেতে উৎপত্তি ঃ
স্থল ছাড়ি এথাহনে চল শীগ্রগতি[২]।
লবন মিশাএ যেন জলের সদৃশ ঃ
ভস্ব[৩] যায় ভস্ব যায় কালকূট বিষ।
চৈতর্ন্ন কালেত প্রকাশিত দশদিশ ঃ
বাপ ঝারে পৌদ্যাবতী আনন্দ হরিষ।
শূদ্ধ গারুড়ি মন্ত্র পঠে মনসাএ ঃ
পুনি পুনি জল ছিটে শঙ্করের গাএ।
হরিল সকল বিষ অমৃত দর্শনে ঃ
উটিয়া বসিলা শিব প্রসর্ন্ন বদনে।
পৌদ্যার মহিমা দেখি যত দেবগন ঃ
ধন্য ধন্য পৌদ্যাবতী করিলা ঘুষণ।
বাপকে করিল সুস্থ জয় বিষুহরি ঃ
নিত্ত[৪] করিলা আসি যত অপ্সরি।
ধন্য ধন্য পৌদ্যাবতী পাৰ্ব্বতীএ বুলে ঃ
বিধবা লক্ষণ মর সধবা করিলে।
ধন্য ধন্য কর্ন্যা তুমি সঙ্কট তারিনী ঃ
ই বুলিয়া লএ চণ্ডী মখের নিছনি[খ]।
যেযন তুমারে ভক্তি করে নিরবধি ঃ
না রহে দুর্গতি তার কার্য্য হয় সিদ্ধি।
বৰ্ম্মা বিষ্ণু পুরন্দর কুবের বরুণে ঃ
সবে মিলি কহিলেক শিব বিদ্যমানে।

---

*আদর্শ পুঁথিতে — 'জারলির পানি'। ২নং পুঁথিতে — জাহ্নবির পানী। ১নং পুঁথিতে — জাহ্ণবির পানি। ১০নং পুঁথিতে — জাহ্নবির পানি, ১০নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।

ক — হাকার + ইয়া। হাকার = হুঙ্কার, হুঁকার, হাঁকার, গলার উচ্চ শব্দ।
খ — আরতি, বরণ, অতিপ্রিয় বস্তু বা বরণের দ্রব্য।

---

১ — জাহ্নবীর ২ — শীঘ্রগতি ৩ — ভস্ম ৪ — নৃত্য

মনুসারে পুরে লৈয়া যায় মহেশ্বর ঃ
বিবাহ দিবাএ আনি ভাল যর্গ্যবর।
ইবুলিয়া দেবগনে সমদ্র মথিয়া ঃ
যার যেই স্থানে গেল হরষিত হৈয়া।
পুস্পবৃস্টি করিলেক মনুসা উপরে ঃ
মহা লৰ্জ্জা পাইলেক দেব মহেশ্বরে।
পন্ডিত জানকীনাথ অমৃত ভাষণ ঃ
পদবন্দে গাইলেক সমদ্র মথন।
—ঃ ইতি সমুদ্র মথন ঃ—
প্রতির্জ্ঞা করিলা শিব দেবের গুচর ঃ
বিনে কর্ন্যা বিয়া দিয়া না যাইম ঘর।
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম বেড়াইয়া ঃ
মনুসার যর্গবর[১] না পায় তুকাইয়া[ক]।
ধ্যান মনে জানিলেক দেব শূলপানি ঃ
বিয়া না করিছে মাত্র জরৎকারু মনি।
আর্দ্যপা মনির পুত্র নাম জরৎকারু ঃ
কুলশীল তাহান অধিক আছে কার।
যদি মনি পুত্রে মর কর্ম্না করে বিয়া ঃ
পঞ্চ হরিতকী দিয়া দিম উছর্গিয়া।
এতেক ভাবিয়া মনে দেব ত্রিলুচন ঃ
কর্ম্না লৈয়া বৃষে চড়ি করিলা গমন।

ক — অনুসন্ধান করে

---

১ — যোগ্যবর।

শিবকে দেখিয়া মনি উটিলা সম্ভ্রমে[১] ঃ
পাদ্য-অর্গ দিয়া বৈসাইলা সিজ্ঞাসনে[২]।
সম্বাষা করিয়া মনি জির্জ্ঞাসিলা তবে ঃ
কি কারনে আগমন কহ সদাশিবে।

শিবে বুলে কর্ম্মা মর পরম পৌদ্মনী ঃ
তুমাস্থানে বিয়া দিম শুন মহামনি।
শুনিয়া বুলিলা ভাল জরৎকারু মনি ঃ
আমার প্রতির্জ্ঞা শুন দেব শূলপানি।
সুখভঙ্গ আমার করিব যেইখানে ঃ
সেইকালে পরিহরি খেমা নাহি মনে।
শিব বুলে কর্ম্মা মর আছে এত গুণে ঃ
সুখভঙ্গ হহিলে ছাড়িয় ততক্ষণে।
সন্তুষ্ট হইয়া বুলে মনি তপুদন[৩] ঃ
করিব তুমার কর্ম্মার পাণি গ্রহণ।
শুনিয়া মনির কথা সব দেবগন ঃ
জয় জয় ধ্বনি কৈল পুষ্প বরিষণ।
হংস বাহণ রথ অধিক সুচারু ঃ
সেই রথ আরুহণ হৈল জরৎকারু।
বিদ্যাধরে নির্ত্ত করে গন্দর্ব্বে গীত গাএ ঃ
বর লৈয়া মহাদেব নিজস্থানে যাএ।
বড় বড় সর্পচলে পর্বতের মুল ঃ
অনেক জিনিসে সেনা চলিলা বহুল।

---

১ — সম্ভ্রমে ২ — সিংহাসনে ৩ — তপোধন

মনি পত্নীগন চলে উল্লসিত অতি ঃ
পরম আনন্দে চলে লক্ষ্মী সরস্বতী।
শিবে বুলে চণ্ডী বিলম্বের কার্য্য নাই ঃ
মনুসারে বিয়া দিতে আনিয়াছি জামাই।
চণ্ডী বুলে ভাল ভাল পাইলু সমএ ঃ
এখনে পৌদ্যার ধার শুজিম* নিসর্চএ।
অষ্টজাতি[১] ঔষদ পাটার মাঝে ঘসে ঃ
এড়ি গেলে মনি যেন সর্ব্বথা না আইসে।
আপনে চলিলা গঙ্গা সুয়াগ সাধিতে ঃ
জয় মঙ্গল বাদ্য বাজে চতুর্ভিতে।
দেবের ভুবনে গঙ্গা সুয়াগ সাধিতে ঃ
ঘর আসি যত কর্ম্ম কৈল হরষিতে।
করিয়া মঙ্গল ধ্বনি মহুৎসব করে ঃ
করিলা মঙ্গল স্নান মঙ্গল জুকারে।
দিব্ববস্ত্র[২] মনুসা করিলা পরিধান ঃ
শরীরে লেপিয়া দিলা সুগন্ধী চন্দন।
পরিপাটি বান্দে কেশ করিয়া রচন ঃ

মিশালে বান্দিল কাঁচা পাটের থুপন[খ]।
সু-রঙ্গা সিন্দুর দিলা সাজাইয়া সিথি[৩] ঃ
দেখিয়া লজ্জিত লাজে অরুণের জুতি।
পত্রাবলী কপালে রচিলা নানা রূপে ঃ
বিজলী প্রকাশে যেন মেঘের সম্মীপে[৪]।

**আদর্শ পুঁথিতে — 'দেখিয়া অরুচা খাএ অরুণের যুতি'।*
২নং পুঁথিতে — দেখিতে উজ্জল যেন অরুনের যুতি।
১নং পুঁথিতে — দেখিয়া লজ্জিত লাজে অরুনের যুতি।
১০নং পুঁথিতে — দেখিআ লর্জিত লাজে অরুনের যুতি।
৯, ১০নং পুঁথির পাঠ গৃহীত হয়েছে।

ক — শোধ করবো খ — গোছা, গুচ্ছ

---

১ — অষ্টজাতি ২ — দিব্যবস্ত্র ৩ — সিঁথি ৪ — সমীপে

গলাএ দুলাএ মনি রত্নে বিভূষিতী[১] ঃ
তাহার উপরে দিল গজদন্তমতি।
অখণ্ড অপূর্ব্ব হার কি কহিম তাএ ঃ
সুরগিরি মৈধ্যে যেন মন্দাকিনী বএ।
*সমপংক্তি দন্ত হাস্য বিদ্যুত প্রকাশ ঃ
চকর[২] বেষ্টিত যেন অমিয়ার হাস।*
হস্থেত দর্পন শুভে পারিজাত মালা ঃ
শরত সমএ যেন শাশিত উর্জ্জলা।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
কর্ম্মাবরে হৈল দরশন ঃ
অর্দ্ধে অর্দ্ধে চাএ মখ পৌদ্যার বাড়িল সুখ ঃ
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগনে ।১।
বর দেখি হৈল তুষ্টি নানা রত্নে ধরি মষ্টি ঃ
নিছিয়া পালাএ[৩] চারিপাশে ঃ
পুষ্প মালা সর্ব্বুথে ছিড়িয়া পালাইয়া[৪] বৈসে ঃ
ঘনে ঘনে মনিবরে হাসে ।২।
তবে জয় বিম্বহরি[৫] দুই হস্ত জুড় করি ঃ
প্রণাম করিলা ততক্ষণ ঃ
মখ চন্দ্রিকার যুগে কনেষ্ট অঙ্গুলী অগ্রে ঃ
কাজল দিলা মনির নয়ান ।৩।
তবে সব মনিগনে বেদ পটে অনুক্ষণে ঃ
যর্জ্ঞ হুম করে ততক্ষণে ঃ

দ্বাদশ দক্ষিণা দিল   কর্ম্মাবর উছগিল[২] ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৪।

**চরণদুটি ২নং পুঁথির*
আদর্শ পুঁথিতে — সপুত্তু মাহিন্দ্র দন্ত বিধ্যুত প্রকাশ ঃ
চকরে বেড়িয়া আছে মনরম হাস।
১নং পুঁথিতে — সমপুক্তি দন্ত হাস্ব বির্দ্ধত প্রকাসে
চন্দনে বেষ্টিত যেন হানিয়া বিসেসে।
১০নং পুঁথিতে — শতাযুক্তি হাশ বিন্ধত প্রকাশে
চন্দন বেষ্টিত জেন আমি আর হাস।

---

১ — বিভূষিত   ২ — চকোর   ৩ — ফালায়   ৪ — ফালাইয়া
৫ — বিষহরি।

লাচাড়ি

উছর্গ করিলা দেবগনে।
বর্ম্মা দিলা হংসরথ   পাশ দিলা *বৈবস্বত ঃ*
মহার্জ্ঞান দিলা মহেশ্বরে।
চক্র দিলা নারায়ণে   কুবের তুষিলা ধনে
বজ্রবাণ দিলা পুরন্দরে ।১।
খাণ্ডা দিলা কাত্যায়নী ক্রুধ উচ্ছগিলা পুনি
গঙ্গায় দিলা কালিধএ সাগর ঃ
সুধা দিলা শশধর   তেজ দিলা ভাস্কর
শীগ্রহস্থ দিলেক পবন ।২।
কমলাএ দিলা বর   বানী দিলা একাক্ষর ঃ
আশীর্ব্বাদ দিলা মনিগনে ঃ
মনি দিলা নাগগণ   শূল দিলা **শতাননে**
বিঘ্ননাশ[১] দিলা গণপতি
মনুসা কান্দিয়া মাথে   রচিল জানকীনাথে ঃ
অর্দ্ধভাগ দিলা বসুমতি।

<u>পয়ার</u>

পৌদ্যা লইয়া তপুবনে গেলা মনিবর ঃ
কতুক মনির সনে বঞ্চিলা বাসর।
একদিন সখীগণ করিয়া সঙ্গাতি ঃ
জলেত নামিয়া স্নান করে পৌদ্যাবতী।
সূর্য্য নামে একমনি আইল আচম্বিত ঃ
পৌদ্যারে দেখিয়া মনি মদন পীড়িত।
কামে হত চিত্ত হৈয়া ধর্ম্ম নাহি গণি ঃ

মধুর বচনে মনি কহিলেক বানী।

---

*আদর্শ পুঁথিতে — 'ঔরাবত'। ২নং পুঁথিতে — 'বৈবস্বত'। ১০নং পুঁথিতে — 'বৈবশত'। 'বৈবস্বত' গৃহীত।

**আদর্শ পুঁথিতে — 'শতাননে'। ২নং পুঁথিতে — 'শতাননে'। ৯নং পুঁথিতে — 'শরাননে। মনে হয় সহস্র বদন বোঝাতেই 'শতাননে' ব্যবহৃত। যা হোক আদর্শ পুঁথির পাঠই রাখা হয়েছে।

---

১ — বিঘ্ননাশ

কাহার নন্দিনী তুমি দেয় পরিচয় ঃ
আলিঙ্গান দিয়া মর খণ্ডায় সংশয়।
শুনিয়া মনির মখে ই সকল কথা ঃ
রাম রাম বলি পৌদ্যা লামাইলা মাথা।
পৌদ্যাবতী নাম মর শঙ্কর নন্দিনী ঃ
জরুৎকার নাম মনি তাহার ঘরনী।
পতিব্রতা সতী আমি অধর্ম্ম না জানি ঃ
আরবার এমত না বল মহামনি।
মনি বলে প্রাণ রাখ দিয়া আলিঙ্গান ঃ
তুমাতে মজিল মন শুনহ বচন।
যদি মরে আলিঙ্গানে না পুরায় আশ ঃ
শাপ দিয়া তুমারে করিব সর্ব্বনাশ।
বর্ম্মশাপ কুনুকালে না যাএ বিফল ঃ
বর্ম্মশাপে শুখে¹ দেখ সমদ্রের জল।
চন্দ্রের কলঙ্ক বর্ম্মশাপের কারনে ঃ
পক্ষে পক্ষে ছুটে² বাড়ে এই নিবন্দন।
পৌদ্যা বলে সখীসব জির্জ্ঞাসিয়া চাই ঃ
তবে সে উত্তর দিতে পারিএ গুসাই।
সখীগন মেলে গিয়া পৌদ্যাবতী কান্দে ঃ
কি হৈল কি হৈল বলি আপনারে নিন্দে।
পৌদ্যাবতী বলে নেতা বুদ্ধি বল মরে ঃ
বুদ্ধি নাহি সরে মর যুক্তি করিবারে।
সত্যরক্ষা করিয়া কেমতে ঘরে যাই ঃ
বর্ম্মশাপ হনে আইজ্ঞ কিমতে এড়াই।

---

১ — শুকায়　　　২ — ছোট হয়

বুদ্ধি বল প্রাণ নেতা ভগিনী বেথিত ঃ
কেমনে যাইম আমি রাখিয়া সতীত্য¹।

তুমি পরে আর কেহ বান্দব[২] যে নাই ঃ
শুনিলে হাসিব মরে পাবিস্ট[৩] সাতাই।
দুইকুলে খাকার রৈল কি হৈল মরে ঃ
শুনি কি বলিব মরে বাপ মহেশ্বরে।
নেতা বলে শুন দিদি আমার উত্তর ঃ
কামবানে হতচিত্ত হৈছে মনিবর।
অলংকার দিয়া সাজাএ এক সখী ঃ
তাহা দিয়া মনি তুস্ট কর চন্দ্রমখী।
বুদ্যি[৪] বিবর্জ্জিত[খ] মনি কামে হত হৈয়া ঃ
না করিব বিচার সন্তুষ হৈব পাইয়া।
পৌদ্যা বলে তুমি বিনে কে আছে প্রধান ঃ
বিষম সঙ্কটে নেতা কর পরিত্রাণ।
আপনার অলংকার খসাইয়া তখনে ঃ
নেতারে সাজাএ পৌদ্যা নানা অভরণে[৫]।
নেতা সাজ করি চলে সখীগন সঙ্গে ঃ
তাহা দেখি মনিবর হাসে বহু রঙ্গে।
পুস্পমালা দিল নেতা মনির চরণে ঃ
কর জুড়ে নমস্কার করিল তখনে।
পরিগ্রহ করিবারে মনি তপুদন ঃ
শৃঙ্গার করিলা মনি নেতাবতীর সন।

ক — কলঙ্ক, বদনাম খ — বিশেষরূপে বর্জ্জিত। পরিত্যক্ত , হারা।

---

১ — সতীত্ব ২ — বান্ধব ৩ — পাপীষ্ঠ ৪ — বুদ্ধি ৫ — আভরণে

মনির সঙ্গামে গর্ব্ব[১] নেতার হইল ঃ
দশদণ্ড অছান্তরে[ক] কুমার জর্ম্মিল।
অধিক সুন্দর দেখিতে অনুপাম ঃ
মনিএ রাখিলা তার ধনঞ্জয় নাম।
পুত্রসনে আছে নেতা মনির সংহতি ঃ
পুনরুপি গঙ্গাস্নানে গেলা পৌদ্যাবতী।
নেতা বল সর্ব্বনাশ কৈলা বিষহরি ঃ
মনির সাক্ষাতে বলে যুড় হস্থ করি।
পৌদ্যাবতী নাম এই শঙ্কর নন্দিনী ঃ
জরুৎকার নাম মনি তাহান ঘরনী।
তুমাস্থানে মরে দিয়া তাইন[খ] গেলা ঘরে ঃ
সকল কহিল আমি তুমার গুচরে।
শুনিয়া জ্বলিল ক্রধে সূর্য নামে মনি ঃ

পৌদ্যারে বুঝিয়া বলিল শাপবানী।
স্বামীর গৌরবে তুমি ত্যাগিলা আমাতে ঃ
স্বামীএ তুমারে ছাড়ি যাউকা অনিমিত্যে।
বর্ম্মশাপ পাইয়া পৌদ্যা হৈল চিন্তিত ঃ
মনদুক্ষ ভাবি গেলা আপনা পুরিত।
যে প্রকারে বর্ম্মশাপ দিলা মনিবরে ঃ
সকল কহিলা পৌদ্দা স্বামীর গুচরে।
তবে জরুৎকারু মনি হাসিয়া বলিলা ঃ
বর্ম্মশাপ বের্থ নহে নির্শ্চয় জানিলা।

ক — পরে খ — তিনি

---

১ — গর্ভ

শয়ণ করিলা মনি মনুসার উরে* ঃ
মনে দুক্ষ ভাবিয়া বিষাদ বারে বারে।
বর্ম্ম শাপ কুনু কালে না যাএ খণ্ডন ঃ
এতেক উৎপাত বর্ম্ম শাপের কারন।
গড়ুরের সনে কালি বিবাদ করিয়া ঃ
কালিধএ চলি যায় পরাজয় পাইয়া।
অন্তরীক্ষে কালিনাগ পলাইয়া যায় ঃ
আকাশ ঢাকিল সূর্য্য কালির ফনায়।
সুন্দাকালে[১] নিদ্রা কৈলে বড় হএ দুষ ঃ
সুখ ভঙ্গ হৈলে মনি করিবেক রুষ।
সাত পাঁচ পৌদ্যাবতী ভাবিয়া তখনে ঃ
মনিরে জাগাএ পৌদ্যা ধরিয়া চরণ।
চৈতর্ম্ম পাইয়া তবে উটে মনিবর ঃ
অকালেতে কেনে সুক[২] ভঙ্গ কৈলে মর।
হেনই সময়ে নাগ কালিধএ চলে ঃ
সূর্য্য প্রকাশিত হৈল গগন মণ্ডলে।
মনি বলে আজি দিনে নহে সুন্দাকাল ঃ
সুখ ভঙ্গ কৈলা তুমি না করিলা ভাল।
কুনুকালে তুমার আমার দায় নাই ঃ
তুমি সুখে ঘরে থাক আমি বনে যাই।
ইবুলিয়া চলে মনি স্থপ[৩] করিবারে ঃ
চরণে ধরিয়া পৌদ্যা কান্দে বারে বারে।

ক — উরু দেশে

---

১ — সন্ধ্যাকালে ২ — সুখ ৩ — তপ

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

কান্দে পৌদ্যা মনির সমখে
চরণে ধরিয়া বলে লুটাএ ধরনী তলে ঃ
বিষাদে কান্দএ অতি দুক্ষে ।১।
সুখ ভুগ না করিলু গৃহবাসে না বঞ্চিলু ঃ
নাহি গেল মনের সন্তাপ ঃ
দেখাইয়া অমর্ল্ল নিধি হরিল দারুন বিধি
সরূপে ফলিল বর্ম্মশাপ ।২।
পুর্ন্নবন্ত নারীগনে স্বামীসনে রাত্রিদিনে
নিরন্তর বঞ্চে গৃহবাসে ঃ
মই বড় অভাগিনী ছাড়ি যায় শিরমনি ঃ
কি মর পাবিস্ট[১] কর্ম্মদুযে ।৩।
পুত্র হৈতে অবিলাস জল পিণ্ডের প্রতি আশ ঃ
চিন্ত মনি তাহার উপাএ ঃ
মনির চরণে ধরি কান্দে জয় বিষহরি ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

[দিসা — তেজিলে তেজিলে সাম[২] কার অনুরাগেতে তেজিলে ঃ
অবলারে কার অনুরাগেতে তেজিলে।]
মনি বলে পৌদ্যাবতী কেনে কান্দ তুমি ঃ
শিবের সাক্ষাতে পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি।
পৌদ্যাবতী বলে দুষ খেমএ আমারে ঃ
সন্ততি হহিতে মনি চিন্ত প্রতিকারে।

---

১ — পাপিষ্ঠ ২ — শ্যাম

পৌদ্যার বচন শুনি মনি মহামতি ঃ
অস্থিক[১] বলিয়া কৈলা উদরে আউতি[৩]।
মনির বচনে গর্ব্ব রহিল পৌদ্যার ঃ
দশদণ্ড অছান্তরে[৩] জর্ম্মিলা কুমার।
পুত্র দেখি পৌদ্যাবতী প্রসর্ন্ন বদন ঃ
মনিএ রাখিলা নাম অস্থিক[২] বার্ম্মন।
বাপের সহিতে চলে তপ করিবারে ঃ
পুত্র পুত্র বলি পৌদ্যা ডাকে উসর্চস্বরে[৩]।
আমারে ছাড়িয়া বাপু বনে যায় তুমি ঃ

কেন রূপে একাম্বরী[৪] বঞ্চিবাম[৫] আমি।
অস্থিকে বলেন মায় শঙ্কর দুহিতা ঃ
বাপের সহিতে বনে যাইম সর্ব্বথা।
পুনি এক বাক্য বলি তুমার চরণ ঃ
যে কালে স্মরণ কর আসিম সদন।
ই বুলিয়া জননীরে নমস্কার করি ঃ
বাপের সহিতে বনে হৈয়া বর্ম্মচারী।
পুনি পুনি পৌদ্যাবতী ছাড়ি দীর্গশ্বাস[৬] ঃ
নেতা সনে যায় পৌদ্যা পর্ব্বত কৈলাশ।
শিবেত সকল কথা কৈলা নিবেদন ঃ
শুনিয়া দুক্ষিত হৈলা দেব পঞ্চানন।
বাপেত বিদাএ হৈয়া নিজ স্থানে যাএ ঃ
দেবখণ্ড সমাপ্ত জানকীনাথে গাএ।
।। ইতি পৌদ্যাপুরানে দেবখণ্ড পুস্থক[৭] সমাপ্ত।।

ক — আহুত > আউত বা আউতি, আউতি প্রভৃতি।
অর্থ — মন্ত্রাদি উচ্চারণ।
খ — অবস্থার পরিবর্তন, দুরবস্থা, দুর্ভোগ, দুর্গতি, পরে।

---

১ — অস্তিক　　২ — আস্তিক　　৩ — উচ্চৈঃস্বরে　　৪ — একা
৫ — বঞ্চিব　　৬ — দীর্ঘশ্বাস　　৭ — পুস্তক

বাণিয়া খণ্ড

প্রণাম করিয়া বিষুহরির চরণ ঃ
দ্বিতীয়ে বাণিয়া খণ্ড শুন দিয়া মন।
মন দিয়া পুর্ন্ন কথা শুন সাবধানে ঃ
ধনে-পুত্রে কুশলে বাড়িবাএ দিনে দিনে।
কপিলা শতেক দানে যত পুর্ন্ন হএ ঃ
ততধিক[১] পুর্ন্ন হএ যে জনে শুনএ।
অনুক্ষণ পুর্ন্ন হএ পাপে হএ নাশ ঃ
শ্রবণ পবিত্র হএ স্বর্গ হএ বাস।
চলিলা মনুসা দেবী বাপ দেখিবারে ঃ
চারিপাশে নাগগন বেড়িছে সুসারে[২]।
নেতা সঙ্গে যাএ পৌদ্যা দুক্ষ ভাবি চিত্তে ঃ
পশুসখা মনির আশ্রম সেই পথে।

পশুসখা নাম মনি ত্রিভঙ্গের সুত ঃ
তাহার যতেক কথা শুনিতে অদ্ভুত।
সমদ্রের তীরে থাকে ত্রিভঙ্গ তপস্বী ঃ
প্রেমভাবে পালন করএ রাজহংসী।
একদিন মদনে বেভুল মনিবরে ঃ
আলিঙ্গন শৃঙ্গার করিল পক্ষিনীরে।

ক — সুসার = সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল

---

১ — ততোধিক

মনির সঙ্গমে গর্ব্ব[১] হৈল পক্ষিনীর ঃ
পুত্র এক প্রসবিল সমদ্রের তীর।
মনিএ দেখিয়া তারে কুলে তুলি লৈল ঃ
পশুহনে জর্ম্ম পশুসখা নাম থৈল।
পক্ষীর সিদ্ধান্ত পরে না বুজএ আর ঃ
পশুগন লৈয়া সদা করএ বেহার[২]।
অকস্মাত[৩] নারদ মনি মিলিলা সেই বন ঃ
দেখিলেক পশুপক্ষী বার্ম্মন লক্ষণ।
কুল নষ্ট পাএ হেন দেখিয়া আপনি ঃ
তপ ধর্ম্ম শিকাইল[৪] পশুধ্বনি[৫] বানী।
দুই গুটি পক্ষী মনি পালন করএ ঃ
দিন শেষে তপ নির্ব্বহিয়া কথা কহে।
বাপ দেখিবারে পৌদ্যা যাএ আনন্দিতে ঃ
পশুসখা আশ্রমেতে মিলিলা তরিতে।
পৌদ্যাবতী নেতা আর নাগ অষ্টজন ঃ
হরিষে চলিয়া যাএ শিবের সদন।
পশুসখা তপবন[৬] দেখিয়া সাক্ষাত ঃ
খুধাএ আকুল হৈয়া মিলিলা তথাত।
পশু তপবন বেড়ি রৈলা নাগগণ ঃ
পশুপক্ষী ধরিয়া খায়ন্তি সর্ব্বক্ষণ।
নাগের গর্জ্জনে কম্পমান ত্রিভুবন ঃ
তিলগুটা দিবার না পারি সেই বন।

---

১ — গর্ভ　　২ — বিহার　　৩ — অকস্মাত্　　৪ — শিখাইল
৫ — পশুধ্বনি　　৬ — তপোবন

তপবন বিচারিয়া কিছু না পাইল ঃ
দুই গুটি পক্ষীরে নাগে বিনাশিল।
আশ্রমেত হাহা শব্দ বিসম সন্দান ঃ
স্থপ ছাড়ি মনি আসি হৈল বিদ্ধমান।
বিপরীত সব দেখে সর্প অজাগর ঃ
লক্ষে লক্ষে রহিয়াছে শূর্নের উপর।
বির্কে[১] রহিয়াছে কেয় রহিয়াছে জলে ঃ
আশ্রমে বেড়িয়া কেয় ফনী[২] তুলি চলে।
পরম সুন্দরী কর্ন্না তা সবার মাজ ঃ
ধ্যান মনে সকল জানিলা মনিরাজ।
দুই গুটি পক্ষী হরি কুনে নিলা মর ঃ
ভুত ভবিষ্যৎ মর নহে অগুচর।
হেন বুঝি এই কর্ন্না শিবের কুমারী ঃ
পারির্ষাদ[ক] নাগে মর পক্ষী খাইল ধরি।
সমর্ম জানিয়া মনি কান্দে উসর্চস্বরে ঃ
দেখিয়া সকল নাগে হাসে বারে বারে।
যেই নাগে দুই পক্ষী ভক্ষিলেক মর ঃ
তাহার বিপক্ষ হৈব জর্ম্ম জর্ম্মান্তর।
ইবুলিয়া প্রাণত্যাগ করি মনি বরে ঃ
পুনি জর্ম্ম হৈল গন্দ বনিক্যের ঘরে।
চর্ম্পক নগরে বৈসে সাধু গঙ্গাধর ঃ
গন্দ বনিক্য তাতে বৈসে কুটিশ্বর।
ধন-জন যত তার সীমা দিতে নাই ঃ
র্জাতির প্রধান তার উনশত ভাই।

ক — পারিষদ

---

১ — বৃক্ষে ২ — ফনা

তেরকান ডিঙ্গা তার প্রধান বেপারী ঃ
প্রভাবতী নামে তার মর্ম্ম পাটেশ্বরী।
[illegible] তার পুত্র [illegible] ঃ
এহারে[১] ভাবিয়া সাধু বেকুল[২] রিদয়।
না করে বিবাদ মনে পুত্র বাঞ্ছা করি ঃ
তুষ্ট হৈয়া বর দিল [illegible]।
মনবাঞ্ছা সিদ্দি তর হৈব সদাগর ঃ
কুলের প্রধান এক পুত্র হৈব তর।
করিব ত্রসক[ক] কর্ম্ম নাগিনী প্রমাদ ঃ

সর্পগন সহিতে করিব বিসমাদ।
বর পাইয়া সদাগর হরষিত অতি ঃ
কতদিন পরে এক জর্ন্মিল সন্ততি।
পুত্রের বদন দেখি সাধু গঙ্গাধর ঃ
নিমন্ত্রিয়া আনে যত আছে দ্বিজবর।
নানা বাদ্য জয়ধ্বনি চর্ম্পকেত বাজে ঃ
বিধিমতে বেদপঠে ব্রার্ম্মন সমাজে।
শুভক্ষণে পুত্র মখ দেখি ধনপতি ঃ
বার্ম্মনরে দান কৈল ধনরত্ন যতি।
দৈবর্জ্ঞে করিল আসি নক্ষত্র নির্ন্ময়[৩] ঃ
অরদ্রা মিথুন রাশি সদা শুভময়।
অর্ন্নপ্রাসন আদি কর্ন্নবেদ[৪] কৈল ঃ
চন্দ্রধর নাম আসি বার্ম্মণে রাখিল।

ক — অসাধ্য, অদ্ভুত

---

১ — ইহাকে　　২ — ব্যাকুল　　৩ — নির্ণয় ৪ — কর্ন্নর্ভেদ

যৌবন সম্পূর্ন্ন[১] হৈল কিশর সময় ঃ
বিবাহ করাইল তারে অতি শুভমএ।
সুনুকা সুন্দরী হৈল চান্দের বনিতা ঃ
মন দিয়া শুন তবে পূর্ব্বাপর কথা।
চণ্ডীকার সেবা চান্দে করে নিরবধি ঃ
যে কালে যে চাএ তার বাঞ্ছা হয় সিদ্ধি।
অনুক্ষণ প্রণাম করএ পদ যুগে ঃ
শরীর চিরিয়া নিত্য রুধির উর্ছর্গে[*]।
পার্ব্বতী সন্তুষ বড় দেখি চন্দ্রধর ঃ
পুত্র হেন অনুগ্রহ করে নিরন্তর।
অবিঘ্নে করএ যত কার্য্য প্রয়জন ঃ
কতদিনে বানিজ্যেতে করিল গমন।
তেরখান ডিঙ্গা তার আছিল বাপের ঃ
[illegible]
পূজিয়া চণ্ডিকা দেবী শক্তি অভিপ্রায় ঃ
শুভক্ষণে যাত্রা করি উঠিল ডিঙ্গায়।
অগ্রে অগ্রে নানা বাদ্য তেরখান নায় ঃ
কেয় কেয় রঙ্গ চায় কেএ গীত গায়।
কেয় কেয় কতুহলে নাটুয়া নাচায় ঃ
আনন্দিত রসিক সকলে গীত গায়।

ত্রিবিংশতি দিবানিশি বাইয়া সত্তরে ঃ
নিক্ষেপিয়া ডিঙ্গা সব মিলিলা নগরে।

ক — উৎসর্গ

---

১ — সম্পূর্ণ

এড়িয়া সফর দেশ লক্ষীপুরে গেল ঃ
সাধু দেখি সর্ব্বলুক আনন্দিত হৈল।
দুর্ভিকে[১] করিছে নষ্ট লুক যত ইতি ঃ
পুঞ্জে পুঞ্জে[২] পড়ি আছে রত্ন নানাবাতি।
অন্নক্লেসে[৩] মরিয়াছে যতছিল লুক ঃ
তা দেখি চন্দ্রধর আনন্দ কতুক।
তথাতে থাকিয়া চান্দে ধনরত্ন ভরে ঃ
যে হৈল সমাচার শুন তার পরে।
পশুসখা প্রাণ দিল দেখি বিবহরি ঃ
বিষাদ ভাবিয়া চলে নেতা সঙ্গে করি।
নাগগন রহিলেক মনির তপবনে ঃ
না নিল সহিতে পৌদ্যা প্রমাদ কারনে।
নেতার সহিতে পৌদ্যা কৈলাশেত যাএ ঃ
আচম্বিতে দেখিল জালুএ জাল বাএ।
পার কর জালু আরে আমি দুইজন ঃ
পার কৈলে দিম আমি অমর্ল্ল[৪] রতন।
জালু বলে আমরা না জানি খেয়া দিতে ঃ
আমি দুইজন মধ্যে উটিবাএ কেমতে।
নেতা বলে শুন অরে মাছুয়ার[ক] জাতি ঃ
যদি রক্ষা চায় পার কর শ্রীগ্রগতি।
তবে দুইজনে বুলে জুড় হাত করি ঃ
পরিচয় দিলে পার করিবারে পারি।

ক — মেছো, জেলে

---

১ — দুর্ভিক্ষে　　২ — পুঞ্জে পুঞ্জে　　৩ — অন্নক্লেশ　　— অমূল্য

তবে পৌদ্যাবতী বলে শুনহ উত্তর ঃ
শঙ্করের দুহিতা মনুসা নাম মর।
দুসর[১] ভগিনী নেতা প্রাণ সমস্বর[ক] ঃ
পুজহ আমারে ধন-পুত্র হৈব তর।

তবে আরবার বলে জালুয়া মণ্ডল[ক] ঃ
পর্ত্তয়[২] পাইলে জানি পর্ত্তয় সকল।
পুনি পৌদ্যাবতী বলে জালুয়া গাবর[খ] ঃ
আরবার জাল তুমি পালায় সাগর।
ইহাতে যে পায় তরা নেয় যত্ন করি ঃ
ভক্তিভাবে পূজা কৈলে আপদ নিস্থারি।
ইহারে শুনি দুইজন জালুয়া তখন ঃ
সাগরে পালাএ[৩] জাল আনন্দিত মন।
ঘনে ঘনে টান মারে দড়িতে ধরিয়া ঃ
সঙ্কেত পাইয়া জাল পালাইল তুলিয়া।
পরম সুন্দর ঘট কনকে রচিত ঃ
জল মধ্যে তাহারে পাইল আচম্বিত।
পরম সন্তুষ হৈলা জালুয়ার পতি ঃ
ঘট লইয়া পুরেতে চলিলা শীগ্রগতি।
নেতা সঙ্গে পৌদ্যাবতী চলিলা তখন ঃ
কনক আসনে নিয়া করিল স্থাপন।
দির্ব্ব মহিষ মেষ ছাগ শূকর ঃ
নানারূপে বলিদান করিল বিস্থর।

ক — সমান খ — গণ, বৃন্দ, সমাজ গ — কাণ্ডজ্ঞান হীন, মূর্খ

---

১ — দোসর ২ — প্রত্যয় ৩ — ফালায়

মনুসা পূজিয়া তার হৈল ধন জন ঃ
কাঞ্চনে নির্ম্মান পুরি হহিল তখন।
জালু-মালু সর্ম্পদ শুনিয়া আচম্বিত ঃ
সুনুকা সুন্দরী মনে বড় আনন্দিত।
সখীগন নিজজিলা[গ] ঘট আনিবারে ঃ
শীগ্রগতি চল তুরা জালু-মালুর ঘরে।
আনিয়া পৌদ্যার ঘট যত্ন করি তানে ঃ
লইয়া পৌদ্যার ঘট আসুকা আপনে।
সুনুকার আদেশে চলিলা নারীগন ঃ
কহিলা জালুর কাছে যত বিবরণ।
জালু-মালু বলে কারে আমি না ডরাই ঃ
এই কথা কহ গিয়া সুনুকার টাই।
কন্টেত[১] থাকিতে প্রাণ আমি দুই ভাই ঃ
সর্ব্বথা না দিম ঘট আসুকা[২] সুনাই।
শুনিয়া সুনুকা নারী ক্রধ করি মন ঃ

সখীগন সঙ্গে করি করিলা গমন।
জালু-মালু শুনিল আসিল পাটেশ্বরী :
বিদ্যমানে দাঁড়াইল ঘট মাথে করি।
ঘট দেখি সুনুকার প্রসর্ন্ন বদন :
করজুড়ে[৩] নমস্কারে পৌদ্যার চরণ।

ক — নিযুক্ত করিলা

---

১ — কণ্ঠেত ২ — আসুক ৩ — করজোড়ে

জালুরে-মালুরে দিল স্বর্ন্ন অলংকার :
ঘট লইয়া চলি গেল ঘর আপনার।
পুরের ভিতরে করে নানা নির্ত্তগীত :
স্থাপিল পৌদ্যার ঘট আনিয়া পুরিত।
মেষ-মহিষ বলি দিল শতে শতে :
বিচিত্র আসন দিল কাঞ্চন রজতে।
দীপ ধূপ নেবিদ্ধ[১] তাম্বুল নানা দান :
পূজিল বার্হ্মন সবে শাস্ত্রের বিধান।
গলাএ কাপড় বান্দি কেশ দুইভাগে :
নম্রভাবে প্রণাম করিল পদযুগে।
নাটুয়াএ[ক] নির্ত্ত করে গাইনে[খ] গীত গাএ :
মনুসা মঙ্গল বাদ্য মৃদঙ্গ বাজাএ।
দুই হস্ত জুড় করি করএ স্থবন :
আদ্যাশক্তি মায় তুমি পরম কারন।
তুমি জয় বিষহরি দেবের সাধন :
সর্ব্বসিদ্যি[২] হয়ে যেই করএ পূজন।
শিবসূত্যা নাগমাতা দেয়ত সর্ম্মান :
ভক্তিভাবে পূজা কৈলে সর্ব্বত্রে কৈল্যান[৩]।
মই অভাগিনী পুত্র কন্যা বিবর্জ্জিত :
আমার সমান দুক্ষী নাই পৃথিবীত।
ধনজন আছে যত সব দেখি ছাই :
দুর্ভাগিনী বলে সবে পুত্র কর্ন্যা নাই।

ক — নৃত করে খ — গায়কে

---

১ — নৈবেদ্য ২ — সর্বসিদ্ধি ৩ — কল্যান

তুমার প্রসাদে পুত্র দান দেয় মরে ঃ
যদবধি প্রাণ আছে পুজিম তুমারে।
পৌদ্যাবতী বলে বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈব তর ঃ
উপাএ করিম আইলে চান্দ সদাগর।
এইরূপে পৌদ্যাবতী চর্ম্পকেত রহে ঃ
শুনিয়া চণ্ডীকা দেবী সর্ব্বতনু দহে।
শেষরাত্রি যুগে কহিলা চান্দরে ঃ
ডানি[ক] আসিয়া প্রবেশ তুর পুরে।
অবুদ সুনুকা দেবী মায়া নাহি বুজে ঃ
ঘরের ভিতরে রাখি ডাকিনীরে পূজে।
এই অলক্ষিনী কর্ন্না কন্দলি[খ] ধাঙ্গুড়ি[গ] ঃ
বিপরীত দেখিয়া স্বামিএ গেছে ছাড়ি।
বাপ নাই মায় নাই নাই জাতিকুল ঃ
সেবিলে ডাকিনী পৌদ্যা সর্ব্বংশে[১] নির্ম্মূল।
কি সুখে রহিছ এথা করহ গমন ঃ
বিনাশ হহিল তর শুনহ রাজন।
যদি আপনার চান্দ বাঞ্চহ কুশল ঃ
বানির্জ্জের কার্য্য নাই শীগ্রগতি চল।
স্বপ্ন দেখিয়া সাধু ভাবিয়া রিদএ ঃ
পার্ব্বতী বলিলা যেই অর্ন্নথা না হএ।
ধনে রত্নে ভরিলেক ডিঙ্গা তেরখান ঃ
দেশেতে চলিলা সাধু হৈয়া সাবধান।

ক — পিশাচী, পেত্নী   খ — কলহ পরায়না   গ — গালি বিশেষ, অসভ্য

---

১ — সবংশে

বাণির্জ্জ করিয়া দেশে আসিল চন্দ্রধর ঃ
ইষ্টমিত্র হরষিত শুনিয়া খবর।
সুনুকা সুন্দরী মঅা[১] আনন্দিত হৈল ঃ
দেখিয়া স্বামির মখ সাফর্ল্ল[২] মানিল।
সখীগন সহিতে মঙ্গল গীত গাএ ঃ
ডিঙ্গা হনে উটি চান্দ নিজ দেশে যাএ।
মানিক্য প্রবাল রত্ন আর যত আছে ঃ
ভারে ভারে দাড়িএ[ক] লইয়া চলে পাছে।
পুরি মধ্যে গিয়া হেম আসনে বসিল ঃ
শ্বেত দুর্ব্বা ধান্য মাথে পুরহিতে দিল।
পুর্ন্ন ঘট প্রদীপ লইয়া দুই করে ঃ

নারীগনে পুনি পুনি আঘিলা[খ] চান্দরে।
ইষ্ট মিত্র বন্ধুগন সম্ভাবা করিয়া ঃ
খানিক আছিল চান্দ বিশ্রাম করিয়া।
সুনুকাএ স্নান করি করিল রন্দন[১] ঃ
হরষিত হৈয়া চান্দ করিলা ভুজন।
মখেত তাম্বুল দিয়া সুনুকাতে কহে ঃ
কুনুদেব পূজ তুমি কহত নির্শ্চএ[২]।
সুনুকাএ বলে শুন চর্ম্পক ঈশ্বর ঃ
শিবসুতা মনুসা প্রসন্ন হৈলা মর।
তিন মাস হৈল আমি পূজা করি তানে ঃ
এই সুবর্ন্নের ঘট দেখ বিদ্যমানে।

ক — দাঁড়িয়ে, দাঁড় বাহকে খ — অর্ঘ্য দ্বারা পূজা বা বরণ করিলা।

---

১ — বন্ধন ২ — নিশ্চয়

যেই হনে মনুসা আসিলা মর ঘরে ঃ
যেকালে যে রাণ্ধা করি হয়ত সত্তরে।
বিধবা না হয় কেয় চর্ম্পক নগরে ঃ
পুত্র-পৌত্র ধন লক্ষী বাড়ে নিরন্তরে।
দুই ভাই জাল বাএ জালুয়া গাবর ঃ
জলমৈধ্যে ঘট তারা পাইল সাগর।
পূজাকৈলা ভক্তিভাবে তুবিলা বিস্থর ঃ
মনুসার বরে হৈল কাঞ্চন নগর।
ধনরত্ন সম্পদ বাড়িল নিতি নিতি ঃ
দূত মখে ইহারে শুনিলু আচম্বিত।
সেই ঘট আনি মই পূজি অভিরাম ঃ
তুমিয় পূজহ সিদ্যি হৈব মনস্কাম।
শুনিয়া বুবিল চান্দ হেমতাল লইয়া ঃ
মারিল ঘটেত বাড়ী শক্তি নিক্ষেপিয়া।
দুক্ষ পাইয়া পৌদ্যা উটে রথের উপরে ঃ
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা চন্দ্রধরে।
সুনুকারে মন্দ বলএ বারে বারে ঃ
খণ্ড খণ্ড করি ঘট পালায়ে সাগরে।
সুনুকারে ত্রিরস্কার বলে পুনি পুনি ঃ
কার বুলে মর পুরে আনিলে ডাকিনী।
জাতি নাই গুত্র নাই শিবসুতা বলে ঃ
মহেশের কুমারী শুনিছ কুনুকালে।

অভাগ্য দেবের কানি আপনা বাখানে ঃ
স্বামীএ করিছে ত্যাগ এই সে কারনে।
ভাল ভাল পলাইয়া গেলে লঘু জাতি ঃ
মর পুরে আসি নাম ধরে পৌদ্যাবতী।
বেঙ্গা খাএ চেঙ্গা খাএ থাকে খালে বিলে ঃ
এছার কানিয়ে দেব কুনু জনে বলে।
দুক্ষ পাইয়া পৌদ্যাবতী বেথায়ে ব্যাকুলি ঃ
চান্দের বাড়ির ঘাএ বান্দিল কাকালি।
চান্দে পৌদ্যাএ বাদ হৈল এই হনে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে পদবন্দে বনে[১]।
নেতার সহিতে পৌদ্যা আকাশ গমনে ঃ
অবিলম্বে উত্তরিলা বাপের সদনে।
করজুড়ে প্রনমিলা বাপের চরণ ঃ
কহিলা যেমতে ছাড়ি গেলা তপুদন।
সেসব বিরহে বাপ দহে অনুক্ষণ ঃ
আর এক দুক্ষ কহি শুন দিয়া মন।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—

শুন বাপ দুক্ষের কথন ঃ
চর্ম্পক নগরে ঘর ঃ বনিক্য নামে চন্দ্রধর
সেয় মরে করে বিড়ম্বনা[২]।
বৎসধর নামে রাজা ঃ সেয় মরে করে পূজা ঃ
সেই ঘট আনিল সাগরে ঃ
জালুমালু দুইজন ঃ মৈৎছ[৩] মারে সর্বক্ষণ ঃ
তারা তারে পাইল সত্তরে ।১।
ঘট লইয়া দুই জনে ঃ অতি আনন্দিত মনে ঃ
পুরে নিয়া করিল স্থাপন ঃ
পূজা করে নিতি নিতি ঃ প্রসর্ন্ন হইলু অতি ঃ
বিস্থর হহিল ধনজন ।২।
সুনুকা নামে পাটেশ্বরী ঃ সে সাধুর নিজ নারী ঃ
এই বার্ত্তা পাইল যখন ঃ
সখিগণ সঙ্গে করি ঃ আইল জালুয়ার পুরি ঃ
ঘট লইয়া করিল গমন ।৩।

---

১ — ভণে ২ — বিড়ম্বনা ৩ — মৎস

নিয়া আপনার পুরি ঃ বিবিধ বিধান করি ঃ
ভক্তিভাবে পূজিল আপনে ঃ
আনন্দ কতুক করি ঃ আছিলু চান্দের পুরি ঃ

চণ্ডীবাদী হহিল তখনে ।৪।
কহিল চান্দের পাশ : হৈব তর সর্ব্বনাশ :
তর ঘরে আইল ডাকিনী :
হেমতাল বাড়িমারি : ঘট মর চূর্ন্ন করি :
আচম্বিত ভাঙ্গিল কাকালি ।৫।
সেই হনে বাদ করে : মর নাগগন মারে :
অপমান বলে নিরন্তর :
ডাকে লঘুজাতি কান : শরীরে না সহে আন :
কি কহিম তুমার গুচর : ।৬।
আর যত বলে মরে : কত বা কহিম তরে :
কহিলে নাহিক প্রয়জন :
কান্দে দেবী পুনি পুনি : পড়এ চক্ষের পানি :
পণ্ডিত জানকীনাথে কহে ।৭।
—: পয়ার :—
চণ্ডী বলে পৌদ্যাবতী কেনে কান্দ পুনি :
উচিত বলিতে ক্রধ কেনে কর তুমি।
ভির্ন্ন পুরুষ চান্দ তুমি ভির্ন্ন জন :
তাহার সহিতে বাদ কুন প্রয়জন।
না পূজিব চান্দে তুরে ইর্চ্ছা নাই তার :
ব্রেথা[১] কেনে মখে কহ আপনা খাকার।
পৌদ্যা বলে কহি শুন নিলাজি সাতাই :
চান্দরে কহিছ তুমি তার দুখ নাই।
কি জানি দুষিব মরে বাপ মহেশ্বরে :
সর্ব্বংশে সংগার[২] আজি করিম চান্দরে।

---

১ — বৃথা ২ — সংহার

আপনে পাইছ শাস্থি পাশরিলা তারে :
দেখিম কিমতে রক্ষা করিবে চান্দরে।
ইবুলিয়া জ্বলে পৌদ্যা অনল সমান :
হেনকালে চন্দ্রধর হৈল বিদ্যমান।
শঙ্করের স্থানে চান্দে কহে কাকুবানী[ক] :
জীবন সংশএ হেন ভাসি[খ] শুল-পানি।
যাবত কণ্ঠেত মর পঞ্চ-প্রাণ থাকে :
সর্ব্বথায় পুষ্প পানি না দিম পৌদ্যারে।

ক — কাকুযুক্ত বা কাকুতি যুক্ত বাক্য। খ — মনে করি।

শুনিয়া শঙ্করে বলে শুন চন্দ্রধর ঃ
না বল নিটুর[১] বাণী এই কন্যা মর।
কার্ত্তিক সমান স্নেহ তুমা আমি করি ঃ
আমার শপত মন্দ না বল বিষুহরি।
সদয় হহিয়া শিব প্রমাদ মানিল ঃ
চান্দের জীবার[ক] হেতু মহার্জ্ঞান দিল।
গুপ্তরূপে মহার্জ্ঞান রাখিয় যতনে ঃ
বিফল হইব যদি শুনে অন্যজনে।
সন্তুদিয়া চন্দ্রধর করিলা বিদাএ ঃ
পুনি পৌদ্যাবতী ডাকি আনিলা এথাএ।
হস্থেত ধরিয়া শিবে বলিলা তখনে ঃ
আমার শপথ চান্দ না মারিয় প্রাণে।
দুঃক্ষ ক্লেশ নানা মতে করিয় সদাএ ঃ
যেমতে পূজয়ে চান্দে করহ উপায়।
আমিয় বলিম তারে হিতময় কথা ঃ
প্রাণে যদি মরে চান্দ খাও মর মাথা।
অবশ্য পূজিব তুমা না হইয় চঞ্চল ঃ
পূর্ব্বস্থানে গিয়া অবে বঞ্চ কতুহল।
বাপের চরণে পৌদ্যা ক্রধ ক্ষেমা করি ঃ
নেতা সঙ্গে বঞ্চে দেবী সুধাকর গিরি।
মণির বিরহে পৌদ্যা বিপরীত বেশ ঃ
অন্য বিবরণ কথা শুন তার শেষ।
জয়দেবী পদ্দাবতী নাগের জননী ঃ
জরুৎকারু মনির পত্নী অস্থিক জননী।

ক — বাঁচার জন্য

---

১ — নিঠুর, নিষ্ঠুর

মন দিয়া যেই শুনে পৌদ্যার পাচালী ঃ
আপদ খণ্ডিয়া তার বাড়ে টাকুরালি[ক]।
এক মন হৈয়া যেই শ্রবণ করএ ঃ
ধন-পুত্র-লক্ষী তার আনন্দে বাড়এ।
রুহিনীর অদৃষ্টে শনিএ দিলা দৃষ্টি ঃ
দ্বাদশ বৎসরে জম্পদীপে নহে বৃষ্টি।
লুকপীড়া হহিল দুভিক[১] মহাকষ্ট ঃ
যুগ - শুকে লুক মরে লক্ষী দিলা পৃষ্ঠ।
লুকেরে সদএ হৈলা বর্ম্মা প্রজাপতি ঃ

উপায় করিয়া তার খণ্ডায় দুর্গতি।
বর্ম্মা বলে ধনন্তরি শুনহ বচন ঃ
অবতার কর তুমি পৃথিবী ভুবন।
জর্ম্মিলা সত্তরে কাশী রাজার ঘরএ ঃ
বুগ-শুক খণ্ডায় লুকের ত্রাস ভএ।
বর্ম্মার বচন শুনি চলে ধনন্তরি ঃ
বিক্ষ হনে পত্র যেন খসে তরাতরি।
সুনন্দা সুন্দরী কাশী রাজার মহিষী ঃ
তান ঘরে ধনন্তরি হৈল গর্ব্ব বাসি[২]।
কতদিনে প্রসবিলা সুন্দর কুমার ঃ
কাশীরাজ্যে মহুৎসব করিল অপার।
শুভক্ষণে পুত্র মখ দেখিয়া কতুকে ঃ
বিবিধ বিধানে কর্ম্ম করে একে একে।

ক — মহত্ত্ব, যশ, খ্যাতি, শ্রীবৃদ্ধি

---

১ — দুর্ভিক্ষ ২ — গর্ভবাসি

ভুগিয়া উত্তম ভুগ সদাএ বাড়এ ঃ
বার্ল্যকাল গিয়া হৈল কিশর সমএ।
কটিন প্রধান[১] কৈলা পুরহিত আনি ঃ
চুড়া কর্ম্মভেদ কৈলা রাজ শিরমনি।
বাপেত বিদাএ হৈয়া চলিলা সত্তরে ঃ
সুকীর্ত্তি মণির স্থানে গেল পটিবারে[২]।
অক্ষরে অক্ষরে পটে করিয়া বিচার ঃ
আউর্ব্বেদ পটে যত শাস্ত্র অনুসার।
ভেদ করি পটে মন্ত্র গাড়ুরি সঙ্গিতা[৩] ঃ
অতিশএ মর্ম্ম পাট উত্তম কবিতা।
নানাবিদ্যা পটিয়া হইল বিশারদ ঃ
গুরুএ যে পটাইলা নানা ঔষধ।
শক্ক ধনন্তরি তাইন রাখিলাই নাম ঃ
ভুবন বিখ্যাত হৈল তার গুণ গ্রাম।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ধনন্তরি আইসে ঃ
দিক বিজয় করি ধনন্তরি বৈসে।
ভূতপ্রেত পিচাশ আদি যক্ষ রাক্ষস ঃ
তার নামে রহিবারে নাহিক সাহস।
ডাকিনী যুগিনী পলাইয়া যাএ ডরে ঃ
হুঙ্কারে সমুদ্র টলে বসুমতী লড়ে।

মন্ত্র ঔষদ বলে সব কৈল বৈশ্ব* ঃ
কতেক কহিতে পারি তাহার রহস্য।
বইন্দাতে* পুত্র হয়ে ঔষদের বলে ঃ
অকালে বালক মৈলে জিএ সেই কালে।

ক — যে নারীর সন্তান হয় না।

---

১ — প্রদান ২ — পঠিবারে ৩ — বশ ৩ — সংহিতা

অনন্ত আদি নাগগন থাকে তার আগ ঃ
হুঙ্কারে আনে তবে উদয় কাল নাগ।
উদয়কাল নাগ থাকে শিবের জটাএ ঃ
মন্ত্রবলে আনে তারে গাবুড়ি উঝাএ[১]।
পাইয়া সে নাগ গুটা উঝা আনন্দিত ঃ
অনেক প্রকারে দুক্ষ দেএ নিত্ত নিত্ত।
ক্ষনে হাত দিয়া ধরে খনেক গলাএ ঃ
খনেক লেঙ্গুড়ে ধড়ি তুলিয়া পালাএ[২]।
খনেকে পাড়িয়া বৈসে খনে কুলে লএ ঃ
খনে খনে সমখে রাখিয়া কথা কয়ে।
বিস্থর দুর্গতি করে নাগ দিনে দিনে ঃ
আর দিন পালাইল দুক্ষ ভাবি মনে।
দুক্ষ অপমান নাগ ভাবিয়া রিদয় ঃ
পলাইয়া যাএ নাগ পাইয়া সময়।
প্রাণ লৈয়া নাগ গুটা শঙ্কা মনে ধাএ ঃ
ভদ্রদ্বাজ* মুনির আশ্রম লাগ পাএ।
মনি দেখি প্রণাম করিল ততক্ষণ ঃ
নাগ দেখি জির্জ্ঞাসা করিলা তপুদন।
কাহার তনয় নাগ কথাএ নিবাস ঃ
কি কারনে আসিয়াছ আমার সর্ম্পাস*।

**গৃহীত পাঠ আদর্শ পুঁথির।*
২নং পুঁথির পাঠ —
অনন্তাদি নাগগন তার ডরে ভাগে ঃ
অহঙ্কারে বাসেনা উদকাল নাগে।

ক — নিকট

---

১ — ওঝায় ২ — পালায় ৩ — ভরদ্বাজ

নাগে বলে বিবরণ শুন মহামতি ঃ
উদকাল নাগ বুদ্র বংশে উৎপতি।
শিবের জটাএ আমি থাকি সর্ব্বদাএ ঃ
মন্ত্র বলে আনে মরে গাড়ুরি উঝাএ।
অপমান নানামতে করে ক্রুধ হৈয়া ঃ
পলাইয়া আইলু মই সমএ পাইয়া।
সহিতে না পারি দুক্ষ দেএ অনুক্ষন ঃ
তুমার চরনে মই লইলু শরণ।
মনি বলে থাক নাগ আপনার সুখে ঃ
কি করিতে পারে উঝা আমার সমখে।
তথাতে গাড়ুরি উঝা বিচারে[ক] সদাএ ঃ
কুথা গেল নাগ গুটা উদ্দেশ না পাএ।
ধ্যানমনে উঝাএ জানিল ততক্ষণ ঃ
পলাইয়া গেছে নাগ মণির সদন।
মহাকুপে গাড়ুরি উঝা আইসএ ধাইয়া ঃ
ধরিলেক নাগ বল আশ্রমে পাইয়া।
গলাএ ধরিয়া তারে আছাড়ে নির্ঘাতে ঃ
মখে দিয়া রক্ত পড়ে অতি তীক্ষন স্রতে[1]।
নিটুর হহিয়া মারে ছয় সাত বাড়ি ঃ
লেঞ্জুড়ে ধরিয়া লইয়া যাএ ছেচাড়ি।
কাতর হহিয়া নাগে কহে কাকুবাণী[খ] ঃ
বিষম সঙ্কটে মনি রক্ষা কর প্রানি।

ক — খুজে, অন্বেষণ করে।　　খ — কাকুতি-মিনতি বাক্য।

---

১ — তীক্ষন স্রোতে

মনি বলে উচিত না হএ ধনন্তরি ঃ
আমার আশ্রমে নাগ এত কর ধরি।
মত্তগর্ব্বে নাগ উঝা নাহি দেএ ছাড়ি ঃ
মনিরে প্রণাম করি যাএ নিজ বাড়ি।
ক্রুধ করি বর্ম্ম শাপ দিলা মহামনি ঃ
এই নাগ খাএ তুমি ত্যজিবায় পরানি।
বর্ম্ম সাপ পাইয়া উঝা চিন্তিয়া হুতাশ
আচম্বিত ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল আকাশ
ভুমিতে পড়িল মনির পায়যুগে ধরি ঃ
অনেক স্তবন করে মনি নমস্কারি।

ক্ষেম অপরাধ মর শুন মহাসএ ঃ
শাপে দণ্ড করিবারে উচিত না হএ।
তুমি বর্ম্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সদাশিব ঃ
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য সংসারের জীব।
সকলের গুচর তুমি জানিএ সকল ঃ
গুরুবাক্য লঙ্ঘিয়া পাইলু তার ফল।
ছাড়িয়া দিলাম নাগ তুমার আর্গাএ ঃ
সাপের নিস্থার মর করহ উপাএ।
পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসার দাস ঃ
অপূর্ব্ব অমৃতকথা* করিল প্রকাশ।

আদর্শ পুঁথিতে — পুথার বাণী
২নং পুঁথিতে — 'অমৃত কথা'
৯নং পুঁথির পাঠ — 'পদ্মার বাণী'
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির

ক — হতাশ, নিরাশ

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

উঝার স্থবন শুনি ঃ তুষ্ট হৈলা মহামুনি
উঝারে তুসিলা বরদানে ঃ
না জানিয়া কৈলু পাপ ঃ বের্থ নহে বর্ম্ম শাপ ঃ
সঙ্কেত সমএ অনুমানে ।১।
দিল তুরে এই বর ঃ চল উঝা নিজ ঘর ঃ
আপনা মন্দিরে তুমি লড় ঃ
শুখে বৈস যথাতথা ঃ এই সকল মর্ম্ম কথা ঃ
কেয়ত না জানে যেন দড় ।২।
বর্ম্মরন্ধ্রে[১] নিশাভাগে ঃ যদি দংসে কালনাগে
তারে তুমি না করিয় ভয় ঃ
রাত্রির ভিতরে সার ঃ যদি হয় প্রতিকার ঃ
সূর্য্যদএ[২] মরণ নিসর্চএ ।৩।
[redacted]
শিবের জটাতে পুনি রহে ঃ
ইসকল মর্ম্ম কথা ঃ আছিল মনির তথা
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

এইসব রহস্য কেবা জানিব নিসর্চএ ঃ
রিদএ চিন্তিল উঝা নাহি কিছু ভএ।

এইরূপে বর্ম্মশাপ পাইল রাজন ঃ
আর কথা কহি তবে শুন দিয়া মণ।
অভিমর্ন্যা[৩] তণয় নৃপতি পরীক্ষিত ঃ
সত্য ধর্ম্মে পালে রাজ্য শাস্ত্রের বিহিত।
প্রজাকে পালন করে পুত্র সমস্বর ঃ
পরম আনন্দে থাকে নৃপতি কুয়র[৪]।

---

১ — ব্রহ্মরন্ধ্র ২ — সূর্যোদয়ে ৩ — অভিমন্যু ৪ — কুমার

একদিন সুর্ন্ন[১] সঙ্গে কানন ভিতর ঃ
মৃগ অর্ন্বেষণে[২] রাজা ভ্রমে নিরন্তর।
গিরি গূহা ভ্রমিলেক নানান কানন ঃ
এক গুটা মৃগ সঙ্গে না হইল দরশন।
আচম্বিত চন্দ্রগিরি শিখর উপরে ঃ
অষ্টমীর মনব্রত*[২´] করে মনিবরে।
তাহার সহিতে গেল সুর্ন্নের সহিত ঃ
মরা সর্প গুটা দেখে তাণ সন্নিহিত।
ধনু দিয়া সর্প গুটা তুলিয়া রাজাএ ঃ
হারমত করি তারে পৈরিল গলাএ।
বিস্থর লাঞ্ছনা তারে করে অনুক্ষন ঃ
সিদ্ধান্ত না করে মনি যুগে ছিল মণ।
গলাতে বান্দিয়া সর্প চলিলা সত্তর ঃ
মৃগ বিচারিয়া ভ্রমে অরণ্য ভিতর।
হেনকালে মাতঙ্গি ** আসিয়া মিলে তথি ঃ
সর্পকে করিছে কুনে এতেক দুর্গতি।
ধ্যানমনে জানিলেক মনি তপুদন ঃ
পরীক্ষিতে অপর্জ্ঞাএ[৩] করিছে লজ্জান[৪]।
ক্রুধ হইয়া বর্ম্ম শাপ দিলা মনিবরে ঃ
সপ্তদিন অভ্যান্তরে নাগে খাউকা তরে।
বর্ম্ম শাপ পাইয়া রাজা ভাবিয়া রিদএ ঃ
অনলে করিয়া গড় মৈদ্যেত থাকএ।

---

*'মহাভারতে' শুধু মৌনব্রতের কথা আছে। অষ্টমীর 'মৌনব্রত' নয়।
**'মহাভারতে' 'মাতঙ্গি' স্থলে 'শৃঙ্গী'।

---

১ — সৈন্য ২ — অন্বেষণে ২´ — মৌনব্রত ৩ — অবজ্ঞায়
৪ — লজ্জন

চারিদিগে বালি দিয়া গাটিল প্রাচীর ঃ
উটিতে না পারে সর্প পদ নহে স্থির।
সুর্য্ম সেনা গন রহে চারিদিগে হৈয়া ঃ
হাতে অস্ত্রে জাগে তারা সচক্ষিত[১] হইয়া।
ছয় দিন নির্ব্বাহিল সাত দিন হৈল ঃ
ধনন্তরি আনিবারে নারদে কহিল।
আনিতে গাড়ুরি উঝা পাটাইলা চর ঃ
বার্ত্তা পাইয়া উঝা চলিলা সত্তর।
কান্দেত ঔষধ ঝুলি তথাতে যাইতে ঃ
নাগের সহিতে দেখা হৈল আচম্বিতে।
মনিস্বের[২] ভেসে[৩] চলিয়াছে নাগ বল ঃ
ধনন্তরি দেখিয়া জির্জ্ঞাসে কতুহল।
কথাএ চলিছ উঝা ঔষধ লইয়া ঃ
পথেত না কর দৃষ্টি ব্যস্থ মন হৈয়া।
উঝা বলে যাইম দেখিতে পরীক্ষিত ঃ
তক্ষকে দংশিব হেন শুনিছি সঙ্কিত।
চর পেসিছিল[ক] রাজা আমারে নিবারে ঃ
তক্ষকে দংশিলে পুনি জিয়াইম তারে।
তক্ষকে বলএ উঝা মির্থা গর্ব্ব কর ঃ
তক্ষকে দংশিলে পুনি জিয়াইতে না পার।

ক — পাঠিয়েছিল

---

১ — চমকিত, সচকিত ২ — মনিস্যের ৩ — বেশে

মনিয়ে দিয়াছে শাপ ডংশিতে তক্ষকে ঃ
পর্ত্তয় না যাই কেয় জিয়াইব[ক] তাকে।
হাসিয়া বলিল উঝা কার্য্য কত বড় ঃ
তক্ষকে খাইলে পুনি জিয়াইম দড়।
সহস্র তক্ষকে যদি ডংসে একবারে ঃ
তথাপিয় মহামন্ত্রে জিয়াইম তারে।
তক্ষকে ডংশিলে যদি জিয়াইতে না পারি ঃ
ধনন্তরি হেন নাম অকারনে ধরি।
থাকউক[১] তক্ষক ক্ষুদ্র জীবি অতিশএ ঃ
অনন্তে ডংশিলে পুনি জিয়াইম নির্শ্চএ।
মহাকুপে জ্বলে নাগ আত্যানাদ[২] করি ঃ
বুঝিব কেমনে নাম ধর ধনন্তরি।
আমি ঐ তক্ষক নাগ মহাবলকাএ ঃ

তুমার কেমন বল বুঝিম এথাএ।
ই বুলিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরে নাগ বল ঃ
তারে দেখি ধনন্তরি হাসে খলখল।
ধনন্তরি বলে নাগ যত শক্তি থাকে ঃ
প্রাণপনে যত বল দেখায় আমাকে।
নাগে বলে দেখ এই বটবিক্ষ বর ঃ
বস্মপ্রায়[৩] করি তারে উড়াই সত্তর।
ডংশিয়া ইহারে ভস্ম তক্ষকে যে করি ঃ
জিয়াইয়া দেয় দেখি পূর্ব্ব প্রায় করি।

ক — বাঁচাব

---

১ — থাকুক 　　 ২ — আর্তনাদ 　　 ৩ — ভস্মপ্রায়

বুসিয়া তক্ষকে ছপ মারিল কর্কশে ঃ
ভস্মহৈয়া বটবিক্ষ উড়িল আকাশে।
থাপা দিয়া ভস্ম মষ্টি ধরিয়া উঝাএ ঃ
মন্ত্রবলে জিয়াইল গাডুরি উঝায়ে।
অনেক পক্ষীর ডিম্ব শিশু তাতে ছিল ঃ
পূর্ব্ব প্রায় ডিম্ব-শিশু সকল হইল।
সূত্রধার বৃক্ষেছিল হাতেত কুটার ঃ
সেই বুপে পুনরুপি হৈল আরবার।
দেখিয়া তক্ষক হৈল ত্রাসযুক্ত মন ঃ
প্রণাম করিয়া কহে বিনয় বচন।
বর্ম্মশাপ বের্থ হৈলে কলিব প্রমাদ ঃ
বার্ম্মনে সদাএ তুমা করে আশীর্ব্বাদ।
শুনিয়া গডুরি উঝা নাগের বচন ঃ
বর্ম্ম শাপ বের্থ নহে জানিলা তখন।
নাগ হনে ধনরত্ন লইয়া ধনন্তরি ঃ
নিরালম্বে[১] চলি গেল আপনার পুরি।
এইক্রমে তক্ষকে পাইল পরাজএ ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে পদবন্দে কহে।
তার পাছে সনকাএ ভাবে মনে মন ঃ
পুত্র কর্ম্মা না হইল নিষ্ফল জীবন।

১। নিরালস্যে

কিবা মর ধন-জন কিবা গৃহবাস ঃ
কন্দল করিলে লুকে করে উপহাস।
লুকাইয়া চান্দের উরে[ক] সুনুকা সুন্দরী ঃ
নানা উপহার দিয়া পুজে বিশ্বহরি।
নিজরূপ ধরি পরিধান অভরন[১] ঃ
সুনুকার সাক্ষাতে পৌদ্যা দিল দরশন।
ভূমিতে পড়িয়া নারী মাগে পরিহার* ঃ
পুত্র দান দেয় মরে বলে ছয়বার।
আত্যানাদ[২] শুনিয়া হাসিলা বিষুহরি ঃ
ছয় পুত্র হৈব তর সুনুকা সুন্দরী।
বরদিয়া পদ্যাবতী গেলা নিজ ঘরে ঃ
হইল প্রথম গর্ব্ব সুনুকা উদরে।
কতদিন অন্থান্তরে[৩] জর্ম্মিল কুমার ঃ
চন্দ্রধরে মহুৎসব করিল অপার।
জর্ম্মিল কুমার ভার রার্জ্জ[৪] রাখিবারে ঃ
রার্জ্জধর নাম তার তে কারণে ধরে।
অনুক্রমে প্রসবিল পঞ্চ কুমার ঃ
নানামত পারির্চ্ছাদ[৫] যেন দেবতার।
চক্রধর জটাধর শ্রীধর কুমার ঃ
গঙ্গাধর গদাধর পরম দুর্ব্বার।
নানা শাস্ত্র পটিয়া সকল হৈলা কবি ঃ
বিদ্যাএ পারগ[খ]** হৈলা পূজিয়া ভৈরবী।

---

* আদর্শ পুঁথিতে - 'পরিহস'। অন্যসব পুঁথিতে 'পরিহার' বলে তা গৃহীত হল।
** .... আদর্শ ও ২নং পুঁথিতে 'পারন্ধ', ৯নং পুঁথিতে 'পারগ'।

ক = গোপনে খ = পারঙ্গম

---

১ — আভরণ ২ — আর্তনাদ ৩ — পরে ৪ — রাজ্য ৫ — পরিচ্ছেদ

যৌবন সম্পূর্ন হৈল ভুগি নানা ভুগ ঃ
বিবাহ করাইতে চান্দে করিল উর্য্যুগ*।
স্থানে স্থানে ব্রার্ম্মণ পাটাইয়া চান্দে দিল ঃ
কুলে-শীলে কর্ম্মা পাইয়া বিয়া করাইল।
বেদগর্ব্ব নাম সাধু বৈসে শান্তিপুরে ঃ
সর্ব্বজয়া নামে কর্ম্মা আছে তার ঘরে।
পরম কতুক করে বিধি বেবহারে ঃ
সেই কর্ম্মা বিবাহ করাইল রার্জ্জ ধরে।

মঙ্গাল কুটের রাজা নামে ধনপতি ঃ
তার কর্ম্মা পরম সুন্দর তারাবতী।
সর্গ[১] বিদ্যাধরি হেন রূপে গুনে ধন্যা ঃ
চক্রধরে বিবাহ করিল সেই কর্ম্মা।
মানিক্য পাটলে প্রভাকর কুটীশ্বর ঃ
শশিরেখা নামে কর্ম্মা পরম সুন্দর।
জটাধরে বিবাহ করিল শুভক্ষনে ঃ
কিবা হরগৌরী হেন দেখি রূপে গুণে।
লক্ষীপতি নগর ত্রিপতি[২] সাধু বসি ঃ
তার কর্ম্মা লীলাবতী পরম রূপসী।
ত্রীধরে[৩] বিবাহ করিল ভাল শুভে ঃ
ভ্রমরা বেভুল যেন মকরন্দ লুভে।

ক = উদ্যোগ, উপায়

---

১ — স্বর্গ ২ — শ্রীপতি ৩ — শ্রীধর

বীরসিঙ্গা নামে সাধু বৈসে মধুপুরি ঃ
ইন্দ্রবতী কর্ম্মা তার পরম সুন্দরী।
আনন্দ উৎসব করি প্রথি[ক]জনে জনে ঃ
গঙ্গাধরে বিবাহ করিল শুভক্ষনে।
মালতী পুরেত বৈসে সাধু লক্ষপতি ঃ
প্রভাবতী নাম্ন কর্মা বিলক্ষন অতি।
গদাধরে বিবাহ করিল ভালক্ষেনে ঃ
দরিদ্রে পাইলে যেন তুষ্ট বহুধনে।
ছয় পুত্র বিবাহ করাইয়া চন্দ্রধরে ঃ
পাটাহেন বুকে চান্দে মহুসব[১] করে।
হেমতাল কান্দে করি নাচে উবা[২] পাত্র ঃ
চান্দ বড় চাতুর জানকীনাথে গাত্র।
ধনপুত্র সম্পদ হইল অতিসএ ঃ
নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি গীতের সমএ।
পৌদ্যাবতী জির্জ্জাসিলা নেতার যে টাই ঃ
সুজিতে[৩] চান্দের ধান বুদ্যি বল চাই।
সহজে কটিন বুদ্যি চণ্ডীকা সাতাই ঃ
অপমান করে মরে চান্দরে শিকাই[৪]।
চণ্ডীর ইঙ্গিত হেতু অবুদ বর্ব্বর ঃ
কদাচিত মরে করি কিছু নাই ডর।
ধনপুত্র গর্বে মরে করে অহঙ্কার ঃ

ডংশিয়া চান্দের পুত্র সুজিবাম ধার।

ক — খাড়া, সোজা

---

১ — প্রতি ১´ — মহোৎসব ২ — শোধ করতে ৩ — শিখাই

শঙ্কপাল[১] কমল কর্কট আদি যতি :*
অপমান খণ্ডাইতে যাএ পদ্যাবতী।
আমার বচনে যায় চম্পক নগর ঃ
বাদুয়া চান্দের পুত্র ডংশহ সত্তর।
নেতাবলে পদ্যাবতী না কর বিষাদ ঃ
শিবের ইঙ্গিতে চান্দে করে বিসম্বাদ।
মহার্জ্ঞান দিছে শিবে এই গর্ব্ব তার ঃ
আপনার র্জ্ঞানে পারে মরা জিতাইবার[ক]।
তুমি কি করিবা তার কহিলাম পুনি ঃ
অপমানে প্রাণ দিবা তারে আমি গনি।
এক যুক্তি লএ মনে শুন পদ্যাবতী ঃ
মায়া করি চর্ম্পকেতে চল সিগ্রগতি।
সুনুকার পুরে চল হইয়া কামিনী ঃ
জির্জ্ঞাসিলে কহিবাএ কনেস্ট[২] ভগিনী।
কনকা করিয়া নাম বলিয় তুমার ঃ
এই নামে ভগিনী আছএ সুনুকার।
সত্তরেতে যায় পদ্যা না কর অপেক্ষা ঃ
লাস-লাবর্ন্ন করি চান্দরে দিয় দেখা।
মদনে কাতর চান্দ থাকে সর্ব্বক্ষন ঃ
তুমারে দেখিতে মাত্র মহিবেক মন।
রতি দান চান্দে যদি মাগে তুমার স্থানে ঃ
বলিয় তুমারে ভজিবাম[খ] কুনু গুনে।

গৃহিত পাঠ ৯নং পুঁথির।
আদর্শ পুঁথিতে — শঙ্কপাল কর্কট কমল অতি অতি ঃ
২নং পুঁথিতে — শঙ্কপাল কমল কর্কট অতি অতি ঃ

ক — যত (সংখ্যা) ক — বাঁচাতে খ — ভজিবে

---

১ — শঙ্খপাল ২ — কনিষ্ঠ

যতগুনর্জ্ঞান জ্ঞান কহ মর স্থানে ঃ
যেই চায় সেই দিম আছে মর মনে।
ইহারে শুনিয়া যদি করে অঙ্গীকার ঃ
তবে জানি কার্য্যসিদ্ধি হইব তুমার।
এই যুক্তি করি পদ্মা নেতার সহিতে ঃ
দিব্বর্বলাস ভেশ করে চর্ম্পকেত যাইতে।
ভাণ্ডে ভাণ্ডে দধি লইয়া পাখা[১] মিষ্টকলা ঃ
নারিকেল কত ভিড়*[ক] নারাঙ্গি কমলা।
ছড়া সমে গুয়া লৈল বাছি পাখা পান ঃ
মাত্রি[১] আশীর্ব্বাদ ছলে লৈল দুর্ব্বা ধান।
মগ্রিত[২] পাটের দুলা করি আরুহন ঃ
চর্ম্পক নগরে পোদ্যা করিলা গমন।
অন্তপুরে প্রবেশিলা দুলাতে লামিয়া ঃ
আগে পাছে পঞ্চ ধাই যুগাল ধরিয়া।
ভগ্নী বেবহারে কৈল সুনুকারে ভেট ঃ
কনকা আমার নাম তুমার কনেস্ট।
অলঙ্কার বসন সকল ভেটাইয়া ঃ[গ]
গমনকরেন তবে হরষিত হৈয়া।
কালনাগে ডংশিয়াছে আমার জ্যেষ্ট ভাই ঃ
তাহার কারণে উঝা বিচারি না পাই।

---

*১০নং পুঁথিতে — নারিকেল কত ভিণ্ড নারাঙ্গি কমলা।
১নং পুঁথিতে — নারিকেল কত মিস্ট নারানি কমলা।
২নং পুঁথিতে — নারিকেল কত ভিড় নারাইন কমলা
**সকল পুঁথিতেই পাঠ একরূপ — 'মুদ্রিত পাটের দুলা করি আরুহন'। তাই যথাদৃস্ট পাঠাই রাখতে হয়েছে। পদ্মা ছদ্মবেশে চাঁদের পুরিতে আসছেন। তিনি এসেছেন পাটের দোলা আরোহনে। 'মদ্রিত' পদ পাটের দোলার বিশেষন। মুদ্রিত পাটের দোলা — অর্থাৎ বিভিন্ন কারুকাজে খচিত পাটের দোলা।

ক — পীড় (পিড়, নারকেল, কলা, কমলা প্রভৃতি ফলের ছড়া বা কাঁদি অর্থে ব্যবহৃত।)
খ — কমলা লেবু বিশেষ।
গ — ভেট দিয়া।

---

১ — পাকা ২ — মুদ্রিত

তুমার সাধুএ শুনি মহার্জ্ঞান জানে ঃ
মাএ ঘরে পাটাইল এই নিবন্দনে।
হেনকালে চান্দ আইল পুরির ভিতরে ঃ
শুদ্ধ অঙ্গ দেখাইয়া কণকা গেল ঘরে।

আনলের প্রতিমা কিবা বিদ্যুতের ছটা ঃ
চান্দের চন্দ্রিমা কিবা বুহিনী সদৃস্টা।
কিবা রম্বা অপছরি রতির সমান ঃ
দেখিয়া সে রুপ চান্দে হারাইল প্রাণ।
কনকাএ জির্জ্ঞাসিল সুনুকা গুচর ঃ
কি কথা তুমাতে জির্জ্ঞাসিল সদাগর।
ইসিদে[ক] হাসিয়া সনাই লাগে কহিবার ঃ
পরিহাস্য করে সাধু শালী বেবহার।
আমার সমন্দে তুমি গৌরবিত নহে ঃ
তুমিত কহিতে পারসেই মনে লয়ে।
কনকাএ বলে চান্দ সখে নাই লাজ ঃ
সহজে পাখেনা[১] দাড়ি চন্দ্রধর রাজ।
চন্দ্রধরে বলে আমি কহিছি উচিত ঃ
সুনুকা সমন্দে তুমি নহে গৌরবিত।
পুনি সুনুকাএ বলে শুন সদাগর ঃ
পরিহাস্য পরিহরি বাক্য শুন মর।
মায়ে পাঠাইয়া দিছে তুমা বিদ্দমানে ঃ
কালনাগে খাইছে ভাই নিছইন[খ] শানে[২]।
কনকা ভগিনী মর প্রাণ সমস্বর ঃ
এই হেতু আসিয়াছে চর্ম্পক নগর।
মহার্জ্ঞান জান তুমি ইসব শুনিয়া ঃ
বড় যত্নে ভগিনীরে দিছে পাটাইয়া।

---

* আদর্শ, ৯ ও ১০নং পুঁথির এ চরণের পরে শিবরামের নামে একটি লাচাড়ি আছে অন্য সব পুঁথিতে নেই বলে বাদ গেলো।

ক — ঈষৎ খ — নিয়েছে বা নেয়া হয়েছে।

---

১ — পাকনা ২ — শ্মশানে

চান্দে বলে চিন্তা নাই মহানাগে খাইলে ঃ
সর্ব্বকার্য্য সিদ্যি হৈব রতি দান দিলে।
অস্থি খসাইয়া যদি পড়ে স্থানে স্থানে ঃ
তথাপিয় জিয়াইম হেন লএ মনে।
কনকাএ বলে অরে অবুদ[১] সদাগর ঃ
আমার স্বামীর আগে কিবা গুন তর।
যত গুনর্জ্ঞান থাকে কহ মর স্থানে ঃ
যেই চায় সেই দিম আছে মর মনে।

শুনিয়া কণকা কহে র্জ্ঞান কহ তুমি ঃ
পর্ষাতে যে চায় সাধু তাএ দিম আমি।
কণকার বাক্যে চান্দ হরসিত হৈল ঃ
কুবুদ্ধি লাগিয়া চান্দে মহার্জ্ঞান কৈল।
কামে হতচিত্ত হৈয়া কিছু বুদ্ধি নাই ঃ
মহার্জ্ঞান কহিয়া দিল মনুসার ঠাই।
ভেদকরি পুনি পুনি সকল কহিল ঃ
অক্ষরে অক্ষরে র্জ্ঞান মনসা শিকিল[১]।
তখনে মনেত চিন্তে অস্থিকের আই ঃ
চান্দে কৈল মহার্জ্ঞান পরীক্ষিয়া চাই।
ভাঙ্গিয়া হাতের শঙ্ক করি খান খান ঃ
জীব বলি জল দিল পটি মহার্জ্ঞান।

---

১ — অবোধ ২ — শিথিল ৩ — রমনী, স্ত্রী

সংযুগে আছিল শঙ্ক হইল গুড়া গুড়া ঃ
পুনবুপি আরবার শঙ্কে লইল ঘুড়া।
মহার্জ্ঞান চান্দের হরিল মনুসাএ ঃ
পানিঝারি লৈয়া বার হৈল কনকাএ।
অন্তরীক্ষে গেল পদ্যা রথে ভর করি ঃ
বিচারিয়া কনকা না পায়ে অধিকারি।
কি হৈল কি হৈল বলে কিছু বুদ্ধি নাই ঃ
মির্থা আশে আছে চান্দ মুখে পড়ে ছাই।
চান্দে বলে ভাল ভাণ্ডি গেলে লঘুকানি ঃ
জানিলে কাকালি[ক] ভাঙ্গি লইতু পরাণি।
নাক-চুল কাটিয়া রাখিতু খাকার ঃ
চুন-কালি দিয়া করিতু গঙ্গাপার।
লঘুজাতি ধাঙ্গুড়ি পুরুষে কৈলে বল ঃ
মখের অমৃত আমার নাহি হয় তল।
অনিষ্ট দরশন কৈলে অশুচি সর্ব্বকাএ ঃ
স্নান - তর্পণ কৈল লামিয়া গঙ্গাএ।
কপিলা শতেক ধেনু করিলক দান ঃ
তথাপিয় শুচি নহে চন্দ্রধরের র্জ্ঞান।
যখনে চান্দের র্জ্ঞান হরিল মনুসা ঃ
ভাবিয়া বিকল চান্দ নাহিক ভরসা।

ক — কোমর, কাঁখ

চণ্ডীর মাণ্ডপে[ক] গিয়া রহে নিরাহারে ঃ
সপ্ত রাত্রি উপবাস কৈল চন্দ্রধরে।
চান্দের দেখিয়া দুক্ষ বলে ভগবতী ঃ
পৃতি[১] করি থাক ধনন্তরির সংহতি।
আমিয় বলিম তারে বিশেষ প্রকারে ঃ
দুই জনে সমপৃতে[২] থাকিবা নিরন্তরে।
চান্দেরে প্রবুদ চণ্ডী বলিলা তখনে ঃ
সপ্নরূপে কহিলেক ধনন্তরির স্থানে।
চন্দ্রধর পুত্র মর তুমি জান ভাল ঃ
তার সনে পিরিতে থাকিবা সর্ব্বকাল।
সেয় পুনি-ছুটা[খ] নহে আমার কারনে ঃ
দুইজনে পিরিতে থাকিবা সর্ব্বক্ষনে।
সপ্ন দেখি ধনন্তরি চিন্তিল রিদএ ঃ
করিম চান্দের সনে পৃত[৩] অতিশএ।
হেনকালে চন্দ্রধর সাজএ কটকে ঃ
ধনন্তরি সম্বাষিল পরম কতুকে।
আপনা নিকটে আনি উঝারে দিল বাসা ঃ
নানা ভুগ দিয়া তারে করিল সম্বাসা।
নির্ম্মান করিয়া দিল বিলক্ষন পুরি ঃ
আনন্দে তথাএ বৈসে রাজা ধনন্তরি।
শঙ্কপুরনগর রাখিলা তার নাম ঃ
উঝাসনে পৃতিবাক্য[৪] বলে অভিশ্রাম[৫]।

ক — মণ্ডপে, ঠাকুরঘরে।
খ — ছোট।

---

১ — প্রীতি ২ — সম্প্রীতে ৩ — প্রীত ৪ — প্রীতিবাক্য
৫ — অবিশ্রাম

নানা সুখে ধনন্তরি শঙ্কপুরে বৈসে ঃ
চান্দের সহিতে পৃতি বাড়িল বিশেষে।
চান্দে বলে কি করিবে লঘুজাতি কানী ঃ
ধনন্তরি আছে আর শঙ্কর ভবানী।
রাত্রিদিনে নগরে বেড়াএ কতয়াল[ক] ঃ
নাগ পাইলে তরিতে তুলিয়া দেয় শাল।
দেখিয়া চান্দের রীত জয় বিবুহরি ঃ
আপনার নিন্দা শুনি ক্রধমন করি।
একবারে করিম চান্দের বংশ নাশ ঃ

ছয় পুত্র মারি তারে করিম নৈরাশ।
এমত বলিয়া দেবী নামে রথে ভরে ঃ
ক্রুধ করি চলে পৌদ্যা চর্ম্পক নগরে।
কমল কর্কট শঙ্কচূড়[১] ধনঞ্জএ[২] ঃ
শঙ্কপাল উৎপল দেখিতে লাগে ভয়।
এই ছয় নাগরে বলিলা বিষুহরি ঃ
বাদুয়ার ছয় পুত্র ডংসে শীগ্র করি।
পদ্মার আদেশ পাইয়া ছয় নাগ যাএ ঃ
অনুক্রমে ছয় নাগে ছয় পুত্র খাএ।
রার্জ্জধরে গুরু স্থানে যাএ পটিবারে ঃ
প্রথম কমল নাগে ডংশিল তাহারে।
চক্রধরে ঘুড়াচড়ি[৩] সড়কে খেলাএ ঃ
কর্কট নাগে তার শিরে কামড়াএ।

ক — কোতোয়াল

---

১ — শঙ্খচূড় ২ — ধনঞ্জয় ৩ — ঘোড়াচড়ি

শ্রীধরে জলকৃড়া[১] করএ কৌতুকে ঃ
আচম্বিত শঙ্কচুড়ে ডংশিল[২] তাহারে।
গঙ্গাধর কুমার মন্দিরে নিদ্রা যাএ ঃ
ধনঞ্জয় নাগে তারে অলক্ষিতে খাএ।
ভেটা[৩] লৈয়া কৌতুকে খেলাএ জটাধরে ঃ
শঙ্কপাল নাগে তারে ডংশিলেক শিরে।
গদাধরে মৃগয়া করিতে গেল বনে ঃ
ডংশিল উৎপল নাগে বিষম সন্দানে।
ছয় পুত্র নাগে খাইল শুনি চন্দ্রধর ঃ
ছয় মরা লইয়া গেল পুরির ভিতর।
সুনুকা সুন্দরী বার্ত্তা পাএ আচম্বিত ঃ
উসর্চস্বরে কান্দে দেবী পড়িয়া ভূমিত।
কি কাজে মনুসা দেবী ডাকা[৪] দিল মরে ঃ
স্ত্রীবদ[৫] দিম আমি তাহান উপরে।
কার প্রাণে সহিবেক এত বড় দুক্ষ ঃ
একদিনে ছয় পুত্র গেলা পরলুক।
ছয় পুত্র মরা চান্দে দেখি একবারে ঃ
সুমাই পন্ডিত পেসে[৬] ধনন্তরির তরে।
অনেক প্রকারে যত্ন করিয়া মিতারে ঃ
ছয় পুত্র সত্তরে আমার জিয়াইবারে।

চান্দের আদেশে চলে সুমাই পণ্ডিত ঃ
ধনন্তরি নিকটেত গেলেন তরিত।

ক — ডাঁটা, বল খ — পাঠায়

---

১ — ক্রীড়া ২ — দংশিল ৩ — দাগা ৪ — স্ত্রীবধ

ছয় পুত্র চান্দের খাইল কালনাগে ঃ
তুমা স্থানে পাঠাইছে মনের সন্তাপে।
চন্দ্রধরে করে বড় তুমার ভরসা ঃ
মিত্রকার্য্য সাধিয়া জগতে রাখ যশ।
হাসিয়া গাড়ুরি বলে না ভাবিয় তুমি ঃ
ছয় পুত্র মিতার জিয়াইয়া দিম আমি।
বার্ম্মনরে ধনন্তরি করি সম্বাবন ঃ
অভিলম্বে করিলেক স্নান ভুজন।
শিষ্যগণ আদেশিয়া আনিল উঝাএ ঃ
চর্ম্পকেতে চল দূত পেসিছে[ক] মিতাএ।
উঝার বচন শুনি সব শিষ্যগণ ঃ
সারি সারি হৈয়া সব করিলা গমন।
-ঃ লাচাড়ি ঃ-
রথে চড়ি উঝা যাএ ঃ শতে শতে ঢাক বাএ ঃ
করিতে লুকের পরিত্রাণ ঃ
জয় জয় হুলস্থলি ঃ কান্দেত ঔষদ ঝুলি ঃ
শিষ্যগণে ধরিছে যুগান ।১।
মহুষদি[খ] অনুবন্দে ঃ নাগভাগে যার গন্ধে ঃ
কালকূট বিষ হয় জল ঃ
পলাএ সকল বুগ ঃ লুকেতে না করে ভুগ ঃ
পলাএ সাপিনী রসাতল ।২।
বন্দিয়া কালীকামায় ঃ সরিয়া গুরুর পায় ঃ
শুভাশুভ করিয়া বিচার ঃ
শুভক্ষনে যাত্রা করি ঃ চলে উঝা ধনন্তরি
জিয়াইতে চান্দের কুমার ।৩।

ক — পাঠিয়েছে খ — মহৌষধি

উঝা আইসে বার্ত্তা পাইয়া ঃ চন্দ্রধর আইল ধাইয়া ঃ
দুই মিত্রে হৈল দরশন ঃ
কুলাকুলি দুই জনে ঃ বসিলেক একাসনে ঃ

প্রনাম করিলা শিস্বগন[১] ।৪।
চান্দে বলে শুন মিতা ঃ অতি অদভুত কথা ঃ
কি কহিম কহন না যাএ ঃ
মনুসা বিবাদ যুগে ঃ ছয় পুত্র খাইল নাগে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ ।৫।

—ঃ পয়ার ঃ-

চান্দে বলিলেক মিতা শুন মহার্জ্ঞানী ঃ
শুনিছনি আমার সনে বাদ করে কানী।
আমার নাহিক চিন্তা কানীর বিবাদে ঃ
আপনার র্জ্ঞানে হরগৌরীর প্রসাদে।
আমারে দেখিতে কানী বড় ভাসে ডরে ঃ
কাকালি ভাঙ্গিছি হেমতালের প্রহারে।
বুড়াবুড়ি না বুলাএ[ক] বুলাএ ছায়াল[খ] ঃ
দাসী সবে ক্রধে যেন আছাড়ে বিড়াল।
পুত্র সব আমার ডংশিল এই ক্রধে ঃ
জিয়াইয়া দেয় মিতা তুমার প্রসাদে।
ধনন্তরি বলে মিতা না বলিয় আর ঃ
আন দেখি কুনুস্থানে এ ছয় কুমার।
শুদ্ধ গাড়ুরি মন্ত্র পটে ধনন্তরি ঃ
ঔষদ ঢালিয়া দিল নাকমখ ভরি।

ক — ভ্রমন করান, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরান, লঘুস্পর্শপূর্বক হস্তাদি চালনা করা।
খ — পুত্র, শিশু, শাবক, ছানা।

---

১ — শিষ্যগন

চৈতর্ন্ন পাইয়া উটে এ ছয় কুয়র[*] ঃ
উর্দ্ধ বাহু করি নাচে রাজা চন্দ্রধর।
চর্ম্পক নগরে থাকে যত নারীগন ঃ
সুনুকারে লইয়া নাচে আনন্দিত মন।
সুবর্ন্নে মন্ডিত করি সব কলেবর ঃ[*]
উঝারে দক্ষিনা দিল রাজা চন্দ্রধর।
বেদর্জ্ঞ বার্ম্মণ সব আনি বিন্ধমান ঃ
উছর্গিয়া[১] দিল ধন পুত্রের কর্ল্যান।[**]
ঔষদ বুপিল এই পালিয় যতনে ঃ
শক্তি নাই প্রবেশ করিতে সর্পগনে।
নেতার সহিতে দুক্ষ ভাবে বিবুহরি ঃ
ছয় পুত্র চান্দের জিয়াইল ধনন্তরি।

ধনন্তরি কুশলে থাকিতে পৃথিবীত ঃ
বাদে না পারিবা তুমি চান্দের সহিত।
চান্দের সহিত বাদ রহুক এখানে ঃ
শঙ্ক ধনন্তরি আগে মারিম পরাণে।

বিষুহরি পুনি পুনি জির্জ্ঞাসে নেতারে ঃ
বিষে না মরিব উঝা ভাল জানি তারে।
কিরূপে বধিম উঝা বলহ উপাএ ঃ
মারিলে গাড়ুরি উঝা জঞ্জাল ফুড়াএ[খ]।

---

*গৃহীত পাঠ ৯নং পুঁথির।
আদর্শ পুঁথির পাঠ — শূর্ন্ন মন্ডিত মন্ত ছয় করিবর।
২নং পুঁথির পাঠ — শূবন্তে মন্ডিত মর্ত্ত ছত্র করিবর।
** গৃহীত পাঠ ৯নং পুঁথির।
আদর্শ পুঁথির পাঠ — উছর্গিআ দিল ছয় পুত্রের কর্ল্যান।
২নং পুঁথির পাঠ — উছর্খিল পুত্রের কল্যানে।

ক — কুমার খ — ফুরায়

---

১ — উৎসর্গিয়া

বিষুহরি বলে নেতা কহি শুন পুনি ঃ
কিরূপে গাড়ুরি মরে কহগ ভগিনী।
করিয়া বিষের লাড়ু খিরিসা* মাখিয়া ঃ
শঙ্কপুরে লইয়া যায় পসার সাজাইয়া।
লাড়ুর্জ্ঞানে তাহারে লইব সেইক্ষন ঃ
বিষলাড়ু খাইলে উঝা তেজিব জীবন।
পদ্মা বুলে তুমি বিনে কে আছে আমার ঃ
অবিলম্বে যায় নেতা সাজাইয়া পসার।
পদ্মার বুলে নেতা শঙ্কপুরে যাএ ঃ
'লাড়ু লৈবায় লাড়ু লৈবায় ডাকে উর্স্চরাএ।'
সভাকরি বসিয়াছে উঝা ধনন্তরি ঃ
পসার লইয়া তথা গেলেন সুন্দরী।
লাড়ু লৈবায় করিয়া ডাকএ ঘনে ঘন ঃ
ডাক দিয়া বুলে উঝা লইম আপন।
কেমন তুমার লাড়ু আনহ গুচরে ঃ
কি মলে[১] বেচিবা তারে বুলহ সত্তরে।
গয়ালিনী বুলে লাড়ু লক্ষকের মল[২] ঃ

খাইলে বুঝিবা সাদ বড়ই বিপুল।
হাসিয়া গাড়ুরি উঝা বুলে গয়ালিরে ঃ
লক্ষকের মলু° ধনি না করি তুমারে।
অভিপ্রায় মর্ম্ম° দিয়া লাড়ু লৈল উঝা ঃ
প্রান রাখি গেল নেতা মাথে লৈয়া বুজা°।

গৃহীত পাঠ ২নং ও ৩নং পুঁথির।
আদর্শ পুঁথির পাঠ — লাড়ু লাড়ু ডাকে উর্সচরায়।

ক — গাঢ়ক্ষীর, নবনীত

---

১ — মূল্যে　　২ — মূল্য　　৩,৪ — মূল্য　　৫ — বোঝা বা বোঁঝা

শিষ্যগন লইয়া লাড়ু খাএ ধনন্তরি ঃ
নাশাপুটে কুট-কুটি কর্ম্মমলে[১] ধরি।
উঝা বলে এ কি পরমাদ আচম্বিত ঃ
বিষ লাড়ু হেন তবে পাইল সঙ্কিত[২]।
"বির্ম্মাদিয়া" "কর্ম্মমলে খাজাএ তখন ঃ
মহামন্ত্র সরণ করিল ততক্ষণ।
মন্ত্রবলে বিষ সব করিলেক জল ঃ
পূর্ব্বপ্রায় উঝা তথা আছে কতুহল।
পুনি পুনি পদ্মাবতী নেতা স্থানে কহে ঃ
অবুদিয়া উঝার বিষের নাহি ভএ।
কি প্রকারে উঝারে করিম পরাজয় ঃ
বুলহ ভগিনী যুক্তি ভাল যেই হয়।
নেতা বুলে পদ্মাবতী শুন মর কথা ঃ
এই যুক্তি ভাল যদি ঘটাএ বিধাতা।
ধনন্তরির বণিতা সরজা রূপবতী ঃ
কবটে সৈয়ালা কর তাহান সঙ্গতি°।
তবে সে পাইবা তার মরণ যেমত ঃ
পুরুষে না রাখে গুপ্ত স্ত্রীর সহিত।
পদ্মা বুলে চান্দে যত করে অপমান ঃ
তুমি ভগ্নী হনে যদি হয়ত সর্ম্মান।
নেতা বুলে চিন্তা না করিয় বিষুহরি ঃ
উপাএ করিয়া আমি বধিম গাড়ুরি।
পুনর্ঘুপে দধির পসরা সাজাইয়া ঃ
শঙ্কপুড়ে গেল নেতা প্রসর্ম হৃইয়া।

---

* ২নং পুঁথিতে ও বির্ম্মা, ৯নং পুঁথিতে চরনটি নেই।

ক — গুচ্ছ বিশিষ্ট এক প্রকার লম্বা ঘাস, শক্ত ঘাস।

---

১ — কর্ণমূলে ২ — সংকেত ৩ — সংহতি

দধি লইবায় করিয়া গয়ালি[১] দিল ডাক ঃ
সরজা সন্তুষ হৈয়া বুলে দধি রাখ।
আনহ গয়ালি দধি বলএ সরজা ঃ
আপনে ধরিয়া হাতে নামাইল বুজা।
দিবাএ আমারে দধি শুন জামাইর মায় ঃ
পাইবা উচিত মল পসার লামায়।
নেতা বুলে এমত বেভার তুমার ঘরে ঃ
কুলের ছায়াল হেন দেখএ উঝারে।
হাস পরিহাসে দধি সকলি বেচিল ঃ
নানা কথা প্রলাপনে তাএ জিজ্ঞাসিল।
উপাদিক[ক] দধি-দুগ্ধ দিল সরজারে ঃ
সরজাএ বেভার দিলেক গয়ালিরে।
পরস্পর আনন্দিত সে দুই সুন্দরী ঃ
সমন্দালা[খ] পাতিলেক মায়ে - ঝিয়ারী।
অন্যে অন্যে মহাপৃতি বাড়িল দুহার ঃ
দধি-দুগ্ধ লইয়া নেতা আইসে বারে বার।
এই রুপে অনেক দিবস গয়াইল[২] ঃ
আরদিন সরজাতে নেতাএ কহিল।
একখানি কথা মায় কহিবারে চাই ঃ
নিসন্দেহ ভাবে যদি কহ মর টাই।
কার সনে সইয়ালা করিছ গ ঝিয়ারী ঃ
অনুরুপ সই আমি ঘটাইতে পারি।

ক — বিশেষ, অধিক, অতিরিক্ত — প্রভৃতি।
খ — সম্বন্ধ স্থাপন করা বা পাতানো।

---

১ — গোয়ালিনী ২ — গোঙাইল

শশিশেকরের[১] কর্ম্মা পরম সুন্দরী ঃ
রুপে - গুনে - যৌবনে তুমার সমস্বরী।
সারদা তাহান নাম কি দিম উপুমা[২] ঃ
রুপ - গুন - যত ইতি দিতে নারি সীমা।

তুমার যতেক কথা কহিছি সকল ঃ
সইয়াল করিতে তান বড় কতুহল।
তাইন বড় সন্তুষিত এই কথা শুনি ঃ
ভৈনারি[ক] ঘটাইতে মরে বলে পুনি পুনি।
তান সনে সইয়ালা ভার্গে সে পুনি ঘটে ঃ
দুই-খানি ভগ্নী যেন একমায়ের পেটে।
পাইবাএ সুখ বড় করিলে সইআলা ঃ
পর্ছাত বুঝিবা আমি করিয়াছি ভালা।
শুনিয়া সরজা বুলে শুনগ মায়ই ঃ
মর মাথা খায় যদি না মিলায় সই।
মর বড় ইর্ছা আছে করিতে ভৈনারি ঃ
অনুরূপ না পাইয়া মনে চিন্তা করি।
এতেক আমার সই মিলায় মায়ই ঃ
অবিলম্বে আনি দিবা মর প্রাণ সই।
গয়ালি বলে মায় হৈল মর ডরে ঃ
সর্ব্বথা আনিয়া দিম সইয়ারি তুমারে।
বিদাএ হহিয়া নেতা গেল নিজস্থানে ঃ
বিবেচিয়া কহিলেক মনুসার স্থানে।

ক — পাতানো কোন সম্বন্ধ।

---

১ — শেখরের   ২ — উপমা

শুনিয়া হরষ হৈলা শঙ্কর তনয়া ঃ
নানা বহুমর্ল্ল দ্রব্ব ভার সাজাইয়া।
মদন কদলী-আম্র-গুয়া-নারিকেল ঃ
মিস্ট পান কপ্পুর[১] শ্রীফল আর বেল।
খৈ-দৈ-দুগ্দ-ঘৃত আর বিন্নু-তেল ঃ
শঙ্কপুরে নেতাবতী অবিলম্বে গেল।
সরজা দেখিয়া তবে হরসিত হৈল ঃ
সখীগন সঙ্গে করি আগুবাড়ি নিল।
লক্ষজন সঙ্গে করি নিল অন্তপুরি[২] ঃ
আগে হৈয়া চলে নেতা মায়া নিশাচরি।
সর্ব্বনাশ করিবার গেল শঙ্কপুরি ঃ
মঙ্গল জুকার দিলা সরজা সুন্দরী।
আনিয়া সকল দ্রব্ব ঘরে দিল তুলি ঃ
উটিয়া সে দুইজনে কৈলা কুলাকুলি।
সহস্রেক ভার বস্তু করিয়া পুরন ঃ

পরিবর্ত্তে পাটাইল সৈ[৩] সম্বাষণ।
মাহইরে[৪] সম্বাষিলা দিয়া বহুধন ঃ
অন্যে অন্যে মহাপৃতি বাড়িল তখন।

এই মতে পুনি পুনি নিতি আত্যাগতে[ক] ঃ
বাড়িল অনেক পৃতি সুরিদের[৫] মতে।
আরদিন নেতা দধি বেচিবারে গেল ঃ
নানা রূপ দধি-দুগ্ধ সরজারে দিল।

ক — আসা যাওয়ায়, যোগাযোগে প্রভৃতি।

---

১ — কর্পূর ২ — অন্তঃপুরি ৩ — সই, সখী ৪ — মাঐরে ৫— সুহৃদের

যত্ন করি সরজাএ বুলে গ মায়ৈ ঃ
কতদিনে দরশন পাম প্রান সৈ।
নেতা বুলে আর অপক্ষার কার্য্য নাই ঃ
প্রভাতে আনিয়া দিম অনুরূপ সই।
পদ্যারে আসিয়া নেতা কহিল তরিত ঃ
শীঘ্র করি চল পদ্যা উঝার পুরিত।
প্রসন্ন বদনে পদ্যা লএ লক্ষভার ঃ
মদক[১]-সন্দেশ মধু শর্করা সুসার।
ভাণ্ডে ভাণ্ডে সুগন্ধি লৈল ভরি ঃ
গুয়া নারিকেল পান লইল খারাভরি[ক]।
তৈর্ল্ল সিন্দুর[২] আর শঙ্ক পটশাড়ী ঃ
নানা বস্তু লৈয়া চলে ভৈনারির বাড়ী।
মন্ত্রিত পাটের দুলা[৩] সুয়ার করিয়া ঃ
কবট করিয়া পদ্যা গেলেন চলিয়া।
আগে পাছে অপছরিগনে গীত গাএ ঃ
সৈয়ালা করিতে পদ্যা শঙ্কপুরে যাএ।
সরজা কৌতুক রঙ্গে নারীগন লৈয়া ঃ
অনুব্রজি[খ] নিল আসি মঙ্গল পাইয়া।
প্রসর্ন্ন বদনে দুহে কৈলা কুলাকুলি ঃ
পঞ্চাশ মাণিক্য দিলা সৈয়ে সৈয়ে মিলি।
অর্গ্য হাতে আঘিয়া[৪] আনিলা নিজঘরে ঃ
উপাধিক যত বস্তু দিলা ভৈনারিরে।

ক — ঝুড়িভরি।
খ — অনুসরন করা, আগবাড়াইয়া লওয়া, এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করা।

---

১ — মোদক ২ — তেল-সিন্দুর ৩ — দোলা ৪ — অর্ঘ্য হাতে নিয়ে

সরজাএ ঘরে নিয়া যম দিলা বাসা ঃ
সর্ব্বনাশ করিতে আসিলাই মনুসা।
জলে ঝাপ দিল শীলা বান্দিয়া গলাএ ঃ
উরে আগ্নি রাখিয়া কৌতুকে নিদ্রা যাএ।
মায়ারূপ ছলে পন্থা নির্ও আইসে যাএ ঃ
কালসর্প ঘরে থৈয়া আনন্দে গয়াএ*।
বাড়িল পরম পৃতি নিতি আগমনে ঃ
ভির্ন্নভাব নাহিক জানকীনাথে ভনে।
ছিদ্র পাইয়া রহে পদ্যা হহিয়া সাবধান ঃ
আরদিন জির্জ্ঞাসিল সরজার স্থান।
হেরেগ পরান সৈ আগে নাহি কই ঃ
শুনিতে তাহান কথা বড় ধন্দ হৈ।
সরজাএ বুলে তান ঘরে কুনুকাম ঃ
সর্গ - মর্ত - পাতাল বেড়াএ অভিশ্রাম।
পুনরূপি আরবার বলে পৌদ্যাবতী ঃ
সৈয়ার বিবাদ শুনি নাগের সজ্ঞাতি।
বিষপান করে উঝা বিষে করে স্নান ঃ
কতকাল সুবে যাইব নাহিক কর্ম্মান।
হাসিয়া সরজা বুলে পদ্যার গুচর ঃ
নাগের প্রভাব নাই উঝার উপর।
বড় বড় নাগগন মন্ত্রবলে আনি ঃ
উঝারে দেখিতে নাগের পড়ে চক্ষের পানি।

ক — কাটায়

মনুসাএ বুলে সৈ শুন মর কথা ঃ
অমরিল সংসারে কেয় নাহিক সর্ব্বথা।
পশুপক্ষী সচল অচল নর নাগ ঃ
জর্ম্ম মির্ত্তু এড়াইতে কার আছে ভাগ।
ভাল বিনে মন্দ তুমা না করিম আমি ঃ
উঝার মরণ কথা জির্জ্ঞাসিয় তুমি।
পুরুষের অর্দ্ধভাগ নারী না হয় পর ঃ
জাগিলে না হএ চুরি গৃহস্থের ঘর।
জর্ম্মিলে মরন আছে অর্ন্নথা না হএ ঃ
অপর্জ্ঞা করিয়া উঝা তুমাতে না কহে।

সরজা বলিল ভাল কৈছ গ ভৈনারি ঃ
জির্জ্ঞাসিম ঘরে আইলে উঝা ধনন্তরি।
অন্তরীক্ষে রহে পদ্যা রথে করি ভর ঃ
কতদিন অছান্তরে উঝা আইল ঘর।
স্নান ভুজন করি প্রবেশিল ঘরে ঃ
শয়ন করিল পুনি পালঙ্গা[১] উপরে।
উঝার নিকটে গিয়া শুইল সরজা ঃ
হাস - পরিহাস ছলে পুছিলেক[ক] উঝা।
মখশুদ্ধি কর পুয়া তাম্বুল ভক্ষণে ঃ
একই শরীর তুমি অর্ন্নভাব কেনে।
সরজা বলিল তুমি কবট সর্ন্নাসী ঃ
দ্রিদয়[২] ভরিয়া নিয় মখে হাসি রাসি।

ক — জিজ্ঞাসা করলো।

---

১ — পালঙ্ক।　　　২ — হৃদয়।

উঝা বুলে তুমি আজি হেন কৈলা কেনে ঃ
মন - দুক্ষি হৈয়া কথা কহ কি কারনে।
তুমি বিনে আমি আর না জানি সর্ব্বথা ঃ
না কহ নির্স্চয় যদি খায় মর মাথা।
তবে সরজাএ বুলে গাড়ুরি উঝারে ঃ
তুমার অধিক আমার কে আছে সংসারে।
ভাল - মন্দ আমাতে না কহ কি কারণ ঃ
কুথা থাক কুন কর্ম্ম কি মতে মরণ।
ধনন্তরি বুলে আমি অমরিল সংসারে ঃ
কি কারনে তুমি তাকে জির্জ্ঞাস আমারে।
সরজাএ বুলে আমি শুনিলে কি দুষ ঃ
স্ত্রীর আপনা কভু না হএ পুরুষ।
উঝা বুলে সরজা সহজে চঞ্চল ঃ
তুমি যদি ভালবাস কহিম সকল।
স্ত্রীর মায়াএ আর মনুসার কবটে ঃ
আপনার ভরা উঝা ডুবাইল ঘাটে।
আপদ পড়িলে বুদ্ধি না সরে বুদজন ঃ
কহিল সকল উঝা যেমতে মরণ।
মরণ সন্নিত[ক] হৈলে কিছু বুদ্ধি নাই ঃ
কহিল সকল কথা সরজার টাই।

ক — সন্নিহিত।

শিবের জটাএ নাগ উদকাল থাকে ঃ
যেনমতে মন্ত্রবলে উঝা আনে তাকে।
যেনমতে দিল তারে দুক্ষ ঘুরতর ঃ
যেনমতে পলাইল মনির গুচর।
ধরিলাম যেনমতে মনির অগ্রেতে ঃ
করুনা করিয়া নাগে কহিল যেমতে।
যেনমতে বর্ম্মরন্ধ্রে[১] ডংসিব উদকালে ঃ
যেনমতে বর্ম্মশাপ দিল মনি-বলে।
যেনমতে মনিরে স্থবিল ধনন্তরি ঃ
তবে মনি উপায় করিলা যুক্তি করি।
এই সমাচার উঝা বেক্ত না করিবা ঃ
যেইদিন বেক্ত কর সেদিন মরিবা।
তুমাতে কহিল এই সঙ্খেপ বচন ঃ
অর্ন্নস্থানে বেক্ত না করিবা কদাচন।
প্রভাতে উঠিয়া উঝা গেল সর্গপুরি ঃ
হেনকালে পদ্যাবতী মিলিল সত্তরি।
সইয়ারি আসিলা শুনি সরজা সুন্দরী ঃ
গলাগলি করি গেলা লৈয়া নিজ পুরি।
হাস - পরিহাসে তবে বৈসে দুই সই ঃ
গুপ্ত-করি এই কথা কহিল তথাই।
উঝার মরণ হএ যেমত প্রকার ঃ
জির্জ্ঞাসিলু তান স্থানে কথা যে তুমার।
উদকাল নাগে যদি বর্ম্মরন্ধ্রে খাএ ঃ
তবে সে মরণ তান কহিছে উপাএ।
সুবর্ন্নের টুপ শিরে থাকে অনুক্ষণ ঃ
ঢাকিয়া বান্দিছে শিরে সন্দেহ কারণ।
এতেকে আমার তুমি প্রাণসম সই ঃ
গৃহছিদ্র মর্ম্মকথা তে কারণে কই।
বেক্ত না করিবা কথা রাখিবাএ মনে ঃ
প্রমাদ ফলিব যদি শুনে অর্ন্নজনে।
শুনিয়া মনুসাদেবী হাসে মনে মনে ঃ
বিধাতার নিবন্দ জানকীনাথে ভুনে।
সরজারে সম্বাষা করিয়া তরাতরি ঃ
চলিলা কৈলাশপুরে নেতা সঙ্গে করি।
চক্ষুহীন জনে যেন পাইল নয়ন ঃ
দরিদ্রে পাইল যেন অকস্মাত ধন।

শিবের সমীপে যদি গেলেন মনুষা ঃ
হাসিয়া শঙ্করে করে কুশল জির্জ্জাসা।
পদ্মাবতী বুলে বাবা তুমার প্রসাদে ঃ
প্রাণ হারাইনু মই চান্দের বিবাদে।
এক নিবেদন বাপ করিএ তুমাতে ঃ
উদকাল[১] নাগ দেয় উঝারে ডংশিতে।
সেয়ত চান্দের পক্ষ পার্ব্বতীর বরে ঃ
সেয় মরে দুরাক্ষর বলএ সত্তরে।

---

১ — উদয়কাল নাগ।

শিবে বুলে উঝা তুমা কি করিতে পারে ঃ
কুনুকার্য্য সিদ্ধি হৈব ডংশিলে উঝারে।
ধনন্তরি সহাএ করিয়া চন্দ্রধরে ঃ
তেরকুটি নাগ মর আছাড়িয়া মারে।
নগরে মৃদঙ্গ লৈয়া বায়ে নটগণ ঃ
মনুসা মণ্ডন বাদ্য বাএ ঘনে ঘন।
যদি বাপ নিবেদন না শুন আমার ঃ
পুনরূপি মখ তুমা না দেখিম আর।
শুনিয়া শঙ্করে বুলে শুন উদকাল ঃ
ডংশিয়া গাড়ুরি উঝা খণ্ডায় জঞ্জাল।
উদকাল নাগ বুলে শুন ত্রিপুরারি ঃ
উঝারে ডংশিতে আমি যাইতে না পারি।
আর্জ্ঞা হৈলে ধনন্তরি গিলিতে পারি বলে ঃ
*পরাক্রমে পৃথিবী যাইব রসাতলে।
বিষানলে ডংশিতে পারি এ তিন ভুবন ঃ*
ধনন্তরি না ডংশিম শুন পঞ্চানন।
পদ্মাবতী বুলে নাগ চিন্তা কর কেনে ঃ
কেশমৈদ্ধে করি তুমা নিবাম যতনে।
উঝারে ডংশিলে পুনি দিবাম আনিয়া ঃ
চলহ আমার সঙ্গে নির্স্চিন্ত হইয়া।

** গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।*
আদর্শ পুঁথির পাঠ — পরাস পৃথিবী জাএ রসাতলে।
৯নং পুঁথির পাঠ — পরসে পৃথিবীখান জাএ রসাতলে।

অনেক প্রকারে তারে দিলেক ভরসা ঃ
চলিলা পদ্মার সঙ্গে হইয়া নৈরাশা।

বাপরে প্রণাম করি চলে বিষুহরি ঃ
উদকাল সঙ্গে প্রবেশিল শঙ্কপুরি।
শয়ন করিছে উঝা পালঙ্গা উপর ঃ
অন্দকার প্রকাশ যেমত শশধর।
দৈবযুগে মাথার মটুক[১] আছে খসি ঃ
প্রপঞ্চক[ক] করিছে পৌন্ধা মায়া রাক্ষসী।
উঝারে দেখিয়া নাগে থরথরি কাঁপে ঃ
পূর্ব্ব অপমান স্মরি না যাএ সমীপে।
খেনে খেনে আগুয়াএ খেনে ভাসে ডর ঃ
কুকুরে যেমত চাএ তরিতে সাগর।
সাত-পাঁচ ভাবি নাগে গেল তার পাশে ঃ
প্রাণপণে নিশা ভাগে বর্ম্মরন্দ্রে ডংশে।
'অমা'-করি ডাক দিয়া উটে ধনন্তরি ঃ
নাগ লইয়া তরিতে চলিলা বিষুহরি।
উঝাবুলে সরজা কি সুখে নিদ্রা যায় ঃ
মরণ-সময় কালে উটিয়া না চায়।
সরজা সরজা বুলি ডাকে ঘনে ঘন ঃ
কালনিদ্রা পীড়িয়াছে নাহিক চেতন।
রিদএ চাপড় মারি করিল চেতন ঃ
কি চায়সি উদকালে করিছে ডংশন।
ভালগুপ্ত আমাস্থানে কালি জির্জ্ঞাসিলে ঃ
লইয়া মরণ-ছিদ্র আমারে বধিলে।

ক — প্রতারণ, ছল, কপট

---

১ — মুকুট ২ — ওমা, মাগো

সরূপে মনির শাপ ফলিল আমার ঃ
শিস্বগণ[১] আনিয়া চিন্তহ প্রতিকার।
শুনিয়া উঝার বার্ক্ক সরজা সুন্দরী ঃ
ডাকিয়া আনিল শিস্ব এক এক করি।
আইস রেখাকুয়া বাগা আইস ভদ্রমখা ঃ
হেঙ্গাই গঙ্গাই আইস উর্ম্মুকা-শূর্ম্মুকা।
আইস রে বর্ব্বরা খুরা আইসরে চেঙ্গারা ঃ
দুলাই ফুলাই আইস বিকটা বিঝাড়া।
শঙ্ক-বঙ্ক-দ্রনবল সামদান চিলা ঃ
কর্কট মর্কট হিম ভীম কালা-পীলা।
সঙ্কেপে কহিল সব আনিল ডাকিয়া ঃ

আকুল হৈল তারা উঝারে দেখিয়া।
শিস্বগন সম্বুদিয়া বুলে ধনন্তরি ঃ
তরিতে চলহ তুরা যথা গন্দগিরি।
কৃষ্ণবর্ণ গাছগুটা রক্তবর্ণ-মল[২] ঃ
স্বেতবর্ণ পত্র ফল পীতবর্ণ ফুল।
তিনকুটি গন্দর্ব্বে রাখএ সর্ব্বদাএ ঃ
নরনাগ সুরাসুরে না পাত্র তাহাএ।
গন্দর্ব্ব করিয়া তুষ্ট অন্ন-দধি দিয়া ঃ
তবে মহুষদি[৩] তারা দিবা দেখাইয়া।
সাল-সৌল[ক] পুড়িয়া ছয়াইয়[৪] মহুষদি ঃ
তবে সে আনিয় তারে মইৎস[৫] জীয়ে যদি।

ক — লেটাজাতীয় এক প্রকার বড়মাছ।

---

১ — শিষ্যগণ ২ — মূল ৩ — মহৌষধি ৪ — ছোঁয়াইয় ৫ — মৎস, মাছ

নারহ এথাতে তরা[১] করহ গমন ঃ
রাত্রি ফুসাইলে[ক] যত সব অকারণ।
শুনিয়া উঝার হেন সঙ্কট বচন ঃ
অবিলমে উত্তরিলা গন্ধমাদন।
উঝাএ বুলিল যেন তেমত করিল ঃ
ভক্তি করি গন্দর্ব্বরে অন্ন-দধি দিল।
তুষ্ট হৈল তারাসব অন্ন-দধি খাইয়া ঃ
অকবটে মহুষদি দিলা দেখাইয়া।
পুড়িয়া যে মইৎস সব ছয়াএ সেকালে ঃ
ধরপড়ি[১] করি মইৎস প্রবেশিল জলে।
হরষিতে ঔষদ লইয়া শিস্ব আইসে ঃ
নেতাবুলে মনুসা রহিছ কি ভরষে।
শিস্বগণে ঔষদ আনএ তরাতরি ঃ
ঔষদ পরশে পুনি জীব ধনন্তরি।
অবিলম্বে যায় পৌদ্যা শুন মর কথা ঃ
মায়া ধনন্তরি পুড় সাজাইয়া চিতা।
তা দেখিয়া পদ্যাবতী অগ্নিকুণ্ড করি ঃ
প্রভু প্রভু ডাকছাড়ি কান্দে বিষুহরি।
মায়াধনন্তরি তার নিকটে রাখিয়া ঃ
খনে উঠে খনে পড়ে দীর্গ ডাক দিয়া।
যেনমত সরজা তেমন রুপ-ভেশ ঃ
কুণ্ড মৈদ্ধে পুড়ে উঝা আউলাইয়া কেশ।

ক — পোহাইলে

---

১ — তোরা, তোমরা   ২ — ধড়ফল, ছটফট।

হেনকালে শিস্বগণ আসিলেক তথা ঃ
প্রভু বুলি মনুসা দুইহাতে ফুটে মাথা।
কথাএ চলিছ তরা শুন বিবরণ ঃ
কতক্ষণ হএ উঝা তেজিল জীবন।
পুত্র নাই মিত্র নাই তুমি সব বিনে ঃ
অগ্নিকার্য্য উঝার করহ ভালমনে।
শুনিয়া এমত বানী বুলে শিস্বগণ ঃ
উঝা মৈলে ঔষদের কুনু প্রয়জন।
উড়াইয়া পালায়েত সব মহুষদি ঃ
কেমতে কুশল যার মনুসা বিবাদী।
লাড়িয়া-চাড়িয়া উঝা ভালমতে পুড়ি ঃ
স্নানকরি তারা সব গেল নিজবাড়ি।
আসিয়া দেখিলা বসি আছে ধনন্তরি ঃ
আন আন ঔষদ ডাকয়ে তরাতরি।
তবে শিস্বগণে বুলে শুন অধিকারী ঃ
অদ্ভুদ কথন সব কহিতে না পারি।
অগ্নিগুন্ড করিয়া সরজা ঠাকুরাণী ঃ
তুমারে করএ কাস্টক কান্দে পুনি পুনি।
হেন বিপরীত দেখি আসিলু সর্ত্তরে ঃ
ঔষদ পালাইয়া কান্দি আসিলাম ঘরে।
উঝা বুলে পুনি যায় ঔষদ যথাত ঃ
যেই পায় লৈয়া আইস আমার সাক্ষাত।
লড়ালড়িখ করিয়া চলিলা শিস্ববর ঃ
সেইস্থানে দেখিলেক অগাদ১ সাগর।

ক — শবদাহ কাজ   খ — গা ঝাড়া দিয়ে, তাড়াতাড়ি

---

১ — অগাধ

ফিরিয়া আসিলা তারা সাগর দেখিয়া ঃ
উঝারে সকল কথা কৈল বিবেচিয়া।
উঝা বলে পুনি তরা যায় সরবরে ঃ
গণ্ডুষেক জল তরা আনহ সত্তরে।

ইহা শুনি শিস্বগণ চলে উর্দ্ধমখে ঃ
সেইস্থানে হালচষে শতে শতে লুকে।
ধাইয়া আসি জানাইল উঝার সর্ম্পাসে[১] ঃ
সরবর নাই তথা লুকে হাল চষে।
ইহারে শুনিয়া উঝা নিঃস্বাস ছাড়িল ঃ
নির্স্চয় মরণ উঝার তখনে জানিল।
লাচাড়ি
মরণ নিকট জানি ঃ বুলে উঝা মহার্জ্ঞানী ঃ
শুনরে সকল শিস্বগণ ঃ
স্রিতে[২] যে গুপ্ত কহে ঃ সে পুনি সুবুদ্ধি নহে ঃ
অকালেত মিত্তুর লক্ষণ ।১।
সরজা আমার স্রি ঃ জির্জ্ঞাসিল গুপ্তকরি ঃ
আমার মরণ কেনমতে ঃ
কহিলু আপনা জানি ঃ মিত্তুর কাহিনী ঃ
তেকারণে মিত্তু আচমিত ।২।
স্রিবুদ্ধি বিপরীত ঃ আপ্তনহে কদাচিত্ত ঃ
সর্প যেন থাকে মহাভয় ঃ
খাণ্ডা[ক] ঘুড়া আর স্রি ঃ এ তিন পরাণের বৈরি ঃ
যেই কহে তার মিত্তু হএ ।৩।

ক — খাণ্ডা, খাঁড়া, পশুছদনার্থ লোহার অস্ত্রবিশেষ

---

১ — সকাসে, নিকটে ২ — স্ত্রীতে

নিশি অবশেষ হৈল ঃ পূর্ব্বে ভানু প্রকাশিল ঃ
ধনন্তরি তেজিল জীবন ঃ
বিধাতা লেখিছে যারে ঃ স্রিতে কি করিতে পারে ঃ
জানকীনাথের সুরচণ ।৪।
পয়ার
ধনন্তরি মৈল দেখি সরজা সুন্দরী ঃ
ধরণী লুটাইয়া কান্দে প্রভু প্রভু করি।
কান্দে সরজা নারী প্রভু প্রভু করি ঃ
আমারে ছাড়িয়া প্রভু গেলা নিজবাড়ি।
অভাগিনী নারী মই কুলকলঙ্কিনী ঃ
মরদুষে অকালেত হারাইয়া প্রাণি।
কবটে মনুসা দেবী করিলা ভৈনারী ঃ
গৃহছিদ্র উন্ধারিলা আপ্তভাব[খ] করি।
মই অভাগিনী ছার না বুজিলু তারে ঃ

ঘরশুদ্ধি বার্ত্তা কৈলু বিপক্ষের তরে।
পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসার দাস ঃ
পয়ার প্রবন্দে কথা করিল প্রকাশ।
অশ্ব-গজ-ধনরত্ন আছে যতইতি ঃ
কে করিব অধিকার নাহিক সন্ততি।
বুকফুটে কেশ লুটে আছাড়এ গায় ঃ
ঘনে ঘনে প্রভু বুলি আছাড়এ গায়।

---

* *এই চরণের পরে লাচাড়ি'র উল্লেখ। কিন্তু বর্ণনায় পয়ারই দেখা যায় বলে লাচাড়ি শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে।*

ক — মিত্রভাব, বিশ্বস্তভাব।

[দিসা — সখী আগে না জানিয়া কেনে পিরিতি করিলে ঃ
ধনে প্রাণে-কুলে-শীলে সকলি হারাইলে।।]
উট উট আরে প্রভু কেন আছ শুতি ঃ
মই অভাগীরে কেনে না দেয় সর্ম্মতি।
সুবর্ন্ন পালঙ্গে উটি করহ শয়ন ঃ
শর্করা মদক আদি করহ ভুজন।
হেনমতে কান্দে নারী শুকে দহে তনু ঃ
মহা দীপ্তমান হৈয়া উটিলেক ভানু।
ভাষাইয়া দিল উঝা সব শিস্বগণে ঃ
লুকাচার শ্রাদ্ধ-পিণ্ড দিলেক তখনে।
এইমতে ধনন্তরি হহিল সঙ্গার ঃ
রচিল জানকীনাথে সরস পয়ার।
উঝারে বধিয়া পৌদ্যা সাধিলা সর্ম্মান ঃ
মহাকুপে কাটিলা চান্দের বাগয়ান[১]।
প্রথমে কাটিল ফল সকল বিচারি ঃ
বিষদিষ্টে না রাখিলা চান্দের উহারি*।
জাতি-যুতি-টগর-বকুল-নাগেশ্বর ঃ
মবুয়া মাধবীলতা চর্ম্পক অপর।
জবা-সাফালিকা আর কদম-লবঙ্গ ঃ
কেতকী-করলা-কেয়া মালতী দুলঙ্গ।
পলাশ-কাঞ্চন পদ্দ-রঙ্গান যে মালী ঃ
গন্ধরাজ-কদম-শ্রীফল[২] আর বেলি।

ক — ওখানে

---

১ — বাগান ২ — শ্রীফল

নানা জাতি ঔষদ কাটিল তার পাছে ঃ
যারনামে সর্পগণ কর্ম্পমান আছে।
বিশার্ল্যাকারিনী[১] আর জীব সঞ্চারিনী ঃ
নানা জাতি ঔষদ যে বেদ উর্স্চারিণী[২]।
কালি ধলি শ্বেত পীত ভূমিকর্ম্প বড় ঃ
উপাড়িয়া পালাইল না রাখিল জড়।
সংক্ষেপে কহিল যত ঔষদ কাটিল ঃ
তারপাছে পদ্মাবতী ফলমদ্ধ্যে গেল।
গুয়া - নারিকেল কাটে বড়ই রসাল ঃ
খাজুর ত্রিফল আম-জাম বিদ্ধমান।
বদরি কমলা বেল চালিতা ভেফল ঃ
আমলকি - হরিতকি আর আতাফল।
ঢেউয়া কাউ টরখই কামরাঙ্গা ভাল ঃ
তথাতে খাণ্ডা করি কাটে প্রধান তমাল।
নারাঙ্গি জামীর কাটে কাগজিয়া আর ঃ
পানিজা ভাজ্ঞামড়া বদরি কাটে সার।
মধুকুস পাতালেমু নারাঙ্গি সাতকরা ঃ
এলাইচা আদালেমু ভুজন কপ্পুরা।
তারপাছে কাটেকলা অতি অনুপাম ঃ
রামকলা সফরি কলা কতদিম নাম।
চিনাচার্ম্পা কলা কাটে সফরি প্রধান ঃ
আটীয়া কদলী কাটে আর বর্ত্তমান।

---

১ — বিশাল্যকরণী ২ — বেদ উচ্চারিত বা কথিত।

রঙ্গাবীর গুপীকলা চিনারী সুধীর ঃ
কাচকলা ভুসাকলা কাটিল সিবির।
বাগয়ান কাটিল চান্দের মনুসা কুমারী ঃ
ছয়নাগ পাটাইল চর্ম্পক নগরী।
কেউটিয়া - উপলিয়া ধামাই ধুমাই ঃ
কালমুখা বিশালিয়া চলিলা তথাই।
ইসবকে ডাক দিয়া বলে বিষহরি ঃ
বাদুয়া চান্দের পুত্র ডংশ তরাতরি।
মনুসার আদেশে চলিলা নাগবল ঃ
লুকি দিয়া রহিলেক মহাগুপ্তস্থল।
হেন কালে দূতে আসি চান্দরে কহিল ঃ

ধনন্তরি উঝা আইজ্ঞ পরলুক হৈল।
শুনিয়া উঝার মিতু রাজা চন্দ্রধরে ঃ
মিত্র মিত্র বলিয়া কান্দএ উর্স্চস্বরে।
পুত্রসব সঙ্গে করি গেল শঙ্খপুরি ঃ
হিতবাক্য প্রবুদিলা সরজা সুন্দরী।
দৈবযুগে যে হইল কি করিতে পারি ঃ
শুক পরিহর অবে শুনহ সুন্দরী।
তিনপুত্র রাখিল তথার সাবধান ঃ
সরজারে দেখিবাএ সুনুকা সমান।
ধনরত্ন রক্ষা করি থাক শঙ্খপুরে ঃ
যে বুলে সরজা তারে করিয় সত্তরে।
আজ্ঞা বিনে কুনু কার্য্য কব না করিবা ঃ
যে মত সুনুকা তেন সরজা জানিবা।
ইহাশুনি পদ্মাবতী মনে হৈল হাস ঃ
শঙ্খপুরি রক্ষা করি যায় মতিনাশ।
আজ্জি তুর তিনপুত্র মারিম পরাণে ঃ
কালি আসি ভাসাইয়া দিবাএ বিহানে।
কেউটীয়া বিপটিয়া উপলিয়া আইল ঃ
তিনপুত্র ডংশিবারে মনুসা কহিল।
পদ্মার আদেশে নাগ চলিল তখনে ঃ
তিন নাগে তিন পুত্র ডংশিল সমানে।
বিষম নাগের ঘা যখনে খাইল ঃ
পুনি পুনি ডাকছাড়ি পরান তেজিল।
চন্দ্রধরে বার্ত্তা পাইল মইল তিন সুত ঃ
হেমতাল লৈয়া চলে যেন যমদূত।
ধামেনা ভাতারি কানী যে করিল মর ঃ
তথাপি না হৈব চান্দ তুমার কুর্পর।
ইবলিয়া মহাকুপে জ্বলে সদাগর ঃ
তিনপুত্র লৈয়া গেল আপনার ঘর।
আর তিনপুত্র আইসে বার্ত্তা লইবারে ঃ
অবশিষ্ট তিননাগে পথে খাএ তারে।
পথেত পড়িয়া প্রাণ তারায়[১] তেজিল ঃ
পরবাসী লুকে তারে রাজাতে কহিল।
শুনিছনি সদাগর অদ্ভুত আচার ঃ
পথেতে ঢলিয়া আছে সে তিন কুমার।
হা হা করি সদাগর চলিল তথাএ ঃ
পথেত পড়িছে তিন দুসর - দুলাএ[২]।
ধরাধরি করিয়া চলিলা নিজপুরি ঃ

*রাখিলেক ছয় মরা একস্থানে করি
কান্দে মুনুকা নারী পড়িয়া ভূমিত ঃ
হা হা বিধি কি করিলা মরে পৃথিবীত।
কি কারণে মনুসা মায় ডাকা[৩] দিলা মরে ঃ
স্ত্রীবদ[৪] দিম আমি তুমার উপরে।
কার প্রাণে সহিবেক এত সব দুক্ষ ঃ
একদিন ছয়পুত্র গেল পরলুক।
রচিল জানকীনাথে শুনএ সুবতি[৫] ঃ
মনুসা চরণ বিনে অন্য নাই গতি।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

কান্দে সুনাই বধূ সব ঃ শুনিতে অসম্ভব ঃ
একবারে ছয় পুত্র মরে ঃ
আমি অভাগিনী নারী ঃ কত কুটি পাপ করি ঃ
ইহা লাগি প্রভুরে খাইল ।।১।।
জনম অবধি পাপ ঃ নহে কিবা বর্ম্মশাপ ঃ
ছয় জালের ললাটের লিখন ঃ

** এই ছত্রের পর থেকে 'লাচাড়ি' বলা আছে, পয়ার ছন্দ বলে 'লাচাড়ি' শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি।*
*** এই ছত্রের পরে পর লাচাড়ি-র উল্লেখ করে ত্রিপদী ছন্দে লেখা হয়েছে. যেহেতু আগে 'লাচাড়ি' নয়, তাই পর লাচাড়ি না লিখে 'লাচাড়ি' ই লেখা হয়েছে।*

---

১ — তারাও   ২ — দুলালে   ৩ — দাগা   ৪ — স্ত্রীবধ   ৫ — সুমতি

এঁকৈ খেনের[১] জর্ম্ম ঃ ধর্ম্ম পাইয়া সেই মর্ম্ম ঃ
সব আনি দিল একস্থানে ।।২।।
ই বুলিয়া নারী সবে ঃ হাহা প্রভু মনে ভাবে ঃ
এত দুক্ষ সহন না যাএ ঃ
মনুসা চরনে আস ঃ চান্দ সাধু নৈরাশ ঃ
পন্ডিত জানকীনাথে গাএ ।।৩।।

—ঃ পয়ার ঃ—

নানা উঝা আসিয়া ঝারিলা বারে বারে ঃ
উজান ছাড়িয়া বিষ ভাটি নারি ধরে।
সুনুকাএ কান্দন করে পুত্র পুত্র বলি ঃ
ভূমি লুটাইয়া কান্দে আউদল* চুলি।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

সুনুকা কান্দন করে ঃ ছয়পুত্র পন্থা হরে ঃ
কি জানি করিলু মই পাপ ঃ
মায় যে জন হএ ঃ ছয়পুত্র নাগে খাএ ঃ

এই দুক্ষ না সহে শরীরে ।১।
বিবর্জ্জিব[খ] আমি প্রাণে ঃ নাহি মর পরিত্রানে ঃ
প্রাণ রাখি নাহি কিছু কাজ ।১।
মছিত[২] হইয়া পড়ে ঃ সব সখী মিলি ধরে ঃ
বৈসাইল করিয়া যতন ।২।
হাহা দেবী বিষহরি ঃ তুমার চরণে ধরি ঃ
বদ দিম তুমার চরণ ঃ
খেমা নাহি দেয় দেবী ঃ হাহা পুত্র পুত্র ভাবি ঃ
জানকীনাথের সুরচন ।৩।

ক — এলোমেলো খ — বর্জ্জন করবো

---

১ — ক্ষণের ২ — মূর্ছিত

—ঃ পয়ার ঃ—

সর্ব্বনাশ কৈল মরে দুস্ট চন্দ্রধরে ঃ
তার কাজে ছয় পুত্র মরে একবারে।
পুরিখণ্ড জুড়ি হৈল কান্দনের বুলি ঃ
বধূসবের কান্দনে না শুনি কার বুলি।
সর্ব্বলুকে কান্দে বুকে মারি মুস্টিঘায় ঃ
চন্দ্রধরে কান্দে যেন মেঘে কাড়ে রায়।
হেনকালে আসিয়া কহিল একজনে ঃ
একগুটা বৃক্ষ রাজা নাই বাগয়ানে[১]।
কাটিয়া সকল বাগ চূর্ন্নবত করি ঃ
কুনে বা কাটিল বাগ লক্ষিতে না পারি।
শুনিয়া বাগের কথা চর্ম্পকের নাথ ঃ
মহাশুকে কান্দএ মাথাএ দিয়া হাত।
ভাল ল ধাজুড়ি শুখ[২] দিলে মরে আসি ঃ
একবার মর হাতে পড়িবেক আসি।
তবে সে ইহার ধার শুজিবারে পারি ঃ
বারে বারে ভাঙ্গি যায় ধামেনা ভাতারি[ক]।
চান্দে বলে তেড়া শুন আমার উত্তর ঃ
ছয় মরা ভাসাইয়া পালায় সাগর।
চান্দের বচন শুনি চলিলেক তেড়া ঃ
— ভুরাকরি ভাসাইয়া দিল ছয় মরা।
ছয় ভুরা একযুগে ভাটি দিয়া যাএ ঃ
সারি সারি হৈয়া লুকে কান্দএ সদাএ।

ক — দামেনা ভাতারি = ধামেনার উপপত্নী (গ্রাম্য গালি)

---

১ — বাগানে　　২ — শোক

সেইক্ষনে দশনট ডাকিয়া আনিল ঃ
বিষহরি মণ্ডনে বান্ধ ঘরে ঘরে বাইল।
পুত্রশুগে[১] অত্তন্ত বিকল চন্দধর ঃ
মন দুক্ষ ভাবি গেল শিবের গুচর।
যেনমতে হহিল উঝার প্রাণ ত্যাগ ঃ
পুনি ছয় পুত্র মর খাইল ছয় নাগ।
যেনমতে বাগয়ান কাটিল বিষহরি ঃ
সকল কহিল চান্দে কুপে জ্বলে গৌরী।
চণ্ডীবলে শিবের কর্ম্মা কেন হেন করে ঃ
অপমান দিব চান্দে পাইলে পদ্মারে।
পরপুরুষ চান্দ বাদ তার সনে ঃ
তুমার মহিমা হৈব এই কর্ম্মা হনে।
হেনকালে মনুসা তথাএ উপস্থিত ঃ
সকল শরীর ভরি নাগে বিভূষিত।
এরেদেখি[২] পলাইয়া গেল সদাগর ঃ
পদ্মাবতী নিবেদিলা বাপের গুচর।
শিবে বলে পদ্মাবতী কহি শুন আমি ঃ
চান্দের সহিতে বাদ ক্ষেমা কর তুমি।
মৈল উঝা ধনন্তরি যে হইল না ফিরে ঃ
নাকর চান্দের নষ্ট ক্ষেমহ আমারে।
পদ্মাবতী বলে শুন বাপ মহেশ্বর ঃ
যাবত না পূজে মরে দুষ্ট সদাগর।

---

১ — পুত্রশোকে　　২ — এরে দেখি

তবেত চান্দের সনে মর বিসমাদ[১] ঃ
দিনে দিনে মর বাদে পড়িব প্রমাদ।
অবশিষ্ট আছে চান্দ আর রাজ্জভার ঃ
পুরিসনে রসাতলে করিম "সজ্ঞার"।
ইহাতে আমার দুখ না লইবা বাপ ঃ
কিবা চান্দ জিনে কিবা জিনে মর সাপ।
শিবে বলে তুমার সহিতে কেডা[২] পারে ঃ
যেকর সেকর মায় ক্ষেমিয় চান্দরে।
পুনি পদ্মাবতী চলে বাপ নমস্কারি ঃ

নেতা সঙ্গে চলি যাএ আপনার পুরি।
পণ্ডিত জানকীনাথ মধুরস গান ঃ
ছয় পুত্রের মরন হইল সমাধান।
শিবেত বিদাএ হৈয়া আইল চন্দ্রধর ঃ
মনুসারে নিন্দাবানী বলে নিরন্তর।
চান্দে বলে লঘুজাতি আগে আগুবাড় ঃ
মারিয়া নির্ঘাত বাড়ি চুর্ন্ন করু হাড়।
ছয়পুত্র খাইলে মর মিত্র ধনন্তরি ঃ
আমি যে করিম করি অর্ন্নচিন্তা করি।
তথাপি নির্ল্লজ কানী না ক্ষেমে আমারে ঃ
শুজিম ইহার ধার লাগ পাইলে তরে।
না পূজিম দড় আর ভবানী-শঙ্কর ঃ
কি কারনে নাম আমি ধরি চন্দ্রধর।

---

* *আদর্শ পুঁথিতে 'সঙ্গার' অন্য গুলোয় 'সঙ্গার'।*

---

১ — বিসম্বাদ ২ — কেবা

পথ হনে আনি শিবে জারক কুমারী ঃ
মায় কেবা বাপ কেবা কহিতে না পারি।
মরে এত বিড়মন করে যেই কাজে ঃ
কহিলে কলঙ্ক হএ দেবের সমাজে।
এই সত্য সত্য কানী জানিয় আর্মারে ঃ
কন্টেত' থাকিতে প্রাণ না পূজিম তরে।
ছয় পুত্র খাইলে মর থাকুক সেকথা ঃ
বাগয়ান কাটি মর বুকে দিলে বেথা।
মৈল গেল পুত্রগণ নহি গনি তারে ঃ
বাগয়ান কাটি মর ছেল* দিলে বুকে।
ভাল পলাইয়া গেলে রাখিয়া সর্ম্মান ঃ
পাইলে উচিত শাস্থি দিম অপমান।
ধামেনা না হই আমি কামে হতচিত্ত
তার কাজে বাদ কর আমার সহিত।
পৌন্ধা বলে শুন নেতা কি বলে বাদুয়া ঃ
খণ্ডায় মনের দুঃখ চান্দরে বধিয়া।
বাপের নির্দেশে আমি খেমা করি তারে ঃ
বর্ব্বরে পাইছে তারে খণ্ডে কি প্রকারে।
নেতা বলে লঘুর বচন শুন কেনে ঃ
উত্তমে না বুঝ করে লঘুর বচনে।

সিংহে যেন না শুনএ শ্রীকালের[১] হুঙ্কার ঃ
মর্কটে কেমতে সহে বজ্রের প্রহার।

** গৃহীত পাঠ আদর্শ ও ৯নং পুঁথির।*
২নং পুঁথির পাঠ 'আর জন নহে আমি কামে হতচিত্ত।'
১০নং পুঁথিরপাঠ 'ধামেনাই আমি কামে হতচিত্য।'

ক — শেল, সূক্ষ্মাগ্র আয়ুধ বিশেষ।

---

১ — কণ্ঠেত ২ — শৃগালের

সহিলে সর্ম্পদ হয় কহিছে পুরাণে ঃ
সহসাত কর্ম্ম নহি করে মহাজনে।
আমার বচনে পদ্ধা ক্রধ পরিহর ঃ
বাপস্থানে সবকথা নিবেদন কর।
পদ্ধাবলে বাপমর চণ্ডীর কুর্পর ঃ
শ্রীবশ[১] পুরুষে শ্রীয়ে ভাসে ডর।
চণ্ডীর ইঙ্গিতে শিবে না ভাঙ্গো বিবাদ ঃ
না বলে উচিত বাণী না গণে প্রমাদ।
নেতাবলে বিবাদ না ভাঙ্গো যদি শিবে ঃ
আপনা বিক্রম তুমি দেখাইয় তবে।
নেতার বচনে পদ্ধা গেলা শিবপুরে ঃ
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে শিবের গুচরে।
বাপের চরনে ধরি কান্দিয়া বিফল ঃ
শরীর তিতিয়া পড়ে নয়ানের জল।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

দেব হৈয়া জাতি নাশ ঃ মনিস্বের আশ্বাস* ঃ
তুমাতে কহিল পুনি পুনি ঃ
নিলর্জ্জ হহিয়া আমি ঃ কহি শুন বাবা তুমি ঃ
বিপক্ষে লইম চান্দের প্রানি ।১।
দেখিতে মারিতে আইসে ঃ নিকটে না যাএ ত্রাসে
ভাবিয়া অনেক অপমান ঃ
ডাকে লঘুজাতি কান ঃ শরীরেনা সহে আন ঃ
বান্ধ বাএ বিবরি মণ্ডনে ।।২।।
প্রাণে তারে বধি যবে ঃ তুমার নিবেধ ভাবে ঃ
কি হহিব আমার উপাএ ঃ
হরের চরনে ধরি ঃ কান্দে জয় বিষুহরি ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ।।৩।।

ক — অভিযোগ, নালিশ, আবেদন, প্রার্থণা - প্রভৃতি।

---

১ — স্ত্রীবশ

—ঃ পয়ার ঃ—

চণ্ডীবলে পদ্মাবতী কেনে হেন কর ঃ
কান্দিয়া চান্দের তুমি কি করিতে পার।
কত দেবের সেবক আছএ পালে পাল ঃ
একই সেবক আমার বানিয়া ছায়য়াল*।
ফুলমন্টি১ পাম হেন আছে মর আশ ঃ
সদাএ করএ তুমি তাহার আশ্বাস।
কি লাজে কহসি অল নিলজ্জি মনুসা ঃ
কি কাজে কান্দিয়া বেড়ায় কি ছার ভরসা।
কি কাজে বাপেতে আসি কহ মির্থা কথা ঃ
তুমি কিছু করিবারে না পার সর্ব্বথা।
আমি থাকিতে তার কারে দিয়া ভএ ঃ
তর-তার বিবমাদ উচিত না হএ।
চান্দে নাহি পূজিবেক তারে কি করিবে ঃ
মনিষের আশ্বাস কহে কুনু দেবে।
এত অপমান পাইয়া লর্জ্জা নাই মখে ঃ
পুনি পুনি বাপেত কহসি কুনু সুখে।
তুমি হেন কর্ম্মা জীয়া নাই উপকার ঃ
সর্ব্বরাজ্জে হাসে ঘুষে কলঙ্ক তুমার।

ক — ছাওয়াল, শিশু, পুত্র

---

১ — ফুলমুন্টি

লুক মখে অপমান প্রাণ কেনে ধর ঃ
অপমান খন্ডিবেক অগ্নি খাইয়া মর।
পার্ব্বতীর বচন শুনিয়া বিবুহরি ঃ
বাপের সাক্ষাতে কহে অহঙ্কার করি।
চান্দের শক্তিএনি বিবাদ মর সনে ঃ
পরমাদ করিলায় তুমি দুইজনে।
তুমি কিনা জান চণ্ডী মর বিবরণ ঃ
তুমি হনে চান্দ বেটা হয় কুনুজন।
একবার শাস্থি পাইছ মখ দুবে ঃ

সে সকল কথা চণ্ডী পাসরিলা কিসে।
তর দুষে ত্রিভুবণ হৈব বিনাশ ঃ
চান্দরে রাখিতে আজি না করিয় আশ।
আপনারে আপনে রাখিতে নাহি পার ঃ
রাখিবা সেবক করি হেন গর্ব্ব কর।
না জানসি আপনারে জানিয়া নিলজি ঃ
সে সব ভুলিয়া আছ দেখাইম আজি।
আজি যদি বাপে কিছু না করে প্রতিকারঃ
বিষানলে ত্রিভুবণ করিম সঙ্গার।
অকালে প্রলয় হৈব হেন লএ মনে ঃ
সর্ব্বলুক বিনাশিম বিষ বরিষনে।
হেনজন নাই পুনি জগতের মাজে ঃ
কুশলে থাকিব মর বিষ অগ্নিমাঝে।

** গৃহীত চরণ ২নং পুঁথির।*
আদর্শ পুঁথি ও ৯নং পুঁথির পাঠ একই রকম। যেমন- 'প্রপাকে বিবাদ কর তুমী দুইজনে।'

সুরাসুর নর-নাগ যত লুক বৈসে ঃ
সবার বিনাশ হৈব কর্ম্পমান ত্রাসে।
আজি সব সঙ্গারিম তবে এইরূপে ঃ
ইহাতে করুন রক্ষা আমার যে বাপে।
বাপের কারনে আমি খেমা দিয়া যাই ঃ
তাহার কারণে গর্ব্ব কর মর টাই।
পদ্মার বচন শুনি দেব ত্রিলুচন ঃ
বিষম সঙ্কট হেন মানিল তখন।
পদ্মাবতী কহিল যে নাহিক অর্ন্নথা ঃ
এই বাক্য পরমার্থ জানিয় সর্ব্বথা।
বিষমাদ করে চান্দে মনুসা না পুজে ঃ
আমার শঙ্কট বড় হৈব এই কাজে।
নন্দীবলে কেনে ভাব এতেক প্রমাদ ঃ
আপনে মধ্যস্থ হৈয়া ভাঙ্গ বিষমাদ।
কেবল চান্দরে দুষ দিবার না পারি ঃ
পার্ব্বতীর শিক্ষা হেন অনুমান করি।
পাএ মাথাএ সমান করিতে না যুয়াএ ঃ
মনুসা পুজিব চান্দে করিলে উপাএ।
একজন বিদ্ধাধর দিবায় পদ্মারে ঃ
জগ্মউক' চান্দের ঘরে পদ্মা পুজিবারে।
নন্দীর বচনে বলে দেব পঞ্চাননঃ

ভাল যুক্তি বলিয়াছ মর লএ মন।
পদ্মা সঙ্গে চল নন্দী ইন্দ্রের ভুবনে ঃ
কহিয় সকল কথা পুরন্দর স্থানে।

---

১ — জম্মুক, জন্মাক, জন্ম হউক।

বাপেত বিদাএ হৈয়া যাএ বিষুহরি ঃ
ইন্দ্রপুরে যাএ পদ্মা নন্দী সঙ্গে করি।
দেখিল অমরাবতি অতি অনুপম ঃ
নানা রত্নে বিভূষিত শুভে অভিশ্রাম।
শচীদেবী বসিয়া ইন্দ্রের বাম পাশে ঃ
মনিময় অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশে।
হেনকালে পৌদ্মাবতী গেলা সভামাজে ঃ
পদ্মারে সম্বাষা উটি কৈলা দেবরাজে।
নন্দীর সহিত পদ্মা কেনে আগমনঃ
অতি বড় ভার্গ ফলে হৈল দরশন।
পদ্মা বলে আছে কিছু কার্য্য প্রয়জন ঃ
পুনি কার্য্য প্রথমে তুমারে দরশন।
প্রতাপ প্রছণ্ড দেবী শঙ্কর নন্দিনী ঃ
সম্বাষা করিলা ইন্দ্রে যেমত জননী।
কণক আসন আনি দিল অনুচরে ঃ
বসিলা মনুসাদেবী আসন উপরে।
চিত্রসেন আদেশ করিলা পুরন্দরে ঃ
উষারে ডাকিয়া আন নিত্ত করিবারে।
উষা বলে বাধা মর পড়িছে প্রভাতে ঃ
আমি না পারিম আজ্জি সর্ব্বথা নাচিতে।
অনিরুদ্রে[1] বলে আজ্জি কুসপ্ন[2] দেখিলু ঃ
অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতে প্রবেশিলু।

---

১ — অনিরুদ্ধে।   ২ — কুস্বপ্ন

রাজ আর্জ্ঞা দুষ নাই বলে চিত্রসেনে ঃ
বিলম না কর চল আমার বচনে।
না পারে লঙ্গিতে আর্জ্ঞা অনিরুদ্র-উষা ঃ
নিত্ত করিবারে চলে দেখিতে মনুসা।
অনুক্রমে নিত্ত ভেশ অনিরুদ্রে করে ঃ
বান্দিল বিচিত্র ধড়া নির্ব্ব পাটমেরে।
তদুপরে" কণক ঘুঙুর ভাল দুলে ঃ

উবা করি বান্দে খুপা বেড়িয়া বকুলে।
মকর মদন খড়ি শুভে দুই কর্ণ্নে ঃ
কতকুটি কাম মহে নয়ান চায়নে।
বিচিত্র মৃদঙ্গা লইল কণকে রচিত ঃ
যাহার ধনিএ দেব গন্দর্ব্ব মহিত।
অনিরুদ্রে সাজ করে এই অনুমানে ঃ
অধিক সাজিল উষা নানা অভরণে[১]।
নবজলধর কিবা দেখি নারায়ন ঃ
লক্ষ্মী-বাণী দুই পাশে গড়ুর বাহন।
বাসুদেব চতুরভুজ দেব প্রজাপতি ঃ
হংস পৃস্টে আরূহন ব্রার্ম্মনি সঙ্গাতি।
বসিল শঙ্কর দেব বিষ্ণুর দক্ষিণে ঃ
গঙ্গা দুর্গা দুই পাশে বৃষব বাহনে।
শিরে শশি গঙ্গা শুভে জামুকি গলাএ ঃ
উরূদেশে ভবানী বিভুতি সর্ব্ব গাএ।

ক — তার ওপরে

---

১ — আভরণ

এইরূপে নানা বিধি করিয়া সুভেশ ঃ
শুভক্ষণে সভামদ্ধে করিলা প্রবেশ।
তালসঞ্জু* বাজাইয়া লইয়া হুঙ্কার ঃ
সভাতে প্রবেশে দুহে নির্ত্ত করিবার।
দৃষ্টিমাত্র মহিলেক সব দেবগণ ঃ
মহানন্দে পুরন্দরে নির্ত্তে দিলা মন।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
[দিসা — ভাল নাচে ভাল নাচে বাণের কুমারী।]
অনিরুদ্র উষা সঙ্গা ঃ   করে কত অঙ্গা ভঙ্গা ঃ
        তাল বাএ গাএ সুললিত ঃ
কতুকে উষাএ নাচে ঃ দেবগনের মন বুচে ঃ
        সভাখণ্ড করিল মহিত ।১।
সমখ বিমখ যত ঃ   তারে বা কহিম কত ঃ
        কেবল শূন্নেত বাউ[১]ভরে ঃ
সুতার সুতের ভরে ঃ   সুনার পুত্তলি ফিরে ঃ
        ঔতন্ত[১] অপূর্ব্ব মনুহর ।২।
অনিরুদ্র উষা দুহে ঃ   অন্যে অন্যে মখ চাএ ঃ
        রিদএ বাড়িল অতিরঙ্গা ঃ

মন চঞ্চলের রাগে ঃ মনুসার মায়াযুগে ঃ
দুহার হইল তালভঙ্গ ।৩।
তালভঙ্গ হৈল কাজে ঃশাপদিলা দেবরাজে ঃ
মইত্য[খ] লুকে যায় দুইজন ঃ
জন্মিয়া মনিস্বঘরে ঃ থাকিবাএ সংসারে ঃ
জানকীনাথের সুরচন ।৪।

ক — করতল বাদন, হাততালি। খ — মর্ত্যালোক, পৃথিবী।

---

১ — বায়ু ভরে। ২ — অত্যন্ত।

হেনকালে পদ্মা বলে ইন্দ্রের গুচর ঃ
বিনয় পূর্ব্বকে বলে শুন পুরন্দর।
চন্দ্র বনিক্য চান্দ পার্ব্বতীর দাস ঃ
মর্ত্যলুকে থাকে সেয় চম্পকেত বাস।
আমারে না পূজে চান্দ বিড়ম্বনা করে ঃ
তে কারণে পূজা আমার নাহিক সংসারে।
একজন বিদ্যাধর দিবাএ আমারে ঃ
জন্মিয়া চান্দের ঘরে আমা পূজিবারে।
আমারে পূজিল যদি রাজা চন্দ্রধরে ঃ
সত্তরে আনিয়া দিম তুমার গুচরে।
করজুড়ে নন্দী বুলে শুন দেবরাজ ঃ
তুমাতে শিবের আর্জ্ঞা কর এই কাজ।
বিবাদ না লাগে যেন চান্দে পদ্মার ঃ
এই কার্জ্জ পাল বাক্য রাখ মনুসার।
যতেক রহস্য নন্দী বিবেচিয়া কৈলা ঃ
শুনিয়া সুরপতি তখনে বলিলা।
শঙ্করের আর্জ্ঞা আমার শিরের উপর ঃ
পৃথিবীতে পাটাইম কোন বিদ্যাধর।
পদ্মাবতী বলে শুন সহস্র লুচন ঃ
অনিরুদ্র উষা তুমি শাপিছ অখন।
সর্ব্বথা তুমার শাপে যাইব পৃথিবীত ঃ
এ পুনি অর্ন্নথা নহে জানিয় নিশ্চিত।
বিশেষে সে আমার কার্য্য আছে মহীতলে ঃ
অনায়াসে দুই কার্য্য হইব কুশলে।
ইন্দ্রে বলে পদ্মাবতী কহিছ উত্তম ঃ
তুমার কথাএ আমার খণ্ডিলেক শ্রম।
অনিরুদ্র-উষা আমি দিলাম তুমারে ঃ

পূজিব তুমারে তারা জন্মিয়া সংসারে।
শাপ পাইয়া অনিরুদ্র উষা দুইজনে ঃ
বিস্থর কান্দিয়া কহে ইন্দ্রের চরণে।
শিশুকাল হনে নিত্ত করি নিরন্তরে ঃ
কুনু অফরাদ[১] দেব শাপিলে আমারে।
প্রভাতে পড়িল বাধা কুসপ্নের ফল ঃ
তাহার কারনে হৈল বিরুপ সকল।
আমি দুই ছায়য়াল অত্যন্ত শিশুমতি ঃ
আপনে জানিয়া দুষ খেম সুরপতি।
বিদ্ধাধরীগণ আর যত বিদ্ধাধরে ঃ
যুড়হস্থ করিয়া বলিলা একবারে।
একবার অফরাদ খেম দেবরাজ ঃ
দারুন বিষম শাপ দিলে অনুব্যাজ*।
যেকর্ম্ম করিলা তুমি তখনে এ জানি ঃ
যখনে প্রভাতে আইলা শঙ্কর নন্দিনী।
পুত্রবধূর শাপ হৈল শুনিলেক রতি ঃ
ইন্দ্রের চরণে ধরি করএ মিনতি।
তুমি কেনে হেন কর্ম্ম করিলা দারুন ঃ
খেমাকর না লইয় শিশুর দুষগুণ।
পূর্ব্বকালে তুমার উত্তম পুষ্পবন ঃ
পুড়িয়া করিল ভষ্ম দেব ত্রিলুচন।

ক — অনু ব্যাজ — কপট, কৈতব।

---

১ — অপরাধে।

নানা দুক্ষ পাইল আমি সে সব অন্যাত্রে ঃ
পুত্রবধূ হরি নেয় এ কোন অন্যাএ।
পুরন্দরে বলে রতি শুন কহি কথা ঃ
আমার বচন কব নাহিক অর্ন্নথা।
শাপ ভুগিবার যায় পৃথিবী মণ্ডলে ঃ
দ্বাদশ বৎসর মাত্র থাকিবা মহীতলে।
নির্স্চএ জানিলা তবে যাইবা মহীতল ঃ
অনিরুদ্র উষা দুই কান্দিয়া বিকল।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
[দিসা ঃ- না যাইম না যাইম মহীতলেরে ইন্দ্র দেবরাজ।]
তালযন্ত্র হাতে লইয়া ঃ কান্দে কর্ম্মা উবা হইয়া ঃ
কান্দে কর্ম্মা বানের কুমারী ঃ

করিলু মগদ পাপ ঃ   পাইলু বিষম শাপ ঃ
আর না আসিম সুরপুরি ।১।
উষা কান্দে দির্গরাএ ঃ ভূমিতে লুটাইয়া গাএ ঃ
অনিরুদ্র কান্দে উর্ন্ধস্বরে ঃ
উষা আর অনিরুদ্র ঃ   কামদেবের পুত্র ঃ
মনুসা হরিয়া নেয়ে তারে ।২।
সংকল্প করিয়া মরি ঃ   আমরা কামনা করি ঃ
অমরা পুরিতে হৌক বাস ঃ
বড়ভার্গ্যে পাইলু পুবি ঃ পূজিয়া শঙ্কর গৌরী ঃ
কুনু দুষে হৈল সর্ব্বনাশ ।৩।

** গৃহীত চরণ ১নং পুঁথির।*
আদর্শ পুঁথির চরণ — পুত্রবুধু হারিলেক একুনু শুনিয়াএ
২নং পুঁথিতে চরণটি নেই।
১০নং পুঁথিতে 'পুত্রবধু হরিলেক একেনে অর্ন্নাএ।'

শচীএ বলিলা উষা ঃনা হৈয় অভরসা ঃ
স্বামী সঙ্গে যায় যথাতথা ঃ
জানকীনাথের বাণী ঃ   শুন উষা সুবধনী ঃ
পুনরুপি আসিবাএ এথা ।৪।
—ঃ পয়ার ঃ-
পদ্মাবতী বলে উষা কেনে কর তাপ ঃ
তালভঙ্গ কাজে ইন্দ্রে দিল তুরে শাপ।
এই উর্ব্বশী পুর্ব্বে *দেবরাজের শাপে* ঃ
ঘুড়ী হৈয়া ছিল দম্ভবএর সমীপে।
মহারাজা সুপুরুষ তাহার সহিত ঃ
চতুর্দ্দশ বৎসর আছিলা পৃথিবীত।
ভাগ্যবন্ত যে জন সদাএ সুখে থাকে ঃ
নানা দুক্ষ- সুখ পাএ কর্মহীর্ন্নলুকে।
বিশেষে তুমারে শাপ দিছে সুরপতি ঃ
বিষাদ না কর চল আমার সঙ্গাতি।
কার্য্যসিদ্ধি আমার করিলা যদি তুমি ঃ
সুরপুরে তখনে আনিয়া দিম আমি।
পদ্মার বচনে ক্রুধ জর্ম্মিল উষার ঃ
পরিণাম না জানিয়া বলে তিরস্কার।
উষা বলে পদ্মাবতী এত কর কিসে ঃ
আপনার পতিরে হারিছ নিজ দুষে।
দেবের সভায়ে নির্ত্ত করি চিরকাল ঃ

সর্ব্বথা আমার কব না ছুটিছে তাল।
তুমার কারণে মর এতেক প্রমাদ ঃ
কি কারণে মর সনে কর বিসম্বাদ।

---

* ২নং পুঁথিতে — 'দুর্বসার সাথে।'
৯নং পুঁথিতে — এই উর্ব্বসি তবে দেবরাজ সাপে।
ঘুড়ি হৈআছিল দণ্ডবএর সমিপে।
১০নং পুঁথিতে — এহি উর্ব্বসিএ পূর্ব্বে দেবরাজ শাপে।
ঘোড়ি হইয়া আছিলেক দম্বিপ সমিপে।

চান্দে নাহি পূজে তুমা বিবাদ কারণে ঃ
কেমতে পূজিব আমি শিশুর বচনে।
তুমার সংহতি বাদ যার নাই ভএ ঃ
আমি হনে সেইকার্য্য কেমতে করএ।
তবে সে তুমারে আমি হহিম সহায় ঃ
আমারে গৌরব তুমি করিবা সদাএ।
পদ্দা বলে যখনে যে কার্য্য থাকে যথাতথা ঃ
সেই কার্য্য কুশল আমি করিম সর্ব্বথা।
তথাপিয় উষাএ পদ্দার বাক্য শুনি ঃ
তর্জ্জন গর্জ্জন বাক্য বলে পুনি পুনি।
বিষমখী অতিশয় কটিন রিদয় ঃ
তুমার ভরসা আমার নাহিক পত্তয়।
সত্যকরি বল পদ্দা সভার গুচরে ঃ
সুরগণে শুনুকা* আপনে বিদ্দাধরে।
তুমারে পূজিলে যদি রাজা চন্দ্রধরে ঃ
আমারে আনিয়া তুমি দিবা সুরপুরে।
পদ্দারে উষা এমত বিরূপ করিল ঃ
কার্য্যের গৌরবে* পদ্দা উত্তর না দিল।
সত্যবাক্য বলে পদ্দা সভা বিদ্দমান' ঃ
চান্দে পূজিলে আনি দিম এইস্থান।
পদ্দার বচন তবে শুনিলেক উষা ঃ
মনদুক্ষ না ভাবিয়া করিল সম্বাষা।
শাপ ভুগিবারে যাই পৃথিবী ভুবনে ঃ
দেবরাজ প্রণমিল শচীর চরণে।

ক — শুনুক
খ — আদর, মর্যাদা, সম্মান, পূজ্যতা, প্রয়োজন।

---

১ — বিদ্যমান

ইন্দ্রেত বিদাএ হৈয়া চলিলা তরিতে ঃ
অনিরুদ্র উষা লইয়া চলে হরষিতে।
নিদ্ধন[১] পুরুষে যেন পাইল মহানিধি ঃ
এতদিনে আজি মরে তুস্ট হৈলা বিধি।
পদ্মাবতী নেতা আর অনিরুদ্র উষা ঃ
চারিজন হৈয়া যুক্তি করএ মনুসা।
অনিরুদ্র গিয়া থাক চর্ম্পক নগরে ঃ
চন্দ্রধরের ঘরে হয় সুনুকা উদরে।
উজানি নগরে সাহে রাজার ঘরএ ঃ
কমলা উদরে উষা জন্মিবা নির্স্চএ।
এইমতে দুইজন জন্ম দুই স্থানে ঃ
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধিকর মনুসার কারণে।
মন্ত্রনা করিয়া তবে এইরূপে তারা ঃ
মনিষের ঘরে জন্ম হৈলা জাতিস্বরা।
রহিতে না পারি ঘরে যায় ধীরে ধীরে ঃ
স্নান করিবার গেলা নর্ম্মদার তীরে।
গঙ্গার নিকটে কুণ্ড করিয়া তখনে ঃ
তাহাতে জ্বালিলা অগ্নি আগর চন্দনে।
নানাদেব প্রণাম করিয়া অনুক্রমে ঃ
অগ্নির কুণ্ডেত উষা পড়িলা প্রথমে।
জর্ম্ম জর্ম্ম পাই যেন অনিরুদ্র পতি ঃ
পুনরূপি হয় যেন সুরপুরে গতি।
উষার বির্হেদে অনিরুদ্র অপর্ছর ঃ
পরিণামে প্রবেশিল অগ্নির ভিতর।

---

১ — নির্ধন।

লইয়া দুহার জীব* জয় বিষহরি ঃ
চলিলা চর্ম্পক পুরে নেতা সঙ্গে করি।
মিত্তুএ সকল ধর্ম্মরাজাতে কহিল ঃ
অগ্নিতে প্রবেশি উষা অনিরুদ্র মৈল।
নিত্তভাজ্ঞি পদ্মাবতী দুহারে আনিল ঃ
বিষয় বিভাগ তুমার কিছু না রহিল।
তুমি যমরাজা নাম অকারনে ধর ঃ
ছাড়হ আপনে অবে এই অধিকার।
শুনিয়া মিত্তুর কথা কুপে রবিসুত ঃ

কাড়িয়া আনিতে প্রাণ পাটাইল দূত।
চল চল দূতগণ চল শীর্গ করি ঃ
জীব সনে বান্দিয়া আনিয় বিষহরি।
যমের আদেশে দূত চলিল তখনে ঃ
মষল মদগর পাশ লইয়া জনে জনে।
নন্দীর সহিতে পদ্মা চর্ম্পকেত যাইতে ঃ
পথে আসি বেড়িলা সকল যমদূতে।
রহ রহ বিষহরি ডাকে দূতগণে ঃ
ইহা শুনি পৌদ্যাবতী হাসে মনে মনে।
নাগগন হাকারিয়া[খ] আনে পৌদ্যাবতী ঃ
মিলিলা সকল নাগ খুদ্র যত ইতি।
দেখিয়া নাগের ঠাট যম অনুচর ঃ
নিকটে না যাএ কেয় ত্রাসে ভয়ঙ্কর।
দূরে থাকি ডাকি বলে অহঙ্কার বাণী ঃ
অবিলমে ছাড়িয়া দিবাএ দুই প্রাণী।

ক — প্রাণ খ — ডাকিয়া

নহে বড় প্রমাদ পড়িব সিবসূতা ঃ
মরিবা জীবের সঙ্গে নাহিক অর্ন্নথা।
শুনিয়া বলিলা নাগ আর কিবা চায় ঃ
অনিষ্ট সমন দূত মারিয়া খেদায়।
পৌদ্যার বচন শুনি কুপে নাগগণ ঃ
ভয়ঙ্কর শব্দ করি করিল গর্জ্জন।
মখের আনল জালে মরে কতজন ঃ
অবশিষ্ট যে আছিলা ভঙ্গ দিলা রণ।
প্রাণ লৈয়া পলাইয়া গেলা যমচর ঃ
নাগের গর্জ্জনে প্রাণ কাপে থর থর।
আছৌক[ক] আনিম প্রাণ কদাপিয় নহে ঃ
আজুকা ফলিল জানি জীবন সংশএ।
শুনিয়া কুপিল যম সমরে প্রছণ্ড ঃ
হাতেত লৈয়া উটে বাণ কালদণ্ড।
দূত সঙ্গে করি চলে জীবন রক্ষিতা ঃ
তার পাশে সেনা চলে কি কহিম কথা।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
সাজিয়া চলিলা যম জলদ আনল সম
আর্ত্যনাদ করে দূতগনে ঃ
মহিষ বাহণে সাজে ঢাক ঢুল কড়া বাজে ঃ

সঙ্কট মানিলা দেবগনে।

ক — অপেক্ষসূচক শব্দ, থাকুক।

বেধি বুগ চলে যত ঃ তারে বা কহিম কত ঃ
জরজাতি কফ্ মাথাবিষঃ
চক্ষুশূল তার পাছে ঃ নউকশূল[ক] চলিয়াছে ঃ
পিত্তশূল চলিল অরিশ।
চৌসষ্ট বায়[খ] বাএ ঃ পেট বেথা পাছে ধাএ ঃ
তার পাছে চলে রাজ কাশ ঃ
ধাতু চলে শত ধার ঃ কর্ম্মশূল পাছে তার ঃ
রক্তউদরা[গ] মতিনাশ।
বুগ চলে সারি সারি ঃ কাশি আদি করি ঃ
পিলই[ঘ] ছলিলা তার পাছে ঃ
বায়ন্ন[১] কুটি বুগ যাএ ঃ দেবগনে রক্ষা চাএ ঃ
মনুসা যথাএ বসিয়াছে।
ধুমধুমি বাদ্দ বাজে ঃ নানা জাতি বুগ সাজে
অতিসার বিষফুড়া যাএ ঃ
বুগগন যুদ্ধে যাএ ঃ বার্ত্তা পাইলা মনুসাএ ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ।

—ঃ পয়ার ঃ—

যমের বিক্রম দেখি মনুসা কুমারী ঃ
সাজিলা সত্ত্বরে হংসরথ আগুমারি।
পৌদ্যা সঙ্গে সমনের হইল দরশন ঃ
ডাকদিয়া বলে পৌদ্যা শুনহ সমন।
কি কাজে আপনা যশ নষ্টকরিবার ঃ
মর আগে আসিয়াছ নাহিক নিস্থার।
বিষম আমার সব দেখ নাগগণ ঃ
তরে মারি বিনাষিম আজি ত্রিভূবন।

ক — নাকচুল খ — বাত-বায়ু গ — উদরাময়, অতিসার ঘ — প্লীহা/পিলই
১ — বাহান্ন (সংখ্যা)

সর্ব্বথা নিস্থার নাই শুন যমরাজ ঃ
পরাভব মানি চল আপনা সমাজ।
তবে যমরাজে বলে শুন বিষহরি ঃ
আমি যমরাজা নাম অকারণে ধরি।
যেই জনে আমার জীব নিবেক তাহারে ঃ

ছাড়ি দিম পাশ লব্য নাহি অধিকারে।
ই বুলিয়া মারে যমে কালদন্ড বান ঃ
কুপানলে মনুসা করিল ভস্বমান[১]।
বিষমখি পৌদ্যাবতী শঙ্কর দুহিতা ঃ
বিষে ভস্ব কৈল দূত ছিল যথা তথা।
উৰ্জ্জ্বল আনল যেন সুখুনা[২] কানন ঃ
তেনমতে সৰ্ব্ব সৈন্ন[৩] করিল দাহণ।
আকাশে না উড়ে পক্ষী বিষের কারনে ঃ
মত্যলুকে[৪] অগ্নিহেন লুকে অনুমানে।
রসাতলে কর্ম্পমান আদি ফনী মনি ঃ
অকালে করিল নষ্ট শঙ্কর নন্দিনী।
মারিলেক নাগপাশ বাণ মহাবল ঃ
ধর্ম্মরাজ ছান্দিয়া[ক] পড়িলা ভূমিতল।
বড় বড় নাগগণ প্রবেশে রণএ ঃ
মহা মহা বুগগন ডংশিয়া পাড়এ।
নাগপাশে বান্দিয়া পাড়িল সবসেনা ঃ
নাগের চাতর[খ] দেখি পাসরে আপনা।

ক — ছাঁদ = দোহণকালে গাভীর পিছনের পা বাধা। বা জড়িয়ে ধরা। মনসার সাপ ধর্মরাজকে পেঁচিয়ে ধরেছে। ফলে নান্যোপায় ধর্মরাজ ভূমিতলে পড়ে গেলেন। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে 'ছান্দিয়া'—শব্দ।
খ— চাতুর্য, কূটকৌশল।

---

১ — ভস্মীভূত ২ — শুখনো ৩ — সৈন্য ৪ — মর্ত্তলোক

তিলদিতে ছিদ্র নাই সেই রণস্থল ঃ
দশদিগ ভরিয়া রহিছে নাগগন।
কর্ম্পমান হৈল্ল যম বিষ অগ্নি তেজে ঃ
মদগৰ্ব্ব ছাড়িয়া মনুসা পাএ ভজে।
নম নম পৌদ্যাবতী পরম পদ্মুনী ঃ
নম নম বিষহরি দারিদ্র্য নাশিনী।
শিবসূতা নাগমাতা আস্থিক জননী ঃ
অভয়া বরদা নম অৰ্দ্ধ নাগিনী।
অনুগত পালন দুর্গত্ত সঞ্চারিনী ঃ
পাতাল বাহিনী নম নম ত্রিনয়নী।
খেমাকর নাগেশ্বরী পশিলু পদএ ঃ
তুমার মহিমা দেখি লাগে বড় ভএ।
যমের স্থবনে হাসি বলে বিষহরি ঃ
বিষ অগ্নি হনে যম তুল শীঘ্রকরি।

অমৃত নয়নে পৌদ্যা চাহিলা তখন ঃ
শুধামএ কৈল অগ্নি হৈল নিবারণ।
সর্পাঘাতে মরে যেই নাই অধিকারঃ
সত্য সত্য যমরাজে কৈলা তিনবার।
নাগ পাশ মচন করিলা সৈইক্ষণ ঃ
মহা আনন্দিত হৈলা সূর্যের নন্দন।
ই বাক্য সর্ব্বথা জান পৌদ্যাবতী হাই" ঃ
নাগে খাইলে তাহারে আমার দাএ নাই।
দিড় করিগেলা যম আপনা আলএ ঃ
যমযুদ্ধ সমস্থ জানকীনাথে গাএ।
।। ইতি যমযুদ্ধ সমাপ্ত।।

ক — মত্ততাযুক্ত অহংকার।   খ — মাই/হাই - মাতা ও তৎসদৃশ।

বিধার[১] নিবন্দ যত কব নাহি আন[২] ঃ
সনকাএ কতদিনে কৈল রিতুস্নান[৩]।
লুকাইয়া সুনুকা দেবী পূজএ মনুসা ঃ
পুত্র হইবার হেতু মনেত ভরসা।
ধিপেদুপে[৪] নৈবিদ্ধে গন্দাদি বলিদানে ঃ
দন্ডবত প্রণাম করএ বিদ্ধমানে।
নিজরূপ ধরি দেবী প্রসর্ন্ন হইলা ঃ
সুনুকা সাক্ষাতে পৌদ্যা দরশন দ্বিলা।
ঘটেত প্রথক্ষ[৫] দেবী দেখিলা মনুসা ঃ
সুনুকার মনে তবে হইল ভরসা।
দুইহস্থ জুড় করিয়া ভক্তিভাবে ঃ
পৌদ্ধারে প্রণামে সুনাই করিয়া গৌরবে।
তুমার চরণ ছাড়ি আন নাই গতি ঃ
সর্ব্বথা প্রসর্ন্ন মর হৈবা পৌদ্যাবতী।
চরণে শরণ লৈলু কর অবধান ঃ
মই পুত্র দুক্ষিনীরে দেয় পুত্রদান।
অপুত্রক জনার তুসিবা পুত্রদানে ঃ
ইহাতে অধিক পূর্ন্ন কহিছে পুরাণে।
ছয় পুত্র জন্মিলেক গন্দর্ব অবতার ঃ
বিবাদ কারনে তারে করিলা সঙ্গার।
তুমার বাদেতে মাও হৈলু অপুত্রিনী ঃ
পুত্র শুকে প্রাণ ফাটে মই অভাগিনী।

---

১ — বিধাতার   ২ — অন্যথা   ৩ — ঋতুস্নান · ৪ — দীপে-ধূপে   ৫ — প্রত্যক্ষ

হাসি হাসি বলে তবে জয় বিষহরি ঃ
মনসিদ্ধি হৈব তুর শুনল সুন্দরী।
জর্ন্মিবে তুমার পুত্র সাক্ষাতে মদন ঃ
চান্দে পূজিবেক আমা তাহার কারন।
এতেক বলিয়া পৌদ্যা সানন্দিত মনে ঃ
একগুটি ফল দিলা সুনুকার স্থানে।
ফলমৈদ্ধে অনিবুদ্র থৈয়া* কতুহলে ঃ
সুনুকার হস্থে তবে দিলা সেইকালে।
দুইহস্থ পাতিয়া সুনুকা লইল ফল ঃ
সখীসব আনন্দিত হরিষ সকল।
আনন্দ সুনুকা দেবী পুত্র বরদানে ঃ
লক্ষীন্দর গর্ব্ববাসী˙ হৈল সেই দিনে।
উজানী নগর পদ্মা গেলা তার পাছে ঃ
বিধবা বার্ম্মণী রূপে কমলার কাছে।
উষার জীবন ফল দিলা পৌদ্যাবতী ঃ
কতদিনে কমলা হহিলা রিতুবতী।
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া মনুসা আনন্দিতে ঃ
চলিলা আপনা পুরি নেতার সহিতে।
সঙ্কেপে কহিল যত ইসব রহস্য ঃ
বানির্জ্জের কথা অবে কহিব অবশ্য।

ক — থুইয়া, রাখিয়া

---

১ — গর্ভবাসী।

চান্দে বলে কহি শুন সুমাই পন্ডিত ঃ
মনদিয়া কহি শুন হৈয়া এক চিত্য[১]।
নির্যুগে* পুরুষ থাকিতে না যুয়াএ ঃ
বসিয়া খাইলে ধন অবশ্য ফুরাএ।
অবশ্য পুরুষে ধন করিব সঞ্চয় ঃ
ধন না থাকিলে কর্ম্ম কিছুই না হয়।
সহস্রেক গুন যদি পুরুষেত বৈসে ঃ
সে সকল গুন হরে নিন্ধনের[২] দুষে।
বাপে - মাএ গুরুজনে করে তিরস্কার ঃ
লুকেত মার্ম্নতা কিছু নাহিক তাহার।
ভার্যা-পুত্র কর্ম্মাএ না করএ অপেক্ষা° ঃ
সেবক দাসীএ বাক্য নাহি করে রক্ষা।

চন্দ্র সম বংশ যদি বিশেষ গৌরব ঃ
নির্দ্ধন হইলে সে যে পাএ পরাভব।
হীন জাতি নিন্ধনিয়া হয় অতিশয় ঃ
অতি বিপরীত মন্তি কটিন রিদএ।
ধন হৈলে সেইজন হয়ত পূজিত ঃ
লুকে পূজা করে তারে দেখিয়া বিদিত।
হেন জানি পুরুষ যে জন সিংহ হএ ঃ
প্রথিদিনে[৪] দিনে ধন করিব সঞ্চএ।
নিতি নিতি পৃথিএ সমদ্রজল শুষে ঃ
কুবের দরিদ্র হএ অতি দৈবদুষে।

ক — উদ্যোগহীন ভাবে

---

১ — চিত্ত ২ — নির্ধনের ৩ — অপেক্ষা ৪ — প্রতিদিনে।

চতুর্থেক ধন পুনি করিব অবশ্য ঃ
ধনের কারনে হয় তিনলুক বশ্য।
মাত্রিসেবা-পিত্রিসেবা[১] করিব সর্ব্বথা ঃ
বন্ধুগন তুষিব দারিদ্র্য থাকে যথা।
যে পুনি রাখিব ধন চারি অংশ করি ঃ
এক অংশ সঞ্চয় করিব যত্ন করি।
চিরকাল থাকিবার না যুয়াএ ঘরেঁ ঃ
বানির্জ্য করিব গিয়া দক্ষিণ সফরে।
তেরডিঙ্গা লৈয়া বাপে করিল সদাএ[২] ঃ
এককানি ডিঙ্গা আমি গটিতে যুয়াএ।
সাত সহস্র গজ দিঘে নিবন্দিত ঃ
বিংশতি সহস্র গজ পাশে পরিমিত।
ডিঙ্গার ধরিল নাম নন্দন পবন ঃ
নানা বির্ক্করুপি[৩] তাতে করিল সাজন।
এই কর্ম্ম করিবারে মর মনে লএ ঃ
তুমি সবে বল দেখি উচিত নি হএ।
শুনিয়া বলিল ভাল সুমাই পণ্ডিত ঃ
মন্দ যুক্তি না কহিছ কহিছ উচিত।
আমি না বলিতে তুমি বলিয়াছ ভাল ঃ
বিলম না কর কার্জ কর তত কাল।
বাপহনে উপাধিক করে যেই জনে ঃ
সুপুত্র করিয়া তারে বলে সর্ব্বজনে।
চতুর্দ্দশী[৪] তিথি পাইয়া রাজা চন্দ্রধর ঃ

শিবের মাণ্ডবে গিয়া পূজিল শঙ্কর।

ক. সদাএ - সবসময়, সওদা প্রভৃতি

---

১ — মাতৃসেবা ও পিতৃসেবা   ২ — চতুর্দশী।

তুষ্ট হৈয়া দেখাদিলা ভবানী শঙ্কর ঃ
কি বর মাগিবে পুত্র মাগহ সত্তর।
বিশ্বকর্ম্মা দেয় আর বীর হনুমান ঃ
এই বর দিয়া তুষ্ট কর মর প্রাণ।
বিশ্বকর্ম্মা হনুমান ডাক দিয়া আনি ঃ
চন্দ্রধর পুত্রমর জানহ আপুনি।
তাহার সহিতেচল চম্পক ভূবন ঃ
যে কার্য্যে বলএ সেই করিবা তখন।
বিশ্বকর্ম্মা হনুমান লইয়া চন্দ্রধরে ঃ
সত্তরে পর্ব্বতে গেল কাস্ট কাটিবারে।
শাল বিশাল কাটে বাছিয়া গজার ঃ
নেউর কাটিল যত বিলক্ষণ সার।
মন পবন কাস্ট কাটিল সকল ঃ
কাটিল প্রধান কাস্ট পুরান কাটাল।
কাইমিলা-চামল কাটিল অনুপাম ঃ
হরতকী বএড়া বাছিয়া কাটে আম।
করই - সরই খামি কাটিল গামারি ঃ
আয়য়াল[১] হাড়গজ্জা কাটিল বদরি।
পালান উত্তম কাটে পারালি-জারলি ঃ
চাম্পা - নাগেশ্বর আর রঙ্গী নারিয়ালি।
জুতিফল আগর চন্দন যত কাটি ঃ
সকল তমাল বিক্ষ কাটে পরিপাটি।
সঙ্গি করি লইলা সকল অনুচরে ঃ
ঝাটে আসি মিলিলেক চম্পক নগরে।

---

১ — আওয়াল

বড় বড় আড়[২] সব বান্দিয়া নির্ম্মান ঃ
করাতে চিরিয়া তারে কৈল খান খান।
কেয়কাটে কেয়মাটে কেয় যুগান ধরে ঃ
কেয় কেয় আড় সব লএ সত্তরে।
কেঁয় কেয় ভাগ মাপে করিয়া নিবন্দ ঃ

বিশ্বকর্ম্মা সহায় খানিক নাই ধন্দ।
জয় জুকার পুরিয়া ঘনে ঘন ঃ
শুভক্ষণে পাতিলেক ডিঙ্গার পতন।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
প্রথমে লাগাইয়া গলৈ যাতা দিয়া চাপে জলৈ[ক] ঃ
সুন্দর করিয়া আগা পাছ ঃ
বিচিত্র সুন্দর সার অতিশয় চমৎকার ঃ
পঞ্চমেত লাগাইল পুছা[খ]।
যত যত সূত্রধার[২] পাইলেক অলঙ্কার ঃ
মানিক প্রবাল মিস্থরী[৩] ঃ
হনুমান অনুবলে ডিঙ্গাগড়ে কতুহলে ঃ
বিশ্বকর্ম্মা মাল অধিকারী।
স্থানে স্থানে দিলগুড়া সু লাগি[গ] করিল জুড়া ঃ
বাক সব দেখিতে সুন্দর ঃ
চাড়া দিয়া সারি সারি উপমা কি দিতে পারি ঃ
অধিক প্রবন্ধ মনুহর।
নির্ম্মান কৈল দির্ব্বঘট সারি সারি দির্ব্বপট ঃ
পতাকা উড়এ শ্বেতনেতে[ঘ] ঃ
মনুসা বান্দিয়া মাথে পণ্ডিত জানকীনাথে
লাচাড়ি রচিল সানন্দিতে।

ক — মোটা গাছের বড় টুকরা বা খণ্ডিত অংশ। খ — মার্জন করা বা বস্ত্রাদি দারা ঘসে পরিষ্কার করা। গ — ভালভাবে লাগি। ঘ — সাদা কাপড়ে।

---

১ — পেরাক ২ — সূত্রধর ৩ — মিস্তিরি, মেস্তরী, ছুতার।

—ঃ পয়ার ঃ—
নায়ের ভিতরে মাপে বিচিত্র করিয়া ঃ
নানা পরিপাটি কৈল মৃতিকা ভরিয়া।
উবাদাড়ি[১]গন সব কৈল সারি সারি ঃ
পরম সুন্দর যেন ইন্দ্রের নগরী।
প্রথমে ডিঙ্গার মৈদ্ধে রুপিলেক তাল ঃ
মৈদ্ধে মৈদ্ধে শাল বিক্ষ দেখিতে যে ভাল।
তার পিছে সারি সারি রুপিল খাজুর ঃ
চালিতা ভেকল রুয়ে ডেউয়া প্রচুর।
তার পিছে রুপিল শ্রীফল আর বেল ঃ
তার পাছে তালের সহিতে নারিকেল।
তার পিছে কামরাঙ্গা রুপিল পলাশ ঃ

পৃথিবীর উপাধিক যেন সুধারস।
[illegible] রুপে আর দেয় তারা ঃ
পাতালেম্বু অলম্বুসা ভুজন কপ্পুরা।
কতদূর জুড়িয়া কৈল কলা বাগয়ান ঃ
প্রথমে রুপিল কলা নামে বর্ত্তমান।
চাম্পাকলা সফরি মানিক্য অনুপাম ঃ
অনেক জিনিসে কলা কত কৈম' নাম।
ফুট-বাঙ্গি-খিরা রুপে চিনার প্রচুর ঃ
আদ্রক-হরিদ্রা রুপে দেখিতে প্রচুর।
ধান্য-তিল-মাস-মগ' রুপিল বিস্থর ঃ
মরিচ-পিপইল যত রুপিল প্রচুর।

ক — বলাবো

---

১ — উবাদাঁড়ি. (খাড়া দাঁড় ধরে যেসব নাবিক) ২ — মুগ

বড় যত্নে আনি সব বসাইল পান ঃ
কুমড়া বাঙ্গান* রুপে আর কচুমান।
নানা পুষ্প রুপে তবে রঙ্গা নটবর ঃ
চাম্পা নাগেশ্বর আর দুলঙ্গা বিস্থর।
উড় কেতকী আর ধলা' জাতি যুথী ঃ
শেফালিকা পারলী আর মালতী।
লবঙ্গা মালতী আর কণক ধুতুরা ঃ
বকুল গুলাল পুষ্প রুপিলা প্রচুরা।
রুপিয়া সকল বিক্ষ করিলেক সারা ঃ
নিমবিক্ষ রুপে আর কস্থরী ধুতুরা।
চান্দে বলে দুলাই আমার বাক্য ধর ঃ
বানির্জ্জের বস্থ তুল ডিঙ্গার উপর।
ভুনি গাবেড়া তুলে পাছে ভাদু পাটী ঃ
জামা পাগড়ী তুলে পাইকের পিন্দন ধটি।
পাগুড়ি পটকা তুলে পামরি বিস্থর ঃ
শাড়ি মগা খইয়া তুলে দুলাই গাবর।
রক্ত এলাচি তুলে গাবর কাপাই ঃ
তাকি টুপি নিয়া তুলে তার অন্ত নাই।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরাভরি রাজা চন্দ্রধর ঃ
স্নান করি পূজিলেক ভবানী শঙ্কর।

---

* ১০নং পুঁথির পাঠ — *বালিগাবেড়া তুলে পাজি ভাল পাটি।*

৯নং পুঁথির পাঠ — ভুনিগাবেড়া তুলে পাছে ভাদু পাটি।
২নং পুঁথির পাঠ — ভুনিগা ভজা তুলে পাছে ভাদু পাটি।
গৃহীত পাঠ আদর্শ পুঁথির।

ক — বেগুন খ — সাদা

সুনুকাএ বলে প্রভু শুন সাবধানে ঃ
কর্পুর মিশাল পান দিলেক বদনে।
আপনে করিছ যাত্রা যাইতে সর্ফরে ঃ
জানাইলু ছয়মাস আমার উদরে।
ভালমন্দ যে হহিব দৈবে তারে জানে ঃ
লেখিয়া দিবাএ পত্র জানিয়া আপনে।
চান্দে বলে পুত্রকর্ম্মা হহিব যখনে ঃ
কর্ম্মা হৈলে লক্ষী[১] নাম রাখিয় যতনে।
পুত্র হৈলে নাম থৈয়[ক] ভালা লক্ষীন্দর ঃ
পত্র লেখিয়া দিলু তুমার গুচর।
আর এক বাক্য মর পালিয় সুন্দরী ঃ
চর্ম্পকেতে নাইসে[খ] যেন ধমেনা ভাতারী।
শুভক্ষণে যাত্রা করি চলে সদাগরঃ
চণ্ডীর চরণ বন্দি শিরের উপর।
ত্রিদেশ দেবতাগণ পূজে একে একে ঃ
ডিঙ্গার উপরে সাধু উটিল কতুকে।
প্রথম মিলিল ডিঙ্গা বিজয়া সাগর ঃ
যাহাতে ভরিয়া নিল সহস্র নগর।
তারপাছে মেলে ডিঙ্গা নামে মধুকর ঃ
মহা অদ্ভুত যেন সুমেরু শিখর।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা আগল-পাগল ঃ
যাহাতে রুপিয়া নিছে নানা জাতি ফল।
তারপাছে মেলে ডিঙ্গা নামে মৈমামড়া ঃ
বাইশ লক্ষ হস্থী ধরে তেইশ লক্ষ ঘুড়া।

ক — রেখো খ — না - আইসে। অর্থাৎ আসেনা যেন।

---

১ — লক্ষ্মী

তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে শঙ্কচুড় ঃ
দুইকূল ঘষিয়া যাএ সমুদ্রের মর।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে সমুসিঙ্গা ঃ

যাহার গলইর*মাজে চুরে দিল সিঙ্গা*।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা গামারিয়ারপাট ঃ
যাহাতে পাতিল চান্দে ত্রিপুলার হাট।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে দুর্গাবর ঃ
যাহাতে উটিলে দেখি গুরু হরিহর।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে লক্ষীপাশা ঃ
যাহার গলইর মাঝে ধূপণি চিলের বাসা।
তারপাছে মেলে ডিঙ্গা হল বল তঙ্কা ঃ
যাহাতে করিয়া আনে অদ্ধখান লঙ্কা।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে গুয়া-রেখি ঃ
যাহার গলইত থাকিয়া ত্রিভুবন দেখি।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে তানাবানা ঃ
বাহন হাজার পাইক ধরে তাতির[১] কারখানা।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা নামে ছটি-মটি ঃ
যাহাতে ভরিছে গরু-ছাগল কুটি কুটি।
তার পাছে মেলে ডিঙ্গা সকলের মহত্ত ঃ
কাণ্ডারে গলইয়ে যার ছয় দণ্ডের পথ।

** গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।*
আদর্শ পুঁথির পাঠ — দুইবারা ঘসিয়া জাএ সমদ্রের লাড়ে মর।
১নং পুঁথির পাঠ — ভাদ্রমাসে বাইতে সমদ্রে লাগে মর।
১০নং পুঁথির পাঠ — ভাদ্রমাশে বাহিতে সাগরে লামে মর।

ক — নৌকার অগ্রভাগ
খ — চুরি উদ্দেশ্যে চোর মাটি খুঁড়ে ঘরে ঢোকার যে পথ করে তাকেই বলাহয় সিঁদ বা সিঙ্।

---

১ — তাঁতীর।

একে একে সব ডিঙ্গা মিলিল সত্তর ঃ
যেই দেব দেখে তাহা পূজে চন্দ্রধর।
না পূজিল অষ্টনাগ জয় বিষহরি ঃ
তারে দেখি পৌদ্যাবতী গেলা শীগ্রকরি।
যেই দেব দেখে চান্দে সেই দেব পূজে ঃ
মনে পাশরিয়া কিবা আমায় না পূজে।
নেতা বলে পৌদ্যাবতী *রঙ্গো রঙ্গো যায়* ঃ
পাছে নি পূজার আগে কাকাইল হারায়।
বিষম বাদুয়া* বেটা বাদের নিধান ঃ
সমখে পাইলে কিবা দেয় অপমান।

অখনে চান্দের আগে গিয়া নাই কাজ ঃ
টেকিলে না টেকে বেটা মখে নাই লাজ।
নেতার বচন শুনি জয় বিষহরি ঃ
কহিছে উত্তম যুক্তি লঙ্ঘিতে না পারি।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকিয়া আনিলা বিষহরি ঃ
মায়াপুরি নির্ম্মান করহ শীগ্রকরি।
বিশ্বকর্ম্মা মায়াপুরি করিল কবটে ঃ
দিব্ব পতাকা উরে সুবর্ণের ঘটে।
নারীগনে জুকার পুরিলা ঘনে ঘনে ঃ
জয়-জয় পৌদ্যাবতী করএ স্থবন।
জয় বিষহরি বাজে মৃদঙ্গের ধনি ঃ
চান্দের অপৃয় বাক্য ঘনে ঘনে শুনি।
চান্দে বলে ডিঙ্গা সব দিবাএ চাপান ঃ
কানীর সর্ম্পদ দেখি না সএ পরান।

---

* আদর্শ পুঁথিতে — 'বঙ্কে বঙ্কে যায়'।
২নং ও ৯নং পুঁথিতে — রঙ্গে রঙ্গে যায়।

ক — বাদপ্রিয়, ঝগড়াটে।

লুচন পাকাএ কষ্টে দাড়ি মুচড়ে ঃ
লর্ম্পদিয়া[১] উটে চান্দ তড়ের উপরে।
সত্তরে ডিঙ্গা সব দিয়ার* চাপান ঃ
লাগ পাইলে কানীরে তুলিয়া দিম শান[২]।
পুরি মৈদ্ধে প্রবেশ করিল চন্দ্রধরে ঃ
অন্তরীক্ষে থাকি দেবী কাপে থরথরে।
নিত্ত-গীত বাদ্দধনি নাহিক তথাএ ঃ
চান্দে দেখিয়া ঘট ভাঙ্গিবারে যাএ।
উষ্টেতে কামড় দিয়া মারিলেক বাড়ি ঃ
ঘটনাই শুদা ঘরে পিটে লড়ালড়ি।
চান্দে বলে শুন অরে তেড়া দামধর ঃ
ঘর ভাঙ্গি তুল নিয়া তড়ের উপর।
চান্দে ধরি টান মারে ঘর ভাঙ্গিবারে ঃ
আচম্বিত ঘর নাই জলেত সাতুরে*।
পৌদ্ধার কবটে চান্দে নানা দুক্ষ পাএ ঃ
ইহাকে দেখিয়া দেবী হাসে সর্ব্বদাএ।
মায়াপুরি দুরে গেল পৌদ্ধার কবটে ঃ
সাগরেতে চান্দ তবে পড়িলা সঙ্কটে।

নাকে-মখে পানি উটে ভরিয়া উদরে ঃ
নিশক্তি হহিয়া চান্দ জলেত সাতুরে।
আপনা পাশরে চান্দ জীবন নৈরাশ ঃ
রথে থাকি পৌদ্যাবতী করে উপহাস।

ক — মনে হয়, 'দিবার' - শব্দ।

---

১ — লম্ফদিয়া ২ — শাল ৩ — সাঁতারে

পরিহার করি বলে দেবী ভগবতী ঃ
মরণ সঙ্কট হনে কর অছায়তি*।
তর বাদে সঙ্কট মর কিবা জানি আছে ঃ
কি করিলে কানী ল না পাম তরে কাছে।
পৌদ্যা বলে নির্লজ্জের মখে লাজ নাই ঃ
এত শাস্থি পাইয়া তুমি না ছাড় বড়াই।
গালাগালি করি চান্দ ভাসিয়া বেড়াএ ঃ
সত্তরে আসিয়া তবে তুলিলেক নাএ।
দুক্ষভাবি চন্দ্রধর নৌকা বাইয়া যাএ ঃ
সাইড-গাইয়া* পাইক সবে উবা দাড় বাএ।
হেনকালে কাখেড়াএ* দিয়াছে ভাসান ঃ
পাশে দশ যুঝন যে ভয়ঙ্কর টান।
দুই সাড়াইস যেন দুই - মহীধর ঃ
রক্ত বর্ণ দুই আক্ষি দেখিতে লাগে ডর।
ডিঙ্গা দেখি কাখেড়া সাড়াইসে* চাপি ধরে ঃ
রাখিলেক ডিঙ্গা সব দারুন সাগরে।
ডাক দিয়া দুলাইরে বলে চন্দ্রধরে ঃ
কাখেড়াএ ধরে কিবা কিবা বালিচরে।
সাগরের বার্ত্তা জানে দুলাই পূর্ব্বাপর ঃ
জুড়হস্থ করি বুলে রাজার গুচর ঃ
রাখিল সকল ডিঙ্গা কাখেড়াএ ধরি ঃ
চান্দের সাক্ষাতে কহে দুলাই কাণ্ডারি।

** আদর্শ পুঁথিতে — দুই সাড়াইস জেন দুই মহীধর।*
২নং পুঁথিতে চরণটি নেই।
১নং পুঁথিতে — দুই কাখেড়া যেন দুই মহীধর।
১০নং পুঁথিতে — দুই সাড়াশি জেন দুই মহিধর।

ক — অব্যাহতি খ — সাতগাঁইয়া >= সাতগাঁয়ের গ — কাঁকড়ায়

ঘ — চেপে ধরার নিমিত্ত লোহার চিমটা বিশেষ। এক্ষেত্রে কাঁকড়ার পা।

ছাগল পুড়িয়া ঝাটে পালায় সাগরে ঃ
ছাগপুড়া পাইয়া কাখেড়াএ যাইবে পরে।
ছাগল পুড়িয়া যদি কাখেড়ারে দিল ঃ
পবন গমনে ডিঙ্গা সত্তরে চলিল।
দশদিন বাইয়া গিয়া চন্দ্রধরে দেখে ঃ
বড় বড় শঙ্ক[১] সব ভাসিছে সমখে।
পঞ্চাশ যুঝন দিকে সাগরের জল ঃ
শঙ্ক-শঙ্কিনী তাতে ভাসিছে সকল।
তাহাতে সকল ডিঙ্গা ঠেকে আচম্বিত ঃ
চান্দে বলে শুন কহি সুমাই পণ্ডিত।
শুভঙ্কর পণ্ডিতে চান্দের আগে বলে ঃ
না থাকিবা শঙ্ক সবে চুনগুড়া দিলে।
সেই স্থানে চুনগুড়া দিলেক প্রচুর ঃ
নামিলা সকল শঙ্ক সাগরের ঘর।
সুবার্ত্তা কুবার্ত্তা যত বুঝিয়া বিশেষে ঃ
একমাস বাইয়া যাএ রজনী দিবসে।
সাগরে ভাসান দিয়া রহিছে কুমীর ঃ
পর্ব্বত সমান সে যে দারুন শরীর।
সত্তরি যুঝন পাশে উবে সাততাল ঃ
দিকে শত যুঝন সাক্ষাতে যমক্যল।
পর্ব্বতের চূড়া যেন সাক্ষাতে অগ্নিকুণ্ড ঃ
রাঙ্গা দুই লুচন যে বিপরীত মণ্ড।
টাই টাই কাটা যেন জাটী[ক] খুরসান ঃ
নখ আর মখ তার ভয়ঙ্কর টান।

** এ চরণের পরে — দারুন সারির তরে সাগরের মর ঃ*
লেঞ্জ গাছ আছে তার দিগল খায়ুর।
এ চরণদুটি অন্য পুঁথিতে না থাকায় বাদ পড়েছে।

ক — পুকুরের মাঝখানে নিখাত দীর্ঘ কাষ্ঠ খণ্ড।

---

১ — শঙ্খ

ইহারে দেখিয়া চান্দে পাইল তরাস ঃ
চৌদ্দ ডিঙ্গা পারে সে যে করিতে গরাস।
চান্দের কটকে[খ] বলে হৈল সর্ব্বনাশ ঃ

নির্স্চএ হহিল আজি জীবন নৈরাশ।
নানা অস্ত্র বরিষএ খণ্ড খণ্ড তীর ঃ
ঝলকে ঝলকে মখে বএ বুধির।
রক্তবর্ন্ন হৈল তার সমদ্রের নীর ঃ
লেঞ্জের[১] আস্ফাল[ক] দিয়া লামিলা কুমীর।
মহাশব্দ হৈল তার আকাশ উটি লাগে ঃ
ডিঙ্গাসব রৈল তার পূর্ব্ব জর্ম্ম ভাগ্যে।
চান্দের কটক সবে বলে হরি হরি ঃ
যমপুরি হনে নিস্থারিলা মহেশ্বরী।
পবন গমনে ডিঙ্গা চলিছে ত্তরিত ঃ
সমখেতে আনল দেখিল আচম্বিত।
সমদ্রের মৈধ্যে আছে বাড়ব আনল ঃ
পবনে করিছে তারে অশুন্ত উর্জ্জল।
ত্রাস পাইয়া সত্তরে জির্জ্ঞাসে চন্দ্রধর ঃ
সমখে আনল দেখি বলে শুভঙ্কর।
সঙ্কটের মৈধ্যে আসি সঙ্কট ঔ টেকে ঃ
কুবুদ্ধিএ প্রাণ মর হারিলু বিপাকে।
রাজপুত্র সিংহাসন নানা পারিছাদ[২] ঃ
কারে দিয়া আইলু মই প্রতেক সর্ম্পদ।

ক — সৈন্যসমুহ, সেনানি খ — গর্বে বা রোষে বেগে সঞ্চালিত করা বা ঘুরান।

---

১ — লেজের ২ — পারিষদ

সুখে ঘরে থাকিতে পাষণ্ড হৈল বিধি ঃ
বচনে টেকিয়া মই হারাইল নিধি।
ধনলুভে ধাইয়া সবুদ্ধি হৈল ভঙ্গা ঃ
আনল দেখিয়া যেন পড়িল পতর্ঙ্গা।
পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসার দাস ঃ
মধুর কমল বাণী করিল প্রকাশ।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
[দিসা ঃ- বুল দিজ্ঞ তরণ উপাএ।
দুক্ষের উপরে দুক্ষ ঃ চিত্তে নাই কুনু সুখ ঃ
চণ্ডীবিনে না দেখি উপাএ ঃ]
আমা প্রতি বাম বিধি ঃ হাতে টেলি দিল বিধি ঃ
বিপাকে আইলু মরিবারে ঃ
রাজছত্র সিঙ্গাসন ঃ নানা বিধি রত্ন ধন ঃ
এতেক সম্পদ দিলু কারে ।১।

ছয়মাস ডিঙ্গা বাই ঃ না জানি কথাএ যাই ঃ
কতবা কহিম দুক্ষকথা ঃ
মর মনে হেন লয় ঃ প্রাণ লৈয়া সংশয় ঃ
কহিলে লাগে বড় বেথা ।২।
নিরবধি রাত্রিদিনে ঃ বিবাদ মনুসা সনে ঃ
কতদিন যাইব কুশলে ঃ
ভরসা মনেত করি ঃ কতদিনে ভব তরি ঃ
কুনুদিনে না জানি কি ফলে ।৩।
এতেক উৎপাত কিসে ঃ দারুন কর্ম্মের দুষে ঃ
কি করিব ধনে আর জনে ঃ
সর্ফরের দায় নাই ঃ ফিরিয়া ঘরেত যাই ঃ
পন্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৪।

** গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।*
আদর্শ পুঁথির পাঠ — ধনলুভে অর্জ্জনে করুনা মহারজো।
১নং পুঁথির পাঠ — ধনঘুরি হইয়া শুবুদ্ধি হইল ভঙ্গা।
১০ নং পুঁথির পাঠ — ধনলুভি হইয়া সুবুদ্ধি হইল ভঙ্গা।

শুভঙ্কর পন্ডিতে চান্দরে করে শান্ত ঃ
শাস্ত্র বিধি মর্ম্মকথা কহিয়া উপান্ত।
শুভঙ্করে বলে রাজা কহিতে আমি পারি ঃ
প্রাণ শান্ত কর রাজা ভবসিন্ধু তরি।
জলে অগ্নি বসতি হয় কি কারনে ঃ
কহ কহ গুরু তুমি কহ মর স্থানে।
শুভঙ্কর পন্ডিতে চান্দের স্থানে কহে ঃ
যেরুপে বাড়ব অগ্নি সমদ্রেত হএ।
বিচার করিয়া কৈতে নাপারি সর্ব্বথা ঃ
সঙ্কেপে কহিব কিছু আদি অন্ত কথা।
বাড়ব অগ্নির কথা শুন অধিকারী ঃ
বর্ম্মা-বিষ্নু মহেশ্বর শঙ্কর ত্রিপুরারি।
এই তিনজনে আমি বলিতে না পারি ঃ
সমদ্রে থাকএ বাড়ব অগ্নি নাম ধরি।
হিমালয় পর্ব্বত জর্ম্মিছে পুন্যস্থানে ঃ
গঙ্গাজলে স্থবন করএ ত্রিলুচনে।
যেনমতে ধ্যানভঙ্গা কৈল মহেশের ঃ
বিলম্ব না কর চান্দ চিন্তা পরিহর।
বর্ম্মাতে মেলানি করি দেব পশুপতি ঃ
হিমালএ জর্ম্মিয়াছে দেবী হৈমবতী।

মদন পাটাইয়া দেব শিবের নিকটে ঃ
শঙ্করের ধ্যানভঙ্গ করিতে কবটে।
পার্ব্বতীরে বিয়া যদি করে মহাদেব ঃ
তবে সে জর্ম্মিলে পুত্র শত্রনাশ˙ করে।

---

১ — শত্রুনাশ।

এই মতে মন্ত্রনা করিয়া দেবরাজে ঃ
কামদেব পাটাইয়া দিলা এই কাজে।
অনুবীক্ষে দেবগন রহে রথ ভরে ঃ
শঙ্করের যুগভঙ্গ দেখিবার তরে।
রতি স্ত্রী পাশে যেন শোভএ মদন ঃ
শিবের সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন।
ধনুর্ব্বান সন্দান - পুরিয়া কামদেবে ঃ
শঙ্করের মতি দেখি মনে শঙ্কা করে।
ব্যাগ্রচর্ম্ম পরিধান বিভুতি ভূষিত ঃ
ভূত প্রেতগন সঙ্গে শুভে চারিভিত।
কুটিসূর্য তেজ ধরে যুতির্ম্ময়˙ হয় ঃ
শঙ্কর দেখিয়া কামদেব পাইলা ভয়।
স্থিরবুদ্ধি না হয় শরীর কর্ম্পমান ঃ
ত্রাস পাইয়া খসিল হাতের ধনুকান।
শিবের শরীরে গিয়া ফুটে কাম শর ঃ
যুগভঙ্গ হৈল শিব মদনে কুর্পর।
ধ্যানভঙ্গ হৈল শিবে মেলিল নয়ন ঃ
মদন দেখিয়া তবে কুপে পঞ্চানন।
দেবের বচন তবে শুনিয়া বিশেষে ঃ
সেইকালে মদনরে ভস্বকরে শেষে।
ইন্দ্র আদি দেব যত আনন্দ রিদএ ঃ
দেবকার্য্য করিয়া মদন ভস্ব হএ।
মদন ভস্ব হহিল রতি জানএ তখন ঃ
হস্থ জুড় করি কহে পুরন্দর স্থান।

---

১ — জ্যোতির্ময়।

রতিএ দেখিল দেবরাজ সন্তুষ ঃ
নাজানি আমার আজি হৈলু কুনুদুষ।
মনে মনে শঙ্কা ভাবি আকুল হৈল রতি ঃ
আজি কুনু দুষে হারাইল নিজপতি।

শিবের সাক্ষাতে গিয়া পড়িগেল রতি ঃ
নানামতে করে দেবী স্তুতি প্রণতি।
স্থবন শুনিয়া তুষ্ট হৈল মহেশ্বর ঃ
পাইবাএ তুমার স্বামী জন্মিব দ্বাপর।
যখনে বিবাহ আমি করিম দুর্গারে ঃ
জর্ন্মিব প্রভিন্ন হৈয়া আমার শরীরে।
রুক্কিনী[1] দেবীর ঘরে জর্ন্মিব তরিত ঃ
কৃষ্ণ হনে মদন জর্ন্মিবা পৃথিবীত।
এই বর পাইয়া রতি গেলা ধীরে ধীরে ঃ
কটুর তপস্বা কৈল সমদ্রের তীরে।
মদন দহিয়া শব্দ জর্ন্মিব প্রচুর ঃ
সঙ্কেতে পার্ব্বতী দেবী গেলা নিজ পুর।
অগ্নিএ পুড়িয়া সব সৃষ্টি কৈল নাশ ঃ
বর্ম্মাএ দেখিয়া মনে পাইলা তরাস।
ইন্দ্রআদি দেবগন করিয়া সঙ্গতি ঃ
শিবে করএ স্তুতি বর্ম্মা প্রজাপতি।
শিবে বলে প্রজাপতি স্তুতি কর কেনে ঃ
ঝাটে করি কহ কথা হরিষ বদনে।
অগ্নিএ পুড়িয়া সব সৃষ্টিনাশ করে ঃ
এই হনে পরিত্রাণ কর মহেশ্বরে।

---

১ — রুক্মিনী

সমদ্র ভিতর নিয়া রাখ লুতাশন ঃ
অন্যে অন্যে দুইরে রাখএ দুইজন।
শিবে বলে সমদ্রে আনল কর বাস ঃ
শুনিয়া যেন প্রজাগন না করে হুতাশ।
অগ্নিএ যাইতে দিলা সাত ঘড়ার জল ঃ
তারে খাইয়া সুখে থাকে বাড়ব আনল।
সুরগণ গেলা তবে আপনার পুরে ঃ
এই বিবরণে দেব রহিছে সাগরে।
চন্দ্রধরে বলে আজি হৈল সুপ্রভাত ঃ
পুরাণের যতকথা শুনিলু তুমাত।
বুদ্ধিবুল কুনুরূপে হই অছায়তি ঃ
কেনমতে অগ্নিহনে পাইম মকতি।
পুনরপি বলে শুভঙ্কর মহামতি ঃ
দুর্গা হতে খণ্ডে যত দারুন দুর্গতি।
নানা বলিদান দিয়া দুর্গা পূজা করি ঃ

মন্ত্র জপে স্তুতি কৈলে আপদ উদ্ধারি।
তুষ্ট হৈয়া মহামায়া ত্রিদেশ ঈশ্বরী ঃ
অন্তরীক্ষে রহে দেবী সিংহের উপরি।
চণ্ডী বলে পবন আমার বাক্য ধর ঃ
বিলম না কর শীগ্রে চলহ সত্তর।
ধনে জনে সদাগর পড়িছে সঙ্কটে ঃ
নৌকাসব নেয় তার কূলের নিকটে।
পবন চলিছে ঝাটে চণ্ডীর বচনে ঃ
পবনের বেগে ডিঙ্গা চলিছে তখনে।
কূল পাইয়া চন্দ্রধর হরিষ অন্তর ঃ
ডিঙ্গাসব রাখে তবে পালাইয়া লঙ্গার[ক]।
হাতে তালি দিয়া সবে বলে হরি হরি ঃ
যমপুরী হনে উদ্ধারিলা মহেশ্বরী।
শুভঙ্কর পণ্ডিতরে করে নমস্কার ঃ
বস্ত্র অনঙ্কার দিল দেখিতে অপার।
ঝাটে করি মেল ডিঙ্গা বলে চন্দ্রধর ঃ
লঙ্গার টানিয়া তবে তুলিলা সত্তর।
নক্ষত্র সঞ্চারে যেন ডিঙ্গার চলন ঃ
সপ্তদিন বাইয়া যায়ে শুন বিবরণ।
রাত্রি-দিনে বাইয়া যাএ আপনার সুখে ঃ
হেনকালে বিহমগম[খ] দেখিল সমখে।
বড় বড় বিহমগম পর্ব্বত সমান ঃ
রাঙ্গা-কালা-ধলা আর বিপরীত টান।
পক্ষী সব দেখি যেন বিষম[১] অবতার ঃ
এক পক্ষী পারে চৌদ্দ ডিঙ্গা গিলিবার।
চান্দের কটকে বলে হৈল সর্ব্বনাশ ঃ
আজি সে নিস্থার নাই মনে পাইল ত্রাস।
শুভঙ্কর পণ্ডিতে বলে পূর্ব্ব বিবরণ ঃ
সূর্য্য-তারা বংশে জর্ম্ম না বধে বার্ম্মণ।

ক — নোঙর।   খ — পাখি (বিহঙ্গ)

---

১ — ভীষণ

ছাগল-মহিষ-মেষ নানা বলিধানেঃ
পূজিলেক পক্ষীরাজ সকল ব্রার্ম্মনে।
পূজাএ সন্তুষ্ট হৈয়া বিহমগম গন ঃ
পরিত্রাণ হৈলা এথা বার্ম্মন কারণ।

পক্ষীর নিকটে দিয়া ডিঙ্গা বাইয়া যাএ ঃ
আরবার ডিঙ্গাসব পড়িল বিপাকে।
লঙ্গার ফালাইল জলে সে নাহি রহে ঃ
সঙ্কট দেখিয়া চান্দে মনে পাইল ভএ।
দিগবিদিগ কিছু নাই পরিচএ ঃ
বিস্ময় হহিল চান্দ আকুল রিদএ।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

[দিসা ঃ- দুলাই ডিঙ্গা ধরিলে কুনুমখি ।
দিগবিদিগ নাই না জানি কুথাএ যাই ঃ
আজি আমার প্রমাদ হেন দেখি।]
উটিয়া মালুম[ক] লবে দূরাদূর চাএ তবে ঃ
দেখনি কূলের আকার ঃ
উটিয়া দৃষ্টান[খ] যারা দৃষ্টি করি চাএ তারা ঃ
জলময় সকল সংসার ।১।
দিসা ভঙ্গা হৈল তর বাক্য নহি সরে তর ঃ
কেনে হেন করিলে বিনাশ ঃ
সামর্থে কাণ্ডার ধর বাইয়া যায় মধুকর ঃ
কানী যেন না পাএ প্রকাশ ।২।
স্থির করিয়া বুদ্ধি দক্ষিণের দিকে শুদ্ধি ঃ
অনুমানে করিএ লক্ষণ.
নক্ষত্র উদ্দেশে চাইয়া ডিঙ্গাসব দেয় বাইয়া
হর-গৌরী করিয়া সরণ[১] ।৩।

ক — বোধগত, জ্ঞাত, সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। খ — দৃষ্টিশক্তি আছে যাদের।

---

১ — স্মরণ।

কাজলের যেন রেখা কূলের পাইল দেখা
চান্দের ভরসা হৈল মনে ঃ
দৈবভাগে বুদ্ধিযুগে লঙ্কাপুরি দেখে আগে
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

প্রাণশক্তি নিক্ষেপিয়া বাএ রাত্রি-দিনে ঃ
লঙ্কাপুরি পাইয়া হরিষ হৈলা মনে।
দেখিয়া রাক্ষসগন প্রাণ নহে স্থির ঃ
রাজ্জ লইতে বুঝি আইল কুনু বীর।
যখনে যে বীর আইসে লঙ্কা মারিবারে ঃ
কদাপি তার সঙ্গে রাক্ষসে না পারে।

ইসব সকল লঙ্কা করিব সঙ্গার ঃ
অবশিষ্ট যেই আছে নাহিক নিস্থার।
শ্রী রামে পূর্ব্বে ঐ লঙ্কা করিছে সঙ্গার ঃ
অখনে মারিব যেই আছে অবতার।
বিস্বয় ভাবিয়া মনে রাক্ষসের গনে ঃ
সত্তরে কহিল গিয়া বিভীষণ স্থানে।
বার্ত্তা শুনি সত্তরে বলিল বিভীষণ ঃ
সমদ্র তরিছে যেই নহে অর্ন্নজন।
এই শঙ্কা মনে মনে ভাবি নিশাচরে ঃ
চাইয়া রহিল গিয়া সাগরের তীরে।
ইহারে দেখিয়া চান্দে মনে পাইল ভয় ঃ
রাক্ষসের হাতে আজি জীবন সংশয়।
সুমাই পন্ডিতে বুলে চিন্তা পরিহর ঃ
দেশের সন্দেশ লইয়া রাজা ভেটকর।
পুরহিত বচন শুনিয়া চন্দ্রধরে ঃ
ভবানী স্বরিয়া উটে তড়ের উপরে।
পাখা পান পাখাগুয়া সঙ্গে করি লইয়া ঃ
রাজা ভেটিবার চলে হরষিত হইয়া।
জুড়হস্থ করি কহে রাজা চন্দ্রধরে ঃ
নর্ম্মভাবে প্রণাম যে করিল রাজারে।
হাসিয়া জির্জ্ঞাসা তারে কৈল বিভীষণ ঃ
কি নাম তুমার তুমি হয় কুনু জন।
শুনি চন্দ্রধরে বুলে জুড় করি হাত ঃ
বাণিজ্য করিতে যাই সিঙ্গাল দ্বীপেত।
চন্দ্রধর নামমর জাতিএ বণিক্য ঃ
শুনিছি বৈষ্ণব তুমি বড়ই ধার্ম্মিক।
দেখিতে আইনু তুমার চরণ কমল ঃ
আজি মর শুভদিন জনম সফল।
হরষিত মনে চান্দ ডিঙ্গা বাইএ যাএ ঃ
রাজা বিভীষণ স্থানে হইয়া বিদাএ।
লঙ্কা হনে তিনমাস সাগর বাইয়া ঃ
তুষ্ট হৈল তখনে সিঙ্গাল দ্বীপ পাইয়া।
"ঢৌএ" নিয়া মনি মক্তা আজাইছে" কূলে ঃ
তুলিয়া ভরিল ডিঙ্গা নফর সকলে।
তথাহনে ছয়মাস বাইয়া সাগর ঃ
বড়ভার্গ্যে পাইল গিয়া দক্ষিণ সফর।

** ঢেউএ সমুদ্রের মণি-মুক্তা কূলে এনে ঠেকিয়েছে।*

ক — ঢেউয়ে। খ — আগাইছে।

---

১ — পাকা ২ — সিংহল ৩ — দ্বীপে

নানাবাদ্যভাণ্ড চান্দে করিলে সত্তরে ঃ
ডিঙ্গা সব ঘাটে লাগাএ একবারে।
দেখিয়া চান্দের ডিঙ্গা কটক দুর্জ্জএ ঃ
ভঙ্গা দিয়া যাএ সব কেয় নাই রহে।
ইহা দেখি কতয়াল চলিল সত্তরে ঃ
ডাক দিয়া বুলে ক্রধ করি বারে বারে।
কুনুদেশ হনে এথা আইল কি কারণ ঃ
পরিচয় দেয় ভাই হয় কুনু জন।
রার্জ্জখণ্ড আকুল তুমি করিলাএ আসি ঃ
বেভারে তুমারে বিপক্ষ হেন ভাসি।
চান্দে বুলে কতআল এত কহ কিসে ঃ
বাণির্জ্জ্য করিতে আসিয়াছি এই দেশে।
রাজা নহি বৈরী নহি নাহি দুষ্ট ভাব ঃ
যথাতথা যাই আমি যথা পাই লাব।
হিত উপদেশ চান্দে কহিল বিশেষে ঃ
কর্প্পুর—তামুল দিল দেশের সন্দেশে।
গুয়া দেখি কতয়াল ভাবিয়া অপরে ঃ
কি কহিম কুনু বস্তু বলিএ তাহারে।
চান্দের বচন শুনি কতয়াল বুলে ঃ
কি বস্তু ইহার নাম কহিবাএ সকালে।
শুনিয়া হাসিল রাজা পাত্র মিত্র সনে ঃ
বুঝিলু অবুদ্ধি রার্জ্জ্য কিছু নাহি জানে।

---

* *আদর্শ পুঁথির পাঠ — ইহা দেখি কতআল সত্তরে*
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

চান্দে বলে ইহারে বুলিএ গুয়াপান ঃ
ইহা হনে উপাধিক বস্তু নাই আন।
ভক্ষণ করিয়া চায় কত পায় শুখ ঃ
শরীর অরগী* হএ শুচী হএ মখ।
এমত বচন চান্দে বুলিলেক যবে ঃ
পাণে চুণে একেবারে মখে দিল তবে।
কতগুটি গুয়াপান বিড়া* করি মষ্টি ঃ

মখে দিয়া চাএ বেটা নাহি পাএ তুষ্টি।
চাবিতে চাবিতে গুয়া লাগিল তখন ঃ
মাথা পাকাইয়া গায় কাপে ঘনে ঘন।
অন্ধকারমএ দেখি সরিষার ফুল ঃ
অনুক্ষন শ্বাসবহে হহিয়া আকুল।
কতক্ষণে চৈতর্ন্ন পাইয়া কতয়ালে ঃ
চান্দরে অনেক মন্দ বলিল সকলে।
চকি দিয়া[গ] চান্দরে সেস্থানে রাখিল ঃ
রাজার গুচরে গিয়া সকল কহিল।
আজির বিতান্ত[১] রাজা কহি শুনতারে ঃ
এক সাধু চৌদ্দডিঙ্গা আনিছে সত্তরে।
চৌদ্দখান ডিঙ্গা তার অপূর্ব্ব সাজন ঃ
ভরাভরি আনিয়াছে বিপরীত ধন।
সৃন্য সামন্ত যত কি কহিম তারে ঃ
মনকৌলে রার্জ্জখণ্ড লইবারে পারে।
খাইবারে একবস্তু মরে আনি দিল ঃ
তারে খাইয়া মর প্রাণ ভার্গ্যে সে রাখিল।
শুনিয়া সাধুর বার্তা চিন্তিল রাজন ঃ
মন দিয়া শুন কহি অর্ন্ন বিবরণ।

র্ক — রোগহীন। ক — পানের খিলি। গ — পাহারা দিয়ে।

---

১ — বৃত্তান্ত।

শয়ন করিছে রাজা বিষাধিত মনে ঃ
রাত্রিশেষে পৌদ্যাবতী কহিলা সপনে।
চান্দ নামে একসাধু আসিয়াছে কাইল[ক] ঃ
তাহার সহিতে আছে দুবিক্ষের[খ] মাল।
মনিস্বের মণ্ড আনিয়াছে ভরাভরি ঃ
উর্চ্ছর্ন্ন করিতে আইল তুমার নগরি।
এই সাধু বেটা যেই দিকে যাএ ঃ
মনিস্বের মণ্ডফল মনিস্বে বেড়ি খাএ।
গুয়াপান করি বলে আনি বিষফল ঃ
সর্ব্বথা ইহারে খাইলে নাহিক কুশল।
বিষফল তুমারে খায়াইব কালি দিনে ঃ
তুমারে মারিয়া রার্জ্জ লইব আপনে।

আদর্শ পুঁথিতে এই চরণের পরে 'কৃষ্ণ ৫৫সূত' — ভাণতার ৪টি লাচাড়ি আছে; অন্য কোনো পুঁথিতেই

নেই। তাই বাদ দেয়া হয়েছে।

এই সপ্ন দেখি রাজা পাইল বড় ভএ ঃ
প্রভাতে উটিয়া রাজা পাত্র স্থানে কহে।
বুদ্ধিবন্ত পাত্রে বুলে শুন মহাশএ ঃ
সাবধানে থাকিলে সর্ব্বত্র ভাল হএ।
চান্দে বুলে রাজার কটাকে করে বুলে ঃ
আচমিত মহাশব্দ কি জানি কি ফলে।
সুমাই পণ্ডিতে বুলে শুন সদাগর ঃ
নানাদ্রব্ব লইয়া চল রাজা ভেটিবার।
পাখাপান পাখাকলা ঝুনা[ক] নারিকেল ঃ
বর্ত্তমান কলা লইল শ্রীফল আর বেল।
বড় বড় খাসী[খ] লইল ভূমি সম পেট ঃ
কাতর হইয়া যাএ মহারাজা ভেট।
জুড়হাতে প্রণাম করিল চন্দ্রধরে ঃ
সাধু দেখি জির্জ্ঞাসা করিলা নৃপবরে।
চন্দ্রধর নাম মর চর্ম্পকেত ঘর ঃ
বাণির্জ্জ করিতে আইলু তুমার নগর।
দেশের সন্দেশ কিছু না দিছি তুমারে ঃ
অতি উপাধিক বস্তু নানান প্রকারে।
রাজা বলে একি বস্তু কিবা এর নাম ঃ
একে একে বিবত্তিয়া কহ গুনগান।

ক — পাকা। খ — নপুংসক ছাগ।

নারিকেল এর নাম উপাধিক ফল ঃ
মিস্টসার[১] ভিতরে অমৃত সম জল।
ইহারে তাম্বুল বুলি বহুমূর্ল্য ধন ঃ
খাইলে অরূগী হএ সুন্দর বদন।
তুস্টি-পুস্টি কান্তি হএ বাত-পিত[২] হরে ঃ
কামিনী সম্ভুষ কাম বাড়ে নিরন্তরে।
রাজা বুলে সদাগর না বলিয় আর ঃ
ইবস্তু সকল আগে করিব বিচার।
রাজা বুলে দ্বারী গিয়া আগে তুমি চায় ঃ
বিলম্ব না কর আগে নারিকেল খায়।
রাজার বচন শুনি বলে দ্বারীবর ঃ
পর্ব্বত পড়িল যেন মাথার উপর।
নারিকেল দিয়া কেন কর সর্ব্বনাশ ঃ

কি দুষে আমারে তুমি করহ বিনাশ।
কে পারে তুমার আর্জ্ঞা করিতে লঙ্ঘন ঃ
তুমার আর্জ্ঞাএ বিষ করিম ভক্ষণ।
পুত্র পরিবার মর পাল মাহারাজ ঃ
এইক্ষণে মিত্যু মর নাহি কিছু ব্যাজ[১]।
মনেত বিষাদ ভাবি দ্বারী গাবর ঃ
নারিকেল কামড়াএ সভার গুচর।
ঝুনা নারিকেল গুটা লইয়া দুইহাতে ঃ
দড়করি কামড়াএ চাএ চারি ভিতে।
তালুতে ফুটিয়া দন্ত কামড়ের চুটে ঃ
ভাঙ্গিয়া দশন গুটা পড়ে গুটে গুটে।

ক — পিত্ত > পিত = যকৃৎ হতে নিঃসৃত তিক্তরস।   খ — অন্যথা।

---

১ — মিষ্টশাঁস।

মুখে দিয়া রক্ত পড়ে ঝলকে ঝলকে ঃ
অচেতন হৈয়া পড়ে রাজার সমুখে।
রাজা বুলে সাধু নহে এ কুনু দুর্ব্বার ঃ
নির্চ্ছএ আসিছে রার্জ্জ লইতে আমার।
দু'সাদুরে রাজাএ তবে বলে দড় করি ঃ
খারাঘরে[ক] সাধুয়ারে রাখ বন্দি করি।
রাজার বচনে তবে দুসাদুর গণে ঃ
চান্দরে বান্দিলা নিয়া চৌছষ্ট[১] বান্দনে।
পায়েত তুলিয়া দিল লুহার নিয়ল[২] ঃ
গলাএ তুলিয়া দিল লুহার ছিকল[৩]।
অনেক প্রবন্দ করি বান্দে হাতে পাএ ঃ
বুকেত আটুয়া[৪] দিয়া পাড়িয়া কিলাএ।
মুদগর মুষল মারে নিদাবুন হৈয়া ঃ
কথাহনে আসিয়াছে সাধুয়া ভাড়ুয়া[৫]।
বন্ধনে রহিল চান্দ প্রাণ পণ হৈয়া ঃ
কিছু না খাইল নিশি ফুসাইল[৬] কান্দিয়া।
—ঃ লাচাড়ি ঃ-
বন্দি হৈয়া খারাঘরে ঃ   কান্দে রাজা চন্দ্রধরে ঃ
হাহা বিধি করিয়া স্বরণ ঃ
স্ত্রী - পুত্র পরিবার ঃ   জিতে না দেখিনু আর ঃ
বিপাকে স্বরণ অকারণ।১।
হেমতাল কুথা রৈল ঃ চৌদ্দ ডিঙ্গা কুথা গেল ঃ

কুথা রইল দুলাই কাণ্ডারী ঃ
রত্নমএ সিঙ্গাসন ঃ না করিল আরঃন ঃ
না যাইম চর্ম্পক নগরী।২

ক — বন্দিঘর খ — শৃঙ্খল গ — শিকল ঘ — হাটু দিয়ে ঙ — মুটে - মজুর
চ — পোহালে।

---

১ — চৌষট্টি।

সেবিয়া পার্ব্বতী হর ঃ ভরসা আছিল মর ঃ
সঙ্কটে করিবা পরিত্রাণ ঃ
লঘুজাতি* কানী বাদি ঃপাষণ্ডী না হৈত যদি ঃ
তবে নি এতেক গুনগাণ।৩।
এতেক ভাবিয়া চান্দে ঃ উস্বাসি উস্বাসি কান্দে ঃ
কি হহিব আমার উপাএ ঃ
শিব চিন্ত দড় করি ঃ ভজ্জদেবী মহেশ্বরী ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

ভবানী ভবানী করি ডাকে উসচস্বরে ঃ
তরিবার উপাএ কর সংকটে আমারে।
চান্দের দুর্গতি দেখি পার্ব্বতী আপনে ঃ
চন্দ্রকেতু নৃপতিরে কহিলা সপনে।
চন্দ্রধর পুত্র মর কার্ত্তিক সমান ঃ
কি দুষে বান্দিছ তারে করহ ছাড়ন।
রাজ্জের কুশল যদি চায় আপনার ঃ
মিত্রতা করহ তারে সহিতে তাহার।
সপ্ন দেখি চন্দ্রকেতু বলে দুসাদুরে ঃ
বন্দি হনে সদাগর আনহ সত্তরে।
রাজার আদেশে গেল দুসাদুর গণ ঃ
দেখিল চান্দের হৈছে বন্দন মুচন।
অনেক গৌরব করিয়া নিলা সভাতে ঃ
দেখিয়া রাজারে বলে জুড়ি দুইহাতে।
চন্দ্রধর নাম তুমার আমি চন্দ্রকেতু ঃ
তুমি সে আমার মিত্র হৈলা এই হেতু।

ক — হীনজাতি

---

১ — উচ্চৈঃস্বরে

আজি হনে তুমার আমার মিতাউলী[ক] ঃ
উবা হইয়া দুইজনে করে কুলাকুলি।
তবে চন্দ্রধর সাধু বল্লিলা তেড়ারে ঃ
ভাল ভুগ বস্তু আন রাজার গুচরে।
তেড়াএ আনিয়া দিল কুনা নারিকেল ঃ
সভার নিকটে আনি ছুলে[খ] কতুহল।
প্রবন্দ করিয়া তবে রাজা চন্দ্রধরে ঃ
প্রসর্ন্ন বদনে দিল নৃপতির করে।
হরষিত হৈয়া রাজা খাএ নারিকেল ঃ
অমৃত সমান হেন মুখে পড়ে জল।
নারিকেল খাইয়া পাইলা বড় রস ঃ
পাইলে খাইতে পারে গুটা আস্টদশ।
কেনমত বির্ক্ষ এর কেনমত পাতা ঃ
কেনমতে ফল ধরে কহ প্রাণ মিতা।
চৈত্র মাসে ধরে ফল বৎসরে সে পাকে ঃ
বড় বড় নৃপতি সকলে মাত্র খাএ।
যে কারণে তুস্ট মরে ভবানী শংকর ঃ
আমি সে আনিতে পারি নারিকেল ফল।
শুনহরে প্রাণ মিতা জাইম তর দেশে ঃ
নারিকেল খাইবাম মনে যত আইসে।
পুণ্য দেশে থাক মিতা সাফল্য জীবন ঃ
হেন নারিকেল সদাএ করহ ভক্ষন।

ক — মিতালী খ — খোসা ছাড়ায়

চান্দে বলে শুন মিতা কুনু বস্তু খাইছ ঃ
আর যত বস্তু তার সয়াদ[ক] না পাইছ।
তবে চান্দে আনি দিল ভাল গুয়াপান ঃ
প্রসর্ন্ন বদনে ছুলি কৈল খান খান।
পানে-চুনে-গুয়াএ করিয়া সমবায় ঃ
কর্প্পুর মিশাল দিয়া রাজারে খায়াএ[খ]।
তামুল লইয়া রাজা পৃতি বহুতর ঃ
কত পাটাইয়া দিল বাড়ির ভিতর।
মহাদেবী গণে খাএ কর্প্পুর তামুল ঃ
শরীরে পৈরিল যেন মালতীর ফল।
চন্দ্রকেতু বলে মিতা শুন মর বুল ঃ
সীমা দিতে না পারি তুমার বস্তুর মূল।

তুমার আমার বস্তু দেখিয়া সকলে ঃ
বুজিয়া উচিত মাল করিম বদলে।
চন্দ্রধরে বলে আমি যাইম বাসাতে ঃ
মনে যেই ধরে কালি বুঝিম পর্ছাতে
বিদাএ হইয়া গেল যথা ডিঙ্গা সব ঃ
মহাসুখে তথাএ করিল মহুর্ছব[১]।
চান্দে বলে বাক্যধর তেড়া দামদর ঃ
আগে মিল গিয়া তুমি রাজার গুচর।

ক — স্বাদ, সুরস, স্বাদুতা। খ — খাওয়ায়

---

১ — প্রীতি ২ — মহোৎসব।

থাকিবাএ রাজার সহিতে পৃথি[১] করি ঃ
জির্জ্ঞাসিলে বলিবাএ পছিমা[২] জহরী।
চান্দের আর্জ্ঞাএ চলে তেড়া দামুদর ঃ
রাজার গুচরে গিয়া মিলিল সত্তর।
হস্থ জুড় করি কৈল রাজা নমস্কার ঃ
চন্দ্রকেতু দেখি তারে করিল পুছার[৩]।
দেখিয়া জির্জ্ঞাসা তারে করে চন্দ্রকেতু ঃ
কথাএ নিবাস ভাই আইলা কুনু হেতু।
দামদরে বলে আমি পছিমা জহুরী ঃ
অমূল্য পাথর আমি চিনিবারে পারি।
চাকর হইতে পারি পাইলে বেতন ঃ
এই হেতু আসিয়াছি তুমার সদন।
রাজা বুলে ভাল ভাল শুভক্ষণ হৈল ঃ
আজি হনে তুমারে আমি চাকর রাখিল।
পঞ্চশত টংকা আমি দিবাম সপ্রতি[১] ঃ
বিদাএ কালেত আর পাইবাএ কতি[৫]।
চান্দ সদাগর দেশে আসিছে আমার ঃ
আনিছে অনেক বস্তু বদল করিবার।
এতে আমা পক্ষ তুমি হৈবা সাবহিতে[৬] ঃ
বদলিয়া দিবাএ না ঘটি[৭] যেন মতে।
জহরি বুলিল ভাল পর্ছাতে বুঝিবা ঃ
একগুণে দিবা তুমি দশগুণে পাইবা।
এই সমবাএ করি রহে দামদর ঃ
পুনরুপি তথাতে আসিলা সদাগর।

ক — পাশ্চিমা, পশ্চিমী খ — পুছা, জিজ্ঞাসা করা গ — কিছু সংখ্যক ঘ --- সাবধানে ঙ — ঠকি

---

১ — প্রীতি ২ — সম্প্রতি।

উটিয়া সম্বাসা তানে কৈলা নৃপবর ঃ
হস্থে ধরি বসাইলা আসন উপর।
চন্দ্রকেতু বুলে মিতা শুনিছনি বাত ঃ
পছিমা জহরী এক আইল অকস্মাত।
তুমার আমার মধ্যে মৈদ্যস্থ থাকিব ঃ
বুঝিয়া সে মলামল[গ] সকল করিব।
চান্দে বলে পক্ষাপক্ষ না করিব ভাল ঃ
বুঝিলে সে বুঝি তার কেমন আটকাল[খ]।
বদলের বস্তু যত তুলে ডিঙ্গা হতে ঃ
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে ভরে না পারি গণিতে।
ঃ লাচাড়ি ঃ

মিতা ধনে ধনে করিম বদল।
জুড়হাতে চান্দে কহে ঃ দেশের সন্দেশ এ
দশ শঙ্খ এক নারিকেল ।১।
বদলে নালিতা পাতি ঃ সুনা দিবা তের রতি ঃ
কহিতে না পারি উপযুগ ঃ
অস্টাদশে যদি খাএ ঃ আউ[১] বাড়ে সর্ব্বদাএ ঃ
শরীরে না থাকে কুন রুগ ।২।
বাত খণ্ডে মহারুগ ঃ শরীরে না করে ভুগ ঃ
পলাইয়া যাএ যত বায় ঃ
কি কারণে এথা আইলু ঃ লাবে মলে হারাইলু
না ভরিল মধুকর নায় ।৩।
পাখা ভাণ্ড বদলিবা ঃ তামা-কাসা ভাণ্ড দিবা ঃ
মলা বদলে গজদন্ত ঃ
আমলকি বদলিবা ঃ চন্দ্রকান্তি মনি দিবা
কীর্ত্তি রহিব পৃথিবী ভুবন ।৪।

ক — মূল্যামূল্য খ — আক্কেল

---

১ — আয়ু

চান্দে বুলে খইয়ার[ক] সেত ঃ বদলে দিবাএ নেত[খ] ঃ
আরকত কহিবারে জানি ঃ

খাইয়ার সেতে ধরাধরি ঃ দুইখানে এক করি ঃ
করিম বুঝিয়া টানাটানি ।৫।
যার খান যাএ ফার[গ] ঃ মর্ম্ম কিছু নাই তার ঃ
অন্যে অন্যে বুজিম দুইজন ঃ
একখান খইয়া দিল ঃ দশখান নেত পাইল ঃ
তুস্ট হৈল বণিক্য নন্দন ।৬।
নলরটগা[১] বদলিবা ঃ সেত চামর দিবা ঃ
মেষ বদলে দিবা হয়[ঘ] ঃ
হরিদ্রা বদলিবা ঃ শুদ্ধ সুবর্ণ দিবা ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে কহে ।৭।

ঃ পয়ার ঃ

জহরি বলএ রাজা শুনহ বদল ঃ
দশ শঙ্ক বদলে নেয় এক নারিকেল।
কুনু দ্রর্ব্ব শঙ্ক তার স্বাদ কিছু নাই ঃ
নারিকেল খাইলে পরম পৃতি পাই।
কাস্টের তাগারি দিয়া সুবর্ন্নের থাল ঃ
অতি চিত্র-বিচিত্র তাগারি বড় ভাল।
কুমড়া বদলে লইল সুনার কুমড়া ঃ
ইক্ষু বদলিয়া লৈন সুবর্ন্ন লাকেড়া[২]।
দুলাই কাণ্ডারী বলে মলে ঐ যে হারি ঃ
সুবর্ন্নের লাকেড়া দিয়া নেয়ত কুসিয়ারি[ঙ]।
নিকড়িয়া[চ] ধনে নায় নেয়ত ভরিয়া ঃ
চান্দে বুলে যাই দেখি মলে হারিয়া।

ক — খৈ-এর মত সাদা কাপড় খ — অংশুক বস্ত্র বিশেষ গ — ফারা, ছেঁড়া ঘ --- ঘোড়া ঙ — আখ চ — মূল্যহীন

---

১ — নলের ডগা ২ — লাড়কি

ধামাই গলৈয়া[ক] বুলে এ দুষ যাত্রার ঃ
বাণির্জ্জের লভ্য কিছু না হৈল এইবার।
গজমুক্তা দিল নিয়া দাড়িম বদলে ঃ
সর্ব্ব অর্থে হারিয়া যাই চন্দ্রধরে বুলে।
চন্দ্রকেতু বুলে মিতা কহি শুন আমি ঃ
যত বস্তু আনিয়াছ তারে দেয় তুমি।
অন্যে অন্যে বদলিয়া কুনু প্রয়জন ঃ
চৌদ্ধ ডিঙ্গা তুমার ভরিয়া নেয় ধন।
শুনি বড় তুস্ট হৈল রাজা চন্দ্রধর ঃ

যেমতে জর্ম্মিল শুন ভালা লক্ষীন্দর।

দশমাসের গর্ব্ববতী সুনুকা সুন্দরী ঃ
প্রসব সময় আইলা যত সব নারী।
পুত্রবধূ ছয় জন পুরি মৈদ্ধে আছে ঃ
অপরে যতেক আইলা সুনুকার কাছে।
দৈবর্গ্য[১] বার্ম্মণ আইল হইয়া হরযিত ঃ
আসিলা চান্দের পুরি করি নিত্ত গীত।
নটগনে মাদল বাজাএ কতুহলে ঃ
পারিছেদ[২] তাহার করিলা সেইকালে।
বসি নৈক্ষত্র ভেদ দৈবর্জ্ঞ করিল ঃ
আদ্রা মিথুন রাশি শুভফল পাইল।
বার্ম্মণে আশীর্ব্বাদ কৈল বেদ বিহিত ঃ
রক্ষাবাণী বান্দি এ চলিলা পুরহিত।
কতদিন পরে কৈল অন্নপ্রাশন ঃ
ইষ্টে মিত্রে আসি তথা করিলা ভুজন।

ক — নৌকার অগ্রভাগকে বলে গলৈ। সেখানে যে মাঝি অবস্থান করেন তাকে বলে গলৈয়া।

---

১ — দৈবজ্ঞ ২ — নাড়িচ্ছেদ।

কটিন প্রধান কৈলা গটিবার হেতু ঃ
ঐদ্ধাপখ[১] হইলা পণ্ডিত চন্দ্রকেতু।
কতদিনে করিলেক চূড়া কর্ন্নভেদ ঃ
রাজনীতি সাধুবিত্তি শিখাইলা ভেদ।
পণ্ডিত জানকীনাথ মনুসা কিঙ্কর ঃ
এইমতে জর্ম্ম লভিলা লক্ষীন্দর।
তথা রাজা চন্দ্রধরে করিলা বদল ঃ
নানা রত্নে চৌদ্ধ ডিঙ্গা ভরিলা সকল।
পুরহিত স্থানে চান্দে কহিল বিশেষ ঃ
শুভলগ্ন কর গুরু যাইবারে দেশ।
শুভঙ্করে বুলে রাজা সব শুভক্ষণ ঃ
কালি প্রভাতে কর দেশেরে গমন।
প্রাথকৃয়া[২] প্রভাতে করিয়া চন্দ্রধর ঃ
বিদাএ মাগিয়া গেলা রাজার গুচর।
চান্দে বলে প্রাণমিতা দেশে যাই আমি ঃ
ভালমন্দ যতকিছু না লইবা তুমি।
চন্দ্রকেতু বলে মিতা যাইবা দেশএ ঃ

মনে কিছু না লইবা আমার বিনএ।
হাতে ধরি বসাইলা আসন উপরে ঃ
বেবস্থিতে[ক] বেভার দিলেক মিত্র করে।
কুলাকুলি গলাগলি হইল দুইজনে ঃ
রাজাএ যতেক বস্তু দিলেক তখনে।
সম্বাবা করিয়া রাজা গেলা ততক্ষণ ঃ
স্নান করি পূজিলেক পার্ব্বতী চরন।

ক — বিধিপূর্বক

---

১ — অধ্যাপক ২ —প্রাতঃক্রিয়া

ত্রিদেশ দেবতা পূজে ইন্দ্র আদি করি ঃ
ভক্তিভাবে পূজা করে দেবী সুরেশ্বরী।
যতসব বলিধান[১] মহিষ কর্ছবে[২] ঃ
ছাগ-মেষ-পারাবত মনে যত লএ।
ধুপ-ধিপ[৩] নৈবিদ্ধ নানান উপহারে ঃ
সকল দেবতাগণ পূজে চন্দ্রধরে।
বার্হ্মনরে দান কৈল রজত কাঞ্চনে ঃ
অবশেষে প্রসাদ পাইলা জনে জনে।
তারপরে ভুজন করিয়া চন্দ্রধরে ঃ
বসিবার স্থান কৈলা ডিঙ্গার উপরে।
বিশ্বকর্ম্মা আপনে গটিছে মধুকর ঃ
সাড়িয়া রহিছে তাতে চৌষষ্ট নফর।
বিচিত্র মন্দির তাতে শুভে নানাবাতি ঃ
স্বর্গপুরে শুভে যেন ইন্দ্রের বসতি।
কস্তুরী চন্দন অঙ্গে করিয়া লেপন ঃ
ডিঙ্গাতে বসিল চান্দ হরষিত মন।
চারিপাশে জুকার দিলেক নারীগণে ঃ
বেদমন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করিলা বার্হ্মণে।
ঢাক-ঢুল-মাদল বাজএ প্রতি নাএ ঃ
কামান-বন্দুক যত হাতে লৈয়া যাএ।
শঙ্ক-সিঙ্গা করতাল পুরে এককালে ঃ
বেনা-বাঁশী-করতাল বাজে দলে বলে।
শতে শতে পতাকা উড়এ সর্বনাএ ঃ
সাইড পাইয়া পাইক সবে উবা দাঁড় বাএ।

---

১ — বলিদান ২ — কচ্ছপ ৩ — দীপ

অনুরাগে গীত গাএ বণিক সকলে ঃ
দাঁড় হাতে পাইক সবে হই-হই বুলে।
ইহারে শুনিয়া পৌদ্ধা কহিল নেতারে ঃ
ধনে রত্নে ভরাভরি চান্দ যাএ ঘরে।
নেতা বলে ব্রেথা[1] যুক্তি করিয়া কি ফল ঃ
কালিধএ[2] ডিঙ্গাসব নাহি হৈব তল।
নদীসব আন যদি কালিধএ[2] সাগরে ঃ
তবে সে ডুবিব ডিঙ্গা কহিনু তুমারে।
শুনিয়া এমত কথা জয় বিষুহরি ঃ
নেতা সঙ্গে গেলা যথা দেবী সুরেশ্বরী।
গঙ্গা দেখি পৌদ্ধাবতী কৈলা নমস্কার ঃ
আশীর্ব্বাদ কৈলা গঙ্গা ঝি-এর বেভার[ক]।
কুলে লৈয়া আসনে বসাইলা বিষুহরি ঃ
কেনগ আসিছ এথা মায় নাগেশ্বরী।
তবে পৌদ্ধা কান্দিতে কান্দিতে বারে বারে ঃ
কহিতে লাগিলা যত ইতি বেবহারে।
চান্দের সহিতে বাদ জানহ আপনে ঃ
নিরবদি মন্দ বলে না সএ পরানে।
এক অঙ্গীকার মায় যদি কর মরে ঃ
নদী সব যায় যদি কালিদএ সাগরে।
চৌদ্ধ ডিঙ্গা ডুবাইতে কালিধয়র জলে ঃ
না পারিম তুমি বিনে অঙ্গীকার কৈলে।
গঙ্গা বলে মনুসা কিসেরে কহ আর ঃ
যাইব সকল নদী কার্যেতে তুমার।

ক — ব্যবহার

---

১ — বৃথা ২ — কালিদহ

ডাকুরাকে ডাকি গঙ্গা হেনকালে বলে ঃ
নদী সব যাউকা বুল কালিধএর জলে।
ঃ লাচাড়ি ঃ
আর্জ্ঞা কৈলা গঙ্গা যবে ঃ   ডাকুরা চলিলা তবে ঃ
নদীসব চলহ তরিত ঃ
আর্জ্ঞা দিছে গঙ্গামায় ঃ   কালিধএ চলি যায় ঃ
বিলম্ব না কর কদাচিত ।১।
ব্রর্ম্মপুত্র চল তবে ঃ   সঙ্গে লইয়া আপ্তভাবে ঃ

যুলশত নদী সঙ্গো করি ঃ
সত্তরে চলিয়া যাএ ঃ ডুবাইতে চান্দের নায় ঃ
কি কারণে না পূজে বিষুহরি ।২।
পশ্ছিমে কহিল গিয়া ঃ চল নদী করতয়া[১] ঃ
বিংশতি হাঝারে নদী লৈয়া ঃ
চলহ প্রচণ্ড বাতে ঃ অতি তীক্ষ্নতর স্রতে ঃ
চৌদ্ধ ডিঙ্গা পালায় ডুবাইয়া ।৩।
উত্তরে ডাকিয়া কহে ঃ চল নদী মিতুঞ্জুএ[২] ঃ
লক্ষ নদী করিয়া সঙ্গাতি ঃ
মনুসার কার্যতরে ঃ চল কালিধএর জলে ঃ
চৌদ্ধ ডিঙ্গা ডুবাইতে তখন ।৪।
দক্ষিণে পাইল লাগ ঃ চল নদী চন্দ্রভাগ ঃ
চল্লিশ হাজার নদী যায় ঃ
সত্তর গমনে লড় ঃ বিলম্ব না কর দড় ঃ
চৌদ্ধ ডিঙ্গা করিতে সংহার ।৫।

---

১ — খরতোয়া ২ — মৃত্যুঞ্জয়ে

শুনিয়া এমত বাণী ঃ চলিলা নদীর মনি ঃ
দেখিতে লাগএ বড় ভএ ঃ
চলি যায় নদী বল ঃ কাল কালিধএর জল ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ ।৬।

ঃ পয়ার ঃ

মিলিলা সকল নদী কালিধএর জলে ঃ
তবে পৌন্ধা চলি গেলা ইন্দ্রের মণ্ডলে।
লর্জ্জা ভাসি তুমারে বলিএ বারে বারে ঃ
বিনয় করিয়া পৌন্ধা বলিলা ইন্দ্ররে।
মেগগন আমারে দিবাএ দেবরাজ ঃ
তবে সে আমার পুনি সিদ্ধি হয় কাজ।
চৌদ্ধ ডিঙ্গা চান্দের ডুবাইতে কালিধএ ঃ
বিনে মেগগন গেলে সিদ্ধি নহি হএ।
ইন্দ্রে বলে যে প্রকারে সিদ্ধি হয় কাজ ঃ
চল মেগগণ সঙ্গো না করিয় ব্যাজ।
অবেতু সবেতু চলে কাজল পুস্কর ঃ
উনশত কালামেঘ সাজিল সত্তর।
উনশত বাউসনে পবন সাজিল ঃ
সকলে একত্র হৈয়া কালিধএ গেল।
নদীসব কলরবে মেঘের গর্জ্জনে ঃ

অতি [illegible] তারে করিছে পবনে।
মেঘসাবে একবারে হুঙ্কার করিল ঃ
বিষম প্রমাদ চান্দে তখনে মানিল।
দিনে অন্ধকার হৈল না দেখি প্রকাশ ঃ
শীলবর্ণ-বৃষ্টি দেক্ষি চান্দে পাইল ত্রাস।

**আদর্শ পুঁথির পাঠ — অবেত্ত সাবেত্ত চল দ্রন যে পুস্কর। ৯নং এ — ত্রিবার্ত্তা সমর্ত্তি চল ভদ্র পুস্কর। ১০ নং এ — আপর্ত শাপার্ত চলে বর্ণা পুস্কর*
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

হু হু শব্দ নিরন্তর সাগর হিন্দুল ঃ
চান্দের কটাকে মিলি করে গণ্ডগুল।
আস্ফাল করেন জলে মহা কলরব ঃ
শুনিয়া নিশব্দ হৈল জীবজন্তু সব।

ঃ লাচাড়ি ঃ

দুলাই দড় মুস্টে ধরিয়া কাণ্ডার ঃ
দেখিয়া কালির জল ঃ বুন্ধি গেল রসাতল ঃ
কুনুমতে না দেখি নিস্থার।
মুষল প্রমাণ ফুটা ঃ যেন বিদ্ধুতের ছটা ঃ
বজ্রাঘাত হয় শতে শতে ঃ
শীলাবৃষ্টি অন্দকারে ঃ কেয় নাই দেখি কারে ঃ
নিস্থার না দেখি কুনুমতে ।১।
ডিঙ্গা সবে নৈল পাক ঃ চান্দে ছাড়ে ঘন ডাক ঃ
রক্ষা কর ভবানী শঙ্কর ঃ
হেনমনে অনুমানি ঃ পাষণ্ডী হৈল কাণী ঃ
ডিঙ্গা সব ডুবাইব মর ।২।
ধনরত্ন পরিবার * ঃ জীতে না দেখিব আর ঃ
প্রাণ লৈয়া হৈল সংশএ ঃ
পুজ চান্দ বিষুহরি ঃ সংকট যাইবাএ তরি ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে কহে ।৩।

ঃ পয়ার ঃ

নেতা বুলে পৌদ্ধাবতী কি চায়সী অবে ঃ
দিকপাল আনিলে চান্দের নায় ডুবে।
তবে পৌদ্ধা চলি গেল বিষ্ণুর গুচরে ঃ
করজুড়ে পৌদ্ধাএ বিষ্ণুরে নমস্কারে।
বিষ্ণু বলে পৌদ্ধাবতী কেনে আগমন ঃ
পৌদ্ধা বলে দিকপাল দিবাএ আপন।

গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির। আদর্শ পুঁথির পাঠ — 'পুত্রদণ্ড কবিতার'

---

১ — বিদ্যুতের

চৌন্ধ ডিঙ্গা ডুবাইতে কালিধয় সাগরে ঃ
বিমু বলে দিকপাল চলহ সত্তরে।
পৌন্ধা বলে তলকর ডিঙ্গা তরাতরি ঃ
তবে সে আমার দুক্ষ পাসরিতে পারি।
শুনিয়া পৌন্ধার কথা দিকপাল গণ ঃ
শক্তি অভিপ্রায় বুল করিলা ইক্ষণে।
দিকপাল বিক্রম চালাএ ঘুরবায় ঃ
একবারে তল হৈল চান্দের তের নায়।
অবশিষ্ট মধুকর যাতে চন্দ্রধর ঃ
ত্রাস পাইয়া ডাকে চান্দে ভবানী শঙ্কর।
চান্দের কাতর দেখি পার্ব্বতী আপনে ঃ
দশ হাতে কাণ্ডার ধরিলা প্রাণপনে।
পার্ব্বতী কাণ্ডার তবে ধরে মধুকরে ঃ
দিকপাল তলতারে করিতে না পারে।
তারে দেখি পৌন্ধাবতী কুপিলা অন্তরে ঃ
কান্দি কান্দি গেলা বাপের গুচরে।
শিবের গুচরে পৌন্ধা কহিলা তখনে ঃ
চান্দের কাণ্ডার দেবী ধরিলা আপনে।
লাজ নাই লর্জ্জা নাই বড়ই দুর্ব্বার ঃ
তুমা ছাড়ি ধরে চণ্ডী অন্য ভাতার*।
তের ডিঙ্গা চান্দের ডুবিল কালিধএ ঃ
চণ্ডী গিয়া মধুকরে কাণ্ডার ধরএ।
কি কার্য্য করিম বাপ বলহ আমারে ঃ
চান্দের কারণে আজি চণ্ডী কিবা মরে।

ক — উপপতি

তাহা শুনি মহাদেব মহাকুপে জলে ঃ
কালিধএ মহাদেব গেলা সেইকালে।
চণ্ডীরে নিষ্টুর বাণী বলে মহেশ্বরে ঃ
কাণ্ডার এড়িয়া চণ্ডী হহিলা অন্তরে।
অন্তরীক্ষে ভবানী কাণ্ডার এড়ি যাএ ঃ
ভবানী ভবানী চান্দে ডাকে উসর্চরায়ে।
ফিরিয়া না চায়ে দেবী লাজের কারণ ঃ

সেইকালে বিক্রম করিল দূতগণ।
দিকপালগণ আর বাউ মহাবলে ঃ
মহাবন্যা আরম্ভ করিলা সেইকালে।
পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ উটে নিরন্তর ঃ
হেটমুণ্ড করিয়া বসিলা চন্দ্রধর।
ঝলকে ঝলকে পানি উটে সর্ব্ব নাএ ঃ
ডাক ছাড়ে চন্দ্রধরে প্রাণ উড়ি যাএ।
কুমারের চাক যেন ডিঙ্গা পাক পাড়ে ঃ
প্রাণ যাএ প্রাণ যাএ চান্দ ডাক ছাড়ে।
বাণমেঘে দিকপাল কুপিয়া সফল ঃ
অবশেষে মধুকর ডিঙ্গা কৈল তল।
জলেত ভাসিয়া চান্দ রহিল কেবল ঃ
বুকের ভরসে আছে নাহি বুদ্ধি বল।
সাতদিন নব নিশি ভাসিয়া সাগরে ঃ
ত্রিণমাত্র[১] নাহি পায় ভর করিবারে।
নিরাস্রএ মরিবেক করি চন্দ্রধর ঃ
পৌদ্মপত্র পালাইয়া দিলেক সাগর।

---

১ — তৃণমাত্র

পৌদ্মপত্র সমুখে দেখিয়া চন্দ্রধরে ঃ
থুক দিয়া তাহারে ফেলিয়া দিল দূরে।
বেঙ্গাখানি কাণী বেটী বড় দয়া তুর ঃ
পৌদ্মপত্র পালাইয়া দিয়াছ সাগর।
শক্তিহীন সদাগর উটিতে না পারে ঃ
পাইল তড়ের লাগ শঙ্করের বরে।
জলে ভাসি উপবাস আছে সদাগর ঃ
পরিধান বস্ত্র নাই হৈছে দিঘম্বর[১]।
হেনমতে আছে চান্দ তড়ের উপর ঃ
লর্জ্জাএ কুর্পর চান্দ না দেয় উত্তর।
আচমিত কপীন[২] পাইল একখান ঃ
যত্ন করি পিন্দে চান্দ দরিদ্র সমান।
সাগরের তীরে হাটে খিধাএ বিকল ঃ
হাটিতে পাইল চান্দ কলার বাকল।
বাকল পাইয়া তবে চর্ম্পকের নাথ ঃ
খুবাইয়া[৩] লইলেক করি সহসাত।
চান্দে বুলে প্রাণরক্ষা করি যেন মতে ঃ
স্নান করিবারে গেল নামিয়া জলেতে।

অনেক দিবসে আজি করিম ভুজন ঃ
এই বুলে জলে লামে বণিক্য নন্দন।
নেতা বুলে পৌদ্ধাবতী এ বড় জঞ্জাল ঃ
উচ্ছিষ্ট খাইলে চান্দ হইব বিটাল[খ]।
বাকল হরণ কর গাভীরূপে আসি ঃ
বিটালের হাতে না খাইম পুষ্প-পানি।

ক — বাগ্রতা পূর্বক বিশেষভাবে, কাতরভাবে প্রভৃতি   খ — অস্পৃশ্য, অপবিত্র।

---

১ — দিগম্বর,   ২ — কৌপিন

হাসিয়া মনুসা বুলে কহি শুন নেতা ঃ
বাকল হরিয়া কর চান্দরে আবেস্থা।
তবে নেতা গাভীরূপে খাইল বাকল ঃ
স্নান করি সদাগর খিধাএ বিকল।
উটিয়া বাকল চান্দে না দেখিয়া তথা ঃ
মহাকুপে জ্বলিয়া দুই হাতে কুটে মাথা।
লঘু জাতি কানী পাষণ্ডী মর সনে ঃ
বাকল হরিয়া নিল গাভীর লক্ষণে।
নিশ্বাস ছাড়িলা চান্দ বাকল না পাইয়া ঃ
উদর ভরিম আজি কানীর রক্ত খাইয়া।
ধীরে ধীরে হাটে চান্দ উপবাস পথে ঃ
অকস্মাত পাইল লাগ প্রাণ সমমিতে।
একি একি বুলিয়া জির্জ্ঞাসে বারে বারে ঃ
কি জির্জ্ঞাস প্রাণ মিতা বুলে সদাগরে।
প্রাণরক্ষা কর মিতা দিয়া কিছু অর্ন্ন ঃ
নাপিত ডাকিয়া আন করি খেউর[ক] কর্ম।
তথাতে নাপিত বেশে আসিলেক নেতা ঃ
ডাকিয়া আনিয়া বুলে খেউর কর মিতা।
নাপিত ডাকাএ চান্দে দাড়ি দেয় মড়[খ] ঃ
মড়িয়া হিজ্জল যেন নলের শিকড়।
চান্দে বুলে ছাতারিয়া[গ] এড় মর হাত ঃ
চুলে ধরি কিল মারে গুটা ছয় সাত।
খুর[১] লৈয়া নাপিতে উটিয়া দিল লড় ঃ
তিনকড়া কড়ি নিয়া লর্জ্জা পাইল বড়।

ক — ক্ষৌরকর্ম,   খ — ঘষা-মাজা করা, মোচড়ানো.বা গোঁফে তা দেওয়া,   গ — নাপিত।

---

১ — ক্ষুর।

প্রাণমিতা আসিয়া বলিলা বিপরীত ঃ
আরবার কামাইল আনিয়া নাপিত।
স্নান করাইয়া দিলা পরিতে বসন ঃ
বিধিমতে ভুঞ্জাইল* অর্ন্ন বেঞ্জুন[১]।
চান্দে বুলে প্রাণমিতা রাখিলা জীবন ঃ
আমার যতেক কথা শুন দিয়া মন।
চৌদ্ধ ডিঙ্গা আমার আপনে জান তারে ঃ
ভরিলু নানান বস্তু যাইতে যে পারে।
কানীএ ডুবাইল তারে কালিধএর জলে ঃ
নানারত্নে ভরাভরি যাইবার কালে।
যত পাইক মৈল তারে কি কহিতে পারি ঃ
বিপ্র শুভঙ্কর মৈল দুলাই কাণ্ডারী।
কত অপমান দিল ধামেনা ভাতারি ঃ
শুজিম ইহার ধার গেলে নিজ পুরি।
তবে তার মিত্রে বুলে না বুজ আপনে ঃ
পুজহ মনুসা বাদ কর কি কারণে।
চান্দে বুলে মিতা তুমি না হয় শুমিত[২] ঃ
আপনে আসিছি কাজে বুল বিপরীত।
শয়ন করিল চান্দে নিশি হৈল যবে ঃ
নেতার সহিতে পৌদ্ধা বুদ্ধি করে তবে।
শুন নেতা বাদুয়াএ খাইয়াছে ভাত ঃ
এথাহনে বার কর করিয়া উৎপাত।
আনিয়া তাহার ধন চুরের সন্দানে ঃ
নানা দ্রর্ব্ব আনি তবে রাখে স্থানে স্থানে।

ক — খাওয়াইল, ভোজন করলে।

---

১ — (অন্ন) — ব্যঞ্জন। ২ — সুমিত।

নিশি অবসান হৈল দেখে তার মিতে ঃ
চুরি করি নিল ধন না পারিল নিতে।
অনেক দুর্গতি করি মারিয়া বিস্থর ঃ
মাথা মুড়ি খেদাইল দূর দেশান্তর।
অপমান পাইয়া চান্দ যাএ পথে পথে ঃ
*যাইতে পাইল লাগ কৈবর্ত্ত গৃহস্থে।
*জির্জ্ঞাসিল কথাএ বসতি কথা যায় ঃ

আমার আশ্রএ আসি খানিক জিরায়।
কুনু জাতি হয় তুমি কি নাম তুমার ঃ
কুনু দেশে থাক তুমি কহ সমাচার।
চান্দে বুলে প্রয়জন[১] নাহি জির্জ্ঞাসিয়া ঃ
যদি পার প্রাণ রাখ গুটি কিছু দিয়া।
সে বড় দুখিত হৈল এই কথা শুনি ঃ
গুটি কত তণ্ডুল ভাজিয়া দিল আনি।
তণ্ডুল চাবায় চান্দে কড়মড়ি করি ঃ
নেতা সঙ্গে অন্তরীক্ষে হাসে বিষুহরি।
অবুদ বাদুয়া চান্দে না পূজে আমারে ঃ
লাঙ্গাট হহিয়া চাউল মাগে ঘরে ঘরে।
তণ্ডুল চাবিয়া[ক] চান্দে বুলে ধীরে ধীরে ঃ
ভাল লঘুজাতি কানী ভাণ্ডিলে আমারে।
কতগুটি খাইছে চান্দে কতগুটি আছে ঃ
হেনকালে নেতা গেল চন্দ্রধর কাছে।

**মিতার গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে কৈবর্তের গৃহে আসার ফাঁকে — ২নং পুঁথিতে কাহিনীতে একটু নতুনত্ব আছে। যেমন - নদীর পাড়ে দিগম্বর চাঁদ সাধুকে দেখে গ্রামের বধূরা ভূত মনে করে। অন্য কোন পুঁথিতে এ কাহিনী নেই বলে গ্রহণ করা হলো না।*
***আদর্শ পুঁথি ও ১নং পুঁথির পাঠ এক যথা — জির্জ্ঞাসিল কথা বাপুডা কথা আয়।*
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

ক — চিবিয়ে।

---

১ — প্রয়োজন

বিন্ধের অবেস্থা[১] ধরি বলে ধীরে ধীরে ঃ
সর্ব্বসিন্ধি হৈব বাপু পুজ মনুসারে।
শুনিয়া বুড়ির কথা ক্রুধ হৈল বড় ঃ
চাউল এড়ি বুড়িরে মারিতে দিল লড়।
অন্তরীক্ষে গেল নেতা মনুসার কাছে ঃ
অবশিষ্ট কতগুটি তণ্ডুল পড়ি আছে।
ফিরিয়া দেখিল চাউল নষ্ট হৈল চান্দে ঃ
ইহারে দেখিয়া রাজা দুক্ষি হৈয়া কান্দে।
এথাহনে অপমান চান্দে তবে পাইয়া ঃ
সৈন্দাকালে একগ্রামে উত্তরিল গিয়া।
বুড়ির আশ্রমে গিয়া বলিল সত্তরে ঃ
সমন্দ[২] করিতে পারি পাইলে কার ঘরে।

বুড়ি বুলে নাতীনরে কর পরিণএ ঃ
থাকহ পরম সুখে সরিদ[১] ভাবএ।
কুলে-শীলে ছুটা নহে আছে রূপে-গুণে ঃ
পৃষ্টেত হাড়িয়া গুজ[৪] কর্ন্নে নাহি শুনে।
চান্দে বুলে মর প্রতি সেই সে পৌদ্ধিনী ঃ
খিধাএ পাইম অন্ন তিরাসেত[ক] পানী।
মনুসার কপটে চান্দে সুবুদ্ধি হরে ঃ
রহিল কৈবর্ত্ত ঘরে বিয়া করিবারে।
গন্দর্ব্ব বিবাহ করি রহিল তথাএ ঃ
একদিন প্রভাতে কামেলা[খ] বনে যাএ।
ডাকাডাকি করি যাএ বাশের কাননে ঃ
গুজিএ চান্দের আগে বুলিল তখনে।

ক — পিপাসাতে, খ— কামলা।

---

১ — অবস্থা, ২ — সম্বন্ধ, ৩ — সুহৃদ, ৪ — কুঁজ।

আপনে না যাএ কেনে কাষ্ট আনিবার ঃ
চান্দরে চাতুরী কথা বুলে বারমবার[২]।
প্রথম গৌরব চান্দে লাড়িতে না পারে ঃ
উটিয়া কামেলা সনে চলিল সত্তরে।
বাসকাটি কামেলা এ দুই উইর[৩] করি ঃ
বান্দিয়া লইল চান্দে মাথে বুজা করি।
মনে মনে পথেতে হাটিয়া চান্দে কয় ঃ
"এরে বেচি কড়ি কিছু পাইম নিশ্চয়।
মনুসা মণ্ডনে[৪] বান্ধ বাইম[৫] ঘরে ঘরে ঃ
এরে শুনি কানি যেন অগ্নি খাইয়া মরে।
পৌদ্ধা বুলে শুন নেতা কি বুলে আমারে ঃ
বাস বেচি বান্ধ বাজাইত ঘরে ঘরে।
এথাহনে চান্দরে খেদায় শীগ্র করি ঃ
যদবদি বিটাল না হয় দুরাচারি।
নেতার সহিতে পৌদ্ধা করিয়া আলাপ ঃ
এক এক বাসে দিলা নগুটা[১] সাপ।
বাস মন্ধে প্রবেশ করিয়া নাগগন ঃ
মণ্ডে করি আনে চান্দে আনন্দিত মন।
বাস বুঝা নামাইল বড় শব্দ করি ঃ
বাঁস হনে বার হৈল ফাতুফুতি[৬] করি।
পরিত্রাহি করিয়া সকল যাএ ঘরে ঃ

সামন্ত সকলে ধরি কিলাএ চান্দরে।

**এই চরণের পরের চরণটি (এহারে বেচিয়া কৌনট তরে দিম) অন্য কোন পুঁথিতে নেই বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।*

র্ক — বারংবার, বারম্বার। ক — উইর, উগইর = শস্যের গোলা বা লাড়কি ইত্যাদি রাখার অনুচ্চ মাচা। মনে হয় এক্ষেত্রে 'উইর' শব্দ খণ্ড বা টুকরো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। খ — বিষহরির মাথা মণ্ডনে। গ — বাজাব। ঘ — ফোঁস-ফোঁস।

---

১ — নয়টি, ন'টি। ২ — সমর্থ।

জামাই না হয় বেটা গাড়রিয়া উঝা ঃ
মাথাএ করিয়া আনে সর্পের সে বুঝা।
দুর্গতি করিয়া তারে দিলা বার করি ঃ
চান্দে বুলে এথা আইল ধামেনা - ভাতারি।
পথে পথে হাটে চান্দ যেন যাএ চুরে ঃ
কতদূর গিয়া দেখে শিশুএ মইৎস মারে।
ধীরে ধীরে গেল চান্দ শিশুর অগ্রেতে ঃ
আথর্ব্বেতে শিশুর সেয়তি[ক] লৈয়া হাতে।
দুই গুটি চেঙ্গা তবে ধরি চন্দ্রধরে ঃ
বিচারিয়া যায় যথা আছে নট ঘরে।
শুনিয়া চান্দের কথা নট সকলে ঃ
গুটাকত চড় দিলা তার দুই গালে।
যে ঘরে বেচিল চান্দে মইস[১] দুই গুটে ঃ
আচম্বিত সর্প হৈল মনুসা কবটে।
দেখিয়া পাইল ত্রাস চান্দ লড়ে যাএ ঃ
কথার[২] বাদুয়া বেটা সর্প বেচি খাএ।
কতদূর গিয়া ধরে করি লড়ালড়ি[খ] ঃ
সর্প দিয়া মারিয়া কাড়িয়া লৈল কড়ি।
চান্দরে মারএ তবে টুকরে টেকরে ঃ
প্রাণ সংশয় হৈল চরণ প্রহারে।
প্রহারের ঘাএ চান্দ লড়িতে না পারে ঃ
মনুসারে মন্দবাণী বুলে ধীরে ধীরে।

ক — সেঁউতি সেউই, সেয়তি জল সেচনের টিনের তৈরী উপকরণ বিশেষ। খ — দৌড়াদৌড়ি, গড়াগড়ি।

---

১ — মৎস্য। ২ — কোথাকার।

চান্দে বুলে সর্প কব হইয়াছে মাছে ঃ
সুজিম কানীর ধার মনে যেভা আছে।
দুইহাতে সর্প ধরি মারিল আছাড় ঃ
অন্তরীক্ষে গেল নাগ না ভাঙ্গিল হাড়।
চান্দে যত ধিক ধিক বুলে মনুসারে ঃ
প্রাণে না মারিতে পারে নিষেদিছে হরে।
পণ্ডিত জানকীনাথে পদবন্দে কএ ঃ
এত অপমান বিধি বাম হৈলে হএ।
এথাতে রহিল চান্দ জীবন নিশ্বেষ ঃ
চর্ম্পকেতে গেল পৌদ্ধা দৈবর্জ্ঞের ভেশ।
শুভমস্থ করিয়া দৈবর্জ্ঞে দিল ডাক ঃ
বার-তিথি-নৈক্ষত্র করিল বিচার।
দৈবর্জ্ঞ দেখিয়া সুনাই জির্জ্ঞাসে খবর ঃ
কতদিনে দেশেতে আসিবা সদাগর।
দৈবর্জ্ঞে বুলিল আসহিবা[১] শীঘ্র করি ঃ
একমাত্র সন্দেহ দেখিএ লগ্ন ভারি।
আমি যে গনিয়া কহি জানিবাএ দড় ঃ
শরীর কুশল আছে বিগ্ন[২] হৈছে বড়।
আর এক নিবেদন শুন পাটেশ্বরী ঃ
অনিষ্টে লঙ্গিব আজি তুমার নগরি।
সাবধানে থাকিবা মারিবা ঘুরতর ঃ
চন্দ্রধর বুলিয়া আসিতে চাইব ঘর।

১ — আসিবে। ২ — বিঘ্ন।

ইহা শুনি সুনুকার হইল তরাস ঃ
এক হৈয়া রহিলেক ডাকি আশ-পাশ।
সূর্য্য অস্থ গেল হৈল দিন অছাস্তরি ঃ
চান্দে আসি দেখা দিল চর্ম্পক নগরী।
দ্বারে থাকি ডাক দিল দুব্বুলা-দুব্বুলা ঃ
শুনিয়া সকল লুকে ত্রাসিত হহিলা।
মার মার করি কেয় ছেল-জাটা লএ ঃ
গণকে কহিল কালি ফলিল নিসচয়ে।
গুহাড়[১] পাথর ভাণ্ডে মারে ইটাইয়া* ঃ
আমি চান্দ আমি চান্দ বুলে ডাক দিয়া।
তথাপি তাহারে কেয় প্রত্যয় না করে ঃ
নানান প্রহার তারে করে নিরন্তরে।

মষল মদগর মারে হাঝারে হাঝারে ঃ
জর্জ্জর হইলা সাধু অনেক প্রহারে।
ছেচোড়িয়া লৈয়া যাএ গলে দড়ি দিয়া ঃ
চেড়িসবে মারে তারে শুরনি[খ] আনিয়া।
পালাইয়া দিলা তারে উছিষ্টের হালে[গ] ঃ
পুনি চান্দ উঠিয়া চলিল সেইকালে।
ফিরিয়া আইসে ভূত বলে সর্ব্বজনে ঃ
নানা অস্ত্র লৈয়া ধাএ অনুচরগণে।
চুলেত ধরিয়া তারে মারিল টানিয়া ঃ
অগ্নি দিয়া চুল দাড়ি পালাইল পুড়িয়া।
মাথা মটুকি দিয়া রাজা চন্দ্রধর ঃ
লড় দিয়া প্রবেশিল পুরির ভিতর।

**আদর্শ পুঁথির পাঠ — বান্দি চেড়িগণে মারে শুরণি তুলিয়া।*
২নং পুঁথির পাঠ — চেড়িসবে মারে তারে শূরনি আনিয়া।
১নং পুঁথির পাঠ — হাতে পায়ে বান্দি মারে শূরণি বাড়িয়া।
১০নং পুঁথির পাঠ — বান্দি চেড়িগণে মারে।
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

ক — ঢিলছুঁড়ে। খ — শূরন, শুরুম, শূরেন, শূরনি, শূরুণি প্রভৃতি ঃ ঝাটা বা ঝাড়ু। গ — উচ্ছিষ্টের মত।

---

২ — গোহাড়।

সুনুকা সুনুকা বলি ডাকে ঘন ঘন ঃ
অকারণে আমারে করএ বিড়র্ম্বন।
পরিণাম মনে ভাবি সুনুকা সুন্দরী ঃ
তরিতে চলিয়া গেল হাতে অগ্নিকরি।
নিরক্ষিয়া চাএ তবে সুনুকা সুন্দরী ঃ
পরিচয় পাইল তবে চান্দ অধিকারী।
নিষেদিল সর্ব্বজন চাকর নফর ঃ
অনিষ্ট না হয়ে মর প্রভু সদাগর।
প্রভু প্রভু বলিয়া দুই হাতে কুটে মাথা ঃ
চর্ম্পকের নাথ প্রভু কেন হেন আবেস্থা[১]।
কেনে হেনগতি প্রভু কহ কহ শুনি ঃ
নিছিন্তে রহিছি ঘরে আমি অভাগিনী।
চান্দে বলে মখে মর নাহি সরে রাএ[২] ঃ
গুটিকত খাইলে সে প্রাণরক্ষা পাএ।

সর্ব্বলুকে ধন্দ হৈল দেখিয়া চান্দরে ঃ
এমত হহিয়া রাজা কেনে আইলা ঘরে।
স্নান করি সুনুকাএ করিল রন্দন ঃ
ছয়মাসে চন্দ্রধরে করিলা ভুজন।
ই সব রহস্য চান্দে কিছু না কহিল ঃ
পালঙ্গা উপরে চান্দ শুইয়া নিদ্রা গেল।
প্রভাতে উটিয়া চান্দ বুলে নাপিতরে ঃ
খেউর কর্ম্ম করি করে বিধি ব্যবহারে।
ইস্টে মিত্রে শুনিয়া আসিলা দেখিবারে ঃ
পদযুগে প্রণাম করিলা লক্ষীন্দরে।

**আদর্শ পুঁথির পাঠ — খেউর কর্ম্ম করি করে বিধি-বিধানে।*
২নং পুঁথির পাঠ — খেউর কর্ম্ম করিলেন জেন বাবহারে।
৯নং পুঁথির পাঠ — খেউর কর্ম্ম কৈল তবে বিবিধ বেভহারে।
১০নং পুঁথির পাঠ — খেরি কর্ম্ম করিবারে বিধি বেবহারে।
গৃহীত পাঠ ১নং পুঁথির।

ক — রা, শব্দ, স্বর।

---

১ — অবস্থা।

কার পুত্র বুলি চান্দে জির্জ্ঞাসা করএ ঃ
সুনুকা বলএ রাজা তুমার তনএ।
যখনে বাণিজ্যে গেলা ধনরত্ন লৈয়া ঃ
তাহাতে লেখিয়া দিলা আপনে জানিয়া।
এইহেতু পুত্র এই ভালা লক্ষীন্দর ঃ
না চিন আপনা পুত্র শুন সদাগর।
স্বরণ হইল সাধু সর্ব্ব বিবরণ ঃ
কুলে লইয়া মুখখানি করিল চুম্বন।
ডিঙ্গাডুবি যতদুক্ষ পাইল সদাগর ঃ
পাসরিল সব দুক্ষ দেখি লক্ষীন্দর।
চৌদ্ধ ডিঙ্গা ডুবাইলা জয় বিষুহরি ঃ
বিপ্র শুভঙ্কর মৈল দুলাই কাণ্ডারী।
পাইক মাঝি ধনরত্ন সব কইল' তল ঃ
যত বিড়ম্বনা কৈল কহিল সকল।
অবশিষ্ট আছি মাত্র আমি একাম্বর ঃ
পাসরিলু সব দুক্ষ দেখি লক্ষীন্দর।
সুনুকা সুন্দরী বলে শুন প্রাণনাথ ঃ

না পূজিয়া বিষুহরি এতেক উৎপাত।
চন্দ্রধর দেশে আইল লুকেত প্রচার ঃ
দূরদেশী ইষ্টমিত্র আইলা দেখিবার।
নট-ভাটগণেক সদা করএ মঙ্গল ঃ
যতচিথে[২] সম্বাষিলা অমাত্য সকল।

ক — ভট্ট > ভাট। অর্থ = রাজার বংশ চরিত কীর্তন, স্তুতিপাঠ, পরিচয় দান, দৌত্য বা পত্রবহনকারী।

---

১ — কৈল, করলো। ২ — যথোচিতে।

বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ বেদমতে করে ঃ
সর্ব্বজন সম্বাবা করিল চন্দ্রধরে।
পূর্ব্বাপর সমাচার কহিল সকল ঃ
যেমতে ডুবিল ডিঙ্গা কালিধএর জল।
যেমতে চণ্ডীকা আসি কাণ্ডার ধরিলা ঃ
মহাদেব দেখিয়া যেভাবে পলাইলা।
শুনিয়া আমাত্য[১] সবে বলে সদাগর ঃ
যে হৈল সে হৈল ভার্গ্যে প্রাণ রৈল তুর।
বিদায় হহিয়া গেল যার যেই দেশ ঃ
পঞ্চগব্য প্রাছিত্তক যে করিল বিশেষ।
লক্ষীন্দর বসিয়াছে সদাগর কাছে ঃ
দুই গুটি শশি যেন একত্রে প্রকাশে।
লক্ষীন্দর দেখি ভাটে লাগে কহিবার ঃ
কার কন্যা পুত্রে বিয়া করিছে তুমার।
চান্দে বুলে গিয়াছিলাম বাণিজ্য করিতে ঃ
দ্বাদশ বৎসর হৈছে আসিতে যাইতে।
এখানে দেশেতে আসি হৈছি বির্দ্যমান ঃ
বিবাহ করাইতে পারি পাইলে যর্গ্য[২] স্থান।
কপালিএখ বলে আমি নানাদেশে ফিরি ঃ
যার ঘরে যত কন্যা কহিবারে পারি।

ক — প্রায়শ্চিত্ত। খ — কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ। এক্ষেত্রে 'কপালি' - ভাট বা ঘটক। এরা দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। ফলে বিভিন্ন দেশের বিয়ের যোগ্য ছেলেমেয়ের সন্ধান রাখে এবং সুযোগমত ঘটকালির কাজও করে।

---

১ — অসাত্য, মন্ত্রী। ২ — যোগ্যস্থান।

ভাটের কথন শুনি বলে সদাগর ঃ

কহ দেখি যর্গকন্যা আছে কারঘর।
দক্ষিণে উড়িষ্যা দেশে সাধু ধনপতি ঃ
তার ঘরে কন্যা আছ নামে বুদ্রাবতী।
কুলে-শীলে সম্পূর্ণ হএ অতিশএ ঃ
তান সনে সমন্দ করহ মহাশএ।
চান্দে বুলে ইসমন্দ করিতে না পারি ঃ
বুদ্রাবতী নামে কন্যা আমার ঈশ্বরী।
কামাক্ষা দেশের সাধু নামে গঙ্গাধর ঃ
পৌদ্যাবতী নামে কন্যা আছে তার ঘর।
দুষ বিবর্জ্জিত কর্ম্মা উত্তম সুন্দর ঃ
তার সনে সমন্দ করুকা সদাগর।
শুনিয়া বলিল চান্দে ভাবি পরিণাম ঃ
এই কন্যা না হএ কানীর নামে নাম।
পৰ্চ্ছিমে কিস্কিন্ধ্যা[১] দেশে সাধু দুর্গাবর ঃ
শুদক্ষিণা নামে কন্যা আছে তার ঘর।
গন্দ বণিক্য জাতি ধনে কুটিশ্বর ঃ
তান সনে সমন্দ করুকা সদাগর।
চান্দে বলে দুর্গাবর সগুত্র আমার ঃ
সগুত্রেতে সমন্দ সহজে কদাচার।
পুনি কপালিএ বুলে শুন সদাগর ঃ
উজানি নগরে জান সাহে নৃপবর।
বিফুলা নামেতে কন্যা আছে তার ঘর ঃ
এই কন্যা বিবাহ করুকা লক্ষীন্দর।

---

১ — কিস্কিন্ধ্যা।

মৈলে মড়া জিয়াইতে পারে শক্তিধরে ঃ
তান সনে সমন্দ যুয়াএ করিবারে।
ভাটে বুলে সর্ম্মতি আনিয়া দিম আমি ঃ
কন্যা জুড়িবার হেতু ঝাটে চল তুমি।
চান্দে বুলে অকস্মাত গেলে অনুচিত ঃ
ভাটে বুলে দুষ এতে নাই কদাচিত্য।
একবারে হএ কিবা হএ দশবারে ঃ
যদবধি হস্তগত হয়ে আপনার।
জ্ঞাতিগণ প্রধান আনিয়া চন্দ্রধরে ঃ
বিনয়ে পূর্ব্বকে জিজ্ঞাসে সকলরে।
লক্ষীন্দর বিবাহ করাইতে করি সাধ ঃ
তুমি সকলের যদি পাইত সমাদ*।

বংসন্ধজ বলে চায় বিয়া করাইবারে ঃ
কারসনে প্রলাপ করিছে সদাগরে।
উজানি নগরে বৈসে সাহের সদাগর[১] ঃ
কুলের কুলীন উত্তম যে সবার গুচর।
তার সনে কুটুম্বিতা করিতে না পারি ঃ
তুমি সবের আর্জ্ঞা পাইলে অত্যাগর[খ] করি।
র্জাতিবর্গে বলে তুমি কুলের প্রধান ঃ
ভার্গ্যে বুইদ্যে[২] কেডা আছে তুমার সমান।
পাইছ উত্তম স্থান সামান্য না হএ ঃ
করহ সমন্দ রাজা সকলে বুলএ।

আদর্শ পুঁথির পাঠ — কুলের কুলীন ভাল নেপালিয়া ধর।
গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

ক — সম্মতি, অনুমতি, খ — বেশী পরিমানে, অনেক, তাড়াতাড়ি

---

১ — আলাপ অর্থে। ২ — বুদ্ধিতে।

এতে রাজা চন্দ্রধর চলিল তরিত ঃ
আগে হৈয়া চলে শুরানন্দ পুরহিত।
পালঙ্গো উটিয়া চলে রাজা চন্দ্রধর ঃ
উত্তম ঘুটকে উটে বালা লক্ষীন্দর।
বণিক্যের পুত্র সব সমান বএসি ঃ
নানারত্নে বিভূষিত সুললিত ভেশি।
শঙ্ক সিন্দুর আর রত্ন অলংকার ঃ
লইল চান্দ দধি পঞ্চশত ভার।
গুয়াপান লৈল যত সীমা দিতে নারি ঃ
কুমকুম্ কস্তুরি লৈল শতভার ভরি।
পুত্রসনে সদাগর গমন করিল ঃ
চারিপাশে নারীগণে জুকার পুরিল।
দলে বলে প্রবেশিল উজানী নগরে ঃ
বিশ্রাম করিল নদী মদনের তীরে।
হেনকালে সাহের কুমারী বিদ্যাধরী ঃ
স্নান করিতে আইল লইয়া অপছরি।
সমান বয়েসি যতেক ঘরে ঘরে ঃ
সকলে মিলিয়া গেলা স্নান করিবারে।
বিধবা বার্ম্মণী ভেশ ধরি পৌদ্মাবতী ঃ
জলে লামি সাতুরে বিফুলা সঙ্গাতি।

পায় পসারিয়া সাতুরে বিফুলাএ ঃ
পড়িল পাএর পাণি বাম্মণীর গাএ।
হেরেল বাণিয়া পুড়ি অভার্গ্য সে তুর ঃ
পড়িল পাএর পাণি আমার উপর।

---

*এরপরে ২নং পুঁথিতে কাহিনীর পার্থক্য দেখা যায়। যেমন - চাঁদ সদাগর পথে বাসুয়া হালুয়াকে উজানিতে কার ঘরে মেয়ে আছে তা জিজ্ঞাসা করে, বাসুয়ার রসানো গল্প, চাঁদের মোহর নিয়ে তার পলায়ন, উজানীর ঐশ্বর্যের বর্ণনা, মদন সায়রে স্নান করতে যেতে বেহুলাকে মনসার স্বপ্নাদেশ, পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনায় দাসীকে পিতা সাহে রাজার নিকট প্রেরণ, দাসীর সঙ্গে রাজার রসিকতা, মেয়ের স্নান যাত্রায় নিষেধ, পিতার আদেশ অমান্য করে বেহুলার স্নান যাত্রা প্রভৃতি। অন্য অন্য পুঁথিতে এসব কাহিনী নেই বলে গ্রহণ করা গেল না।

---

১ — কুম্‌কুম।

বিধবা দেখিয়া মরে কৈলে অহঙ্কার ঃ
কালরাত্রি নাগে স্বামী খাইব তুমার।
বিফুলাএ বুলে অল অসতী বাম্মণী ঃ
হেনদুস্ট গালি মরে কেনে দিলে জানি।
অসতীর গালি কভু না হএ প্রত্তয়ে ঃ
মৈৎস মাংস খায় তুমি বাম্মণী না হয়ে।
বাম্মণী বুলিল অল বাণিয়া বিফুলা ঃ
তর মর সত্যতা বুজিম এই বেলা।
দুইজনে ডুবদিলা মদন সাগরে ঃ
যে জন যে বস্তু পাই তুলিম তাহারে।
শূন্যহাতে উটে যেই অসতী সে জন ঃ
ইবুলিয়া দড় করি দুই এ কৈলা পণ
ইবুলিয়া ডুবদিলা সাগরের পানি ঃ
কতবার শূর্ন্নহাতে উটিলা বাম্মণী।
তারপরে সাহের কুমারী অপছরি* ঃ
হস্তেথত করিয়া উটে কণক অঙ্গুরী।
ধন্য ধন্য বুলি তবে প্রসংশে যুবতি ঃ
সাহের কুমারী বড় জাতিস্বরা[১] সতী।
চান্দে বুলে পুরহিত দেখিলানি তুমি ঃ
সাহের কুমারী এই জানিলাম আমি।
বিধবা বাম্মণী সনে পরীক্ষা করিল ঃ
বাম্মণী হারিল এই কুমারী জিনিল।
যদি এই কর্ম্মা হএ সাহের কুমারী ঃ
বিবাহ করাইম পুত্র কিছু না বিচারি।

ক — জলচর, স্বর্পবেশ্যা, স্বর্গনর্তকী প্রভৃতি।

----

১ — জাতিস্মরা।

এই যুক্তি দড় করি কৈল সদাগরে ঃ
পরিণামে প্রবেশিল সাহের নগরে।
সাহে সাধু শুনিল আসিল চন্দ্রধর ঃ
আগুবাড়ি লৈয়া গেল পুরির ভিতর।
অন্যে অন্যে আসন দিলেক বসিবার ঃ
সম্বাষা করিল রাজা যেমত বেভার।
চান্দে বুলে সদাগর বৈসহ আপনে ঃ
যে কার্য্যে আসিছি আমি শুন সাবধানে।
পুত্র মর লক্ষীন্দর দেখ বিদ্ধমান ঃ
তুমার কুমারী বিয়া দেয় পুত্রস্থান।
সাহে বুলে যেই থাকে বিধাতা লিখন ঃ
আমার সার্ধ্বাদ বড় আছে মনে মন।
তুমার সহিতে কর্ম্ম অতি ভার্গ্যে ঘটে ঃ
ইবুলিয়া দুহে মিলি বৈসে এক খাটে।
সাহের সাধু জির্জ্ঞাসিলা চান্দ সদাগর ঃ
ভুজন করেন রাজা বুল কি প্রকার।
চান্দে বুলে আমার ভুজন বিপরীত ঃ
যেই জনে শুনে সেই না ভাসে পীরিত।
লুহার তণ্ডুল দিয়া ভাত খাই আমি ঃ
তাহারে নি চেস্টা করি দিতে পার তুমি।
যেইজনে লুহার তণ্ডুলে ভাত করে ঃ
তাহারে সে করে বিয়া পুত্র লক্ষীন্দরে।
শুনিয়া বলিল সাহে কে আছে সংসারে ঃ
লুহার তণ্ডুলে ভাত রান্দিবারে পারে।
এতএব তুমার সঙ্গো কার্য্য কিছু নাই ঃ
দেখ গিয়া হেন কন্যা আছে কুনুটাই।
শূর্ন্ম্য[১] লৈয়া চন্দ্রধর উঠে তথা হনে ঃ
অন্তস্পুরি[২] থাকি তারে বিফুলাএ শুনে।
বিফুলা সুন্দরী বুলে বাপের গুচর ঃ
কি কারণে গেউটিয়া[*] যাএ সদাগর।
রাজা বুলে শুন মায় যে বুলে চন্দ্রধরে ঃ
লুহার তণ্ডুলে ভাত যে রান্দিতে পারে।
তবে সে করাইব বিয়া পুত্রে বুলে তার ঃ

এতশুনি সন্দেহ হহিয়াছে গ আমার।
বাপের গুচরে পুনি বিফুলাএ বুলে ঃ
আপনে রান্দিম ভাত লুহার তণ্ডুলে।
ফিরাইয়া আন সাধু না কর বিদাএ ঃ
রান্দিম লুহার ভাত কত বড় দায়ে।
সাহে বুলে হরি শুন আমার উত্তর ঃ
পথ হনে ফিরাইয়া আন সদাগর।
হরি সাধু বাপের আদেশ পাইল যবে ঃ
ফিরাইয়া চন্দ্রধর আনিলেক তবে।
লুহার তণ্ডুলে ভাত করিবা ভুজন ঃ
কদাপি যাইতে নর বণিক্য নন্দন।
শুনিয়া হরিষ চান্দ লইয়া লক্ষিন্দর ঃ
পুনরূপি আসি মিলে উজানি নগর।

ক — পরাঙ্মুখ হয়ে, নিবৃত্ত হয়ে।

---

১ — সৈন্য।　　　　২ — অন্তপ্পুরি = অন্তঃপুরি।

বিফুলা সাহের কর্ন্না জাতিস্বরা সতী ঃ
সকল জানএ যে কহিছে পৌদ্যাবতি।
জেকালে করহ কর্ন্না আমারে স্বরণ ঃ
সেই কার্য সিদ্ধিতর হহিব তখন।
এতেক মনুসা দেবী স্বরণ করিয়া ঃ
স্নান করি সুবধনি জাল দিল গিয়া।
দিড় করি প্রণমিল পৌদ্যার চরণ ঃ
লুহার তণ্ডুলে ভাত রান্দিল তখন।
সাহে বুলে লুহার তণ্ডুলে হইলো ভাত ঃ
স্নান করি অর্ন্ন ভুঞ্জ চর্ম্পকের নাথ।
চান্দে বুলে কুনু জনে করিছে রন্দন ঃ
সাহে বুলে পুত্রবধূ তুমার যে জন।
হাসিয়া বলিল চান্দে শুন সদাগর ঃ
এই কর্ন্না পুত্রবধূ যর্গ্য হএ মর।
পুনরায়ে অর্ন্ন বেঞ্জন করুকা রন্দন ঃ
পুত্র সনে আমি তবে করিম ভুজন।
শুনিয়া চান্দের কথা বিফুলা সুন্দরী ঃ
অর্ন্ন বেঞ্জন রান্দিলেক শীঘ্র করি।
স্নান করি ভুজন করিল সদাগর ঃ
সহিতে করিয়া পুত্র ভালা লক্ষীন্দর।

আর যত র্জ্ঞাতিজন পুরহিত গণ ঃ
যার যেই অনুরূপ করিলা ভুজন।
মখেত তামুল দিয়া রাজা চন্দ্রধর ঃ
শুভক্ষণে শঙ্ক বস্ত্র দিলেক বধূরে।
সাহেরে বেভারি গেলা কমলার কাছে ঃ
অর্ন্নে অর্ন্নে বেভারিলা বিধি যেন আছে।
সাহে পুনি সমাষিলা রাজা চন্দ্রধর ঃ
তার পাছে বেভারিলা ভালা লক্ষীন্দর।
সুরানন্দ পুরহিত যত র্জ্ঞাতিগণে ঃ
বেভাবিল সাহে রাজা প্রতি জনে জনে।
বান্ধভাএ যত ইতি করিল বেভার ঃ
আনন্দে চলিল চান্দ দেশে আপনার।
কর্ন্না যুড়ি দেশেতে আসিল সদাগর ঃ
ইস্ট মিত্র লইয়া অর্ন্ন ভুঞ্জিল সত্তর।
পুত্র বিয়া করাইতে মনে অনুরাগ ঃ
ডাক দিয়া আনিলেক যত নরভাগ।
তেলী-মালী-তাতী-কর্ম্মকার-দর্পনক ঃ
বারৈ-ধুপিয়া[ক] কর্ম্মকার গপালক[১]।
পান-তেল-ঘৃত-পুষ্প-মিস্ট যত দিবা ঃ
যার যেই অভিপ্রাএ ইনাম[খ] পাইবা।
সুবর্ন্ন বণিক্য ডাকি আনিল তার পরে ঃ
সাতসের সুনা[২] জুখি[গ] দিল সদাগরে।
সাবধানে গড়িবাএ অলঙ্কার সত্তরে ঃ
কেয় না দেখিছে যেন উজানী নগরে।
কংস বণিক্য ডাকি বুলিল তখনে ঃ
থালি ঝারি লুটা বাটা পট ভাল মনে।

ক — ধোপা। খ — (আরবী - ইনাম) ঃ বখশিস্ বা পুরস্কার। গ — মাপি জুখি, ওজন করি।

---

১ — গোপালক। ২ — সোনা।

বাজিকর গণে আনি বলে সদাগরে ঃ
পঞ্চ শত টঙ্কা আমি দিলাম তুমারে।
নানা বিধি প্রকারে করিবা বাজি সব ঃ
উজানীর লুকে যেন দেখে অসম্ভব।
পর্ছাতে দিবাম টঙ্কা অভিপ্রায় মলে ঃ
আগে পঞ্চ শত দিল চল কতুহলে।
ভুঁইমালী[ক] ডাকিয়া বলিল তার শেষ ঃ

সহস্র মশাল দিবা দীপ্তি এ বিশেষ।
কর্ম্মকার স্থানেত বলিলা সদাগর ঃ
সত্তরে গটিয়া দেয় লুহার বাসর।
সযত্নে গটিবা ঘর সন্দেহ আছে খানি ঃ
বধূরে দিয়াছে গালি বিধবা বাম্মণী।
হাত হনে কামাররে গুয়া পান দিলা ঃ
আসিয়া কামার সবে দুকান পাতিলা।
মাপিয়া দিলেন লুহা তের শত মন ঃ
মনছিব[খ] হহিলা বিপ্র কামাক্ষা নন্দন।
লুহাগুটা তুলি দিল অচল আকার ঃ
চারিগুটা মাড়লি[গ] দিল শিরেত তাহার।
বিভিদ প্রবন্দ করি ছান্দিল তাহারে ঃ
দিলেক লুহার চাল তাহার উপরে।

ক — একপ্রকার জাতি বিশেষ, বাদক, ঝাড়ুদার। খ — পদস্থান, অধিকার, তদারকি পদ।
গ — ঘরের খুঁটির মাথায় বসান পাড় বা পাইর (যার উপরে চাল থাকে)।

ছাইল[ক] সকল চাল লুহা দিয়া তারে ঃ
আছৌক[খ] অর্ন্নের কার্য্য বাউ[গ] যাইতে নরে।
চারিবেড় লুহার দিলেক সুবন্দন ঃ
রাখিলেক দ্বারখান অতি বিলক্ষণ।
লক্ষ-লক্ষ খুর[ঘ] তাতে দিল সারি সারি ঃ
অযুতে অযুতে খড়গ তাহার উপরি।
তীক্ষ্ণ ধার খুর সব বান্দিয়াছে ছাদে ঃ
আছৌক অর্ন্নের কার্য্য মাছিপক্ষ ছেদে।
গটিয়া লুহার ঘর ঘুর অন্দকার ঃ
বিনে দীপে প্রবেশিতে শক্তি আছে কার।
ঘর দেখি আনন্দিত হৈল সদাগর ঃ
কামারকে প্রসাদ দিলেক বহুতর।
প্রসাদ পাইয়া যায় কামারের গণ ঃ
পৌদ্মাবতী কামাররে কহিলা তখন।
অরে কামার বেটা সুখে বসিয়া খায় ঃ
অগ্রে না করহ দৃষ্টি পাছে নহি চায়।
জানহ আমার বাদ চন্দ্রধর সনে ঃ
গটিছ লুহার ঘর কাহার বচনে।
নির্সচয়ে জানিয় বিধি বাম হৈছে তরে ঃ
আজি হনে বিসমাদ হৈল তর-মরে।

ক — ছানি দিল। খ — থাকুক। গ — বায়ু।

---

১ — ক্ষুর, গাল কামাবার তীক্ষ্ণধার যুক্ত যন্ত্র।

আপনা কুশল যদি চায়ত আপন ঃ
রাখিবেক দ্বার নাগ প্রবেশ কারন।
নিশাকালে স্বপ্ন দেখি সকল কামারে ঃ
তরিতে চলিয়া গেলা চর্ম্পক নগরে।
হাতুরা * নিয়াই* লৈয়া চলিলেক ঝাটে ঃ
মহানিশা ভাগে পুনরুপি দ্বার কাটে।
অঙ্গুল প্রমান ছিদ্র করিলে দক্ষিণে ঃ
লাহা দিয়া নানা ছন্দ করিল তখনে।
সুনুকা সুন্দরী বার্ত্তা পাইল সত্তর ঃ
ভালা ঘর গড়াইছে রাজা চন্দ্রধর।
সুনুকাএ বলে প্রভু কহ মর স্থানে ঃ
লুহা দিয়া ঘর গটাইছ' কি কারনে।
চান্দে বুলে না শুনিছ এই সমাচার ঃ
যখনে গেছিল আমি বধূ যুড়িবার।
সাগরে করিতে স্নান সাহের নন্দিনী ঃ
দুস্ট গালি দিছে তাতে বিধবা বাম্মণী।
সেই হনে সন্দেহ আমি তারে হাচা* করি ঃ
করিছি লুহার ঘর শুনহ সুন্দরী।
একরাত্রি বধূসনে পুত্র লক্ষীন্দর ঃ
সন্দেহ নাহিক থৈলে লুহার বাসর।

২নং পুঁথিতে 'নিয়াই' শব্দ স্থলে 'বাটালি' শব্দ।

ক — কামার বা সোনার যে লৌহপিণ্ডে লোহাদি রেখে হাতুড়ি দিয়ে পেটায় ঐ লৌহপিণ্ডকে বলে 'নিয়াই'। আবার বাটালি বা বাটালিকে ও 'নিয়াই' বলে। খ — সত্য।

---

১ - গড়াইছে

বুকেত চাপড় মারি সুনুকাএ কহে ঃ
বিয়া না করাইম পুত্র মনে নহি লয়ে।
ছয়পুত্র নাগে খাইল তুমার প্রমাদে ঃ
যত আথান্তর* হৈল মনুসার বাদে।
স্বপ্নরূপে বিষুহরি সুনুকাতে কহে ঃ
কেনে পাটেশ্বরী তুমি মনে ভাব ভয়ে।

পুত্র বিয়া করাইতে মনে ভাব দুক্ষ ঃ
নাতী-নাতন হইলে পাইবা বড় সুখ।
স্বপ্ন দেখি সুনুকা হইল হরষিত ঃ
নাগরী সকলে গীত গায়ে সুললিত।
নানা বাদ্ধ মঙ্গল শুভে চারিভিত ঃ
রত্ন ঘট সারি সারি বস্ত্রে আচ্ছাদিত[১]।
জল ভরিবারে গেল আনন্দ উৎছবে[২] ঃ
কাখেত সুবর্ন্ন ঘট অম্রপল্লবে।
মহা কতুহল রঙ্গো ভরি শুদ্ধ বারি ঃ
সঙ্গাতি করিয়া সব বার্ম্মণের নারী।
ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র নানা জাতিগন সঙ্গো ঃ
উর্ল্লাসিত সর্বজন কতুহল রঙ্গো।
স্নান হেতু বৈসাইল আসন উপরে ঃ
তৈল-ঘিলা লাগাইলা বিভিদ প্রকারে।

ক — অবস্থান্তর, দুরবস্থা।

---

১ — আচ্ছাদিত।　　২ — উৎসবে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

লুকাচার পূর্ব্বাপর ঃ　বৈসাইলা লক্ষীন্দর ঃ
　　রত্নময় বিচিত্র আসন ঃ
লাগাইল তৈল-ঘিলা ঃ শরীর মার্জ্জন কৈলা ঃ
　　জুকার পুরিলা ঘনে ঘন ।১।
অতি শুভাষিত বারি ঃ　সহস্র কলস ভরি ঃ
　　শিরের উপরে তুলি ঢালে ঃ
নব নব নারীগন ঃ　গীতগায়ে অনুক্ষন ঃ
　　বন্দুগনে জয় জয় বলে ।২।
স্নান করাইলা যবে ঃ　বস্ত্র হাতে গৌরবে ঃ
　　সুনুকা আইল তার পাশে ঃ
মখনিছি বারে বার ঃ　পৈরাইল অলঙ্কার ঃ
　　পরিবর্ত্তে দিলা শুর্ল্ল্যবাস* ।৩।
বস্ত্র কৈল পরিধান ঃ　অশেষ সুবন্দান ঃ
　　কস্তুরী চন্দন দিল ভালে ঃ
ভুমীপদে লক্ষীন্দরে ঃ　সূর্য্য নমস্কার করে ঃ
　　পণ্ডিত জানকীনাথে বলে ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

কুলে করি তথা হনে নিলা মিত্রগণে ঃ

বিচিত্র শর্য্যাতে বৈসে হরষিত মনে।
বিবাহের সাজন সাজএ ততক্ষণে ঃ
নানাবিধি পরিপাটি বিনদ বন্দানে।
বিনদ বন্দিস[ক] মাথে গলে রত্নহার ঃ
শ্রবনে দুলায়ে দুই কুণ্ডল সুনার।
*গায়েত কাপাই[খ] পট্ট হাতে তাড়বালা[গ] ঃ
কস্তুরী চন্দন অঙ্গে সকলে লেপিলা।

গৃহীত পাঠ ৯নং পুঁথির।
আদর্শ পুঁথির পাঠ — গাএর কাপাই পট্ট হাতে তাড়বালা।
২নং পুঁথির পাঠ — গা এর কাকাই পট্ট হাতে আড়বালা।
১০নং পুঁথির পাঠ — গা এত কাপাই পস্ট হাতে আড়বালা।

ক — শৈল, শল্য = শরীর। সুতরাং শল্যবাস = শরীরের কাপড়। খ — পাগড়ি, পট্টি।
গ — কার্পাস, কাপাই। ঘ — হস্থাভরণ বিশেষ।

কটিতে কাছিল তবে সুনার পটকা ঃ*
ঝলমল বিরাজিত কি দিবাম লেখা।
পদযুগে এলাচিয়া[ক] যাহার বহুমর্ম্ম ঃ
দেখিতে জুড়াএ প্রাণ গন্দর্বের তুর্ম্ম।
তছুপরে[খ] নপুর পঞ্চম শব্দ বলে ঃ
কুমরে কিঙ্কিনী কটী অনুক্ষণ দুলে।
হস্থেত দর্পন ধরে ধুতুরা কাটালি ঃ
পুষ্পের সৌরবে[১] তবে ভুলে মত্ত অলি।
চারিপাশে নবীন রমণী হরষিতে ঃ
নিত্তগীত কতুক করএ চারিভিতে।
সুনুকা সুন্দরী দেখি পুত্রের বদন ঃ
মখানি নিছিয়া করে ললাট চুম্বন।
মই অভাগিনী নারী অনাথ করিয়া ঃ
ছয় পুত্র মরিলেক বধূ ঘরে থইয়া[২]।
বাহার[৩] মাণ্ডবে চান্দ আনন্দ কতুকে ঃ
বিবাহের সামিগৃ[৪] করএ একে একে।
পান লৈয়া বারৈ চলিলা শতে শতে ঃ
ঘৃত-দধি-দুগ্ধ[৫] লৈয়া চলে গপ[৬] যতে।
গুয়াপান লৈয়া চলে নকর সকল ঃ
ধান্য আদি করি লৈল বস্তু সে সকল।
পুষ্প লইয়া মালী চলে তৈল্য[৭] লৈয়া তেলী ঃ
মশাল লইয়া চলে সহস্র মশালী।

মগল-পাটাণ[ঘ] চলে সৈদ[ঘ] সেক আদি ঃ
মলুনা[ঙ] সকল চলে বড় বড় কাজি।

**গৃহীত পাঠ ৯নং পুঁথির।*
২নং পুঁথির পাঠ — কমরে কাছিয়া দিলা উত্তম পটকা।
আদর্শ পুঁথির পাঠ — গাএত গছিলা কাচা রেশম পটকা।
৩ নং পুঁথিতে চরণটি নেই।
***গৃহীত পাঠ আদর্শ পুঁথির।*
২নং পুঁথির পাঠ — পদযুগে এলাচিই জার বহুমর্ল্ল।
৯নং পুঁথির পাঠ — পদযুগে লাগিছেই যার বহুমর্ল।
১০ নং পুঁথির পাঠ — পদযুগে এলাচিই যার বহুমর্ল্ল।

ক — পট = পাট + অ পট্টিপাট, পট - পটকা। বস্ত্র বিশেষত ঃ কার্পাস জাত বস্ত্র যা কোমড়ে পরা হয়। খ — এক প্রকার পদাভরণ যাতে ধাতুনির্মিত এলাচ খচিত। গ — তার উপরে। ঘ — সৈয়দ। ঙ — মৌলানা।

---

১ — সৌরভে। ২ — থুইয়া। ৩ — বাহির। ৪ — সামগ্রী।
৫ — দুগ্ধ। ৬ — গোপ। ৭ — তেল। ৮ — মোগল-পাঠান।

লার্ম্বা[ক] দাড়ি বড়পেট মাথাএ দস্থার[খ] ঃ
হাসাভর[গ] করি চলে কাজি তিন হাঝার।
তেড়া পাগুড়ি[ঘ] মাথে ধনু লৈয়া পৃষ্টে ঃ
ঘুড়া চড়ি মগল চলিলা একদৃষ্টে।
বড় বড় গদাসব কান্দে করি লৈয়া ঃ
তিনশত মাল[ঙ] চলে বাহু তালি দিয়া।
চারশত ধানুকি চলিলা কতূহলি ঃ
তেরশত সাজিয়া চলিয়া যাএ ঢালি।
কামান বন্দুক চলে লক্ষে লক্ষে বাণা ঃ
ন হাঝার চলিলেক তাতীর কারখানা।
তের হাঝার হস্থী চলে শূর্ম্ব[চ] হাঝার ঘুড়া ঃ
তিনলক্ষ পাইক চলে হাতে চর্ম্ম খাড়া।
ঘুড়ার সইস[ছ] চলে আর জিনদার ঃ
শূর্ম্বশত লাকুড়ি চলে শত চুবদার[জ]।
বাণিয়া কাসারি চলে হাঝারে হাঝার ঃ
শূর্ম্বশত তাতি চলে কান্দে[ঝ] করি ভার।
মলুনা[ঞ] সকল চলে তছলিম করিয়া ঃ
শুলতান মলতান চলে মনছিব হইয়া।
তার পাছে চলি যাএ বার্ম্মণ সকল ঃ

নানাভেশ করি চলে যত জ্ঞাতি গণ।
সকল চলিল লুক হরিস অন্তর ঃ
সুনুকারে বোলইতে গেলা লক্ষীন্দর।
প্রণাম করিল দেবী সুনুকার পাএ ঃ
সুনুকাএ আশীর্ব্বাদ কৈল সর্বদাএ।

গৃহীত পাঠ আদর্শ পুঁথির। ২নং পুঁথির পাঠ — শূর্ব্বকুটি সেনা ছয়শত চুবদার। ৯নং পুঁথির পাঠ — শূর্ব্বষ লাকুড়ি চলে যায় চুবধার। ১০নং পুঁথির পাঠ — যোলশত লাকুড়ি।

ক — টিন ও সীসার ধাতু নির্মিত শিরস্ত্রাণ। খ — হাস্য। গ — বাহযোদ্ধ্য।
ঘ — লগুড়ধারী প্রহরী। ঙ — মৌলানা।

---

১ — লম্বা।২ — পাগড়ি। ৩ — বোল। ৪ — সহিস। ৫ — সুবাদার।
৬ — কাঁধে।

চিরজীবী হৈয় বাপু ভালা লক্ষীন্দর ঃ
পর্ছাতে প্রণাম কৈল রাজা চন্দ্রধর।
চুমুন[১] করিল চান্দে তাহার ললাটে ঃ
বিলম না কর বাপু যাত্রা কর ঝাটে।
বাপের বচন শুনি ভালা লক্ষীন্দর ঃ
যাত্রা করে হরষিতে আসন উপর।
বেদমন্ত্রে যাত্রা করাইল পুরহিতে ঃ
পূর্ন্নঘট দীপ-দধি রাখিয়া সাক্ষাতে।
পুরহিত নমস্কার করিল তখনে ঃ
শুভক্ষণে চৌদলে করিলা আরুহনে।
একে একে বাদ্ধ বাজে ব্যাল্লিশ[২] বাজন ঃ
ঘনে ঘনে জুকার দিলেক নারীগন।
চাতরে চাতরে গীত আনন্দ উৎসব ঃ
না শুনি কেওর[৩] বাক্য মহা কলরব।
আগে পাছে লোক চলে অপুর্ব্ব দেখিতে ঃ
পর্শ্চাতে উটিল চান্দ হস্থীর কান্ধেতে।
*চর্ম্মফুৎকার বাদ্ধ যন্ত্র করতাল ঃ
পঞ্চ শব্দি বাদ্ধ বাঝে শুনিতে বিশাল।
নানারঙ্গো চন্দ্রধর দলবল সনে ঃ
প্রবেশিল উজানী নগর তিনদিনে।
বাদ্ধ শব্দ কুলাহল মেদিনী কাপয়ে ঃ
চমকিত সর্ব্বসুর্য্য পলাইয়া রহে।
কেয় বলে পরদলে মারিব উজানী ঃ

কেয় বলে সাহের কুমারী বিয়া জানি।
সামান্য মনিস্ব যত ভয়ে পলাইলা ঃ
সমর্ম্ম ভাবিয়া ভাল মনিস্ব রহিলা।

---

*১০নং *পুঁথির পাঠ — চক্রফুকারকাংশ করতাল।*
১নং পুঁথির পাঠ — চাতাহুলস্থলি বাদ্ধবায়ে করতাল।
২নং পুঁথির পাঠ — চর্মফুৎকার বাদ্ধ জন্ত্র করতাল।
আদর্শ পুঁথির পাঠ — মৃদঙ্গ জাঞ্চরি বাজে কাংস করতাল।

---

১ — চুম্বন। ২ — বিয়াল্লিশ। ৩ — কারো।

সাহের কুমারী বিয়া মনে অনুমানি ঃ
দেখিবারে চলে লুক মনে মনে গণি।
বিদ্ধ যুবক বালক সব মিলি ঃ
বস্ত্র না সমুরে কেয় আউদল চুলি।
যুবতি সকলে চায়ে গৃভাক্ষ[১] দুয়ারে ঃ
কুনু ভার্গ্যবতী বর পাইব ইহারে।
ধন্য ধন্য হেন পুত্র প্রসবিছে যায়ে ঃ
ভাল ভার্গ্যবতী কন্যা পাইছে কমলায়ে।
এই বরে কন্যা বিয়া করিব যাহার ঃ
ভুবনে শুকীতি সাফল্য জন্ম তার।
হেনমতে সর্বলোকে করে প্রসংসন ঃ
বেভুল সামান্য লোক গুয়ার কারন।
মহা গণ্ডগুল করে গরয়া* সকলে ঃ
কিশের ঝগড়া এই চন্দ্রধরে বলে।
নকর সকলে বলে শুন সমাচার ঃ
গুয়া-পান চায়ে লোকে দেশের বেভার।
চান্দে বলে সামান্য কি মনিস্ব প্রধান ঃ
নির্লয়ে[২] করিয়া তরা শ্রীঘ্র করি আন।
একে একে গুয়া পান দিল সকলরে ঃ
চলুকা আমার সঙ্গে উজানী নগরে।
চলিলা সহিতে সর্ব্ব নগরিয়া গণ ঃ
সাহের রাজা আসিয়া শুনিলা সেইক্ষণ।

ক — সর্দারের অধীনস্ত লোক।

---

১ — গবাক্ষ। ২ — নির্ণয়।

নব নব অনুরাগী আছিলা যেইজন ঃ
অনুব্রজি নিতে আইলা চান্দের নন্দন।
মদ্যপতে দুই দলে করিলা মিলন ঃ
আনন্দে কৌতুকে মিলে সাহের ভুবন।
ভাগে করি মাল্য বার্ম্মণ পুরহিত ঃ
তার পাছে চন্দ্রধর হহিয়া হরষিত।
হরি সদাগর আছে দারে সাবধান ঃ
যুগান ধরিয়া পাইক আইসে বিন্ধমান।
হেনকালে চান্দের কটকে দিলা জান ঃ
হুড়াহুড়ি করিতে ভাঙ্গিলা দ্ধারখান।
চান্দে বলে দুয়ারে আছ যে মহাজন ঃ
হরি সাধু বলে তালই[১] আমি সে আপন।
চান্দে বুলে দ্ধারছাড়ি না দেয় কি কারন ঃ
লভ্ভ[২] নাই ঝগড়া করিতে বুজি মন।
আমি চান্দ সদাগর বাদে বিশারদ ঃ
আমারে জিনিতে চায় না বুজ আপদ।
পুরহিত যাইতে বাধা কর কি কারন ঃ
এমত বেভার বুজি উজানী ভুবন।
জামাতা রহিব বারে কৈন্যা রহিব ঘরে ঃ
কেমতে হহিব বিয়া শুনরে বর্ব্বরে।
উপহাস করিব শুনিলে র্জ্ঞাতিগণে ঃ
বুজিলাম সাহে কিছু মর্য্যাদা না জানে।
ক্রুধ করি চান্দে বলে খুড়া বংশদ্ধর[৩] ঃ
এর সনে সমন্ধ উচিত নহে মর।

---

১ — তালই (ভাই বা বোনের শ্বশুর)। ২ — লভ্য > লাভ। ৩ — বংশ ধর।

নিষেদ করহ সব বৈরাতির গন* ঃ
প্রভাতে করিব কালি দেশেরে গমন।
বিহা না করাইম পুন ভালা লক্ষীন্দর ঃ
সমখে আছয়ে সাধু নামে গুনাকর।
শশিকলা নামে কর্ণ্যা আছে তার ঘর ঃ
সেই কন্যা বিবাহ করিব লক্ষীন্দর।
শুনিয়া চান্দের ক্রুধ সাহে সদাগর ঃ
আপনে চলিল ঝাটে চান্দের গুচর।
কি কারণে মন দুঃক্ষী হৈছ সদাগর ঃ
গায় তুলি পুরিমৈধ্যে আইস সত্তর।
চান্দে বলে লক্ষীন্দর পুত্র বিনে আর ঃ

পুরি মৈদ্ধে প্রবেশিতে শক্তি আছে কার।
পুত্র বিয়া করাইতে আসিছি আপনে ঃ
ভাত্রিবন্দু[১] র্জ্ঞাতি গৌরবিত করি সনে।
ইসকলে লর্জ্জা পাইয়া যাইবেক ফিরি ঃ
তা সভাক ছাড়ি আমি রহিতে না পারি।
শুন সাধু জঞ্জাল বাড়ায় কি কারন ঃ
বর নিয়া কন্যা বিয়া দেয় শুভক্ষণ।
সাহে বলে অপরাদ ক্ষেমিতে নি পার ঃ
ছায়ালের দুস কেনে মনে গ্রহণ কর।
সাহে পুনি বলে রাজা যে ইচ্ছা তুমার ঃ
কি কর্ম করিতে যুক্ত অখনে বেভার।
অকারণে তুমার ভরসা আমি করি ঃ
কান্দের কদাল যেন পেঙ্কে[২] মড়ামড়ি[৩]।

ক — বরযাত্রীরা।

---

১ — ভ্রাতৃবন্ধু। ২ — পঙ্কে, পেঁকে। ৩ — মড়ামড়ি (জড়াজড়ি, লিপ্ত)।

হাসিয়া চান্দে বলে শুনরে বেয়াই[ক] ঃ
আমি কিনা জানি তুমার এত চাতুরাই[১]।
পুরি মৈদ্ধে গিয়া কর কার্য্য প্রয়জন।
গুধলি[২] কালেত বিয়া অতি শুভক্ষন।
যেইকালে বিয়া হয়ে সকল যাইম ঃ
অখনে তথাতে ভাল গিয়া কি করিম।
সর্ম্মতি দিয়া ভাল চান্দ সদাগর ঃ
মহানন্দ করে গিয়া পুরির ভিতর।
বেদমন্ত্র পটিয়া করহ কতুহলে ঃ
গন্দ ফুটা দিলা তবে বিপুলার কপালে।
বিপুলার অভিষেখ করিয়া কতুকে ঃ
লক্ষীন্দরের অভিষেখ কৈলা বিপ্রলুকে।
কমলা সুন্দরী দেবী বিফুলার মায়ে ঃ
নারীগণ স্থানে দেবী তৈল্য[৩] পাটায়ে।
গন্দ তৈল্য লৈয়া গেল সব নারীগনে ঃ
লখাইর কপালে গন্ধ দিলা শুভক্ষণে।
সর্ব্ব আগে দিলা সুরানন্দ পুরহিতে ঃ
জয় জয় জুকার দিলেক চারিভিতে।

ক — পুত্র বা কন্যার শ্বশুর।

১ — চাতুরালি। ২ — গোধুলি। ৩ — তৈল, তেল।

কর্ম্মাবর অভিষেখ হৈল দুই স্থানে ঃ
রজনী প্রভাত কালে বিবাহের দিনে।
কমলা সুন্দরী বলে ঝাটে চল রতি ঃ
উজানির জ্ঞাতি গণে আন শীঘ্রগতি।
শুনিয়া চলিল রতি হরষিত মনে ঃ
ঘরে ঘরে জানাইল প্রতি জনে জনে।
সুদক্ষিণা সুবধনী[১] সুভদ্রা সুশীলা ঃ
সপ্নাবতী হরিপ্রিয়া বিম্বাধরী লীলা।
চন্দ্রাবতী সুধামখী সুরেখা সুন্দরী ঃ
রত্নাবতী হরপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরী।
জয়া বুদ্রানী বৃন্দা বম্ববা বুহিনী ঃ
লীলাবতী সুতিম্না অরুল বুহিনী।
জাম্বুবতী ভদ্রাবতী বাম্মণী বিজয়া ঃ
ভারতী সুগন্দা আর রতি মহামায়া।
সত্যবতী সত্যভামা সর্ব্বাণী সাবিত্রী ঃ
গান্দারী কমলা সন্দা[২] সুমিত্রা গায়ত্রী।
কৌশর্ল্যা দেবকী-গঙ্গা-সুনন্দা সুমিত্রা ঃ
শুভঙ্করী মন্দাকিনী মায়া সুচরিতা।
তিলত্তমা জানকী রমা যশদা রাধিকা ঃ
অপর্ন্না বৈষ্ণবী শিবা ভবানী রাধিকা।
অতিবড় সুভেশ করিয়া চন্দ্র আভা ঃ
বিজলীর রেখা যেন অতিশয়ে শুভা।

১ — সুবদনী। ২ — সন্ধ্যা।

হংস গমনে সব সখীগণ চলে ঃ
কটাক্ষে সংসার মহে মনির মন ভুলে।
এতসব সখীগণ একত্র হহিয়া ঃ
বিবাহ সকল কার্য্য চিন্তিলা আসিয়া।
পরম সন্তুষ মনে কমলা সুন্দরী ঃ
সুয়াগ সাধিতে গেলা নানা বাদ্ধ করি।
ঘৃতের প্রদীপ সুভে কেয়র কেয়র হাতে ঃ
পিটালী কেয়র হাতে আলিফনা দিতে।
নেতের[৩] আচল দেবী লুটায়ে ভুমিতে ঃ
সুবর্ন্ন ভৃঙ্গার ভরি জল কেয়র হাতে।

এই মতে যায়ে দেবী মহৎসব করি ঃ
প্রথমে মিলিলা গিয়া বার্ম্মণের পুরি।
জয় জুকার দিয়া নানা বান্ধ করি ঃ
আলিফনা[১] করিলেক সুয়াগ বেভারি।
ধন্যরত্ন নানা বিধি করিল তখনে ঃ
এক মষ্টি কমলায়ে দিলেক আপনে।
আচলে বান্দিল যত্নে কমলা সুন্দরী ঃ
হস্থ লেখনের শর্জা কিছুই না জানি।
যে কিছু আপনে তবে করিয়া তাহারে ঃ
জির্জ্ঞাসিলা সবেতে অধিক জানিবারে।

ক — নেত্র নেত্ত নেত = অংশুক বস্ত্র বিশেষ।

---

১ — আলিপনা, আল্‌পনা।

সুয়াগে আগলি যান যত যত নারী ঃ
হাসিয়া জির্জ্ঞাসা করে কমলা সুন্দরী।
দূরদেশে যাইব কর্ন্না জামাতার ঘরে ঃ
খানিক ঔষদ দেয় শূয়াগী ঝিয়রে।
জুড় গুয়া, জুড় পান মাছি মাকড় ঃ
ইহাহনে জানিবা ঔষদ নাই বড়।
পেচার চক্ষের কাজল করিয়া যতনে ঃ
এহারে আনিয়া দিবা বরের নয়ানে।
উপত লেঙ্গোরা* কালা ধুতুরার বীচি ঃ
হস্থলেপা দিলে হয়ে বাসবের শচী।
তেপথের মাটি শেত শিমইলের ছালি ঃ
সুয়াগ বাড়িব ভাল যেন গঙ্গা বালি।
সুগন্দা মালিনী বুলে কমলার আগে ঃ
সংসার মহিতে পারি আমার সুয়াগে।
হাটে-ঘাটে ফিরি আমি নগরে বাজারে ঃ
ছার করি কুনু জনে না বলিছে মরে।
কমলা সুন্দরী বলে শুনগ মালিনী ঃ
দিবায় কৈন্যারে এই ঔষদ যে কানি।
মালিনী ঔষদ কহে নিজঞ্জাল* স্থানে ঃ
ধীর করি কহিলেক কমলার কানে।
মারিয়া দুমুয়া[১] সাপ অঞ্জন করিয় ঃ
তাহার কাজল চক্ষে সর্ব্বদায়ে দিয়।

**১০নং পুঁথির পাঠ — পেচার আক্ষির কাজল করিয়া তখন।*
৯নং পুঁথির পাঠ — পেচার অক্ষির কাজল করিয়া যতনে ঃ
২নং পুঁথির পাঠ — পেচার আখির কাজল আনিম যতনে ঃ
আদর্শ পুঁথির পাঠ — পেচার চক্ষের কাজল করিয়া যতনে ঃ
***সুয়াগে বাড়িল ভালে জেন গঙ্গার বানি। (১০নং পুঁথির)*
সুয়াগ বাড়িল তবে জেন গঙ্গাবালি। (৯নং পুঁথি)
শুআগ বাড়িব ভাল জেন গঙ্গাবালি। (২নং পুঁথি)
শুআগ বাড়িব যেন যমনরে বালি। (আদর্শ পুঁথি)

ক — তৃণ-জাত একপ্রকার ছোট গাছ। খ — জনহীন, নির্জন।

---

১ — দুমুখো।

বিফুলার সুয়াগ বাড়িব দিনে দিনে ঃ
পন্ডিত জানকীনাথে পদবন্দে ভনে।
শ্রীধর পন্ডিতে বলে ভালা লক্ষীন্দর ঃ
গধলি সময়ে বিয়া বিলম না কর।
বারে* যত হাতী-ঘুড়া প্রবন্দে বান্দিয়া ঃ
এক হস্থী লড়িল লখাইরে কান্দে লইয়া।
কেয় কেয় রাগপুরে কেয় গীত গায়ে ঃ
কেয় কেয় আগে পাছে কতুহলে ধায়ে।
জয় জয় হুলস্থলি[খ] আনন্দ বিশেষ ঃ
এক চাপে পুরী মৈদ্ধে করিল প্রবেশ।
রজনী প্রবেশ হৈল গধুলি সময়ে ঃ
হস্তীহনে নামিলেক চান্দের তনয়ে।
ছায়া মাণ্ডবে বৈসে চান্দের কুয়র ঃ
বসিলা কৌতুকে রত্ন খাটের উপর।
কমলা সুন্দরী নারী অতি বড় রঙ্গ ঃ
বর বরিবায় গেলা নারীগন সঙ্গ।
কেয়র[গ] হস্থেত গন্দ-রত্ন-দীপ বারা[ঘ] ঃ
কেয়র হস্থে কনক মঙ্গল ঘটভরা।
দেখিয়া সুন্দর বর পরম হরিষে ঃ
হাতে সর্গ পাইলা হেন মনে মনে ভাসে।
জিনিয়া মদন কিবা চান্দের নন্দন ঃ
তারাগণ মৈদ্ধে যেন অরুন নন্দন।
বরবরি শশিমখী পরম হরিষে ঃ
ঘনে ঘনে জুকার দিলেক নারীলুকে।

**আদর্শ পুঁথির পাঠ — তারাগন মৈদ্ধে জেন অরুন নন্দন।*
২নং পুঁথির পাঠ — তারাগন মৈদ্ধে চন্দ্রের কিরণ।
৯নং পুঁথির পাঠ — তারাগন মৈদ্ধে জেন শুভে শশধর।
১০নং পুঁথির পাঠ — তারাগন মৈদ্ধে জেন অক্রির নন্দন।

ক — বাইরে। খ — উৎসবে স্ত্রীগণের মুখধ্বনি বিশেষ, উলুউলু রব। গ — কারো।
ঘ — নতুন দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করা, আচ্ছাদন, আবরন, আবার গন্ধ-রত্ন-দীপ প্রভৃতি উপকরণে সজ্জিত বরণ ডালাকেও 'বারা' বলা হয়।

নানাবিধি মঙ্গাল করিল শশিমখী ঃ
*সাতনাল সূতা লৈল লক্ষীন্দর যুখি।
শুভক্ষেণে বরবরি কমলা সুন্দরী ঃ
মন্দিরে চলিলা দেবী মহুৎসব করি।
প্রসর্ন্ন বদন হৈয়া বৈসে সর্ব্বজন ঃ
মখ চন্দ্রিমার[১] কথা শুন দিয়া মন।
তার পাছে চন্দ্রধর পুরি মৈদ্ধে গেলা ঃ
নারীগণে বিফুলারে সুভেশ করিলা।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

সুন্দর মনুহর ভালা ঃ
হস্থেত দর্পন ধরি ঃ ভেশ করে সুন্দরী ঃ
মদন মহিয়া চন্দ্রকলা।
বিনদ খুপার বাতি ঃ উপরে সুবর্ন্ন সিতি[২] ঃ
সিন্দুরে শুভিয়া আছে ভালা ।১।
গন্দ-চন্দন কস্তুরী ঃ সর্ব্ব অঙ্গে লেপ করি ঃ
তছপরে[৩] কাজল তিলক ঃ
কর্ন্নে শুভিয়াছে ভালা ঃ চাকি আদি কর্ন্নফলা ঃ
তাহে দিল পীপলির পাতি[৪] ঃ
গলে গৃভা[৫] পত্রহার ঃ যেন গঙ্গা জলধার ঃ
অন্তরে অন্তরে গজমক্তা ।২।
কণক কেয়ুর[৬] সাজে ঃ দুই হস্থে শুভিয়াছে ঃ
গজদন্তে বিরাজিত অতি ঃ
রত্নকাটি মইদাস্থানে[৭] ঃ শুভিয়াছে শুবন্দানে ঃ
কণক অঙ্গুরী নানা বাতি ।৩।

**এ চরণের পরে ২নং পুঁথিতে পল্লবিত কাহিনী দেখা যায়। যেমন - বরের চোখে কমলা কর্তৃক কাজল পরানো, বেহুলার মনসা পূজা, চক্ষু ও জিহ্বাদান, মনসার আবির্ভাব, তিনবার লখাইকে মারার কথা ঘোষণা এবং বেহুলাকে মহামন্ত্রদান ও বিয়ের পরে তা ভোলার কথা বলা প্রভৃতি। অংশটুকুতে কারো ভনিতা নেই। কিন্তু অন্য কোন পুঁথিতে না থাকায় গ্রহন করা গেল না।*

ক — ছোট একপ্রকার লতা ও তার শুণ্ডাকার লম্বা ফল। পাতি = পাতা। সুতরাং পিপলীর পাতি = পিপলের পাতার মত কর্ণাভরণ বিশেষ। খ — বাহুর গয়না, বাজু, অঙ্গাদ।

---

১ — মুখ-চন্দ্রিকা। ২ — সিঁথি। ৩ — তদুপরে। ৪ — গ্রীবা।৫ — মধ্যস্থানে।

বিচিত্র পাটের শাড়ী ঃ কাছিল কাঁকালি বেড়ি ঃ
কাচলিতে বান্দিল হৃদয়ে ঃ
যদি মাথা তুলি চায়ে ঃ প্রাণ হরিয়া লৈয়া যায়ে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গায়ে ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

বিফুলা সাজিল তবে পুরির ভিতর ঃ
রত্ন আসনে তবে তুলে লক্ষীন্দর।
আনিল বিফুলা মখ চন্দ্রিমার কাজে ঃ
অন্তম্পট[ক] ধরিলেক কন্যা বর মাঝে।*

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

[দিসা ঃ— বর লৈয়া বাজে হুড়াহুড়ি।
দেখিয়া লখাইর রূপ ঃ তরুণী না ধরে বুক ঃ
মনকলা খাইয়া মরে বুড়ী।]
এক বুড়ী আইসে ধাইয়া ঃ নাতীনরে কুলে লইয়া ঃ
লখাইর টাই নাতীন দিম বিয়া ঃ
নাতীন জামাই সমন্দে ঃ পরিহাস্য করিম রঙ্গো ঃ
সঙ্গো যাইম দাসী হৈয়া ।১।

---

*চিহ্নিত চরনের পরে ২নং পুঁথিতে বৃদ্ধদের মনোবাসনা গ্রাম্য স্থূলতার পরিচায়ক। অন্য অন্য পুঁথিতে এ কাহিনী নেই। তাই বর্জিত হলো। অবশ্য বুড়ীদের মনকলা খাওয়ার কথা সব পুঁথিতেই এক।

ক — মধ্যবর্ত্তী বস্ত্র। বিয়েতে বর-কনের মধ্যে, দীক্ষায় গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মিলনের শুভ মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত ধৃত যবনিকা বা বস্ত্র খণ্ড।

আর বুড়ি কাছের কাছ ঃ তাইর কালের নাই গাছ ঃ
বোড়ী[১] বলে বয়েস না বাড়ে ঃ
লেখিয়া পড়িয়া চাইলু ঃ সয়াস[২] বৎসরের হৈলু ঃ
কুন দুষে লখাই মরে ছাড়ে ।২।
আর বোড়ী কাহে কুহে[ক] ঃ পাখাচুলে সিন্দুর ঘয়ে ঃ
আর বোড়ী উকি দিয়া চাএ ঃ
জগত গৌরীর নামে ঃ ধবল পঞ্চ ছাগ দিম ঃ
যদি বয়েস বাউড়িয়াছে[৩] ।৩।

বোড়ী বোড়ী হুড়াহুড়ি ঃ চান্দে মচড়এ দাড়ি ঃ
তা দেখিয়া লক্ষীন্দরে হাসে ঃ
চর্ম্পক নগরে যাম ঃ যদি বোড়ীর লাগ পাম ঃ
বোড়ী লৈয়া করু গড়াগড়ি ।৪।
মনুসা বান্দিয়া মাথে ঃ পণ্ডিত জানকীনাথে ঃ
লাচাড়ি রচিল সানন্দিতে ।৫।

—ঃ পয়ার ঃ—

দেখিয়া বুড়ীর টাট চান্দে জ্বলে কুপে ঃ
লড়াইয়া লৈয়া যাএ যেন যম রুপে।
দেখিয়া চান্দের রীত ভএ পাইলা বড় ঃ
মার্গে ঘাড় চাপিয়া বুড়িএ দিল লড়।
কন্যা-বর দেখি তবে সানন্দিত মনে ঃ
আনন্দ উৎসব করে প্রতি জনে জনে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

[দিসা ঃ— করজুড়ে নমস্কার ঃ প্রদক্ষিন সাতবার ঃ
অঙ্গুলি দেখাএ খনেখনে ঃ]

ক — কাঁইকুই, কাঁইমাই করে।

---

১ — বুড়ী। ২ — সোয়াস (১২৫ সংখ্যা)। ৩ — বাড়িয়াছে।

মাথায় তুলিয়া হাতে ঃ বর দিছে বিধিমতে ঃ
উড়াইয়া পালায়ে চারিপাশে ঃ
পুষ্পমালা কৌতুকে ঃ ছিড়িয়া পাতিয়া বৈসে ঃ
তা দেখিয়া লক্ষীন্দরে হাসে ।১।
তবে কন্যা বিদ্ধাধরি ঃ কণেষ্ট আঙ্গুলি তুলি ঃ
নয়ানে দিলেক কাজল ঃ
হস্থলেপা দিল যত ঃ তারে বা কহিম কত ঃ
নানাবিধি প্রকারে সকল ।২।
নানারঙ্গে কন্যাবরে ঃ পুষ্প মেলামেলি করে ঃ
পরিবর্ত্ত করি রত্ন মালা ঃ
দর্পন পলট* করে ঃ বসন চাপীয়া ধরে ঃ
সানন্দিত লক্ষীন্দর ভালা ।৩।
মখ চন্দ্রিকা হতে ঃ লামিলা প্রসন্ন চির্ত্তে ঃ
অন্তপুরে নিল দুইজন ঃ
যেন আছে পূর্ব্বাপরে ঃ লুকাচার কর্ম্ম করে ঃ
জানকীনাথের সুরচন ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

করিয়া সকল কর্ম্ম ঘরের ভিতর ঃ
যজ্ঞস্থানে পুনরূপি আইলা লক্ষীন্দর।
পূর্ব্বমখী হৈয়া বৈসে কর্ম্মার নিকট ঃ
বিচিত্র কাঞ্চন মৈদ্ধে শুভে অন্তম্পট।
দক্ষিণে বার্ম্মণ গণ বৈসে সারি সারি ঃ
বসিলা পশ্চিম মখী সাহের কুমারী।
নামে গুত্রে বাক্যদান করে সর্ব্ব দ্বিজে ঃ
বাপের নিকটে কন্যা কহে মহালাজে।

ক — প্রত্যাবর্ত্তন করে, দেওয়া নেওয়া করা।

নানারত্নে উৎসর্গিলা সাহে সদাগর ঃ
সস্থি[১] করি গ্রহণ করিলা লক্ষীন্দর।
তিলাঞ্জুলে[২] বাক্য পাট উভয়ে কুলের ঃ
দর্পন বদল করে কর্ম্মা বরের।
উৎসর্গিল সাহে সাধু পরম কৌতুকে ঃ
হরি হরি পুনি পুনি বলে সর্ব্বলুকে।
সস্থি করি লক্ষীন্দরে গ্রহণ করিল ঃ
সেইক্ষনে একাসনে আনিয়া বৈসাইল।
উত্তম সুবর্ন্ন দিল পঞ্চসত ভার ঃ
বহুমর্ম্ম দর্ব্ব দিল ভুবনের সার।
শাসনে পুর্ন্নিত গ্রাম দিল শতে শতে ঃ
একশত গভী দিল বাছর[৩] সহিতে।
রূপে গুনে বিলক্ষন সমান বএসী ঃ
অলংকার সনে দিল একশত দাসী।
তবে যত ইস্টে মিত্রে আনন্দিত মনে ঃ
গুষ্ঠী মিলি যৌতুক দিলেক জনে জনে।
শতেক মানিক্য দিল কমলা সুন্দরী ঃ
সুবর্ন্ন রজত দিল থালা বাটা ভরি।
সাহের কণেস্ট ধনপতি ধনঞ্জয়ে ঃ
সফরি[৪] অমর্ম্ম ধন দিল অতিশএ।
বিফুলার সহদর ভাই ছয়জন ঃ
নানাবিধি বস্থ দিলা প্রথি জনে জনে।
বিফুলার মামা হরিশ্চন্দ্র সদাগর ঃ
পঞ্চাশ মাণিক্য দিল অমর্ম্ম পাথর।

ক — সফরিয়া অর্থাৎ বাণিজ্য সফরে অর্জ্জিত অমূল্য ধন। বাণিজ্যার্থ, বাণিজ্য সম্বন্ধী।

-----

১ — স্বস্তি।২ — তিলাঞ্জলে।   ৩ — বাছুর।

ছাগল মহিষ মেষ হস্থী ঘুড়া যত ঃ
বিড়াল কুকুর আদি কহিবাম কত।
বধুগণে দিলা যত লেখা দিতে নাই ঃ
পঞ্চাশ মানিক্য দিল রতি নামে ধাই।
যৌতুক দক্ষিণা দিয়া কৈল সমর্পন ঃ
বামদিকে নিয়া বৈসাইলা সেইক্ষন।
বেদ বিধি যর্জ্ঞ করে সুসাই পণ্ডিত ঃ
বিধি মতে কুশণ্ডিকা[ক] কৈলা যতচিত[১]।
লুকিক বৈদিক কর্ম্ম করিয়া সত্তর ঃ
পুর্ন্নাদিয়া দক্ষিনা উৎসর্গে দ্বিজবর।
বেদীর সামনে হৈল দুহার দরশন ঃ
নেতের শয্যাতে গিয়া বৈসে দুইজন।
জয় জয় ধ্বনি নটে করিল মঙ্গাল ঃ
যুকার দিলেক যত নাগরী সকল।
এই মতে কন্যা বর আছে দুইজন ঃ
ক্ষির ভুজনের কিছু শুন বিবরণ।
তারকা সুন্দরী ধুম্রপানির বণিতা ঃ
রূপে-গুণে বিলক্ষন রত্নে বিভুষিতা।
নানা পরিপাটি কন্যা করিল রন্দন ঃ
ক্ষির ভুজনের যত অপুর্ব্ব ব্যঞ্জন।
পায়াস পিষ্টক যত লুকাচার থাকে ঃ
প্রবন্দে রান্দিল কর্ন্না মনের কৌতুকে।
আগর চন্দন কাষ্ট খণ্ড খণ্ড করি ঃ
পাতিলা[খ] বৈসাইল তাতে সারি সারি করি।

ক — বৈদিক অগ্নিসংস্কার বিশেষ। খ — পাতিল - মাটির তৈরী পাতলা হাঁড়ি বিশেষ।

-----

১ — যথোচিত।

সর্ব্বআগে অর্গ দিয়া বর্ম্মারে প্রণামে ঃ
নালিতার শাক কন্যা রান্দিল প্রথমে।
রান্দিল গিমাই শাক তিক্ত আছে বড় ঃ
ঘৃত পাক দিয়া পাছে রান্দিল কুমড়।
এলাইচা[খ] রান্দে আর করলার আগ ঃ
আর যত শাক রান্দি থৈল ভাগে ভাগ।

তিল দিয়া বড়া রান্দে বড় কতুহল ঃ
পাকা তেতইয়ে[১] রান্দে অপুর্ব্ব অম্বল।
আমসি অম্বল রান্দে মিশালে চান্দলি[ক] ঃ
মগ দিয়া[২] ডাইল রান্দে উবুসির হালি[গ]।
নিরামিস্ব রান্দি কর্ম্মা থৈল একপাশে ঃ
মৈৎস মাংস রান্দিবার তখনে প্রবেশে।
পাতিলা মার্জ্জন করি দিলা তেল পাগ[৩] ঃ
বুহিতের মণ্ড দিয়া রান্দে মলা শাগ[৪]।
সরিসার শাগ রান্দে ইলিশার শিরে ঃ
কুমড়া পালই লাউ রান্দে তার পরে।
সৌলের পনা[৫] দিয়া রান্দিল বেঞ্জন[৬] ঃ
কাতলের মণ্ডে মগ রান্দিল তখন।
পাবিতা নালিতা পাতে তিক্ত রান্দে ভাল ঃ
মাগুরে মরিচ রান্দে মিস্ট মিস্ট ঝাল।
মাংস দিয়া মাংস ব্যঞ্জন ভাল হৈল ঃ
কই মাছ দিয়া ভাল সুকুতা রান্দিল।
লাচা বাটা রান্দিলেক চিতলের পিছ ঃ
হরিদ্রা মাখিল তাতে মিশাল মরিচ।

**আদর্শ পুঁথিতে — মুগ দিয়া ডাইল রান্দে উবুসির হালি।*
২নং পুঁথিতে — রান্দিল উরাসির ডাইল ঘৃত পাক দিয়া।
৯নং পুঁথিতে — শৈল দিয়া রান্দে উবুসির হালি।
১০নং পুঁথিতে — মুগ দিইয়া ডাইল রান্দে
৯নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।

ক — লতা জাতীয় এক প্রকার তিক্ত শাক। খ — চাঁদা-কাঁটা যুক্ত এক প্রকার ছোট গাছ। গ — উবুসি - অড়হর, হালি - বীচি। সুতরাং উবুসির হালি অড়হর বীচি বা ডাল।

---

১ — তেতৈ, তেন্তুল। ২ — মুগদিয়া। ৩ — তৈলপাক। ৪ — শাক। ৫ — শোলমাছের পোনা। ৬ — ব্যঞ্জন।

পরে ভাজা বাচা ভাজা সৌলের পনা ঃ
ইচাভাজা করিলেক নাহিক তুলনা।
রান্দিল বেঞ্জন কত চেঙ্গা পনা দিয়া ঃ
মরিচ পীপলি তাতে সরিষা মাখিয়া।
বেঞ্জন রান্দিয়া কর্ম্মা হরষিত হৈল ঃ
পীপলিয়া সৌল দিয়া অম্বল রান্দিল।
অম্বল রান্দিল কৈন্যা বাড়ি গেল আস ঃ

জামিরে করিল কন্যা চেঙ্গোর বংশ নাশ।
রান্দিয়া বেঞ্জন সব পারিপাটি করি ঃ
উত্তম শালির[ক] অর্ন্ন রান্দিল সুন্দরী।
নানাবিধ পিষ্টক রান্দিল তার পাছে ঃ
নাম কত দিতে পারি সংক্ষেপে কহিছে।
পাকহনে অর্ন্ন নামাইয়া সেই কালে ঃ
আছৌক মনিস্ব রুচি দেবের মন ভুলে।
তার পাছে তাড়কায়ে মনেত ভাবিল ঃ
পরিহাস্য করিবারে বেঞ্জন রান্দিল।
অপক্ষ[১] বাইগন ঘৃতে করিয়া মক্ষিত[খ] ঃ*
রাখিল তাড়কা তারে হইয়া হরষিত।
তার পাছে মগপইত্য[২] রান্দিল তাড়কা ঃ
কাচা রাখি জল দিল নাহি অগ্নির দেখা।
তার পাছে রান্দে কন্যা কাচা কচুর বড়া ঃ
তার ভিতরে ধান্য দিল থুড়া থুড়া।
ভাণ্ডিবারে রান্দিলেক হবুল সত্তর ঃ
ক্ষির ভুজনের হেতু আন লক্ষীন্দর।

***২নং পুঁথিতে চরণটি নেই।**
৯নং এবং ১০নং পুঁথিতে ও শব্দটি আছে।

ক — হৈমন্তিক ধান্য থেকে অন্ন। খ — মাখিয়া, মেখে।

---

১ — অপক্ক। ২ — মুগ - পথ্য।

শুনিয়া এমত বাণী চান্দের নন্দন ঃ
দুর্ব্বলার পাছে হৈয়া করিল গমন।
আগে দুর্ব্বলা যাএ পাছে লক্ষীন্দর ঃ
পায় পাখালিয়া বৈসে আসন উপর।
সুবর্ন্নের থালি আনি দিল শীগ্র করি ঃ
সুবর্ন্নের ঝারি দিল দিৰ্ব্ব জল ভরি।
একহাতে অৰ্ন্ন বেঞ্জন দিল থালে ঃ
আর হাতে ঘৃত ঢালি দিল সেই কালে।
লখাইর থালেত কর্ম্মা পঞ্চামৃত দিয়া ঃ
বিষ্ফুলা সাহের কর্ম্মা চলিল হাসিয়া।
সেইকালে পঞ্চ বড়া তাড়কা সুন্দরী ঃ
লক্ষীন্দর থালে নিয়া থৈল ধীর করি।
কাচা বাইগন দিয়া আড় চক্ষে চায়ে ঃ

মুচকি মুচকি হাসে ছলিল লীলায়ে।
দেখিয়া কর্ম্মার চক্ষু লক্ষীন্দরে হাসে ঃ
বিস্ময় মানিয়া বর্জ্জিল একপাশে।
পরিহাস্য সঙ্কেত বুজিয়া সেইক্ষন ঃ
অনুমানে বুজি ভাল না হয়ে বেগুন।
লক্ষীন্দরে বেগুন বর্জ্জিল কাচা দেখি ঃ
তবে আরবার চিন্তিল শশিমখী।
কাচা মগ পত্য কন্যা লইয়া সত্তর ঃ
অলক্ষিতে থৈল লক্ষীন্দরের গুচর।
তখনে ঔ তেজে তারে লক্ষীন্দর ভালা ঃ
বারে বারে দেয় আনি কব নহে ভালা।
পরিনাম না চিন্তিয়া ক্রধ অতি করি ঃ
কহিতে লাগিল হেরে শুনল সুন্দরী।
সমন্দের পরিচয় না বুজি কারন ঃ
বারে বারে ভাণ্ডসি চাতুরী করমন।
প্রথমে করিলে নষ্ট ভুজন আমার ঃ
সমন্দের ভেদাভেদ করহ প্রচার।
আমার দেশেতে আছে এমত বেভার ঃ
নাক চুল কাটিয়া দেশের করি বার।
শুনিয়া নিটুর বাণী তাড়কা সুন্দরী ঃ
শুন শুন সদাগর কহিম বিস্থারী।
তাড়কায়ে বলে শুন অবুদ লখাই ঃ
বিফুলার সমন্দে তুমি নন্দের জামাই।
শুনিয়া সমন্দের ভেদ চান্দের নন্দন ঃ
পরিহাস করিবারে লাগিল তখন।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

শুন শুন শশিমখী ঃ বড়ই সাহস দেখি ঃ
পরিহাস্য কর বারে বারে ঃ
কপটে বেগুন করি ঃ দেয় আনি আগুসারি ঃ
তর শক্তি ভাঙিবে আমারে ।১।
ঘনে ঘনে আইস যায় ঃ ফিরিয়া ফিরিয়া চায় ঃ
লাজ-ভয়ে নাহি দিশা ঘুষা ঃ
অনুমানে বুজি আমি ঃ ভালমতী নহে তুমি ঃ
রূপ যেন নগরিয়া বেশ্বা[১] ।২।
অতি ক্ষীন বস্ত্র পিন্দ ঃ লুটাইয়া কেশ বান্দ ঃ
সদায়ে দেখায় দুই স্থন[২] ঃ
লখাই সে পুরুষ নহে ঃ অসতীতে মন মহে ঃ
তারে আমি দিম আলিঙ্গান ।৩।

---

১ — বেশ্যা।　　　২ — স্তন।

হাতে লাগ পাই যদি ঃ　কেশ পালাইম ছেদি ঃ
　　　　ছিড়িয়া পালাইম তর খুপা ঃ
হাঝামের* খুর আনী ঃ শুন হেরে সুবধনী ঃ
　　　　কাটিয়া পালাইম তর চুপ্যা ।৪।
নবীন যৌবন ধর ঃ　যুবক মহিতে পার ঃ
　　　　রক্ত গৌর দেখিয়ে বদন ঃ
বের্থ হয়ে দৈব যুগে ঃ　আজুকার নিশাভাগে ঃ
　　　　পতিসঙ্গে না পুরিছে মন ।৫।
শুন উপদেশ কথা ঃ　চল পরদারী যথা ঃ
　　　　মত্ত মাতায়াল যেই স্থানে ঃ
তাড়কা লজ্জিত হৈল ঃ ঘরে পলাইয়া গেল ঃ
　　　　পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে।৬।

—ঃ পয়ার ঃ—

বুজিলাম স্বামী তর কেবল বর্ব্বর ঃ
এই হেতু অর্ন্ন জনে চায় নিরন্তর।
শুনিয়া লখাইর বানী তাড়কা সুন্দরী ঃ
লজ্জায়ে রহিল ঘরে হেট মাথা করি।
তাড়কায়ে ভচ্ছিয়া রমনী সবে হাসে ঃ
না পারিলা ভাণ্ডিবারে এত কৈলা কিসে।
পুণরূপী সখী বুলে বিফুলা কামিনী ঃ
অর্ন্ন-বেঞ্জন থালে দিল নিয়া পুনি।
একে একে খাইয়া তারে চান্দের নন্দন ঃ
গণ্ডুষ করিয়া পাছে কৈল আচমন।
কপ্পুর-তামুল তুলি দিলেক বদনে ঃ
প্রসর্ন্ন বদনে গিয়া করিল শয়ান।
বিফুলারে বলে তবে ভালা লক্ষীন্দর ঃ
আলিঙ্গন দিয়া পৃয়া প্রাণ রক্ষা কর।

ক — নাপিতের।

বিফুলায়ে বলে প্রভু না হয়ে উচিত ঃ
বিবাহ রাত্রিতে রাত একুন ব্যবস্থিত।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

　　　　কেনে হেন বল অনুচিত ঃ
বিবাহ রজনী যুগ ঃ　রতি কৃড়া[১] উপভুগ ঃ

কব পুনি না হয়ে উচিত।
সর্ব্বত্রে চাতুর তুমি ঃ বিশেষে অবলা আমি ঃ
সুরতি শৃঙ্গার নহি জানি ঃ
ভজিলু তুমার পায়ে ঃ নিজ ধন কুথা যায়ে ঃ
আজি খেম প্রভু শিরমনি ।১।
মত্ত হহিয়া কার্য্য নাই ঃ তপ্ত দুদ্গো[২] স্বাদ নাই
শুনিমাত্র সর্ব্বলুক কাছে ঃ
পরিণামে যদি খাই ঃ ততুধিক স্বাদ পাই ঃ
আমার চিত্তেতে এই বুচে ।২।
পীত্রি-মাত্রি[৩]-গুরুজন ঃ লজ্জাভাব অনুক্ষন ঃ
নারী লুকে চৌখে চৌখে[৪] চায়ে ঃ
বিবাহ রাত্রি শৃঙ্গার ঃ অতিশয়ে কদাচার ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গায়ে ।৩।

—ঃ পয়ার ঃ—

শান্ত হৈল লক্ষীন্দর বিফুলার বুলে ঃ
কন্যাবর রজনী বঞ্চিলা কতুহলে।
রজনী প্রভাতকালে উটে শর্য্যা হতে ঃ
বাসী বিবাহ তবে কৈল বিধিমতে।

---

১ — ক্রীড়া। ২ — দুগ্ধ; দুধ। ৩ — পিতৃমাতৃ। ৪ — চোখে চোখে।

কণক ঘটেত জল লৈয়া পুরহিতে ঃ
বেদমন্ত্রে শান্তি করে কর্ন্না বরের সাথে।
বেদী প্রদক্ষিণ করি কুমার কুমারী ঃ
মন্দির ভিতরে গিয়া খেলে পাশা সারি।
কৌতুক করয়ে যত উজানী নগরী ঃ
এথা নানা দান করে চান্দ অধিকারী।
দ্বিজসব সন্তুষ করিল নানামতে ঃ
পরম সন্তুষ রাজা দেশেতে যাইতে।
শুনিয়া বলিল সাহে যাইতে যুয়ায়ে ঃ
কন্যাখানি আমার পালিবায়ে সর্ব্বদায়ে।
দুষ হৈলে উপক্ষীবা গুণ বিস্থারিবা ঃ
খুদাএ তৃষ্নায়ে অর্ন্নজল মাত্র দিবা।
শুভক্ষেণে যাত্রা করি উটে লক্ষীন্দর ঃ
করযুড়ে নমস্কার কৈল দিবাকর।
লক্ষীন্দরে সাহে করিল নমস্কার ঃ
সাহে পুনি বেভারিলা পুত্র বেবহার।
ললাটে চুম্বন[১] দিয়া মখ খানি ঘানে ঃ

অবলা বিফুলা বাপু পালিয়া যতনে।
আর যত গৌরবিত নমস্কার করি ঃ
চৌদলেতে লক্ষীন্দর হহিল সোয়ারী।
নানা বাদ্ধ বাজে তবে বেয়াল্লিশ বাজন ঃ
মঙ্গাল জুকার দিল নরনারী গণ।

---

১ — চুম্বন।

বিফুলায়ে প্রণাম করে মায়ের চরণে ঃ
আশীর্ব্বাদ কমলায়ে করিলা তখনে।
হরগৌরী সমান হহিয় আয়রানী[ক] ঃ
তুমার কুশল যেন সর্ব্বদায়ে শুনি।
শাশুড়ীরে দেখিবাত্রয় গুবু সমস্বর ঃ
পিতৃতুল্য দেখিবায়ে রাজা চন্দ্রধর।
স্বামীরে দেখিবাএ পরম দেবতা ঃ
সর্ব্বলুক তুষিবাএ কহিয়া মিস্ট কথা।
অল্পে স্যান না হহিয় বিস্থরে না হইয় আজ ঃ*
নারীর প্রসংশা ভাল কুল ভয় লাজ।
ই বুলিয়া কমলায়ে কান্দে দীর্গরায়ে ঃ
দুগ্দর ছায়াল মর দুর দেশে যায়ে।
ভ্রাতৃ বধুগণকে বন্দিল তার পাছে ঃ
কুলাকুলি করিয়া তাহার মক নিছে।
স্বামী শুয়াগিনী হৈয় গুরুজন পৃয় ঃ
মন্দধরী সমসুর তুমিয় হহিয়।
মর্য্যাদায়ে লাজ ভয়ে নারীর বাখান[খ] ঃ
উপক্ষনে[গ] অর্ন্ন নহে স্বামীর সমান।
যশ রাখিয়া মাত্র থাকিবায়ে নিত্য ঃ
কটুবাণী কেয়রে না কহিয় কদাচিত্য।
গুবু গৌরবিত প্রণমিয়া বিদ্যাধরী ঃ
সুবর্ন্নের দুলা মৈদ্যে প্রবেশে সুন্দরী।
জামাইর সঙ্গতি কর্ন্না যায়ে দুর দেশে ঃ
কমলা-বিফুলা করি কান্দে বিমরিসে[ঘ]।

চরণটি অন্য অন্য পুঁথিতে নেই বলে তুলনামূলক পাঠোদ্ধারে অর্থ স্পষ্টতা সম্ভব হয় নি।
***২নং পুঁথির পাঠ — অপক্ষায়ে বেবসাএ কুলের বাখান্। ১ এবং ১০নং পুঁথিতে চরণটি নেই।*

ক — আয়তযুক্তা, সধবার চিহ্নযুক্তা। খ — প্রশংসা, ভাল। গ — অপেক্ষায়, তুলনায়।
ঘ — বিমর্ষে, দুঃখে, বিষন্নভাবে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

দশমাস গর্ব্বে হৈল ঃ সব দুক্ষ পাশরিল ঃ
দেখিয়া সুন্দরী ঝিয়ের মখ ঃ
অখনে না দেখি তরে ঃ কেমনে রহিম ঘরে ঃ
তাপিনী মায়ের পুড়ে বুক ।১।
মায় মায় বলিয়া কান্দে ঃ চিকুর নাহিক বান্দে ঃ
কহিলে না শুনে কেয়র বুল ঃ
ভ্রাত্রিগণের কান্দন ঃ ধরনি না যায়ে মন ঃ
পুরি জুড়ি উঠে গণ্ডগুল ।২।
মকানি[১] নিছিয়া সুখে ঃ কান্দে উজানীর লুকে ঃ
সাহের সাধু কান্দে যায় বলি ঃ
যেবা দেখে যেবা শুনে ঃ প্রাণ দাহে তুষানলে ঃ
একদিস্টে কান্দে সবে মিলি ।৩।
ভ্রাত্রিবধু সবে মিলি ঃ কান্দে লুটাইয়া ধুলি ঃ
বিফুলায়ে সবরে সান্তায়ে ঃ
সর্ব্বশূর্ম সঙ্গো করি ঃ চলে চান্দ অধিকারী ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গায়ে ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

নবীন নাগর যত বণিক্য নন্দন ঃ
দিব্ব দিব্ব অশ্বে ত্যরা কৈলা আরুহন।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে দগড়া[*] বিশাল ঃ
শতে শতে ভেরি বাজে বেনা করতাল।

ক — যুদ্ধ বাজনার বড় ঢোল।

----

১ — মুখ (ক) + খা (কা) নি = মুখখানি (মুককানি, মকানি)।

পাইকে পাইকে যুদ্ধ করে মালে বুল করে ঃ
বিপ্রলুকে বেদ পড়ে কবিতা পড়ে ভাটে ঃ
আগে দুসাধুরগণ গুয়াপান বাটে।
নাগর নাগরী সবে চায়ে হরষিতে ঃ
যতেক মঙ্গল করে সীমা নাই দিতে।
পুত্র সঙ্গো গেল চান্দ আপনার দেশে ঃ
পরম সন্তুষে গিয়া পুরীতে প্রবেশে।
চর্ম্পক নগরে যত যত পুরুষ বৈসে ঃ
আগুবাড়ি নিতে আইল পরম সন্তুষে।
সুনুকা প্রধাণ করি যত নারীগণ ঃ

জয় জয় জুকার দিলেক ততক্ষণ।
সুধামখী সহিতে সহস্র বিদ্যাধরী ঃ
বধুর পরীক্ষা লয়ে সুনুকা সুন্দরী।
দেখিয়া বধুর রূপ তবে পাটেশ্বরী ঃ
কুলে করি বৈসাইল শাস্ত্র অনুসারী।
তবে বিদ্যাধর আসি চান্দের কুমার ঃ
পায়ে পড়ি জননীরে কৈল নমস্কার।
মকানি নিছিয়া দেবী লয়ে সাতবার ঃ
আলিঙ্গান দিয়া কুলে বৈসায়ে কুমার।
পুত্রবধু কুলেত বৈসাইয়া হরষিতে ঃ
নানা দ্রর্ব্ব দিল তবে একত্রে খাইতে।
লর্জ্জায়ে কুর্পর কন্যা রহে মাথা হেটে ঃ
কিছু খাইয়া লক্ষীন্দর কুল হনে উটে।
বধুরে বেভার সুনাই দিলেক অপরে ঃ
সাতসের সুনা দিল মাণিক্য বহুতরে।

**২নং পুঁথির পাঠ — পাইকে পাইকে যুদ্ধ করে মৈল বল ধরে ঃ*
১নং পুঁথির পাঠ — পাইকে পাইকে যুদ্ধ করে মালে বুল করে ঃ
১০নং পুঁথির পাঠ — পাইকে পাইকে যুদ্ধ করে তৌর্ষ্বে তৌর্ষ্বে ধরে।
গৃহীত পাঠ ৯নং পুঁথির।

সহিতে গেছিলা যত অমাত্যের গণ ঃ
সকলরে চন্দ্রধরে কৈল সম্বাসন।
পুরির ভিতরে চান্দ গেল তরাতরি ঃ
চান্দে বুলে শুন কথা সুনুকা সুন্দরী।
বিফুলা বধুর সনে পুত্র লক্ষিন্দর ঃ
আজুকা থাকুকা গিয়া লুহার বাসর।
রজনী ফুসাইলে আজি সকলে কুশলে ঃ
তবে আর প্রমাদ নাহিক কুনুকালে।
সুনুকায়ে বলে প্রভু কি বলিব তুমা ঃ
নাগের সহিতে বাদ অবে কর খেমা।
চান্দে বলে নাগে আমার কি করিতে পারে ঃ
ব্রাহ্মণী গালি দিছে ভয়ে করি তারে।
এতসব বচন বলিয়া চান্দ সাধু ঃ
মন্দির ভিতরে নিয়া থৈল পুত্র বধূ।
পুত্রবধূ ঘরে থৈয়া চান্দ অধিকারী ঃ
মন্দির বেড়িয়া দিল কটক প্রহরী।
অস্ত্র হাতে সাবধানে থাক সর্ব্বদায়ে ঃ

উষা জাগরণে যেন রজনী ফুসায়ে।
এক গুটা সর্প মরে যেবা দিতে পারে ঃ
পঞ্চশত টাকা আমি দিবাম তাহারে।
উপরে সাচাল পক্ষী বান্দিল প্রচুর ঃ
শতে শতে সর্প গিলে ভয়ে যায়ে দূর।
পঞ্চশত নেউল বান্দিল চারিপাশে ঃ
যার দরশন মাত্র সর্পগণ ত্রাসে।
কতয়াল করি দিল বিংশতি নফর ঃ
আজুকার কতয়াল জাগরণ কর।
মনছিব করিয়া দিল নামে ছত্রাজিত ঃ
মন্দির প্রহরী থাকিবায়ে সাবহিত।
কটক প্রহরী দিয়া রাজা চন্দ্রধরে ঃ
পাটা হেন বুকে চান্দে মহুৎসব করে।
পুত্রবধূ খৈল নিয়া লুহার বাসরে ঃ
বিষুহরি মণ্ডনে বাদ্য বায়ে ঘরে ঘরে।
হেমতাল কান্দে করি নাচে উষাপায়ে ঃ
চান্দ বড় আনন্দ জানকীনাথে গায়ে।
পৌদ্যাবতী বলে নেতা বুদ্যিবল আর ঃ
সহিতে না পারি আর চান্দের তিরস্কার।
পুত্র আর বধূ খৈয়া লুহার বাসর ঃ
নানামতে আমারে বলয়ে দুরাক্ষর।
এতেক ভাবিয়া মনে জয় পৌদ্ধাবতী ঃ
নাগগণ ডাক দিয়া আনে শীঘ্রগতি।
অনন্ত প্রধাণ করি পঞ্চ কর্কট ঃ
বৈকর্ন্ন আস্তিক আর বাসুকি প্রছণ্ড ঃ
যাহার উপরে আছে ত্রিভুবন খণ্ড।
এই অষ্ট নাগ তবে বল - পরাক্রম ঃ
সত্তরে মিলিল আসি পৌদ্যার ভুবন।
নাগবল দেখিয়া কৌতুক পৌদ্যাবতী ঃ
জির্জ্ঞাসিলা প্রথমে অনন্ত মহামতী।
তবে সে আমারে পুজে চান্দ সদাগর ঃ
দংশিয়া দিবায়ে মরে ভালা লক্ষীন্দর।
অনন্তে বুলয়ে শুন শঙ্কর নন্দিনী ঃ
আপনে জানিয়া কেন বল হেন বানি।
দেবাসুর নরনাগ অষ্ট দিক পাল ঃ
ত্রিভুবনে কে সহিব মর বিষ জাল।
মনিষ দংশিতে আমি না হয়ে উচিত ঃ
যশ পৌরুষ নাই শুনিতে কুছিত[১]।

অনন্তের বাক্যে পৌদ্ধা পাইয়া অভরসা ঃ
একে একে অষ্ট নাগ করিলা জির্জ্ঞাসা।
অনেহ কহিল দেবী নাগগণ আগে ঃ
শুনিয়া উত্তর দিলা মহাপৌদ্য নাগে।

---

১ — কুৎসিৎ।

বড় বড় যত বীর ত্রিভুবনে থাকে ঃ
দরশনে ভঙ্গ দেয়ে নারহে সমখে।
আক্ষির[১] নিমিখে আসি সকল বিনাশি ঃ
মনিষ্ব দংশিতে আমি বড় ঘৃণা ভাসি।
করজুড়ে প্রণমিয়া বলয়ে কর্কটে ঃ
আমার সমান বীর নাই তিন লুকে।
সমান পাইলে আমি সবংশে বিনাশি ঃ
তবেত প্রসংশা হয়ে লুকেত প্রসংশী।
বুলিল বৈকর্ন্ন নাগে শুন পৌদ্যাবতী ঃ
আমার বিষের যৈগ্য[২] ইন্দ্রের সংগতি।
তন্ত্রমন্ত্র কিবা জানে মনিস্ব ছায়াল ঃ
ইহাকে দংশিলে আমা কে বুলিবে ভাল।
অস্থিকেতু মনুসারে বলিলেক দড় ঃ
অল্পর্জ্ঞান কর পৌদ্যা লর্জ্জা পাই বড়।
একর্ম্ম আমার সেবকে ঐ পারে ঃ
তারে করিবারে বল আমি সকলরে।
বলিল উৎপল নাগে পৌদ্যার গুচর ঃ
ধরণী গিলিয়া বল ভরিএ উদর।
কাপুরুষ যত কর্ম্ম মনিষ্ব দংশিয়া ঃ
হাসিব সকল লুকে কলঙ্ক ঘুষিয়া।
শুনিয়া তক্ষক নাগে বলিল পৌদ্যারে ঃ
পরীক্ষিত দংশিলাম ব্রর্ম্ম শাপ তরে।
সেই হনে মনিষ্ব দংশিতে করি ঘৃণা ঃ
দংশিবারে পারে লখাই সর্প একজনা।
পাণ্ডুরে বলএ মায় শঙ্কর দুহিতা ঃ
আমরা সকলে তুমা করয়ে মান্যতা।
তাতে তুমি অল্পর্জ্ঞান কর আমরারে ঃ
দংশিয়া দিবার বল মক্ষ[৩] বালকরে।

---

১ — অক্ষির, আঁখির। ২ — যোগ্য। ৩ — মূর্খ।

ক্রুধ করি কুলিকে বলএ বারে বার ঃ
ই বুল বুলিতে আমা শক্তি আছে কার।
পরিণাম দেখি আমি ক্ষেমা করি যাই ঃ
আরজন হৈলে তারে গণ্ডুষে মিশাই।
বাসুকি শুনিয়া তারে উত্তর না দিল ঃ
এইমতে সর্ব্বনাগে প্রতি উত্তর দিল।
শুনিয়া চান্দের কথা যতনাগগণ ঃ
উত্তর না পাইয়া পৌদ্যা যুড়িল কান্দন।
পৌদ্যার কান্দন শুনি ধুড়া মহানাগে ঃ
প্রণাম করিয়া কহে মনুসার আগে।
কুনুছার কাজে মায় কান্দ কি কারণ ঃ
আপনে দংশিয়া দিম চান্দের নন্দন।
ধুড়ার বচনে পৌদ্যা প্রসর্ন্ন বদনে ঃ
পঞ্চাসের বিষ জুখি দিলা ততক্ষনে।
কুলে লৈয়া চুম্ব দিয়া বলিলা সানন্দে ঃ
খণ্ডায় মনের দুক্ষ তুমি পুত্র হন্তে।
এমত বুলিয়া তবে শঙ্কর নন্দিনী ঃ
পরম কৌতুকে দিলা ধুড়ারে মেলানি[ক]।
চর্ম্পক নগরে ধুড়া ততক্ষনে যায়ে ঃ
আচম্বিত পথে যাইতে উজাই[খ] মৎস পায়ে।
ধুড়া বলে এত ভুগ এড়িম কিসেরে ঃ
মরিবারে যাই কেনে চর্ম্পক নগরে।
এথা থাকি ভুগ করি আপনার সুখে ঃ
রচনা উত্তর দিয়া ভাণ্ডিম পৌদ্যারে।
এমত বুলিয়া মইৎস ধরি ধরি খায়ে ঃ
পৌদ্যা দিছে যত বিষ গম এ লুকায়ে।
হতাশ চরিত্র ধুড়া ঘনশ্বাস বহে ঃ
পৌদ্যার নিকটে গিয়া উর্দ্ধমখে কহে।
উলটি পলটি ধুড়া সচকিত মন ঃ
মনুসায়ে বলে ধুড়া কহ বিবরণ।
ধুড়া বলে গেছিলাম চর্ম্পক নগরে ঃ
লুহার মন্দির মাঝে থৈছে লক্ষীন্দরে।

ক — বিদায়।　　　খ — নতুন বৃষ্টি পেয়ে সে মাছ স্থলে উঠে আসে।

হাতে অস্ত্র জাগে তাতে কটক প্রহরী ঃ
কাকালাস বান্দিয়াছে কত কৈতে পারি।
কতেক কহিম আমি যত বিবরণ ঃ

চান্দের ভুবণ যেন যমের কিরণ।
বুঝিলা কটক সব আমারে দেখিয়া ঃ
প্রাণ লইয়া বড় ভার্গ্যে আসিয়াছি ফিরিয়া।
পত্তয়েনা[১] যায়ে দেবী ধুড়ার বচনে ঃ
রচনা উত্তর হেন লয়ে মর মনে।
যাএ নেতা বুলে শুন জয় বিষুহরি ঃ
সর্ব্বথা না গেছে ধুড়া চর্ম্পক নগরী।
মইৎস খাইয়া বড় পেট আইল ভাঙিবারে ঃ
বড়পেট লৈয়া দেখ লড়িতে না পারে।
ক্রুধ করি বুলে তবে জয় বিষুহরি ঃ
ধুড়ারে মারিয়া বিষ লয় শীঘ্রকরি।
হাতে পায়ে ধরে তবে শতে শতে নাগে ঃ
চেঙ্গী* দিয়া মারে ধুড়া মনুসার আগে।
বিষম সংকট ধুড়া সংশয়ে জীবন ঃ
আনিয়া সকল বিষ দিল ততক্ষণ।
তবে পৌদ্যাবতী বুলে নেতার গুচর ঃ
না পারিলাম দংশিবারে চান্দের কুমার।
পাত্র নেতা বলে শুন জয় পৌদ্ধাবতী ঃ
আদেশিয়া কালিনাগ আন শীঘ্রগতি।
নেতার বচন শুনি মনুসা কুমারী ঃ
কালিচর আনিতে যায়ে ধামাই দুয়ারী।
তরিতে চলহ কালিনাগ আনিবারে ঃ
আপনে কহিলা পৌদ্ধা ধামাই গুচরে।

ক — চেঙ্গী - চেংড়ি , অর্থ - বাঁদী।

---

১ — প্রত্যয়ে।

ততক্ষনে ধামেনায়ে কালিধয়ে জায়ে ঃ
বাউগতি কালিধয়ে ধামেনা গিয়া পায়ে।
কালি কালি করিয়া দুয়ারে থাকি ডাকে ঃ
কালি বুলে কুন বেটা টেকিল বিপাকে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

ইন্দ্র আদি লুকপাল ঃ কর্ম্পমান সর্ব্বকাল ঃ
মরবাত্তা কব নহি জানে ঃ
সুরাসুর গন্দর্ব্ব ঃ অহঙ্কার মত্ত গর্ব্ব ঃ
নাকরে আমার বিদ্ধমানে ।১।
কালি বলে আন ধরি ঃ পাটাম যমের পুরি ঃ

খণ্ডাম মনের যত দুক্ষ ঃ

দশে-বিশে নাগে গিয়া ঃ ধামাইরে দুয়ারে পাইয়া ঃ

আনি দিলা কালির সমখ ।২।

লুচন পাকায়ে বুষে ঃ ধামাই পড়িলা ত্রাসে ঃ

পুনি পুনি বলে কষ্টমতি ঃ

আগে বধিয়া তরে ঃ পাটাইম যমঘরে ঃ

কি করিব তর পৌদ্যাবতী ।৩।

ধামাই বলে জুড়হাতে ঃ আসিলু তুমারে নিতে ঃ

মনুসা পাটাইয়া দিছে মরে ঃ

কার্য্য পুনি আছে বড় ঃ সত্তর গমনে লড় ঃ

যদি দয়া থাকে মনুসারে ।৪।

শুনিয়া বিনয় বাণী ঃ চিন্তে কালি মনে পুনি ঃ

কহ ধামাই সরূপ কথন ঃ

মনুসা বান্দিয়া মাথে ঃ পণ্ডিত জানকীনাথে

বুলে জয় পৌদ্যার চরণ ।৫।

—ঃ পয়ার ঃ—

ধামাইর বচনে কালি সত্তরে গমনে ঃ
অবিলম্বে মিলে গিয়া পৌদ্যার ভুবনে।
পৌদ্যারে দেখিয়া কালি করিল সম্বাষা ঃ
কালিরে আসন দিলা জয় শ্রীমনুসা।
কালি বলে আদেশ করিলা কি কারণ ঃ
গৌরব করিয়া পৌদ্যা বলিলা তখন।
যত্ন করি পুনি পুনি বলে পৌদ্যাবতী ঃ
পূর্ব্বাপর বাদ জান চান্দের সহিত।
তুমি সব সহায় থাকিতে বাদে হারি ঃ
মনিষ্ব বেটার কিছু করিতে না পারি।
মর লাজে সর্ব্বদা তুমার হয়ে লাজ ঃ
অপমান খণ্ডায়ে সাধিয়া দেয় কাজ।
দংশিয়া দিবায়ে মরে ভালা লক্ষীন্দর ঃ
তবে সে আমারে পূজে চান্দ সদাগর।

** এই চরণের পরে লাচাড়ি অভিধায়, নারায়ণ দেবের ভনিতায় মনসার বিলাপ বর্ণিত। ৯নং পুঁথিতে ও ভনিতা নারায়ণ দেবের। তাই এই লাচাড়ি অংশ বাদ দেওয়া গেল। ২নং পুঁথিতে জানকীনাথের ভণিতায় বহু বহু পল্লবিত কাহিনীই ভনিতার নিসংশয়তা বিষয়ে সন্দেহ জাগায়।*

—ঃ পয়ার ঃ—

পৌদ্মার বচনে কালি কৈল অঙ্গীকার ঃ
আপনে দংশিয়া দিম চান্দের কুমার।

তরিত গমনে কালি চলিল তখন ঃ
মন্দির নিকটে গিয়া দিল দরশন।
মন্দির ফিরিয়া কালি চায়ে চারিভিতে ঃ
বিষম সঙ্কট তাতে দেখে আচম্বিতে।
কালি বলে না পারিলু প্রবেশ করিতে ঃ
কুনুলাজে যাইবাম মনুসা বিদিতে।
রিদয়ে ভাবিয়া কালি দুক্ষ অপমান ঃ
লর্জ্জা পাইয়া কালি যায়ে আপনার স্থান।
নেতায়ে ডাকিয়া বলে পৌদ্ধার গুচর ঃ
লুকে দেখ কালি যায়ে আপনার ঘর।
পথে আগুয়াইয়া পৌদ্যা রাখিলা কালিরে ঃ
লর্জ্জা পাইয়া কালি রহে পৌদ্যার গুচরে।
কালি বলে যত্ন করি চাইলু বারে বারে ঃ
না পারিলা প্রবেশিতে লুহার মন্দিরে।
হাসিয়া বলিলা তবে আস্থিকের মায় ঃ
পুণরূপী লুহার মন্দিরে চলি যায়।
অঙ্গুলি প্রমান ছিদ্র দক্ষিণ দুয়ারে ঃ
লাহা* দিয়া নানারঙ্গ করিছে কামারে।
খসিয়া পড়িব লাহা মখের আনলে ঃ
সেই পথে প্রবেশ হইবায়ে কতুহলে।
পৌদ্ধার এমন বাণী শুনিয়া নাগিনী ঃ
হরষিতে লুহার মন্দিরে যায়ে পুনি।
দক্ষিণ দুয়ারে গিয়া ফুৎকার মারিল ঃ
মখের আনলে লাহা খসিয়া পড়িল।
দেখিল শর্য্যাতে শুইয়া আছে কর্ন্নাবর ঃ
একত্রে উদয়ে যেন শশী দিবাকর।
ধন্য ধন্য করিয়া প্রসংশে সেইক্ষনে ঃ
ত্রিভুবনে হেনরূপ না দেখি নয়ানে।
চন্দন তিলক ভাল ললাটেত সাজে ঃ
হিমকর শুভে যেন দিনমনি মাঝে।
সুগন্ধি সৌরবে আমদিত চারিভিত ঃ
কস্তুরি কুমকুমে অঙ্গ করিছে ভূষিত।
মনিময় অলঙ্কার দুহার শরীরে ঃ
এরে দেখে কালিনাগে আপনা পাসরে।

ক — গালা। শিল মোহরের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সুন্দর শরীর তার সর্ব্ব সুলক্ষণ ঃ

মই তারে কুনু দুষে করিম দংশন।
এতেক ভাবিয়া নাগ রহে একদিগে ঃ
খিদাএ আকুল লখাই সেইখনে জাগে।
লুকাইয়া রহে নাগ মায়ার সাগর ঃ
পৃয়া পৃয়া বলিয়া জাগায়ে লক্ষীন্দর ঃ
চমকিয়া বিফুলা বসিলা ততক্ষণ।
অন্যে অন্যে তাম্বুল ভক্ষণ যে করই ঃ
কামভাবে লক্ষীন্দর বিফুলারে দেই।
এইমতে দুইজনে সানন্দিত মনে ঃ
নানা মতে পাশা তবে খেলে দুইজনে।
লক্ষীন্দরে বলে যদি পাশা আমি হারি ঃ
সহস্র মাণিক্য দিম শুনহ সুন্দরী।
তুমি যদি হার দিবা ছুরতি[ক] শৃঙ্গার ঃ
এই বুলি দুইজনে খেলে বারে বার।
এত শুনি হেটে কর্ন্না রহে ততক্ষণ ঃ
চুম্ব দিয়া লক্ষীন্দরে তুলিল বদন।
না বুল না বুল প্রভু কাল রাত্রি দিনে ঃ
শুনিলে হাসিব তুমা বার্ন্ধণ সজনে।
আমিত অবলা প্রভু অকুমারী[খ] নারী ঃ
চিত্তে খেমা দিয়া থাক দিন দুই চারি।
কলিকা কমল পুষ্প মকরন্দ হীন ঃ
তাতে নি ভ্রমরা হয়ে বেভুল কুনুদিন।

ক — সুরতি। খ — তরুণী, যুবতী, প্রথম যৌবনা।

যদি পুষ্প বিকশিত হয়ে কাল পাইয়া ঃ
মধু করে মধু খাএ ডালেত বসিয়া।
অপক্ক[১] দাড়িম্ব প্রভু স্বাদ বিবর্জ্জিত ঃ
পক্কতা হইলে তাতে বড়ই পিরীত।
বিফুলাএ লখাইএ বুজাইয়া ইতিহাসে ঃ
মাথার উপরে থাকি কালি নাগে হাসে।
শান্ত হৈল লক্ষীন্দর বিফুলার বুলে ঃ
বিধির লিখন খণ্ডিছে কুনু কালে।
পুনি লক্ষীন্দরে বুলে শুন সুবধনী ঃ
খুধায়ে শরীর দহে কিছু দেয় আনি।
বিফুলা কহিতে লাগে স্বামীর গুচর ঃ
রন্দনের দ্রব্ব নাই ঘরের ভিতর।
লক্ষীন্দরে বলে পৃয়া শুন সুবধনী ঃ

শিয়রে মঙ্গাল ঘট আছে হেন জানি।
নৈবিদ্ধে তণ্ডুল আছে ঘটে আছে জল ঃ
নারিকেল ফল আছে প্রদীপে আনল।
রন্দন করহ পৃয়া এই দ্রর্ব্ব যুগে ঃ
নিবারন কর পৃয়া কাল খুদারুগে।
এই কথা শুনি তবে বিফুলা সুন্দরী ঃ
রান্দিতে বসিলা হরষিত মন করি।
ঃ লাচাড়ি ঃ
নৈবিন্ধ তণ্ডুল ঝাটে ঃ চড়াইয়া মঙ্গাল ঘটে ঃ
দিয়া তাতে পরিষিত জল ঃ
নারিকেল তিন গুটে ঃ পাখাল করিয়া ঝাটে ঃ
নেতবস্ত্রে জালিল আনল ।১।

---

১ — অপক্ক।

বিফুলা রন্দন করে ঃ নিদ্রা যাএ লক্ষীন্দরে ঃ
কাল নিদ্রা সহিতে না পারে ঃ
রন্দন সপূর্ন্ন হৈল ঃ বিফুলায়ে জাগাইল ঃ
উটিয়া ভুজন করিবারে ।২।
কৈন্যা ডাকে উসর্চস্বরে ঃ উটিলেক লক্ষীন্দরে ঃ
ঘৃত অর্ন্ন করিল ভুজন ঃ
আচমন করিয়া সুখে ঃ তাম্বুল দিলেক মখে ঃ
তুস্ট হৈল চান্দের নন্দন ।৩।
শয়ন করিল গিয়া ঃ অতি হরষিত হৈয়া ঃ
বিফুলা শুইল বামদিকে ঃ
জানকীনাথের বাণী ঃ শুন উষা সুবধনী ঃ
চাইয়া রহিছে কালিনাগে ।৪।
ঃ পয়ার ঃ
কালঘুমে দুইজন হৈল অচেতন ঃ
পুনরুপি কালি গেল তাহার সদন।
খনে কব' লামে নাগ খনে আগুয়ায়ে ঃ
লক্ষীন্দর দংশিবারে দুষ নহি পায়ে।
না দংশীয়া যাই যদি পৌদ্যার গুচর ঃ
বুলিব না গেছে কালি লুহার বাসর।
কি করিলে কি হইব স্থির নহে মন ঃ
করুনা ভাবিয়া কালি করয়ে কান্দন।
[দিসা ঃ— কান্দে কান্দে কালিনাগে চক্ষের পড়ে পানি।]
মই অভাগিনী দুস্ট কপালের কাজে ঃ

প্রবেশ করিছি এই মন্দিরের মাঝে।

---

১ — কভু।

পুত্রের বেদনা কালি সহিতে না পারে ঃ
পুত্রবতী অর্ন্ন পুত্র দংশীম কেমতে।
কেমতে কামড় দিম লক্ষীন্দরের পায়ে ঃ
এতেক বলিয়া নাগে কান্দে দীর্গ রায়ে।
এইমতে কালিনাগে পুনি পুনি কান্দে ঃ
*রচিল জানকীনাথে পয়ার প্রবন্দে।
আপনারে মন্দবাণী পুনি পুনি বলি ঃ
মায়া সমুরিয়া[১] তবে রহিলেক কালি।
মহানিশা ভাগে হৈল অন্দকার রাত্রি ঃ
নিদ্রায়ে আকুল তবে প্রহরী যত ইতি।
উলটি পালটি নিদ্রা যায়ে লক্ষীন্দর ঃ
পড়িল দক্ষীণ হস্থ নাগের উপর।
দুক্ষ পাইয়া নাগে বুলে খেমিল তুমারে ঃ
আরবার দুক্ষ দিলে না খেমিব[২] তরে।
ফিরিয়া আসিতে নাগ দৈবের ঘটন ঃ
পড়িল নাগের পায়ে তাহার চরণ।
এয়বার খেমিলু বিফুলার দিকে চাইয়া ঃ
আর্‌বার দুঃক্ষ দিলে না যাইবে সারিয়া।
শিয়র হনে নাগ গুটা পৈথানেত[ক] যায়ে ঃ
অশ্চিলা[খ] বলিয়া তারে উড়াইয়া পালায়ে।
ক্রুধ মথে কালিনাগ বৃসিলেক বড় ঃ
দক্ষিণ চরণ চাপি মারিল কামড়।

চিহ্নযুক্ত অংশ টুকুর শুরুতে লাচাড়ির উল্লেখ, কিন্তু রচনা পয়ার ছন্দে। লাচাড়ির সূত্রেই ভণিতার 'লাচাড়ি প্রবন্দে'র উল্লেখ। পয়ার অনুসরণ করেই 'লাচাড়ি শব্দের জায়গায়' 'পয়ার' শব্দ ব্যবহার করে লেখা হয়েছে 'রচিল জানকীনাথে পয়ার প্রবন্দে'। অংশের পর থেকে ৯নং পুঁথিতে আর জানকীনাথের ভণিতা নেই। পতির মৃত্যুতে বেহুলার বিলাপ পর্যন্ত কবি ষষ্ঠীবর দত্তের ভণিতায় এবং তারপরে শেষ পর্যন্ত সুকবি নারায়ণ দেবের ভণিতায়। মোট কথা ১নং পুঁথির ততটুকু পর্যন্তই পন্ডিত জানকীনাথের পুঁথির। ২নং পুঁথিতে ও লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার বিলাপ অংশের পূর্ব পর্যন্ত ষষ্ঠীবর দত্তের ভণিতায় পল্লবিত কাহিনী।

ক — শোয়া অবস্থায় বিছানার পায়ের দিক। খ — আঁচিলা - গিরগিটি জাতীয় একপ্রকার প্রাণী।

---

১ — সম্বরিয়া। ২ — ক্ষমা করিব।

যমদ্বার ভেদিল দারুণ দন্তাঘাতে ঃ
সর্প সর্প বলি লখাই উটে নিদ্রা হতে।
সকল শরীর জুড়ি বিষ অগ্নি জ্বলে ঃ
শর্য্যার নিকটে নাগ দেখে হেন কালে।
হাতের কাটারি লখাই পালায়ে তরাসে ঃ
লেঞ্জ[১] কাটা গেল নাগে রহে একপাশে।
কিবা ভাল মন্দ নাকি হহিল বিচার ঃ
বিষে পুর্ন্ন হৈল তবে চান্দের কুমার।
লক্ষীন্দরে বিফুলারে ডাকে ঘনে ঘন ঃ
নাহিক চৈতন্য কর্ম্মা নিদ্রার কারণ।
[দিসা ঃ-   নিদ্রাহনে উট কর্ম্মায়ে সাহের কুমারী ঃ
              পরিহর কাল নিদ্রা শুনহ সুন্দরী।]
এতেক প্রবন্দ কৈন্যা করিলে কিসেরে ঃ
লুহার মন্দির মাঝে দংশিল আমারে।
অনেক দিবসে জানি হয়ে দরশন ঃ
অবশ্য দেখিবাএ গিয়া পৌদ্যার চরণ।
করিল অনেক যত্ন না হইল চেতন ঃ
লেখিলা অঞ্চলে তবে যত বিবরণ।
আপনে সকল জান পূর্ব্ব বিবরণ ঃ
জাগিয়া প্রবুদ বাণী না দেয় কি কারণ।
কন্টরধ[২] হৈল লাল[ক] পড়ে মখে ঃ
চলিল সুন্দর লখাই বিফুলার সমুখে।

ক — লালা (মুখের লালা), বিষ জ্বাল

----

১ — লেজ।   ২ — কন্ঠরোধ।

ঢলিল সুন্দর লখাই মখে নাই রায় ঃ
রচিল জানকীনাথে মনুসার পায়।
চৈতন্য পাইল তবে সাহের কুমারী ঃ
দেখিল প্রদীপ নাই অন্দকার পুরি।
বিপরীত শয়ন করিছে লক্ষীন্দরে ঃ
না দেখি চরিত্র ভাল মনে শঙ্কা করে।
লখাইর নাশাতে বাউ না হয়ে শ্রবন ঃ
জানিল বিনদ প্রভুর নাহিক চেতন।
ভুমিতে পড়িল কর্ম্মা বুকে দিয়া ঘায় ঃ
কেন হেন কৈলা মরে জগৎগৌরী মায়।

মাথায়ে চাপিয়া যেন পড়ে বজ্রাঘাত ঃ
অনাথিনী বিফুলা হারিলু প্রাণনাথ।
এতেক প্রমাদ তব বাপের কারণ ঃ
কি মর কপালে ভাল আছিলা লিখন।
অভাগিনী বিফুলা দুষ্ট কপালিনী ঃ
কালরাত্রি প্রভু মর কারে দিলু ডালি।
জগতে রহিল মর অযশ কাহিনী ঃ
কত পাপ কৈলু তবে মই অভাগিনী।
পাইলু অমর্ল্ল বিধি হরিল দেবতা ঃ
হাতহনে কাড়ি নিল দারুণ বিধাতা।
ধিক্ ধিক্ বিধাতা খানিক নাহি ঘৃনা ঃ
হেনরূপ যৌবন করিলে বিড়র্ম্বনা।
অমর্ল্ল রতন আগে দেখাইয়া বিদিত ঃ
কি হেতু কাড়িয়া পাছে নিল আচম্বিত।
কি শুনিব বাপমায় যত বন্দু গনে ঃ
কি শুনিব শ্বশুর শাশুড়ী দুই জনে।
লক্ষীন্দরের মখখানি করিয়া মার্জ্জন ঃ
মখে মখ দিয়া বুলে করুণা বচন।
মরে বিয়া কৈলে প্রভু বড় অবিলাষে ঃ
মনরত না পূরিল মর কর্ম্মদুষে।
খেনেক উঠিয়া ধায়ে পাগলের বেশে ঃ
খেনে খেনে দুই হাতে বুক কুটে ত্রাসে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

[দিসা — কি মর কর্ম্মের দুষে ঃ তরে খইল কালিবেষে ঃ
উটিয়া সম্মতি দেয় মনে।]

"আপন কার্য্য কৈলুনাশ ঃ জাজিলু পরের আশ ঃ
তে কারণে আথান্তর" মরে।"

খণ্ড তবস্যা কৈলু ঃ পাইয়া নিধি হারাইলু ঃ
প্রাণপতি অকালে মরন ।২।

বিফুলাএ কান্দে শুভে ঃ চাপড় হানিয়া বুকে ঃ
কান্দে কৈর্ম্মা মন্দির ভিতর ঃ

কি মর কর্ম্মের ফলে ঃ এভর যৌবন কালে ঃ
অভাগিনী হৈলু জর্ম্মান্তর ।৩।

লখাইর চরণ ধরি ঃ কান্দে কর্ম্ম্যা বিদ্ধ্যাধরি ঃ
প্রভুরে খাইল কালরাত্রি ঃ

মনুসা পাবণ্ডী জর্ম্ম ঃ কি মর পাপীষ্ট কর্ম্ম ঃ
কি লেখিলা দারুন প্রজাপতি ।৪।

ছুরতি মাগিল মকে ঃ ত্রিশূল মারিল বুকে ঃ

অধিক ছেল রহিল মর মনে ঃ
নাকর কান্দন এড় ঃ   মনুসা উদ্দেশে লড় ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৫।

** আদর্শ পুঁথির পাঠ — আপন কার্জ্য কৈলুনাশ ঃ   ভাঙ্গিলু পরের আশ*
মসিমএ করিলু লঙ্ঘন ঃ
২নং পুঁথির পাঠ — পরকার্জা কৈলু নাশ ঃ   ভাঙ্গিলু পরের আশ
তে কারণে আখান্তর মরে।

ক — দুরবস্থা, দুর্গতি, অনর্থ

মন্দির ভিতরে কান্দে সাহের কুমারী ঃ
কতক্ষণে শুনিলেক সুনুকা সুন্দরী।
স্থির বুদ্ধি নহে প্রাণ আউল বাউল করে ঃ
প্রমাদ পড়িছে দড় বলিল চান্দরে।
বস্র না সম্বরে দেবী আউদল কেশে ঃ
উর্দ্ধমখে ধাইয়া গেল বার্তা পাইবার আশে।
আচলে ধরিয়া তবে চন্দ্রধরে রাখে ঃ
কি কারণে যায় পৃয়া লর্জ্জা নাই মখে।
পুত্রবধূ দুই জন প্রথম যৌবন ঃ
বিচারিতে যর্গ্য নাই ইহার কান্দন।
ভল মন্দ যত কথা কহিবা কৌতুকে ঃ
স্রি-পুরুষ ব্যবহার আছে যেন লুকে।
এই বিড়ম্বনা পূর্ব্বে আছিল তুমার ঃ
লেখা নাই তুমিয় কান্দিছ কতবার।
আজি তৃমি পাসরিলা সেকালের যত ঃ
প্রথম কালের কথা কৈতে পারি কত।
মখে তর লর্জ্জা নাই বুদ্ধি বিবর্জ্জিত ঃ
ইসকল জিজ্ঞাসা করিতে অনুচিত।
লর্জ্জা পাইল সুনুকায়ে চান্দের বচনে ঃ
তথাপি কান্দয়ে দেবী কর্ম্ম পাতি শুনে।

** আদর্শ পুঁথির পাঠ — স্থিরবুদ্ধি নহে প্রাণ চমৎকার ঃ*
২নং পুঁথির পাঠ — স্থিরতা না হএ প্রাণ আউল আউল করে ঃ
১০নং পুঁথির পাঠ — স্থিরবুদ্ধি নহে প্রাণ আউল আউল করে।
১০নং পুঁথির পাঠ গৃহীত।

---

১ — উর্ধ্বমুখে।   ২ — স্ত্রী।

দূতে গিয়া জানাইল ইসব সময়ে ঃ
সর্পে খাইছে লক্ষীন্দরে চলিছে নির্চ্চয়ে।
শুনিয়া সুনুকা দেবী পুত্র পুত্র বলি ঃ
বুকেতে হানিয়া ঘায় হহিয়া আকুলি।
নানামতে তিরস্কার বুলিলা চান্দরে ঃ
উর্দ্ধমখে ধাইয়া গেল লুহার বাসরে।
প্রবেশ করিয়া দেখে মন্দির ভিতরে ঃ
সবর্ন্নের খাটে দেখে মড়া লক্ষীন্দর।
পুত্র পুত্র ডাকছাড়ি পড়ে ভূমিতলে ঃ
প্রাণ হারাইল দেখি পুত্র শুকানলে।
চারিপাশে বেড়িয়া ধরিলা নারীগণ ঃ
অনেক প্রকার করি করাইলা চেতন।
চৈতন্য পাইয়া কান্দে লুটায়ে ধরনী ঃ
সর্ব্বাঙ্গা তিতিয়া পড়ে নয়ানের পানি।
পুত্র পুত্র ডাকছাড়ি কান্দে উর্চ্চস্বরে ঃ
কুথা এড়ি গেলে পুত্র মায় অভাগিরে।
গলায়ে ধরিয়া রৈছে[১] পাগলের মতে ঃ
শুনিয়া আসিল চান্দ পুত্রবধূ চাইতে।
পুত্র পুত্র ডাকছাড়ে করে কুলাহল ঃ
চন্দ্রধরে কান্দে যেন বাজে ভাঙ্গা ঢল[২]।
ঔঝারে আনিতে চান্দে পাটাইল দূত ঃ
চান্দের আদেশে ঔঝা আসিল বহুত্র।
বিফুলা ঔঝারে দেখি পড়িলা চরণে ঃ
কেশ দুইভাগ করি কাগুতি[৩] বচনে।

১ — ধরে আছে। ২ — ঢোল। ৩ — কাকুতি।

[দিসা ঃ- চায় গিয়া আরে ঔঝারে
ঝার একবার ঃ
প্রভু জিলে দিমরে ঔঝা
সাতছড়ি হার।]
শ্বশুরে গড়াইলা ঘর প্রকার বিশেষ ঃ
কুনু পথে নাগে তাতে করিল প্রবেশে।
মলিন না হৈলরে উঝা সিসের সিন্দুর ঃ
আমাছাড়ি কুথা গেলা নিদয়া নিটুর ঃ
মাথার মটুক উঝা না হৈল অস্টচারি।
কালরাত্রি খাইল প্রভু বুপের মরারি ঃ

চন্দন - তিলক - সিন্দুর গেল মছি।[১]
চান্দে বলে ঝার উঝা সযত্ন করিয়া ঃ
অমর্ল্ল্য রতন দিম লখাইরে জুখিয়া।
বন্দুগণে মিত্রগণে বলে হায়ে হায়ে ঃ
রচিল জানকী নাথে মনুসার পাএ।
চান্দের বচনে উঝা নানামতে ঝারে ঃ
শুদ্ধমতে মন্ত্র উঝা পটিতে না পারে।
জিয়াইতে না পারিল প্রকারে বুজিল[২]ঃ
রচনা উত্তরে উঝা চান্দরে বুজাইল।
নানা ঔষদের নাম কহিল সকল ঃ
সুমেরু শিকর আন খিরদের* জল।

শীর্ষনাম 'লাচাড়ি' — বর্ণনায় 'পয়ার'।
*** আদর্শ পুঁথির পাঠ — মাথার মটুক ওঝা না হৈল অষ্টচারি।*
২নং পুঁথির পাঠ — মাথার মকুট মর না হৈল অষ্টচারি।
১০নং পুঁথির পাঠ — মাথার মকুট মোর না হৈল অষ্টচারি।

ক — ক্ষীরবৎ স্বাদু জলের সাগর।

---

১ — মুছিয়া, মুছে। ২ — বুঝিল।

স্বর্গ হনে সুধা যদি আন সদাগর ঃ
তবে সে জীবে তুমার ভালা লক্ষীন্দর।
এমত জানিয়া ভাল উঝার লক্ষন ঃ
আনিবারে না পারিব না হহিব জীবন।
ক্রধে জ্বলিলেক চান্দ শুনিয়া কান্দন ঃ
লুচন পাকাইয়া বলে নিষ্ঠুর বচন।
ছুট বড় যত লুক বৈসয়ে সংসারে ঃ
আগে পাছে সব লুক যায়ে যমঘরে।
কান্দিলেকি ফল আছে শুনহ সুন্দরী ঃ
কর্ম্মদুষে যে হহিল কি করিতে পারি।
ভাসাইয়া দেয় নিয়া মড়া লক্ষীন্দর ঃ
আপদ খণ্ডিল মর কারে দিয়া ডর।
অনেক চান্দের বার্ক্যে কান্দে সর্ব্বজন ঃ
বিফুলা সুন্দরী কন্যা ভাবে মনে মন।
বিধবা বাম্মণী পূর্বে গালি দিছে মরে ঃ
মরা স্বামী লইয়া মই ভাসিম সাগরে।
সেই বার্ক্য বের্থ নহে জানিয়া কারণ ঃ

চান্দের সাক্ষাতে কর্ম্ম্যা দিল দরশন।
কলা কাটি আমারে সাজাইয়া দেয় ভুরা ঃ
সাগরে ভাসিম আমি লইয়া প্রভু মড়া।
প্রবন্দে বান্দিয় ভুরা না বান্দিয় হেলে ঃ
ভাসিতু প্রভুরে লইয়া সাগরের জলে।
ইহা শুনি চন্দধরে কহিল তখনে ঃ
কত কলা আছে আমার পুড়া[১] বাগয়ানে[২]।
কলার বাগয়ান মর কানীয়ে খাইছে ঃ
অবশিষ্ট কিছুমাত্র বাগয়ানে আছে।
এক এক রাজধন এককাণ ছড়া ঃ
হেনকলা কাটি কেন করি লাড়া মড়া।
অজগার্থে[ক] কলা কাটি ভুরা বানাইম ঃ
কার্য্যনাই আগে কেন কলা বিনাশিম।
তখনে করিম সব কলার বিনাশ ঃ
শুনিলে কানীর মনে হৈব উপহাস।
চান্দের এমত কথা শুনি সুবধনী ঃ
পুণরূপী করজুড়ে করে কাকুবাণী।
যেনমত কর বাবা তেনমত ফল ঃ
মনুসা সহিতে বাদ অনেক অকুশল।
কুন কার্য্য নাহি আর না পাত জঞ্জাল ঃ
আমারে চালাই বাপ দিবায় সকাল।
বিফুলার বচন শুনিয়া চন্দ্রধরে ঃ
তরিত গমনে গেল ভুরা সাজাইবারে।
দেয়ান[খ] করিল গিয়া গুঞ্জরীর ঘাটে ঃ
বাগয়ান বাছি বাছি রাম কলা কাটে।
আগাগুড়ি করিয়া সকলে লৈল কান্দে ঃ
জনে জনে সকলে আনিলেক প্রবন্দে।
অবিলম্বে ভুরাখান করিল সাজন ঃ
দিগে একশত গজ পালে ত্রিবন্দন।

** গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।*
আদর্শ পুঁথির পাঠ — আমারে চাইয়া মাত্র দেয়ত তুকাল।

ক — অকারনে, অযথা। খ — রাজা বা জমিদারের প্রধান কর্মচারী। রাজসভা, দরবার, কাছারী।

---

১ — পোড়া। ২ — বাগান।

মৃতিকা[১] ভরিয়া কৈল সকল পুরণ ঃ

চান্দে বুলে বধূ এরে করহ গমণ।
বিফুলা প্রনাম করে শ্বশুর চরণে ঃ
শাশুড়ীরে প্রণাম করিল সেইক্ষণে।
পূর্ব জর্ম্ম হনে আমি অভাগিনী নারী ঃ
প্রভু লইয়া সাগরে ভাসিম একাশ্বরী।
যদি মর সত্য ধর্ম্ম কুনুমতে থাকে ঃ
প্রাণ পতি জিয়াইয়া আসিম কৌতুকে।
যে আছে কপালে মর তুমি কি করিবা ঃ
আমার শপত[২] যায় আকুল না হৈবা।
সুনুকা শুনিল যদি এমত বচন ঃ
ধরিয়া বধূর গলে করয়ে কান্দন।
পুনি পুনি লয়ে পুত্র বধূর নিছনি ঃ
কেমতে রহিম ঘরে মই অভাগিনী।
পাসরিম লক্ষীন্দরে তুমারে দেখিয়া ঃ
পতিব্রতা কৈন্যা পাইলু পুত্র বদলিয়া।
সাগরে ভাসিবা তুমি কিসের অভাবে ঃ
লক্ষীন্দর দিতে মাত্র না পারিম অবে।
বিফুলায়ে বুলে যায় এ কুনু বেভার ঃ
সুখে ঘরে থাকিতে কি ফল বিধবার।
স্বামী যে নারীর গতি স্বামী সে দেবতা ঃ
স্বামী বিনে অর্ম্ম যত সে সকল ব্রেথা।
স্বামী জপ স্বামী তপ স্বামী সে পালক ঃ
স্বামী বিনে আর আমার নাইক রক্ষক।

---

১ — মৃত্তিকা, মাটি। ২ — শপথ।

স্বামী সেবা বিনে ব্রত অর্ম্ম কিছু নাই ঃ
স্বামী তুষ্ট হৈলে তবে পরলুক পাই।
সুখে রহিবাম ঘরে মই অভাগিনী ঃ
প্রভুরে টানিয়া খাইব শৃকাল গৃধিনী।
স্বামী ভাসিব জলে স্ত্রি রহিব ঘরে ঃ
সেইছার সৃরিয়ে[১] প্রাণ কেনমতে ধরে।
সেইছার জীবন রাখিয়া কুনুফল ঃ
সেহনে মরণ ভাল ভক্ষিয়া গরল।
হেতু উপদেশ আমি কহি শুন তত্ত ঃ
আমারে দেখিলে পাপ বাড়িব সতত।
না দেখিলে না শুনিলে হৈব বিস্বরণ ঃ
দিন দুই চারিমাত্র পুড়িবেক মন।

সুনুকা শুনিয়া হেন বিফুলার বুল ঃ
পুরিখণ্ড জুড়ি উটে কান্দনের রুল।
চান্দে বুলে সুনুকা কান্দহ কি কারনে ঃ
কিসের অভীষ্ট তর আমা বিদ্ধমানে।
ছয় পুত্র গেল চান্দের মার্গের মঙ্গল ঃ
বুড়াবুড়ি থাকি মাত্র সর্বত্রে কুশল।
মলরক্ষা হৈলে তবেবিক্ষে ধরে ফল ঃ
ফলের কারণে কেনে কান্দিয়া বিকল।

** এই চরণের পরে চারটি ছত্র আছে। যেমন —*
অভরসা না হইয় পাখা দাড়ি দেখি ঃ
ভাললোক দেখিবার পঞ্চজন সাক্ষি।
আমার বচন জদি না যায় পত্তয়ে ঃ
কারসঙ্গে দিম বল ভাবিয়া রিদএ।
২নং এবং ১০নং পুঁথিতে ও চরণগুলো আছে। কিন্তু পণ্ডিত জানকীনাথের কবি স্বভাব অনুযায়ী এ চরণগুলো কবির রচনা বলা যায় না। কারণ পণ্ডিত জানকীনাথের সমগ্র রচনায় কোথাও অনুরূপ স্থূল রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। তদুপরি চরণ চারটি কবি চিত্রিত চাঁদ সদাগর চরিত্রাদর্শেরও পরিপন্থী। চরণগুলো প্রক্ষিপ্ত বলেই আমার বিশ্বাস। তাই গ্রহণ করা গেল না।

---

১ — স্ত্রীয়ে

সুনুকা কান্দন করে শুনিয়া বচন ঃ
চান্দরে ভচ্চিয়া বুল বুলিল তখন।
সর্বনাশ কৈলে মর নাছাড় বিবাদ ঃ
তর বসতি আর নাই মর সাধ।
সে দুক্ষ নাহিক তর কেবল পামর ঃ
দেবতা নিন্দিয়া সর্বনাশ কৈলে মর।
বিফুলায়ে শ্বশুররে প্রণাম করিয়া ঃ
কহিতে লাগিল কর্ন্যা করুণা করিয়া।
ভুরাতে তুলিয়া দেয় মড়া লক্ষীন্দর ঃ
আর কেনে বিলম্ব করহ সদাগর।
চান্দে বুলে তেড়া অবেনেয় লক্ষীন্দর ঃ
কুনুফল মড়গুটা রাখিবারে ঘর।
লঘুজাতি কানী অবেকি করিতে পারে ঃ
সতন্ত্র করিয়া দিছে ভবানী শঙ্করে।
মৈল পুত্র লক্ষীন্দর ছয়পুত্র আর ঃ
লাগ পাইলে কানীর সুজিয়া লৈমধার।
পুরীহনে কানীর উছিষ্ট করহ দূর ;

ঘর দ্বার লেপী দেয় গময়ে প্রচুর।
বিফুলায়ে যাত্রা করে দেখি শুভক্ষণ ঃ
রিদয়ে ভাবিয়া যায়ে পৌদ্যার চরণ।
কাটা লেঞ্জকান লৈল বড় যত্ন করি ঃ
পর্ত্তয়ে কারণে লৈল সুবর্ন্ন কাটারি।
ছয়জাল বুলাইয়া উটিল সত্তর ঃ
তেড়া কুলে করিয়া লইল লক্ষীন্দর।
শূর্ণ করিয়া যায়ে সুনুকার কুল ঃ
পুরি মৈদ্ধে উটিলেক কান্দনের বুল।
হা হা পুত্র পুত্র বলি সুনুকায়ে কান্দে ঃ
ইহা দেখি হুঙ্কার পুরিয়া চান্দে কান্দে।
কুন্দে[ক] কুন্দিছে যেন লখাই বিফুলা ঃ
সর্ব্বলুকে সঙ্গে চলে হহিয়া ব্যাকুলা।
লখাই বিফুলা গেলা গুঞ্জরীর ঘাটে ঃ
টানদিয়া ভুরাখান আনিলা নিকটে।
পুষ্পের বিছানে[১] নিয়া থৈলা লক্ষীন্দর ঃ
বামদিগে বৈসে কর্ন্না ভুরার উপর।
সর্ব্বলুকে বিমরিসে[খ] হরি হরি বোলে ঃ
এই নি ভাসিল ভেউলা গুঞ্জরীর জলে।
চান্দ সদাগরে কান্দে মাথে হাত দিয়া ঃ
অই নি ভাসিল বধূ পুত্র কুলে লৈয়া।
পুত্র ভাসাইয়া জলে রাজা চন্দ্রধর ঃ
কান্দিয়া কান্দিয়া যায়ে আপনার ঘর।
মির্থা বাপ মির্থা ভাই মির্থা পরিবার ঃ
ধর্ম্মসম বস্তু আর নাহিক সংসার।
এত ভাবি ভজ ভাই পৌদ্যার চরণ ঃ
হেলায়ে চলিয়া যাইবা বৈকুন্ট ভুবন।
পুত্র পরিবার করি ব্রেথা কর আশ ঃ
রচিল জানকীনাথে মনুসার দাস।

ক — বিভিন্ন ধাতু খোদাই করে মূর্তি গড়েন যিনি তাঁকে বলা হয় ভাস্কর এবং তাঁর শিল্প ভাস্কর্য। এক্ষেত্রে 'কুন্দ' ভাস্কর অর্থে।

খ — বিমর্ষে, দুখে।

---

১ — বিছানায়।

যদি সতী হম মই পতিব্রতা নারী ঃ
আপনে উজাইয়া ভুরা যাউক দেবপুরী।

সতীকন্যা বাক্যে ভুরা উজাইয়া যাএ ঃ
দুইকুলের লুকে বসি সবে রঙ্গা চাএ।
দুইহাতে ধরিয়া ভুরাতে দিলা ঠেলা ঃ
না রহিল দির্ব্ব ভুরা চলিলেক তরা।
যাত্রা মঙ্গল কন্যা দেখে হেনকালে ঃ
পবন গমন গতি ভুরাখান চলে।
আচম্বিত মৃতগন্দ পাইয়া সে ত কাক ঃ
ভুরার উপরে পড়ি দিল তিন ডাক।
কন্যা বলে কাক তুমি কাহার কিঙ্কর ঃ
ধর্ম্ম বিচার যত তুমার গুচর।
ধর্ম্ম-পুরুষ তুমি ধর্ম্ম অবতার ঃ
ধর্ম্ম দেখি চিন্তহ আমার প্রতিকার।
কত বা তুমারে আমি কহিম বিশেষ ঃ
মায়েত কহিয় মর বচন মন্দেশ।
বিনয় বচনে কাক হইল কাতর ঃ
সতী কন্যা দেখি কাকে দিলেন উত্তর।
কমলাতে কহি যদি এই বিবরণ ঃ
প্রর্ত্তয়ে না যাইবা দেবী আমার বচন।
কাকের বচন শুনি সাহের কুমারী.ঃ
কাকেরে আনিয়া দিলা মাণিক্য অঙ্গুরী।
এইত অঙ্গুরী দিয়া কহিয় মায়েরে ঃ
অভাগিনী ভেউলা যায়ে দূর দেশান্তরে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

আইস দেখি আরে কাক ঃ হীরায়ে বান্দাইম পাক ঃ
মাণিক্যে বান্দাইম দুই আক্ষি ঃ
অঙ্গুলী লৈয়া তুমি ঃ যাইবা সাহের বাড়ি ঃ
উজানীতে যাও তুমি পক্ষী ।১।
শুনিয়া বিপুলার বানী ঃ কাকে কহে কাকুবানী ঃ
কেনমতে যাইম চলিয়া ঃ
তিন দিবসের ছাও ঃ নাহি চিনে বাপ মাও ঃ
কেনমতে যাইম ছাড়িয়া ।২।
বিপুলায়ে বলে পক্ষী ঃ পরানি যাবত রাখি ঃ
তর যশ ঘুষিব সংসারে ঃ
দুগ্ধ ভাত দিয়া তর ঃ ছাও পুষি মরে
পদে ধরি বলিয়ে তুমারে ।৩।
শুনিয়া বিপুলার কথা ঃ কাকে কৈল হেট মাথা ঃ
যায়ে কাক উজানী নগর ঃ
অঙ্গুরী লইয়া ঠুটে ঃ আকাশ গমনে উঠে ঃ

জানকীনাথের সুরচন ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

অঙ্গুরী লইয়া কাক উজানীতে গেল ঃ
কমলার আগে নিয়া অঙ্গুরী পালাইল।
ইসব রহস্য কাকে সকল কহিল ঃ
হা হা বিধি নিদারুন কেনে হেন কৈল।
অঙ্গুরী চিনিয়া দেবী শুগেতে[১] মহিত ঃ
সখাগনে বেড়িয়া ধরিলা চারিভিত।
মস্ত কেশ করি দেবী ভূমিতে লুটাএ ঃ
আপনা পামরে দেবী আছাড়ের ঘাএ।
গলাএ না রহে হার চরণে নেপুর[২] ঃ
হাতেত না রাখে শঙ্ক সিথিত সিন্দুর।
নিদয়া নিটুর বিধি বড় নিকরুন ঃ
হাতে দিয়া কাড়ি নিল বড়ই দারুণ।
খণ্ডব্রত কৈলু না করিলু কিছু পুন্য ঃ
বিপুলা বিহনে মর সব হৈল শুন্য।

---

১ — শোকেতে। ২ — নূপুর।

সেই কন্যা সেই বর পুন্য ফলে পাইলু ঃ
পাপীষ্ট কর্মের ফলে হেলায়ে হারাইলু।
নাগের বাদুয়া চান্দ ভয়ে নাই তার ঃ
বাদহনে সর্ব্বনাশ করিল আমার।
জনম আকুরা[৩] চান্দ নাই পুত্র কন্যা ঃ
সর্ব্বনাশ কৈলু মর মনুসার কন্যা।
না জানিয়া তার পুত্র বরিলা বিপুলা ঃ
শিশুকালে রাড়ী[৪] মর হৈল কন্যা বালা।
আচম্বিত প্রমাদ হইল কর্ম্মদুষে ঃ
মরা লৈয়া একাস্বরী সাগরেতে ভাসে।
বুনির[৫] ছায়াল[১] মর কিছু নাহি জানে ঃ
ভরাইয়া বিপুলায়ে তেজিব পরানে।
মখেত বুনির গন্দ অদ্যাপি না খন্ডি ঃ
তাহাতে লাগিল বিধি হইয়া পাষন্ডী।
ঘুমেতে জাগাইয়া অর্ন্ন না পারি খাওাইতে[২] ঃ
হেনকন্যা য়াএ মর ভাসি সাগরেতে।
সকলে বেড়িয়া কান্দে যত অন্তষপুরী[৩] ঃ
শুগেতে আকুল মখে বুল নহি সরি।
বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে বস্ত্রনা সম্বুরে ঃ

বেড়িয়া বিলাপ করে ছয়ে সহদরে[৪]।

ক — নির্বংশ, নিঃসন্তান। খ — বিধবা নারী। অনাথা নারীকেও বুঝায়। গ --- স্তন এবং স্তন্য।

---

১ — ছাওয়াল। ২ — খাওয়াইতে। ৩ — অন্তঃপুরী। ৪ — সহোদরে।

কমলাএ বলে পুত্র মর বাক্য ধর ঃ
বিপুলায়ে আনি মর প্রাণ রক্ষা কর।
কিসের অভাব আছে সাহে রাজার ঘরে ঃ
সবে মাত্র না পারিম জামাই দিবারে।
কেনমতে মড়া লৈয়া যাইব ছায়াল ঃ
লাব গেল মল[১] রৈল এই মর ভাল।
মায়ের বচনে ছয়ে পুত্র গেল ধাইয়া ঃ
করিলা অনেক যত্ন বিপুলারে পাইয়া।
কিসের অভাবে ভগ্নী যাও দেশান্তরী ঃ
মরা সঙ্গে সাগরে ভাসিছ একাস্বরী।
কর্ম্ম ফেরে যে হইল কি করিতে পারি ঃ
আইলহ আমার ঘরে শুগ[২] পরিহরি।
বিপুলায়ে বলে ভাই মর নমস্কার ঃ
সুখে ঘরে থাকিরত কি ফল বিধবার।
এ শরীর কুশলে থাকিব কতদিন্ ঃ
দিন দুই চারি হৈলে সবে ভাসে[ক] ভির্ন্ন[৩]।
প্রভুরে জিয়াইয়া মই আসিম কুশলে ঃ
খ্যাতি রহিব মর সকল সংসারে।

ক— মনে করে।

---

১ — মূল। ২ — শোক। ৩ — ভিন্ন।

ছয় ভাই নমস্কারি বিপুলা সুবধনী ঃ
মরা লৈয়া যাবে কন্যা বাক্য নাহি শুনি।
ফিরিয়া চলিলা ঘরে ভাই ছয়ে জনে ঃ
কান্দয়ে সুন্দরী পড়ি প্রভুর চরনে।
[দিসা ঃ- প্রভুনি মর জাগরে নয়ান তুলিয়া চাও[ক] ঃ
তুমারে ভাসাইয়া যাএ তুমার বাপ মাও।]
বাপ নিঠুর তর তিলেক নাহি দয়া ঃ
তুমারে ভাসাইয়া যাএ নিদারুন হৈয়া।

তুমি যে আমার প্রভু আমি যে তুমার ঃ
চক্ষু মেলি না চাও কেনে কি দুষ আমার।
চন্দ্রধর বাপ তর সুনুকা তর মা ঃ
আমি অভাগিএ ডাকি চক্ষু মেলি চা।
নিদানে সুদিনে প্রভু পালিলা যারে যারে ঃ
আমি পরে কেও নাই সঙ্গে যাইবারে।
গরল লইছি প্রভু যতন করিয়া ঃ
জিয়াইতে না পাইলে তুমা মরিম খাইয়া।

** অংশের শুরু 'লাচাড়ি' — অভিধায়। লাচাড়ি শব্দের নিচে লেখা আছে 'করুন ভাচিত্তল'। 'রাগ' নির্দেশ মনসা মঙ্গল কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও পণ্ডিত জানকীনাথের কাব্যে 'রাগ নির্দেশ' নেই। তাই উক্ত রাগ নির্দেশ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পয়ারের শিরোনাম ও লাচাড়ি হতে পারে না।*

মাও বাপ ছাড়িলু মই দয়ার প্রভুরে তুমার কারণে ঃ
একাস্বরী ভাসি প্রভুরে জানকীনাথে ভুনে।
[দিসা ঃ- মরে তরাইয়া .... নেয়রে সীতার পতি রাম।]
প্রভু লৈয়া একাস্বরী ভাসিলু সাগরে ঃ
তারে দেখি নেতা গেলা পন্ধার গুচরে।
পন্ধাবলে বামশিবা বুপ ধরি যায় ঃ
দেখা দিয়া বিপুরাল সাহস বুজায়।
বামশিবা বুপধরি নেতার গমন ঃ
ভুরার নিকটে গিয়া দিলা দরশন।
দেখিয়া বুসিয়া জাইল[১] দন্ত ঝগড়া ঃ
উবুহনে কাড়িয়া আনিতে চাএ মরা।
সিওরে[২] গাএর লুম লেঞ্জুজে পাকাএ ঃ
চক্ষ্যে ফর-ফরি করে দুই গাল কুলাএ।
অতি ভয়ঙ্কর বুপ লেঞ্জ পাকাইয়া ঃ
বিপরীত বুপ ধরি আইল ধাইয়া।
শিবা বলে মরা গুটা দিবাএ আমারে ঃ
তুমি গিয়া থাক ভাল গৃহস্থের ঘরে।
আপনে বাচিলে হএ মাও বাপের নাম ঃ
মায় বিলায় যত পরলুকের কাম।
শিবা বলে শুন কন্যা আমার বচন ঃ
মরা গুটা দেয় মরে করিতে ভুজন।

---

১ — গেল।　　　২ — সিউরে (শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া)।

পুনি পুনি বলে শিবা কই তর টাই ঃ

মরাসনে ভাস কর্ম্মা তর বুদ্ধি নাই।
এমন যৌবন তুমার বিফল কেনে কর ঃ
মরা এড়ি বাছিয়া উত্তম স্বামী ধর।
কুপ করি শৃকালীরে[১] লাগে বলিবার ঃ
শৃগাল জাতের আছে শতেক ভাতার।
এক দিনে ধর তুমি দশ বিশপ নিত ঃ
কিবা যান ধর্ম্মাধর্ম্ম নিজে পশু-জাতি।
কেভা পুত্র কেভা কর্ম্মা কেভা সুদর ভাই ঃ
সভাইর সঙ্গো সঙ্গা যার ধর্ম্মবুদ্ধি নাই।
জনম লাঙ্গাটি তুমার নাহি পরিধান ঃ
মড়া সড়া খায় কুপজল কর পান।
বনে ঝারে থাক তুমি আর খালে বিলে ঃ
বাড়ির আদাড়ে[ক] থাক কর্ম্মের যে ফলে।
এত তিরস্কার তবে শৃকালিনী শুনে ঃ
মরামাংস ভিক্ষা করে বিফুলার স্থানে।
আপনে জানহ মরা আমার অধিকার ঃ
হেন মরা চায় কেনে আপনে রাখিবার।
ছয়মাস হহিবেক যাইতে দেবপুর ঃ
মাংস খসিয়া মরার অস্থি হৈব চুর।
বেউলা বলে একখানি অস্থি যদি থাকে ঃ
তেব[২] জিয়াইম প্রভু নিয়া দেবলুকে।
কিবা জান আপনে বানর পশু জাতি ঃ
লাজ ভয় নাই তর কেবল পেরেতি[৩]।*

---

*২নং *পুঁথির পাঠ — লাজ ভয় নাই তোর শতে শতে পতি।*

ক — আস্তাকুঁড়ে, আনাচে-কানাচে।

---

১ — শৃগালী। ২ — তবু। ৩ — পিরিতি।

লজ্জা পাইয়া বামশিবা করিল গমন ঃ
অবিলম্বে যায়ে কর্ম্মা পবন গমন।
শৃকলের বাক কর্ম্মা এড়িয়া কৌতূকে ঃ
চলিল সুন্দরী কর্ম্মা পাটাহেন বুকে।
দেখাদেখি যায়ে ভুরা পবন গমন ঃ
সমখে ধনার বাকে দিল দরশন।
ধনা-মনা দুই ভাই গর্ব্ব মহদর ঃ
যুদ্ধ[১] হাঝার মাল তার চাকর নফর।

নিরবধি * ডাকাদিয়া*** হৈছে ধনেশ্বর ঃ
ভাল ভাল দেখি কন্যা আনিছে বিস্থর।
নিরবধি মধ্য[২] খায়ে করে পরদার ঃ
অর্ন্নযুনি[৩]ভেদ কিছু নাহিক তাহার।
সাগরের পারে টঙ্গী[খ] করিছে প্রবন্দে ঃ
তাহাতে বসিয়া খেড়ি[গ] খেলায়ে সানন্দে।
হেনকালে সাহের কুমারী প্রতিব্রতা ঃ
মরার সহিতে ভুরা আনিলেক তথা।
দেখি ধনা-মনা দুই হৈলা সানন্দিত ঃ
ভুরার উপরে কর্ম্মা রত্নে বিভূষিত।
হেনবুজি বিধাতার নিবন্দ যে কারনে ঃ
উপস্থিত দির্ব্ব কর্ম্মা সাজিয়া আপনে।
ডাক দিয়া ধনা বলে শুন শশীমখী ঃ
কি নেয় ভুরাতে করি আন চাই দেখি।
কর্ম্মা বলে ধন জন নাহি কিছু মর ঃ
মড়া স্বামী লইয়া মই ভাসিছি সাগর।

**পাঠ ২নং পুঁথির।*
***আদর্শ পুঁথির পাঠ — ডাদিয়া*

ক — ডাকাতি করিয়া। খ — জলের মধ্যস্থ উচ্চ বিলাস গৃহ। গ — জুয়া, পাশা।

---

১ — ষোল। ২ — মদ (নেশা)। ৩ — অন্যযোনী।

একাস্বরী ভাসিয়াছি মনের ভরসে ঃ
বিচারি গাড়ুরি উঝা নাই পাই কুনু দেশে।
ধনা বলে গাড়ুরি আমার দেশে নাই ঃ
মড়া পালাইয়া জলে উট আসি চাই।
চাপায় কূলেত ভুরা ডাকে সবর্বদায়ে ঃ
মনুসার বরে ভুরা আপনে উজায়ে।
এরে দেখি ধনা-মনা সাজিয়া সত্তরে ঃ
ধর ধর করি উটে নৌকার উপরে।
ইহা দেখি বিফুলার প্রাণ কাপে ডরে ঃ
রিদয়েতে দড় করি ভাবিল পৌদ্যারে।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
ধাইয়া গিয়া কতুহলে ঃ ধনায়ে মনায়ে বলে ঃ
আইস কন্যা আমার ভুবন ।১।
মরা পালাইয়া জলে ঃ ইছায়ে[১] নৈলে নিম বলে ঃ

আসিয়া পড়িছ মর হাতে ঃ
ভুরার সমখে গিয়া ঃ আগুলিল নৌকা দিয়া ঃ
ক্ষেপিয়া মদন শরাঘাতে ।২।
ধনার চরিত্র দেখি ঃ ডরে কাপে চন্দ্রমখী ঃ
বিষুহরি চিন্তে মনে মনে ঃ
দুষ্ট জনে মন্দ বুলে ঃ আসিয়া নিদান কালে ঃ
মনুসা মিলিলা ততক্ষণে ।৩।
পৌন্ধা আইলা রথে ভরে ঃ ধনা-মনার বুদ্ধি হরে ঃ
দুই জনে করে গালাগালি ঃ
ধনা বুলে আমি নিম ঃ মনা বুলে নাহি দিম ঃ
বিবাদে করয়ে কিলাকিলি ।৪।

---

১ — ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায়।

চুলাচুলি ধরাধরি ঃ রঙ্গ চায়ে বিষুহরি ঃ
কুলাহুল করে দুইজনে ঃ
মারয়ে মটুকি[১] ঘায় ঃ লাথিয়ে ডুবায়ে নায় ঃ
সাগরে ভাসিল ততক্ষণ ।৫।
তার মখে শুভ রায় ঃ বিফুলারে ডাকে মায় ঃ
চল কন্যা আপনা ভুবনে ঃ
বিফুলা চলিয়া যায়ে ঃ মনুসায়ে রঙ্গ চায়ে ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৬।

<u>পয়ার</u>

এড়িয়া ধনার বাক পরমে কৌতুকে ঃ
চলিলা সুন্দরী কন্যা পাটাহেন বুকে।
পবনের বেগ নিন্দে ভুরার চলনে ঃ
অলক্ষিত গতি অতি বিনদ বন্দানে।
নক্ষত্র সঞ্চার হৈল ভুরার চলন ঃ
সমখে গুধার বাকে দিল দরশন।
পরম অদ্ভুত এক গুধের ঈশ্বর ঃ
শতে শতে গুধা বৈসে তাহার নগর।
গুধা পরে অর্শ্বলুকে সেই দেশে নাই ঃ
প্রকিতু[২] শরীর হৈলে মারিয়া খেদাই।
লখিয়া গুধার নাতি বুপার তনয়ে ঃ
মটী গুধী মাতামহী সাগুধীর তনয়ে।
পীনা গুধা নাম তার গুধের টাকুর ঃ
অবদি নাহিক তার কি দিবাম উর।
হাত পায় গুধা বেটার যেন গাছের মড়া ঃ

মাজে মাজে বীচি[ক] তার ধরে ছড়া ছড়া।

ক — প্যাচ্‌রা, গোটা। গোদের উপরিজাত বীজবৎ মাংসপিণ্ড।

---

১ — মুষ্টিবন্ধ। ২ — প্রকৃত।

সকল শরীরে দাউদ বিকট দর্শন ঃ
সর্ব্বদায়ে মাটি খায়ে ভাড়ুয়া[ক] লক্ষণ।
ঘনে ঘনে ধক তার বুগ রাজকাশ ঃ
বয়েস না হৈছে বড় দুইশত পঞ্চাশ।
জেন মত পীনা গুধা ত্রী[১] তার ঘর ঃ
চারি বিদ্যাধরী তার রূপের সাগর।
গুধা বেটার চরিত্রটি না হয়ে ভাল ঃ
য়েক[২] ফেপড়ানাকী আর বেটী কাল।
আর বেটি রাজকাশ গুজ[গ] আছে বড় ঃ
আর বেটির হাত পা লুহা হনে দড়।
হাতে পায়ে গুধ আছে গলে গল ঘন্ট ঃ
সকল শরীরে মেজ যেন পুতা খণ্ড।
আক্ষিয়ে[৩] না দেখে তাই পেচরার কাজে ঃ
কাটাচুল পড়িয়াছে চৌক[৪] মক মাঝে।
কতবা কহিম তাইর রূপের জিনিস ঃ
বয়েস বিস্তর নহে একশ চল্লিশ।
অর্ন্ন বস্ত্র নাই গুধার আজর্ম্ম ভিকারী ঃ
জীবন উপায়ে তার নিত্য মইৎস মারি।
বরশি[৫] ছাড়িয়া তার নাহিক উপায়ে ঃ
বরশির মৈইৎস বেচি নিত্য অর্ন্ন খায়ে।
সর্ব্বদা বরশি বায়ে সাগরের জলে ঃ
ভুরার উপরে কন্যা দেখে হেন কালে।
কৈন্যা দেখি গুধা বেটা হৈল আনন্দিত ঃ
উন্ধমখে টগবগি চায়ে চতুভিত[৬]।

ক — মুটে-মজুর, বেশ্যার পোষ্য। খ — ফোলা নাকী। গ — কুঁজ, কুব্জ।

---

১ — স্ত্রী। ২ — এক। ৩ — আঁখিয়ে। ৪ — চোখ। ৫ — বড়শি। ৬ — চতুর্ভিত, চারিদিক।

আপনার রূপ গুধা চায়ে ঘনে ঘন ঃ
উন্ধবাহু করি নাচে আনন্দিত মন।

মনে মনে গুধা বেটা আপনা প্রসংশে ঃ
আমারে দেখিয়া কর্ম্মা আপনে কিবা আইসে।
ভাসিয়া যাইতে কর্ম্মা মর রূপ দেখি ঃ
বারে বারে আমা দিকে চায়ে চন্দ্রমখী।
হাতেত বরশি গুধা হাটে ফালে ফালে ঃ
পাখা গুধ গলি পড়ে সাগরের জলে।
গুধে ডাকি বলে ভুরা চাপায় সুন্দরী ঃ
উজান ধরিয়া ভুরা যায়ে শীঘ্রকরি।
অভরসা হৈয়া গুধা ডাকে উর্চ্চস্বরে ঃ
ভুরা চাপায়[ক] সুন্দরী না যায় মরিবারে।
কুলে ঝাপ দিয়া গুধা রাখে ভুরা খান ঃ
গুধার চরিত্র দেখি কাপয়ে পরান।
ডুম নহে ডুখুলা[খ] নহে জাতে রজপুত ঃ
চারি হাতে পায়ে গুধ শুনিতে অদ্ভুত।
তুমি জান সুন্দরী গুধার বয়েস নাই ঃ
গুধা বিহনে আছে গুধার পঞ্চ ভাই।
বড় বড় যত মইৎস দিবাম মারিয়া ঃ
আনন্দে খাইবে তারে ঘরেত বসিয়া।
কিবা বল সুন্দরী গুধার ধন নাই ঃ
দেড়বুড়ি কড়ি গুধা গাড়িছে[১] তিনটাই।
কিবা বুল সুন্দরী সতীনে লৈব বাটা[গ] ঃ
আপনার ইর্ষায়ে দিম লেঞ্জ মড়ি[২] কাটা[৩]।

ক — তরী তীরে লাগানো। খ — অসভ্য, নিকৃষ্ট জাতি। গ — ভাগ, অংশ।

---

১ — গেঁড়েছে, পুঁতেছে। ২ — মুড়ো (মাছের)। ৩ — কাঁটা (মাছের)।

বরিষা কালেত কর্ম্মা পানিরে না যাইবা ঃ
এক বীচ গালিয়া দিলে আট দিন খাইবা।
এ তিন ভুবনে রমাজে চায় মনে মন ঃ
এত বড় ধন দিয়া নিব কুনু জন।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
অবিলাষে[১] গুধে বলে ঃ মরুয়া[ক] পালায় জলে ঃ
আইস কন্যা আমার বাসরে ঃ
যেনরূপ কন্যা তুমি ঃ তেনরূপ স্বামী আমি ঃ
এতভাল না পাইবে সংসারে ।১।
জাতে আমি রজপুত[খ] ঃরূপে গুনে অদ্ভুত ঃ
গলে গলঘন্ট শুভা করে ঃ

চাইতে আমার দৃষ্টে ঃ পাটা হেন গুজ পৃষ্টে ঃ
বড় মেজ মাথার উপর ।২।
হাতে পায়ে গুধ সারি ঃ বীচি তাতে সারি সারি ঃ
পাকা ঢেউয়া যেন ধরে গাছে ঃ
তর মর রূপ এক ঃ   পদে পদে চাইয়া দেখ ঃ
বিধির নিবন্দ যেই আছে ।৩।
স্ত্রী আছে মর ঘর ঃ   দাসী করি দিম তর ঃ
যত কিছু কর্ম্ম করিবার ঃ
ধাড়া পাতি শুইম আমি ঃ   বীচিটি গালিবা তুমি ঃ
এইসব কর্ম্ম যে তুমার ।৪।
গুধার চরিত্র দেখি ঃ   ডরে কাপে চন্দ্রমখী ঃ
বিষুহরি চিন্তে মনে মন ঃ
পৌদ্ধাবতী দিলা বর ঃ গুধার উটিল জ্বর ঃ
পন্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৫।

ক — মৃত। খ — রজকপুত।

---

১ — অভিলাষ।

—ঃ পয়ার ঃ—

সতী কন্যার শাপে গুধার উটিল জর ঃ
টাবুটুবি* করে বেটা জলের উপর।
পানি খাইয়া গুধা বেটা দন্তে লৈল কুটা ঃ
প্রানরক্ষা কর মায় আমি তুমার বেটা।
অখনে বলিছ মরে লৈয়া যাইতে ঘরে ঃ
তাহাতে হইলা কেনে পরানে কাতরে।
হইয়া কুলের বেঙ সর্পকে লেঙ্গায়* ঃ
প্রান লইয়া শুবে শুবে* ঘরে চলি যায়।
এড়িয়া গুধার বাক পরম সন্তুষে ঃ
চলিল সুন্দরী কর্ন্না অসম সাহসে।
বিজুলী সঞ্চারে যেন ভুরা খান চলে ঃ
সমখে সাধুর বাক দেখে হেন কালে।
অনেক পুরুষ বাস মানিক্য পাটন ঃ
মুর্ন্নখান নায় তার পরম সাজন।
দ্বাদশ বৎসরে সাধু চলিলেক ঘর ঃ
বানিজ্জ করিল গিয়া দক্ষিণ সফর।
সর্ব্বনৌকা ভরি আনে সফরিয়া ধন ঃ
রাত্রিদিনে বায়ে নৌকা প্রসর্ন্ন বদন।

সুবর্ন্নে ভরিয়া আনে সর্ব্বখান নৌকা ঃ
একে একে নায় বায়ে পঞ্চজন সঙ্কা।
প্রথি[১] পাইকের তাড়বলা হার গলায়ে ঃ
শ্রবনে কুণ্ডল শুভে নপুর দুই পায়ে।
মৃদঙ্গ মাদল বাজে সদা আনন্দিত ঃ
হেনকালে ভুরাখান দেখে আচম্বিত।

ক — ডুবুডুবু, প্রায় মগ্নাবস্থ। খ — লঙ্ঘন কর, অবহেলা কর, অবজ্ঞা কর। গ — শুবে শুবে - ভালয় ভালয়।

---

১ — প্রতি।

মরার সহিতে কর্ন্না ভুরার উপর ঃ
দেখিয়া হহিই তুষ্ট হরি সদাগর।
কৈন্যার যৌবনে রূপে মুনি মহ পায়ে ঃ
ভুরার নিকটে সাধু ডিঙ্গা বাইয়া যায়ে।
আপনে জির্জ্ঞাসে সাধু শুন সুবধনী[১] ঃ
আলিঙ্গন দিয়া রক্ষা কর মর প্রানি।
মরা গুটা পালাইয়া সাগরের জলে ঃ
নৌকাতে আসিয়া উট মন কতূহলে।
নানা আভরণ দিম বিচিত্র বসন ঃ
অমূর্ল্ল পাথর দিম সফরিয়া ধন।
কুনু কালে না লঙ্গিম তুমার বচন ঃ
তুমা ছাড়ি অর্ন্ন স্ত্রীতে না করিম মন।
যেবা মর ঘরে আছে পরম রূপসী ঃ
সেইজন তুমার করিয়া দিম দাসী।
করিব তুমার সেবা দাসী সমতুল ঃ
দুষ দেখি আপনে কাটিম নাক চুল।
ধনজন সম্পর্দ মীরাস[ক] পরিবার ঃ
বড় করি বুলি আমি সকল তুমার।
এখনে যে বুলি আমি সাগরের জলে ঃ
এইরূপ সুয়াগে থাকিবা সর্ব্বকালে।
ভুগিবায়ে পরম ভুগ সকল সংসার ঃ
মনরথ পুরি দিবা ছুরথি[২] শৃঙ্গার।
লক্ষীন্দর জন্ম হরি সাধু নহি জানে ঃ
বানির্জ্জ করিয়া দেশে যায়ে বহুদিনে।

ক — পৈতৃক সম্পত্তি, তালুক, রাজ্য।

১ — সুবদনী।   ২ — সুরতি।

না ছিলেক দেশে সাধু না জানে কাহিনী ঃ
এতেকে বুলয়ে সাধু অনুচিত বাণী।
এমত শুনিয়া কৈন্যা সাহের কুমারী ঃ
পরম কাতর হৈয়া বলে ধীর করি।
সুর্লুকের[1] হেন দেখি প্রকিত্তি[2] তুমার ঃ
উছিট[3] দেখিয়া চায় ভুগ করিবার।
পাপা সএ দেখি তুমি সহজে গ্যুয়ার[4] ঃ
সাধুর চরিত্র কিছু নাহিক তুমার।
যার যেই সঙ্গাভাব সেই বুজি হয়ে ঃ
বিধবা করিতে বল কুনু শাস্রে[5] কহে।
ইদেশে পন্ডিত নাই বুজি অনুমানে ঃ
শাস্র পুরাণ বুজি না শুনিছ কানে।
এতেকে সে বিধবা করিতে চায় বল ঃ
না জান ইহার পাপে কেন মত ফল।
পুর্বজন্মে নাহি জানি কত পাপ কৈলু ঃ
তাহার কারনে রাড়ী কালরাত্রি হৈলু।
দারুণ নাগের বাদে মৈল প্রাণপতি ঃ
মরা স্বামী লৈয়া ভাসি অর্ন্ন নাই গতি।
আমি যে অবলা নারী কামিনী যাহার ঃ
তুমি হেন নফর সাতলক্ষ তার।
তুমি সাধু করি আমি অর্ম্ম র্জ্ঞান করি ঃ
লক্ষ্যেক সাধুর রাজা আমি তার নারী।
মর প্রভু যেইজন লক্ষেক চাকর ঃ
তার প্রতি দেখি তুমি শৃকাল কুকুর।

১ — সুলোক।   ২ — প্রকৃতি।   ৩ — উচ্ছিষ্ট।   ৪ — গোঁয়ার।   ৫ — শাস্ত্রে।

নির্জ্জনে আমারে পাইয়া পথে কর বল ঃ
সজিবে[1] থাকিলে প্রভু পাইতে তার ফল।
সাধু বলে কর্ম্মা তুমি দেয় পরিচয়ে ঃ
কাহার নন্দিনী কুনে কৈল পরিণয়ে।
কুনু কুলে জর্ম্ম কুনু রার্জ্যেত বৈসএ ঃ*
কাহার পদ্মিনী তুমি কহত নিচ্চএ।
শুনিয়া এমত বাণী সাহের নন্দিনী ঃ

প্রসন্ন বদন হৈয়া কহিলেক বাণী।
বাপ মর সাহে রাজা জননী কমলা ঃ
উজানী নগরে ঘর নাম যে বিফুলা।
প্রভু মর লক্ষীন্দর চর্ম্পকেত ঘর ঃ
শাশুড়ী সুনুকা নাম শশুর[২] চন্দ্রধর।
মনুসার সনে মোর শশুরের বাদ ঃ
তাহার কারণে মর এতেক প্রমাদ।
বিফুলার মখে সাধু হেনমত শুনি ঃ
লাজে হেটমাথা করে অপমান গুনি।
সমন্দে জানিল সাধু ভাগীনার বধূ ঃ
আপনার পরিচয় দিল হরি সাধু।
সহদর ভগিনী সুনুকা পাটেশ্বরী ঃ
মানিক্য পাটনে ঘর নাম মর হরি।
না ছিলু দেশেতে মায় গেছিলু সফরে ঃ
না জানিয়া তুমারে বলিলু দুরাক্ষরে।
ক্রুধ না করিয় মায় মর কর্ম্মাপাশ ঃ
ভাগীনার বধূরে করিলু পরিহাস।

**২নং পুঁথির পাঠ — কুনুকুলে জন্ম কুন রার্জ্যেত বৈসয়ে ঃ এত শুনি সাহের নন্দিনী তবে কহে।*
১নং পুঁথির পাঠ — কুনুকুলে জর্ম্ম কুনু রার্জ্যেত বৈসএ ঃ কাহার পদ্মিনী তুমি কহত নির্চ্চএ।
আদর্শ পুঁথির পাঠ — কুনুকুলে জর্ম্ম তুমার কুনু রাজ্য এ ঃ কুনু পৌন্ধত তুমার কহত নির্চ্চএ।
গৃহীত পাঠ ১নং পুঁথির।

---

১ — সঞ্জীবে, জীবিত। ২ — শ্বশুর।

বিফুলায়ে বলে বাবা তুমার দুষ নাই ঃ
বিধাতা পাষণ্ডী হৈলে আর কত চাই।
কান্দিয়া বিকল সাধু দিলেক বিদায়ে ঃ
ভুরা চালাইয়া কৈন্যা সেইক্ষনে যায়ে।
আচম্বিত চলে ভুরা পবন গমন ঃ
টেন্টনার* বাকে তবে দিল দরশন।
জুয়ারিয়া বেটা থাকে সাগরের তীরে ঃ
মরিবারে চায়ে বেটা লামিয়া সাগরে।
বাপ আছিল তার মান্যতা অপার ঃ
এই বেটা হৈল তার কুলের আঙ্গার*।
শিশুকাল হনে[১] কৈল জুয়া বসে মন ঃ
আপনার কড়ি দিয়া খেলে সর্ব্বক্ষন।
জানিয়া ঘরের ধন বসিয়া খেলায়ে ঃ

সকল হারিয়া বেটা শুধা হাতে যায়ে।
ধনজন হারাইল ঘর-দ্বার -বাড়ী ঃ
হারিল পৈরণ বস্ত্র-চুল আর দাড়ি।
বসতি বিনাশ হৈল জুয়ার কারণ ঃ
সর্ব্বলুকে বলে তারে উদাসী টেন্টন।
জুয়াতে হারিয়া বেটা হহিল পাগল ঃ
শরীরে না সহে দুক্ষ সদাএ বিকল।
চাকর নফর সব হারাইল জুয়াতে ঃ
নিদ্রাতে সপন দেখি উটে শর্য্যা হতে।
দুই কড়া কড়ি দিয়া সদায়ে খেলায়ে ঃ
বিনে জুয়া না খেলিয়া ভাত নহি খায়ে।

ক — জুয়াড়ির। খ — অঙ্গার = কয়লা।

---

১ — হতে।

যেইদিগে যায়ে বেটা হাতে কড়ি লৈয়া ঃ
হাতে তালি দিয়া লুকে দেইন[ক] খেদাইয়া[খ]।
অপমান করি বেটা করিল মনয়ে ঃ
জীবনের সাধ নাই মরিম নির্চ্চয়ে।
গলায়ে কলসী বান্দি সাগরে মরিম ঃ
বস্তির যত দুক্ষ সব পাশরিম।
দড়ি গাছি ঘড়া গুটি লৈয়া ধীরে ধীরে ঃ
মরিবারে গেল বেটা লামিয়া সাগরে।
কর্ম্মকে নিন্দিয়া বেটা লামিলেক জলে ঃ
ভুরার উপরে কর্ম্মা দেখে হেনকালে।
মরার সহিতে কর্ম্মা উজাইয়া যায়ে ঃ
ইহা দেখি টেন্টনায় হাসে সর্ব্বদায়ে।
মনে মনে ভাবে মর সুদিন সাক্ষাত ঃ
অবশ্য লইম কিছু মাগিয়া কর্ম্মাত।
কৈন্যায়ে যে ধন দেয়ে ঘরে বসি খাইম ঃ
আপনার মন সুখে জুয়া না খেলিম।
দুক্ষদশা খন্ডিল বিধাতা হৈল সুখী ঃ
রিদয়ে সুবুদ্ধি হৈল সতীকন্যা দেখি।
হেনকালে ভুরা খান নিকটেত আইল ঃ
দুই হস্ত জুড় করি কহিতে লাগিল।

<u>লাচাড়ি</u>

বিধাঁর[১] বিড়ম্বন ঃ শুন কন্যা দিয়া মন ঃ

জুয়া পাশা খেলি রাত্রি দিনে ঃ
সাত পুরুষের ধন ঃ   সব কৈলু বিড়র্ম্বন ঃ
সর্ব্বনাশ জুয়ার কারণে ।১।

ক — দেয়।খ — তাড়াইয়া।

---

১ — বিধাতার।

শাসনে পুর্ন্নিত বাড়ী ঃ অনেক অন্তর জুড়ি ঃ
বিচিত্র নির্ম্মান ঘরখানি ঃ
পাপীস্ট যুয়ার বৈন্যা ঃ হারাইলু পুত্র-কন্যা ঃ
মীরাস জাঙ্গাল* পুস্কর্ণি ।২।
দাড়ি গোফ চুল নাই ঃ সকল হারিলু মাই ঃ
নাম মর উদাস টেন্টন ঃ
কৈলু বিবরণ মর ঃ   প্রভুর কুশল তর ঃ
আমারে দিবায়ে কিছু ধন ।৩।
বিফুলা সন্তুষ হৈয়া ঃ   কণক অঙ্গুরী দিয়া ঃ
টেন্টনরে দিলেক তখন ঃ
ইহারে ভাঙ্গিয়া খায় ঃ জুয়া পাশা না খেলায় ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুণে ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

ধন পাইয়া টেন্টনা উটিল গিয়া পারে ঃ
জিয়উ* তুমার স্বামী আশীর্ব্বাদ করেঁ।
এই বাক এড়াইল পরম কৌতুকে ঃ
চলিল সুন্দরী কর্ন্না পাটা হেন বুকে।
নক্ষত্র সঞ্চুরে হৈল ভুরার চলন ঃ
সমখে বাঘের বাকে দিল দরশন।
পৌদ্ধাবতী বলে নেতা শুনহ বচন ঃ
বাগরূপে যাই আমি বিফুলা সদন।
সাগরের কুলে রহে বাগরূপ ধরি ঃ
হেনকালে ভুরা লৈয়া আসিল সুন্দরী।

ক — উচ্চ পথ, রাস্তা। খ — বাঁচুক।

মহা আস্পাল১ করে গর্জ্জিয়া প্রচুর ঃ
বাগের গর্জ্জনে কাপে সাগরের ঘর।
ঘনে ঘনে ফাল মারে* লেঙ্গুড়* পাকায়ে ঃ
দন্তে কড়মড়ি করে দুইগাল কুপায়ে*।

ডাক দিয়া বলে অল গৃহস্থের নারী ঃ
মড়া গুটা আমারে দিবায়ে শীগ্র করি।
মরা গুটা খাইয়া আমি চলি যাই ঘর ঃ
নহে দুইজন খাইয়া ভরিম উদর।
বাগের চরিত্র দেখি সাহের কুমারী ঃ
মখেতে না আইসে রায় আপনা পাসরি।
অচেতন হৈয়া কৈন্যা পড়িল তরাসে ঃ
কতক্ষণে চৈতন্য পাইয়া উটি বসে।
বাগে বলে শীগ্র করি মরা দেয় মরে ঃ
ফাল দিয়া পড়ে দেখি ভুরার উপরে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

এমত অসক্ষ[ঘ] কথা ঃ বাঘে নি খাইব মৃতা ঃ
মনে মর নাহিক পর্ত্তয়ে[২] ঃ
মনে অনুমান করি ঃ বাগ নহে বিষুহরি ঃ
মায়া করি দেখায় আসি ভয়ে ।১।
শুন শুন ব্যগ্রবর ঃ আমার বচন ধর ঃ
মরে খায় প্রভুর বদলে ঃ
কালরাত্রি নিশা ভাগে ঃ প্রভুরে খাইল নাগে ঃ
প্রভু কুলে ভাসিয়াছি জলে ।২।

ক — লাফমারে। খ — লেজ। গ — ফোঁফায় বা ফুলায়। ঘ — অসম্ভব।

---

১ — অস্ফালন। ২ — প্রত্যয়।

বড়ই দারুণ মতি ঃ খাইতে চায় মর পতি ঃ
তর নাকি নাহিক বেদনা ঃ
মরা মাংস স্বাদ নাই ঃ কহিলু তুমার টাই ঃ
আর সর্পে করিছে দংশন ।৩।
বাঘে বলে তুমি ছার ঃ জিতা মাংস কদাচার ঃ
তর স্বামী খাইবাম দড় ঃ
আমারে মবুয়া[ক] দিয়া ঃ আর স্বামী বর গিয়া ঃ
ভুরাহনে উটসিয়া[খ] তড় ।৪।
শুনিয়া বাগের বাণী ঃ স্তুতি করে সুবধনী ঃ
পৌদ্মাবতী ভাবে মনে মন ঃ
ভজ দেবী পৌদ্মাবতী ঃ পাইবায়ে অছায়তি[গ] ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৫।

—ঃ পয়ার ঃ—

বিফুলায়ে বলে বাগ অনুচিত কহ ঃ

বুজিলাম অনুমানে বাগ তুমি নহ।
মরা মাংস কদাপিয় বাঘে নহি খায়ে ঃ
বুজিলাম অনুমানে পৌদ্ধাবতী মায়ে।
কি কারণে আমারে করহ বিড়ম্বন ঃ
তুমি বিনে কেডা আছে তরণ কারণ।
দুহাই শিবের যদি মরা নেয় মর ঃ
স্ত্রীবধ দিম মায় তুমার উপর।
পূবের্বর প্রতিজ্ঞা মায় সব পাসরিলা ঃ
কুনু অফরাধে[১] মায় প্রভুরে খাইলা।

ক — মরা, মৃতদেহ। খ — উট আসিয়া = এসে ওঠ। গ — অব্যাহতি।

---

১ — অপরাধে।

অখনে পথেত আনি নিতে চাও মরা ঃ
দুহাই শিবের যদি ছোয় আসি ভুরা।
যে কৈলা সে কৈলা মায় না করিলু মনে ঃ
মরা প্রভু লৈয়া যায় তুমার চরণে।
সহস্র প্রণাম মায় তুমার চরণে ঃ
তথা গেলে প্রভু মর জিয়াইবা আপনে।
পরিচয় পাইল জানিয়া ততক্ষন ঃ
রথ ভরে গেলা পৌদ্যা আপন ভুবন।
এড়িয়া বাগের বাক অসম সাহসে ঃ
ভুরা চালাইয়া যায়ে পরম হরিসে।
*দেখা দেখি যায়ে ভুরা পবন গমনে ঃ
ত্রিপিনী[১] মহন[২] গিয়া দেখয়ে সদনে।
তিনসুর* তিনঠাই ত্রিপুনি মহন ঃ
কুনু সুরে কুথা যাই না বুজি কারণ।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
আরে দারুন বিধাতারে।
বড় বড় বিহমগম ঃ সাক্ষাতে যেন যম ঃ
তাহা দেখি প্রান কাপে ডরে ঃ
***চক্ষু যেন আনলে *** ঃ ভাসান দিয়াছে জলে
পর্ব্বত সমান ভয়ঙ্করে ।১।
হিন্দুলের* শব্দ শুনি ঃ চমকিত হয়ে প্রানী ঃ
কেমতে সঙ্কট নিস্থারিম ঃ
এক আমি শিশুমতি ঃ আর আমি স্ত্রীজাতি ঃ
কুনু বুলে ভরসা করিম ।২।

*আদর্শ ও ২নং পুঁথির মধ্যে কাহিনীর নড়ন চড়ন দেখা যায়। অর্থাৎ কথা এক কিন্তু কাহিনী আগে পাছে — যেমন - আদর্শ পুঁথিতে হরিসাধু, টেল্টনা ও বাঘের বাঁকের স্থলে ২নং পুঁথিতে টেল্টনা, বাঘ ও নারায়নের বাঁকের উল্লেখ।

*** গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির।

আদর্শ পুঁথির পাঠ — গরম উড়গড়িয়াল।

ক — তিন স্রোত, সুরনদীর ত্রিধারা। খ — ঢেউয়ের, আন্দোলনের।

১ — ত্রিবেনী। ২ — মোহনা।

*না হইল * ইহার শুদ্ধি ঃ আমি ত না পাই বুদ্ধি ঃ
কুনু পথে নিম ভুরাখান ঃ
দিগ বিদিগ নাই ঃ না জানি কথাএ যাই ঃ
করিতে না পারি অনুমান ।৩।
দেবের ভুবনে যাইম ঃ মরা প্রভু জিয়াইম ঃ
বড়ই ভরসা ছিল মনে ঃ
দেখিয়া ত্রিপুনীর জল ঃ সবই গেল রসাতল ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৪।

—ঃ পয়ার ঃ—

ত্রিপিনী মহনে কন্যা না পায়ে উদ্দেশ ঃ
নেতারে ডাকিয়া পৌদ্যা কহিলা বিশেষ।
মরার সহিতে কর্ন্না পড়িছে সঙ্কটে ঃ
ভুরাখান আন নেতা তড়ের নিকটে।
পৌদ্যার বচনে নেতা ত্রিপিনীতে গিয়া ঃ
ভুরাখান আনে নেতা মন্ত্র উসর্চাসিয়া[১]।
উজান ধরিয়া চলে মনুসার বরে ঃ
এরে দেখি সাহের কুমারী বুদ্ধি করে।
আপনে চলিছে ভুরা না বুজি কারণ ঃ
হেন বুঝি মনুসা হহিল সুপ্রসর্ন্ন।
মড়া গলিত প্রভু অস্থি মাত্র সার ঃ
অখনে যুয়ায়ে* প্রভুর অস্থি ধুইবার।
একমাস হয়ে মই ভাসিলু সাগরে ঃ
আছিলু একরাত্রি শ্বশুরের ঘরে।
এই মতে যুক্তি করে নিরক্ষিয়া মরা ঃ
আচম্বিত তড়ে গিয়া চাপিলেক ভুরা।

*২নং পুঁথির পাঠ। আদর্শ পুঁথিতে — 'কি হৌক'।

ক — দরকার।

---

১ — উচ্চারিয়া।

ধরিতে গলিয়া পড়ে ধরণ না যায়ে ঃ
বাছিয়া বাছিয়া সব অস্থি যে খসায়ে।
এক এক খান করি পাখালয়েক ভাল।
মৃত গন্দ পাইয়া আইল রাঘব বুয়াল।
পাখালিতে ঘিলা-চাকী রাঘবে গিলিল ঃ
সেইকালে পৌদ্ধাবতী রাঘবেত কৈল।
গিলিয়াছ ঘিলা-চাকী রাখিয় যতনে ঃ
নস্ট কৈলে পাছে দুঃক্ষ পাইবা আপনে।
পৌদ্ধার এমত কথা শুনিয়া রাঘবে ঃ
যত্ন করি ঘিলা চাকী রাখিলেক তবে।
তবে কর্ন্না পাখালিয়া সর্ব্ব অস্থিকানি ঃ
পুটুলি বান্দিয়া পাছে ভুরা চালে পুণি।
বুয়ালে খাইল হেন কিছু না জানিল ঃ
মনুসা চরণ বন্দি তখনে চলিল।
কতদূর সমখে দেখয়ে হেন কালে ঃ
উজানে থাকিয়া ধুপা কাপড় পাখালে।
নেতায়ে কাপড় ধয়ে রৌদ্রে দেয়ে ধনা ঃ
এড় এড় করিয়া নেতায়ে করে মানা।
মায়ের বচনে ধনা ধাইয়া গেল লড়ে ঃ
আচম্বিত পাড়া পড়ে দেবের কাপড়ে।
ক্রধ করি নেতাএ ধনারে মারে চড় ঃ
ভূমিতে পড়িয়া ধনা করে ধড়ফড়।
নাকে হাত দিয়া দেখে ধনা পুত্র মৈল ঃ
কর্ন্নেত কহিয়া মন্ত্র পুত্র জিয়াইল।

ক — ধোয়, (জলে কাপড় ধোয়া)

দূরে থাকি তাহারে দেখয়ে বিদ্ধাধরী ঃ
এই কিবা নেতা হয়ে বুদ্ধির সাগরি।
মরা পুত্র জিয়াইল আমার গুচর ঃ
এই কর্ম্মা হনে প্রভু জীব লক্ষীন্দর।
নেতার ঘাটেত কর্ম্মা ভুরা চালাইয়া ঃ
ভুরাখান বান্দিল পাটের ভুর দিয়া।

আচলে বান্দিয়া অস্থি পরম যতনে ঃ
লড় দিয়া পড়িলেক নেতার চরণে।
প্রসর্ন্ন হহিয়া নেতা জির্জ্ঞাসে তখনে ঃ
কাহার কুমারী পায়ে পড় কি কিরণে।
বিফুলায়ে বলে মই বাণের কুমারী ঃ
উষা নাম ধরি মই পাপী দুরাচারী।
মনুসার নাগে প্রভু খাইল কর্ম্মদুষে ঃ
মরা প্রভু লইয়া যাই তুমার উদ্দেশে।
অখনে জানিলু মর বড় আছে ভাগ[১] ঃ
আসিয়া পাইলু তুমার চরণের লাগ।
জিয়াইয়া দেয় মর প্রভু লক্ষীন্দর ঃ
নহে স্ত্রীবধ দিম তুমার উপর।
নেতা বলে গাড়ুরি এখানে কেয় নাই ঃ
বিচারিয়া চায় উঝা আছে কুনুটাই।
আমার পায়েত পড়িয়াছ কি কারণ ঃ
এড় এড় এথা হনে করহ গমন।
বিফুলায়ে বলে শুন মর নিবেদন ঃ
আমার গাড়ুরি মায় তুমার চরণ।

---

১ — ভাগ্য।

মনুসার সনে মায় করিয়া মন্ত্রনা ঃ
অখনে আমারে এত কর বিড়ম্বনা।
শ্বশুরের সনে বাদ সাধিয়া সর্ন্মান ঃ
আঞ্চল পাতিয়া মাগু[১] প্রভু দেয় দান।
মায়ের সমন্দে তুমি হয় মাসী মাই* ঃ
তুমার শরীরে নাকি ঝিয়ের দয়া নাই।
আসিতে প্রভুরে লৈয়া পাইলু যত দুক্ষ ঃ
পাশরিলু সব দুক্ষ দেখি তুমার মখ।
নেতা বলে শুন উষা আমার বচন ঃ
ধরিছ আমার পদে কিসের কারণ।
তর প্রভু নাগে খাইছে আমি কি করিম ঃ
না হয়ে গাড়ুরি আমি ঝারিয়া চাইম।
নেতার শুনিয়া হেন নিটুর বচন ঃ
পুনরূপী কহে কন্যা ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্বে মরে বিড়ম্বনা করিয়া কবটে ঃ
কহিছ তরাইবা মরে বিষম সঙ্কটে।
অখনে মনিশ্ব ঘরে জর্ন্মহিয়া মরে ঃ

কালরাত্রি কাল নাগে খাইছে প্রভুরে।
না জিয়াইলে মর প্রভু কুথা লইয়া যাইম ঃ
গলায়ে কাটারি দিয়া পরান তেজিম।
হাসিয়া বলিল নেতা কিছু চিন্তা নাই ঃ
উপায়ে জীয়াইয়া দিম সুন্দর লখাই।
নেতা সঙ্গে মুক্তি করি বিফুলা যুবতী ঃ
দেবের ভুবনে চলে নেতার সঙ্গতি।

ক —মাসীমা > মাসী।

---

১ — মাগি।

কতদূর গিয়া নেতা কহিল উষারে ঃ
পারিবেনি প্রবেশ করিতে দেবপুরে।
বিষম খুরের ধার কেশের সাকম* ঃ
পার হৈতে পারে যার থাকে সত্যধর্ম্ম।
আর বিঘ্ন বড় আছে নদী বৈতরনী ঃ
জলদ আনল তাতে শান্ত নহে খানি।
পার হৈতে পারে তবে শুদ্ধ মতি যার ঃ
অশুদ্ধ হহিলে মতি হয়েত সঙ্গার।
বিফুলায়ে বলে আমি কহিম কেমতে ঃ
ধর্ম্ম ধর্ম্ম ভাবি উটে কেশের সাকমতে।
আনন্দে সুন্দরী কন্যা সাকম হাটিল ঃ
ধন্য ধন্য বিফুলায়ে প্রসংশা করিল।
বৈতরনী নদী পারাইল* অনাহাসে* ঃ
অন্তরীক্ষে থাকি নেতা মনে মনে হাসে।
মনিষ হহিয়া হেন সত্য রক্ষা করি ঃ
পার হৈল বৈতরনী বিফুলা সুন্দরী।
ই সকল বিবরণ মনুসা শুনিল ঃ
কপট রিদয়ে পৌদ্ধা প্রকার চিন্তিল।
চারিদ্বারে চারিনাগ দিল অনুচর ঃ
নাগরে বুলিলা পৌদ্ধা কর্কশ উত্তর।
সাবধানে নাগবল থাকিবায়ে দ্বারে ঃ
কেয় যেন আসিতে না পারে মর দ্বারে।
জিজ্ঞাসিলে কহিয় মনুসা নাই ঘরে ঃ
বাপ দেখিবার পৌদ্ধা গেছে শিবপুরে।

ক — সাঁকো। খ — পার হইল বা পারে আইল। গ — অনায়াসে।

দ্বারেত রহিলা নাগ পৌদ্মার বচনে ঃ
হেনকালে নেতা গেল বিফুলার সনে।
বিফুলারে দ্বারেত রাখিয়া চারিনাগে ঃ
একেলা মিলিলা নেতা মনুসার আগে।
জুড় হস্থে নেতা বুলে শুন পৌদ্মাবতী ঃ
আসিছে বিফুলা কন্যা আমার সঙ্গাতি।
দ্বারেতে রহিছে নাগে না দেয় আসিবার ঃ
বলিলে আসিতে পারে সাক্ষাতে তুমার।
এরে শুনি বিষুহরি বলিলা তখন ঃ
বিফুলারে সঙ্গাতি আনিছ কি কারণ।
মৈত্যলুকে বিড়ম্বিল যত কিছু পারে ঃ
এথাও আসিছে বান্দী* বিড়ম্বিত মরে।
যতেক প্রকারে চান্দে করে বিড়ম্বনা ঃ
তাতে গিয়া নেতা কেনে না করিলে মানা।
অখনে আসিছ কার্য্যে বলিতে আমারে ঃ
উচিত করিম শাস্থি শীগ্রে যায় দূরে।
নেতারে বুলিলা পৌদ্মা কর্কশ বচনে ঃ
ক্রুধে করি নেতা গেলা আপনা ভুবনে।
বিফুলা সহিতে নেতা যাইতে তখন ঃ
রতির সহিত পথে হৈল দরশন।
কথায়ে কথায়ে পথে হৈল পরিচয়ে ঃ
বধূরেয় নিয়া রতি লইল কুলয়ে।

ক — বাঁদী, দাসী প্রভৃতি।

পুত্রের মরন জানি কান্দে দেবীরতি র ঃ
বধূ লৈয়া ইন্দ্রস্থানে গেলা শীগ্রগতি।
রতিয়ে সকল কৈল ইন্দ্রের গুচরে ঃ
অনিবুদ্র' উষা পুর্ব্বে দিছ মনুসারে।
পৃথিবীতে নিয়া তারে পৌদ্মা বিড়ম্বিলা ঃ
বিবাহের কালরাত্রি লখাইরে দংশিলা।
উষা পুনি আসিয়াছে সেই সব কাজে ঃ
এত শুনি হাসিয়া বুলিলা দেবরাজে।
আপনে জানিয়া তবে বুলে পুরন্দরে ঃ
ভাল হৈল উষা আইল আমার গুচরে।
অনিবুদ্র মরিয়াছে নাগের কামড়ে ঃ
আপনে জিয়াইয়া দিম সর্ব্বথা না লড়ে।

শুনিয়া সাহের কন্যা বুলে জুড় হাতে ঃ
সত্য করিয়াছি আমি মৈত্তলুকে[১] যাইতে।
পৃথিবীতে আমার শ্বশুর চন্দ্রধর ঃ
পৌন্ধাএ দংশিলা তান এ ছয়ে কুয়র।
আর দংশিলা পৌন্ধা উঝা ধনন্তরী ঃ
ধনে জনে চৌন্ধ ডিঙ্গা ডুবাইলা বিষুহরি।
ই সকল জিয়াইয়া দেয় পুরন্দর ঃ
তুমার প্রসাদে যাম চর্ম্পক নগর।
ইন্দ্র বুলে চল উষা সুভেশ করিতে ঃ
নির্ত্ত কর গিয়া আজি শিবের সাক্ষাতে।

---

১ — অনিরুদ্ধ। ২ — মর্ত্যালোকে।

নির্ত্ত হনে বর লৈয়া শঙ্করের স্থানে ঃ
অনিবুদ্র জিয়াইম শঙ্কা নাই মনে।
ইন্দ্রের বচনে উষা চলিল তরিতে ঃ
বিদ্বাধরি[১] মেলে[*] গেল সুভেশ করিতে।
উষা আইল উষা আইল বলে সর্ব্বলুকে ঃ
বিদ্ধাধরীগণ আইল পরম কৌতুকে।
উর্ব্বশী আসিয়া ধরে উষার গলাএ ঃ
দুইহাত দিয়া কুলে নিলেক রম্বাএ[২]।
ধান্য দুর্ব্বা দিয়া তানে কৈল আশীর্ব্বাদ ঃ
শুনিয়া দুক্ষের কথা ভাবিলা বিষাদ।
সুমখি সুরেখি দুই বিদ্বাধরী ধাইয়া ঃ
কুলাকুলি করিলা উষার লাগ পাইয়া।
চিত্ররেখা চারুরেখা নমস্কার করে ঃ
যতচিত[৩] সম্বাষা করিলা তা সভারে।
গুরুজন পাইলে লয়ে চরণের ধুলি ঃ
সমান বয়েসী পাইলে করে কুলাকুলি।
সিস্টজন পাইলে করে কুশল জির্জ্ঞাসা ঃ
যার যেই মতে করিল সম্বাষা।
আলাপ করিল কর্ন্না বিনয় বেবহারে ঃ
কহিল সকল দুক্ষ যত পুর্ব্বাপরে।
পুর্ব্বাপর যত কথা সব নির্ব্বহিল ঃ
শুনিয়া সকল লুকে কান্দিতে লাগিল।
রম্বা বুলে উষা তুমি না হৈয় বিকল ঃ
আসিছ আমার এথা সর্ব্বত্রে কুশল।
নির্ত্ত করিবেক আমি দেবের সভাএ ঃ

তুমিয় সুভেশ কর নাচিতে তথাএ।

ক — মিলন, সঙ্গ, সমাগম।

---

১ — বিদ্যাধরী। ২ — রম্ভায়। ৩ — যথোচিত।

এমত করিয়া তবে প্রসর্ন্ন বদনে ঃ
নির্ত্তের কাঁছলি[১] দিলা বিদ্ধাধরী গণে।
সিসেতে[ক] রচিয়া দিলা সিন্দুরের রেখা ঃ
রাহু গ্রাসিয়া যেন ভানু দিলা দেখা।
রিদয়ের দুই কুচ চন্দনে লেপিল ঃ
সুখেরু শিকরে যেন মেঘে আবরিল।
দুই কর্ন্নমলে দুই কুণ্ডল প্রকাশে ঃ
বৃহস্পতি শুক্র যেন চন্দ্রের দুইপাশে।
কটীতে ঘুঘুর[২] বান্দে করি পরিপাটি ঃ
বিচিত্র কমল পট্ট করে ছটপটি।
সাজিয়া রহিল কর্ন্না বিদ্ধাধরী ভাগে ঃ
চিত্রসেনে জানাইল শঙ্করের আগে।
বানের কুমারী আইল পূর্ব্ব বিদ্যাধরী ঃ
নির্ত্ত হেতু আসিয়াছে শুন ত্রিপুরারি।
শুনিয়া আসিল শিব মনের হরিষে ঃ
দেখিম উষার নির্ত্ত অনেক দিবসে।
শিবে বুলে শুন নন্দী আমার বচন ঃ
দেখিতে উষার নির্ত্ত আন দেবগন।
তবে নন্দী জানাইল যত দেবগন ঃ
তরিতে দেখিতে চল উষার নাচন।
যেনমত আদেশ করিলা ভুলানাথে ঃ
মিলিলা সকল দেব শিবের সাক্ষাতে।
এইরূপে দেবসভা হহিল বিশেষ ঃ
বিদ্ধাধরী গণ হৈলা নির্ত্তেতে প্রবেশ।

ক — সীমন্তে, সিঁতায়, সিতায় প্রভৃতি।

---

১ — কাঁচলি। ২ — ঘুঙুর।

উপসর্ন্ন[ক] হৈলা আসি তাল সপ্তরাগে ঃ
যার যার বিষএ রহিলা ভাগে ভাগে।
বিদ্ধাধর গন্দর্ব্বে সুসরে[১] গীত গাএ ঃ

আপনে চিত্রসেনে মৃদঙ্গ বাজাএ।
নানা ভেশে সুভেশ করিয়া অনুক্রমে ঃ
উর্বশী মেনেকা আসি নাচিলা প্রথমে।
তার অবশেষে নাচে জয়া বিজয়া ঃ
দেবগণ মহ পায়ে যার বুপের ছায়া।
পর্ছাতে[২] প্রবেশ হৈয়া নাচে তিলত্তমা[৩] ঃ
প্রবেশিতে সভা মুহে নয়ান ভঙ্গিমা।
ঘৃতাক্ষি দারূকী দুই বিদ্ধাধরী নাচে ঃ
যার মখ দেখি সভা একদৃষ্টে আছে।
অবশেষে সুরপতি উষারে আদেশে ঃ
নাচিবারে উষা তবে সভাতে প্রবেশে।
বিদ্ধাধরী গণে জর্ম্প মৃদঙ্গ বাজাএ ঃ
প্রবেশ করিয়া নাচে সুন্দরী উষাএ।
—ঃ লাচাড়ি ঃ—
[দিসা ঃ— ভাল নাচে ভাল নাচে সাহের কুমারী।]
নাচে সুন্দরী ভেউলা ঃ অলক্ষিতে করে খেলা ঃ
নানারূপে করে অঙ্গভঙ্গ ঃ
নয়ান কটাক্ষে চায়ে ঃ প্রাণ হরি লৈয়া যাএ ঃ
অপরূপ মদন তরঙ্গ ।১।
খঞ্জন[৪] গমন গতি ঃ চলিতে সুভেশ অতি ঃ
ঘনে ঘনে অঙ্গুলী দেখাএ ঃ
খনে খনে উটে বৈসে ঃ অতি সুললিত ভেশে ঃ
খনে খনে মন্দিরা বাজাএ ।২।

ক — উৎপন্ন, হাজির।

---

১ — সুস্বরে। ২ — পশ্চাতে। ৩ — তিলোত্তমা। ৪ — খঞ্জন।

মখে গীত গায়ে ভাল ঃ সংযুগে বাজাএ তাল ঃ
মউরের[১] পেখম জিনি পাকে ঃ
সুর মনি আদি যত ঃ দ্রবি হৈলা জলবত ঃ
কামভাবে ভেধিলেক[২] বুকে ।৩।
কুকিলা জিনিয়া রব ঃ নির্ত্ত করে অসম্ভব ঃ
খিনকটি সদায়ে হেলাএ ঃ
অপরূপ নির্ত্ত করি ঃ মহিলেক ত্রিপুরারি ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গাএ ।৪।
—ঃ পয়ার ঃ—
অলক্ষিত গতি করে শূর্ন্নে করে ভর ঃ

মধু লুভে উড়ে যেন নবীন ভ্রমর।
ধীরে ধীরে ফিরে কর্ম্মা যেন সুধারাশি ঃ
নয়নে ভঙ্গিমা ভুরু মখে মৃদু হাসি।
নাটুয়া খঞ্জন জিনি নয়ান ভঙ্গিমা ঃ
লজ্জিতে রহিছে কত শরদ[৩] চন্দ্রিমা।
দেখিতে উষার নির্ত্ত সব দেবগণ ঃ
ধন্য ধন্য করি করে পুষ্প বরিষণ।
দেখিলাম উষার নির্ত্ত অনেক দিবসে ঃ
হেন বুলি সুরলুকে উষারে প্রসংশে।
পারিজাত মালা দিয়া বলে ত্রিলুচন ঃ
বর মাগ অবিলাষে[৪] যেই লয়ে মন।
এমত শুনিয়া তবে সাহের কুমারী ঃ
প্রণাম করিয়া বুলে জুড় হস্থ করি।
বিদ্ধাধরী জাতি আমি উষা নাম ধরি ঃ
অনিরুদ্র পতি মর শুন ত্রিপুরারি।

---

১ — ময়ূরের। ২ — ভেদিলেক। ৩ — শারদ। ৪ — অভিলাষে।

পূর্ব্বে নাচিতে আমি দেবের সভাএ ঃ
তাল ভঙ্গ কবটে করিলা মনুসাএ।
সেই দুষে আমারে শাপিলা পুরন্দরে ঃ
মৈত্যলুকে থাকিতাম দ্বাদশ বৎসরে।
জাতিয়ে বণিক্য সাহে সাধু নাম ধরে ঃ
মই গিয়া জর্ম্ম লৈলু তাহান যে ঘরে।
চন্দ্রধর নামে সাধু তুমার কিঙ্কর ঃ
অনিরুদ্র জন্মিয়াছে তাহান যে ঘর।
আমারে বিবাহ কৈল লক্ষীন্দর পতি ঃ
আচম্বিত প্রভুরে খাইলা পৌদ্ধাবতী।
প্রাণনাথ জিয়াইয়া দেয় বিশ্বেশ্বর ঃ
তুমার প্রসাদে যাম চর্ম্মক নগর।
ইসিদে[১] হাসিয়া শিবে চায়ে ততক্ষণে ঃ
আসিছে সকল দেব পৌদ্ধা নাইলা[২] কেনে।
এতেক জানিয়া ক্রধ করিলা মনুসাএ ঃ
রহিলা আপনা ঘরে না আইলা সভাএ।
শঙ্করে বলয়ে নন্দী শুনহ বচন ঃ
ডাক দিয়া পৌদ্ধাবতী আন এইক্ষণ।
মাথায়ে বান্দিয়া[৩] নন্দী শিবের বচন ঃ
মনুসার পুরে গিয়া দিল দরশন।

নন্দী বুলে পৌদ্ধাবতী শুনহ বচন ঃ
তুমারে দেখিতে ইছা দেব ত্রিলুচন।

ক — ন আইলা।

---

১ — ইষৎ।২ — বন্দনা করে, শিরোধার্য করে।

সমর্ম্ম জানিয়া পৌদ্ধা বিশেষ প্রকারে ঃ
নন্দীরে প্রবুদ[১] কৈলা রচনা উত্তরে।
কহিয় বাপের আগে মর নমস্কার ঃ
আজি আমি নাহি পারি তথা যাইবার।
কালি প্রভাতে গিয়া দেখিম বাপরে ঃ
আজি বাপে রুস্ট যেন না হয়ে আমারে।
দ্বিতীয় শঙ্কর নন্দী সর্ব্বলুকে জানি ঃ
মনুসারে আনিতে বলিলা পুনি পুনি।
তথাপিয় পৌদ্ধাবতী না তুলিল মাথা ঃ
অসত্তুষে গেলা নন্দী মহেশের তথা।
না আইলা মনুসা দেবী আমার বচনে ঃ
কহিম সকল কথা শঙ্করের স্থানে।
শিবে বলে নারদ আপনে চল তথা ঃ
আপনে না গেলে পৌদ্ধা না আসিব এথা।
বুলিয় পৌদ্ধারে যত খণ্ডাইয় রুষ[২] ঃ
আমার বুলে নাইসেন[৩] তান শাশুড়ীর দুষ।
শিবের আর্জ্জায়ে মনি করিল গমন ঃ
পৌদ্ধার ভুবনে[৪] গিয়া দিল দরশন।
শিবের তলব পৌদ্ধা চল শীগ্র করি ঃ
সভাতে না গেলা কেনে জয় বিষুহরি।
কি কাজে বাপের আর্জ্জা করয়ে লজ্ঘন ঃ
মহাদেবের কন্যা তুমি নহে অর্ম্ম জন।
শুনিয়া মনুসা দেবী বলে ধীরে ধীরে ঃ
কেনে হেন বাক্য মনি বুলহ আমারে।

---

১ — প্রবোধ। ২ — রোষ। ৩ — ন আইসেন। ৪ — ভবনে।

কুসপ্ন[১] দেখিছি মর গায় নহে ভাল ঃ
চল মনিবর এথা না পাত জঞ্জাল।
মনি বলে ধীরে ধীরে উট বিষুহরি ঃ
শয়ন না হয়ে ভালা মাথা হয়ে ভারি।

পদ্মা বলে বিস্থর কহিতে নারি কথা ঃ
না কর জঞ্জাল মনি বড়ই পাই ব্যথা।
পৌদ্ধারে তুলিলা মনি দুই হাতে ধরি ঃ
গায়ে হাত দিয়া বলে ভাণ্ড বিষুহরি।
মনি বলে ভাল জ্বর দেখি তুমার গায়ে ঃ
বিষম সঙ্কট হেন বুজন না যাএ।
যে কাজে করিছ তুমি অনুচিত কাজ ঃ
এতেকে না গেছ তুমি দেবের সমাজ।
ভাল না হয়ে উট পৌদ্ধা লড়[২] শীগ্র করি ঃ
মির্থা[৩] জঞ্জাল কেনে কর বিষুহরি।
কুলে-করি পৌদ্ধারে তুলিলা মনিরাজ ঃ
হাসিয়া উটিলা পৌদ্ধা পাইয়া বড় লাজ।
রহিবারে মনুসা না পারে কুনু মতে ঃ
রথে চড়ি চলে পৌদ্ধা মনির সহিতে।
নাগগণ সকল এড়িয়া[ক] পদ্মাবতী ঃ
একেলা নেতাই গেলা তাহান সঙ্গাতি।
প্রণাম করিলা পৌদ্ধা বাপের চরণে ঃ
পর্শ্চাতে প্রণাম কৈলা ব্রহ্মা নারায়ণ।
চণ্ডীরে সম্বাষা করি বসিলা মনুসা ঃ
হাসিয়া শঙ্করে করে কুশল জির্জ্ঞাসা।

ক — বালিয়া।

---

১ — কুস্বপ্ন। ২ — রাখেয়া, রেখে। ৩ — মিথ্যা।

শিবে বুলে উষা তুমি আগুবাড়ি রহ ঃ
শুনুকা মনুসা দেবী পুর্ব্বাপর কহ।
উষা বুলে নিবেদন শুন পশুপতি ঃ
উষা বিদ্ধাধরী মই অনিরুদ্র পতি।
ইন্দ্রের সভাতে গেলু নির্ত্ত করিবারে ঃ
কবটে মনুসা মর তাল ভঙ্গ করে।
সেই দুষে আমারে শাপিলা সুরপতি ঃ
মনিস্বের ঘরে তরা জর্ম্ম গিয়া ক্ষিতি।
উজানী নগরে সাহে রাজা মহামতি ঃ
তাহান মহিষী নাম কমলা যুবতী।
কমলা উদরে হৈল জনম আমার ঃ
অনিরুদ্র হৈল চান্দ সাধুর কুমার।
কালরাত্রি নাগে খাইল মর প্রাণ পতি ঃ

ইসকল বিড়ম্বনা কৈলা পৌদ্ধাবতী।
প্রাণনাথ জিয়াইয়া দেয় পঞ্চানন ঃ
তুমার প্রসাদে যাম চৰ্ম্পক ভুবন।
হাসিয়া শঙ্করে বুলে মায় বিষুহরি ঃ
যত দুক্ষ কহে উষা শুন মন করি।
উচিত না হয়ে এত করিতে তুমার ঃ
কালরাত্রি নাগে খায়ে এ কুন বেভার।
তবে পৌদ্ধাবতী বলে বাপের বিদিত ঃ
বিনা জানি* দুষ দেয় না হয়ে উচিত।

ক — না জানি।

অবুদিয়া* তুমার শ্বশুর বেটা খুটা ঃ
আপনার দুষে তান নাক গেল কাটা।
চণ্ডীদেবী কুপিলা চান্দের নিন্দা শুনি ঃ
হাসিয়া বলিলা তবে নারদ মহামনি।
উচিত বুলিতে চণ্ডী ক্রুধ কর কিসে ঃ
(দাদা সম্বন্দে পৌদ্ধা কৈল পরিহাসে।)
আক্ষি পাকাইয়া বলে কর্কস বচনে ঃ
বিফুলারে মন্দ বলে সভা বিদ্ধমানে।
বৈতালি আইসয়া মির্থা বলিছে তুমাতে ঃ
বিচারেতে ঘাটে যদি বুজিম পর্ছাতে।
বাণিয়া ধাঙ্গুড়ী বেটি কিসের ভরস ঃ
মোরে আসির্ব্বাদ বুলে অসম সাহস।
সভার ভিতরে আইস কহে মির্থা কথা ঃ
খণ্ডাইম খুপার গর্ব্ব মড়াইম মাথা।
যার গর্ব্বে মন্দ মরে বলে বৈতালিনী ঃ
করিম সভার বার দিয়া চুন কালি।
যার গর্ব্ব কর তার দুই কড়ার মল ঃ
পেথম ভাঙ্গিম তর মণ্ডাইয়া* চুল।
নাক চুল কাটিয়া পাটাইম তর দেশে ঃ
মনিস্বে দেখিয়া যেন সর্ব্বদায়ে হাসে।
চণ্ডী বুলে মনুসা কহত ভাল কথা ঃ
তর বুলে বিফুলার মড়াইবে মাথা।
*আগে কহিছ তুমি সভা বিদ্ধমানে ঃ
লাপ কাপ* পৌদ্ধাবতী বল কি কারণে।

---

*২নং পুঁথির পাঠ। আদর্শ পুঁথির পাঠ — আশ্বাস করিয়া আছ সভা বিদ্যমান ঃ ১০নং পুঁথির পাঠ —

চণ্ডিকে বিকুপি আ বাপের নিশামুনি।

ক — অবোধ। খ — মুড়াইয়া। গ — লাফ ও কপট অর্থাৎ কপটযুক্ত লাফ-ঝাঁপ।

দেবে সে বিফুলা যদি হারে এই ন্যায়ে ঃ
বুজিয়া উচিত ফল করিবা সভায়ে।
আপনার গর্ব্বে তুমি করিয়াছ বল ঃ
বিনে দুষ না বুজিলে কিবা ফলাফল।
চণ্ডী দেবী সহায় ভরসা হৈল মনে ঃ
বিফুলায়ে তিরস্কার বলে নানা মনে।
মর দুষে তুমারে না পায়ে কুনুকালে ঃ
আপনে নির্দুষি হৈয়া থাক তুমি ভালে।
শঙ্করের কর্ন্না তুমি নাম পদ্যাবতী ঃ
এক লক্ষ দুষ হৈলে তুমি বড় সতী।
বড় করিলে দুষ দুষণ না যায়ে ঃ
মাস পক্ষ অন্ত হৈলে সকলি লুকায়ে।
কে জিয়ে সংসারে পাইয়া এত অপমান ঃ
সতে মায়ে[১] মারিয়া করিছে চক্ষুকান।
স্বামীয়ে করিল ত্যাগ অভাজন দেখি ঃ
নাহি দুক্ষ দয়ামায়া বড় বিষ মখী।
হাসাইলা দেবসভা বুলাইয়া* মরে ঃ
তুমার মর্য্যাদা জানইন* আমার শশুরে।
স্থান ভ্রষ্ট করি মরে নিয়া পৃথিবীতে ঃ
এতেক দুর্গতি মরে কর কি নিমিত্যে।
খেমা কর বিষুহরি আমি বড় দুষী ঃ
আর যত কথা তারে কহিতে লর্জ্জা ভাসি।

**২নং পুঁথির পাঠ। আদর্শ পুঁথির পাঠ — ময়াজায়ে যদি হারয়ে বিফুলাএ।*

ক — উচিত, উচিত বলতে অন্যের সঙ্গে তর্ক করা। বিচার। খ — জানেন।

---

১ — সৎমায়।

সভার ভিতরে পৌন্ধা বিড়ম্বনা শুনি ঃ
ক্রুধে রক্ত বর্ন্ন হৈয়া চক্ষের পড়ে পানী।
কানী কানী বলে মরে বাপের অগ্রতে ঃ
বাদে ছাদে মন্দ বুলে সভার বিদিতে।
বিফুলা বুলিতে কেনে তুমরা বুলায় ঃ

আপনে রসিক হৈয়া সভারে হাসায়।
চণ্ডী বুলে পৌদ্ধাবতী কেনে কান্দ আর ঃ
জিয়াইয়া দেয় ঝাটে চান্দের কুমার।
ক্রধ মখে পৌদ্ধাবতী বলিল চণ্ডীরে ঃ
বিফুলার পক্ষ হৈয়া বল বারে বারে।
গর্ব্ব নাহি ছাড় চণ্ডী দড় শুন কহি ঃ
তুমারে উপক্ষি[ক] বাপের কাজে সহি।
চণ্ডী বুলে না সহিলে কি করিতে পার ঃ
বিনে জিলে লক্ষীন্দর কোন মতে সার।
প্রভুদিয়া[১] চণ্ডীরে পৌদ্ধারে বলে শিবে ঃ
কন্দল[২] না কর যদি কহি শুন অবে[খ]।
সাক্ষী বুলাইতে কহে সভার সমখে ঃ
বুল দুই তুমারে বলিছে মন দুক্ষে।
পৌদ্ধা বলে ভাল এই প্রমাণ করুক ঃ
গালাগালি পিছে পাইম অখনে থাকউক[গ]।
উষা বলে পারি যদি প্রমাণ করিতে ঃ
মাথা মড়াইয়া দিম দেবসভা হতে।
নাক চুল কাটিয়া গঙ্গার পার করি ঃ
এই প্রমাণ যদি করিবারে পারি।

ক — উপেক্ষা করি।   খ — এখন।   গ — থাকুক।

---

১ — প্রবোদিয়া।   ২ — কোন্দল।

এই দড় দড়াইলা কব নাহি লড়ে ঃ
সভার ভিতরে লুড়[ক] সেইকালে এড়ে।
উটিয়া নারদমনি লুড় উপক্ষিল[খ] ঃ
সভার ভিত্তরে কাটা লেঙ্গুড় পালাইল।
প্রভুরে দংশিয়া যাইতে মনুসার নাগে ঃ
এই লেঞ্জ কাটিয়া রাখিছি পুন্যভাগে।
প্রকিত্তি বিশেষ নহে মনুসার গাএ ঃ
উচিত না বুলে পৌদ্ধা মির্থা সর্ব্বদায়ে।
সভার ভিতরে পৌদ্ধা কাটা লেঞ্জ দেখি ঃ
পৌদ্ধাবতী দেখিয়া শিবরে করে সাক্ষী।
দেখ দেখ দেবগণ দেখ পুরন্দর ঃ
সাক্ষী আনিয়াছে বান্দী সভার গুচর।
কিবা কুহিলার[গ] লেঞ্জ কিবা গুহিলার[ঘ] ঃ
কিবা অঞ্জিলার লেঞ্জ কিবা গুহিলার।

কিবা কাকালেসের[ঙ] লেঞ্জ আনিছে যত্ন করি ঃ
ত্রিদেশ ভাণ্ডিয়া আছে বেস্বাবিত্তি[১] করি।
শিবে বলে পৌদ্ধাবতী আন নাগগণ ঃ
বিচারিয়া বুজিম বিলম্ব কি কারণ।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

পৌদ্ধা বলে শিবের আগে ঃ কিসেরে আনায় নাগে ঃ
বাড়িয়া আছএ শতে শতে ঃ
কেয় নাগ জর্ম্ম কাটা ঃ কেয় নাগ জর্ম্ম ছুটা ঃ
ইহারে চিনিবাএ কেন মতে ।১।

ক — লেজ। খ — উঠে কাছে গিয়ে নিরীক্ষন করা। গ — গুইল জাতীয়। ঘ — গুইল, গোসাপ। ঙ — কাঁকলাস।

---

১ — বেশ্যাবৃত্তি।

এড়াইতে না পারে যবে ঃ নাগগণ আনে তবে ঃ
বেড়িয়া রহিল মনুসারে ঃ
তাহা দেখি পক্ষীরাজে ঃ ফুপাইয়া ফুপাইয়া গর্জ্জে ঃ
ভাল নাগ পলায়ে দিগন্তরে ।২।
নাগগণ যায়ে ত্রাসে ঃ তা দেখি সভায়ে হাসে ঃ
রহ রহ বলে দেবগণ ঃ
প্রাণ লইয়া ঘরে যায় ঃ পলটিয়া[ক] নাহি চায় ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুণে ।৩।

—ঃ পয়ার ঃ—

পুনি মহাদেবে বলে শুন পৌদ্ধাবতী ঃ
কুথা গেলা নাগগণ আন শীগ্রগতি।
পৌদ্ধাবতী বলে বাপ না বল উচিত ঃ
আনি ছিলু নাগগণ তুমার বিদিত।
প্রাণ লৈয়া গেলা তারা গড়ুরের ডরে ঃ
কুথা গিয়া বিচারিম খালে আর ঝারে।
প্রকারে জানিলা কৈন্যা হারে বিফুলায়ে ঃ
মনে মনে ভাবে দুক্ষ পায়ে নেতায়ে।
নেতা গিয়া গুপ্তে কহে বিফুলার কানে ঃ
ইসকল বিবরণ চিত্রগুপ্তে জানে।
চিত্রগুপ্তরে তুমি আদরিয়[খ] সাক্ষী ঃ
আর কুনুমতে তুমার উপায়ে না দেখি।

ক — পালটে, ফিরে। খ — মানিয়, স্থির করিও।

উষা বলে নাগ যদি আনিতে না পার ঃ
আর সাক্ষী বুলাইম বাক্য দড় কর।
ধর্ম্ম রাজা চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম অবতার ঃ
পৃথিবীর জর্ম্ম মিত্তু গুচরে তাহার।
কুনু কালে কিছু নাই তাহার অগুচর ঃ
চিত্রগুপ্তে জানে প্রভু নাগে খাইছে মর।
পৌন্ধা বুলয়ে বেটি হারিয়া না হারে ঃ
এক সাক্ষী এড়ি বেটি আর সাক্ষী ধরে।
মহাদেবে বুলে মায় কি করিবা তারে ঃ
আনিয়া জির্জ্ঞাসি আমি দেখিম তাহারে।
শিবে বলে চিত্র গুপ্ত কহ সমাচার ঃ
কেনমতে মৃতু হৈছে চান্দের কুমার।
শিবের বচনে চিত্রগুপ্ত হরষিতে ঃ
পুস্থেক বিচার করি চাইল তরিতে।
পৃথিবীর ছয় দ্বীপ এড়িয়া কৌতুকে ঃ
জম্প দ্বীপ বিচারিয়া চায়ে একে একে।
চম্পক দেশের রাজা নাম চন্দ্রধর ঃ
লক্ষীন্দর পুত্র তার পরম সুন্দর।
বিবাহ দ্বিতীয় দিনে শেষ রাত্রি যুগে ঃ
লুহার মন্দির মাজে খাইছে কালিনাগে।
এইমতে চিত্রগুপ্ত রহস্য কহিল ঃ.
মনুসা হারিলা ন্যায় বিফুলা জিনিল।
দেবগণ সকলে ভৰ্চ্ছিলা মনুসারে ঃ
মির্থা ন্যায় কৈলা পৌন্ধা সভার গুচরে।
ছায়ালে[১] করিলা দুষ খেমিলু তুমারে ঃ
জিয়াইয়া লক্ষীন্দর দিবায়ে সত্তরে।
পৌন্ধা বলে দেবগণ না বল আমারে ঃ
যত মন্দ বুলে মরে চান্দ সদাগরে।
ঘর ভাজ্গিা আমার ঘটেত লাথি মারে ঃ
ভাজ্গিল আমার ঘট যাইতে সফরে।
ঘরে ঘরে পূজা মর করিলেক মানা ঃ
কতবা কহিম যত করে বিড়ম্ব্বনা।
বেজ্ঞাখানি কানী করি মর নাম ধরে ঃ
কহিতে চান্দের কথা রিদয় বিদরে।
সর্ব্বথা চান্দের পুত্র না জিয়াইম আমি ঃ
কুনু দেবে কি করিবা কহ চাই তুমি।
নেতা বুলে জুড় হাতে অনেক প্রকারে ঃ

জিয়াইয়া পতি দেয় সুন্দরী উষারে।
পৌন্ধাবতী বলে নেতা কেনে কহ আর ঃ
মরিলেনি জিয়ায়ে হেন আছে বেবহার।
লঙ্কাতে আছিল রাজা নাম দশানন ঃ
তাহারে মারিলা রাম কমল লুচন।
মন্দধরী[২´] আইস তানে করিল মিনতি ঃ
তারে নাকি জিয়াইলা রাম রঘুপতি।
কিস্কিন্দা[২] নগরে ছিল কপি রাজা বালী ঃ
তারে তু[৩] মারিলা প্রভু রাম বনমালী।

---

১ — ছাওয়ালে। ২ — কিস্কিন্ধা। ২´ — মন্দোদরী। ৩ — তারে তো।

তারাবতি মহাদেবী আসি কান্দিল অপার ঃ
রামে নাখি[১] তাহারে জিয়াইলা পুনর্ব্বার।
দ্বাপর যুগেতে হরি কৃষ্ন নাম ধরি ঃ
মারিলা অসুরগণ কংশ আদি করি।
তাহার রমনী আসি কান্দিল অপার ঃ
কৃষ্নে নাকি তাহারে জিয়াইলা আরবার।
কোন মানুষ চান্দ তাহার কুমার ঃ
তাহার কারণে মর এত তিরস্কার।
সর্ব্বথা ইহারে আমি পুনি না জিয়াইম ঃ
যে বাঞ্চে আমার মনে তাহারে করিম।
নেতা বুলে বিফুলা আমার বাক্য ধর ঃ
আপনা কুশল মনুসা পায়ে ধর।
নেতার বচন শুনি সাহের কুমারী ঃ
স্থবন করয়ে মনুশা পায়ে ধরি।
যতেক বিবাদ মায় করিলা শ্বশুরে ঃ
তার প্রতিফল মায় দিলায়ে আমারে।
তুমার সহিতে মায় আর নাই বাদ ঃ
বাদ পরির্ছেদ হৈল দেখিয়া প্রমাদ।
বাদ বিসমাদ যত খণ্ডিল সকল ঃ
শ্বশুরে পুজিবা তুমার চরণ কমল।
বলিল অনেক বাণী করিয়া প্রণতি ঃ
শুনিয়া সদয় হৈলা দেবী পৌন্ধাবতী।

---

১ — নাকি।

আনল বিফুলা তর মরা লক্ষীন্দর ঃ

আপনে জিয়াইয়া দিম সভার গুচর।
পৌদ্ধার বচন শুনি সুন্দরী বিফুলা ঃ
ততক্ষণে আনি দিল অস্থির পুতুলা[ক]।
স্থানে স্থানে বিচারিয়া থুইল ভূমিত ঃ
বিফুলারে বলে দেবী সভার বিদিত।
সর্ব্ব অস্থিকানি আছে ঘিলা চাকী নাই ঃ
ঝাটে করি আন কন্যা থৈছ[খ] কুনুটাই।
প্রণাম করিয়া কহে সাহের নন্দিনী ঃ
এই পুটুলার মধ্যে সর্ব্ব অস্থি খানি।
কুনু কার্য্য আছে আর রাখিলে ইহারে ঃ
প্রভু জিলে ঘিলাচাকী রাখিম কিসেরে।
ক্রুধ করি পৌদ্ধাবতী বলে মনস্থাপে[১] ঃ
ইহারে বলিবে নাকি খাইছে মর সাপে।
শিবে বলে পৌদ্ধাবতী কহ সত্যর্জ্ঞানে ঃ
কি হইল ঘিলাচাকী গেল কুনু স্থানে।
জিয়াইতে লক্ষীন্দর কৈলা অঙ্গীকার ঃ
বিনে ঘিলা চাকিয়ে কেমতে জিব আর।
পৌদ্ধা বলে বিফুলায়ে অস্থি পাখালিতে ঃ
রাঘবে গিলিছে ঘিলা আমি জানি তর্ত্তে।
তখনে কহিছি আমি রাঘবের টাই ঃ
লক্ষীন্দর জিয়াইতে ঘিলা যেন পাই।

ক — পুঁটলি।　　　খ — থুইছ, রেখেছ।

---

১ — মনস্তাপে।

শিবে বলে যায় নেতা রাঘবের স্থানে ঃ
আনি দিতে ঘিলাচাকী জানিয়া আপনে।
শিবের বচনে নেতা চলিলা কৌতুকে ঃ
সত্তরে চলিলা নেতা ত্রিপিনীর বাকে।
রাঘাই রাঘাই করি ডাকিলা নেতাই ঃ
লক্ষীন্দরের ঘিলাচাকী আছে তর ঠাই।
লক্ষীন্দর জিয়াইবা আস্থিকের আই ঃ
আনিয়া না দেয় যদি শিবের দুহাই।
শুনিয়া রাঘব মাছে ভাবিলা রিদয়ে ঃ
পূর্ব্বে গছাইছে[ক] পৌদ্ধা না দিলে সংশয়ে।
ঘিলাচাকী দিতে আইল রাঘব বুয়াল ঃ
সমুদ্র জুড়িয়া হৈল হিন্দুল হুতাল[খ]।

থাকিয়া রাঘব মাছ ত্রিপিনীর বাঁকে ঃ
উগলিয়া পালাইল অস্থি যত থাকে।
উগলিয়া পালাইলা নেতার সমখে ঃ
মনিষ্যের হাড় তাতে দেখে লাখে লাখে।
তার মাঝে ঘিলাচাকী নেতায়ে পাইয়া ঃ
তরিতে চলিলা নেতা হরষিত হৈয়া।
ঘিলাচাকী নিয়া দিলা পৌদ্ধার গুচর ঃ
হরষিতে মনুসা জিয়ায়ে লক্ষীন্দর।
বলিলা নেতার স্থানে আস্থিকের জননী ঃ
আনিয়া দেয় সপ্ত সমদ্রের পানী।

ক — ন্যস্ত, গচ্ছিত রেখেছে। খ — উথাল-পাথাল, উচ্ছলন, উৎপ্রবন।

পৌদ্ধার বচন শুনি নেতা গেলা যবে ঃ
সপ্ত সমদ্রের পানী আনি দিলা তবে।
বিষুহরি বলে নেতা শুন মর কথা ঃ
ভাঙ্গিয়া উড়ের ডাল আন পায় যথা।
ধুতুরা আইনয় কালা সমলে[১] তুলিয়া ঃ
সকল আনিয়া নেতা শীগ্রে দিল নিয়া।
পাইয়া সকল বস্থ হরষিত হৈয়া ঃ
কেশ মকালিয়া* বস্র পিন্দিলা কাছিয়া।
উড় ধুতুরায়ে মন্ত্র পটয়ে বিশাল ঃ
তাল সঞ্চারে বুলে নেতা জল চাল।
অরে-অরে[২] কালকুট তর বাপ কে ঃ
কুথাতর উৎপত্তি তারে কৈয়া দে।
কথায়ে তুমার স্থিতি কেমন আকৃতি ঃ
সকল আমার স্থানে কহ শীগ্রগতি।
তুমি না কহিলে বিষ আমি তারে জানি ঃ
শুন শুন অরে বিষ আদ্ধের কাহিনী।
ধর্ম্মের ঘরেতে জর্ম্ম তুমি নৈরাকার ঃ
স্ত্রী-পুরুষ ভেদ কিছু নাহিক তুমার।
ডাকিতে না শুন বিষ হৈলে নাকি কাল[৩] ঃ
লাম লাম অরে বিষ সপ্ত পাতাল।
হেনজানি বিষ তুমি হও জাতিস্মর ঃ
চর্ম্মে মাংসে যুড়িয়া হহিল লক্ষীন্দর।

**গৃহীত পাঠ ২নং পুঁথির। ১০নং পুঁথির পাঠ স্ত্রিতির্শর।*
আদর্শ পুঁথির পাঠ — হেন জানি বিষ তুমি জাতি স্থিতিস্পর।

ক — কেশ মুক্ত করে, স্খলিত করে অর্থাৎ - চুলছেড়ে এলোমেলো করে।   খ — কালা অর্থাৎ শ্রুতিহীন।

---

১ — সমূলে।   ২ — ওরে-ওরে।

চিন্তিয়া পরমপদ পরম হরিষে ঃ
অমৃত বচনে দেবী অমৃত বরিসে।
মহামন্ত্র পটি দেবী মারিল হুঙ্কার ঃ
জিয়া উটে লক্ষীন্দর চান্দের কুমার।
মেলিতে না পারে আক্ষি টিলিমিলি করে ঃ
চাইয়া অমৃত দৃস্টে ঘুচাইলা তারে।
চক্ষে চক্ষে নিরক্ষিয়া করিলা নির্ব্বিষ ঃ
চক্ষু মেলি দেখিল প্রকাশ দশদিশ।
বিবসন লক্ষীন্দর সভাখণ্ড মাঝে ঃ
ভূমি হনে লক্ষীন্দর নাহি উটে লাজে।
হাসিয়া বলিলা তবে আস্থিকের আই ঃ
সকলে কাপড় দেয় পিন্দুক লখাই।
শুনিয়া পৌন্ধার কথা যত দেবগণ ঃ
একখান করি দিলা সকলে বসন।
বসন পিন্দিয়া উটে চান্দের নন্দন ঃ
ইন্দ্র আদি দেবে কৈলা পুষ্প বরিষণ।
পুনরুপি উষা বুলে শুন বিষুহরি ঃ
যদ্যাপি কিনিলা মরে অনুগ্রহ করি।
ধনন্তরি উঝা আর ছয় কুয়র ঃ
তবে সে পূজিবা তুমা চর্ম্পক ঈশ্বর।
পৌন্ধা বলে উষা তর সিদ্ধি হৈল কাম ঃ
বারে বারে বুলহ না চাইয়া পরিণাম।
জিয়াইতাম বুল নাকি ছয় পুত্র উঝা ঃ
কতবা করিব তুস্ট দিয়া মর পূজা।
বলু দেখি তুমার ভাশুরের কিনাম ঃ
সন্দেয় ঘুচিলে এইক্ষণে সে জিয়াম।

---

১ — নির্ব্বিষ।   ২ — দশদিক।

রাজ্জধর বিদ্যাধর আর গদাধর ঃ
গঙ্গাধর চক্রধর আর জটাধর।
শুনিয়া মনুসা দেবী হাসে মনে মনে ঃ

আন নেতা জিয়াইম চান্দের পুত্রগণে।
পৌন্ধার বচনে নেতা অস্থি দিল আনি ঃ
বাদুয়া চান্দের পুত্র জিয়ায়ে বাম্ণী।
অমৃত জল দিয়া দেবী মারিল হুঙ্কার ঃ
ধনন্তরী উঝা জিয়ে এ ছয় কুমার।
পুনরূপি উষা বলে জুড় হাত করি ঃ
আর এক নিবেদন শুন নাগেশ্বরী।
ধনে জনে চৌদ্ধ ডিঙ্গা দিবায়ে আমারে ঃ
তবে সে তুমারে পুজে আমার শ্বশুরে।
মনুসা বুলয়ে উষা তর লাজ নাই ঃ
এত বিগতি[ক] কেনে কহ মর টাই।
হনুমান ডাকিয়া কহিলা তার স্থান ঃ
অবিলমে তুলি দেয় ডিঙ্গা চৌদ্দখান।
কালিধয়ে গিয়া হনুমান মহাবলে ঃ
লেঙ্গুড়ে[খ] জড়িয়া চৌদ্দখান ডিঙ্গা তুলে।
জলের প্রকাশ নাই ডিঙ্গার উপর ঃ
পাইকে যেন নিদ্রা যায়ে পাইয়া নিজঘর।
সর্ব্বজন আছে মাত্র নাই চন্দ্রধর ঃ
বিস্বয়[১] হহিলা দেখি সব অনুচর।

ক — দুর্গতি, দুর্দশা। খ — লেজে।

---

১ — বিস্ময়।

সাইড গাইয়া পাইক সবে উবা দাড় বায়ে ঃ
মনুসার ঘাটে ডিঙ্গা সকল চাপাএ।
বিফুলারে দেখি লখাই ক্রধ করি মনে ঃ
দেবের ভুবনে তুমি আইলা কি কারণে।
কালরাত্রি তুমারে দংশিল কালনাগে ঃ
তুমারে লইয়া আইনু মনুসার আগে।
কুশল হহিল কার্য্য মনুসা দর্শনে ঃ
দেশেতে যাইতে প্রভু চল শুভক্ষণে।
লক্ষীন্দর দেখে তার ভাই ছয়জন ঃ
একে একে প্রণমিল সবের চরণ।
উঝা ধনন্তরী দেখে সুমাই পণ্ডিত ঃ
চৌদ্ধখান ডিঙ্গা দেখে বিভূষিত।
চৌদ্ধকান ডিঙ্গা দেখে সাতশত মাঝি ঃ
মনেত আনন্দ বড় শুভক্ষণ আজি।

প্রণাম করিয়া কহে সাহের নন্দিনী ঃ
দেশেতে যাইতে মায় দিবায়ে মেলানি।
নেতারে ডাকিয়া পৌন্ধা কহিলা বিশেষ ঃ
উষারে প্রসাদ দেয় দেশের সন্দেশ।
সর্বজয়া নেত[ক] পাইল ভালা লক্ষীন্দর ঃ
সুবর্ণের টুপ পাইল বিপ্র শুভঙ্কর।
আবের[খ] লেখনী পাইল উঝা ধনন্তরী ঃ
একে একে পুত্রে পাইলা কনক অঙ্গুরি।

ক — বসন, বস্ত্র। খ — আব (একরকম ধাতু)।

বিফুলা সুন্দরী পাইল মানিক্যের হার ঃ
পাইলা প্রসাদ সবে বিভিদ[১] প্রকার।
মনুসার প্রসাদ পাইলা জনে জনে ঃ
গায়ে গায়ে তাড়বালা পাইলা জনে জনে।
পৌন্ধারে প্রণাম কৈলা ছয় সহদরে ঃ
তার পাছে প্রণাম করিল লক্ষীন্দরে।
বিফুলায়ে প্রণাম করে পৌন্ধার চরণে ঃ
শুভক্ষণে যাত্রা করি উটিলা তখনে।
পৌন্ধা বলে উষা তর পুরিল আরতি ঃ
ছয় ভাশুর জিয়াইলে আর নিজ পতি।
দেবের ভুবনে তুমি সত্য করি যায় ঃ
আমারে পূজিলে আগে ঘাটে নিবা নায়[২]।
উষা বলে এই সত্য কব নহি লড়ে ঃ
আগে তুমা না পূজিলে উটি যদি তড়ে।
চণ্ডী বুলে উষা তর খণ্ডিল সঙ্কট ঃ
ডিঙ্গাতে স্থাপিয়া নেয় মনুসার ঘট।
চণ্ডীর বচনে তবে সাহের কুমারী ঃ
স্থাপিল ডিঙ্গাতে নিয়া পঞ্চঘট বারি।
একে একে প্রণমিয়া সব দেবগণ ঃ
ডিঙ্গার উপরে উটি করিল গমন।
ঢাক ঢুল তবলা বাজায় কুলাহল ঃ
হরি হরি করিয়া কটকে করে বুল[৩]।
পবন গমনে ডিঙ্গা চলিল তখন ঃ
*সমখে বাঘের বাকে দিল দরশন।
বেউলা বলে শুন প্রভু দুক্ষ যে আমার ঃ
এইখানে বাঘে তুমা চাইল খাইবার।
বাঘের নাম শুনিয়া কুপিল লক্ষীন্দর ঃ

চৌদ্দ হাজার পাইক তুলে তড়ের উপর।
অরর্ন্না[৪] ভাঙ্গিয়া বাঘের লাগ না পাইল ঃ
লক্ষীন্দরপুর বলি গ্রাম বৈসাইল[৫]।*

**ফেরার পথে শেষ থেকে শুরু হবে। তাই প্রথম হবে বাঘের বাঁক। আদর্শ পুঁথিতে ফেরার পথে বাঘের বাঁকের কথা নেই। ২নং পুঁথিতে আছে পণ্ডিত জানকীনাথেরই ভণিতায়। তাই ২নং পুঁথির অংশটুকু গ্রহন করা হয়েছে এবং তারকা চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।*

---

১ — বিবিধ। ২ — নৌকা। ৩ -- রোল। ৪ — অরন্য। ৫ --- বসাইল।

পবন গমনে ডিঙ্গা চলিল তখন ঃ
সমখে টেল্টনার বাকে দিল দরশন।
পৃতি বাক্যে আমা স্থানে মাগিলেক ধন ঃ
বিফুলা বলয়ে প্রভু শুনহ বচন।
এই টেল্টনারে প্রভু দেয় কিছু ধন ঃ
কনক অঙ্গুরী আমি দিছিলু তখন।
পূর্ব্বে কহিয়াছি মর প্রভুর কুশলে ঃ
দিবাম অনেক ধন প্রাণনাথ জীলে।
শুনিয়া লখাই তবে বিফুলার বাণী ঃ
সহস্র মানিক্য দিল ডাক দিয়া আনি।
নমস্কার করিয়া টেল্টনা গেল ঘর ঃ
পবন গমনে ডিঙ্গা চলিল সত্তর।
সর্ব্ব সুন্য[১] আনন্দিত প্রসর্ন্ন বদন ঃ
সমখে গুর্বার বাকে দিলা দরশন।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

এইখানে জুড়ি ঘাটা* ঃ বরশি বায়ে গুধা বেটা ঃ
তার রূপ কি কহিতে পারি ঃ
মনুসা সরিলু[২] যবে ঃ আইলা দেবী রথে তবে ঃ
পরিত্রাণ কৈলা বিষুহরি ।১।
বিফুলা বুলে মনস্থাপে[৩] ঃ লক্ষীন্দর জ্বলে কুপে ঃ
গুধা বেটা আন বন্দীকরি ঃ
পাইক সব উটে ধাইয়া ঃ পুরিখান বেড়ে যাইয়াঃ
রৈলা গুধা জুড় হাত করি ।২।
কুছিত[৪] দেখিয়া যবে ঃ মাথা মড়াইয়া তবে ঃ
কি করিব নাহিক উপাএ ঃ
মনের ভরম[৫] ছাড় ঃ আপনার পুরে লড় ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে গায়ে ।৩।

—ঃ পয়ার ঃ—

লাঘবতা[খ] করি গুধা প্রসর্ন্ন বদন ঃ
সমখে ধনার বাকে দিল দরশন।

ক — ঘাট। খ — ভ্রম, ভরম। গ — হেয়তা।

---

১ — সৈন্য। ২ — স্মরিলাম। ৩ — মনস্তাপে। ৪ — কুৎসিৎ।

— ঃ লাচাড়ি ঃ—

বিফুলা বুলে প্রভুর গুচরে ঃ
এইখানে জুড়ি থানা ঃ চকি দেয় ধনামনা ঃ
দুই ভাই গর্ব্ব[১] সহদর[২] ।১।
ভাসিয়া যাইতে জলে ঃ আমারে রাখিল বলে ঃ
কুনুমতে না দেখি নিস্থার ঃ
মনুসা স্বরিলু মনে ঃ আইলা দেবী ততক্ষনে ঃ
তবে সে হহিল প্রতিকার ।২।
বিফুলা করে মনস্থাপে ঃ লক্ষীন্দর জ্বলে কুপে ঃ
কার হেন গর্ব্ব ত্রিভুবনে ঃ
বিচারিয়া আন ধরি ঃ পাটাম যমের পুরি ঃ
তখনে রাখিব কুনু জনে ।৩।
চাপায় করিয়া ডাকে ঃ পাইক ধায়ে লাখে লাখে ঃ
চৌদ্ধ ডিঙ্গা দিলেক.চাপান ঃ
ঘাটে চাপাইয়া নায় ঃ বলে পাইক ঝাটে[ক] যায় ঃ
ধনা মনা বন্দিকরি আন ।৪।
কটক উঠিল ধাইয়া ঃ পুরিখান বেড়ে যাইয়া ঃ
ধনা মনা আনে চুলে ধরি ঃ
লক্ষীন্দর বুলে ভাল ঃ ঘাটে ঘাটে দেয় শাল ঃ
দুইজন মখা মখি করি ।৫।
চৌরঙ্গী করিয়া কাটে ঃ শুলে দিয়া ঘাটে ঘাটে ঃ
দেখিতে লাগয়ে মনে ভএ ঃ
দুস্ট জনের হেন গতি ঃ সাধুজন অছায়তি[খ] ঃ
পন্ডিত জানকীনাথে গাএ ।৬।

—ঃ পয়ার ঃ—

ধনামনা শাল দিয়া চান্দের নন্দন ঃ
ডিঙ্গা চালাইয়া যায়ে প্রসর্ন্ন বদন।

ক — তাড়াতাড়ি। খ — অব্যাহতি।

---

১ — গর্ভ। ২ — সহোদর।

কতদূর গিয়া কন্যা দেখায়ে স্বামীরে ঃ
এইখানে পাইছিলা মাতুল শ্বশুরে।
মাতুল শ্বশুরে পাইয়া কৈলা বিপরীত ঃ
তারে কি কহিম প্রভু শুনিতে কুচ্ছিত[১]।
পাছে পরিচয় পাইয়া করিলা বিদাএ ঃ
শুনিয়া হাসিলা তারে সাত ভাগিনাএ।
তবে ডিঙ্গা বাইয়া যায়ে হরষিত মনে ঃ
পুনি বিফুলায়ে কহে স্বামীর চরণে।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

এই ত শৃকালী[২] ঘাটে ঃ আসিয়া গুঞ্জরী তটে ঃ
ভাসিয়া যাইতে দেশান্তর ঃ
চারি পাশে বন্দুগন ঃ বেড়ি করে কান্দন ঃ
শুনি মই না দিলু উত্তর ।১।
উষা বলে প্রানেশ্বর ঃ ঝাটে নেয় মধুকর ঃ
ব্যাজ[ক] করি কার্য্য নাই আর ঃ
দেখ পুস্প তবুলতা ঃ নানাজাতি ফল পাতা ঃ
সত্তরে মনুসা পূজিবার ।২।
চর্ম্পকের অধিকারী ঃ না পূজয়ে বিষুহরি ঃ
তে কারণে এতেক প্রমাদ ঃ
পুনি যাইম নিজঘর ঃ শ্বশুরের গুচর ঃ
খণ্ডাইম সবার বিসমাদ[খ] ।৩।
কাটিয়া খাগেড়া বন ঃ বিচাইন বানায়ে ততক্ষণ ঃ
তাতে লেখে বিচিত্র লিখন ঃ
ডুমনীর ভেশ ধরি ঃ চলিলেক সুন্দরী ঃ
জানকীনাথের সুরচন ।৪।

ক — দেরী, গণ্ডগোল।খ — বিসম্বাদ।

---

১ — কুৎসিৎ। ২ — শৃগালী।

—ঃ পয়ার ঃ—

চলিল সুন্দরী কন্যা হহিয়া ডুমনী ঃ
মায়ায়ে মহিতে পায়ে শিবের ভবানী।
কর্ন্নেত পিন্দিল কন্যা পীতলের কড়ি ঃ
পরিধান করিল ডুমের মত শাড়ী।
দ্বারেত থাকিয়া কন্যা চায়ে চারিভিত ঃ

সমখে দুর্ব্বলা তারে দেখে আচমিত।
সুনাইর যৌতুক ধাই দুর্ব্বলা প্রধান ঃ
দুর্ব্বলা আনয়ে জল সুনুকা করে স্নান।
জুড়হস্থ করি বলে শুন পাটেশ্বরী ঃ
দ্বারেত ডুমের নারী পরম সুন্দরী।
আছৌক[ক] পুরুষ আমি ত্রী[১] লুভ যাই ঃ
আর্জ্ঞা যদি কর তবে আনিয়া দেখাই।
তবে সুনুকায়ে বলে আন মর কাছে ঃ
লইম বিচইন খারি[খ] যত কিছু আছে।
সুনুকার বচনে দুর্ব্বলা দাসী যান ঃ
অবিলম্বে ডুমনী বিচুনী খারা আন।
সুনুকা বসিয়া আছে কনক আসনে ঃ
চারিপাশে যুগান ধরিছে নারীগণে।
হেনকালে বিফুলা অগ্রেতে দাড়াইল ঃ
সুনুকার হাতে নিয়া বিচুনী পালাইল।
দেখিয়া বিচুনী খানি অপূর্ব্ব লিখন ঃ
তাহাতে লেখিয়া আছে যত বিবরণ।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা এ ছয় কুয়র[গ] ঃ
ধনন্তরী উঝা আর বেউলা লক্ষীন্দর।

ক — থাকুক।   খ — বাঁশ বা বেতের তৈরী ঝুড়ি বিশেষ।   গ — কুমার

---

১ — স্ত্রী।

চান্দ সদাগর সাথে লেখিছে বিষুহরি ঃ
বিপ্র শুভঙ্কর আর দুলাই কাণ্ডারী।
বিচনী দেখিয়া দেবী শুগে[১] বিমহিত ঃ
উর্চ্চস্বরে কান্দে দেবী পড়িয়া ভূমিত।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

সেকালে বলিল আমি ঃ   কলঙ্ক রাখিবে তুমি ঃ
        মরা লইয়া না যায় দেশান্তরী ঃ
ভাসাইয়া লক্ষীন্দর ঃ   গেলে কুনু ডুমের ঘর ঃ
        আইজ কেনে চর্ম্পক নগরী ।১।
বধূর লক্ষণ দেখি ঃ   কান্দে দেবী শশিমখী ঃ
        জির্জ্ঞাসা করিয়া পুনি পুনি ঃ
নির্চ্চয় জানিলু আমি ঃ সাহের কুমারী তুমি ঃ
        দহে মর জলদ আগুনি ।২।
পাসরিলু যত দুঃখ ঃ   অখন হৈল দুনা[ক] দুক্ষ ঃ

তুমি বধূর হৈল কুবুদ্ধি ঃ
জ্বলন্ত আনলে ঘি ঃ ঢালি দিলে সাহের ঝি ঃ
কপালে কলঙ্ক দিল বিধি ।৩।
বিচনী লইয়া কুলে ঃ কান্দে দেবী কুলাহুলে ঃ
কি করিলে সাহের কুমারী ঃ
ডুম করি অধিকারী ঃ বেচয়ে বিচনী - খারি ঃ
চর্ম্পক নগরে কেনে আইলে ।৪।
সুনুকা কান্দন করে ঃ শুনে রাজা চন্দ্রধরে ঃ
ধাইয়া গেল পুরীর ভিতরে ঃ
কান্দে[১] লৈয়া হেমতাল ঃ মখ করি বিশাল ঃ
ত্রাসে কন্যা পলাইল ডরে ।৫।
বেউলা গেল সত্তর ঃ বসিয়াছে লক্ষীন্দর ঃ
কহে কৈন্যা স্বামী বিদ্ধমানে ঃ
শুনি বাপের বেবহার ঃ হাসে সাত কুমার ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে ভুনে ।৬।

ক — দুগুন।

---

১ — শোকে। ২ — কাঁধে।

—ঃ পয়ার ঃ—

শুন শুন অরে প্রভু কহি বিবরণ ঃ
শাশুড়ী দেখিলু প্রভু সংশয় জীবন।
শ্বশুরে দেখিলু প্রভু বাদের সাগর ঃ
দুক্ষ সুখ নাই তান লুহার মদগর[১]।
ছয় জাল দেখিলু প্রভুরে ঘরের ভিতরে ঃ
ঘৃনায় নয়ান তুলি না চাইলা আমারে।
আমারে শ্বশুরে দেখি আইলা মারিবারে ঃ
শ্বশুরে আছাড় খাইলা খড়মের উপরে।
শুনিয়া পিতার বার্ত্তা হাসে পুত্রগণে ঃ
রচিল জানকীনাথে মনুসা চরনে।
আর যত চর্ম্পক নগরে নারীগণ ঃ
আমারে দেখিয়া তারা ভচ্চিলা তখন।
শাশুড়ীয়ে আমারে বলিলা মন্দবানী ঃ
কেনে আইলা এই দেশে হহিয়া ডুমনী।
এই মতে বিফুলা কহিল বিবরণ ঃ
. এথার প্রসংশা শুন অপূর্ব কথন।
ক্রধে চান্দপুরী মৈদ্ধে গেল আথর্বেতে* ঃ

দেখিল বিচনী - খারি সুনুকার হাতে।
প্রথমে লেখিছে দেখে জয় বিম্বহরি ঃ
তার পাছে লেখিছে চান্দ অধিকারী।

ক — অতিব্যস্তে।

---

১ — মুদ্গার।

তার পাছে লেখিয়াছে উঝা ধনন্তরী ঃ
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনজন দুলাই কাণ্ডারী।
শুমাই পণ্ডিত দেখে এ ছয় কুমার ঃ
হরিষ বিষাদ চান্দ বড়ই দুর্ব্বার।
কে মর আছএ বৈরী চর্ম্পক নগরে ঃ
কানীরে লেখিছে আমার মাথার উপরে।
যদি লাগ পাম আইজ তারে একবার ঃ
অবিলম্বে দিম তারে যমের দুয়ার।
মায়ারূপে নিতি নিতি আইসে পৌদ্ধাবতী ঃ
ভার্গ্য ফলে ফিরি যায়ে* না পাইয়া শাস্থি।*
এতেক বলিয়া রাজা বিচনী লইয়া ঃ
মারিল নির্ঘাত বাড়ী পৌদ্ধারে চাইয়া।
হেমতাল বাড়ী মারে গুটা ছয় সাত ঃ
পরম আক্রশ হইয়া চর্ম্পকের নাথ।
উলটি পালটি তারে হুড়ে* বারে বারে ঃ
বাঘে হরিণ যেন আছাড়িয়া মারে।
গুড়া গুড়া করে তারে লাড়িয়া চাড়িয়া ঃ
অগ্নি মৈদ্ধ্যে দিয়া তারে পালাইল পুড়িয়া।
সুনুকারে মন্দ বুলে রাজা চন্দ্রধর ঃ
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া গেল পুরির ভিতর।
সিঙ্গাসনে বসে চান্দ দেখিতে বিরস ঃ
হেমতাল কান্দে যেন বাদের সর্ব্বস্য।
হরষিতে বৈসে চান্দ করিয়া দেয়ান ঃ
হেনকালে কটয়ালে[১] আসি দিল জান।
রাত্রি দিবা অষ্ট প্রহর ফিরি নিরন্তর ঃ
আজুকুয়ার[২] বাত্তানি শুনিছ সদাগর।

---

* চিহ্নিত অংশটি ২নং পুঁথির। ১০নং পুঁথির পাঠ '............ আপনা শকতি'।
আদর্শ পুঁথির চরনাংশ — 'আপনা সকতি'।

ক — লাঠির পুতা বা খোঁচা মারা।

---

১ — কোতোয়াল। ২ — আজকের।

ধনে জনে চৌদ্ধ ডিঙ্গা গুঞ্জরীর ঘাটএ ঃ
দুক্ষ দশা ঘুচিল বিধাতা সদএ।
মৈল গেল যত লুক আইল নিজপুরি ঃ
সাফল্য চর্ম্পক নাথ পূজ হর-গৌরী।
ইহারে শুনিয়া চান্দের হইল ভরস ঃ
অনুমানে বুজিলাম বধুর সাহস।
চান্দে বলে কানীয়ে আমারে ভাসে ডর ঃ
ডিঙ্গাসনে আনি দিল এ সাত কুয়র।
এমত বলিয়া চান্দে উটিল চৌদলে ঃ
সর্ব্বসূন্য লইয়া গেল গুঞ্জরীর কূলে।
ঘাটের কূলেত গিয়া রাজা চন্দ্রধর ঃ
সাতপুত্র দেখিলেক ডিঙ্গার উপর।
ভুবন মন্দিরে দেখে সাহের কুমারী ঃ
উঝা ধনন্তরী দেখে দুলাই কাণ্ডারী।
বিপ্র শুভঙ্কর দেখে তেড়া দামদর ঃ
উদ্ধ বাহু করি নাচে রাজা চন্দ্রধর।
জানিলু প্রসন্ন মর ভবানী শঙ্কর ঃ
বিনা যত্নে আনি দিলা ধন-পুত্র মর।
চান্দে বলে পুত্র সব না ভাস সঙ্কট ঃ
তরিতে লাগায় নৌকা তড়ের নিকট।
লক্ষীন্দরে বলে বাবা চর্ম্পকের নাথ ঃ
আমার মনের কথা নিবেদি তুমাত।
বিবাদ করিলা দেবী মনুসার সনে ঃ
সপুত্রে - বান্দবে নাশ কৈলা ধনে জনে।
ভক্তি করি মনুসারে পূজহ সত্তর ঃ
তবে সে উটিতে পারি তড়ের উপর।
এমন শুনিয়া তবে চর্ম্পকের নাথ ঃ
রাম রাম বিষ্নু সরে' নরনাথ।
গঙ্গা বিষ্নু সরিয়া দক্ষিণ কর্ন্ন ছয়ে' ঃ
এমত দুরন্ত কথা পুত্র হৈয়া কহে।
তুমি হেন লক্ষ পুত্র না হৈলে আমার ঃ
তবে বা কি কানীরে পূজিম আমি আর।
ইহা শুনি চৌদ্ধ ডিঙ্গা ফিরিয়া উজাএ ঃ
প্রজা সবে আসি তবে চান্দরে বুজাএ।

মরাপুত্র ডুবাধন ঘরে আইল যদি ঃ
হেনধন ছাড় রাজা আপনা কুবুদ্ধি।
পূজহ মনুসা দেবী সর্ব্বত্রে কৈল্যান ঃ
শুন শুন আমার বাক্য না করিয় আন।
পুত্রসব যত বুলে বিনয় বচনে ঃ
হেটমাথা করি চান্দে শুনিয়া না শুনে।
চান্দে বুলে পুত্রসব না বলিয় পুনি ঃ
অস্ত্রদিয়া হান হেন মনে অনুমানি।
যেই হাতে সানন্দে পূজিছি হর গৌরী ঃ
সেই হাতে পূজিতে না পারি বিষুহরি।
যত্ন করি বল যদি তুমরা আমারে ঃ
পিচ[৩] দিয়া ফুল পানী দিম বাম করে।
এরে শুনি বলিলেক শুভঙ্কর সুতে ঃ
ঘরেতে আসিছে নিধি পেল কি নিমিত্যে।
আপনে বলহ কেনে অনুচিত বানী ঃ
মনিষ্বরে না দেয়ে কেয় বাম হাতে পানী।

---

১ — স্মরে।   ২ — ছৌয়।   ৩ — পিছ, পেছন।

তুমার মনেতে রাজা কেন হেন লয়ে ঃ
যুগনিদ্রা হনে পৌদ্ধা পুরানেতে কহে।
বর্ম্ম সুনাতনী পৌদ্ধা জানে দেবগনে ঃ
বর্ম্মা বিষ্নু মহাদেব যাহারে ধিয়ানে।
নিরঞ্জন নৈরাকার দেবী কাত্তায়নী ঃ
ত্রিগুনধারিনী পৌদ্ধা বর্ম্ম সুনাতনী।
আর্দ্ধ্যকাণ্ডে[১] যেই পদ সদাএ ধৈয়ারে ঃ
বর্ম্মা বিষ্নু মহাদেব যার গুন গায়ে।
ত্রৌলক্ষ[২] তারিনী পৌদ্ধা পুরানেতে কহে ঃ
শিবদুর্গা যার বিষে হারাইলা নির্শ্চয়ে।
যাহাতে উৎপত্তি হৈছে কালকূট বিষ ঃ
যেই দুর্গা সেই পৌদ্ধা সেই সদাশিব।
যদি সন্দেহ থাকে রাজা চন্দ্রধর ঃ
জির্জ্ঞাসিয়া চায় তুমার পার্ব্বতী-শঙ্কর।
তবে সুমাইর বাপ আইল হেন কালে ঃ
সাবুটিয়া[৩] ধরে বুড়া চন্দ্রধরের গলে।
আপনার মাথাতে তুলিয়া দিল হাত ঃ
মর বাক্যে পৌদ্ধা পূজ চর্ম্পকের নাথ।
যদি মর বচন না শুন সদাগর ঃ

বর্ম্মবদ দিম আমি তুমার উপর।
বর্ম্মবধে সর্ব্বনাশ করিম তুমার ঃ
রহিব অযশ খ্যাতি সকল সংসার।
হেন কালে আইল তার খুড়া বংশধর ঃ
আসিয়া চান্দরে মন্দ বলিল বিস্থর।

---

১ — আদিকাণ্ডে। ২ — ত্রিলোক। ৩ — সাপুটিয়া।

বানিয়ার পুত্র তুমি নহে অন্যজন ঃ
বড়াই করহ বেটা লঘুর লক্ষণ।
পূজিলে মনুসা তর হৈব সর্ব্বনাশ ঃ
এমত কুবুদ্ধে কেন জিয় মতিনাশ।
শঙ্কর দুহিতা পৌদ্ধা জগত জননী ঃ
তাহারে পূজিলে তুমার মান হৈব হানি।
আজি তর পুরিসনে নিব রসাতলে ঃ
কি করিতে পার তুমি আপনার বলে।
বেদনিন্দা দেবনিন্দা করে যেই জনে ঃ
কুলক্ষেয় শ্রীভ্রষ্ট হয়ে দিনে দিনে।
নাকর পাষণ্ড মনে পূজ বিষুহরি ঃ
রাখহ আমার বাক্য বুলি হাত ধরি।
সুনুকা আসিয়া কেশ দুই ভাগ করি ঃ
বান্দিয়া চান্দের পায়ে বুলে বেগ্র করি।
গুরু জনে হেন বুলে শুন সদাগর ঃ
নহে ত্রীবদ দিম তুমার উপর।
সর্ব্বলুকে স্তুতি করি চান্দ স্থানে কএ ঃ
আমরা বাক্যে পৌদ্ধা পুজমহাশএ।
খুড়ার বচনে চান্দ কহে মন্দ স্বরে ঃ
অঙ্গীকার করিল মনুসা পূজিবারে।
ডিঙ্গাসব আনাইল পুত্র বধূ সনে ঃ
ফিরিলা সকল লুক প্রসন্ন বদনে।
মঙ্গাল জুকার দিলা চর্ম্পক নগরে ঃ
মনুসা পূজিবা হেন শুনি চন্দ্রধরে।
সুনার মাণ্ডব তুলাইল ঘাট কূলে ঃ
ভরিল সকল ঘর দীপ দুপ[১] ফুলে।

---

১ — ধূপ।

আগর চন্দন আর কুমকুম কস্তুরী ঃ

আনিলা সুগন্দি[১] পুষ্প পূজিতে বিষুহরি।
নৈবিন্ধ তামুল পৌন্ধপত্র মিষ্টকলা ঃ
ভার ভার করি সব মাণ্ডব ভরিলা।
নানা বান্ধন্ধনি[২] বাজে প্রথি ঘরে ঘরে ঃ
স্নান করি দেবার্চ্চনা কৈলা চন্দ্রধরে।
বিপ্রগণে স্নান কৈলা গনিতে অপার ঃ
তবে চান্দে আনাইল র্জ্ঞাতি আপনার।
পূজা করিবার চান্দে বসিলা আসনে ঃ
ভরিয়া জুকার দিলা দিব্ব নারীগনে।
জুড় হস্থে বুলে তবে সুনুকা পাটেশ্বরী ঃ
হরষিতে তড়ে উট মায় বিষুহরি।
পৌন্ধা বলে অকস্মাত তড়ে নহি চড়ি ঃ
কালদন্ত হেন দেখি হেমতাল বাড়ি।
যদি মরে পূজিবেক চান্দ সদাগর ঃ
সত্য করউক আগে সভার গুচর।
হেমতাল জলেতে পালাউক অধিকারী ঃ
তবে সে তড়েত আমি উঠিবার পারি।
চান্দে বলে পৌন্ধার প্রবিত্তি বিবর্জ্জিত ঃ
বুলায় দেবের কন্যা হৈয়া বিপরীত।
জাতি বিজাতি কিছু নাহিক বিচার ঃ
যেই পূজে তথা যায়ে পূজা খাইবার।
লুভদুষে পৌন্ধাবতী চারেখারে যায় ঃ
দেবতার ভুগছাড়ি চেঙ্গা বেঙ্গা খায়।

---

১ — সুগন্ধি।　　২ — বাদ্যধ্বনি।

পঞ্চ বনিক্য মৈদ্ধ্যে আমি সে কুলীন ঃ
কুনুকালে কুনুকর্ম্ম না করিছি হীন।
পৌন্ধাবতী বলে চান্দ না হয়ে উচিত ঃ
কেনে হেন বাক্য বল শুনিতে কুছিত।
শঙ্করের কন্যা আমি তুমি আমার ভাই ঃ
মন্দ বুল আমারে তুমার বুন্ধি নাই।
অখনে মুখের শাস্তি দিতে পারি তরে ঃ
কার আছয়ে শক্তি রাখিতে তুমারে।
সবে তুমি গর্ব্বকর শঙ্কর ভবানী ঃ
মর বিষে দুই জনে তেজ্জিল পরানি।
তুমি না পূজিলে মরে পূজে হেন নাই ঃ
থাক থাক আজি তর ভাজ্গিম বড়াই।

তবে বংশাধরে বলে শুন চন্দ্রধর ঃ
ভক্তি ভাবে পূজ পৌদ্ধা পাষণ্ডি না কর।
চান্দে বলে বসিয়াছি পূজা করিবারে ঃ
তবে কেনে পুনি পুনি বুল বারে বারে।
বংশধরে বলে বাপ মর মাথা খায় ঃ
হেমতাল গুটা তুমি জলেত পালায়।
চান্দে বুলে দেউকা আমার মহার্জ্ঞান ঃ
সপূর্ন্ন করিয়া দেউকা কলার বাগয়ান।
তবে সে পৌদ্ধারে মই পুজু কতুহলে ঃ
তবে হেমতাল মর পালাইম জলে।
পৌদ্ধা বলে র্জ্ঞান দিলু বাগয়ান কলা ঃ
রাখিলু তুমার বাক্য হেমতাল পালা।
তবে চান্দ দীর্গশ্বাস ছাড়ি বহুতর ঃ
পালাইল হেমতাল জলের ভিতর।
ডিঙ্গা হনে মনুসার ঘট আনিবার ঃ
চন্দ্রধরে তখনে করিল অঙ্গীকার।
বাপের বচন শুনি পুত্র সাত জনে ঃ
ডিঙ্গা হনে ঘটবারি আনিল তখনে।
বিফুলারে ডিঙ্গা হনে তুলিয়া আনিতে ঃ
আগে পাছে যুবতী আনন্দ শতে শতে।
উঝা ধনন্তরী উটে সুমাই পণ্ডিত ঃ
দুলাই কাণ্ডারী উটে দাড়িয়ে' বেষ্টিত।
তেড়া দামদর উটে আপনার ভির্ত্ত ঃ
উটিয়া পূজার ঘরে হৈল উপস্থিত।

—ঃ লাচাড়ি ঃ—

[দিসা ঃ— পূজে চান্দ একমন চিত্তে।
সুবর্ন্ন মৃদঙ্গা দ্ধনি ঃ শঙ্ক শিঙ্গা বাজে বেনি ঃ
বিবাদ খণ্ডিল আজি হনে।]
সুবর্ন্নের চিত পিড়ি[ক] ঃ নানাবর্ন্নে করি গুড়ি[খ] ঃ
আসন দিলেক বসিবার ঃ
হাতেত কমল করি ঃ পূজে চান্দ অধিকারী ঃ
তুষ্ট হৈলা হরের কুমারী ।১।
চাম্পা কলা পৌদ্য পাতে ঃ কর্প্পুর তামুল তাতে ঃ
সুগন্দি চর্ম্পক পারিজাত ঃ
বিপ্রগণে পুথি হাতে ঃ মন্ত্র বলে বিধিমতে ঃ
হাতে লইয়া পুষ্প বেল্যপাত[ঘ] ।২।

ক·— চিতপিড়ি = কাঠের তৈরী বসার বড় আসন বিশেষ।

---

১ — দাঁড়িতে।   ২ — ভৃত্য।   ৩ — গুঁড়ো।   ৪ — বেলপাতা।

আগর চন্দন লইয়া ঃ   কনক কমল দিয়া ঃ
দণ্ডবতে পড়িল চরণে ঃ
তুষ্ট হৈলা বিষহরি ঃ   জুকারে পুরিল পুরি ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথ ভুণে ।৩।

—ঃ পয়ার ঃ—

তবে রাজা চন্দ্রধরে বলিদান করে ঃ
তিন লক্ষ ছাগ দিল মেড়া শূকরে।
হংস পারাবত দিল গনিতে অপার ঃ
দিলেক মহিষ বলি পঞ্চাশ হাজার।
গাইন সবে গীত গায়ে নিতু[১] নিরন্তরে ঃ
যত ইতি বান্ধ বাজে কি কহিম তারে।
অহনিশি কুলাহুল আনন্দ উৎসব ঃ
জয় জয় মনুসা বাঝয়ে[২] কলরব।
নবদিন সাত রাত্রি পূজিয়া বিধানে ঃ
দক্ষিণা আছিগ্র[৩] তবে কৈলা বিপ্রগণে।
পৌন্ধাবতী বলে তবে চান্দ সদাগর ঃ
চৌদ্ধ ডিঙ্গা ধন-জন বুজি লয় তর।
ইহারে শুনিয়া চান্দ প্রসর্ন্ন বদনে ঃ
ভাণ্ডার ভরিয়া তুলে যত ইতি ধনে।
একে একে যেই ধনে ভরিছিল ভরা ঃ
সকল লইল চান্দে করিয়া তজবিরা[ক]।
তবে বিষুহরি বুলে শুন চান্দ ভাই ঃ
বিদায়ে করহ এবে নিজ ঘরে যাই।
চান্দে বলে মন্দ যত বলিছি তুমারে ঃ
ইহারে জানিয়া ক্ষমা করিবা আমারে।
প্রছণ্ড পাগল আমি তুমা নহি জানি ঃ
যুগনিদ্রা অবতার বর্ম্ম সুনাতনী।

ক — বিচার পূর্বক গ্রহন করা বা রায় দেওয়া।

---

১ — নিত্য।   ২ — বাজয়ে।   ৩ — উৎসর্গ।

এতদিন না জানিয়া তুমা না পূজিলু ঃ
মরাপুত্র ডুবাধন তুমা হনে পাইলু।
সাত পুত্র সহিতে পৌন্ধার পায়ে পড়ে ঃ

আশীর্ব্বাদ করি দেবী হংস পৃষ্ঠে চড়ে।
সুনুকা প্রণাম করে বধুগণ সঙ্গো ঃ
বর দিয়া মনুসা চলিলা নেতা সঙ্গো।
এইমতে মনুসারে চান্দে পূজা কৈল ঃ
পণ্ডিত জানকীনাথে সঙ্কপে[1] গাইল।
পুত্রসনে অন্নজল করিয়া ভুজন ঃ
পরম আনন্দ চান্দ বণিক্য নন্দন।
চন্দ্রধর বসিয়াছে করিয়া দেয়ান[ক] ঃ
জ্ঞাতগনে কহিলা চান্দের বিদ্ধমান।
সাফল্য জীবন তর শুন অধিকারী ঃ
ধন্য ধন্য পুত্রবধূ বিফুলা সুন্দরী।
ধন্য তুর পুত্রগণ গন্দর্ব্ব সমান ঃ
পূজিয়া মনুসা এত বাড়িছে সর্ম্মান।
পুত্রবধূ ঘরে লইয়া গেলা অবিচারে ঃ
ইহার উচিত হয়ে পরীক্ষা দিবারে।
চান্দ বুলে বধূরে না নিছি আমি ঘরে ঃ
মরা সঙ্গো একাশ্বর ভাসিছে সাগরে।
অবিচারে ঘরে নিলে নিন্দিবা সকলে ঃ
বিচারিলে নিন্দা পুনি নাহি কুনু কালে।
অতএব পরীক্ষা বধূ করুকা আপনে ঃ
ভাল হৈল তুমি সব আছ বিদ্যমানে।
না হইলে তানে আমি আচরিম কেনে ঃ
সন্মতি পূর্ব্বক জ্ঞাতি জির্জ্ঞাসিয়া তানে।
মনে মনে হাসে বেউলা পরম সানন্দে ঃ
সরিয়া মনুসা পদ মনে মনে কান্দে।
বুলিলা সাহের কন্যা সভার বিদিতে ঃ
করজুড়ে নিবেদিল সভাইর[2] সাক্ষাতে।

ক — সভা।

---

১ — সংক্ষেপে।　　২ — সবার।

কুনু পরীক্ষা মরে দিবা অধিকারী ঃ
আর্জ্ঞা হৈলে এইক্ষণে করিবারে পারি।
চান্দে বুলে বধূ অগ্নিশুদ্ধা কর অবে[1] ঃ
ইহাতে বুজিলে আর মত হৈব তবে।
অগ্নিকুণ্ড চন্দ্রধরে করিল তখনে ঃ
মহা প্রজলিত[2] অগ্নি ভয় লাগে মনে।

চন্দ্রধরে বলে বধূ করহ প্রবেশ ঃ
বিলমের নাহি কার্য্য কহিলু বিশেষ।
তবে কন্যা স্নান করি হৈল পুরস্কার[3] ঃ
অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ কৈল সাতবার।
দিনমনি সাক্ষী করে ইন্দ্র নিশাপতি ঃ
তিনলুক সাক্ষী করে জীব জন্তু যতি।
মনে মনে মনুসারে সরণ করিল ঃ
অন্তরীক্ষে থাকি দেবী চাইয়া রহিল।
মই যদি কল্পি থাকু অন্য পুরুষরে ঃ
ভস্ম[4] হইয়া মরু এই অগ্নির ভিতরে।
হেন বলি অগ্নিকুণ্ডে করিল প্রবেশ ঃ
মহা গণ্ডকুল[5] করি কান্দে সর্ব্বদেশ।
হা হা পৃয়া বলিয়া কান্দয়ে লক্ষীন্দর ঃ
কান্দয়ে সুনুকা দেবী এ ছয় কুয়র।
বধূ সবের কান্দনে যে ধরনী বিদার ঃ
তুমি হেন রূপবতী না দেখিম আর।
সর্ব্বলুকে দেখিয়া করয়ে হাহাকার ঃ
সর্ব্বনাশ চন্দ্রধরে কৈল এইবার।

---

১ — এখন। ২ — প্রজ্জ্বলিত। ৩ — পরিষ্কার। ৪ — ভস্ম।
৫ — গণ্ডগোল।

সতী পতিব্রতা কৈন্যা সাহের কুমারী ঃ
অগ্নি মৈধ্যে বসিয়াছে বিফুলা সুন্দরী।
কতক্ষণে আনল হইল নিবারন ঃ
দেখিলা সুন্দরী আছে প্রসন্ন বদন।
দেখয়া সকল লুকে মানিলা বিস্ময়ে ঃ
সর্ব্বথা জানিয় কন্যা মনিষ্ব না হয়ে।
এমত অসক্ষ কর্ম্ম মনিষে না পারে ঃ
ভার্গ্যফলে ইহারে পাইছে চন্দ্রধরে।
অগ্নি হনে তুলি তবে কৈলা পুরুষ্কার ঃ
পরীক্ষা করিতে চান্দে বলে আরবার।
সমুদিয়া সর্ব্বলুকে বলে সদাগর ঃ
অগ্নি শুদ্ধা হৈল কন্যা সভার ভিতর।
তবে আর পরীক্ষা করিয়া কার্য্য নাই ঃ
অবে ঘরে লইয়া যায় বিফুলা লখাই।
বিফুলা সুন্দরী বুলে সভার গুচরে ঃ
করিম পরীক্ষা যত বুলইন শ্বশুরে।

চান্দে বুলে কর বধূ তুলা পরীক্ষা ঃ
তবে সে ঘুচায় মর মনে যত শঙ্কা।
হেন বুলি তুলা তুলি দিল একদিগে ঃ
উটিল সুন্দরী কন্যা আর এক ভাগে।
তুলাতে পাতল* হৈল বিফুলা সুন্দরী ঃ
অন্তরীক্ষে রথে ভরে আছে বিষুহরি।
সত্যতা রাখিল কন্যা পৃথিবী ভিতরে ঃ
তবে আরবার পুনি বলে চন্দ্রধরে।

ক — লঘু, হালকা।

ঘৃত কাঞ্চন বধূ কর এইক্ষণ ঃ
তবে আর সন্দেহ না রহে মর মন।
অগ্নিপ্রাক্ষ ঘৃতভাণ্ড জ্বলে তাতে করি ঃ
তাহাতে পালায়ে শুদ্ধ স্বর্ন্নের অঙ্গুরী।
কনিসমে হাত কন্যা তার মধ্যে দিয়া ঃ
সুবর্ন্নের অঙ্গুরী গোটা দেখায়ে তুলিয়া।
সর্ব্বলুকে প্রসংশন করে পুনি পুনি ঃ
এমত আচর্য্য কব দেখি নাই শুনি।
পুনি চান্দে বলে বধূ শুনহ বচন ঃ
লুহা পরীক্ষা করি তুষ্ট কর মন।
তায়* দিয়া লুহাখান অগ্নির সমান ঃ
আছৌক লইব কেয় দেখিতে ছাড়ে প্রান।
সাতগুটা বটপত্র দিলা মন্ত্র বুলি ঃ
সাড়াইসে ধরিয়া লুহা দিলা হাতে তুলি।
খানিক নাহিক বেথা সতী পতিব্রতা ঃ
আর্জ্ঞা কর গুরু অবে পালাইম কুথা।
আর্জ্ঞা কৈলা যথা ইর্ছ্বা তথায়ে পালায় ঃ
জল পরীক্ষা পুনি কৈলে সে এড়ায়।
শুনিয়া চান্দের বাণী সাহের কুমারী ঃ
হাত হনে লুহা পেলে কষ্ট মন করি।
জলেত নামিয়া কন্যা ডুব দিয়া রহে ঃ
আনন্দে সকল কর্ম বার্ম্মণে নির্ব্বহে।

ক — তপ্ত করি।

কেয় বুলে আছে কন্যা কেয় বুলে নাই ঃ
প্রহরেক বাদে কন্যা উটিল তথাই।

ধন্য ধন্য সর্ব্বলুকে প্রসংশন করে ঃ
সাফল্য জীবন তার যাহার উদরে।
তবে আরবার বুলে চন্দ্রধর সাধু ঃ
ধর্ম্মঘট পরীক্ষা করিতে হৈল বধূ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই পত্র লেখি সেইকালে ঃ
আর এক পত্র দিল বিফুলার কপালে।
ধর্ম্মপত্র তুলিয়া দিলেক ততক্ষণ ঃ
ধন্য ধন্য সর্ব্বলুকে করে প্রসংশন।
তবে আরবার বলে রাজা চন্দ্রধরে ঃ
তপ্ত তৈল কুণ্ডে নিয়া পালায় বধূরে।
ইহাতে পাইলে রক্ষা আর দোষ নাই ঃ
অগ্নিপ্রায় তৈলকুণ্ড করিল তথাই।
ফাল* দিয়া বিফুলা পড়িল গিয়া তৈল্যে ঃ
ইবার মরিল কন্যা সর্ব্বলুকে বলে।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে সর্ব্বজনে ঃ
রাজা চন্দ্রধর কান্দে অসন্তুষ মনে।
সতী পতিব্রতা কন্যা জগতে প্রচার ঃ
কুবুদ্ধিয়ে আসি তারে করিল সংহার।
হেনকালে উটে কন্যা প্রসর্ন্ন বদন ঃ
দেবতা সকলে কৈলা পুষ্প বরিষণ।
তুলিলা সকল লুকে তৈল্য নষ্ট করি ঃ
উষা বলে ত্রাণ কর মায় নাগেশ্বরী।

ক — লাফ।

শুনিয়া উষার হেন বচন কাতর ঃ
হাতে ধরি তুলে কন্যা রথের উপর।
লক্ষীন্দরে দেখিল বিফুলা নাই এথা ঃ
বাউবেগে[১] উড়িল বিফুলা গেল যথা।
লখাই বিফুলা যদি একত্র হহিলা ঃ
রথ লৈয়া মনুসায়ে অন্তর হহিলা।
বিফুলা নাহিক এথা নাই লক্ষীন্দর ঃ
মহা গণ্ডগুল করে চম্পর্ক নগর।
অলক্ষিতে এথা নাই চান্দের কুমার ঃ
সকল নগর জুড়ি কান্দে অত্যান্তর*।
কান্দে রাজা চন্দ্রধরে পুত্র পুত্র বলি ঃ
ছয় সহোদরে কান্দে করি গলাগলি।
সুনুকায়ে বুক কুটে ভূমিতে লুটায়ে ঃ

বুকে ছেল[২] দিয়া পুত্র-বধূ কুথা যায়ে।
পাগল হইল চান্দ পুত্র শুকানলে ঃ
বারে বারে লড় দেয় পড়িতে অনলে।
চান্দরে ধরিয়া রাখে সুমাই পণ্ডিত ঃ
কুনু দেয়াসিয়া[খ] আছিলা পৃথিবীত।
না হৈলে এমন কর্ম মনিস্বে নি পারে ঃ
বের্থা প্রাণ না হারিয় শুন চন্দ্রধরে।
সুনুকারে ধরিয়া শান্তায়ে নারীগণে ঃ
মির্থ্যা কাজে সুনুকা কান্দহ অকারণে।
অপর্ছরা অপর্ছরি সে দুই আছিলা ঃ
মনুসার কার্য্য সাধি নিজ স্থানে গেলা।

ক — অবস্থান্তর, দুর্ভোগ। খ — দেব পরিচারিকা বা দেবসভার নর্তকী - আসিয়াছিলা।

---

১ — বায়ুবেগে। ২ — শেল।

শান্তাইলা সর্ব্বলুকে রাজা চন্দ্রধর ঃ
চলিলা অমরাপুরি বেউলা লক্ষীন্দর।
হেনকালে উষা বলে অনিরুদ্র স্থানে ঃ
একখানি দুক্ষমাত্র রহিলেক মনে।
শ্বশুর - শাশুড়ী দুক্ষ শান্তাইলু পুনি ঃ
দুক্ষের সাগরে রৈল আমার জননী।
না শুনিলা বিবরণ নাহি গেল দুঃখ ঃ
অহনিশি আনলে দহিব তান বুক।
আমার সন্তাপে মায় বড় দুক্ষি আছে ঃ
দেখিয়া না গেলে দুঃখ বড় হৈব পাছে।
আর্জ্ঞা যদি কর প্রভু আমি যাইব তথা ঃ
দরশন দিয়া মায়ে আসিম সর্ব্বথা।
লক্ষীন্দরে বলে পৃয়া শুন মর বানী ঃ
জির্জ্ঞাসা করিয়া দেখ শঙ্কর নন্দিনী।
বিনা তান আর্জ্ঞায়ে না পারি যাইবার ঃ
পরিচয় পালে[১] না পারিবা আসিবার।
উষা বলে পরিচয় দিবাম কিসেরে ঃ
যুগী ভেশে প্রবেশিম উজানী নগরে।
এইমতে মুক্তি করে উজানী যাইতে ঃ
হস্ত জুড় করি বলে মনুসা অগ্রেতে।
পুনি পুনি প্রণমিয়া কহে দুইজনে ঃ
এক নিবেদন মায় তুমার চরণে।

উষা বলে মায় যদি আর্জ্ঞা কর তুমি ঃ
যুগী বেশে মায় বাপ দেখি গিয়া আমি।

---

১ — পাইলে।

দশমাস জননীয়ে ধরিছে গর্ব্বে ভার ঃ
এ জর্ন্মে মায়ের মখ না দেখিম আর।
মায়ে না দেখিব আমি অভাগীর মখ ঃ
চিরকাল এই দুক্ষে বিদারিব বুক।
মর তাপে তাপিনী জননী অনুক্ষণ ঃ
বিশেষে তাপিত বাপ ভাই ছয়জন।
পালিয়া পুষিয়া বাপে তবে বিয়া দিল ঃ
দিগুন আমার দুক্ষে সংসার ছাড়িল।
ভাসিয়া যাইতে আমি প্রভুরে লইয়া ঃ
বিস্থর করিলা যত্ন ছয় ভাইয়ে গিয়া।
না শুনি তাহার বাক্য করিলু গমন ঃ
মাথাকুটি কান্দি আইলা ভাই ছয়জন।
আর যত বন্দুগণ উজানী নগরে ঃ
দেখিয়া অসিম মায় আর্জ্ঞা কর মরে।
রথ রাখি তথাতে রহিলা বিষুহরি ঃ
চলে অনিরুদ্র উষা উজানী নগরি।.
সমান বয়েসী রুপ গুন দুই জন ঃ
তাম্রের কুণ্ডল কর্ন্নে যুগীর[১] লক্ষণ।
রুদ্রাক্ষের মালা গলে করিছে লম্বিত[২] ঃ
মাথায়ে পিঙ্গল জটা রত্নে বিভূষিত।
রক্ত বস্ত্র পরিধান কান্দে[৩] বাঘামর[৪] ঃ
হাতেত ত্রিশূল শিঙ্গা ভস্ম কলেবর।
এইমতে প্রবেশিলা উজানী নগরে ঃ
ভিক্ষা মাগিবার ছলে ফিরে ঘরে ঘরে।

---

১ — যোগীর।　　২ — লম্বিত।　　৩ — কাঁধে।　　৪ — বাঘাম্বর।

যেই পথে দেখে লুকে দুই যুগী যাএ ঃ
ছাড়িয়া গৃহের কর্ম্ম পাছে পাছে ধাএ।
কেয় বলে সাহের কুমারী হেন দেখি ঃ
ভাসাইয়া চান্দের পুত্র যুগী হৈল নাকি।
যে সকল রুপে গুণে চান্দের কুমার ঃ
এই বর সুন্দরী বরিছে আরবার।

কেয় বলে সে দুই লখাই বিফুলা ঃ
সে রূপ ছাড়িয়া বুজি যুগী ভেশ হৈলা।
হেন বুজি সর্ব্বলুক চলিলা সহিতে ঃ
প্রবেশ করিলা যুগী সাহের পুরিতে।
স্বরিয়া গুরুক নাম পুরিল হুঙ্কার ঃ
যুগী দেখি কমলা সুন্দরী হৈল বার।
বিফুলার আবয়ে* দেখিয়া পাটেশ্বরী ঃ
উস্বাসি উস্বাসি কান্দে প্রাণ ঝিউ করি।
শুনি পুত্র বধূগণ বার হৈলা লড়ে ঃ
যুগী দেখিয়া রহে চক্ষের জল পড়ে।
যুগী স্থানে বিরহিনী জননী জির্জ্ঞাসে ঃ
কহ কহ যুগী তরা থাক কুনু দেশে।
যুগী বলে আমার বসতি স্থিতি নাই ঃ
করিতে বৈরাগ্য আমরা নানা দেশে যাই।
পুনি কমলায়ে বলে যুগীর গুচর ঃ
তরানি আইস যায় চর্ম্পক নগর।
যুগী বলে চর্ম্পক নগরে নিতি যাই ঃ
কি কারনে সেই বার্ত্তা পুছ মর টাই।

ক — অবয়বযুক্ত দেহ, প্রতীক।

কমলায়ে বলে আমি অভাগীর ঝি ঃ
বার্ত্তা না পাইলু মরার সনে হৈল কি।
চর্ম্পক নগরে থাকে চান্দ সদাগর ঃ
তার পুত্রে কন্যা বিয়া করিছিল মর।
কালরাত্রি জামাতারে খাইল কালনাগে ঃ
মরার সহিতে কন্যা গেল কুনু দিগে।
কিবা ভাল মন্দ হৈল নাহিক নির্ণুএ ঃ
তাহার কারণে মর আকুল রিদএ।
যুগী বলে সেকথা জির্জ্ঞাস কি কারণ ঃ
ভিক্ষা দিলে এথা হনে করিএ গমন।
আকুল ব্যাকুল মন কমলা সুন্দরী ঃ
চাউল কড়ি আনি দিল থাল বাটা ভরি।
এক মষ্টি হাতে লইয়া বিফুলা সুন্দরী ঃ
সিচিয়া* পালাএ বড় ঘরের* উহারি।
সুখে অন্নজল খাইছি এই ঘরে বসি ঃ
মায়ের কুলেত থাকি সুখে নিদ্রা গেছি।
শুদ্ধ সতী হম যদি শূচি থাকে মর ঃ

না ছাড়িয় লক্ষী[১] মর বাপের বাসর।
বর দিয়া এথা হনে চলে তরাতরি ঃ
চাইল বাপের পুরি চারিদিকে ফিরি।
তবে ছয় ভাইর ঘর অর্ম্নে অর্ম্নে চাএ ঃ
ঘরে ঘরে কমলায়ে কান্দিয়া বেড়াএ।
বিফুলায়ে বলে প্রভু চল এথা হনে ঃ
মায়ের কবুনা মর না সহে পরানে।

ক — ছিঁটে, বর্ষন করে। খ — বসবাসের একাধিক ঘরের মধ্যে (বাড়ীর) প্রধান ঘর।

---

১ — লক্ষ্মী।

মই হনে মায়ের না হৈল কুনু সুখ ঃ
আর না ঘুমাইম মায়ের বুকে দিয়া মখ।
বাপের কুলেত চড়ি না ফিরিম আর ঃ
শিশু ভাই ভগ্নী কুলে না লইম আর।
আর না খেলিম খেলা ভগিনীর সহিত ঃ
না ডাকিম খুড়ী জেটী মনের পিরিত।
আর পুনি না ডাকিম বাপ-ভাই বলি ঃ
ভ্রাত্রিবধূ[১] সনে আর না করিম খেলি।
গজপিটে বসিনি খেলিম বালক সনে ঃ
নিদ্রাতে জাগাইয়া অর্ম খায়াইব[২] কুনে।
না গেল মর মাস-পক্ষ-দিন অষ্ট চারি ঃ
কালরাত্রে মনুসা আমারে কৈল রাড়ী।
না গেল মনের খেদ না করিলু সুক[৩] ঃ
ইজর্ম্মে মায়ের আর না দেখিম মখ।
আর না দেখিম পুনি উজানী নগর ঃ
হেন বুলি কান্দে তবে বেউলা লক্ষীন্দর।
লক্ষীন্দরে বলে পৃয়া শুনহ বচন ঃ
পত্র লেখি থইম[৪] সকল বিবরণ।
উষা বলে প্রাণনাথ লেখ শীগ্র করি ঃ
বিলম হহিলে ক্রধাইবা[ক] বিষুহরি।
আনিয়া তামার পত্র লেখিলা বিশেষে ঃ
যেনমতে বিফুলা আসিলা যুগী ভেশে।

ক — রাগ করবে, ক্রোধ করবে।

---

১ — ভ্রাতৃবধূ। ২ — খাওয়াইব। ৩ — সুখ। ৪ — থুইম, রাখিব।

যেনমতে পতি জিয়াইল লক্ষীন্দর ঃ
যেনমতে মনুসা পূজিল চন্দ্রধর।
পূর্ব্বে অনিরুদ্র উষা ছিল যেনমতে ঃ
হরিলা মনসা দেবী যে কার্য্য সাধিতে।
সেই কার্য্য সিদ্ধি করি জিয়াইয়া পতি ঃ
চলিছি অমরাবতী স্বামীর সংগতি।
মায়-বাপে দেখিবারে আইলু যুগী ভেশে ঃ
এই পত্র লেখিয়া এড়িল একপাশে।
হেন কালে নেতা বলে পৌদ্ধা সমুদিয়া ঃ
উষা অনিরুদ্র রৈলা মায়ায়ে ভুলিয়া।
ডাক দিয়া আন উষা চল এইক্ষণ ঃ
ইহারে শুনিয়া নেতা করিল গমন।
নেতা দেখি অনিরুদ্র উষা হরষিতে ঃ
তরিত গমনে চলে নেতার সহিতে।
পৌদ্ধার সহিতে উষা সুরপুরী যায়ে ঃ
এথা গন্ডকুল করি কান্দে বাপ-মায়ে।
আচম্বিত তথায়ে পাইয়া লেখাপাত ঃ
কান্দে সাহের সদাগর মাথে দিয়া হাত।
কি হৈল কি হৈল বলি সর্ব্বলুকে ঘুষে ঃ
হরি সাধু চর্ম্পকেত চলিল তরাসে।
এথাতে হহিছে বড় সুখ[১] আতান্তর ঃ
না পাইলা কুথাতে বিফুলা লক্ষীন্দর।
হরি সদাগর দেখি বলে চন্দ্রধর ঃ
গেছেনি তুমার দেশে পুত্র লক্ষীন্দর।

১ — শোক।

পতিব্রতা বধূনি গিয়াছে সেই দেশে ঃ
ইহা শুনি হরি তবে কহিল বিশেষে।
যুগীবেশে উজানীতে গেছিলা দুইজন ঃ
সকল আছয়ে তাম্র পত্রেত লিখন।
আচম্বিত তথা হনে গেল কুনু টাই ঃ
আকুল সমস্থ আমি বিচারি না পাই।
তবে পরিণাম চিন্তি রহে পরস্পর ঃ
স্বর্গপুরি হনে লামিছিলা বিদ্ধাধর।
তবে পৌদ্ধাবতী দেবী সাধিয়া সর্ম্মান ঃ
দিল অনিরুদ্র উষা ইন্দ্র বিদ্ধমান।

পৌদ্ধারে দেখিয়া তবে বলে পুরন্দর ঃ
সাদরে নি তুমারে পূজিল চন্দ্রধর।
পৌদ্ধাবতী বলে মামা তুমার প্রসাদে ঃ
আমারে পূজিলা চান্দে হারিয়া বিবাদে।
ভাল হৈল চান্দের খণ্ডিল বিসমাদ ঃ
এমত বুলিয়া ইন্দ্রে দিলা আশীর্ব্বাদ।
তবে পৌদ্ধাবতী বলে শুন পুরন্দর ঃ
অনিরুদ্র উষা এই তুমার গুচর।
পুর্ব্বে আমি তুমা হনে নিছিলু ইহারে ঃ
প্রতির্জ্ঞা আছিল আনি দিতে এই পুরে।
ইন্দ্ররে সমাসা করি চলে বিষুহরি ঃ
উষা-অনিরুদ্র দুই সন্তুষ যে করি।
তুমরার কাজে মর খণ্ডিল বিবাদ ঃ
অনেক দিয়াছি দুক্ষ না কর বিষাদ।
উষা-অনিরুদ্র দুই পড়িলা চরণে ঃ
সুবর্ন্নের হার দেবী দিলা ততক্ষণে।
উষা-অনিরুদ্র দুই সন্তুষিত করি ঃ
আনন্দে চলিয়া গেলা আপনার পুরি।
এইমতে পৌদ্ধা - পুরাণ হৈল সমাধান ঃ
যেই জনে লেখে পড়ে সর্ব্বত্রে কৈল্যান।
যে জনে মনুসা পূজিবার করে আশ ঃ
অকালে না হরে মিত্র শত্রু হয়ে নাশ।
যে জনে মনুসা পূজা পারে করিবার ঃ
সে পুনি বাঞ্চয়ে কার্য্য সিদ্ধি হয়ে তার।
ধন জন যশ কীর্ত্তি পুত্র পৌত্রে বাড়ে ঃ
অরুগী শরীর থাকে দরিদ্রতা ছাড়ে।
কায়ে-মনে-বাক্যে যদি মনুসা পূজএ ঃ
পৃথিবী মণ্ডলে তার কিছু নাই ভএ।
এতেক কহিতে পারি পুরাণের মতে ঃ
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়ে দড়াইলে চিত্তে।
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই ঃ
মনুসা চরণে ভজ আর লক্ষ নাই।
মতিভ্রম হৈয়া যদি অক্ষর পড়ি থাকে ঃ
পণ্ডিতের হাতে গেলে উদ্ধারিবা তারে।
লেখিতে না পারি গ্রন্ত কি সাদ্য আমার ঃ
তবে যদি নিন্দা কর দুহাই পৌদ্ধ্যার।
কাতর হৈয়া আমি নিবেদন করি ঃ
অবহেলা না করিয় চরণেত ধরি।

---

১ — কীর্ত্তি।　　২ — গ্রন্থ।

মই যদি ঘটিয়া[ক] থাকু অক্ষর লেখিতে ঃ
পাটক বির্জ্জান্ত[১] ব্যক্তি নিবেদি তুমাতে।
পুন পুন তুমা স্থানে কহিলু প্রান ভাই ঃ
তবে যদি মন্দ বুল শিবের দুহাই।
পৌদ্ধা বিনে ইহ ভবে আর লক্ষ নাই ঃ
গঙ্গা-নারায়ণ-হরি-দুর্গা বল ভাই।
কৌটী[২] জর্ন্ম আরাধি মনিষ্ব জর্ন্ম পাই ঃ
হেন জর্ন্ম ব্রেথা[৩] যায়ে হরি বল ভাই।
মনুসার প্রসঙ্গা কথা হৈল সমাধান ঃ
সকলে মনুসা পদে করহ প্রণাম।
।। ইতি পৌদ্ধ-পুরাণ পুস্থক সমাপ্ত ।।

ক — ভুল করে থাকি।

---

১ — বিভ্রান্ত, বিজ্ঞ।　২ — কোটি।　　৩ — বৃথা।
